(২য় খণ্ড)

কুলাবধূত শ্রীমদ্ হরিহরানন্দ ভারতী বিরচিত টীকা

এবং

তন্ত্রজ্ঞপ্রধান কুলাবধূতাচার্য

৺বৃদ্ধ জগন্মোহন তর্কালঙ্কার নামে প্রসিদ্ধ

শ্রীমৎপূর্ণানন্দ তীর্থনাথ কৃত অনুবাদ

টিপ্পনী সমেত

তদাত্মজ

সাধকপ্রবর কুলাবধূতাচার্য

৺জ্ঞানেন্দ্রনাথ তন্ত্ররত্ন কর্তৃক

বহুতন্ত্রমত-সন্নিবেশে বিশদীকৃত

পরিবর্দ্ধিত ও সঙ্কলিত।

মিহির কিরণ ভট্টাচার্য্য

সম্পাদিত।

১৭৪।৬।১ নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু রোড

পোঃ রিজেন্টপার্ক

কলিকাতা-৪০

প্রকাশক—তীর্থ প্রকাশনী
৯১/১, সাদার্ণ এভিন্যু, কলিকাতা-২৯
ফোন : ৪৪-৭৪৫১

শ্রীঅশোককুমার পাণ্ডে }
শ্রীসত্যব্রত মুন্সি } যুগ্ম-সম্পাদক

অষ্টম সংস্কবণ
অগ্রহায়ণ ১৩৮৪
দক্ষিণা—১২'০০

প্রাপ্তিস্থান—

মহেশ লাইব্রেবী। ২।১ শ্যামাচবণ দে ষ্ট্রিট্। কলিকাতা-১১।
বকমাবী পুস্তক ভাণ্ডাব। ২।১ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রিট। কলিকাতা-১২।
সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডাব। ৩৮, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রিট্। কলিকাতা-৬।
তাবা লাইব্রেবী। ১০৫ অপাব চিৎপুব বোড। কলিকাতা-৬।
শ্রীসত্যবাদী চক্রবর্ত্তী। ৩৬ নিবেদিতা লেন। কলিকাতা-৬।
শ্রীসিদ্ধেশ্বব ভট্টচার্য্য (শাস্ত্রী) পোঃ বৈদ্যবাটী (হুগলী)
সহস্রভুজা কালীবাডী। পোঃ শিবপুব। (হাওডা)

মুদ্রাকবঃ—
বঙ্গবাসী লিমিটেড
২৬, পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৯

মহানির্ব্বাণতন্ত্রম্ ।

নির্ঘণ্টপত্র ।

মহানির্ব্বাণতন্ত্রম্ ।

নির্ঘণ্টপত্র।

মহানির্ব্বাণতন্ত্রম্

নির্ঘণ্টপত্র ।

মহানির্ব্বাণতন্ত্রম্।

নির্ঘণ্টপত্র ।

মহানির্ব্বাণতন্ত্রম্

নির্ঘণ্টপত্র ।

মহানির্ব্বাণতন্ত্রম্।

চতুর্দ্দশ উল্লাস

নির্ঘণ্টপত্র ।

মহানির্ব্বাণতন্ত্রম্।

নির্ঘণ্টপত্র।

মহানির্ব্বাণতন্ত্রম্।

শুদ্ধিপত্র

পৃঃ	পং	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৫১৩	৩১	পিতামহকে	প্রপিতামহকে
৫১৮	২৭	পিণ্ডদাদমহং	পিণ্ডদানমহং
৫৫৬	১১	কৃপাম্বিতো	কৃপান্বিতো
৫৬৩	২৫	অষ্ঠদল	অষ্টদল
৫৬৯	৬	শ্রীসদাসিব	শ্রীসদাশিব
৫৭৭	৯	বহুমান্যোহপি	বহুমান্যোঽপি
৫৮৫	১৬	শক্তিতব্যভিচাবযাঃ	শঙ্কিতব্যাভিচারযাঃ
৫৮৬	৯	সন্ধিহানাং	সন্দিহানাং
৫৯২	৯	চিকীর্যু্ষু	চিকীর্ষুষু
৫৯৫	১৩	কুলাধর্ম্মাণাং	কুলধর্ম্মাণাং
৬০৭	১৮	অনভিশিক্তা	অনভিষিক্তা
৬১৫	১১	গুবন্নিবপয়ং	গুরুন্নিরূপযং
৬১৬	১৯	প্রাণবক্ষণার্থমেকং	প্রাণরক্ষণার্থমেকং
৬২৮	১৫	সর্ব্বোষামেব	সর্ব্বেষামেব
৬২৯	১৩	জেভ্যো	তেভ্যো
৬৩৯	৬	…বদ্ধাহযন্তো	… কদ্ধাহযন্তো
৬৫৬	২	যাবন্নোদ্বহনং	যাবন্নোদ্বাহনং
৬৬৭	২৭	গৃহমধে	গৃহমধ্যে
৬৭৭	২৬	লাভব	লাভেব
৬৯২	১৫	বাযীশ…	বায্বীশ…
৬৯৫	৯	কাপি	ক্বাপি
৬৯৭	১	কর্ম্মপদ্মা …	কূর্ম্মপদ্মা…
৬৯৮	২	যত্নেন	যত্নেন
৭০৫	১৬	উদ্বৃত	উদ্ধৃত
৭১২	৬	তৃণকাষ্ঠাদিসম্ভুত	তৃণকষ্ঠাদিসম্ভূত

শুদ্ধিপত্র

পৃঃ	পং	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৭৫৭	৯	পূর্ব্বেণাম্বযে	পূর্ব্বেনাম্বযো
৭৬৯	২	সমুদয	সমুদায
৭৭৪	৩০	ক্রোধসম্ভত	ক্রোধসম্ভুত
৭৭৮	২৭	সন্ত্রস্ত	সন্ত্রাস্ত
৭৭৯	৪	পুকষ	পকষ
৭৮০	৫	অষ্টদশ	অষ্টদল
৭৮১	২৫	তপোনিশি	তপোনিধি
৭৮৯	১৩	সর্ব্ববিদ্বানং	সর্ব্ববিদ্বানাং
৭৯৫	৯	মুর্চ্ছিত	মূর্চ্ছিত
৮০১	২২	কাশ্মী-লিংগ	কাশ্মীব-লিংগ
৮০৩	৬	পাযণাৎ	পাষাণাৎ
৮০৩	১১	শ্রেষ্ঠৎ	শ্রেষ্ঠং
৮০৪	১৮	বসকলে	সকলের
৮০৬	১৭	কল্পনম্	কম্পনম্
৮০৭	৪	বীবমিত্রোদ্বয	বীরমিত্রোদয়ে
৮০৮	২৯	সর্ব্বসিংহসনাঙ্কিতম্	সর্ব্বসিংহাসনাঙ্কিতম্
৮১০	১২	নানাবর্ণসমাকীনং	নানাবর্ণসমাকীর্ণং
৮১১	৩	গৃলস্থেব	গৃহস্থেব
৮১১	১৭	ভুবন যে	ভুবনত্রযে
৮১৫	১৭	সর্ব্ব বোদগম্	সর্ব্বরোগদম্
৮১৭	২৭	মহাত্ম্য	মাহাত্ম্য
৮১৮	২৬	যোহর্চ্চ যে···	যোহর্চ্চয়ে···
৮২৪	১৭	গ্রন্থে	গ্রন্থে
৮২৮	৫	তহো	তাহা
৮৩২	১২	ক্রিযতে	ক্রিয়তে

শুদ্ধিপত্র

পৃঃ	পং	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৮৪৬	১৭	য অবধি	য অবধি
৮৪৭	২১	তিষ্ট	তিষ্ঠ
৮৪৭	২১	সন্নিদেহি	সন্নিধেহি
৮৫১	৯	যস্তকস্মাদ্দেবতানাং	বস্তকস্মাদ্দেবতানং
৮৫৩	২৩	তবে	কবে
৮ ৬	১০	প্রতিযলস্বরূপ	প্রতিফলস্বরূপ
৮৫৬	২১	হ্ই···	ইহ···
৮৫৭	১৪	সম্যক	সম্যক্
৮৫৮	২৫	স্বপ্রলব্ধ	স্বপ্নলব্ধ
৮৫৯	২২	ক্রহ্মাই	ব্রহ্মাই
৮৬০	৯	মুক্তিচ্ছিন্তি	মুক্তিমিচ্ছন্তি
৮৬০	১৭	আবতর্ক্যম	অবিতর্ক্যম ।

কুলাবধূতার্য্য শ্রীপরমানন্দ তীর্থনাথঃ।
শ্রীমিহিরকিরণ ভট্টাচার্য্য নাম্না প্রসিদ্ধ।
জন্ম ১৩০৩ সাল চৈত্র।

তত আবাহযেদ্বিদ্বান্ বিশ্বান্ দেবান্ পিতৄংস্তথা।
মাতৄর্ম্মাতামহাংশ্চাপি তথা মাতামহীঃ শিবে॥ ৩৬॥
আবাহ্য পূজযেদাদৌ বিশ্বান্ দেবাংস্ততো যজেৎ।
পিতৃত্রযং তথা মাতৃত্রযং মাতামহত্রযম্॥ ৩৭॥

মুখ্যো মাতৃপিতামহীপ্রপিতামহ্যোঽমুক্যমুক্যমুক্যো দেব্য ইহাগচ্ছতেহ তিষ্ঠতেহ সন্নিধত্ত মম পূজাং গৃহ্ণীতেতি বাক্যেন মাতৄর্মাত্রাদীরপি অমুকগোত্রা নান্দীমুখা মাতামহপ্রমাতামহবৃদ্ধপ্রমাতামহা অমুকামুকামুকদেবশর্ম্মাণ্ ইহাগচ্ছতেহ তিষ্ঠতেহ সন্নিধত্ত মম পূজাং গৃহ্ণীতেতি বাক্যেন মাতামহান্ মাতামহাদীনপি অমুকগোত্রা নান্দীমুখ্যো মাতামহীপ্রমাতামহীবৃদ্ধপ্রমাতামহ্যোঽমুক্যমুক্যমুক্যো দেব্য ইহাগচ্ছতেহ তিষ্ঠতেহ সন্নিধত্ত মম পূজাং গৃহ্ণীতেতি বাক্যেন মাতামহীর্মাতামহ্যাদীশ্চাপি কুশাসনে আবাহযেৎ॥ ৩৬॥

আবাহ্যেত্যাদি। এবং বিশ্বদেবাদীনাবাহ্য বিশ্বে দেবা এতানি পাদ্যার্ঘ্যাচমনাদীনি বো নম ইতি বাক্যেন পাদ্যার্ঘ্যাচমনাদিভির্ধূপৈর্দীপৈর্বাসোভিশ্চাপ্যাদৌ বিশ্বান্ দেবান্ পূজযেৎ। ততঃ ওঁ অদ্যামুকগোত্রা নান্দীমুখাঃ পিতৃ-

---

শিবে। অনন্তব বিদ্বান্ ব্যক্তি, বিশ্বদেবগণকে পিতৃগণকে মাতৃগণকে মাতামহগণকে এবং মাতামহীগণকে আবাহন কবিবেন (২৭৩)।৩৬

এইরূপে বিশ্বদেবগণ, পিতৃপক্ষ ও মাতামহপক্ষেব আবাহন পূর্ব্বক প্রথমতঃ (পাদ্যার্ঘ্যাদি দ্বাবা) বিশ্বদেবগণেব পূজা কবিযা পবে পিতা পিতামহ প্রপিতামহ,

---

(২৭৩)—প্রত্যেক পক্ষেই আবাহনেব পূর্ব্বে তদ্বিষযে প্রশ্নপূর্ব্বক উত্তব গ্রহণেব বিধি আছে। যথা দৈবে প্রশ্ন—ওঁ বিশ্বান্ দেবান্ আবাহযিষ্যে? উত্তব—ওঁ আবাহয। আবাহনেব মন্ত্র যথা। বিশ্বে দেবা ইহাগচ্ছত ইহাগচ্ছত ইহ তিষ্ঠত ইহ তিষ্ঠত ইহ সন্নিহিতা ভবত ইহ সন্নিহিতা ভবত ইহ সন্নিবুদ্ধা ভবত ইহ সন্নিবুদ্ধা ভবত ইহ সম্মুখী ভবত ইহ সম্মুখী ভবত মম পূজাং গৃহ্ণীত, এই বাক্য দ্বাবা বিশ্বদেবগণকে কুশাসনে আবাহন কবিবে। অমুকগোত্র নান্দীমুখ পিতবমুকদেবশর্ম্মন্ ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ ইহ তিষ্ঠ ইহ তিষ্ঠ ইহ সন্নিধেহি ইহ সন্নিধেহি ইহ সন্নিবুদ্ধো ভব ইহ সন্নিবুদ্ধো ভব ইহ সম্মুখীভব ইহ সম্মুখীভব মম পূজাং গৃহাণ, এই বাক্য দ্বাবা পিতাকে কুশাসনে আবাহন কবিবে। পবে এইরূপ 'অমুকগোত্র নান্দীমুখ পিতামহ অমুকদেবশর্ম্মন্ ইহাগচ্ছ' ইত্যাদি বাক্য পাঠ কবিযা পিতামহকে, পবে 'অমুকগোত্র নান্দীমুখ প্রপিতামহ অমুকদেবশর্ম্মন্ ইহাগচ্ছ' ইত্যাদি বাক্যে পিতামহকে পবে 'অমুকগোত্রে নান্দীমুখি অমুকীদেবি ইহাগচ্ছ'

মাতামহীত্রয়ং চাপি পাদ্যার্ঘ্যাচমনাদিভিঃ।
ধূপৈর্দীপৈশ্চ বাসোভিঃ পূজয়িত্বা বরাননে।
পাত্রাণাং পাতনপ্রশ্নং * কুর্য্যাদ্দৈবক্রমাৎ শিবে ॥৩৮॥

পিতামহপ্রপিতামহা অমুকামুকামুকদেবশর্ম্মান্ এতানি পাদ্যাদীনি বঃ স্বধেতি বাক্যেন পিতৃত্রয়ং তথৈবামুকগোত্রা নান্দীমুখ্যো মাতৃপিতামহীপ্রপিতামহ্যো-ঽমুক্যমুক্যমুক্যো দেব্য এতানি পাদ্যাদীনি বঃ স্বধেতি বাক্যেন মাতৃত্রয়ং তথৈব প্রকল্পিতেন বাক্যেন মাতামহত্রয়ং তথৈব কল্পিতবাক্যেন মাতামহীত্রয়ং চাপি ক্রমতঃ পাদ্যাদিভির্যজেৎ পূজয়েৎ। হে বরাননে শিবে এবং বিশ্ব-দেবাদীন্ পূজয়িত্বা ততো দৈবক্রমাৎ দেবপক্ষাদিক্রমতঃ পাত্রাণি পাতয়িব্যে ইতি পাত্রাণাং পাতন প্রশ্নং ব্রাহ্মণং প্রতি কুর্য্যাৎ ॥৩৭॥৩৮॥

এই পিতৃত্রয়কে, মাতা পিতামহী প্রপিতামহী, এই মাতৃত্রয়কে, মাতামহ প্রমাতামহ বৃদ্ধ প্রমাতামহ, এই মাতামহত্রয়কে৩৭ এবং মাতামহী, প্রমাতামহী, বৃদ্ধপ্রমাতামহী, এই মাতামহীত্রয়কে পাদ্য অর্ঘ্য আচমনীয় ধূপ দীপ বস্ত্র

---

* পাত্রানাং পাতনং প্রশ্নম্ ইতি পাঠান্তরম্।

ইত্যাদি পাঠ করিয়া মাতাকে, পরে 'অমুকগোত্রে নান্দীমুখি পিতামহি অমুকীদেবি ইহাগচ্ছ ইত্যাদি বাক্য দ্বারা পিতামহীকে, পরে 'অমুকগোত্রে নান্দীমুখি প্রপিতামহি অমুকীদেবি ইহাগচ্ছ' ইত্যাদি বাক্য পাঠ করিবা প্রপিতামহীকে, পরে 'অমুকগোত্র নান্দীমুখ মাতামহ অমুকদেবশর্ম্মন্ ইহাগচ্ছ' ইত্যাদি বাক্য পাঠ করিয়া মাতামহকে, পরে 'অমুকগোত্র নান্দীমুখ প্রমাতামহ অমুকদেবশর্ম্মন্ ইহাগচ্ছ' ইত্যাদি বাক্য পাঠ করিয়া প্রমাতামহকে, পরে 'অমুকগোত্র নান্দীমুখ বৃদ্ধপ্রমাতামহ অমুকদেবশর্ম্মন্ ইহাগচ্ছ' ইত্যাদি বাক্য পাঠ করিয়া বৃদ্ধপ্রমাতা-মহকে, পরে 'অমুকগোত্রে নান্দীমুখি মাতামহি অমুকীদেবি ইহাগচ্ছ' ইত্যাদি বাক্য দ্বারা মাতামহীকে, পরে 'অমুকগোত্রে নান্দীমুখি প্রমাতামহি অমুকীদেবি ইহাগচ্ছ' ইত্যাদি বাক্য পাঠ করিয়া প্রমাতামহীকে, পরে 'অমুকগোত্রে নান্দীমুখি বৃদ্ধপ্রমাতামহী অমুকীদেবি ইহাগচ্ছ' ইত্যাদি বাক্য দ্বারা বৃদ্ধপ্রমাতামহীকে কুশাসনে আবাহন করিবে। স্ত্রীলোকদিগের আবাহনে সন্নিহিতো ও সন্নিরুদ্ধো এই দুইস্থানে ক্রমশঃ সন্নিহিতা ও সন্নিরুদ্ধা হইবে।

মণ্ডলং বচযেদেকং মায়যা চতুরস্রকম্।

দ্বে দ্বে চ মণ্ডলে কুর্য্যাৎ তদ্বৎ পক্ষদ্বযোবপি * ॥৩৭॥

মণ্ডলমিত্যাদি। ততঃ ওঁ পাতযেতি ব্রাহ্মণার্ত্তদুত্তবং প্রাপ্য দৈবপক্ষে মাযযা হ্রীঁ বীজেন চতুবস্রকং চতুষ্কোণমেকং মণ্ডলং বচযেৎ। পক্ষদ্বযোবপি তদ্বৎ হ্রীঁ বীজেন চতুষ্কোণে দ্বে দ্বে মণ্ডলে কুর্য্যাৎ ॥৩৭॥

প্রভৃতি দ্বাবা পূজা কবিবে (২৭৪)। ববাননে। অনন্তব দেবপক্ষ হইতে আবম্ভ কবিযা পাত্রপাতন প্রশ্ন কবিবে (২৭৫)। শিবে।৩৮ অনন্তব

---

* তত্তৎ পক্ষদ্বযোরপি ইতি বা পাঠঃ।

(২৭৪)—পূজার্থে কল্পিত বাক্য যথা। (দৈবক্রমে পাদ্য অর্ঘ্য আচমনীয গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ ও বস্ত্র সম্মুখে স্থাপন পূর্ব্বক এইরূপ বাক্যে পূজা কবিবে।) যথা দৈবে—হ্রীঁ বিশ্বেদেবাঃ এতানি পাদ্যার্ঘ্যাচমনীযগন্ধপুষ্পধূপদীপাচ্ছাদনানি বো নমঃ, এই বাক্য দ্বাবা প্রথমতঃ বিশ্বদেবগণেব পূজা কবিবে। পবন্তু পূজাদ্রব্যসমুদায একত্র নিবেদন পূর্ব্বক পশ্চাৎ পৃথক্ পৃথক্ অর্পণ কবিতে হইবে। তাহাব মন্ত্র যথা। এতদ্বঃ পাদ্যম্। এষ বোঽর্ঘ্যঃ। এতদ্ব আচমনীযম্। এষ বো গন্ধঃ। এতদ্বঃ পুষ্পম্। এষ বো ধূপঃ। এষ বো দীপঃ। এতদ্ব আচ্ছাদনম্। অনন্তব পিতৃপক্ষে অমুকগোত্র নান্দীমুখ পিতবমুক, অমুকগোত্র নান্দীমুখ পিতামহ অমুক, এবং প্রপিতামহ, এবং অমুকগোত্রে নান্দীমুখি মাতবমুকি এবং পিতামহি এবং প্রপিতামহি অমুকি এতানি পাদ্যার্ঘ্যাচমনীয-গন্ধপুষ্পধূপদীপাচ্ছাদনানি বো নমঃ এই বাক্য দ্বাবা পূজা কবিযা পূর্ব্বৎ সমর্পণ কবিবে। পবে মাতামহপক্ষে অমুকগোত্র নান্দীমুখ মাতামহ অমুক, এবং প্রমাতামহ, এবং বৃদ্ধপ্রমাতামহ, এবং অমুকগোত্রে নান্দীমুখি মাতামহি অমুকি এবং প্রমাতামহি এবং বৃদ্ধপ্রমাতামহি, এতানি পাদ্যার্ঘ্যাচমনীযগন্ধপুষ্পধূপ-দীপাচ্ছাদনানি বো নমঃ এই মন্ত্রে উৎসর্গ কবিযা সমর্পণ কবিবে। যথা—এতদ্বঃ পাদ্যম্। এষ বোঽর্ঘ্যঃ। ইত্যাদি পূর্ব্বৎ। অথবা অমুকগোত্র নান্দীমুখ পিতঃ অমুকদেবশর্ম্মন্ এতানি তে পাদ্যার্ঘ্যাচমনীযগন্ধপুষ্পধূপদীপাচ্ছাদনানি স্বধা (নমঃ)। এতৎ তে পাদ্যম্। এষ তে অর্ঘ্যঃ। এতৎ তে আচমনীযম্। এষ তে গন্ধঃ। এতৎ তে পুষ্পম্। এষ তে ধূপঃ। এষ তে দীপঃ। এতৎ তে আচ্ছাদনম্। এই মন্ত্রে পিতাব পূজা কবিযা ঐরূপে পিতামহ, প্রপিতামহ, মাতা, পিতামহী প্রভৃতি প্রত্যেকেবও পৃথক পৃথক পূজা কবিতে পাবা যায।

(২৭৫)—ব্রাহ্মণেব প্রতি প্রশ্ন কবিবে যে, পাত্রপাতনমহং কবিষ্যে? ব্রাহ্মণ উত্তব কবিবেন যে, কুরুষ্ব। পাত্রপাতন শব্দেব অর্থ পাত-পাতানি কবা বা পাত-পাতা।

বারুণপ্রোক্ষিতেষ্বেষু পাত্রাণ্যাসাদ্য সাধকঃ।
তেন ক্ষালিতপাত্রেষু সর্ব্বোপকরণৈঃ সহ।
পানার্থপাথসান্নানি ক্রমেণ পরিবেশয়েৎ ॥৪০॥
ততো মধুযবান্ দত্ত্বা হ্রাঁ হ্রূঁ ফডিতি মন্ত্রকৈঃ *।
সংপ্রোক্ষ্যান্নানি সর্ব্বাণি বিশ্বান্ দেবাংস্তথা পিতৄন্ ॥৪১॥

বারুণেত্যাদি। ততঃ সাধকো জনো বারুণপ্রোক্ষিতেষু বমিতি বীজেনাভিষিক্তেষ্বেষু মণ্ডলেষু ক্রমতঃ পাত্রাণ্যাসাদ্য সংস্থাপ্য তেন বমিতি বীজেন ক্ষালিতেষু পাত্রেষু সর্ব্বৈরুপকরণৈঃ পানার্থপাথসা পানার্থেন জলেন চ সহান্নানি ক্রমেণ দৈবাদিক্রমতঃ পরিবেশয়েৎ ॥ ৪০ ॥

তত ইত্যাদি। ততঃ পরমন্নেষু মধুযবান্ দত্ত্বা হ্রাঁ হ্রূঁ ফড়িতি মন্ত্রকৈঃ সর্ব্বাণ্যন্নানি সংপ্রোক্ষ্যাভিষিচ্য তত্ত্ববিৎ জনো বিশ্বান্ দেবান্ তথা পিতৄন্ পিত্রাদীন্ তথা মাতৄর্মাত্রাদীংস্তথা মাতামহান্মাতামহাদীন্ তথা মাতামহীর্মাতামহ্যাদিবপ্যুল্লিখ্যোচ্চার্য্য বিশ্বদেবাদিভ্যঃ সর্ব্বাণ্যন্নানি নিবেদ্য বিশ্বে দেবাঃ পানার্থোদকমধুযবসর্ব্বোপকরণসহিতমেতদন্নং বো নম ইতি বাক্যেন বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যোঽমুকগোত্রা নান্দীমুখাঃ পিতৃপিতামহপ্রপিতামহা অমুকামুকামুকদেবশর্ম্মাণঃ

মায়াবীজ উচ্চারণ করিয়া দেবপক্ষে একটি চতুষ্কোণ মণ্ডল রচনা করিবে। পরে মাতামহপক্ষে ও পিতৃপক্ষেও ঐরূপ হ্রীঁ উচ্চারণ পূর্ব্বক দুই দুইটি করিয়া মণ্ডল রচনা করিতে হইবে।৩৯

অনন্তর সাধক বঁ এই বরুণবীজ দ্বারা ঐ মণ্ডল সমুদায় প্রোক্ষিত করিয়া তাহাতে ক্রমশঃ পাত্রসমুদায় সংস্থাপন পূর্ব্বক ঐরূপ বঁ এই বীজদ্বারা প্রক্ষালিত সেই সমুদায় পাত্রে দেবপক্ষ হইতে আরম্ভ করিয়া নানাবিধ উপকরণ ও পানার্থ জলের সহিত ক্রমশঃ অন্ন পরিবেশন করিবে।৪০

পরে অন্ন সমুদায়ে মধু এবং যব প্রদান করিয়া 'হ্রাঁ হ্রূঁ ফট্' এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক সমুদায় অন্ন প্রোক্ষিত অর্থাৎ জলবিন্দু দ্বারা অভ্যুক্ষিত করিবে। অনন্তর বিশ্বদেবগণকে পিতৃগণকে৪১ মাতৃগণকে মাতামহগণকে ও মাতামহীগণকে

* হ্রীঁ হ্রূঁ ফডিতি মন্ত্রকৈঃ ইতি পাঠান্তরম্।

মাতৄর্ম্মাতামহান্ মাতা-মহীরুল্লিখ্য তত্ত্ববিৎ।
নিবেদ্য দেবীং গায়ত্রীং দেবতাভ্যস্ত্রিধা পঠেৎ ॥৪২॥

পানার্থোদকমধুযবসর্ব্বোপকরণান্বিতমেতদন্নং বঃ স্বধেতি বাক্যেন পিত্রাদিভ্যো-হমুকগোত্রা নান্দীমুখ্যো মাতৃপিতামহীপ্রপিতামহ্যোঽমুক্যমুক্যো দেব্যঃ পানার্থোদকমধুযবসর্ব্বোপকরণান্বিতমেতদন্নং বঃ স্বধেতি বাক্যেন মাত্রাদিভ্যো-হমুকগোত্রা নান্দীমুখা মাতামহপ্রমাতামহবৃদ্ধপ্রমাতামহা অমুকামুকামুকদেব-শর্ম্মাণ এতৎ পানার্থোদকমধুযবসর্ব্বোপকরণান্বিতমন্নং বঃ স্বধেতি বাক্যেন মাতা-মহ্যাদিভ্যোঽমুকগোত্রা নান্দীমুখ্যো মাতামহীপ্রমাতামহী বৃদ্ধপ্রমাতামহ্যোঽমু-

---

উল্লেখ করিয়া তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি, সমুদায় অন্ন ক্রমশঃ নিবেদন করিবেন (২৬৭)। পরে

---

(২৭৬)—নিবেদন মন্ত্র যথা। বিশ্বে দেবাঃ পানার্থোদকমধুযবসর্ব্বোপকরণ-সহিতমেতদন্নং বো নমঃ মন্ত্র দ্বারা বিশ্বদেবগণকে অন্ন নিবেদন করিবে। পরে, অমুকগোত্রা নান্দীমুখাঃ পিতৃপিতামহপ্রপিতামহাঃ অমুকামুকামুকদেবশর্ম্মাণঃ পানার্থোদকমধুযবসর্ব্বোপকরণান্বিতমেতদন্নং বঃ স্বধা, এই বাক্য পাঠ করিয়া পিতৃগণকে অন্ন নিবেদন করিবে। পরে, অমুকগোত্রা নান্দীমুখ্যঃ মাতৃপিতা-মহীপ্রপিতামহ্যোঽমুক্যমুক্যমুক্যো দেব্যঃ পানার্থোদকমধুযবসর্ব্বোপকরণান্বিত-মেতদন্নং বঃ স্বধা, এই বাক্য দ্বারা মাতৃগণকে অন্ন নিবেদন করিবে। পরে, অমুকগোত্রা নান্দীমুখা মাতামহপ্রমাতামহবৃদ্ধপ্রমাতামহাঃ অমুকামুকামুকদেব-শর্ম্মাণঃ এতৎ পানার্থোদকমধুযবসর্ব্বোপকরণান্বিতমন্নং বঃ স্বধা, এই মন্ত্র দ্বারা মাতামহগণকে অন্ন নিবেদন করিবে। পরে অমুকগোত্রা নান্দীমুখ্যো মাতামহী-প্রমাতামহীবৃদ্ধপ্রমাতামহ্যঃ অমুক্যমুক্যমুক্যো দেব্যঃ এতৎ পানার্থোদকমধুযবস-র্ব্বোপকরণান্বিতমন্নং বঃ স্বধা, এই বাক্য পাঠ করিয়া মাতামহীগণকে অন্ন নিবেদন করিবে। অথবা, অমুকগোত্র নান্দীমুখ পিতঃ অমুকদেবশর্ম্মন্ অমুক-গোত্র নান্দীমুখ পিতামহ অমুকদেবশর্ম্মন্ অমুকগোত্র নান্দীমুখ প্রপিতামহ অমুকদেবশর্ম্মন্ এতৎ পানার্থোদকমধুযবসর্ব্বোপকরণান্বিতমন্নং বঃ স্বধা, এই মন্ত্রে পিতৃগণের প্রত্যেককে সম্বোধন করিয়া অন্ন নিবেদন করিবে। এইরূপ মাতা পিতামহী ও প্রপিতামহীকে অন্ন নিবেদন করিবার সময় প্রত্যেককে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সম্বোধন করিতে হইবে। মাতামহ প্রমাতামহ ও বৃদ্ধপ্রমাতামহের অন্ন নিবেদনের সময় এবং মাতামহী প্রমাতামহী বৃদ্ধপ্রমাতামহীর একত্র অন্ন নিবেদনের সময়ও উক্ত রীতি ক্রমে প্রত্যেককে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সম্বোধন করিতে হইবে। অথবা, পিতা প্রভৃতি দ্বাদশ ব্যক্তিকে পৃথক্ পৃথক্ অন্ন নিবেদন করিবে। ঈদৃশস্থলে এরূপ বাক্য হইবে যে, অমুকগোত্র নান্দীমুখ পিতঃ অমুকদেবশর্ম্মন্ এতত্তে পানার্থোদকমধুযবসর্ব্বোপকরণান্বিতমন্নং স্বধা। পিতামহ প্রভৃতির অন্ন নিবেদনের সময়ও এইরূপ বাক্য হইবে।

শেষান্নপিণ্ডয়োঃ প্রশ্নৌ কুর্য্যাদাদ্যে ততঃ পরম্ ॥৪৩॥
দত্তশেষৈরক্ষতাদ্যৈঃ মালূরফলসন্নিভান্।
দ্বিজাৎ প্রাপ্তোত্তরঃ পিণ্ডান্ রচয়েদ্দ্বাদশ প্রিয়ে।৪৪॥
অন্যং তু কল্পয়েদেকং পিণ্ডং তৎসমমম্বিকে।
আস্তরেন্নৈর্ঋতে দর্ভান্ মণ্ডলে যবসংযুতান্।৪৫॥

ক্যমুক্যমুক্যো দেব্যঃ পানার্থোদকমধুযবসর্ব্বোপকরণান্বিতমেতদন্নং বঃ স্বধেতি বাক্যেন মাতামহ্যাদিভ্যোঽপি সোপকরণান্যন্নানি ক্রমেণ দত্ত্বা গায়ত্রীং দেবীং দশধা পঠেৎ। ততো দেবতাভ্য ইত্যাদ্যং ভবন্ত্বিতীত্যন্তং মন্ত্রং ত্রিধা পঠেৎ। হে আদ্যে ততঃ পরং শেষান্নমস্তি ক্ব দেয়মিতি পিণ্ডদানং করিষ্যে ইতি চ শেষান্নপিণ্ডয়োঃ প্রশ্নৌ বিপ্রং প্রতি কুর্য্যাৎ ॥৪১॥৪২॥৪৩॥

দত্তশেষৈরিত্যাদি। ততঃ পরং দ্বিজাৎ ইষ্টেভ্যো দীয়তামিতি ওঁ কুরুষ্বেতি প্রাপ্তোত্তরঃ সন্ দত্তশেষৈর্দত্তেভ্যোঽবশিষ্টৈরক্ষতাদ্যৈর্ম্মালূরফলসন্নিভান্ বিল্বফলতুল্যান্ দ্বাদশ পিণ্ডান্ রচয়েৎ ॥৪৪॥

অন্যন্ত্বিত্যাদি। ততস্তেভ্যোঽন্যমপি তৎসমং বিল্বফলতুল্যমেকং পিণ্ডং

দশবার গায়ত্রী পাঠ করিয়া তিনবার দেবতাভ্য ইত্যাদি মন্ত্র (২৭৭) পাঠ করিবে।[৪২] আদ্যে। তৎপরে শেষান্ন প্রশ্ন ও পিণ্ডপ্রশ্ন (২৭৮) করিবে।[৪৩]

প্রিয়ে। অনন্তর ব্রাহ্মণের নিকট প্রশ্নের উত্তর প্রাপ্ত হইয়া দত্তাবশিষ্ট অক্ষতাদি দ্বারা বিল্বফল সদৃশ দ্বাদশটি পিণ্ড প্রস্তুত করিবে।[৪৪] অম্বিকে। পরে ঐরূপ বিল্বফল সদৃশ অপর একটি পিণ্ড রচনা করিতে হইবে। তৎপরে নৈর্ঋত কোণে মণ্ডলোপরি যবসংযুক্ত দর্ভ বিস্তারিত করিবে [৪৫] এবং 'যে মে কুলে লুপ্ত-

---

(২৭৭)—মন্ত্র যথা—

দেবতাভ্যঃ পিতৃভ্যশ্চ মহাযোগিভ্য এব চ।
নমোঽস্তু পুষ্ট্যৈ স্বাহায়ৈ নিত্যমেব ভবন্ত্বিতি ॥

(২৭৮)—ব্রাহ্মণের নিকট এইরূপে শেষান্নপ্রশ্ন করিতে হইবে যে, 'ওঁ শেষান্নমস্ত্যস্তি ক্ব দেয়ম্'। ব্রাহ্মণ উত্তর করিবেন যে, 'ওঁ ইষ্টেভ্যো দীয়তাম্।' পরে ঐরূপ পিণ্ডপ্রশ্ন করিবে যে, 'ওঁ পিণ্ডদানমহং করিষ্যে।' ব্রাহ্মণ উত্তর করিবেন যে, 'ওঁ কুরুষ্ব ॥'

যে মে কুলে লুপ্তপিণ্ডাঃ পুত্রদারবিবর্জ্জিতাঃ।
অগ্নিদগ্ধাশ্চ যে কেঽপি ব্যালব্যাঘ্রহতাশ্চ যে ॥৪৬॥
যে বান্ধবাবান্ধবা বা যেঽন্যজন্মনি বান্ধবাঃ।
মদ্দত্তপিণ্ডতোযাভ্যাং তে যান্তু তৃপ্তিমক্ষযাম্ ॥৪৭॥
দত্ত্বা পিণ্ডমপিণ্ডেভ্যো মন্ত্রাভ্যাং সুরবন্দিতে।
প্রক্ষাল্য হস্তাবাচান্তঃ সাবিত্রীং প্রজপংস্ততঃ।
দেবতাভ্যস্ত্রিধা জপ্ত্বা মণ্ডলানি প্রকল্পযেৎ ॥৪৮॥

কল্পযেৎ। ততো নৈর্ঋতে কোণে কল্পিতে চতুষ্কোণমণ্ডলে যবসংযুতান্ দর্ভান্ কুশানাস্তবেদাচ্ছাদযেৎ ॥৪৫॥৪৬॥৪৭॥

দত্ত্বেত্যাদি। হে সুরবন্দিতে যে মে কুলে ইত্যাদিভ্যাং তে যান্তু তৃপ্তিমক্ষযামিত্যন্তাভ্যাং দ্বাভ্যাং মন্ত্রাভ্যামপিণ্ডেভ্যঃ পিণ্ডবিহীনেভ্যো নৈর্ঋতকোণে কল্পিতে চতুষ্কোণে মণ্ডলে আচ্ছাদিতেষু দর্ভেষু পূর্ব্বরচিতদ্বাদশপিণ্ডাতিরিক্তং পশ্চাদ্রচিতং ত্রযোদশং পিণ্ডং দত্ত্বা হস্তৌ প্রক্ষাল্য তত আচান্তঃ কৃতাচমনঃ সন্ সাবিত্রীং গাযত্রীং দশধা প্রজপন্ দেবতাভ্য ইতি মন্ত্রং ত্রিধা জপ্ত্বা মণ্ডলানি প্রকল্পযেৎ ॥৪৮॥

ননু কেন বিধিনা কুত্র স্থানে কিযন্তি বা মণ্ডলানি প্রকল্পযিতব্যানীত্যা-

---

পিণ্ডা' ইত্যাদি মন্ত্রদ্বয পাঠ পূর্ব্বক তদুপরি পিণ্ডদান করিবে। (মন্ত্রার্থ যথা—) আমার বংশে যাঁহারা স্ত্রীপুত্র-রহিত, যাঁহাদের পিণ্ড লোপ হইযাছে, যাঁহারা অগ্নি দ্বারা দগ্ধ, অথবা যাঁহারা ব্যাঘ্রাদি কর্ত্তৃক কিংবা অন্য কোন হিংস্রজন্তু কর্ত্তৃক নিহত,[৪৬] যাঁহারা আমার বান্ধব হইযাও অবান্ধব অর্থাৎ স্ত্রীপুত্রাদি-পিণ্ডদাতৃ-রহিত, অথবা যাঁহারা পূর্ব্বজন্মে আমার বান্ধব ছিলেন, তাঁহারা সকলেই আমাকর্ত্তৃক দত্ত এই পিণ্ড ও সলিল দ্বারা অক্ষয তৃপ্তি লাভ করুন।[৪৭] সুরবন্দিতে। উক্ত মন্ত্রদ্বয দ্বারা লুপ্তপিণ্ডদিগকে পিণ্ড দান করিযা হস্ত প্রক্ষালন ও আচমনান্তর গাযত্রী জপ পূর্ব্বক 'দেবতাভ্যঃ' ইত্যাদি মন্ত্র তিন বার পাঠ করিবে। পরে মণ্ডল রচনা করিতে হইবে।[৪৮] দেবি। প্রাজ্ঞ শ্রাদ্ধকর্ত্তা, পিতৃ-পক্ষ হইতে আরম্ভ করিযা উচ্ছিষ্ট পাত্রের সম্মুখে পূর্ব্বোক্ত বিধানানুসারে

উচ্ছিষ্টপাত্রপুরতঃ পূর্ব্বোক্তবিধিনা বুধঃ ।
দ্বে দ্বে চ মণ্ডলে দেবি রচয়েৎ পিতৃতঃ ক্রমাৎ ॥৪৯॥
পূর্ব্বমন্ত্রেণ সংপ্রোক্ষ্য কুশাংস্তেষ্বাস্তরেৎ কৃতী * ।
অভ্যুক্ষ্য বায়ুনা দর্ভান্ পিতৃদর্ভক্রমাৎ শিবে ।
উর্দ্ধে মূলে চ মধ্যে চ ত্রীংস্ত্রীন্ পিণ্ডান্নিবেদয়েৎ ॥৫০॥

কাঙ্ক্ষায়ামাহ, উচ্ছিষ্টেত্যাদি । হে দেবি বুধঃ প্রাজ্ঞঃ শ্রাদ্ধকর্ত্তা পূর্ব্বোক্তেন বিধিনা পিতৃতঃ ক্রমাদুচ্ছিষ্টপাত্রাণাং পুরতো দ্বে দ্বে চতুষ্কোণে মণ্ডলে রচয়েৎ ॥ ৪৯ ॥

পূর্ব্বমন্ত্রেণেত্যাদি । হে শিবে ততো বমিতি বীজরূপেণ পূর্ব্বমন্ত্রেণ মণ্ডলানি সম্প্রোক্ষ্যাভিষিচ্য কৃতী বিচক্ষণঃ শ্রাদ্ধকর্ত্তা তেষু মণ্ডলেষু কুশানাস্তরেৎ । ততো বায়ুনা যমিতি বীজেন দর্ভানভ্যুক্ষ্যাভিষিচ্য পিতৃদর্ভক্রমাৎ দর্ভাণাং মূলে মধ্যে চোর্দ্ধে চ পিত্রাদিভ্যো মাত্রাদিভ্যো মাতামহাদিভ্যো মাতামহ্যাদিভ্যশ্চ ক্রমেণৈবং ত্রীংস্ত্রীন্ পিণ্ডান্নিবেদয়েৎ দদ্যাৎ ॥ ৫০ ॥

দুইটি দুইটি করিয়া মণ্ডল প্রস্তুত করিবেন। (২৭৯)৪৯ শিবে। বিচক্ষণ শ্রাদ্ধকর্ত্তা পূর্ব্ববৎ বরুণবীজ দ্বারা ঐ মণ্ডলচতুষ্টয় প্রোক্ষিত করিয়া পিতৃপক্ষ হইতে যথাক্রমে তাহাতে (দক্ষিণাগ্র) দর্ভ আস্তীর্ণ করিবেন। পরে যঁ এই বায়ুবীজ দ্বারা যথাক্রমে দর্ভ সমুদায় অভ্যুক্ষণ পূর্ব্বক পিতৃদর্ভ হইতে আরম্ভ করিয়া দর্ভের মূলে মধ্যে এবং উর্দ্ধে পিতা পিতামহ ও প্রপিতামহকে, মাতা পিতামহী ও

---

* কুশাংস্তেষ্বাতরেৎ কৃতী ইতি চ পাঠঃ ।

(২৭৯)—পিতৃপক্ষে অঙ্কিত প্রথম মণ্ডল, পিতা পিতামহ ও প্রপিতামহের পিণ্ডদানের নিমিত্ত, পিতৃপক্ষে অঙ্কিত দ্বিতীয় মণ্ডল, মাতা পিতামহী ও প্রপিতামহীর পিণ্ডদানের নিমিত্ত, মাতামহপক্ষে অঙ্কিত তৃতীয় মণ্ডল, মাতামহ প্রমাতামহ ও বৃদ্ধপ্রমাতামহের নিমিত্ত, মাতামহপক্ষে অঙ্কিত চতুর্থ মণ্ডল, মাতামহী প্রমাতামহী ও বৃদ্ধপ্রমাতামহীর পিণ্ডদানের নিমিত্ত কল্পিত হইবে। প্রথম মণ্ডলের নাম পিতৃমণ্ডল। দ্বিতীয় মণ্ডলের নাম মাতৃমণ্ডল। তৃতীয় মণ্ডলের নাম মাতামহমণ্ডল। চতুর্থ মণ্ডলের নাম মাতামহীমণ্ডল। পিতৃপক্ষে পিতৃমণ্ডল ও মাতৃমণ্ডল এবং মাতামহপক্ষে মাতামহমণ্ডল ও ও মাতামহীমণ্ডল কল্পিত হইয়া থাকে।

পিণ্ডান্তে পিণ্ডশেষঞ্চ বিকীর্য্য লেপভাজিনঃ ।
প্রীণয়েৎ করলেপেন নৈকোদ্দিষ্টেষ্বয়ং বিধিঃ ॥৫২॥

স্বধেত্যনেন দর্ভমধ্যে প্রমাতামহ্যৈ অমুকগোত্রে নান্দীমুখি বৃদ্ধপ্রমাতামহ্যমুকি দেবি মধুযবযুত এষ পিণ্ডস্তে স্বধেতি বাক্যেন দর্ভাগ্রে বৃদ্ধপ্রমাতামহ্যৈ চ পিণ্ডং দদ্যাদিত্যর্থঃ ॥৫১॥

পিণ্ডান্তে ইত্যাদি। পিণ্ডান্তে পিণ্ডপ্রদানান্তে পিণ্ডানভিতঃ পিণ্ডশেষং বিকীর্য্য বিক্ষিপ্য ওঁ লেপভুজঃ পিতরঃ প্রীয়ন্তামিতি বাক্যেন করলেপেন হস্তলগ্নেনান্নেন লেপভাজিনশ্চতুর্থাদ্যান্ পিতৄন্ প্রীণয়েৎ। একোদ্দিষ্টেষ্বয়ং বিধির্লেপভাজিপিতৃপ্রীণনবিধির্নাস্তি ॥৫২॥

এইরূপে পিণ্ড প্রদান করিয়া পিণ্ডের চতুর্দ্দিকে পিণ্ডশেষ ছড়াইয়া দিবে, এবং ('লেপভুজঃ পিতরঃ প্রীয়ন্তাম্' এই বাক্য পাঠ পূর্ব্বক কুশ সহযোগে অপনীত) করলেপ অর্থাৎ হস্তসংলগ্ন অন্ন দ্বারা লেপভোজী চতুর্থ পঞ্চম প্রভৃতি

মুখ প্রপিতামহ অমুকদেবশর্ম্মন্ এষ তে মধুযবসমন্বিতঃ পিণ্ডঃ স্বধাঃ, এই বাক্য পাঠ করিয়া পিতৃমণ্ডলীয় দর্ভের ঊর্দ্ধভাগে প্রপিতামহের পিণ্ড প্রদান করিবে। পরে, অমুকগোত্রে নান্দীমুখি মাতরমুকীদেবি এষ তে মধুযবসমন্বিতঃ পিণ্ডঃ স্বধা' এই বাক্য পাঠ করিয়া মাতৃমণ্ডলের দর্ভমূলে মাতার উদ্দেশে পিণ্ড প্রদান করিবে। অমুকগোত্রে নান্দীমুখি পিতামহি অমুকীদেবি এষ তে মধুযবসমন্বিতঃ পিণ্ডঃ স্বধা, এই বাক্য পাঠপূর্ব্বক মাতৃমণ্ডলের দর্ভমধ্যে পিতামহীর পিণ্ড প্রদান করিবে। অমুকগোত্রে নান্দীমুখি প্রপিতামহি অমুকীদেবি এষ তে মধুযবসমন্বিতঃ পিণ্ডঃ স্বধা, এই বাক্য পাঠ করিয়া মাতৃমণ্ডলীয় দর্ভের অগ্রভাগে প্রপিতামহীর উদ্দেশে পিণ্ড প্রদান করিবে। পরে, অমুকগোত্র নান্দীমুখ মাতামহ অমুকদেবশর্ম্মন্ এষ তে মধুযবসমন্বিতঃ পিণ্ডঃ স্বধা, এই বাক্য পাঠ করিয়া মাতামহমণ্ডলের দর্ভমূলে মাতামহের পিণ্ডপ্রদান করিবে। অমুকগোত্র নান্দীমুখ প্রমাতামহ অমুকদেবশর্ম্মন্ এষ তে মধুযবসমন্বিতঃ পিণ্ডঃ স্বধা, এই বাক্য উচ্চারণ পূর্ব্বক মাতামহমণ্ডলের দর্ভের মধ্যভাগে প্রমাতামহের পিণ্ড প্রদান করিবে। অমুকগোত্র নান্দীমুখ বৃদ্ধপ্রমাতামহ অমুকদেবশর্ম্মন্ এষ তে মধুযবসমন্বিতঃ পিণ্ডঃ স্বধাঃ, এই বাক্য পাঠ করিয়া মাতামহমণ্ডলীয় দর্ভের অগ্রভাগে বৃদ্ধপ্রমাতামহের পিণ্ড প্রদান করিবে। পরে অমুকগোত্রে নান্দীমুখি মাতামহি অমুকীদেবি এষ তে মধুযবসমন্বিতঃ পিণ্ড স্বধা, এই বাক্য পাঠ করিয়া মাতামহীমণ্ডলের দর্ভমূলে মাতামহীর পিণ্ড প্রদান করিবে। অমুকগোত্রে নান্দীমুখি প্রমাতামহি অমুকীদেবি এষ তে মধুযবসমন্বিতঃ পিণ্ডঃ স্বধা, এই বাক্য পাঠ করিয়া মাতামহীমণ্ডলের দর্ভমধ্যদেশে প্রমাতামহীর উদ্দেশে

দেবতাপিতৃতৃপ্ত্যর্থং সাবিত্রীং দশধা জপেৎ।
দেবতাভ্যস্ত্রিধা জপ্ত্বা পিণ্ডান্ সংপূজযেত্ততঃ ॥৫৩॥
প্রজ্বাল্য ধূপং দীপং চ নিমীল্য নযনদ্বযম্।
দিব্যদেহধরান্ পিতৄন্ অশ্নতঃ কব্যমধ্বরে।
বিভাব্য প্রণমেদ্ধীমান্ ইমং মন্ত্রমুদীরযন্ * ॥৫৪॥

দেবতেত্যাদি ততো দেবতাপিতৄতৃপ্ত্যর্থং সাবিত্রীং গাযত্রীং দশধা জপেৎ। ততো দেবতাভ্য ইতি মন্ত্রং ত্রিধা জপ্ত্বা ততো গন্ধপুষ্পাভ্যাং পিণ্ডান্ সম্পূজযেৎ ॥ ৫৩ ॥

প্রজ্বাল্যেত্যাদি। ততো ধূপং দীপং চ প্রজ্বাল্য নযনদ্বযং নিমীল্য দিব্যদেহধরানধ্বরে যজ্ঞে কব্যং পিত্র্যমন্নম্ অশ্নতঃ খাদতঃ পিতৄন্ বিভাব্য বিচিন্ত্যেমং বক্ষ্যমাণং মন্ত্রমুদীরযন্ কীর্ত্তযন্ ধীমান্ জনস্তান্ প্রণমেৎ ॥৫৪॥

পুরুষগণকে প্রীত করিবে (২৮১)। একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধে এই বিধি অর্থাৎ লেপভোজি-পিতৃগণ-প্রীণন-বিধি নাই।৫২

অনন্তর দেবতাদিগের ও পিতৃগণের পরিতৃপ্তির নিমিত্ত দশবার গাযত্রী জপ করিযা তিনবার 'দেবতাভ্যঃ পিতৃভ্যশ্চ' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবে। পরে (গন্ধপুষ্পদ্বারা) পিণ্ডের পূজা করিতে হইবে।৫৩ তৎপরে ধূপ দীপ প্রজ্বালন পূর্ব্বক

---

* ইমং মন্ত্রমুদীরযেৎ ইতি চ পাঠঃ।

পিণ্ড প্রদান করিবে। অমুকগোত্রে নান্দীমুখি বৃদ্ধপ্রমাতামহি অমুকীদেবি এষ তে মধুযবসমন্বিতঃ পিণ্ডঃ স্বধা, এই বাক্য পাঠ করিযা মাতামহীমণ্ডলীয দর্ভের অগ্রভাগে বৃদ্ধপ্রমাতামহীর উদ্দেশে পিণ্ড প্রদান করিবে।

এস্থলে বক্তব্য যে, যাঁহারা সামবেদী, তাঁহাদের শ্রাদ্ধের সময পিণ্ড শব্দ পুংলিঙ্গে এবং পূজার সময অর্ঘ্য শব্দ ক্লীবলিঙ্গে প্রযুক্ত হইযা থাকে। যজুর্ব্বেদীযদিগের পক্ষে ইহার বিপরীত, অর্থাৎ পিণ্ড শব্দ ক্লীবলিঙ্গে ও অর্ঘ্য শব্দ পুংলিঙ্গে ব্যবহৃত হয।—প্রমাণ শ্রাদ্ধতত্ত্বে দেখুন।

(২৮১)—পিতা পিতামহ ও প্রপিতামহ এই তিন পুরুষ পিণ্ডভোজী। তাহার উর্দ্ধতন তিন পুরুষ অর্থাৎ বৃদ্ধপিতামহ ও অতিবৃদ্ধপিতামহ ও অত্যতিবৃদ্ধপিতামহ, ইঁহারা লেপভোজী অর্থাৎ ইঁহারা করসংলগ্ন পিণ্ডলেপ ভোগ করিযা থাকেন। এই নিমিত্ত ইঁহারাও সপিণ্ডের

পিতা মে পরমো ধর্ম্মঃ পিতা মে পরমং তপঃ ।
স্বর্গঃ পিতা মে তত্তৃপ্তৌ তৃপ্তমস্ত্যখিলং জগৎ ॥৫৫॥
ততো নির্ম্মাল্যমাদায় প্রার্থযেদাশিষঃ পিতৄন্ ॥৫৬॥
আশিষো মে প্রদীযন্তাং পিতরঃ করুণাময়াঃ ।
বেদাঃ সন্ততয়ো নিত্যং বর্দ্ধন্তাং বান্ধবা মম ॥৫৭॥
দাতারো মে বিবর্দ্ধন্তাং বহূন্যন্নানি সন্তু মে ।
যাচিতারঃ সদা সন্তু মা চ যাচামি কঞ্চন ॥৫৮॥

। তমেব মন্ত্রমাহ, পিতা মে ইত্যাদ্যম্ ॥ ৫৫ ॥

তত ইত্যাদি । ততঃ পরং নির্ম্মাল্যং পুষ্পাদ্যাদায গৃহীত্বা আশিষো মে প্রদীযন্তামিত্যাদ্যং মা চ যাচামি কঞ্চনেত্যন্তং মন্ত্রত্রযমুদীরযন্ কর্ম্মসাধকঃ পিতৃনাশিষঃ কামান্ প্রার্থযেৎ যাচেৎ ॥ ৫৬ ॥ ৫৭ ॥ ৫৮ ॥

নযনদ্বয নিমীলিত করিযা ভাবনা করিবে যে, পিতৃগণ দিব্যদেহ ধারণপূর্ব্বক যজ্ঞস্থলে কব্য অর্থাৎ স্ব স্ব অন্নভোজন করিতেছেন । এই প্রকার ধ্যান করিযা জ্ঞানী ব্যক্তি 'পিতা মে পরমো ধর্ম্মঃ' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক পিতৃগণকে প্রণাম করিবেন ।৫৪ (মন্ত্রার্থ যথা—) পিতাই আমার পরমধর্ম্ম, পিতাই আমার পরম তপস্যা, পিতাই আমার স্বর্গ, পিতৃগণ তৃপ্ত হইলেই নিখিল জগৎ পরিতৃপ্ত হইযা থাকে ।৫৫ পরে নির্ম্মাল্য গ্রহণপূর্ব্বক 'আশিষো মে প্রদীযন্তাং' ইত্যাদি মন্ত্রপাঠ সহকারে পিতৃগণের নিকট আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিবে । ৫৬ (মন্ত্রার্থ যথা—)

করুণাময পিতৃগণ আমাকে আশীর্ব্বাদ প্রদান করুন, আমার বেদ (জ্ঞান), সন্তানগণ ও বান্ধবগণ নিযত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হউক, ৫৭ যাঁহারা আমাকে দান করেন, তাঁহারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হউন, আমার ভূরিপরিমাণে অন্নসংস্থান হউক, আমার নিকট সর্ব্বদা অনেকে যাচ্ঞা করুক, কিন্তু আমি যেন কাহারো নিকট যাচ্ঞা না করি ।৫৮

মধ্যে পরিগণিত । সপ্তম পুরুষে সপিণ্ডতা নিবৃত্তি হয । মাতৃপক্ষে মাতামহপক্ষে এবং মাতামহীপক্ষেও এইরূপ ।

দৈবাদিতো দ্বিজান্ পিণ্ডান্ বিসৃজেত্তদনন্তরম্
তথৈব দক্ষিণাং কুর্য্যাৎ পক্ষেষু ত্রিষু তত্ত্ববিৎ ॥৫৯।
গায়ত্রীং দশধা জপ্ত্বা দেবতাভ্যোঽপি পঞ্চধা।
দৃষ্ট্বা বহ্নিং রবিং বিপ্রম্ ইদং পৃচ্ছেৎ কৃতাঞ্জলিঃ ॥৬০॥

দৈবাদিত ইত্যাদি। তদনন্তরং দৈবাদিতো দেবপক্ষাদিক্রমতো ব্রহ্মন্ ক্ষমস্বেতি পিণ্ড গয়াং গচ্ছেতি চ বাক্যমুচ্চরন্ তত্ত্ববিৎ সাধকো দর্ভময়ান্ দ্বিজান্ পিণ্ডাংশ্চ বিসৃজেৎ। তথৈব দৈবাদিক্রমেণৈব ত্রিষ্বপি পক্ষেষু ওঁ তৎসৎ অদ্যেত্যাদি কৃতৈতদাভ্যুদয়িকশ্রাদ্ধপ্রতিষ্ঠার্থং হিরণ্যাদিকমমুকগোত্রায়ামুকদেবশর্ম্মণে ব্রাহ্মণায় দক্ষিণাং দাতুমহমুৎসৃজে ইতি বাক্যেন যথাশক্তি হিরণ্যাদিকং দক্ষিণাং কুর্য্যাৎ ॥ ৫৯ ॥

গায়ত্রীমিত্যাদি। ততো গায়ত্রীং দশধা জপ্ত্বা দেবতাভ্য ইতি মন্ত্রমপি পঞ্চধা জপ্ত্বা বহ্নিং রবিং চ দৃষ্ট্বা কৃতাঞ্জলিঃ সন্ বিপ্রমিদং পৃচ্ছেৎ ॥ ৬০ ॥

অনন্তর দেবপক্ষ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ কুশময় ব্রাহ্মণগণকে এবং পিণ্ড সমুদায় বিসর্জ্জন করিবে (২৮২)। তৎপরে জ্ঞানী ব্যক্তি দেবপক্ষ পিতৃপক্ষ ও মাতামহপক্ষ যথাক্রমে এই তিনপক্ষেরই দক্ষিণা প্রদান করিবেন (২৮৩)।৫৯ পরে দশবার গায়ত্রী জপ করিয়া পাঁচবার 'দেবতাভ্যঃ পিতৃভ্যশ্চ' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবে। অনন্তর অগ্নি ও সূর্য্য দর্শন করিয়া ব্রাহ্মণের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে জিজ্ঞাসা করিবে যে, ৬০ 'ইদং শ্রাদ্ধং সাঙ্গং জাতম্', অর্থাৎ

---

(২৮২)—'ব্রহ্মন্ ক্ষমস্ব' এই বাক্য পাঠ পূর্ব্বক দেবপক্ষ হইতে আরম্ভ করিয়া সমুদায় ব্রাহ্মণ বিসর্জ্জন করিবে। পরে 'পিণ্ড গয়াং গচ্ছ', এই বাক্য পাঠ পূর্ব্বক ঐরূপ পিত্রাদি ক্রমে পিণ্ড বিসর্জ্জন করিবে।

(২৮৩)—ওঁ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকরাশিস্থে ভাস্করে অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ (অমুকবারে অমুকনক্ষত্রে জম্বুদ্বীপান্তর্গতভারতবর্ষৈকদেশে অমুকগ্রামে) অমুকগোত্রঃ (অমুকপ্রবরঃ অমুকশাখাধ্যায়ী) শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মণঃ অমুককর্ম্মাভ্যুদয়ার্থং কৃতৈতদ্ দেবপক্ষ পিতৃপক্ষ মাতামহপক্ষ পরিতৃপ্ত্যুদ্দেশ্যকাভ্যুদয়িকশ্রাদ্ধকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনং কাঞ্চনমূল্যং বা যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে (অমুকগোত্রায় অমুকপ্রবরায় অমুকবেদীয়ামুকশাখাধ্যায়িনে জম্বুদ্বীপান্তর্গত ভারতখণ্ডস্থামুকগ্রামবাসিনে শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মণে) ব্রাহ্মণায় দাতুমহমুৎসৃজে। এই বাক্য পাঠ করিয়া যথাশক্তি

ইদং শ্রাদ্ধং সমুচ্চার্য্য সাঙ্গং জাতমুদীবযেৎ ।
দ্বিজো বদেৎ সম্যগেব সাঙ্গং জাতং বিধানতঃ ॥৬১॥
অঙ্গবৈগুণ্যশান্ত্যর্থং * প্রণবং দশধা জপন্ ।
অচ্ছিদ্রাভিবিধানেন কুর্য্যাৎ কর্ম্মসমাপনম্ † ।
পাত্রীয়ান্নানি পিণ্ডাংশ্চ ব্রাহ্মণায় নিবেদযেৎ ॥৬২॥

বিপ্রং প্রতি কিং পৃচ্ছেদিত্যপেক্ষাযামাহ, ইদমিত্যাদি । ইদং শ্রাদ্ধং সমুচ্চার্য্য সাঙ্গং জাতমিত্যুদীবযেৎ । যোজনযা ইদং শ্রাদ্ধং সাঙ্গং জাতমিত্যেব বিপ্রং পৃচ্ছেৎ । ততো বিধানতঃ সম্যগেব সাঙ্গং জাতমিতি দ্বিজো বদেৎ ॥৬১॥

এই শ্রাদ্ধ সম্পূর্ণ হইযাছে ? ব্রাহ্মণ উত্তব কবিবেন যে, 'বিধানতঃ সম্যগেব সাঙ্গং জাতং' অর্থাৎ যথাবিধানে সমীচীনরূপে সর্ব্বাংশে সম্পূর্ণ হইযাছে ।৬১

পবে অঙ্গবৈগুণ্য শান্তিব নিমিত্ত দশবাব প্রণব জপ কবিযা অচ্ছিদ্রাবধাবণ

---

* অঙ্গবৈগুণ্যসিদ্ধ্যর্থং ইতি পাঠান্তবং ।

† কুর্য্যাৎ সর্ব্বসমাপনং ইতি চ পাঠান্তবং ।

কাঞ্চনাদি দক্ষিণা প্রদান কবিবে । তিন পক্ষেব পৃথক্ পৃথক দক্ষিণান্ত কবিতে হইলে, (দৈবপক্ষে) ওঁ তৎসৎ আদ্যেত্যাদি—অমুককর্মাভ্যুদযার্থং অমুক-গোত্রস্য নান্দীমুখস্য পিতুবমুকস্য এবং পিতামহস্য অমুকস্য, এবং প্রপিতামহস্য অমুকস্য, অমুকগোত্রাবা নান্দীমুখ্যা মাতবমুকী দেব্যা এবং পিতামহ্যা অমুকীদেব্যা এবং প্রপিতামহ্যা অমুকীদেব্যা, এবং মাতামহাদি বৃদ্ধপ্রমাতামহীপর্য্যন্তানাং যথাক্রমং ষষ্ঠ্যন্তং নাম উল্লিখ্য আভ্যুদযিকশ্রাদ্ধে কৃতে বিশ্বেষাং দেবানাং কৃতৈতৎ আভ্যুদযিকশ্রাদ্ধকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনমূল্যং (কাঞ্চনং বা) যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায অহং সম্প্রদদে ।

(পিতৃপক্ষে যথা) ওঁ তৎসৎ ইত্যাদি প্রপিতামহ্যা অমুকীদেব্যাঃ পর্য্যন্ত উল্লেখ কবিয়া কৃতৈতৎ আভ্যুদযিক শ্রাদ্ধকর্ম্মণঃ ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ হইবে ।

(মাতামহপক্ষে যথা,) ওঁ তৎসৎ ইত্যাদি অমুক কর্মাভ্যুদযার্থং অমুকগোত্রস্য নান্দীমুখস্য মাতামহস্য অমুকস্য এইরূপ বৃদ্ধপ্রমাতামহী পর্য্যন্ত যথাক্রমে ষষ্ঠ্যন্ত নাম উল্লেখ কবিযা কৃতৈতৎ আভ্যুদযিকশ্রাদ্ধকর্ম্মণঃ ইত্যাদি অবশিষ্ট পূর্ব্ববৎ হইবে ।

এই বাক্য মধ্যে বেষ্টনীব ( ) অন্তর্গত পদগুলি বঙ্গদেশে ব্যবহৃত হয না, পশ্চিমাঞ্চলে উহা প্রযুক্ত হইযা থাকে ।

বিপ্রাভাবে গবাজেভ্যঃ সলিলে বা বিনিঃক্ষিপেৎ।
বৃদ্ধিশ্রাদ্ধমিদং প্রোক্তং নিত্যসংস্কারকর্ম্মণি ॥৬৩॥
শ্রাদ্ধে পর্ব্বণি কর্ত্তব্যে পার্ব্বণত্বেন কীর্ত্তযেৎ ॥৬৪॥
দেবতাদিপ্রতিষ্ঠাসু তীর্থযাত্রাপ্রবেশযোঃ।
পার্ব্বণেন বিধানেন শ্রাদ্ধমেতদুদীরযেৎ ॥৬৫॥
নৈতেষু শ্রাদ্ধকৃত্যেষু পিতৄন্ নান্দীমুখান্ বদেৎ।
নমোঽস্তু পুষ্ট্যাযিত্যত্র স্বধাযৈ পদমুচ্চরেৎ ॥৬৬॥

অঙ্গেত্যাদি। অচ্ছিদ্রাভিবিধানেন কৃতমেতচ্ছ্রাদ্ধকর্ম্মাচ্ছিদ্রমস্ত্বিতি কথনেন ॥ ৬২ ॥ ৬৩ ॥

এবমাভ্যুদযিকশ্রাদ্ধবিধিমুক্তেদানীং সবিশেষেণ তেনৈব বিধিনা পার্ব্বণাদিকমপি শ্রাদ্ধং বিধাতব্যমিত্যাহ, শ্রাদ্ধে ইত্যাদিভিঃ। পর্ব্বণ্যমাবাস্যাদৌ কর্ত্তব্যে শ্রাদ্ধে কল্পনীযেষনুজ্ঞাবাক্যেষু পার্ব্বণত্বেন শ্রাদ্ধং কীর্ত্তযেদুচ্চারযেৎ ॥ ৬৪ ॥

দেবাদীত্যাদি। দেবতাদিপ্রতিষ্ঠাসু তীর্থযাত্রাপ্রবেশযোশ্চ কর্ত্তব্যে শ্রাদ্ধে কল্পনীযেষনুজ্ঞাবাক্যেষু পার্ব্বণেন বিধানেনৈতচ্ছ্রাদ্ধমিত্যুদীরযেৎ ॥ ৬৫ ॥

নৈতেষ্বিত্যাদি। এতেষু শ্রাদ্ধকৃত্যেষু পিতৄন্ নান্দীমুখান্ ন বদেৎ কিঞ্চ দেবতাভ্যঃ পিতৃভ্যশ্চেতি মন্ত্রে নমোঽস্তে অস্তু পুষ্ট্যৈ ইত্যত্র স্বধাযৈ ইতি পদমুচ্চরেৎ। অন্যৎ সর্ব্বং পূর্ব্ববদেব বিধেযম্ ॥ ৬৬ ॥

দ্বারা (২৮৪) কর্ম সমাপন করিবে, এবং পাত্রীয অন্ন ও পিণ্ড ব্রাহ্মণকে অর্পণ করিবে। ৬২ শ্রাদ্ধভোজী ব্রাহ্মণের অভাবে ঐ সমুদায দ্রব্য গাভী কিম্বা ছাগলকে প্রদান করিবে, অথবা উহা জলে নিক্ষেপ করিতে হইবে। নিত্য অর্থাৎ অবশ্য কর্ত্তব্য দশবিধ সংস্কারের সময যে বৃদ্ধি শ্রাদ্ধ করিতে হয, তাহা তোমার নিকট কহিলাম।৬৩ যদি অমাবস্যা প্রভৃতি কোন পর্ব্ব উপলক্ষে উক্ত বিধানে শ্রাদ্ধ করিতে হয, তাহা হইলে তাহার নাম পার্ব্বণশ্রাদ্ধ।৬৪ দেবতাদি প্রতিষ্ঠার সময, তীর্থযাত্রার সময ও তীর্থ হইতে প্রত্যাগত হইযা গৃহ প্রবেশের সময পার্ব্বণশ্রাদ্ধের বিধানানুসারে শ্রাদ্ধ করিবে। ৬৫ এই সমুদায শ্রাদ্ধের সময,

---

(২৮৪)—কৃতৈতদাভ্যুদযিকশ্রাদ্ধকর্ম্মাচ্ছিদ্রমস্তু, কৃতাঞ্জলিপুটে এই বাক্য পাঠ পূর্ব্বক অচ্ছিদ্রাবধারণ করিতে হইবে 'দেবগুরুপ্রসাদাৎ অচ্ছিদ্রমস্তু' ব্রাহ্মণগণ এই উত্তর দিবেন।

পিত্রাদিত্রয়মধ্যে তু যো জীবতি বরাননে।
তস্যোর্ধ্বতনমুল্লিখ্য শ্রাদ্ধং কুর্য্যাদ্বিচক্ষণঃ ॥৬৭॥
জনকাদিষু জীবৎসু ত্রিষু শ্রাদ্ধং বিবর্জ্জয়েৎ।
তেষু প্রীতেষু দেবেশি শ্রাদ্ধযজ্ঞফলং লভেৎ ॥৬৮॥
জীবৎপিতরি কল্যাণি নান্যশ্রাদ্ধাধিকারিতা।
মাতুঃ শ্রাদ্ধং বিনা পত্ন্যাঃ তথা নান্দীমুখং বিনা ॥৬৯॥
একোদ্দিষ্টে তু কৌলেশি বিশ্বদেবান্ন পূজয়েৎ।
একমেব সমুদ্দিশ্যা-নুজ্ঞাবাক্যং প্রকল্পয়েৎ ॥৭০॥
দক্ষিণাভিমুখো দদ্যাৎ অন্নং পিণ্ডং চ মানবঃ।
যবস্থানে তিলা দেয়াঃ সর্ব্বমন্যচ্চ পূর্ব্ববৎ ॥৭১॥

পিত্রাদীত্যাদি উর্ধ্বতনম্ উর্ধ্বভবম্ ॥৬৭॥৬৮॥

জীবদিত্যাদি। হে কল্যাণি পিতরি জীবতি সতি পুত্রস্য মাতুঃ পত্ন্যাশ্চ শ্রাদ্ধং বিনা তথা নান্দীমুখমাভ্যুদয়িকমপি শ্রাদ্ধং বিনা অন্যশ্রাদ্ধাধিকারিতা নাস্তীত্যন্বয়ঃ ॥৬৯॥

একোদ্দিষ্ট ইত্যাদি। একোদ্দিষ্টে শ্রাদ্ধে ॥৭০॥৭১॥

'নান্দীমুখান্ পিতৃন্' এই পদ বলিবে না এবং 'নমোঽস্তু পুষ্ট্যৈ', এই পদের পরিবর্ত্তে 'নমঃ স্বধায়ৈ,' এই পদ উচ্চারণ করিতে হইবে।[৬৬] (আর আর সমুদায় অবিকল আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধের ন্যায় হইবে।)

বরাননে। পিতা প্রভৃতি পুরুষত্রয়ের মধ্যে যিনি জীবিত থাকিবেন, বিচক্ষণ ব্যক্তি তাঁহার পরিবর্ত্তে তাঁহার উর্ধ্বতন আর এক পুরুষের নাম উল্লেখ করিয়া শ্রাদ্ধ করিবেন।[৬৭] পরন্তু যদি পিতা পিতামহ প্রপিতামহ, এই তিন পুরুষই জীবিত থাকেন, তাহা হইলে শ্রাদ্ধ করিতে হইবে না। দেবেশি। এই তিন পুরুষ প্রীত হইলেই শ্রাদ্ধের ও যজ্ঞের সমুদায় ফল লাভ হইবে।[৬৮]

কল্যাণি পিতা জীবিত থাকিতে মাতার শ্রাদ্ধ, পত্নীর শ্রাদ্ধ নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ ব্যতীত অন্য কোন শ্রাদ্ধ করিবার কাহারো অধিকার নাই।[৬৯]

প্রেতশ্রাদ্ধে বিশেষোঽয়ং গঙ্গাদ্যর্চ্চাং বিবর্জ্জয়েৎ।
মৃতং সমুল্লিখেৎ প্রেতং বাক্যে দানেঽন্নপিণ্ডয়োঃ।৭২॥
একমুদ্দিশ্য যৎ শ্রাদ্ধম্ একোদ্দিষ্টং তদুচ্যতে।
প্রেতস্যান্নে চ পিণ্ডে চ মৎস্যং মাংসং নিযোজয়েৎ॥৭৩॥
অশৌচান্তাৎ দ্বিতীয়েঽহ্নি শ্রাদ্ধং যৎ কুরুতে নরঃ।
প্রেতশ্রাদ্ধং বিজানীহি তদেব কুলনায়িকে॥৭৪॥

প্রেতশ্রাদ্ধে ইত্যাদি। প্রেতশ্রাদ্ধে গঙ্গাদ্যর্চ্চাং বিবর্জ্জয়েৎ ন কুর্য্যাৎ। অনুজ্ঞাবাক্যেঽন্নপিণ্ডয়োর্দানে চ মৃতং জনং প্রেতং সমুল্লিখেদুচ্চারয়েৎ। প্রেতশ্রাদ্ধে অয়ং বিশেষো জ্ঞেয়ঃ॥৭২॥

ননু কিন্নাম একোদ্দিষ্টং শ্রাদ্ধং তত্রাহ, একমুদ্দিশ্যেত্যাদি। নিযোজয়েৎ সমর্পয়েৎ॥৭৩॥

ননু প্রেতশ্রাদ্ধং কিং নাম তত্রাহ, অশৌচান্তাদিত্যাদি। অশৌচান্তাৎ অশৌচস্যান্তো যত্রাস্তি তদশৌচান্তং তস্মাৎ॥৭৪॥

কুলেশ্বরি! একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ করিবার সময় বিশ্বদেবগণের পূজা করিতে হইবে না। সে স্থলে কেবল একব্যক্তিকে উদ্দেশ করিয়াই অনুজ্ঞা বাক্য কল্পনা করিতে হইবে।[৭০]এই একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধে দক্ষিণাভিমুখ হইয়া অন্ন ও পিণ্ড দান করিবে। ইহাতে সমুদায়ই পূর্ব্বের ন্যায়, পরন্তু কেবল যব স্থানে তিল প্রদান করিতে হইবে।[৭১]প্রেতশ্রাদ্ধ স্থলে বিশেষ এই যে, ইহাতে গঙ্গাদির পূজা করিবে না, এবং বাক্য রচনার সময়, অন্নদানের সময় ও পিণ্ডদানের সময় মৃত ব্যক্তিকে প্রেত বলিয়া উল্লেখ করিতে হইবে।[৭২] এক ব্যক্তির উদ্দেশে যে শ্রাদ্ধ করা হয়, তাহা একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ নামে কথিত হইয়া থাকে। প্রেতশ্রাদ্ধে প্রেতের অন্নে ও পিণ্ডে মৎস্য ও মাংস প্রদান করিবে।[৭৩] কুলনায়িকে! মানবগণ অশৌচান্ত দ্বিতীয় দিবসে যে শ্রাদ্ধ করে, তাহাই প্রেতশ্রাদ্ধ বলিয়া জানিবে।[৭৪]

দেবি! (এক্ষণে প্রসঙ্গক্রমে অশৌচবিধি বলিতেছি, শ্রবণ কর।) যে স্থলে গর্ভস্রাব হয়, অথবা বালক ভূমিষ্ঠ হইয়াই কালগ্রাসে পতিত হয়, তদতিরিক্ত স্থলে সন্তান জন্মিলে বা মরিলে মানবগণ কুলাচারানুসারে সম্পূর্ণ অশৌচ গ্রহণ

গর্ভস্রাবাজ্জাতমৃতাৎ অন্যত্র মৃতজাতয়োঃ ।
কুলাচারানুসারেণ মানবোঽশৌচমাচরেৎ ॥৭৫॥
দ্বিজাতীনাং দশাহেন দ্বাদশাহেন পক্ষতঃ ।
শূদ্রসামান্যয়োর্দেবি মাসেনাশৌচকল্পনা ॥৭৬॥
অসপিণ্ডমৃতজ্ঞাতৌ ত্রিরাত্রাশৌচমিষ্যতে ।
শৃণ্বতোঽপি গতাশৌচে সপিণ্ডস্য মৃতিং শিবে ॥৭৭॥
অশুচির্নাধিকারী স্যাৎ দৈবে পিত্র্যে চ কর্ম্মণি ।
ঋতে কুলার্চ্চনাদাদ্যে তথা প্রারব্ধকর্ম্মণঃ ॥৭৮॥

অথ প্রসঙ্গাদশৌচাদিব্যবস্থামাহ, গর্ভস্রাবাদিত্যাদিভিঃ । গর্ভস্রাবাদগর্ভপাতাৎ জাতমৃতাৎ জাতঃ সন্নেব মৃতো জাতমৃতস্তস্মাচ্চান্যত্রান্যয়োর্মৃতজাতয়োঃ সতোর্মানবঃ স্বস্বকুলাচারানুসারেণাশৌচমশুচিক্রিয়ামাচরেৎ কুর্য্যাৎ ॥ ৭৫ ॥

দ্বিজাতীনামিত্যাদি । উপনীতসপিণ্ডমরণে শিশুজননে চ দ্বিজাতীনাং ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যানাং ক্রমতো দশাহেন দ্বাদশাহেন পক্ষতঃ পক্ষেণাশৌচকল্পনা বিজ্ঞেয়া । শূদ্রসামান্যয়োস্তু মাসেনাশৌচকল্পনা জ্ঞেয়া । শূদ্রসামান্যবর্ণয়োরূপনয়নস্থানে বিবাহো জ্ঞেয়ঃ ॥ ৭৬ ॥

অসপিণ্ডেত্যাদি । অসপিণ্ডমৃতজ্ঞাতৌ সপিণ্ডভিন্নে গোত্রজে মৃতে সতি ত্রিরাত্রমশৌচমিষ্যতে । গতাশৌচেঽশৌচে গতে সপিণ্ডস্য মৃতিং মরণং শৃণ্বতোঽপি জনস্য ত্রিরাত্রাশৌচমিষ্যতে ॥ ৭৭ ॥

অশুচিরিত্যাদি । হে আদ্যে কুলার্চ্চনাত্তথা প্রারব্ধকর্ম্মণশ্চ ঋতে কুলার্চ্চনপ্রারব্ধকর্ম্মভ্যামন্যস্মিন্ দৈবে পিত্রে চ কর্ম্মণি অশুচির্জনোঽধিকারী ন স্যাৎ ॥৭৮॥

করিবে (২৮৫) ,৭৫ অর্থাৎ ব্রাহ্মণগণের দশ দিন, ক্ষত্রিয়গণের দ্বাদশ দিন, বৈশ্যদিগের পঞ্চদশ দিন, এবং শূদ্র ও সামান্য জাতির এক মাস অশৌচ হইয়া থাকে ।৭৬ শিবে । অসপিণ্ড জ্ঞাতির মৃত্যু হইলে ত্রিরাত্রি অশৌচ হয় । কোন সপিণ্ডের মৃত্যু হইলে যদি অশৌচ কালের পর তাহা শ্রবণ করে, তাহা হইলেও ঐরূপ তিন রাত্রি অশৌচ হইয়া থাকে ।৭৭ আদ্যে । যাহার অশৌচ হইয়াছে,

---

(২৮৫)—ফলতঃ নবম মাসে বা দশম মাসে মৃতসন্তান জন্মিলে সপিণ্ডদিগের সম্পূর্ণ জননাশৌচ হইবে । গর্ভস্রাব হইলে অথবা বালক জন্মিয়া সেই দিনেই মরিলে সপিণ্ডদিগের সদ্যঃশৌচ এবং জননীর সম্পূর্ণাশৌচ হইবে ।

পঞ্চবর্ষাধিকান্ মর্ত্যান্ দাহয়েৎ পিতৃকাননে।
ভর্ত্রা সহ কুলেশানি ন দহেৎ কুলকামিনীম্ ॥৭৯॥
তব স্বরূপা রমণী জগত্যাচ্ছন্নবিগ্রহা।
মোহাদ্ভর্ত্তুশ্চিতারোহাৎ ভবেন্নরকগামিনী ॥৮০॥
ব্রহ্মমন্ত্রোপাসকাংস্তু তেষামাজ্ঞানুসারতঃ।
প্রবাহয়েদ্বা নিখনেৎ দাহয়েদ্বাপি কালিকে ॥৮১॥
পুণ্যক্ষেত্রে চ তীর্থে বা দেব্যাঃ পার্শ্বে বিশেষতঃ।
কুলীনানাং সমীপে বা মরণং শস্তমম্বিকে ॥৮২॥

পঞ্চেত্যাদি। পিতৃকাননে শ্মশানে ॥ ৭৯ ॥ ৮০ ॥ ৮১ ॥ ৮২ ॥

সে ব্যক্তি কুলপূজা ও প্রারব্ধ বা সঙ্কল্পিত কর্ম্ম ব্যতীত অন্য কোন দৈব বা পৈত্র্য কর্ম্মে অধিকারী হইতে পারিবে না।৭৮

কুলেশ্বরি। পঞ্চবর্ষাধিকবয়স্ক বালকের মৃত্যু হইলে তাহাকে শ্মশানে দগ্ধ করিবে (২৮৬)। কুলকামিনীকে ভর্ত্তার সহিত কদাপি দগ্ধ করিবে না।৭৯ রমণীমাত্রেই তোমার স্বরূপ, তুমি এই জগতীতলে রমণীরূপে প্রচ্ছন্নভাবে বিরাজমানা রহিয়াছ, সুতরাং যে নারী মোহাভিভূতা হইয়া ভর্ত্তার চিতারোহণ করে, সে নিরয়গামিনী হইয়া থাকে (২৮৭)।৮০

কালিকে। যাঁহারা ব্রহ্মমন্ত্রোপাসক, তাঁহাদের আজ্ঞানুসারে তাঁহাদের মৃত শরীর জলে ভাসাইয়া দিবে, বা মৃত্তিকায় প্রোথিত করিবে, অথবা দগ্ধ করিয়া ফেলিবে।৮১ অম্বিকে। পুণ্যক্ষেত্রে, তীর্থে, বিশেষতঃ ভগবতীর সমীপে, অথবা কৌলিকদিগের সমীপে মরণই প্রশস্ত।৮২

---

(২৮৬)—এতদ্দ্বারা ব্যবস্থাপিত হইল যে, যে বালকের পঞ্চম বৎসর বয়ঃক্রম অতীত হয় নাই, তাহার মৃত্যু হইলে, তাহাকে ভূগর্ভে নিখাত করিতে হইবে। পরন্তু স্মৃতিতে ব্যবস্থা হইয়াছে যে, দুইবৎসর বয়সের ন্যূন হইলে তাহাকে দাহ করিবে না। দুইবৎসর বা দুই বৎসরের অধিক হইলে তাহাকে দাহ করিবে।

(২৮৭)—পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে সহমরণ অক্ষয়-স্বর্গ-জনক হইলেও কলিযুগে তাহা নিষিদ্ধ

বিভাবযন্ সত্যমেকং বিস্মরন্ জগতাং ত্রযম্।
পরিত্যজতি যঃ প্রাণান্ স স্বরূপে প্রতিষ্ঠতি ॥৮৩॥
প্রেতভূমৌ শবং নীত্বা স্নাপযিত্বা ঘৃতোক্ষিতম্।
উত্তরাভিমুখং কৃত্বা শায়যেৎ তং চিতোপরি ।৮৪॥
সম্বোধনান্তং তদ্‌গোত্রং প্রেতাখ্যানং সমুচ্চরন্।
দত্ত্বা পিণ্ডং প্রেতমুখে দহেদ্বহ্নিমনুং স্মরন্ ॥৮৫॥
পিণ্ডস্তু রচযেত্তত্র সিদ্ধান্নৈস্তণ্ডুলৈশ্চ বা।
যবগোধূমচূর্ণৈর্ব্বা ধাত্রীফলসমঃ প্রিয়ে ॥৮৬॥

বিভাবযন্নিত্যাদি। বিভাবযন্ বিচিন্তযন্। স্বরূপে পরমাত্মনি ॥ ৮৩ ॥

প্রেতভূমাবিত্যাদি। প্রেতভূমৌ শবং নীত্বা ঘৃতোক্ষিতং ঘৃতাভ্যক্তং তং স্নাপযিত্বোত্তরাভিমুখং কৃত্বা চিতোপরি তং শাযযেৎ ॥ ৮৪ ॥

সম্বোধনান্তমিত্যাদি। সম্বোধনান্তং সম্বোধনবিভক্ত্যন্তং প্রেতাখ্যানং প্রেতনাম তদ্‌গোত্রঞ্চ সমুচ্চরন্ ওঁ অদ্যামুকগোত্র প্রেত পিতরমুকদেবশর্ম্মন্নেষ পিণ্ডস্তে স্বধেতি বাক্যমুদীরযন্ প্রেতমুখে পিণ্ডং দত্ত্বা বহ্নিমনুং রমিতি মন্ত্রং স্মরন্ সন্ শবং দহেৎ ॥ ৮৫ ॥ ৮৬ ॥

যে ব্যক্তি মরণকালে জগত্রয বিস্মৃত হইযা একমাত্র সত্যস্বরূপ ভাবনা করিতে করিতে প্রাণ পরিত্যাগ করেন, তিনি স্ব-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হযেন।৮৩

(দেবি! এক্ষণে প্রসঙ্গক্রমে অন্ত্যেষ্টিক্রিযারও বিধান বলিতেছি, শ্রবণ কর।) প্রথমত শব বহন পূর্ব্বক প্রেতভূমিতে লইযা যাইবে। পরে ঐ মৃত দেহে ঘৃত মাখাইযা স্নান করাইযা উহা চিতার উপরি উত্তরাভিমুখে শযন করাইবে।৮৪

মহানির্ব্বাণতন্ত্রে ইহাই ব্যবস্থাপিত হইযাছে। স্বর্গীয মহাত্মা রাজা রামমোহন রায মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের ব্যবস্থার সমীচীনতা হৃদযঙ্গম করিযা এই তন্ত্রের প্রতি নিরতিশয শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেন। তিনি এই মহানির্ব্বাণতন্ত্র হইতেই অমূল্য উপকরণ সংগ্রহ করিযা ব্রাহ্মধর্ম্মের দৃঢ় ভিত্তি সংস্থাপন করেন। মহানির্ব্বাণতন্ত্রে গৃহস্থধর্ম্মের যে বিধিব্যবস্থা আছে, উক্ত মহাত্মা ব্রাহ্মধর্ম-পুস্তকে প্রায তাহাই অবিকল সন্নিবেশিত করিযাছেন, এবং এই স্থান পাঠ করিযাই তিনি সহমরণ প্রথা উঠাইযা দিতে কৃতসঙ্কল্প হযেন। বলা বাহুল্য যে, তিনি তাহাতে কৃতকার্য্যও হইযাছিলেন।

স্থিতেষু প্রেতপুত্রেষু জ্যেষ্ঠে শ্রাদ্ধাধিকারিতা।
তদভাবেঽন্যপুত্রাদৌ জ্যেষ্ঠানুক্রমতো ভবেৎ ॥৮৭॥
অশৌচান্তান্তদিবসে কৃতস্নানো নরঃ শুচিঃ।
মৃতপ্রেতত্বমুক্ত্যর্থম্ উৎসৃজেত্তিলকাঞ্চনম্ ॥৮৮॥
গাং ভূমিং বসনং যানং পাত্রং ধাতুবিনির্ম্মিতম্।
ভোজ্যং বহুবিধং দদ্যাৎ প্রেতস্বর্গায় তৎসুতঃ * ॥৮৯॥

স্থিতেষ্বিত্যাদি। জ্যেষ্ঠে পুত্রে ॥ ৮৭ ॥

অশৌচান্তেত্যাদি। অশৌচান্তান্তদিবসে অশৌচান্তাদ্বাসরাৎ পরস্মিন্ বাসরে কৃতস্নানঃ শুচিশ্চ সন্নরঃ ওঁ অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য পিতুরমুকদেবশর্ম্মণঃ প্রেতত্ববিমুক্ত্যর্থমমুকগোত্রায়ামুকদেবশর্ম্মণে ব্রাহ্মণায় দাতুং কাঞ্চনসহিতাংস্তিলানহমুৎসৃজে ইতি বাক্যেন মৃতপ্রেতত্বমুক্ত্যর্থং তিলকাঞ্চনমুৎসৃজেৎ ॥ ৮৮ ॥

গামিত্যাদি ওঁ অদ্যামুকগোত্রস্য প্রেতস্য পিতুরমুকদেবশর্ম্মণঃ স্বর্গার্থমমুকগোত্রায়ামুকদেবশর্ম্মণে ব্রাহ্মণায় গামিমামহং সম্প্রদদে ইতি বাক্যেন সৎসুতঃ

পরে সম্বোধনান্ত গোত্র সহিত প্রেত নাম উল্লেখ করিয়া (২৮৮) প্রেতমুখে পিণ্ড প্রদান পূর্ব্বক রং এই বহ্নিবীজ স্মরণ করিতে করিতে তাহাকে দাহ করিবে।৮৫ প্রিয়ে। ঐ স্থলে সিদ্ধান্ন দ্বারা, তণ্ডুল দ্বারা, যবচূর্ণ দ্বারা অথবা গোধূমচূর্ণ দ্বারা ধাত্রীফল সদৃশ পিণ্ড প্রস্তুত করিতে হইবে।৮৬

প্রেত ব্যক্তির অন্যান্য পুত্র থাকিলেও জ্যেষ্ঠ পুত্রই শ্রাদ্ধে অধিকারী। জ্যেষ্ঠ পুত্রের অভাবে (বা দূরদেশস্থিত প্রভৃতি কারণে) জ্যেষ্ঠানুক্রমে অন্যান্য পুত্রাদিও শ্রাদ্ধাধিকারী হইতে পারিবে।৮৭ মানব অশৌচান্ত দ্বিতীয় দিবসে কৃতস্নান ও শুচি হইয়া মৃত ব্যক্তির প্রেতত্ব বিমুক্তির উদ্দেশে তিলকাঞ্চন উৎসর্গ করিবে (২৮৯)।৮৮ পরে মৃত ব্যক্তির স্বর্গলাভের নিমিত্ত তদীয় পুত্র, গাভী, ভূমি,

---

* প্রেতস্বর্গায় সৎসুতঃ ইতি পাঠান্তরম্।

(২৮৮)—ওঁ অমুকগোত্র প্রেত অমুকদেবশর্ম্মন্ এষ তে পিণ্ডঃ স্বধা, এই বাক্য পাঠ করিয়া প্রেতমুখে পিণ্ড প্রদান করিবে।

(২৮৯)—ওঁ তৎ সৎ অদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ

গন্ধং মাল্যং ফলং তোয়ং * শয্যাং প্রিয়করীং তথা।
যদ্যৎ প্রেতপ্রিয়ং দ্রব্যং তৎ স্বর্গায় সমুৎসৃজেৎ ॥৯০॥
ততস্তু বৃষভঞ্চৈকং ত্রিশূলাঙ্কন লাঞ্ছিতম্।
স্বর্ণেনালঙ্কৃতং কৃত্বা ত্যজেৎ তৎস্বরবাপ্তয়ে ॥৯১॥
প্রেতশ্রাদ্ধোক্তবিধিনা শ্রাদ্ধং কৃত্বাতিভক্তিতঃ।
ব্রহ্মজ্ঞান্ ব্রাহ্মণান্ কৌলান্ ক্ষুধিতানপি ভোজয়েৎ ॥৯২॥

প্রেতস্বর্গায় গাং দদ্যাৎ। ইত্থমেব কল্পিতেন তত্তদ্বাক্যেন ভূম্যাদিকমপি প্রেত-স্বর্গায় দদ্যাৎ ॥৮৯॥৯০॥

ততস্ত্বিত্যাদি। তৎস্বরবাপ্তয়ে প্রেতস্বর্গাবাপ্তয়ে ॥৯১॥৯২॥

বসন, যান, ধাতুপাত্র ও বহুবিধ ভোজ্য উৎসর্গ করিবে (২৯০)। ৮৯ এইরূপে গন্ধ মাল্য ফল সলিল মনঃপ্রীতিকর শয্যা এবং অপর যে যে বস্তু প্রেত ব্যক্তির প্রিয়কর, তৎসমুদায়ও সেই প্রেতের স্বর্গের নিমিত্ত উৎসর্গ করিবে। ৯০ অনন্তর প্রেতের স্বর্গপ্রাপ্তির নিমিত্ত একটি বৃষভ ত্রিশূলচিহ্নে চিহ্নিত ও সুবর্ণ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত করিয়া (উৎসর্গ পূর্ব্বক) ছাড়িয়া দিবে। ৯১

(শ্রাদ্ধকর্ত্তা এইরূপে গো ভূমি বস্ত্র ভোজ্য প্রভৃতি দানের পর বৃষোৎসর্গ করিয়া পশ্চাৎ) সাতিশয় ভক্তিসহকারে প্রেতশ্রাদ্ধোক্ত বিধানানুসারে শ্রাদ্ধ সম্পাদন

---

* গন্ধমাল্যং তথা তোয়ম্ ইতি চ পাঠঃ।

অশৌচান্তাদ্দ্বিতীয়েঽহ্নি অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ প্রেতত্ববিমুক্তি-পূর্ব্বক অক্ষয়স্বর্গকামঃ কাঞ্চনসহিতানেতান্ তিলান্ অমুকগোত্রায় অমুক-দেবশর্ম্মণে ব্রাহ্মণায় অহং দদানি। এই সংকল্পবাক্য পাঠ পূর্ব্বক মৃত ব্যক্তির প্রেতত্ববিমুক্তির নিমিত্ত তিলকাঞ্চন উৎসর্গ করিতে হইবে।

(২৯০)—ওঁ তৎ সদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুক-গোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ অশৌচান্তা-দ্দ্বিতীয়েঽহ্নি অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ অক্ষয়স্বর্গকামঃ অমুক-গোত্রায় অমুকদেবশর্ম্মণে ব্রাহ্মণায় গামহং সম্প্রদদানি। এই বাক্য পাঠ করিয়া প্রেত ব্যক্তির স্বর্গলাভের উদ্দেশে গোদান করিবে। ভূমি বসন যান প্রভৃতি উৎসর্গের সময়েও এইরূপ বাক্য রচনা করিতে হইবে।

দানেষ্বশক্তৌ মনুজঃ কুর্ব্বন্ শ্রাদ্ধং স্বশক্তিতঃ।
বুভুক্ষিতান্ ভোজয়িত্বা প্রেতত্বং মোচয়েৎ পিতুঃ ॥৯৩॥
আদ্যৈকোদ্দিষ্টমেতত্তু প্রেতত্বান্মুক্তিকারণম্।
বর্ষে বর্ষে মৃততিথৌ দদ্যাদন্নং গতাসবে ॥৯৪॥
বহুভির্ব্বিধিভিঃ কিং বা কর্ম্মভির্ব্বহুভিশ্চ কিম্।
সর্ব্বসিদ্ধিমবাপ্নোতি মানবঃ কৌলিকার্চ্চনাৎ ॥৯৫॥
বিনা হোমাজ্জপাৎ শ্রাদ্ধাৎ সংস্কারেষু চ কর্ম্মসু।
সম্পূর্ণকার্য্যসিদ্ধিঃ স্যাৎ একয়া কৌলিকার্চ্চয়া। ৯৬॥

দানেষ্বিত্যাদি। বুভুক্ষিতান্ ক্ষুধিতান্ ॥৯৩॥

আদ্যেত্যাদি। এতদাদ্যমেকোদ্দিষ্টং তু মৃতস্য প্রেতত্বান্মুক্তেঃ কারণং ভবতি। অতঃপরং বর্ষে বর্ষে মরণতিথৌ করিষ্যমাণে একোদ্দিষ্টশ্রাদ্ধে মৃতং প্রেতং নোচ্চারয়েদিত্যবগন্তব্যম্। গতাসবে বিগতপ্রাণায় ॥৯৪॥৯৫॥৯৬॥

পূর্ব্বক ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ, কৌল ও অন্যান্য ক্ষুধিত জনগণকে ভোজন করাইবেন। ৯২ যে ব্যক্তি ভূমি শয্যা প্রভৃতি দানে অসমর্থ, সে ব্যক্তি স্বশক্তি অনুসারে শ্রাদ্ধ করিয়া বুভুক্ষিত জনগণকে ভোজন করাইলেই তাহার পিতার প্রেতত্ব মোচন হইবে। ৯৩ এই প্রেতশ্রাদ্ধই আদ্য একোদ্দিষ্ট শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা প্রেতত্ব হইতে মুক্তি লাভ হয়। অতঃপর প্রতি বৎসর মৃত তিথিতে মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে অন্ন প্রদান করিতে হইবে। ৯৪

অথবা প্রিয়ে। বহুবিধানের আবশ্যক নাই, বহুবিধ কর্ম্মানুষ্ঠানেরও আবশ্যক নাই, মানবগণ যথাবিধানে একমাত্র কৌলের অর্চ্চনা দ্বারাই সমুদায় সিদ্ধি লাভ করিতে পারিবে। ৯৫ পূর্ব্বোক্ত দশবিধ সংস্কারে অথবা কোন পৌষ্টিক কর্ম্মে কিংবা পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠাদি কর্ম্মে যদ্যপি হোম জপ (ও যথাবিহিত পূজা প্রভৃতির) অনুষ্ঠান না করা যায়, এবং (যদ্যপি শ্রাদ্ধকাল উপস্থিত হইলে) শ্রাদ্ধাদিও না করা হয়, তথাপি তত্তৎকালে একমাত্র কৌলের অর্চ্চনা করিলেই তত্তৎকার্য্য সমুদায়ের সম্পূর্ণ ফল ও সম্পূর্ণ সিদ্ধি লাভ করা যাইতে পারে। ৯৬

শুক্লাং চতুর্থীমারভ্য শুভকর্ম্মাণি কারয়েৎ ।
অসিতাং পঞ্চমীং যাবৎ বিধিরেষ শিবোদিতঃ ॥৯৭॥
অন্যত্রাপি বিরুদ্ধেঽহ্নি গুর্ব্বর্ত্বিক্‌কৌলিকাজ্ঞয়া ।
কর্ম্মাণ্যপরিহার্য্যাণি কর্ম্মার্থী কর্ত্তুমর্হতি ॥৯৮॥
গৃহারম্ভঃ প্রবেশশ্চ যাত্রারত্নাদিধারণম্ ।
সংপূজ্যাদ্যাং পঞ্চতত্ত্বৈঃ কুর্য্যাদেতানি কৌলিকঃ ॥৯৯॥
সংক্ষেপযাত্রামথবা কুর্য্যাৎ সাধকসত্তমঃ ।
ধ্যায়ন্ দেবীং জপন্মন্ত্রং নত্বা গচ্ছেদ্‌যথামতি ॥১০০॥
সর্ব্বাসু দেবতার্চ্চাসু শারদীয়োৎসবাদিষু ।
তত্তৎকল্পোক্তবিধিনা ধ্যানপূজাং সমাচরেৎ ॥১০১॥

শুক্লামিত্যাদি । অসিতাং কৃষ্ণাম্ । যাবদিত্যবধৌ ॥ ৯৭ ॥
অন্যত্রাপীত্যাদি ॥ ৯৮ ॥ ৯৯ ॥ ১০০ ॥ ১০১ ॥ ১০২ ॥

শিবোক্ত বিধান আছে যে, শুক্লপক্ষের চতুর্থী তিথি হইতে আরম্ভ করিয়া কৃষ্ণপক্ষের পঞ্চমী তিথি পর্য্যন্ত এই কয়েক দিবসের মধ্যে শুভকর্ম্ম সমুদায় সম্পাদন করিবে ।৯৭ পরন্তু কর্ম্মার্থী ব্যক্তি, গুরু ঋত্বিক্ ও কৌলিক ব্যক্তির আজ্ঞানুসারে অন্য অবৈধ দিবসেও অপরিহার্য্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে পারে ।৯৮

কৌলিক ব্যক্তির কর্ত্তব্য এই যে, গৃহারম্ভ গৃহপ্রবেশ যাত্রা শঙ্খরত্ন প্রভৃতি ধারণ, এই সমুদায় কর্ম্ম করিবার সময় অগ্রে পঞ্চতত্ত্ব দ্বারা আদ্যাদেবীর পূজা করেন ।৯৯ অথবা সাধক সংক্ষেপ-যাত্রা করিতে পারেন । (সংক্ষেপ-যাত্রার প্রকরণ এই যে,) সাধক দেবী ভগবতীর ধ্যান ও মন্ত্র জপ পূর্ব্বক নমস্কার করিয়া যথা ইচ্ছা গমন করিবেন ।১০০

শারদীয় মহোৎসব প্রভৃতি সমুদায় দেবতাপূজা স্থলে, তত্তৎকল্পোক্ত বিধানানুসারে ধ্যান ও পূজা করিবে ,১০১ পরন্তু আদ্যাকালিকার পূজাপ্রকরণে যেরূপ বিধান আছে, তদনুসারে বলিদান ও হোম করিতে হইবে, এবং পরিশেষে

আদ্যাপূজোক্তবিধিনা বলিহোমং প্রযোজয়েৎ।
কৌলার্চ্চনং দক্ষিণাঞ্চ কৃত্বা কর্ম্ম সমাপয়েৎ ॥১০২॥
গঙ্গাং বিষ্ণুং শিবং সূর্য্যং ব্রহ্মাণং পরিপূজ্য চ।
উদ্দেশ্যমর্চ্চয়েদ্দেবং সামান্যো বিধিরীরিতঃ ॥১০৩॥
কৌলিকঃ পরমো ধর্ম্মঃ কৌলিকঃ পরদেবতা।
কৌলিকঃ পরমং তীর্থং তস্মাৎ কৌলং সদার্চ্চয়েৎ ॥১০৪॥
সার্দ্ধত্রিকোটিতীর্থানি ব্রহ্মাদ্যাঃ সর্ব্বদেবতাঃ।
বসন্তি কৌলিকে দেহে কিন্ন স্যাৎ কৌলিকার্চ্চনাৎ ॥১০৫॥
পূর্ণাভিষিক্তঃ সৎকৌলো যস্মিন্ দেশে বিরাজতে।
ধন্যো মান্যঃ পুণ্যতমঃ স দেশঃ প্রার্থ্যতে সুরৈঃ ॥১০৬॥
কৃতপূর্ণাভিষেকস্য সাধকস্য শিবাত্মনঃ।
পুণ্যপাপবিহীনস্য প্রভাবং বেত্তি কো ভুবি ॥১০৭॥

গঙ্গামিত্যাদি ॥ ১০৩ ॥ ১০৪ ॥ ১০৫ ॥ ১০৬ ॥ ১০৭ ॥ ১০৮ ॥

কৌলিক ব্যক্তির অর্চ্চনা পূর্ব্বক দক্ষিণান্ত করিয়া কর্ম্ম সমাপন করিবে।১০২ অধিকন্তু সামান্য বিধি আছে যে, সর্ববিধ পূজাস্থলেই গঙ্গা বিষ্ণু শিব সূর্য্য ও ব্রহ্মা, এই পঞ্চ দেবের অর্চ্চনা করিয়া পশ্চাৎ উদ্দিষ্ট দেবতার পূজা করিতে হইবে ১০৩

কৌলিক ব্যক্তিই পরম ধর্ম, কৌলিক ব্যক্তিই পরম দেবতা, কৌলিক ব্যক্তিই পরম তীর্থ, অতএব সর্ব্বদা সর্বতোভাবে কৌলিক ব্যক্তির অর্চ্চনা করিবে।১০৪ সার্দ্ধ ত্রিকোটি তীর্থ এবং ব্রহ্মা প্রভৃতি সমুদায় দেবতা, কৌলিক-শরীরে অধিষ্ঠান করেন, অতএব সর্বতীর্থময় সর্বদেবময় কৌলের পূজা করিলে কোন্ কার্য্য করা না হয়, কোন্ ফলই বা লাভ করিতে না পারা যায় ?১০৫ পূর্ণাভিষেকে অভিষিক্ত সৎকৌল যে দেশে বাস করেন, সেই দেশই ধন্য, সেই দেশই মান্য, সেই দেশই পুণ্যতম। এমনকি দেবগণও তাদৃশ দেশে অধিষ্ঠান প্রার্থনা করিয়া থাকেন।১০৬ যে সাধক পূর্ণাভিষেকে অভিষিক্ত হইয়াছেন তিনি

কেবলং নবরূপেণ তারয়ন্নখিলং জগৎ।
শিক্ষয়ন্ লোকযাত্রাঞ্চ কৌলো বিহরতি ক্ষিতৌ॥১০৮॥

শ্রীদেব্যুবাচ।

পূর্ণাভিষিক্তকৌলস্য মাহাত্ম্যং কথিতং প্রভো।
বিধানমভিষেকস্য কৃপয়া শ্রাবয়স্ব মাম্॥১০৯॥

শ্রীসদাশিব উবাচ।

বিধানমেতৎ পরমং গুপ্তমাসীদ্‌যুগত্রয়ে।
গুপ্তভাবেন কুর্ব্বন্তো নরা মোক্ষং যযুঃ পুরা॥১১০॥
প্রবলে কলিকালে তু প্রকাশে কুলবর্ত্তিনঃ।
নক্তং বা দিবসে কুর্য্যাৎ সপ্রকাশাভিষেচনম্॥১১১॥

পূর্ণাভিষেকবিধিং শ্রোতুমিচ্ছন্তী শ্রীদেব্যুবাচ, পূর্ণাভিষিক্তকৌল-স্যেত্যাদি ॥১০৯॥

এবং প্রার্থিতঃ সন্ শ্রীসদাশিব উবাচ, বিধানমিত্যাদি ॥১১০॥

প্রবলে ইত্যাদি। নক্তং রাত্রৌ ॥১১১॥১১২॥

পাপপুণ্য রহিত ও সাক্ষাৎ-শিবস্বরূপ। পৃথিবীর মধ্যে কোন্ ব্যক্তি তাদৃশ মহা-ত্মার প্রভাব অবগত হইতে সমর্থ হয়েন? ১০৭ কৌল ব্যক্তি, কেবল নিখিল জগৎ উদ্ধারের নিমিত্ত এবং লোকযাত্রা বিষয়ে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত মানবরূপে ভূতলে বিচরণ করেন। ১০৮

শ্রীভগবতী কহিলেন। প্রভো! আপনি পূর্ণাভিষিক্ত কৌল ব্যক্তির মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলেন, এক্ষণে উক্ত অভিষেকের বিধান শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি-তেছি, কৃপাপূর্ণ হৃদয়ে কীর্ত্তন করুন। ১০৯

শ্রীসদাশিব কহিলেন। দেবি! সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর যুগে এই পূর্ণাভিষেকের বিধান সাতিশয় গুপ্ত ছিল। তৎকালে গুপ্তভাবে ইহার অনুষ্ঠান করিয়া মানব-গণ মোক্ষ লাভ করিয়াছেন। ১১০ অতঃপর যখন কলির প্রভাব বৃদ্ধি হইবে, তখন কুলাচারী মহাত্মাগণ আত্মপ্রকাশ পূর্ব্বক রাত্রিকালে অথবা দিবসে প্রকাশ্যভাবে অভিষেক করিবেন। ১১১ অভিষেক ব্যতিরেকে কেবল মদ্য সেবন করিলেই

নাভিষেকং বিনা কৌলঃ কেবলং মগুসেবনাৎ।
পূর্ণাভিষেকাৎ * কৌলঃ স্যাৎ চক্রাধীশঃ কুলার্চ্চকঃ ॥১১২॥
তত্রাভিষেকপূর্ব্বেহহ্নি সর্ব্ববিঘ্নোপশান্তয়ে।
যথাশক্ত্যুপচারেণ বিঘ্নেশং পূজযেদ্গুরুঃ ॥১১৩॥
গুরুশ্চেন্নাধিকারী স্যাৎ শুভপূর্ণাভিষেচনে।
তদাভিষিক্ত কৌলেন সংস্কারং সাধযেৎ প্রিয়ে ॥১১৪॥

অথ পূর্ণাভিষেকস্য বিধানমাহ, তত্রেত্যাদিভিঃ। বিঘ্নেশং গণপতিম্ ॥১১৩॥ গুরুরিত্যাদি। চেৎ যদ্যনভিষিক্তত্বাৎ শুভ পূর্ণাভিষেচনে গুরুরধিকারী ন স্যাত্তদাভিষিক্তকৌলেন পূর্ণাভিষেচনং সংস্কারং নবঃ সাধযেৎ ॥১১৪॥

কৌল হয় না. যাঁহার পূর্ণাভিষেক হইয়াছে, তিনি কৌল, কুলার্চ্চক ও চক্রাধীশ্বর হইতে পারেন।১১২ (অভিষেক বিধি যথা—)

অভিষেকের পূর্ব্বদিন গুরু, সর্ব্ববিঘ্ন শান্তির উদ্দেশে যথাশক্তি উপচার দ্বারা বিঘ্নরাজের পূজা করিবেন। ১১৩ প্রিয়ে! যদি গুরু শুভ পূর্ণাভিষেকে অধিকারী না হন, তাহা হইলে কোন পূর্ণাভিষিক্ত কৌল দ্বারা উক্ত সংস্কার সাধন করিবে (২৯১)।১১৪

---

* পূর্ণাভিষিক্ত ইতি পাঠান্তরম্।

(২৯১)—মন্ত্রগ্রহণ কালে মন্ত্রদাতার শরীরে গুরুত্ব-ভাব জন্মে। পরে অভিষেক কালে ঐ গুরুত্ব মন্ত্রদাতার শরীর হইতে অভিষেক্তার শরীরে সংক্রান্ত হইয়া থাকে। তন্ত্রসারে আছে, "গুরুত্যাগাদ্ভবেন্মৃত্যুঃ মন্ত্রত্যাগাদ্দরিদ্রতা। গুরু-মন্ত্রপরিত্যাগাৎ রৌরবং নরকং ব্রজেৎ॥" গুরু ত্যাগ করিলে মৃত্যু ও মন্ত্র ত্যাগ করিলে দারিদ্র্য হয়। গুরু ও মন্ত্র উভয় ত্যাগ করিলে রৌরব নামক নরকে বাস হইয়া থাকে। এই বচনের তাৎপর্য্য স্বতন্ত্র। যিনি শাক্তাভিষেক পূর্ণাভিষেক, ক্রমদীক্ষা, সাম্রাজ্যদীক্ষা, যোগদীক্ষা, মহাসাম্রাজ্যদীক্ষা, পূর্ণদীক্ষা, প্রভৃতি যে কোন সংস্কারে অভিলাষী হয়েন, এবং তাঁহার গুরু যদি স্বয়ং সেই সংস্কারে সংস্কৃত না হইয়া থাকেন, তাহা হইলে শিষ্য সেই সংস্কারে সংস্কৃত অন্য ব্যক্তিকে গুরুত্বে বরণ করিতে পারিবেন। তাহাতে গুরুত্যাগ জন্য দোষ হইবে না। তন্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে যে,—জ্ঞানান্মোক্ষমবাপ্নোতি জ্ঞানং হি পরমো মতঃ। অতো যো জ্ঞানদানে হি নক্ষমস্তং ত্যজেদ্ গুরুং॥ ইহার তাৎপর্য্য এই যে উচ্চ সংস্কারাদি বিষয়ে যিনি শিষ্যের অভিলাষ পূরণ করিতে অসমর্থ,

খান্তার্ণং বিন্দুসংযুক্তং বীজমস্য প্রকীর্ত্তিতম্ ॥১১৫॥
গণকোঽস্য ঋষিশ্ছন্দো নীবৃৎ বিঘ্নস্তু দেবতা।
কর্ত্তব্যকর্ম্মণো বিঘ্ন শান্ত্যর্থে বিনিয়োগিতা ॥১১৬॥

অথ গণপতিপূজায়া বিধানমেবাহ, খান্তার্ণমিত্যাদিভিঃ। বিন্দুসংযুক্তমনুস্বারসহিতং খান্তার্ণং খস্যান্তিমং গকাররূপমক্ষরমস্য বিঘ্নেশস্য বীজং প্রকীর্ত্তিতম্॥১১৫॥
অথ ঋষিন্যাসং বিধাতুং গণপতিবীজমন্ত্রস্য ঋষ্যাদিকমাহ, গণক ইত্যাদিনা। অস্য গণপতিবীজমন্ত্রস্য গণক ঋষির্নীবৃচ্ছন্দো বিঘ্নো দেবতা কর্ত্তব্যস্য শুভপূর্ণাভিষেককর্ম্মণো বিঘ্নশান্ত্যর্থে বিনিযোগঃ। শিরসি গণকায ঋষযে নমঃ। মুখে নীবৃচ্ছন্দসে নমঃ। হৃদযে বিঘ্নায দেবতাযৈ নমঃ। ইত্যৃষিন্যাসং বিদধ্যাৎ ॥ ১১৬ ॥

খ এই বর্ণের অন্তিমবর্ণে অর্থাৎ গকারে, চন্দ্রবিন্দু যোগ করিলে (গঁ) গণপতির বীজ হইবে।[১১৫] এই গণপতিমন্ত্রের গণক ঋষি, নীবৃৎ ছন্দঃ, বিঘ্নরাজ দেবতা,কর্ত্তব্য (পূর্ণাভিষেক) কর্ম্মের বিঘ্ন শান্তির নিমিত্ত ইহার বিনিযোগ

তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যগুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিবে। পরে ঐরূপ অনধিকারী গুরুর উল্লেখ করিযা বলিযাছেন যে,—পূর্ব্বোক্ত দোষযুক্তশ্চেৎ দিব্যো বা বীর এব বা। তযোরপি ন কর্ত্তব্যা শিষ্যেণ গুরুভাবনা ॥ অর্থাৎ বীরভাবাবলম্বী হউন বা দিব্যভাবাপন্নই হউন শিষ্য যদি জ্ঞান বা উচ্চ সংস্কারের নিমিত্ত গুর্ব্বন্তর আশ্রয করেন, তাহা হইলে পূর্ব্বগুরুতে আর গুরুত্বকল্পনা করিবেন না। শেষোক্ত গুরুতে গুরুত্ব সম্ভাবিত হওযায কেবল তিনিই গুরুপদবাচ্য হইবেন। পরন্তু যদি গুরু, শিষ্যের প্রার্থিত সংস্কারে সংস্কৃত হইযা থাকেন, তাহা হইলে শিষ্য নিজ গুরু ত্যাগ করিযা অন্য গুরুর আশ্রয গ্রহণ করিতে পারেন না। এ অবস্থায নিজ গুরু ত্যাগে গুরুত্যাগজনিত দোষ হইবে। এইরূপ সংস্কার, প্রার্থনা ব্যতিরেকে অন্য কারণে কেহ অন্য গুরু করিতে পারিবে না। তন্ত্রসারে আছে,—"মধুলুব্ধো যথা ভৃঙ্গঃ পুষ্পাৎ পুষ্পান্তরং ব্রজেৎ। জ্ঞানলুব্ধস্তথা শিষ্যো গুরোর্গুর্ব্বন্তরং ব্রজেৎ। অতএব মহেশানি লক্ষমেকং গুরুং ত্যজেৎ ॥" মধুলুব্ধ ভৃঙ্গ যেরূপ এক পুষ্পে মধু পান করিযা মধু ফুরাইলে সমধিক মধুপানের প্রত্যাশায পুষ্পান্তরে গমন করে, জ্ঞানলুব্ধ শিষ্যও সেইরূপ জ্ঞান পিপাসু হইযা নিজ গুরুর নিকট না পাইলে অন্য গুরুর শরণাপন্ন হইতে পারিবে। মহেশ্বরি! ঈদৃশ অবস্থায এক লক্ষ গুরুও পরিত্যাগ করা যাইতে পারিবে। ইহাতে গুরুত্যাগ জন্য কোন দোষই হয না। এস্থলে শিবের অভিপ্রায এই যে, শাক্তাভিষেকাভিলাষী শিষ্য মন্ত্রদাতা গুরুকে, পূর্ণাভিষেকাভিলাষী শিষ্য শাক্তাভিষিক্ত গুরুকে, ক্রমদীক্ষাভিলাষী শিষ্য পূর্ণাভিষিক্ত গুরুকে, সাম্রাজ্যদীক্ষাভিলাষী শিষ্য ক্রমদীক্ষিত গুরুকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক অভিলাষ পূরণে সমর্থ অন্য গুরুকে আশ্রয় করিতে পারিবে।

ষড়্দীর্ঘযুক্তমূলেন ষড়ঙ্গানি সমাচরেৎ।
প্রাণায়ামং ততঃ কৃত্বা ধ্যায়েদ্‌গণপতিং শিবে ॥১১৭॥
সিন্দূরাভং ত্রিনেত্রং পৃথুতরজঠরং হস্তপদ্মৈর্দধানং।
শঙ্খং পাশাঙ্কুশেষ্টান্যুরুকরবিলসদ্বারুণীপূর্ণকুম্ভম্।
বালেন্দুদ্দীপ্তমৌলিং করিপতিবদনং বীজপূরার্দ্রগণ্ডং।
ভোগীন্দ্রাবদ্ধভূষং ভজত গণপতিং রক্তবস্ত্রাঙ্গরাগম্ ॥১১৮॥

ষডিত্যাদি। ততঃ ষড়্দীর্ঘযুক্তেন মূলেন গণপতিবীজেনাঙ্গুষ্ঠাদীনি হৃদয়াদীনি চ ষডঙ্গানি প্রতি ন্যাসং সমাচরেৎ। গামঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। গীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা গূং মধ্যমাভ্যাং বষট্। গৈমনামিকাভ্যাং হুঁ। গৌং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। গঃ করতলকরপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্। ইত্যঙ্গুষ্ঠাদিষডঙ্গন্যাসম্। গাং হৃদয়ায় নমঃ। গীং শিরসে স্বাহা। গূং শিখায়ৈ বষট্। গৈং কবচায় হুঁ। গৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। গঃ অস্ত্রায় ফট্। ইতি হৃদয়াদিষডঙ্গন্যাসং চ বিদধ্যাদিত্যর্থঃ। ততো গমিতি মন্ত্রেণ প্রাণায়ামং কৃত্বা গণপতিং ধ্যায়েৎ ॥১১৭॥

গণপতিধ্যানমেবাহৈকেন, সিন্দূরাভমিত্যাদি। হে ভক্তা গণপতিং গণেশানং যূয়ং ভজতেত্যন্বয়ঃ। কথম্ভূতং গণপতিম্। সিন্দূরাভং সিন্দূরেণ (সিন্দূরস্যেব)

হইয়া থাকে (২৯২)।[১১৬] মূলমন্ত্রে ক্রমশঃ ছয়টি দীর্ঘস্বর যোগপূর্ব্বক তাহা দ্বারা (করন্যাস ও) ষডঙ্গন্যাস করিবে (২৯৩)। শিবে। অনন্তর প্রাণায়াম করিয়া (২৯৪) গণপতির ধ্যান করিতে হইবে।[১১৭] (ধ্যানমূর্ত্তি যথা—)

যিনি সিন্দূরের ন্যায় রক্তবর্ণ, যিনি নয়নত্রয়বিশিষ্ট, যাঁহার জঠর স্থূলতর, যিনি করকমলচতুষ্টয় দ্বারা শঙ্খ, পাশ, অঙ্কুশ ও বরমুদ্রা ধারণ করিয়া আছেন,

---

(২৯২)—ঋষ্যাদিন্যাস যথা। অস্য গণপতিমন্ত্রস্য গণক ঋষিঃ নীবৃচ্ছন্দো বিঘ্নরাজো দেবতা শ্বঃকর্ত্তব্যশুভপূর্ণাভিষেককর্ম্মণো বিঘ্নশান্ত্যর্থে বিনিয়োগঃ। শিরসি গণকায় ঋষয়ে নমঃ। মুখে নীবৃচ্ছন্দসে নমঃ। হৃদয়ে বিঘ্নরাজায় দেবতায়ৈ নমঃ।

(২৯৩)—করন্যাস যথা। গাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। গীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। গূং মধ্যমাভ্যাং বষট্। গৈং অনামিকাভ্যাং হুঁ। গৌং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। গঃ করতল পৃষ্ঠাভ্যাং ফট্। হৃদয়াদি ষডঙ্গন্যাস যথা। গাং হৃদয়ায় নমঃ। গীং শিরসে স্বাহা। গূং শিখায়ৈ বষট্। গৈং কবচায় হুঁ। গৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। গঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্।

(২৯৪)—গঁ এই বীজমন্ত্র জপ সহকারে প্রাণায়াম করিতে হইবে।

ধ্যাত্বৈবং মানসৈরিষ্ট্বা পীঠশক্তীঃ প্রপূজয়েৎ।
তীব্রা চ জ্বালিনী নন্দা ভোগদা কামরূপিণী ॥১১৯॥

আভা দীপ্তির্যস্য যস্মিন্ বা তথাভূতম্। পুনঃ কীদৃশং ত্রিনেত্রং ত্রিলোচনম্। পুনঃ কীদৃশং পৃথূতরজঠরম্ অতিবিশালকুক্ষিম্। পুনঃ কীদৃশং হস্তপদ্মৈঃ পাণিকমলৈঃ শঙ্খং পাশাঙ্কুশেষ্টানি পাশমঙ্কুশং বরং চ দধানং দধতম্। পুনঃ কীদৃশম্ উরুকর-বিলসদ্বারুণীপূর্ণকুম্ভম্ উরৌ বিশালে করে শুণ্ডায়াং বিলসন্ ভাসমানো বারুণ্যা মদিরয়া পূর্ণঃ কুম্ভো যস্য তথাভূতম্। পুনঃ কীদৃশং বালেন্দুদ্দীপ্তমৌলিং বালেনেন্দু-নোদ্দীপ্তো মৌলিঃ কিরীটং যস্য তথাভূতম্। পুনঃ কীদৃশং করিপতিবদনং করিপতের্গজরাজস্যেব বদনং মুখং যস্য তথাভূতম্। পুনঃ কীদৃশং বীজপূরার্দ্র-গণ্ডং বীজপূরেণ মদপ্রবাহেণার্দ্রৌ গণ্ডৌ কপোলৌ যস্য তথাভূতম্। পুনঃ কীদৃশং ভোগীন্দ্রাবদ্ধভূষং ভোগীন্দ্রেণ সর্পরাজেন বদ্ধা ভূষা যস্য যেন বা তথা-ভূতম্। পুনঃ কীদৃশং রক্তবস্ত্রাঙ্গরাগং রক্তবস্ত্রেণাঙ্গে রাগো রক্তত্বং যস্য তথা-ভূতম্। [রক্তৌ বস্ত্রাঙ্গরাগৌ যস্য তম্। অঙ্গরাগঃ রক্তচন্দনকুঙ্কুমসিন্দূরাদিঃ] ॥ ১১৮ ॥

ধ্যাত্বৈবমিত্যাদি। এবং গণপতিং ধ্যাত্বা মানসৈরুপচারৈরিষ্ট্বা পূজয়িত্বা চ প্রণবাদিনমোহন্তেন নামমন্ত্রেণ গন্ধপুষ্পাদিভিঃ পীঠশক্তীঃ প্রপূজয়েৎ। যাঃ

যাঁহার বিশাল শুণ্ডে বারুণীপূর্ণ কুম্ভ শোভা পাইতেছে, তরুণ শশিকলা দ্বারা যাঁহার মৌলি শোভমান রহিয়াছে, যিনি গজরাজ-বদনে বিরাজিত, যাঁহার গণ্ডদ্বয় সর্বদা মদস্রাবে আর্দ্র হইয়া রহিয়াছে যাঁহার শরীর সর্পরাজ দ্বারা বিভূ-ষিত, যিনি রক্তবস্ত্র ও রক্ত অঙ্গরাগ ধারণ করিয়াছেন, তাদৃশ দেব গণপতিকে ভজনা কর।১১৮

এইরূপ ধ্যান পূর্বক মানস উপচার দ্বারা পূজা করিয়া [১৮৬ পৃষ্ঠায় লিখিত প্রণালীক্রমে] অর্ঘ্য স্থাপন করিবে। পরে আধারশক্তি প্রভৃতি (২০৯ পৃষ্ঠা ১০৫

(১ম) বাম নাসিকায় ১৬ বার জপে পূরক, ৬৪ বার জপে কুম্ভক দক্ষিণ নাসিকায় ৩২ বার জপে রেচক।

(২য়) দক্ষিণ নাসিকায় ১৬ বার জপে পূরক, ৬৪ বার জপে কুম্ভক, বাম নাসিকায় ৩২ বার জপে রেচক।

(৩য়) পুনর্বার বাম নাসিকায় ১৬ বার জপে পূরক, ৬৪ বার জপে কুম্ভক, দক্ষিণ নাসিকায় ৩২ বার জপে রেচক।

অবিরাম এই তিনটিতে একটি প্রাণায়াম। যিনি ইহাতে অসমর্থ হইবেন, তিনি ৪।১৬।৮ বার জপে অথবা ১।৪।২ বার জপে উক্তরূপে প্রাণায়াম করিবেন।

উগ্রা তেজস্বতী সত্যা মধ্যে বিঘ্নবিনাশিনী।
পূর্ব্বাদিতোঽর্চ্চয়িত্বৈতাঃ পূজয়েৎ কমলাসনম্ ॥১২০॥
পুনর্ধ্যাত্বা গণেশানং পঞ্চতত্ত্বোপচারকৈঃ।
অভ্যর্চ্চ্য তচ্চতুর্দিক্ষু গণেশং গণনায়কম্ ॥১২১॥

পীঠশক্তীঃ প্রপূজয়েত্তা আহ, তীব্রা চেত্যাদিনৈকেন। পূর্ব্বাদিতঃ ক্রমেণৈতাস্তীব্রাদ্যা অর্চ্চয়িত্বা প্রণবাদিনমোঽন্তনামমন্ত্রেণ গন্ধপুষ্পাদিভিঃ কমলাসনং পূজয়েৎ ॥ ১১৯ ॥ ১২০ ॥

পুনরিত্যাদি। কৌলিকসত্তমঃ পুনর্গণেশানং ধ্যাত্বা পঞ্চতত্ত্বোপচারকৈঃ পূর্ব্বোক্তমন্ত্রশোধিতৈর্ম্মদ্যাদিভিঃ পঞ্চতত্ত্বৈরন্যৈশ্চ পাদ্যার্ঘ্যাচমনীয়াদিভিরুপ-

---

টিপ্পনী) পীঠদেবতার পূজার পর প্রণব উচ্চারণ পূর্ব্বক চতুর্থী বিভক্ত্যন্ত নাম উচ্চারণ করিয়া 'নমঃ' এই পদ অন্তে দিয়া গন্ধ পুষ্পাদি দ্বারা] পীঠশক্তিদিগের পূজা করিবে। তীব্রা, জ্বালিনী, নন্দা, ভোগদা, কামরূপিণী,১১৯ উগ্রা, তেজস্বতী ও সত্যা, এই অষ্ট পীঠশক্তির পূর্ব্বাদিক্রমে পূজা করিয়া মধ্যদেশে বিঘ্নবিনাশিনীর পূজা করিবে (২৯৫)। পরে (প্রণব পাঠ পূর্ব্বক নমঃপদান্ত নাম উচ্চারণ করিয়া) কমলাসনের পূজা করিতে হইবে (২৯৬)।১২০

কৌলিকশ্রেষ্ঠ পুনর্ব্বার ধ্যান করিয়া শোধিত পঞ্চতত্ত্বাদি উপচার দ্বারা গণপতির পূজা করিবেন (২৯৭)। পরে কৌল, গণপতির চতুর্দ্দিকে, গণেশ,

---

(২৯৫)—পূর্ব্বদিকে, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ তীব্রায়ৈ নমঃ। অগ্নিকোণে, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ জ্বালিন্যৈ নমঃ। দক্ষিণদিকে, ওঁ নন্দায়ৈ নমঃ। নৈর্ঋতকোণে, ওঁ ভোগদায়ৈ নমঃ। পশ্চিমদিকে, ওঁ কামরূপিণ্যৈ নমঃ। বায়ুকোণে ওঁ উগ্রায়ৈ নমঃ। উত্তরদিকে, ওঁ তেজস্বত্যৈ নমঃ। ঈশানকোণে, ওঁ সত্যায়ৈ নমঃ। মধ্যে, ওঁ বিঘ্নবিনাশিন্যৈ নমঃ।

(২৯৬)—মন্ত্র যথা ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে কমলাসনায় নমঃ।

(২৯৭)—সাধকসম্প্রদায় প্রচলিত ব্যবহার এই যে তাঁহরা প্রথমে ষোড়শোপচারে গণেশের পূজা করিয়া পঞ্চোপচারে সূর্য্য বিষ্ণু শিব ও ভগবতীর পূজা করেন। পরে পঞ্চতত্ত্ব দ্বারা পুনর্ব্বার গণেশের পূজা করিয়া থাকেন। প্রমাণ যথা। গণেশং পূজয়িত্বাথ সূর্য্যং বিষ্ণুং শিবং শিবাম্। পুনর্যজেচ্চোপচারৈঃ পঞ্চভির্দর্শয়েত্ততঃ। দর্পণং ব্যজনং ছত্রং চামরং মুখবাসসম্। দ্বিজস্ত্রীণাং ব্রাহ্মণানামাশীর্ব্বাদং প্রগৃহ্য চ। অধিবাসং প্রকুর্ব্বীত ইত্যাদি।

গণনাথং গণক্রীড়ং যজেৎ কৌলিকসত্তমঃ ।
একদন্তং রক্ততুণ্ডং লম্বোদরগজাননৌ ॥১২২॥
মহোদরঞ্চ বিকটং ধূম্রাভং বিঘ্ননাশনম্ ॥১২৩॥
ততো ব্রাহ্মীমুখাঃ শক্তী-র্দিক্‌পালাংশ্চ প্রপূজয়ন্ * ।
তেষামস্ত্রাণি সংপূজ্য বিঘ্নরাজং বিসর্জ্জয়েৎ ॥১২৪॥

চাবৈবভ্যর্চ্চ্য চ তচ্চতুর্দ্দিক্ষু নমোঽন্তনামমন্ত্রেণ গন্ধপুষ্পাদিভির্গণেশাদীন্ ক্রমতো যজেৎ ॥১২১।১২২॥১২৩॥

তত ইত্যাদি । ততঃ পরং প্রণবাদিনমোঽন্তনামমন্ত্রেণ গন্ধপুষ্পাদিভির্ব্রাহ্মী-মুখা ব্রাহ্মীপ্রভৃতীরষ্টশক্তীরিন্দ্রাদীন্ দিকপালাংশ্চ প্রপূজযন্ তেষাং দিক্‌পালানা-মস্ত্রাণি চ সংপূজ্য বিঘ্নরাজ ক্ষমস্বেতি বাক্যেন বিঘ্নরাজং বিসর্জ্জযেৎ ॥১২৪॥

গণনাযক,[১২১] গণনাথ, গণক্রীড়, একদন্ত, বক্রতুণ্ড (২৯৮), লম্বোদব, গজা-নন,[১২২] মহোদর, বিকট, ধূম্রাভ ও বিঘ্ননাশন, এই সমুদাব আববণ দেবতাব পূজা কবিবেন (২৯৯) ।১২৩

অনন্তব ব্রাহ্মী প্রভৃতি অষ্টশক্তি এবং ইন্দ্রাদি দশ দিক্‌পালেব পূজা কবিবা দিক্‌পালাদিগেব অস্ত্রসমুদাবেব পূজা পূর্ব্বক (৩০০) (বিঘ্নবাজ ক্ষমস্ব, এই বাক্য দ্বাবা) বিঘ্নবাজেব বিসর্জ্জন কবিবে (৩০১) ।১২৪

---

* প্রপূজবেৎ ইতি পাঠান্তবম্ ।

(২৯৮)—অন্যান্য মন্ত্রে, সাধক-সম্প্রদাবেব পদ্ধতিতে এবং একপঞ্চাশৎ গণেশেব নাম মধ্যে বক্রতুণ্ড শব্দেব পবিবর্ত্তে রক্ততুণ্ড শব্দ আছে। এস্থলে আমাদেব বোধ হব, লেখকপ্রমাদে বক্রতুণ্ড শব্দ এস্থলে রক্ততুণ্ড হইবা পড়িবাছে ।

(২৯৯)—মন্ত্র যথা। ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে গণেশাব নমঃ। ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে গণনাবকাব নমঃ। ইত্যাদি ।

(৩০০)—ব্রাহ্মী প্রভৃতি অষ্টশক্তির পূজা ২৮০ পৃষ্ঠা ১৫০ সংখ্য টিপ্পনীতে এবং অস্ত্রাদিসমেত দশদিকপালেব পূজা ২৮২ পৃষ্ঠা ১৫২ টিপ্পনীতে আছে ।

(৩০১)—সাধকসম্প্রদাযের রীতি এই যে, তাঁহাবা গণেশেব পূজাব পব ঐ ঘটেই ক্রমশঃ সূর্য্য, বিষ্ণু শিব ও ভগবতীর পূজা কবিবা থাকেন। ইহাব বিধানও আছে। যথা,— গণেশং পূজবিত্বা তু অর্কং বিষ্ণুং শিবং শিবাং

এবং সংপূজ্য বিঘ্নেশম্ অধিবাসনমাচরেৎ।
ভোজয়েচ্চ পঞ্চতত্ত্বৈঃ ব্রহ্মজ্ঞান্ কুলসাধকান্ ॥ ১২৫ ॥
ততঃ পরদিনে স্নাতঃ কৃতনিত্যোদিতক্রিয়ঃ।
আজন্মকৃতপাপানাং ক্ষয়ার্থং তিলকাঞ্চনম্।
উৎসৃজেৎ কৌলতৃপ্ত্যর্থং ভোজ্যঞ্চৈকমপি প্রিয়ে ॥ ১২৬ ॥

এবমিত্যাদি। এবং বিঘ্নেশং সংপূজ্য বক্ষ্যমাণেন বিধিনা অধিবাসনমাচরেৎ কুর্য্যাৎ ॥ ১২৫ ॥

তত ইত্যাদি। ততো দিনাৎ পরদিনে স্নাতঃ কৃতনিত্যোদিতক্রিয়শ্চ সন্ ওঁ অদ্যামুকগোত্রঃ শ্রীমদমুকদেবশর্ম্মা আজন্মকৃতাশেষদুষ্কৃতক্ষয়কামোঽমুকগোত্রায়ামুক-দেবশর্ম্মণে ব্রাহ্মণায় দাতুং কাঞ্চনসহিতাংস্তিলানহমুৎসৃজে ইতি বাক্যেনাজন্ম-

---

এইরূপে বিঘ্নরাজের পূজা করিয়া অধিবাস করিবে এবং পঞ্চতত্ত্ব দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞ কুলসাধকদিগকে ভোজন করাইবে।[১২৫]

প্রিয়ে! অনন্তর পরদিনে (সর্ব্বৌষধি জলে বা আমলক জলে, 'ওঁ প্রলেহতোঽখিলসিদ্ধিদায়িন্যৈ' এই মন্ত্র পাঠ সহকারে) স্নান পূর্ব্বক নিত্যক্রিয়া সমাধান করিয়া আজন্মকৃত সমুদায় পাপপুঞ্জের ক্ষয়ের নিমিত্ত (সঙ্কল্প পূর্ব্বক যথাসাধ্য গায়ত্রী জপ ও) তিলকাঞ্চন উৎসর্গ করিবে (৩০২), এবং কৌলদিগের তৃপ্তির নিমিত্ত একটি ভোজ্যও উৎসর্গ করিতে হইবে (৩০৩)।[১২৬] তদনন্তর

(পূজয়েদিতি), এবং অভিষেকের পূর্ব্বদিন গণেশাদি পূজা করিয়া পরদিন অভিষেকের পর বিসর্জ্জন করেন।

(৩০২)—ওঁ তৎ সদদ্য অমুকে মাসি অমুকরাশিস্থে ভাস্করে অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা আজন্মকৃতজ্ঞাতাজ্ঞাতাশেষদুষ্কৃতপুঞ্জ-ক্ষয়কামঃ যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায় দাতুং কাঞ্চনসহিতান্ তিলানহং সমুৎসৃজে। এই বাক্য পাঠ করিয়া তিলকাঞ্চন উৎসর্গ করিবে। তৎপরে ঐরূপ বাক্য রচনা করিয়া তিলকাঞ্চনের দক্ষিণান্ত করিতে হইবে। গায়ত্রীজপের সঙ্কল্পও ঐরূপ। যথা। ওঁ অদ্যেত্যাদি আজন্মকৃতজ্ঞাতাজ্ঞাতাশেষদুরিতক্ষয়কামঃ ইয়ৎসংখ্যক-গায়ত্রীজপমহং করিষ্যে।

(৩০৩)—ওঁ তৎ সদদ্য অমুকে মাসি অমুকরাশিস্থে ভাস্করে অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা, কৌলপরিতৃপ্তিকামঃ পরমব্রহ্মগোত্রায়

অর্ঘ্যং দত্ত্বা দিনেশায ব্রহ্মাবিষ্ণুশিবগ্রহান্ ।
অর্চ্চযিত্বা মাতৃগণান্ বসুধারাং প্রকল্পযেৎ ॥ ১২৭ ॥
কর্ম্মণোঽভ্যুদযার্থায বৃদ্ধিশ্রাদ্ধং সমাচরেৎ ।
ততো গত্বা গুরোঃ পার্শ্বং প্রণম্য প্রার্থযেদিদম্ ॥ ১২৮ ॥
ত্রাহি নাথ কুলাচার-নলিনীকুলবল্লভ ।
ত্বৎপাদাম্ভোরুহচ্ছাযাং দেহি মূর্দ্ধ্নি কৃপানিধে ॥ ১২৯ ॥
আজ্ঞাং দেহি মহাভাগ শুভপূর্ণাভিষেচনে ।
নির্বিঘ্নং কর্ম্মণঃ সিদ্ধিম্ উপৈমি ত্বৎপ্রসাদতঃ ॥ ১৩০ ॥
শিবশক্ত্যাজ্ঞযা বৎস কুরু পূর্ণাভিষেচনম্ ।
মনোরথমযী সিদ্ধির্জাযতাং শিবশাসনাৎ ॥ ১৩১ ॥

কৃতপাপানাং ক্ষযার্থং তিলকাঞ্চনমুৎসৃজেৎ । তথৈব কল্পিতেন বাক্যেন কৌল-তৃপ্ত্যর্থমেকং ভোজ্যমপ্যুৎসৃজেৎ ॥ ১২৬ ॥ ১২৭ ॥ ১২৮ ॥

যৎ প্রার্থযেত্তদাহ, ত্রাহি নাথেত্যাদিভ্যাং দ্বাভ্যাম্ ॥ ১২৯ ॥ ১৩০ ॥ ১৩১ ॥

সূর্য্যকে অর্ঘ্য প্রদান পূর্ব্বক ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, নবগ্রহ ও গৌর্য্যাদি ষোডশ মাতৃকার পূজা করিযা বসুধারা দিবে।[১২৭] পরে কর্ম্মের অভ্যুদয নিমিত্ত বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করিবে।

অনন্তর শিষ্য (সাযংকালে) গুরুর নিকট গমন করিযা প্রণতিপূর্ব্বক প্রার্থনা করিবে যে, [১২৮] নাথ । আপনি আমাকে উদ্ধার করুন । আপনি কৌলিকরূপ পদ্মবনের প্রভাকর স্বরূপ । কৃপানিধে । এক্ষণে কৃপা করিযা আমার মস্তকে ভবদীয চরণকমলের ছাযা প্রদান করুন ।[১২৯] মহাভাগ । আমার শুভ পূর্ণাভি-ষেক বিষযে আপনি আজ্ঞা প্রদান করুন । আমি যেন আপনকার প্রসাদে নির্ব্বিঘ্নে কার্য্যসিদ্ধি লাভ করিতে পারি ।[১৩০]

বৎস । তুমি শিবশক্তির (মাযোপহিত চৈতন্যের) আজ্ঞানুসারে পূর্ণাভিষেকে অভিষিক্ত হও । মহেশ্বরের আজ্ঞানুসারে তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হউক ।[১৩১]

শ্রীঅমুকানন্দনাথায কৌলায দাতুং ভোজ্যমহং সমুৎসৃজে । এই বাক্য পাঠ করিযা ভোজ্য উৎসর্গ করিবে , পরন্তু ইহাতেও যথারীতি দক্ষিণান্ত করিতে হইবে ।

ইত্থমাজ্ঞাং গুরোঃ প্রাপ্য সর্ব্বোপদ্রবশান্তয়ে।
আয়ুর্লক্ষ্মীবলারোগ্যা বাপ্ত্যৈ সংকল্পমাচরেৎ ॥ ১৩২ ॥

ইত্থমিত্যাদি। ইত্থং গুরোরাজ্ঞাং প্রাপ্য সর্ব্বোপদ্রবশান্তয়ে আয়ুর্লক্ষ্মীবলারোগ্যপ্রাপ্ত্যৈ ওঁ অদ্যামুকগোত্রঃ শ্রীমদমুকদেবশর্ম্মা নিঃশেষোপদ্রবধ্বংসকাম আয়ুর্লক্ষ্মীবলারোগ্যকামশ্চ শম্ভপূর্ণাভিষেচনমহং করিষ্যে ইতি সংকল্পমাচরেৎ কুর্য্যাৎ ॥ ১৩২ ॥

শিষ্য গুরুর নিকট এইরূপ আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বোপদ্রব শান্তির নিমিত্ত এবং আয়ু লক্ষ্মী বল ও আরোগ্য লাভের নিমিত্ত সংকল্প করিবে (৩০৪)।[১৩২]

(৩০৪)—ওঁ তৎ সদদ্য অমুকে মাসি অমুকরাশিস্থে ভাস্করে অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা নিঃশেষোপদ্রবশান্তিকামঃ আয়ুর্লক্ষ্মীবলারোগ্যকামশ্চ শম্ভপূর্ণাভিষেচনমহং করিষ্যে। এই বাক্য পাঠ করিয়া সঙ্কল্প করিবে।

সাধকসম্প্রদায়-প্রচলিত সঙ্কল্পবাক্য যথা। ওঁ তৎ সদদ্য অমুকে মাসি অমুকরাশিস্থে ভাস্করে অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা (স্বপত্নীসহিতঃ) অমুকীদেবী (স্বপতিসহিতা) সর্ব্বোপদ্রবশান্তি—সর্ব্বরোগনিবারণ-ধনকীর্ত্ত্যায়ুর্বৃদ্ধি সর্ব্বসৌভাগ্যপ্রাপ্তিশত্রুকৃতাভিচারপ্রশমন-সর্ব্বগ্রহদোষনিবারণ-ভূতরোগাদিশমন-ডাকিন্যাদিভয়বিধ্বংসন-বিষাদিকৃতদোষ খণ্ডন-স্ত্রীকৃতাদিদোষশান্তি-নিদান-(কুলদীক্ষাশ্রবণ)-পাদুকামন্ত্রগ্রহণ-দশার্ণমন্ত্রশ্রবণ-দণ্ডকমণ্ডলুধারণব্রহ্মমন্ত্রগ্রহণদ্বারা সর্ব্বমন্ত্রোপদেশকত্বরূপসদ্গুরুত্ব-সর্ব্বমন্ত্রজপাধিকারিত্ব-সর্ব্বাপচ্ছান্তি সর্ব্ববিজয়পরমৈশ্বর্য্য-পরদৈবতমন্ত্রসিদ্ধ্যাদি-ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ-শিবত্ব-সিদ্ধ্যৈ গুপ্তাবধূতভাবেন কৌলধর্ম্মাশ্রয়ার্থং গুরুদ্বারা (কৌলদ্বারা) মৎকর্ত্তব্য-শম্ভপূর্ণাভিষেকাঙ্গীভূত অমুকদেবতামুকমন্ত্রদ্বারা অমুকদেবতায়া যথাসম্ভবোপচারার্চ্চনানন্তরমষ্টোত্তরশত-সাজ্য-কুলদ্রব্যান্বিত-বিল্বপত্রকারক-হোমপূর্ব্বকং 'গুরবস্ত্বাভিষিঞ্চন্তু ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ' ইত্যাদি মহানির্ব্বাণতন্ত্রোক্তমন্ত্রদ্বারা (ওঁ রাজরাজেশ্বরী শক্তিঃ ইত্যাদ্যুক্তরতন্ত্রাদ্যুক্তমন্ত্রদ্বারা অথবা 'ওঁ তারিণী কালিকা চণ্ডা মহাচণ্ডা মহোৎসুকা' ইত্যাদি নিগমলতাদ্যুক্তমন্ত্রদ্বারা) অমুকদেবতার্চ্চিত-ঘটস্থকুলদ্রব্যেণ শম্ভপূর্ণাভিষেককর্ম্মাহং করিষ্যে।

এরূপ বাক্য রচনার কারণ নিরুত্তর তন্ত্রে লক্ষিত হইবে। যথা। অভিষেকস্তু দ্বিবিধং রাজ্ঞো বা জ্ঞানিনামপি। রাজ্যাভিষেকে দেবেশি বৈদিকীঞ্চ ক্রিয়াং চরেৎ। জ্ঞানিনামভিষেকস্তু সর্ব্বতন্ত্রেষু গোপিতম্। সর্ব্বশান্তিকরং পুণ্যং সর্ব্বরোগনিবারণম্। ধনদং কীর্ত্তিদঞ্চৈব আয়ুর্বৃদ্ধিকরং নৃণাং। সর্ব্বসৌভাগ্যজননং মহাপাতকনাশনম্। সর্ব্বাশাপূরকং সর্ব্বমন্ত্রদোষনিবারণম্। সর্ব্বার্থসাধকং দেবি

ততস্তু কৃতসঙ্কল্পো বস্ত্রালঙ্কারভূষণৈঃ।
কারণৈঃ শুদ্ধিসহিতৈঃ অভ্যর্চ্চ্য বৃণুযাদ্‌গুরুম্॥ ১৩৩॥

ততস্ত্বিত্যাদি। ততস্তু কৃতসঙ্কল্পঃ শিষ্যো বস্ত্রালঙ্কারভূষণৈঃ শুদ্ধিসহিতৈর্মাংসাদিসহিতৈঃ কারণৈর্মদ্যৈশ্চ গুরুমভ্যর্চ্চ্য ওঁ অদ্যামুকগোত্রঃ শ্রীমদমুকদেবশর্ম্মামুকগোত্রং শ্রীমন্তমমুকানন্দনাথং গুরুত্বেন ভবন্তং বস্ত্রাদিভিরহং বৃণে ইতি বাক্যেন গুরুং বস্ত্রাদিভির্বৃণুযাৎ॥ ১৩৩॥

গুরুরিত্যাদি। ততো গুরুর্গেহে গৃহে সার্দ্ধহস্তমিতামুচ্চৈরুচ্চত্বে চতুরঙ্গুলাং চতুরঙ্গুলিপরিমিতাং মৃণ্ময়ীং বেদীং রচয়েৎ কল্পযেৎ ইতি চতুর্থশ্লোকগতৈঃ

অনন্তর সেই কৃতসংকল্প সাধক বস্ত্র, অলঙ্কার, ভূষণ ও শুদ্ধি সহিত কারণ দ্বারা গুরুর অর্চ্চনা করিয়া বরণ করিবে (৩০৫)।[১৩৩]

তদনন্তর গুরুর, গৈরিকাদি দ্বারা চিত্রিত মনোহর গৃহে (পূজার নিমিত্ত বেদী

সর্ব্বতীর্থফলপ্রদম্। অভিচারহরঃ সর্ব্বগ্রহদোষবিনাশকম্। ভূতাবেশাদিশমনং ডাকিনীনাং ভয়াপহম্। তেজোবৃদ্ধিকরং দেবি বলবৃদ্ধিকরং পরম্। তক্ষকেনাপি দষ্টস্য বিষপীড়াবিনাশকম্। তেজোহ্রাসে বলহ্রাসে বুদ্ধিহ্রাসে ধনক্ষযে। স্ত্রীকৃতেষ্বপি দোষেষু শরীরে মানসে তথা। বিকারে দেশিকঃ কুর্য্যাদভিষেকং বিচক্ষণঃ। অসৌভাগ্যে চ নারীণাম্ অভিষেকঃ প্রবর্ত্ততে। গুরুত্বঞ্চ লভেদ্দেবি কর্ম্মাভিষেকবর্দ্ধনা। বৈষ্ণবো জ্ঞানসম্পন্নঃ শৈবশ্চৈব কুলেশ্বরি। অভিষেকং প্রকুর্ব্বীত শাক্তশ্চ কুলভূষণঃ। মন্ত্রতন্ত্রঞ্চ সর্ব্বেষাং অভিষেকেণ সিদ্ধ্যতি। অভিষেকেণ সর্ব্বেষাম্ অধিকারো ভবেদ্ধ্রুবম্। ব্রাহ্মণস্য সুরাপানে ব্রাহ্মণ্যং ত্যজতে ক্ষণাৎ। অভিষেককৃতে বিপ্রে সুরাপানং বিধীয়তে। স্বস্ববর্ণং পরিত্যজ্য শিবত্বঞ্চ প্রজায়তে। কুলাচারং বিনা দেবি মন্ত্রতন্ত্রং ন সিদ্ধ্যতি। অভিষেকং বিনা দেবি সিদ্ধবিদ্যাং দদাতি নঃ। তাবৎকালং বসেদ্‌ঘোরে যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ। ব্রহ্মত্বঞ্চ হরিত্বঞ্চ শিবত্বঞ্চ কুলেশ্বরি। সর্ব্বসিদ্ধীশ্বরত্বঞ্চ অভিষেকেণ জায়তে॥ ইত্যাদি।

নিরুত্তর তন্ত্রের এই শ্লোকগুলি পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, পূর্ব্বতন সাধকগণ ইহা হইতে পদগুলি লইয়া কিরূপ সঙ্কল্প করিতেন। মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে তাহার স্পষ্টরূপ বিধান নাই।

(৩০৫)—ওঁ তৎ সদদ্য অমুকে মাসি অমুকরাশিস্থে ভাস্করে অমুকপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা মৎসঙ্কল্পিতার্থসিদ্ধয়ে অমুকতন্ত্রোক্ত অমুকমন্ত্র দ্বারা অমুকদেবতার্চ্চিত ঘটস্থ কুলদ্রব্যেণ শুভপূর্ণাভিষেকার্থং পরমব্রহ্মগোত্রং সশক্তিকং শ্রীঅমুকানন্দনাথং ভবন্তং গুরুত্বেন অহং বৃণে। এইরূপ সঙ্কল্পবাক্য পাঠ করিয়া গুরুকে বরণ করিবে।

গুরুর্মনোহরে গেহে গৈরিকাদিবিচিত্রিতে।
চিত্রধ্বজপতাকাভিঃ ফলপল্লবশোভিতে॥ ১৩৪॥
কিঙ্কিণীজালমালাভিঃ চন্দ্রাতপবিভূষিতে।
ঘৃতপ্রদীপাবলিভিঃ তমোলেশবিবর্জ্জিতে॥ ১৩৫॥
কর্পূরসহিতৈর্ধূপৈঃ যক্ষধূপৈঃ সুবাসিতে।
ব্যজনৈশ্চামরৈর্বর্হৈঃ দর্পণাদ্যৈরলঙ্কৃতে॥ ১৩৬॥
সার্দ্ধহস্তমিতাং বেদীম্ উচ্চকৈশ্চতুরঙ্গুলাম্।
রচয়েন্মৃণ্ময়ীং তত্র চূর্ণৈরক্ষতসম্ভবৈঃ॥ ১৩৭॥

পদৈরন্বয়ঃ। মনোহরে ইত্যাদীনি সপ্তম্যন্তানি পদানি গেহস্য বিশেষণানি ভবন্তীতি জ্ঞেয়ম্। চিত্রধ্বজপতাকাভিশ্চ শোভিতে॥ ১৩৪॥

কিঙ্কিণীত্যাদি। কিঙ্কিণীজালমালাভিঃ ক্ষুদ্রঘণ্টিকাসমূহমালাভিশ্চ ভূষিতে॥ ১৩৫॥

কর্পূরেত্যাদি। যক্ষধূপৈঃ শালবৃক্ষরসৈঃ। বর্হৈঃ ময়ূরপক্ষৈঃ॥১৩৬॥

সার্দ্ধহস্তমিত্যাদি। ততঃ পরং শ্রীগুরুস্তত্র রচিতায়াং বেদ্যাং পীতরক্তাসিতশ্বেতশ্যামলৈরক্ষতসম্ভবৈশ্চূর্ণৈঃ সুমনোহরং সর্বতোভদ্রং মণ্ডলং বিদধ্যাৎ কুর্য্যাৎ। অসিতৈর্নীলবর্ণৈঃ। শ্যামলৈর্হরিদ্বর্ণৈঃ॥ ১৩৭॥ ১৩৮॥

নির্ম্মাণ করিবেন)। ঐ গৃহ মনোরম ধ্বজপতাকা দ্বারা ও ফলপল্লবাদি দ্বারা সুশোভিত থাকিবে।[১৩৪] কিঙ্কিণী অর্থাৎ ক্ষুদ্র ঘণ্টিকাসমূহের মালায় বিভূষিত বিচিত্র চন্দ্রাতপ দ্বারা ঐ গৃহ অলঙ্কৃত হইবে। সে স্থলে এরূপ ঘৃতপ্রদীপশ্রেণী জ্বালিয়া দিতে হইবে যে, সেখানে যেন অন্ধকারের লেশমাত্রও না থাকে।[১৩৫] কর্পূর সহিত ধূপ দ্বারা ও যক্ষধূপ অর্থাৎ ধুনা দ্বারা সেই স্থান সুবাসিত হইবে। চামর, ব্যজন (পাখা), ময়ূরপুচ্ছ ও দর্পণাদি দ্বারা সেই গৃহ সুসজ্জিত থাকিবে।[১৩৬]

গুরু এই গৃহের অভ্যন্তরে চারি অঙ্গুলি উচ্চ এবং দীর্ঘে ও প্রস্থে সার্দ্ধহস্ত পরিমিত একটি মৃণ্ময়ী বেদী রচনা করিবেন। অনন্তর পীত রক্ত কৃষ্ণ শ্বেত ও শ্যামল, এই পঞ্চবর্ণে রঞ্জিত অক্ষত চূর্ণ দ্বারা সুমনোহর সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডল রচনা

পীতরক্তাসিতশ্বেত-শ্যামলৈঃ সুমনোহরম্ ।
মণ্ডলং সর্ব্বতোভদ্রং বিদধ্যাৎ শ্রীগুরুস্ততঃ ॥ ১৩৮ ॥
স্বস্বকল্পোক্তবিধিনা মানসার্চ্চাবধিক্রিয়াম্ * ।
কৃত্বা পূর্ব্বোক্তমন্ত্রেণ পঞ্চতত্ত্বানি শোধযেৎ ॥ ১৩৯ ॥
সংশোধ্য পঞ্চতত্ত্বানি পুবঃকল্পিতমণ্ডলে ।
স্বার্ণং বা রাজতং তাম্রং মৃণ্ময়ং ঘটমেব বা ॥ ১৪০ ॥
ক্ষালিতঞ্চাস্ত্রবীজেন দধ্যক্ষতবিচর্চ্চিতম্ ।
স্থাপযেদ্ব্রহ্মবীজেন সিন্দূরেণাঙ্কযেৎ শ্রিয়া ॥ ১৪১ ॥

স্বস্বেত্যাদি । ততঃ স্বস্বকল্পোক্তবিধিনা মানসার্চ্চাবধিক্রিয়াং মানসপূজা-পর্য্যন্তাং ক্রিয়াং কৃত্বা পূর্ব্বোক্তমন্ত্রেণ মদ্যাদীনি পঞ্চতত্ত্বানি শোধযেৎ ॥ ১৩৯ ॥

সংশোধ্যেত্যাদি । মন্ত্রেণ পঞ্চতত্ত্বানি সংশোধ্য পুবঃকল্পিতে সর্ব্বতোভদ্র-মণ্ডলেঽস্ত্রবীজেন ফটা মন্ত্রেণ ক্ষালিতং ধৌতং দধ্যক্ষতবিচর্চ্চিতং দধ্যক্ষতৈর্বিলিপ্তং স্বার্ণং সুবর্ণভবং রাজতং রজতোদ্ভবং তাম্রোদ্ভবং মৃণ্ময়মেব বা ঘটং ব্রহ্মবীজেন প্রণবেন স্থাপযেৎ । শ্রিয়া শ্রীং বীজেন সিন্দূরেণাঙ্কযেচ্চ ॥ ১৪০ ॥ ১৪১ ॥

ক্ষকারাদ্যৈরিত্যাদি । ততো বিন্দুবিভূষিতৈরনুস্বারালঙ্কৃতৈঃ ক্ষকারাদ্যৈ-

---

করিবেন ।[১৩৭।১৩৮] পরে স্ব স্ব কল্পোক্ত-বিধানানুসারে মানস পূজা পর্য্যন্ত সমুদায কার্য্য সমাধান করিয়া পূর্ব্বকথিত মন্ত্র দ্বারা পঞ্চতত্ত্ব শোধন করিবেন ।[১৩৯] পঞ্চতত্ত্ব শোধনের পর, সুবর্ণনির্ম্মিত রজতনির্ম্মিত তাম্রনির্ম্মিত অথবা মৃত্তিকানির্ম্মিত ঘট, ফট্ এই মন্ত্রে প্রক্ষালিত করিযা, তাহাতে দধি ও অক্ষত বিলেপন পূর্ব্বক, প্রণব উচ্চারণ সহকারে তাহা পূর্ব্বরচিত ঐ সর্ব্বতোভদ্র মণ্ডলের মধ্যস্থলে স্থাপন করিবে । পরে শ্রীং বীজ পাঠ পূর্ব্বক সিন্দূর দ্বারা উহা অঙ্কিত করিতে হইবে ।[১৪০।১৪১] অনন্তর চন্দ্রবিন্দু-বিভূষিত ক্ষ অবধি অ পর্য্যন্ত একপঞ্চাশৎ বিলোম-মাতৃকা পাঠ পূর্ব্বক মূলমন্ত্র তিনবার জপ করিযা কারণ দ্বারা তীর্থজল দ্বারা অথবা বিশুদ্ধ সলিল দ্বারা ঐ ঘট পূর্ণ করিবে ।

---

* মানসার্চ্চাবিধিক্রিযাম্ ইত্যপি পাঠঃ ।

ক্ষকারাদ্যৈরকারান্তৈঃ বর্ণৈর্বিন্দুবিভূষিতৈঃ।
মূলমন্ত্রত্রিজাপেন পূরয়েৎ কারণেন তম্॥ ১৪২॥
অথবা তীর্থতোয়েন শুদ্ধেন পাথসাপি বা।
নবরত্নং সুবর্ণং বা ঘটমধ্যে বিনিঃক্ষিপেৎ॥ ১৪৩॥
পনসোডুম্বরাশ্বত্থ-বকুলাম্রসমুদ্ভবম্ *।
পল্লবং তন্মুখে দদ্যাৎ বাগ্‌ভবেন কৃপানিধিঃ॥ ১৪৪॥
শরাবং মার্ত্তিকং বাপি ফলাক্ষতসমন্বিতম্।
রমাং মায়াং সমুচ্চার্য্য স্থাপয়েৎ পল্লবোপরি॥ ১৪৫॥

রকারান্তৈর্বর্ণৈঃ সহ মূলমন্ত্রস্য ত্রিজাপেন কারণেন মদ্যেনাথবা তীর্থতোয়েন শুদ্ধেন পবিত্রেণান্যেন পাথসা জলেনাপি বা তং ঘটং পূরয়েৎ। ততো ঘটমধ্যে নবরত্নং সুবর্ণং বা বিনিঃক্ষিপেৎ॥ ১৪২॥ ১৪৩॥

পনসেত্যাদি। তন্মুখে ঘটমুখে। বাগ্‌ভবেন ঐমিতি মন্ত্রেণ॥ ১৪৪॥

শরাবমিত্যাদি। ততঃ ফলাক্ষতসমন্বিতং সুবর্ণাদিভবং মার্ত্তিকং মৃত্তিকোদ্ভবং বাপি শরাবং রমাং শ্রীমিতি মায়াং হ্রীমিতি চ বীজং সমুচ্চার্য্য পল্লবোপরি স্থাপয়েৎ॥ ১৪৫॥

পরে নবরত্ন বা সুবর্ণ (৩০৬) ঐ ঘট মধ্যে নিক্ষেপ করিতে হইবে।[১৪২, ১৪৩] অনন্তর কৃপানিধি গুরু ঐং এই বীজ উচ্চারণ পূর্ব্বক কলস-মুখে কাঁঠাল উড়ুম্বর (৩০৭) অশ্বত্থ, বকুল ও আম্র, এই পঞ্চপল্লব স্থাপন করিবেন।[১৪৪] পরে 'শ্রীং হ্রীং' এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া আতপতণ্ডুল ও ফল সমন্বিত সুবর্ণময় রজতময়

---

* পালাশোড়ুম্বরাশ্বত্থবকুলাম্রসমুদ্ভবম্ ইতি চ পাঠঃ।

(৩০৬)—এখানে সুবর্ণ শব্দের অর্থ একটি মোহর বা একভরি সোণা। সিদ্ধান্তশিরোমণিতে কথিত হইয়াছে, 'কর্ষং সুবর্ণস্য সুবর্ণসংজ্ঞম্।' একতোলা সুবর্ণই সুবর্ণ শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে। ঘটে একভরি সুবর্ণ দেওয়াই সাধকসম্প্রদায়ের ব্যবহার।

(৩০৭)—এতদ্দেশে সচরাচর বট, অশ্বত্থ, আম্র, উড়ুম্বর বা যজ্ঞডুমুর, ও পাকুড়, পঞ্চপল্লবরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তন্ত্রে এরূপ বিধিও আছে। উত্তরতন্ত্র কৌলিকার্চ্চনদীপিকা প্রভৃতিতে পনস, বট, অশ্বত্থ, বকুল ও আম্র, এই পঞ্চপল্লব দিবার বিধি আছে।

বধ্নীযাদ্বস্ত্রযুগ্মেন গ্রীবাং তস্য বরাননে।
শক্তৌ রক্তং শিবে বিষ্ণৌ শ্বেতবাসঃ প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ১৪৬ ॥
স্থাং স্থীং মাযাং রমাং স্মৃত্বা স্থিরীকৃত্য ঘটান্তরে।
নিঃক্ষিপ্য পঞ্চতত্ত্বানি নবপাত্রাণি বিন্যসেৎ ॥ ১৪৭ ॥
রাজতং শক্তিপাত্রং স্যাৎ গুরুপাত্রং হিরণ্ময়ম্।
শ্রীপাত্রন্তু মহাশঙ্খং তাম্রাণ্যন্যানি কল্পযেৎ ॥ ১৪৮ ॥
পাষাণদারুলৌহানাং পাত্রাণি পরিবর্জ্জযেৎ।
শক্ত্যা প্রকল্পয়েৎ পাত্রং মহাদেব্যাঃ প্রপূজনে ॥ ১৪৯ ॥

বধ্নীযাদিত্যাদি। ননু কিংবর্ণেন বস্ত্রযুগ্মেন ঘটস্য গ্রীবাং বধ্নীযাদিত্যপেক্ষাযামাহ, শক্তৌ রক্তমিত্যাদি ॥ ১৪৬ ॥

স্থাং স্থীমিত্যাদি। ততঃ স্থাং স্থীং মাযাং রমাং স্মৃত্বা স্থাং স্থীং হ্রীঁ শ্রীঁ স্থিরীভবেতি মন্ত্রং পঠিত্বা স্থিরীকৃতঘটান্তরে পঞ্চতত্ত্বানি নিঃক্ষিপ্য পূর্ব্বোক্তবিধিনা নবপাত্রাণি বিন্যসেৎ স্থাপযেৎ ॥ ১৪৭ ॥

ননু কিং দ্রব্যোদ্ভবানি নবপাত্রাণি বিন্যসেত্তত্রাহ, রাজতমিত্যাদি। মহাশঙ্খং নরকপালম্ ॥ ১৪৮ ॥ ১৪৯ ॥

তাম্রময বা মৃণ্ময শরাব পল্লবোপরি স্থাপন করিবেন।[১৪৫] বরাননে! পরে বস্ত্রযুগল দ্বারা ঐ ঘটের গ্রীবা বন্ধন করিতে হইবে। শক্তিপূজা বিষযে রক্তবস্ত্র এবং বিষ্ণুপূজা বিষযে ও শিবপূজা বিষযে শ্বেত বস্ত্রই প্রশস্ত।[১৪৬] অনন্তর 'স্থাং স্থীং হ্রীঁ শ্রীঁ স্থিরীভব, এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক সেই ঘট স্থিরীকৃত করিযা তন্মধ্যে (অন্য ঘটে) পঞ্চতত্ত্ব প্রদানানন্তর সম্মুখে নবপাত্র স্থাপন করিবেন।[১৪৭]

শক্তিপাত্র রজত-নির্ম্মিত, গুরুপাত্র সুবর্ণ নির্ম্মিত, শ্রীপাত্র মহাশঙ্খ-নির্ম্মিত এবং যোগিনীপাত্র, বীরপাত্র, পাদ্যপাত্র প্রভৃতি অন্য ছয পাত্র তাম্র নির্ম্মিত করিতে হইবে।[১৪৮] পাষাণনির্ম্মিত পাত্র কাষ্ঠনির্ম্মিত পাত্র ও লৌহনির্ম্মিত পাত্র ত্যাগ করিযা শক্ত্যনুসারে অন্য পদার্থ দ্বারা নির্ম্মিত পাত্রেও মহাদেবীর অর্চ্চনা হইতে পারে।[১৪৯]

এইরূপ পাত্র সংস্থাপন করিযা গুরুগণের, ভগবতীর (ও আনন্দ-

পাত্রাণাং স্থাপনং কৃত্বা গুরূন্ দেবীং প্রতর্পয়েৎ।
ততস্ত্বমৃতসংপূর্ণ-ঘটমভ্যর্চ্চয়েৎ সুধীঃ॥ ১৫০॥
দর্শয়িত্বা ধূপদীপৌ সর্ব্বভূতবলিং হরেৎ।
পীঠদেবান্ পূজয়িত্বা ষড়ঙ্গন্যাসমাচরেৎ॥ ১৫১॥

পাত্রাণামিত্যাদি। গুরূন্ দেবীমিতি আনন্দভৈরবাদীনামপ্যুপলক্ষণম্। প্রতর্পয়েৎ পূর্ব্বোক্তেন তত্তন্মন্ত্রেণ ॥১৫০॥

দর্শয়িত্বেত্যাদি। ততো ঘটং প্রতি ধূপদীপৌ দর্শয়িত্বা পূর্ব্বোক্তমন্ত্রেণ সর্ব্বভূতবলিং হরেৎ দদ্যাৎ ॥১৫১॥১৫২॥

ভৈরবাদির) তর্পণ করিবে (৩০৮)। পরে ঐ জ্ঞানী ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত অমৃতপূর্ণ ঘটের অর্চ্চনা করিবেন।১৫০ পরে ধূপ দীপ প্রদর্শন পূর্ব্বক সর্ব্বভূত বলি প্রদান করিতে

---

(৩০৮) অন্যান্য তন্ত্রেও বিহিত হইয়াছে যে,—উক্ত পূজাঘট বা দেবতার পূজার যন্ত্র স্থাপন করিয়া বিশেষ পূজাকালে বামে সুধাঘট স্থাপন, পরে সম্মুখে অর্থাৎ দেবতা ও পূজকের মধ্যস্থলে শ্রীপাত্র স্থাপন করিয়া, পুনরায় সুধাঘটের নিকট হইতে শ্রীপাত্রের নিকট পর্য্যন্ত সুধাঘট ও শ্রীপাত্রের মধ্যে, গুরুপাত্রাদিক্রমে অবশিষ্ট অষ্টপাত্র স্থাপন করিবে। অস্মদ্দেশে অর্থাৎ বিষ্ণুক্রান্তায় সাধকসম্প্রদায়ে এইরূপই প্রচলিত। পরন্তু এই তন্ত্রে এস্থলে দেখিতেছি যে টীকাকার স্বতন্ত্র সুধাঘট স্থাপন না করিয়া দেবতার ঘটই সুধাঘটরূপে ব্যবহৃত করিতেছেন। এক্ষেত্রে অন্যান্য পাত্র স্থাপনে সুধা কোথা হইতে ব্যবহৃত হইবে বুঝিতে পারিলাম না। ঘটের মুখে ফল পল্লবাদি রহিয়াছে, তাহা হইতে সুধা গ্রহণ করিতে হইলে, ঐ সকল অপসারিত করিতে হয়। স্থিরীকরণের পর ব্যবস্থার ঐ সকল অপসারণ করা বিহিতও নয় এবং যুক্তিযুক্তও নয়। আমাদের বোধ হয় উক্ত শ্লোকের অন্তর্গত "ঘটান্তরে" শব্দের অর্থ অন্য ঘটে। পূর্ব্বে পূজা প্রকরণে সুধাঘট স্থাপনের বিধি দেওয়া হইয়াছে। এইস্থলে অন্য ঘটে পঞ্চতত্ত্ব নিক্ষেপের উল্লেখ করিয়া সেই সুধাঘট স্থাপনেরই বিধি দিলেন।

গুরুচতুষ্টয়ের তর্পণমন্ত্র ২৬০ পৃষ্ঠা ১৩৩ সংখ্যা টিপ্পনীতে, দেবীর তর্পণমন্ত্র ২৬১ পৃষ্ঠা ১৩৪ সংখ্যা টিপ্পনীতে আছে। এতদ্ব্যতীত আবরণতর্পণ, পঞ্চদশ যোগিনীতর্পণ, অষ্টশক্তিতর্পণ, সাবরণ দশদিক্‌পাল তর্পণ, দিব্যৌঘ-সিদ্ধৌঘ-মানবৌঘ-গুরুপংক্তি-তর্পণ, ষড়ঙ্গতর্পণ, অস্ত্রাদিতর্পণ ও ভৈরবতর্পণ ২৮০ পৃষ্ঠা হইতে ২৮৪ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত মূলে ও টিপ্পনীতে বিবৃত আছে। এ সমুদায় তর্পণ অবশ্যকর্ত্তব্য।

প্রাণায়ামং ততঃ কৃত্বা ধ্যাত্বাবাহ্য মহেশ্বরীম্।
স্বশক্ত্যা পূজয়েদিষ্টাং বিত্তশাঠ্যং বিবর্জ্জয়েৎ ॥ ১৫২ ॥
হোমান্তকৃত্যং নিষ্পাদ্য কুমারীশক্তিসাধকান্।
পুষ্পচন্দনবাসোভিঃ অর্চ্চয়েৎ সদ্‌গুরুঃ শিবে ॥ ১৫৩ ॥
অনুগৃহ্নন্তু কৌলা মে শিষ্যং প্রতি কুলব্রতাঃ।
পূর্ণাভিষেকসংস্কারে ভবন্তিবনুমন্যতাম্ ॥ ১৫৪ ॥

হোমান্তেত্যাদি। হোমান্তকৃত্যং হোমপর্য্যন্তং কর্ত্তব্যং কর্ম্ম নিষ্পাদ্য সাধয়িত্বা ॥ ১৫৩ ॥ ১৫৪ ॥

হইবে (৩০৯)। অনন্তর পীঠদেবতাদিগের পূজা করিয়া ষড়ঙ্গন্যাস করিবে (৩১০)।১৫১ পরে প্রাণায়ামের পর (৩১১) মহেশ্বরীর ধ্যান পূর্ব্বক আবাহন করিয়া (৩১২) স্বশক্তি অনুসারে সেই অভীষ্ট দেবতার পূজা করিবে (৩১৩), পরন্তু কোন মতে বিত্তশাঠ্য করিবে না।১৫২ শিবে! অনন্তর সদ্‌গুরু, হোম পর্য্যন্ত সমুদায় কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া (৩১৪) পুষ্প চন্দন ও বস্ত্র দ্বারা কুমারীদিগের ও শক্তিসাধকদিগের অর্চ্চনা করিবেন।১৫৩ (পরে গুরু 'অনুগৃহ্নন্তু কৌলা মে' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ সহকারে, কৌলদিগের অনুমতি লইবেন। মন্ত্রার্থ যথা—)কুলব্রত কৌলগণ! আপনারা আমার শিষ্যের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করুন। আমার শিষ্যের এই পূর্ণাভিষেক সংস্কার বিষয়ে আপনারা অনুমতি প্রদান করুন।১৫৪

---

(৩০৯)—সাধকগণ তন্ত্রান্তরের বিধানানুসারে ক্রমশঃ বটুক, যোগিনী, ক্ষেত্রপাল ও গণেশের বলি প্রদান পূর্ব্বক সর্ব্বভূতের বলিপ্রদান করিয়া থাকেন। যিনি ইহাতে অসমর্থ হয়েন, তিনি কেবল সর্ব্বভূতবলি প্রদান করেন। এই সমুদায় বলিমন্ত্র ২৬৫ পৃষ্ঠা ১৩৭ সংখ্যা টিপ্‌পনীতে দেখিবেন।

(৩১০)—পীঠদেবতা ২০৯ পৃষ্ঠা ৯৮ সংখ্যা টিপ্‌পনীতে এবং ষড়ঙ্গন্যাস ২০৫ পৃষ্ঠা ৯৬ সংখ্যা টিপ্‌পনীতে দেখুন।

(৩১১)—প্রাণায়াম করিবার প্রণালী ৮১ পৃষ্ঠা ২৯ সংখ্যা টিপ্‌পনীতে আছে।

(৩১২)—ধ্যান ২১১ পৃষ্ঠায় এবং আবাহন ২৬৯ পৃষ্ঠা ১৩৯ সংখ্যা টিপ্‌পনীতে দেখিবেন।

(৩১৩)—পূজার নিয়ম ২৭৪ পৃষ্ঠা ১৪৫ সংখ্যা টিপ্‌পনীতে আছে।

(৩১৪)—হোমবিধান ২৮৮ পৃষ্ঠা হইতে ৩০৪ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত দেখুন।

এবং পৃচ্ছতি চক্রেশে তং ব্রূয়ুর্গুর্কমাদবাৎ।
মহামাযাপ্রসাদেন প্রভাবাৎ পবমাত্মনঃ।
শিষ্যো ভবতু পূর্ণস্তে পবতত্ত্বপরাযণঃ॥ ১৫৫॥
শিষ্যেণ চ গুরুর্দেবীম্ অর্চ্চয়িত্বাহর্চ্চিতে ঘটে।
কামং মাযাং বমাং জপ্ত্বা চালযেদ্বিমলং ঘটম্॥ ১৫৬॥
উত্তিষ্ঠ ব্রহ্মকলশ দেবতাত্মক সিদ্ধিদ।
ত্বত্তোযপল্লবৈঃ সিক্তঃ শিষ্যো ব্রহ্মবতোঽস্তু মে॥ ১৫৭॥

এবমিত্যাদি। পবতত্ত্বপবাযণঃ পবংব্রহ্মতৎপবঃ॥ ১৫৫॥

শিষ্যেণেত্যাদি। ততো গুবুঃ শিষ্যেণ দেবীমর্চ্চযিত্বাহর্চ্চিতে পূজিতে ঘটে কামং মাযাং বমাং ক্লীঁ হ্রীঁ শ্রীমিতি মন্ত্রং জপ্ত্বা বক্ষ্যমাণমন্ত্রেণ বিমলং ঘটং চালযেৎ॥ ১৫৬॥

ঘটচালনমন্ত্রমেবাহ, উত্তিষ্ঠেত্যাদ্যম্॥ ১৫৭॥

চক্রেশ্বব এইবূপ প্রশ্ন কবিলে কৌলগণ সমাদব পূর্ব্বক 'মহামাযাপ্রসাদেন' ইত্যাদি অনুমতিসূচক মন্ত্র বলিবেন। (মন্ত্রার্থ যথা—)মহামাযাব প্রসাদে এবং পবমাত্মাব প্রভাবে আপনকাব শিষ্য পূর্ণাভিষেক দ্বাবা পবতত্ত্ব-পবাযণ ও পূর্ণ হউন।১৫৫

অনন্তব গুবু, সেই অর্চ্চিত ঘটে শিষ্য দ্বাবা দেবী ভগবতীব পূজা পূর্ব্বক সেই ঘটেব উপবি 'ক্লীঁ হ্রীঁ শ্রীঁ' এই মন্ত্র জপ কবিযা 'উত্তিষ্ঠ ব্রহ্মকলস' ইত্যাদি-মন্ত্র পাঠ সহকাবে সেই নির্ম্মল ঘট চালিত কবিবেন।১৫৬ (মন্ত্রার্থ যথা—) ব্রহ্ম-কলস। তুমি সিদ্ধিদাতা ও দেবতাস্ববূপ। তুমি উত্থান কব। আমাব শিষ্য তোমাব জল ও পল্লব দ্বাবা সিক্ত হইযা ব্রহ্মপবাযণ হউক (৩১৫)।১৫৭

গুবু এই মন্ত্রে কলস সঞ্চালিত কবিযা কৃপাযুক্ত হৃদযে উত্তবাভিমুখ

---

(৩১৫)—ঘট পবিচালিত কবিবাব অব্যবহিত পূর্ব্বেই সাধকগণ দেবতা বিসর্জ্জন কবিযা থাকেন। অন্যান্য তন্ত্রেও এই স্থলেই বিসর্জ্জনেব বিধি আছে।

ইত্থং সঞ্চাল্য কলশম্ উত্তরাভিমুখং গুরুঃ।
মন্ত্রৈরেভির্বক্ষ্যমাণৈঃ অভিষিঞ্চেৎ কৃপান্বিতঃ॥ ১৫৮॥
শুভপূর্ণাভিষেকস্য সদাশিব ঋষিঃ স্মৃতঃ।
ছন্দোঽনুষ্টুব্ দেবতাদ্যা প্রণবং বীজমীরিতম্।
শুভপূর্ণাভিষেকার্থে বিনিয়োগঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥ ১৫৯॥
গুরবস্ত্বাভিষিঞ্চন্তু ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ।
দুর্গালক্ষ্মীভবান্যস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু মাতরঃ॥ ১৬০॥
ষোড়শী তারিণী নিত্যা স্বাহা মহিষমর্দ্দিনী।
এতাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু মন্ত্রপূতেন বারিণা॥ ১৬১॥

ইত্থমিত্যাদি। ইত্থং কলশঘটং সঞ্চাল্য কৃপান্বিতো গুরুরুত্তরাভিমুখং শিষ্যং বক্ষ্যমাণৈরেভির্মন্ত্রৈরভিষিঞ্চেৎ॥ ১৫৮॥

অথ পূর্ণাভিষেকমন্ত্রাণামৃষ্যাদিকমাহ, শুভপূর্ণাভিষেকস্যেত্যাদিনা সার্দ্ধেন। এবাং শুভপূর্ণাভিষেকমন্ত্রাণাং সদাশিব ঋষিরনুষ্টুপ্ছন্দঃ আদ্যাকালী দেবতা প্রণবো বীজং শুভপূর্ণাভিষেকার্থে বিনিয়োগঃ। শিরসি সদাশিবায় ঋষয়ে নমঃ। মুখেঽনুষ্টুপ্ছন্দসে নমঃ। হৃদয়ে আদ্যায়ৈ কালিকায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ। গুহ্যে প্রণবায় বীজায় নমঃ। শুভপূর্ণাভিষেকার্থে বিনিয়োগ ইত্যৃষিন্যাসো বিধাতব্যঃ॥ ১৫৯॥

শিষ্যকে পশ্চাদুক্ত মন্ত্র পাঠ সহকারে অভিষিক্ত করিবেন। ১৫৮ এই শুভ পূর্ণাভিষেক মন্ত্রের ঋষি সদাশিব, ছন্দঃ অনুষ্টুপ্, দেবতা আদ্যাকালী, বীজ প্রণব, এবং শুভপূর্ণাভিষেকার্থে ইহার বিনিয়োগ কীর্ত্তিত হইয়া থাকে (৩১৬)।১৫৯

(পূর্ণাভিষেক-মন্ত্রের অর্থ যথা—) গুরুগণ তোমাকে অভিষিক্ত করুন ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর তোমাকে অভিষিক্ত করুন। দুর্গা লক্ষ্মী ভবানী প্রভৃতি মাতৃগণ তোমাকে অভিষিক্ত করুন।১৬০ ষোড়শী, তারিণী, নিত্যা, স্বাহা ও মহিষমর্দ্দিনী, ইঁহারা সকলে মন্ত্রপূত সলিল দ্বারা তোমাকে অভিষিক্ত করুন।১৬১

---

(৩১৬)—শুভ পূর্ণাভিষেক মন্ত্রের ঋষ্যাদিকীর্ত্তন যথা। এবাং শুভপূর্ণাভিষেকমন্ত্রাণাং সদাশিব ঋষিরনুষ্টুপ্ছন্দঃ আদ্যাকালী দেবতা প্রণবো বীজং শুভপূর্ণাভিষেকার্থে বিনিয়োগঃ। অন্যান্য ঋষ্যাদির ন্যায় এস্থলে 'শিরসি সদাশিবায় ঋষয়ে নমঃ' ইত্যাদিরূপ ন্যাস করিতে হইবে না।

জয়দুর্গা বিশালাক্ষী ব্রহ্মাণী চ সরস্বতী।
এতাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু বগলা বরদা শিবা ॥১৬২ ॥
নারসিংহী চ বারাহী বৈষ্ণবী বনমালিনী।
ইন্দ্রাণী বারুণী রৌদ্রী ত্বাভিষিঞ্চন্তু শক্তয়ঃ॥ ১৬৩ ॥
ভৈরবী ভদ্রকালী চ তুষ্টিঃ পুষ্টিরুমা ক্ষমা।
শ্রদ্ধা কান্তির্দয়া শান্তিরভিষিঞ্চন্তু তে সদা ॥ ১৬৪ ॥
মহাকালী মহালক্ষ্মীর্মহানীলসরস্বতী।
উগ্রচণ্ডা প্রচণ্ডা ত্বামভিষিঞ্চন্তু সর্ব্বদা॥ ১৬৫ ॥
মৎস্যঃ কূর্ম্মো বরাহশ্চ নৃসিংহো বামনস্তথা।
রামো ভার্গবরামস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু বারিণা ॥ ১৬৬ ॥
অসিতাঙ্গো রুরুশ্চণ্ডঃ ক্রোধোন্মত্তো ভয়ঙ্করঃ।
কপালী ভীষণশ্চ ত্বামভিষিঞ্চন্তু বারিণা ॥ ১৬৭ ॥

অথ গুরবস্ত্বাভিষিঞ্চন্ত্বিত্যাদীনভিষেকমন্ত্রানেবাহ, গুরব ইত্যাদি। ত্বা ত্বাম্ ॥ ১৬০ ॥ ১৬১ ॥ ১৬২ ॥

নারসিংহীত্যাদি। ত্বা ত্বাম্ ॥ ১৬৩ ॥

ভৈরবীত্যাদি। -তে ইতি কর্ম্মণঃ শেষত্বেন বিবক্ষিতত্বাৎ ষষ্ঠী ॥ ১৬৪ ॥ ১৬৫ ॥ ১৬৬ ॥ ১৬৭ ॥ ১৬৮ ॥ ১৬৯ ॥

জয়দুর্গা বিশালাক্ষী ব্রহ্মাণী সরস্বতী বগলা বরদা ও শিবা, ইঁহারা সকলে তোমাকে অভিষিক্ত করুন।১৬২ নারসিংহী বারাহী বৈষ্ণবী বনমালিনী ইন্দ্রাণী বারুণী রৌদ্রী, এই সমুদায় শক্তি তোমাকে অভিষিক্ত করুন।১৬৩ ভৈরবী ভদ্রকালী তুষ্টি পুষ্টি উমা ক্ষমা শ্রদ্ধা কান্তি দয়া ও শান্তি, ইঁহারা সর্বদা তোমাকে অভিষিক্ত করুন।১৬৪ মহাকালী মহালক্ষ্মী মহানীলসরস্বতী উগ্রচণ্ডা ও প্রচণ্ডা, ইঁহারা সর্বদা তোমাকে অভিষিক্ত করুন।১৬৫ মৎস্য কূর্ম্ম বরাহ নৃসিংহ বামন রাম ও পরশুরাম, ইঁহারা সর্বদা তোমাকে সলিল দ্বারা অভিষিক্ত করুন।১৬৬। অসিতাঙ্গ রুরু চণ্ড ক্রোধোন্মত্ত ভয়ঙ্কর কপালী ও ভীষণ, ইঁহারা সলিল

অলক্ষ্মীঃ কালকর্ণী চ ডাকিন্যো যোগিনীগণাঃ ।
বিনশ্যন্ত্বভিষেকেণ কালীবীজেন তাড়িতাঃ ॥ ১৭৭ ॥
ভূতাঃ প্রেতাঃ পিশাচাশ্চ গ্রহা যেঽবিষ্টকারকাঃ ।
বিদ্রুতাস্তে বিনশ্যন্তু রমাবীজেন তাড়িতাঃ ॥ ১৭৮ ॥
অভিচারকৃতা দোষা বৈরিমন্ত্রোদ্ভবাশ্চ যে ।
মনোবাক্কায়জা দোষাঃ বিনশ্যন্ত্বভিষেচনাৎ ॥ ১৭৯ ॥
নশ্যন্তু বিপদঃ সর্ব্বাঃ সম্পদঃ সন্তু সুস্থিরাঃ ।
অভিষেকেণ পূর্ণেন পূর্ণাঃ সন্তু মনোরথাঃ ॥ ১৮০ ॥
ইত্যেকাধিকবিংশত্যা মন্ত্রৈঃ সংসিক্তসাধকম্ ।
পশোর্মুখাল্লব্ধমন্ত্রং পুনঃ সংশ্রাবয়েদ্গুরুঃ ॥ ১৮১ ॥

ভূতা ইত্যাদি । অবিষ্টকারকাঃ অশুভোৎপাদকাঃ ॥১৭৮॥১৭৯॥১৮০॥১৮১ ॥
পূর্ব্বোক্তেত্যাদি । ততঃ কৌলিকো গুরুঃ শক্তিসাধকান্ জ্ঞাপয়ন্ সন্

কালীবীজ দ্বারা তাড়িত হইয়া বিনষ্ট হউক ।১৭৭॥ভূতগণ প্রেতগণ পিশাচগণ গ্রহগণ এবং আর আর সমুদায় অনিষ্টকারীগণ ইহারা সকলে রমাবীজ দ্বারা তাড়িত হইয়া পলায়ন করুক, এবং বিনষ্ট হউক ।১৭৮। অভিচারজনিত দোষ, বৈরিমন্ত্রসমুৎপন্ন দোষ, মানসিক দোষ, বাচনিক দোষ ও কায়িক দোষ, এতৎসমুদায় অভিষেক দ্বারা বিধ্বস্ত হউক ।১৭৯ এই পূর্ণ অভিষেক দ্বারা তোমার সমুদায় বিপদ দূর হউক; তোমার সমুদায় সম্পদ স্থিরতর হউক এবং তোমার সমুদায় মনোরথ পূর্ণ হউক ।১৮০।

এই একবিংশতি মন্ত্র দ্বারা সাধককে অভিষিক্ত করিতে হইবে (৩১৮) । যদি শিষ্য পশুর নিকট দীক্ষিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে গুরু পুনর্ব্বার তাহাকে সেই মন্ত্র শ্রবণ করাইবেন ।১৮১

---

(৩১৮)—অস্মদ্দেশীয় তন্ত্রজ্ঞ বিচক্ষণ সাধকগণ, শ্রীকুলে (গোপাল ও কৃষ্ণ মন্ত্রোপাসক প্রভৃতিকে) 'গুরবস্ত্বাভিষিঞ্চন্তু' ইত্যাদি কুলার্ণবোক্ত মন্ত্রে এবং কালীকুলে (দুর্গা প্রভৃতি মন্ত্রোপাসকদিকে) 'রাজরাজেশ্বরী শক্তিরীশ্বরী' ইত্যাদি উত্তরতন্ত্রাদ্যুক্ত মন্ত্রে পূর্ণাভিষিক্ত করেন ।

পূর্ব্বোক্তনাম্না সম্বোধ্য জ্ঞাপয়ন্ শক্তিসাধকান্। :
দদ্যাদানন্দনাথান্তম্ আখ্যানং কৌলিকো গুরুঃ ॥ ১৮২ ॥
শ্রুতমন্ত্রো গুরোর্যন্ত্রে সম্পূজ্য নিজদেবতাম্। -
পঞ্চতত্ত্বোপচারেণ গুরুমভ্যর্চ্চয়েত্ততঃ ॥ ১৮৩ ॥
গোভূহিরণ্যবাসাংসি পানালঙ্করণানি চ।
গুরবে দক্ষিণাং দত্ত্বা যজেৎ কৌলান্ শিবাত্মকান্ ॥ ১৮৪ ॥

পূর্ব্বোক্তনাম্না শিষ্যং সম্বোধ্য তস্যানন্দনাথান্তমাখ্যানং নাম দদ্যাৎ। যথা অমুক-দেবশর্ম্মন্ ত্বমেতদ্দিনমারভ্যামুকানন্দনাথাখ্যোঽসীতি ॥ ১৮২ ॥ ১৮৩॥

গোভূহিরণ্যেত্যাদি। ওঁ অদ্যেত্যাদি কৃতৈতচ্ছুভপূর্ণাভিষেককর্ম্মণঃ সাঙ্গ-তার্থং গোভূহিরণ্যাদিদক্ষিণামমুকগোত্রায়াহমুকানন্দনাথায় গুরবে তুভ্যমহং সম্প্রদদে ইতি বাক্যেন যথাশক্তি গোভূহিরণ্যাদীনি দক্ষিণাং গুরবে দত্ত্বা শিবাত্মকান্ শিবস্বরূপান্ কৌলান্ যজেৎ ॥১৮৪॥

এই সময় কৌলিক গুরু, শক্তিসাধকদিগকে জানাইয়া পূর্ব্ব নামে শিষ্যকে সম্বোধন করিয়া পশ্চাৎ আনন্দনাথান্ত নাম প্রদান করিবেন (৩১৯)।১৮২

এইরূপে শিষ্য গুরুর মুখে মন্ত্র শ্রবণ পূর্ব্বক পঞ্চতত্ত্ব দ্বারা যন্ত্রমধ্যে নিজ অভীষ্ট দেবতার পূজা করিয়া পশ্চাৎ গুরুর পূজা করিবে।১৮৩

অনন্তর শিষ্য গুরুকে গাভী ভূমি সুবর্ণ বস্ত্র পেয়দ্রব্য অলঙ্কার প্রভৃতি (সামর্থ্যানুরূপ) দক্ষিণা প্রদান করিয়া সাক্ষাৎ শিবস্বরূপ কৌলদিগকে পূজা করিবে।১৮৪ এইরূপে জ্ঞানী ব্যক্তি কৌলদিগের অর্চ্চনা পূর্ব্বক শান্ত ও অতি

আর যাঁহারা কালী বা তারার উপাসক, তাঁহাদিগকে 'ওঁ তারিণী কালিকা চণ্ডা' ইত্যাদি নিগম লতাদিতন্ত্র-প্রোক্ত মন্ত্রে অভিষিক্ত করিয়া থাকেন। পরন্তু নিগম-লতাদির মন্ত্র শান্তাভিষেকে ব্যবহৃত হয় না। মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের সমুদায় ব্যাপারই শ্রীকুলের ন্যায়, কারণ এই আদ্যাকালী শ্রীকুলের অন্তর্গত। দক্ষিণাকালী প্রভৃতি কালীকুলের অন্তর্গত।

(৩১৯)—নামকরণের সময় গুরু কহিবেন যে, "বৎস অমুক। অদ্য প্রভৃতি ত্বম্ (অমুকগোত্রঃ) শ্রীঅমুকানন্দনাথ নামাসি।" অগ্রে স্বস্ব ইষ্টদেবতার কোন নামবর্ণের নাম, তদন্তে 'আনন্দনাথ' শব্দ যোগ করিয়া নাম দেওয়াই শ্রেয়স্কল্প।

কৃতকৌলার্চ্চনো ধীরঃ শান্তোঽতিবিনয়ান্বিতঃ।
শ্রীগুরোশ্চরণৌ স্পৃষ্ট্বা ভক্ত্যা নত্বেদমর্থয়েৎ ॥ ১৮৫ ॥
শ্রীনাথ জগতাং নাথ মন্নাথ করুণানিধে।
পরামৃতপ্রদানেন পূরয়াস্মন্মনোরথম্ ॥ ১৮৬ ॥
আজ্ঞাং মে দীয়তাং কৌলাঃ প্রত্যক্ষশিবরূপিণঃ।
সচ্ছিষ্যায় বিনীতায় দদামি পরমামৃতম্ ॥ ১৮৭ ॥
চক্রেশ পরমেশান কৌলপঙ্কজভাস্কর।
কৃতার্থং কুরু সৎশিষ্যং দেহ্যস্মৈ কুলামৃতম্ ॥ ১৮৮ ॥
আজ্ঞামাদায় কৌলানাং পরমামৃতপূরিতম্।
সশুদ্ধিকং পানপাত্রং শিষ্যহস্তে সমর্পয়েৎ ॥ ১৮৯ ॥
ধ্যাত্বাকৃষ্য গুরুর্দেবীং ক্রুরসংলগ্নভস্মনা।
স্বস্য শিষ্যস্য কৌলানাং কূর্চ্চে চ তিলকং ন্যসেৎ ॥ ১৯০ ॥

কৃতেত্যাদি। অর্থয়েৎ যাচেৎ ॥ ১৮৫ ॥

যৎ প্রার্থয়েত্তদাহ, শ্রীনাথেত্যাদ্যেকেন ॥ ১৮৬ ॥ ১৮৭॥১৮৮॥১৮৯॥১৯০॥

বিনীত হইয়া ভক্তিসহকারে শ্রীগুরুর চরণদ্বয় স্পর্শ পূর্ব্বক নমস্কার করিয়া প্রার্থনা করিবে যে,[১৮৫] শ্রীনাথ। আপনি জগতের নাথ, আপনি আমারও নাথ। করুণানিধে। এক্ষণে পরমামৃত প্রদান পূর্ব্বক আমার মনোরথ পূর্ণ করুন।[১৮৬] (এই সময় গুরু কৌলদিগকে বলিবেন যে,) কৌলগণ। আপনারা আমার প্রতি আজ্ঞা প্রদান করুন, আমি এই বিনয়সম্পন্ন সৎশিষ্যকে পরমামৃত প্রদান করি।[১৮৭] (কৌলগণ কহিবেন,) চক্রেশ্বর। আপনি সাক্ষাৎ পরমেশ্বর। আপনি কৌলরূপ পদ্মবনের ভাস্কর স্বরূপ। আপনি এই সৎশিষ্যকে চরিতার্থ করুন। ইহাকে কুলামৃত দিউন।[১৮৮]

গুরু উক্ত বিধানে কৌলদিগের অনুমতি গ্রহণ করিয়া শুদ্ধি সহিত পরমামৃত-পূরিত পানপাত্র শিষ্যহস্তে সমর্পন করিবেন।[১৮৯] ইহার পর গুরু, দেবী

ততঃ প্রসাদতত্ত্বানি কৌলেভ্যঃ পরিবেশযন্ ।
চক্রানুষ্ঠানবিধিনা বিদধ্যাৎ পানভোজনম্ ॥ ১৯১ ॥
ইতি তে কথিতং দেবি শুভপূর্ণাভিষেচনম্ ।
ব্রহ্মজ্ঞানৈকজননং শিবত্বফলসাধনম্ ॥ ১৯২ ॥
নবরাত্রং সপ্তরাত্রং পঞ্চরাত্রং ত্রিরাত্রকম্ ।
অথবাপ্যেকরাত্রঞ্চ কুর্য্যাৎ পূর্ণাভিষেচনম্ ॥ ১৯৩ ॥
সংস্কারেঽস্মিন্ কুলেশানি পঞ্চ কল্পাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ।
নবরাত্রে বিধাতব্যং সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডলম্ ॥ ১৯৪ ॥
নবনাভং সপ্তরাত্রে পঞ্চাব্জং পঞ্চরাত্রকে ।
ত্রিরাত্রে বৈকরাত্রে চ পদ্মমষ্টদলং প্রিয়ে ॥ ১৯৫ ॥
মণ্ডলে সর্ব্বতোভদ্রে নবনাভেঽপি সাধকৈঃ ।
স্থাপনীয়া নব ঘটাঃ পঞ্চাব্জে পঞ্চসংখ্যকাঃ ॥ ১৯৬ ॥

তত ইত্যাদি । বিদধ্যাৎ কুর্য্যাৎ ॥১৯১॥ ১৯২ ॥ ১৯৩ ॥১৯৪॥১৯৫॥১৯৬॥

ভগবতীকে স্বহৃদয়ে আনয়ন করিয়া স্রুকসংলগ্ন ভস্ম দ্বারা আপনার, শিষ্যের ও কৌলদিগের ললাটে তিলক দিবেন ।১৯০

অনন্তর গুরু প্রসাদীয় তত্ত্ব সমুদায় কৌলদিগকে পরিবেশন করিয়া চক্রানুষ্ঠানের বিধানানুসারে পান ও ভোজন করিবেন (৩২০) ।১৯১ দেবি । এই আমি তোমার নিকট শুভ পূর্ণাভিষেকবিধি কহিলাম । ইহা হইতে ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে ও শিবত্ব লাভ হইয়া থাকে ।১৯২

নবরাত্রি, সপ্তরাত্রি, পঞ্চরাত্রি, ত্রিরাত্রি অথবা এক রাত্রিতে পূর্ণাভিষেক করিবে ।১৯৩ কুলেশ্বরি ! এই পূর্ণাভিষেক-সংস্কারে উক্ত পাঁচটি কল্প আছে । যদি নবরাত্রি অভিষেক হয়, তাহা হইলে সর্বতোভদ্র মণ্ডল রচনা করিতে হইবে ।১৯৪ পরন্তু, প্রিয়ে । সপ্তরাত্রি অভিষেকস্থলে নবনাভ মণ্ডল পঞ্চরাত্রি অভিষেক স্থলে পঞ্চাব্জ মণ্ডল এবং ত্রিরাত্রি ও একরাত্রি অভিষেকস্থলে অষ্টদল

---

(৩২০)—চক্রানুষ্ঠান বিধি ২৭৩ পৃষ্ঠা হইতে ২৭৮ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত দেখুন ।

নলিনেঽষ্টদলে দেবি ঘটস্ত্বেকঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
অঙ্গাবরণদেবাংশ্চ কেশবাদিষু পূজয়েৎ ॥১৯৭॥
পূর্ণাভিষেকসিদ্ধানাং কৌলানাং নির্ম্মলাত্মনাম্।
দর্শনাৎ স্পর্শনাদ্‌ঘ্রাণাৎ দ্রব্যশুদ্ধির্বিধীয়তে ॥১৯৮॥
শাক্তৈর্ব্বা বৈষ্ণবৈঃ শৈবৈঃ সৌরৈর্গাণপতৈরপি।
কৌলধর্ম্মাশ্রিতঃ সাধুঃ পূজনীয়োঽতিযত্নতঃ ॥১৯৯॥
শাক্তে শাক্তো গুরুঃ শস্তঃ শৈবে শৈবো গুরুর্মতঃ।
বৈষ্ণবে বৈষ্ণবঃ সৌরে সৌরো গুরুরুদাহৃতঃ ॥২০০॥

নলিনে ইত্যাদি। নলিনে পদ্মে ॥১৯৭॥১৯৮॥১৯৯॥২০০॥

পদ্ম রচনা করিতে হইবে (৩২১)।১৯৫ সাধকগণ সর্ব্বতোভদ্র মণ্ডলে ও নবনাভ মণ্ডলে নয়টি ঘট এবং পঞ্চাব্জ মণ্ডলে পাঁচটি ঘট স্থাপন করিবে।১৯৬ পরন্তু দেবি। অষ্টদল পদ্ম স্থলে একটি মাত্র ঘট স্থাপন করিতে হইবে। এই পদ্মের কেশরাদিতে অঙ্গদেবতা ও আবরণদেবতাদিগের পূজা করিবে।১৯৭

যাঁহারা পূর্ণাভিষেকে অভিষিক্ত নির্ম্মলহৃদয় কৌল, তাঁহাদের দর্শন স্পর্শন বা ঘ্রাণ মাত্রেই দ্রব্যশুদ্ধি হইয়া থাকে।১৯৮ মানব শাক্ত হউন, বৈষ্ণব হউন, শৈব হউন, সৌর হউন, বা গাণপত হউন, যে কোন উপাসকই হউন, তাঁহার অবশ্যই অতিযত্ন পূর্ব্বক কুলধর্ম্মাশ্রিত সাধুর পূজা করা কর্ত্তব্য।১৯৯

শাক্তদিগের পক্ষে শাক্ত গুরু, শৈবদিগের পক্ষে শৈব গুরু, বৈষ্ণবদিগের পক্ষে বৈষ্ণব গুরু, সৌরদিগের পক্ষে সৌর গুরু, ২০০ এবং গাণপতদিগের পক্ষে গাণপত গুরুই প্রশস্ত। পরন্তু কৌল ব্যক্তি সকলের পক্ষেই সদ্‌গুরু। অতএব

---

(৩২১)—নবনাভমণ্ডল-প্রস্তুত প্রণালী ও তাহার প্রতিকৃতি মুদ্রিত তন্ত্রসারের ১২৮ পৃষ্ঠায় সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডল ১২৪ এবং ১২৭ পৃষ্ঠায়, পঞ্চাব্জমণ্ডল ১২৯ পৃষ্ঠায় ও অষ্টদলপদ্ম ১৬৮ পৃষ্ঠায় দেখিবেন। এই অষ্টদলপদ্ম তন্ত্রসারে সামান্য পূজাযন্ত্র বলিয়া কথিত হইয়াছে।

গাণপে গাণপশ্চৈব কৌলঃ সর্ব্বত্র সদ্‌গুরুঃ।
অতঃ সর্ব্বাত্মনা ধীমান্ কৌলাদ্‌দীক্ষাং সমাচরেৎ ॥২০১॥
পঞ্চতত্ত্বেন যত্নেন ভক্ত্যা কৌলান্ যজন্তি যে।
উদ্ধৃত্য পুরুষান্ সর্ব্বান্ তে যান্তি পরমাং গতিম্ ॥২০২॥
পশোর্বক্ত্রাল্লব্ধমন্ত্রঃ পশুরেব ন সংশয়ঃ।
বীরাল্লব্ধমনুর্বীরঃ কৌলাদ্‌ভবতি ব্রহ্মবিৎ ॥২০৩॥
শাক্তাভিষেকী বীরঃ স্যাৎ পঞ্চতত্ত্বানি শোধয়েৎ।
স্বেষ্টপূজাবিধাবেব ন তু চক্রেশ্বরো ভবেৎ ॥২০৪॥

গাণপে ইত্যাদি। সর্ব্বাত্মনা সর্ব্বপ্রযত্নেন ॥২০১॥২০২॥২০৩॥২০৪॥

বুদ্ধিমান ব্যক্তি (শৈব শাক্ত প্রভৃতি যে কোন সম্প্রদায়-ভুক্ত হউন,) সর্বতোভাবে কৌলের নিকটই দীক্ষিত হইবেন।[২০১]

যাঁহারা ভক্তি পূর্ব্বক যত্ন সহকারে পঞ্চতত্ত্ব দ্বারা কৌলদিগের অর্চ্চনা করেন, তাঁহারা স্ব স্ব পূর্ব্বপুরুষদিগের উদ্ধার পূর্ব্বক আপনারাও পরমগতি লাভ করিয়া থাকেন।[২০২]

যিনি পশুর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি যে পশুই, তদ্বিষয়ে সংশয় মাত্র নাই। আর যিনি বীরের নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি বীর, এবং যিনি কৌলের নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি ব্রহ্মজ্ঞ হয়েন, সন্দেহ নাই।[২০৩]

যাঁহার শাক্তাভিষেক হইয়াছে, তিনি বীরের মধ্যে পরিগণিত। তিনি কেবল নিজ ইষ্টদেবতার পূজাকালেই পঞ্চতত্ত্ব শোধন (ও নিবেদন) করিতে পারিবেন (৩২২), পরন্তু কোনক্রমেই চক্রেশ্বর হইতে পারিবেন না, (সুতরাং সুধাঘট হইতে স্বহস্তে প্রসাদ গ্রহণ করিয়া পান করিতেও সমর্থ হইবেন না)।[২০৪]

---

(৩২২)—এই প্রমাণ অনুসারে অনেক সাধক শাক্তাভিষিক্ত হইয়া সুরা গ্রহণ করেন। আমাদের বিবেচনায় শাক্তাভিষেকে পঞ্চতত্ত্বের অনুকল্প গ্রহণেরই ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে।

বীরঘাতী বৃথাপায়ী বীরাণাং স্ত্রীগমস্তথা।
স্তেয়ী মহাপাতকিনঃ তৎসংসর্গী চ পঞ্চমঃ॥ ২০৫॥
কুলবর্ত্ম কুলদ্রব্যং কুলসাধকমেব চ।
যে নিন্দন্তি দুরাত্মানঃ তে গচ্ছন্ত্যধমাং গতিম্॥ ২০৬॥
নৃত্যন্তি রুদ্রডাকিন্যো নৃত্যন্তি রুদ্রভৈরবাঃ।
মাংসাস্থিচর্ব্বণানন্দাঃ সুরাকৌলদ্বিষাং নৃণাম্॥ ২০৭॥
দয়ালবঃ সত্যশীলাঃ সদা পরহিতৈষিণঃ।
তান্ গর্হয়ন্তো নরকাৎ নিষ্কৃতিং যান্তি ন ক্বচিৎ॥ ২০৮।

অথ পঞ্চ মহাপাতকিন আহ, বীরঘাতীত্যাদ্যেকেন ॥২০৫॥২০৬॥২০৭॥ দয়ালব ইত্যাদি। গর্হয়ন্তঃ নিন্দয়ন্তঃ ॥২০৮॥২০৯॥

যিনি বীরহত্যা করেন, যিনি বৃথা পান করেন, যিনি বীরের পত্নীতে উপগত হয়েন, যিনি চৌর্য্যবৃত্তি করেন বা বীরদ্রব্য অপহরণ করেন, এবং যিনি এই চতুর্বিধ মহাপাতকীর সহিত সংসর্গ করেন, তাঁহারা সকলেই মহাপাতকী।২০৫

যে দুরাত্মা, কুলমার্গ, কুলদ্রব্য ও কুলসাধকের নিন্দা করে, তাহার অধোগতি হয়।২০৬ রুদ্রডাকিনীগণ, ও রুদ্রভৈরবগণ, সেই সুরাদ্বেষী ও কৌলবিদ্বেষী মনুষ্যগণের মাংস ও অস্থি চর্ব্বণ করিবার নিমিত্ত আনন্দে নৃত্য করিতে থাকেন।২০৭ যাঁহারা দয়ালু, সত্যনিষ্ঠ ও সর্ব্বদা পরহিতৈষী, তাঁহারাও যদি কৌলদিগের নিন্দা করেন, তাহা হইলে তাঁহারাও কোন প্রকারে নরক হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারেন না।২০৮

নানাতন্ত্রে আমি বহুবিধ প্রয়োগ বলিয়াছি, বিবিধ কর্ম্মানুষ্ঠানেরও বিধান

যদিও ইষ্টপূজার সময় পঞ্চতত্ত্ব শোধন পূর্ব্বক ইষ্টদেবতাকে নিবেদন করিবার বিধি আছে, তথাপি, 'ন তু চক্রেশ্বরো ভবেৎ' এই বাক্য দ্বারা স্বয়ং পরিবেশন করিয়া (স্বয়ং ঢালিয়া) পানাদি করা নিষিদ্ধ হইতেছে। কারণ যিনি পরিবেশন করেন, তিনিই চক্রেশ্বর। আর পরিবেশন ব্যতিরেকে পানাদি করা অসম্ভব। পরন্তু যদি কোন কৌল কৃপা করিয়া শাক্তাভিষিক্ত ব্যক্তিকে প্রসাদ দেন, তৎকালে যদি সেই ব্যক্তি সেই প্রসাদ পঞ্চতত্ত্ব গ্রহণ করে, সে বিষয়ে কাহারো আপত্তি নাই।

উক্তা প্রযোগা বহবঃ কর্ম্মাণি বিবিধানি চ।
ব্রহ্মৈকনিষ্ঠকৌলস্য ত্যাগানুষ্ঠানযোঃ সমম্ ॥ ২০৯ ॥
একমেব পরং ব্রহ্ম জগদাবৃত্য তিষ্ঠতি।
বিশ্বার্চ্চযা তদর্চ্চা স্যাৎ যতঃ সর্ব্বং তদন্বিতম্ ॥ ২১০ ॥
ফলাসক্তাঃ কামপরাঃ কর্ম্মজালরতাঃ প্রিয়ে।
পৃথক্ত্বেন যজন্তোঽপি তৎ প্রযান্তি বিশন্তি চ ॥ ২১১ ॥
সর্ব্বং ব্রহ্মণি সর্ব্বত্র ব্রহ্মৈব পরিপশ্যতি।
জ্ঞেযঃ স এব সৎকৌলো জীবন্মুক্তো ন সংশযঃ ॥ ১১২ ॥

ইতি শ্রীমহানির্ব্বাণতন্ত্রে সর্ব্বতন্ত্রোত্তমোত্তমে সর্ব্বধর্ম্মনির্ণযসারে শ্রীমদাদ্যাসদাশিবসংবাদে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধাদিমৃতক্রিযা-পূর্ণাভিষেককথনং নাম দশমোল্লাসঃ সমাপ্ত।

একমেবেত্যাদি। তদর্চ্চা পরব্রহ্মার্চ্চনম্। তদন্বিতং পরব্রহ্মান্বিতম্ ॥২১০॥
ফলাসক্তা ইত্যাদি। অত ইতি শেষঃ। কর্ম্মজালরতাঃ কর্ম্মসমূহানুরক্তাঃ। তৎ পরংব্রহ্ম ॥২১১॥
সর্ব্বমিত্যাদি ॥২১২॥

ইতি শ্রীমহানির্ব্বাণতন্ত্রটীকাযাং দশমোল্লাসঃ।

করিযাছি, পরন্তু ব্রহ্মনিষ্ঠ কৌলের পক্ষে কর্ম্মত্যাগ ও কর্ম্মানুষ্ঠান উভযই সমান, (কারণ তাঁহারা সকল বিষযেই রাগ-দ্বেষাদি-পরিশূন্য)।২০৯

একমাত্র পরমব্রহ্ম জগন্মণ্ডল ব্যাপিযা অবস্থান করিতেছেন, অতএব জগন্মণ্ডলের অন্তর্গত যে কোন বস্তুর পূজা করিলে সেই ব্রহ্মেরই পূজা করা হয, কারণ জগতের কোন বস্তুই ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে।২১০ প্রিযে। যাহারা কর্ম্মকাণ্ডে নিরত, কামপরাযণ ও কর্ম্মফলে আসক্ত, তাহারা পৃথগ্‌ভাবে দেবতার পূজা করিযাও যথাসময়ে ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয ও ব্রহ্মে অনুপ্রবিষ্ট হইযা থাকে।২১১

যিনি সমুদয বস্তুতেই ব্রহ্মের অধিষ্ঠান এবং ব্রহ্মাই সমুদয বস্তুর আধার, এরূপ অবলোকন করেন, তিনিই সৎকৌল ও জীবন্মুক্ত, সন্দেহ নাই।১১২

বৃদ্ধিশ্রাদ্ধাদি কথন নামক দশম উল্লাস সমাপ্ত।

একাদশোল্লাসঃ।

শ্রুত্বা শাম্ভবধর্ম্মাণি বর্ণাশ্রমবিভেদতঃ।
অপর্ণা পরয়া প্রীত্যা পপ্রচ্ছ শঙ্করং প্রতি ॥ ১ ॥

শ্রীদেব্যুবাচ।

বর্ণাশ্রমাচারধর্ম্মাঃ সংস্কারা লোকসিদ্ধয়ে।
কথিতাঃ কৃপয়া মহ্যং সর্ব্বজ্ঞেন ত্বয়া প্রভো ॥ ২ ॥

কলৌ লোকানাং প্রায়শো নাস্তিকত্বাৎ সংশয়াপন্নমানসত্বাৎ কামক্রোধাদ্যভিভূতত্বাৎ সর্ব্বেন্দ্রিয়সুখাকাঙ্ক্ষিত্বাচ্চ সদাশিবপ্রোক্তসন্মার্গাননুষ্ঠানাত্তন্নিষিদ্ধদুর্ব্বর্ত্মনঃ সেবনাচ্চানেকবিধং পাপমুৎপদ্যেত। ততশ্চ তেষাং কথং বিমুক্তিরিত্যাশয়বতী পার্ব্বতী শঙ্করং পৃচ্ছতি স্মেত্যাহ, শ্রুত্বেত্যাদিনা। বর্ণা ব্রাহ্মণাদয়শ্চাশ্রমৌ গার্হস্থ্যভৈক্ষুকৌ চ তেষাং বিভেদতঃ শাম্ভবধর্ম্মাণি শম্ভুপ্রোক্তধর্ম্মাণি শ্রুত্বা অপর্ণা ব্রততাক্তপত্রা পার্ব্বতী পরযোত্তময়া প্রীত্যা শঙ্করং কল্যাণকর্ত্তারং মহাদেবং প্রতি পপ্রচ্ছ ॥১॥

কিং পপ্রচ্ছেত্যাকাঙ্খায়াং প্রষ্টব্যমেবাভিধাতুমুপক্রমতে, বর্ণাশ্রমেত্যাদি বক্তুমর্হসীত্যন্তং শ্লোকত্রয়ম্। প্রভো হে স্বামিন্! যদ্যপি লোকসিদ্ধয়ে লোকনির্ব্বাহনিষ্পত্তয়ে বর্ণানামাশ্রমাণাং চাচারা ধর্ম্মাঃ সংস্কারাশ্চ সর্ব্বজ্ঞেন সর্ব্বং জানতা ত্বয়া কৃপয়া মহ্যং মামুদ্দিশ্য কথিতা উক্তাঃ ॥২॥

ভগবতী অপর্ণা (৩২৩), ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি বর্ণ ও গার্হস্থ্য ভৈক্ষুক প্রভৃতি আশ্রম বিভেদে শম্ভু-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়া পরম প্রীতা হইয়া শঙ্করকে (পুনর্ব্বার) জিজ্ঞাসা করিলেন।[১]

শ্রীভগবতী কহিলেন। প্রভো। আপনি সর্ব্বজ্ঞ। আপনি কৃপা করিয়া আমার নিকট লোকযাত্রা নির্ব্বাহোপযোগী বর্ণ ও আশ্রমের আচার, ধর্ম্ম ও সংস্কার সমুদায় কহিলেন।[২] পরন্তু কলিকালের মনুষ্যগণ, কামক্রোধাদি দ্বারা

---

(৩২৩) তপানুষ্ঠান সময়ে ভগবতী, পর্ণ অর্থাৎ পত্র পর্য্যন্ত আহার পরিত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়া, তিনি 'অপর্ণা' নামে অভিহিত হইয়া থাকেন।

কলৌ দুর্ব্বৃত্তয়ো লোকাঃ কামক্রোধান্ধচেতসঃ।
নাস্তিকাঃ সংশয়াত্মানঃ সদেন্দ্রিয়সুখৈষিণঃ ॥ ৩ ॥
ভবন্নিগদিতং বর্ত্ম * নানুষ্ঠাস্যন্তি দুর্দ্ধিয়ঃ।
তেষাং কা গতিরীশান বিশেষাদ্বক্তুমর্হসি ॥ ৪
শ্রীসদাশিব উবাচ।
সাধু পৃষ্টং ত্বয়া দেবি লোকানাং হিতকারিণি।
ত্বং জগজ্জননী দুর্গা জন্মসংসারমোচনী ॥ ৫ ॥

তথাপি কলৌ লোকা জনা ভবন্নিগদিতং ভবতা কথিতং বর্ত্ম মার্গং নানুষ্ঠাস্যন্তীতি দ্বিতীয়েনান্বয়ঃ। শিবোক্তবর্ত্মাননুষ্ঠানে হেতুং দর্শয়ন্ লোকান্ বিশিনষ্টি, কলৌ দুর্বৃত্তয় ইত্যাদিনা। কথম্ভূতাঃ লোকাঃ দুর্বৃত্তয়ঃ দুষ্টে কর্ম্মণি বৃত্তির্দুষ্টা বা বৃত্তির্যেষাং তে। দুষ্টে কর্ম্মণি বর্ত্তমানা ইত্যর্থঃ। পুনঃ কামক্রোধান্ধচেতসঃ কামক্রোধাভ্যামন্ধঞ্চেতো যেষাং তথাভূতাঃ। নাস্তিকাঃ পরলোকাদিকং নাস্তীতি বুদ্ধিশালিনঃ। সংশয়াত্মানঃ পরলোকাদিকমস্তি নাস্তি বেতি সন্দেহাপন্নমানসাঃ। সদেন্দ্রিয়সুখৈষিণঃ সর্ব্বদা রসনাদীন্দ্রিয়সুখাকাঙ্ক্ষিণঃ ॥৩॥

ভবদিত্যাদি। দুর্দ্ধিয়ঃ দুর্বুদ্ধয়ঃ। ঈশান হে ঐশ্বর্য্যশালিন্। তেষাং লোকানাং কা গতিঃ কো বিমুক্তেরুপায়ঃ স্যাদিতি বিশেষাদ্বক্তুং কথয়িতুমর্হসি ত্বং ভবসি। গতির্জ্ঞানে দশায়াং চ মার্গে যাত্রাভ্যুপায়য়োরিতি কোষঃ ॥৪॥

শঙ্করিদানীমপর্ণাপ্রশ্নং স্তৌতি, সাধুপৃষ্টমিত্যাদিনা। দেবি হে দ্যুতিমতি। ত্বয়া সাধু মনোরমং পৃষ্টম্। সাধুপ্রশ্নে হেতুং বদন্নাহ, লোকানামিতি। কীদৃশি দেবি লোকানাং হিতকারিণি জনানামভীষ্টোৎপাদয়িত্রি। লোকানাং হিতকারিণীত্বে বীজং দর্শয়ন্নাহ, ত্বমিত্যাদি। ত্বং জগজ্জননী জগতাং জনয়িত্রী জগজ্জননীত্বাল্লোকানাং হিতকারিণী লোকানাং হিতকারিণীত্বাচ্চ সাধু পৃষ্টমিতি

অন্ধ, দুর্বৃত্ত, নাস্তিক, সংশয়াপন্ন ও সর্ব্বদা ইন্দ্রিয়সুখাভিলাষী হইবে।৩ ঈশান! এই সকল দুর্বুদ্ধি-সম্পন্ন ব্যক্তি আপনকার নিগদিত পথের অনুসরণ করিবে না। অতএব তাহাদের উদ্ধারের উপায় কি হইবে, বিশেষ রূপে বলুন।[৪]

শ্রীসদাশিব কহিলেন। দেবি! তুমি উত্তম প্রশ্ন করিয়াছ। তুমি লোকের হিতকারিণী, জগতের জননী, দুর্গতিনাশিনী দুর্গা ও সংসারবন্ধন-মোচনী।[৫]

---

* ভবন্নিগদিতং ধর্ম্মম্ ইতি বা পাঠঃ।

ত্বমাদ্যা জগতাং ধাত্রী পালয়িত্রী পরাৎপরা ।
ত্বয়ৈব ধার্য্যতে দেবি বিশ্বমেতচ্চরাচরম্ ॥ ৬ ॥
ত্বমেব পৃথ্বী ত্বং বারি ত্বং বায়ুস্ত্বং হুতাশনঃ ।
ত্বং বিয়ত্ত্বমহঙ্কারঃ ত্বং মহত্তত্ত্বরূপিণী ॥ ৭ ॥
ত্বমেব জীবো লোকেঽস্মিন্ ত্বং বিদ্যা পরদেবতা ।
ইন্দ্রিয়াণি মনো বুদ্ধিঃ বিশ্বেষাং ত্বং গতিঃ স্থিতিঃ ॥ ৮ ॥
ত্বমেব বেদাঃ প্রণবঃ স্মৃতয়স্ত্বং হি সংহিতাঃ ।
নিগমাগমতন্ত্রাণি সর্ব্বশাস্ত্রময়ী শিবা ॥ ৯ ॥

যোজ্যম্ । জন্মসংসারমোচনী জন্মনঃ উৎপত্তেঃ সংসারাৎ পুনঃপুনর্যাতায়াত-কর্ত্তৃঃ কলত্রপুত্রাদেশ্চ মুক্তিকর্ত্রী । অতএব দুঃখেন গম্যতে জ্ঞায়তে যা সা দুর্গা দুর্জ্জেয়া চ ত্বম্ ।৫॥

ত্বমিত্যাদি । ত্বং জগতামাদ্যা আদিভূতাসি । জগতাং ধাত্রী পোষ্ট্রী চ ত্বম্ । পালয়িত্রী জগতাং রক্ষিকা চ ত্বমেব । পরাৎ শ্রেষ্ঠাদপি পরা শ্রেষ্ঠা চ ত্বম্ । হে দেবি কান্তিমতি । চরাচরং জঙ্গমস্থাবরমেতদ্বিশ্বং ত্বয়ৈব ধার্য্যতে ॥৬॥

ত্বমেবেত্যাদি । ত্বং চাহঙ্কারঃ । মহত্তত্ত্বরূপিণী চ ত্বমেব ॥৭॥

ত্বমেবেত্যাদি । অস্মিংল্লোকে যো জীবস্তদ্রূপা চ ত্বমেব । বিদ্যা আত্মজ্ঞান-রূপা চ ত্বম্ । পরদেবতা শ্রেষ্ঠদেবতা চ ত্বমেবাসি । ইন্দ্রিয়াণি নেত্রাদীনি মনো হৃদয়ং বুদ্ধিঃ শাস্ত্রাদিতত্ত্বজ্ঞানং তত্তদ্রূপা চ ত্বং ভাসি । বিশ্বেষাং যা গতিঃ স্থিতিশ্চ তদ্রূপা চ ত্বমেব ॥৮॥

ত্বমেবেত্যাদি । বেদা যজুরাদয়ঃ তদ্রূপা চ ত্বমেবাসি । প্রণব ওঙ্কাররূপা চ ত্বম্ । স্মৃতয়ো মন্বাদিকথিতধর্ম্মশাস্ত্রাণি তদ্রূপা চ ত্বম্ । সংহিতা মহাভার-

---

দেবি । তুমি জগতের আদিভূতা, তুমি জগতের ধাত্রী ও পালয়িত্রী, এবং তুমি পরাৎপরা । এই চরাচর বিশ্ব তুমিই ধারণ করিতেছ ।৬

দেবি । তুমি পৃথিবী, তুমিই সলিল, তুমি বায়ু, তুমিই হুতাশন, তুমি আকাশ, তুমি অহঙ্কারতত্ত্ব, তুমি মহত্তত্ত্ব ৭ এবং তুমিই ইহলোকস্থিত সমুদায় জীব । তুমিই বিদ্যা, তুমি পরমদেবতা, তুমি ইন্দ্রিয়সমুদায় তুমি মনঃ, তুমি বুদ্ধি, এবং তুমিই জগতের গতি ও স্থিতি ।৮ তুমিই বেদ, তুমিই প্রণব, স্মৃতি-

মহাকালী মহালক্ষ্মীঃ মহানীলসরস্বতী।
মহোদরী মহামায়া মহারৌদ্রী মহেশ্বরী ॥ ১০ ॥

তাদযন্তদ্রূপা চ ত্বমেবাসি। নিগমঃ শম্ভুপ্রশ্নঃ পার্বতীমুখজাতঃ পদ্যরূপো গ্রন্থবিশেষঃ। আগমশ্চ শিবমুখাগতোগিরিজাননযাতবাসুদেবমতঃ পদ্যরূপগ্রন্থবিশেষ এব। তন্ত্রং চাম্বিকামুদ্দিশ্য শিবোক্তো গণেশলিখিতো গ্রন্থবিশেষ এব। তত্তদ্রূপা চ ত্বমেব। সর্বশাস্ত্রময়ী বেদান্তাদিসকলশাস্ত্ররূপা চ ত্বম্। শিবা কল্যাণৈকনিলয়ভূতা চ ত্বমসি ॥ ৯ ॥

মহেত্যাদি। জগৎসংহর্ত্রীত্বান্মহাকালী ত্বম্। সম্পত্তিবৃদ্ধিহেতুত্বান্মহালক্ষ্মীশ্চ ত্বমেব। বিদ্যাপ্রদাত্রীত্বান্মহানীলসরস্বতী চ ত্বমেবাসি। অশেষজগৎকুক্ষিস্থান্মহোদরী ত্বম্। জগন্মোহয়িত্রীত্বান্মহামায়া চ ত্বম্। মহারৌদ্রী অত্যুগ্রা চ ত্বম্। মহেশ্বরী মহৈশ্বর্য্যবিশিষ্টা চ ত্বম্ ॥১০॥

সমুদায়ও তুমি, তুমিই সংহিতাসমুদায়, তুমিই নিগম, তুমিই আগম, তুমিইতন্ত্র (৩২৪) এবং তুমিই সর্বশাস্ত্রময়ী ও কল্যাণময়ী শিবা।৯ তুমি মহাকালী, তুমি মহানীলসরস্বতী, তুমি মহোদরী, তুমি মহামায়া, তুমি মহারৌদ্রী, এবং তুমি মহেশ্বরী।১০ তুমি সর্বজ্ঞা, তুমি জ্ঞানময়ী, সুতরাং তোমার অপরিজ্ঞাত কিছুই

---

(৩২৪)—তন্ত্র শব্দ তন ধাতুর উত্তর ত্র প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। তন ধাতুর অর্থ বিস্তার করা। কোন্ উপায়ে মনুষ্যের ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল হয়, তাহাই যাহাতে বিস্তারিতরূপে বর্ণিত আছে, তাহার নাম তন্ত্র।

তন্ত্রলক্ষণ যথা বারাহীতন্ত্রে,—

সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ মন্ত্রনির্ণয় এব চ। দেবতানাঞ্চ সংস্থানং তীর্থানাঞ্চৈব বর্ণনম্ ॥
তথৈবাশ্রমধর্ম্মশ্চ বিপ্রসংস্থানমেব চ। সংস্থানঞ্চৈব ভূতানাং মন্ত্রাণাঞ্চৈব নির্ণয়ঃ ॥
উৎপত্তির্বিবুধানাঞ্চ তরূণাং কল্পসংজ্ঞিতম্। সংস্থানং জ্যোতিষাঞ্চৈব পুরাণাখ্যানমেব চ ॥
কোষস্য কথনঞ্চৈব ব্রতানাং পরিভাষণম্। শৌচাশৌচস্য চাখ্যানং নরকাণাঞ্চ বর্ণনম্ ॥
হরচক্রস্য চাখ্যানং স্ত্রীপুংসোশ্চৈব লক্ষণম্। রাজধর্ম্মো দানধর্ম্মো যুগধর্ম্মস্তথৈব চ।
কথ্যতে ব্যবহারশ্চ তথা চাধ্যাত্মবর্ণনম্। ইত্যাদিলক্ষণৈর্যুক্তং তন্ত্রমিত্যভিধীয়তে ॥

এই তন্ত্র দুই ভাগে বিভক্ত, আগম ও নিগম। শিবপ্রোক্ত তন্ত্রের নাম আগম, এবং ভগবতী-প্রোক্ত তন্ত্রের নাম নিগম। তন্ত্রেই কথিত আছে,—

আগতং শিববক্ত্রেভ্যো গতঞ্চ গিরিজামুখে। মতঞ্চ বাসুদেবস্য আগমং পরিচক্ষ্যতে ॥

সর্ব্বজ্ঞা ত্বং জ্ঞানময়ী নাস্ত্যবেদ্যং তবাম্বিকে।
তথাপি পৃচ্ছসি প্রাজ্ঞে প্রীতয়ে কথয়ামি তে॥ ১১॥

সর্ব্বজ্ঞেত্যাদি। সর্ব্বজ্ঞা অশেষপদার্থজ্ঞাত্রী জ্ঞানময়ী মোক্ষবিষয় প্রজ্ঞাস্বরূপা চ ত্বমসি। অতস্তবাম্বিকে ত্বন্নিকটেঽবেদ্যমপ্রজ্ঞেয়ং কিঞ্চিদপি নাস্তি। ননু কিঞ্চিদপি মমাবেদ্যং নাস্তি চেৎ কথং পৃচ্ছামীত্যাশঙ্কমানাং প্রত্যাহ, তথাপীতি। যদ্যপ্যেবং তথাপি প্রাজ্ঞে হে প্রকৃষ্টজ্ঞানবতি প্রীতয়ে পৃচ্ছসি মমেতি শেষঃ। অহমপি তে তব প্রীতয়ে কথয়ামি। তে তবাগ্রতঃ তে তুভ্যমিতি বা। কাকাক্ষিগোলকন্যায়েন প্রীতয়ে ইতি পূর্ব্বোক্তয়াভ্যাং ক্রিয়াভ্যাং সম্বধ্যতে ॥১১॥

অধুনা পূর্ব্বোক্তমেবানুবদন্নুত্তরং দাতুং প্রক্রমতে, সত্যমুক্তমিত্যাদি। হে দেবি। মনুজানাং মানবানাং বিচেষ্টিতং বিরুদ্ধং চেষ্টিতং ত্বয়া সত্যমুক্তম্। বিচেষ্টিতমেবাহ, জানন্ত ইত্যাদিনা। আত্মনো হিতং জানন্তোঽপি মনুজাঃ সদ্বর্ত্ম

নাই। তথাপি, প্রাজ্ঞে। যখন তুমি সমুদায় পরিজ্ঞাত থাকিয়াও জিজ্ঞাসা করিতেছ, তখন তোমার প্রীতির নিমিত্ত আমি বলিতেছি।১১

'আগম' এই তিন বর্ণের মধ্যে—'আ' এই বর্ণের অর্থ এই যে, যাহা শিবমুখ হইতে আগত (বহির্গত) হইয়াছে, 'গ' এই বর্ণের অর্থ এই যে, যাহা গিরিজার মুখে গমন করিয়াছে; 'ম' এই বর্ণের অর্থ এই যে, যাহা বাসুদেবের মত অর্থাৎ সম্মত। এই বর্ণত্রয়ের এইরূপে অর্থযুক্ত শাস্ত্রই আগম বলিয়া প্রসিদ্ধ।

আগমলক্ষণ যথা বারাহীতন্ত্রে,—

সৃষ্টিশ্চ প্রলয়শ্চৈব দেবতানাং তথার্চ্চনম্। সাধনাঞ্চৈব সর্ব্বেষাং পুরশ্চরণমেবচ॥

ষট্‌কর্ম্মসাধনঞ্চৈব ধ্যানযোগশ্চতুর্বিধঃ। সপ্তভির্লক্ষণৈর্যুক্তম্ আগমং তদ্বিদুর্বুধাঃ।

নিগম শব্দের অর্থ যথা,—

নির্গতো গিরিজাবক্ত্রাৎ গতশ্চ গিরিশশ্রুতিম্। মতশ্চ বাসুদেবস্য নিগমঃ পরিকথ্যতে॥

যাহা গিরিজার বদন হইতে নির্গত হইয়া গিরিশের শ্রুতিপথে গমন করিয়াছে, এবং যাহা বাসুদেবের সম্মত, তাহাই নিগম বলিয়া প্রসিদ্ধ। নিগমের বিষয় সমুদায় অতীব গোপনীয়। শ্রীকৃষ্ণ এই নিগম অনুসারেই পবিত্র রাসলীলাদি করিয়াছিলেন। যিনি শ্রীকৃষ্ণের নিগম-সম্মত গুহ্যলীলা জ্ঞাত হইতে ইচ্ছা করেন, তিনি রাধাতন্ত্র পাঠ করুন, কিঞ্চিৎ আভাস পাইবেন। সদ্‌গুরুর কৃপায় যাঁহার দিব্যচক্ষু উন্মীলিত হইয়াছে, তাঁহার অপরিজ্ঞাত কিছুই নাই।

সত্যমুক্তং ত্বয়া দেবি মনুজানাং বিচেষ্টিতম্।
জানন্তোঽপি হিতং * মত্তাঃ পাপৈরাশু সুখপ্রদৈঃ ॥ ১২ ॥
নাচরিষ্যন্তি সদ্বর্ত্ম হিতাহিতবহিষ্কৃতাঃ।
তেষাং নিশ্রেয়সার্থায় কর্ত্তব্যং যত্তদুচ্যতে ॥ ১৩ ॥
অনুষ্ঠানং নিষিদ্ধস্য ত্যাগো বিহিতকর্ম্মণঃ।
নৃণাং জনয়তঃ পাপং ক্লেশশোকাময়প্রদম্ ॥ ১৪ ॥
স্বানিষ্টমাত্রজননাৎ পরানিষ্টোপপাদনাৎ।
তদেব পাপং দ্বিবিধং জানীহি কুলনায়িকে ॥ ১৫ ॥

সাধুমার্গং নাচরিষ্যন্তি নানুষ্ঠাস্যন্তি। সদ্বর্ত্মানাচরণে হেতুং বদন্মনুজান্ বিশিনষ্টি। কথংভূতা মনুজাঃ আশুসুখপ্রদৈঝটিতি সুখপ্রাপকৈরবৈধস্ত্রীগমনসুরাপানাদিভিঃ পাপৈঃ কর্ম্মভির্মত্তাঃ অতএব হিতাহিতাভ্যাং বহিষ্কৃতাঃ অতো নাচরিষ্যন্তীতি ভাবঃ। তেষাং মনুজানাং নিঃশ্রেয়সার্থায় মুক্তয়ে যৎ কর্ত্তব্যং বিধেয়ং তদুচ্যতে ॥ ১২ ॥ ১৩ ॥

প্রথমতো নিষিদ্ধকর্ম্মানুষ্ঠানবিহিতকর্ম্মানুষ্ঠানাভ্যাং পাপোৎপত্তিরিতি ব্রূতে, অনুষ্ঠানমিত্যাদিনা। নিষিদ্ধস্য কর্ম্মণোঽনুষ্ঠানমাচরণং বিহিতকর্ম্মণস্ত্যাগোঽনাচরণং নৃণাং ক্লেশশোকাময়প্রদং দুঃখশোকব্যাধিপ্রদায়কং পাপং জনয়তঃ উৎপাদয়তঃ ॥ ১৪ ॥

অথ পূর্ব্বোক্তপাপস্য সহেতুকং দ্বৈবিধ্যং সম্পাদয়তি, স্বানিষ্টেত্যাদিনা। কুলনায়িকে হে কুলেশ্বরি। স্বানিষ্টমাত্রজননাদাত্মন এবানীপ্সিতস্যোৎপাদনাৎ তথা পরানিষ্টোপপাদনাদন্যানাকাঙ্ক্ষিতস্যাপি জননাত্তদেব পূর্ব্বোক্তং পাপং দ্বিবিধং দ্বিপ্রকারকং জানীহি প্রতীহি ॥ ১৫ ॥

দেবি! কলিযুগে মানবগণের যেরূপ আচার ব্যবহার হইবে তাহা তুমি যথার্থরূপই বলিলে। তাহারা যাহাতে হিত হইবে, তাহা পরিজ্ঞাত থাকিয়াও আশুসুখপ্রদ অবৈধ-স্ত্রী-গমন সুরাপান প্রভৃতি পাপে মত্ত ও [১২] হিতাহিত বিবেচনাশূন্য হইয়া সৎপথের অনুসরণ করিবে না। অতএব ইহাদের মুক্তির নিমিত্ত যাহা কর্ত্তব্য, তাহা বলিতেছি।[১৩]
নিষিদ্ধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান এবং বৈধ-কর্ম্মের অননুষ্ঠান, এতদুভয় দ্বারা মনুষ্যের

---

* হিতান্ ইতি পাঠান্তরম্।

পরানিষ্টকবাৎ পাপাৎ মুচ্যতে রাজশাসনাৎ।
অন্যস্মান্মুচ্যতে মর্ত্ত্যঃ প্রায়শ্চিত্তাৎ সমাধিনা ॥ ১৬ ॥
প্রায়শ্চিত্ত্যাথবা দণ্ডৈঃ ন পূতা যে কৃতাংহসঃ।
নবকান্ন নিবর্ত্তন্তে ইহামুত্র বিগর্হিতাঃ ॥ ১৭ ॥
তত্রাদৌ কথযাম্যাদ্যে নৃপশাসননির্ণযম্।
যল্লঙ্ঘনান্মহেশানি রাজা যাত্যধমাং গতিম্ ॥ ১৮ ॥

এবং দ্বিবিধপাপোৎপত্তিং প্রদর্শ্যেদানীং তস্মাদ্বিমুক্তেরুপাযং বদতি, পরানিষ্টেত্যাদিনা। পরানিষ্টকরাদন্যস্যাপ্যনাকাঙ্ক্ষিতোৎপাদকাৎ পাপাৎ রাজশাসনাৎ রাজদণ্ডাৎ মর্ত্ত্যো জনো মুচ্যতে মুক্তো ভবতি। কর্ম্মকর্ত্তরি লট্। অন্যস্মাৎ স্বানিষ্টমাত্রজনকাৎ পাপাত্তু প্রাযশ্চিত্ত্যা প্রাযশ্চিত্তেন সমাধিনা চিত্তবৃত্তিনিরোধেন চ মুচ্যতে ॥১৬॥

জাতদ্বিবিধপাপানাং প্রাযশ্চিত্তদণ্ডাভ্যাং পূতত্বাভাবে সর্বদা নবকস্থাযিত্বং দর্শযিতুমাহ, প্রাযশ্চিত্ত্যেত্যাদি। যে কৃতাংহসঃ কৃতপাপা জনাঃ প্রাযশ্চিত্ত্যা দণ্ডৈর্বা পূতাঃ পবিত্রা ন বভূবুঃ ইহলোকে পরলোকে চ বিগর্হিতা বিনিন্দিতাঃ সন্তস্তে নবকান্ন নিবর্ত্তন্তে তত্রৈব তিষ্ঠন্তীত্যর্থঃ ॥১৭॥

অথ রাজশাসননির্ণযং বদংস্তমুল্লঙ্ঘযতো ভূপতের্নবকগামিত্বমাহ, তত্রাদা—

পাপ হয়, ঐ নিজকৃত পাপ হইতে ক্লেশ শোক ও পীড়া উপস্থিত হইয়া থাকে।১৫ কুলনাযিকে। এই পাপ দ্বিবিধ, একপ্রকার পাপ দ্বারা কেবল আপনারই অনিষ্ট হয়, এবং অন্য প্রকার পাপ দ্বারা অন্যের অনিষ্ট হয়।১৫ যে পাপ হইতে পরের অনিষ্ট হয়, রাজদণ্ড দ্বারা সেই পাপ মোচন হইয়া থাকে। আর প্রাযশ্চিত্ত দ্বারা চিত্তবৃত্তি নিরোধ (পূর্ব্বক সাধনার উৎকর্ষতার) মনুষ্য অন্যবিধ পাপ অর্থাৎ নিজানিষ্টকর পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারে।১৬

যে সকল পাপাত্মা রাজদণ্ড দ্বারা বা প্রাযশ্চিত্ত দ্বারা পবিত্র না হয় তাহারা ইহলোকে ও পরলোকে বিগর্হিত হইয়া থাকে এবং কোন ক্রমেই তাহা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করে না।

অতএব আদ্যে। প্রথমতঃ এক্ষণে রাজশাসন-বিধি বলিতেছি। মহেশ্বরি। রাজা যদি ইহা লঙ্ঘন করেন অর্থাৎ দণ্ডযোগ্য প্রজার দণ্ড প্রভৃতি না করেন,

ভৃত্যান্ পুত্রানুদাসীনান্ প্রিয়ানপি তথাপ্রিয়ান্।
শাসনে চ তথা ন্যায়ে সমদৃষ্ট্যাবলোকয়েৎ ॥ ১৯ ॥
স্বয়ং চেৎ কৃতপাপঃ স্যাৎ পীড়য়েদকৃতাংহসঃ।
উপবাসৈশ্চ দানৈস্তান্ পরিতোষ্য বিশুধ্যতি ॥ ২০ ॥
বধার্হং মন্যমানঃ স্বং কৃতপাপো নরাধিপঃ।
ত্যক্ত্বা রাজ্যং বনং প্রাপ্য তপসাত্মানমুদ্ধরেৎ ॥ ২১ ॥

রিত্যাদিনা। হে আদ্যে হে মহেশানি। তত্র প্রায়শ্চিত্তনৃপশাসনয়োর্মধ্যে আদৌ প্রথমতো নৃপশাসননির্ণয়ং কথয়ামি। যস্য লঙ্ঘনাৎ রাজাঽধমাঙ্গতিং যাতি ॥১৮॥

নৃপশাসননির্ণয়মেবাহ, ভৃত্যানিত্যাদিনা। ভৃত্যান্ ভর্ত্তব্যানমাত্যাদীন্ পুত্রানাত্মজান্ উদাসীনান্ শত্রুমিত্রভিন্নান্ প্রিয়ান্ হিতান্ তথা অপ্রিয়ান্ অহিতাংশ্চ শাসনে তথা ন্যায়ে চ রাজা সমদৃষ্ট্যা তুল্যদৃষ্ট্যাবলোকয়েৎ পশ্যেৎ ॥১৯॥

নম্বকৃতকিল্বিষান্ পুরুষান্ দণ্ডয়তঃ স্বয়ং কৃতকল্মষস্য কথং শুদ্ধিস্তত্রাহ, স্বয়ং চেদিত্যাদিনা। চেদ্যদি রাজা স্বয়ং কৃতপাপঃ স্যাৎ তদা উপবাসৈর্দানৈশ্চ বিশুধ্যতি। চেদ্যদি অকৃতাংহসোঽকৃতপাপান্ অন্যান্ পীড়য়েদ্দণ্ডয়েৎ তদা দানৈস্তানকৃতাংহসঃ পরিতোষ্য উপবাসৈর্দানৈশ্চ বিশুধ্যতি। অত্র পাপতারতম্যাদুপবাসদানয়োস্তারতম্যং বোদ্ধব্যম্ ॥২০॥

অথাত্মানং বধার্হং মন্যমানস্য কৃতদুষ্কৃতস্য ভূপতেঃ প্রায়শ্চিত্তমাহ, বধার্হমিত্যাদিনা। স্বমাত্মানং বধার্হং বধযোগ্যং মন্যমানঃ কৃতপাপো নরাধিপো রাজ্যং ত্যক্ত্বা বনং প্রাপ্য তপসাত্মানমুদ্ধরেৎ শোধয়েৎ ॥২১॥

তাহা হইলে তিনি নিরয়গামী হয়েন।১৮ রাজা বিচারকালে ও দণ্ড করিবার সময়, ভৃত্যদিগকে, পুত্রদিগকে, উদাসীন অর্থাৎ আত্মসংশ্রব পরিশূন্য জনগণকে, প্রিয় ব্যক্তিদিগকে, অপ্রিয় ব্যক্তিদিগকে, সকলকেই সমান দৃষ্টিতে অবলোকন করিবেন, কাহারো প্রতি পক্ষপাত করিবেন না।১৯

রাজা যদি স্বয়ং পাপানুষ্ঠান করেন, অথবা নিরপরাধ ব্যক্তিকে কষ্ট দেন, তাহা হইলে নিজকৃত পাপ অনুসারে উপবাস ও দান দ্বারা এবং সেই প্রপীড়িত ব্যক্তিকে অর্থদানে পরিতুষ্ট করিয়া সেই অনুষ্ঠিত পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারেন।২০ পরন্তু রাজা যদি গুরুতর পাপকর্ম্ম করিয়া

গুরুদণ্ডং নৈব রাজা বিদধ্যাল্লঘুপাপিষু।
ন লঘুং গুরুপাপেষু বিনা হেতুং বিপর্য্যয়ে॥ ২২ ॥
তস্মিন্‌ যৎশাসনে শাস্যা অনেকোন্মার্গবর্ত্তিনঃ।
পাপেভ্যো নির্ভয়ে শস্তো লঘুপাপে গুরুর্দমঃ।॥ ২৩ ॥
সকৃৎকৃতাপরাধেন সত্রপে বহুমানিনি।
পাপাদ্ভীরৌ প্রশস্তঃ স্যাৎ গুরুপাপে লঘুর্দমঃ॥ ২৪ ॥

অথ দণ্ডবৈপরীত্যে হেতাবসতি লঘুপাপে গুরুদণ্ডং গুরুপাপে চ লঘুদণ্ডং নিষেধতি, গুর্ব্বিত্যাদিনা। বিপর্য্যয়ে দণ্ডবৈপরীত্যে হেতুং বিনা লঘুপাপিষু জনেষু গুরুদণ্ডং রাজা নৈব বিদধ্যান্ন কুর্য্যাৎ। গুরুপাপেষু জনেষু লঘুদণ্ডং ন বিদধ্যাৎ ॥ ২২ ॥

বিনা হেতুং বিপর্য্যয়ে ইত্যনেন বৈপরীত্যে কারণসত্ত্বে বিপরীতদণ্ডং বিদধ্যাদেবেতি ধ্বনিতমতো হেতুদর্শনপূর্ব্বকং বিপরীতদণ্ডং বিদধাতি, তস্মিন্নিত্যাদিনা শ্লোকদ্বয়েন। যৎশাসনে যস্যোন্মার্গবর্ত্তিনো জনস্য শাসনেঽনেকোন্মার্গবর্ত্তিনো বহবোঽসদ্বর্ত্মসু বর্ত্তমানা জনাঃ শাস্যা ভবন্তি তস্মিন্‌ পাপেভ্যো বহুভ্যোঽপি দুরিতেভ্যো নির্ভয়ে ভয়হীনেঽপি জনে লঘুপাপেঽপি গুরুর্দ্দমঃ শস্তঃ ॥ ২৩ ॥

সকৃদিত্যাদি। সকৃৎকৃতাপরাধেন সত্রপে সলজ্জে বহুমানিনি সবহুমানে পাপাদেকস্মাদপি ভীরৌ ভয়শীলে জনে গুরুপাপেঽপি লঘুর্দমঃ প্রশস্তঃ ॥২৪॥

এরূপ বিবেচনা করেন যে, তিনি স্বয়ং বধদণ্ডের যোগ্য, তাহা হইলে তিনি সমুদায় রাজ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক বনে গমন করিয়া তপস্যাচরণ দ্বারা আপনাকে উদ্ধার করিবেন।[২১] রাজা কোন বিশেষ কারণ ব্যতিরেকে গুরুপাপে লঘুদণ্ড অথবা লঘুপাপে গুরুদণ্ড করিবেন না। ফলতঃ যদি বিশেষ কারণ থাকে, তাহা হইলে এই নিয়মের বিপর্য্যয় করিতেও পারিবেন।[২২] যে ব্যক্তি পাপকর্ম্মানুষ্ঠান বিষয়ে নির্ভয় অর্থাৎ যে ব্যক্তি পুনঃ পুনঃ পাপকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছে, এবং সেই ব্যক্তিকে শাসন করিলে যদি বহুসংখ্য কুপথগামী ব্যক্তি তদ্দর্শনে ভীত ও কুপথ হইতে নিবৃত্ত হইয়া সৎপথে আসিতে পারে এরূপ সম্ভাবনা দেখা যায়, তাহা হইলে তাদৃশ স্থলে লঘু অপরাধেও গুরুদণ্ড করা প্রশস্ত।[২৩] পরন্তু যদি

স্বল্পাপরাধী কৌলশ্চেৎ ব্রাহ্মণো লঘুপাপকৃৎ।
বহুমান্যোঽপি দণ্ড্যঃ স্যাৎ বচোভির্বরনীভৃতা॥ ২৫॥
ন্যায়ং দণ্ডং প্রসাদং চ বিচার্য্য সচিবৈঃ সহ
যো ন কুর্য্যান্মহীপালঃ স মহাপাতকী ভবেৎ॥ ২৬॥
ন ত্যজেৎ পিতরৌ পুত্রো ন ত্যজেয়ুর্নৃপং প্রজাঃ।
ন ত্যজেৎ স্বামিনং ভার্য্যা বিনতানতিপাপিনঃ॥ ২৭॥

অথ কৃতাল্পাপরাধয়োর্বহুমান্যয়োরপি কৌলব্রাহ্মণয়োর্দণ্ডমাহ, স্বল্পাপরাধী-ত্যাদিনা। বহুমান্যোঽপি কৌলঃ স্বল্পাপরাধী চেৎ স্যাৎ তাদৃগ্ ব্রাহ্মণোঽপি লঘুপাপকৃচ্চেত্তদাঽবনীভৃতা রাজ্ঞা বচোভির্দণ্ড্যঃ স্যাৎ॥ ২৫॥

অথ মহামাত্যৈর্বিচারমকৃত্বৈব দণ্ডাদিকং বিদধতো মহীপালস্য মহাপাতকিত্ব-মাহ, ন্যায়মিত্যাদিনা। সচিবৈর্মন্ত্রিভিঃ সহ বিচার্য্য ন্যায়ং দণ্ডং প্রসাদং চ যো মহীপালো ন কুর্য্যাৎ স মহাপাতকী ভবেৎ॥ ২৬॥

অথ স্ত্রীপুত্রপ্রজানাং ধর্ম্মমাহ, ন ত্যজেদিত্যাদিনা। পুত্রঃ পিতরৌ মাতা-পিতরৌ ন ত্যজেৎ। প্রজাঃ নৃপং রাজানং ন ত্যজেয়ুঃ। ভার্য্যা স্বামিনং পতিং ন ত্যজেৎ। নন্বতিপাতকিনোঽপি পিত্রাদয়ো ন হাতব্যাস্তত্রাহ, বিনেতি। অনতিপাপিনস্তান্ পিত্রাদীন্ বিনতান্। অতিপাতকিনস্তে ত্যাজ্যা এবেত্যর্থঃ॥ ২৭॥

কোন পাপভীরু বহুমানী ব্যক্তি একবারমাত্র অপরাধ করিয়া সেই কৃত পাপের নিমিত্ত ভীত ও লজ্জিত হয়, তাদৃশ ব্যক্তির পক্ষে গুরুতর অপরাধ হইলেও লঘু-দণ্ড করা কর্ত্তব্য।২৪ যদি কোন কৌল অথবা কোন ব্রাহ্মণ অল্প অপরাধী হয়েন, তাহা হইলে তাঁহারা বহুমানাস্পদ হইলেও রাজা তাঁহাদের বাগ্দণ্ড অর্থাৎ ভৎর্সনা করিবেন।২৫

যে রাজা অমাত্যবর্গের সহিত মিলিত হইয়া বিচারপূর্ব্বক ন্যায়ানুসারে দণ্ড ও পুরস্কার না করেন, তিনি মহাপাতকী হয়েন।২৬ পুত্র পিতামাতাকে, প্রজাবর্গ রাজাকে এবং ভার্য্যা ভর্ত্তাকে পরিত্যাগ করিতে পারিবে না, পরন্তু যদি পিতামাতা ভর্ত্তা বা রাজা অতিপাতকী হয়েন, তাহা হইলে তাঁহারা বিনয়সম্পন্ন হইলেও তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে পারিবে।২৭

বাজ্যং ধনং জীবনং চ ধার্ম্মিকস্য মহীপতেঃ।
সংবক্ষেযুঃ প্রজা যত্নৈঃ অন্যথা যান্ত্যধোগতিম্ ॥ ২৮ ॥
মাতবং ভগিনীঞ্চাপি তথা দুহিতবং শিবে।
গন্তারো জ্ঞানতো যে চ মহাগুরুনিঘাতকাঃ ॥ ২৯ ॥
কুলধর্ম্মং সমাশ্রিত্য পুনস্ত্যক্তকুলক্রিযাঃ।
বিশ্বাসঘাতিনো লোকা অতিপাতকিনঃ স্মৃতাঃ ॥ ৩০ ॥

ধার্ম্মিকভূপতেবাজ্যাদিকমবক্ষন্তীনাং প্রজানাং দোষমাহ, বাজ্যমিত্যাদিনা। ধার্ম্মিকস্য মহীপতেবাজ্যং ধনং জীবনং চ প্রজা যত্নৈঃ সংবক্ষেবুঃ। অন্যথা বাজ্যাদিকমবক্ষন্ত্যস্তা অধোগতিং যান্তি ॥ ২৮ ॥

পিত্রাদযোঽতিপাতকিনশ্চেত্ত্যাজ্যা ইত্যুক্তম্। তে চ কে ইত্যাকাঙ্ক্ষাযামতিপাতকিনো নিবূপযতি, মাতবমিত্যাদিনা শ্লোকদ্বযেন। হে শিবে। মাতবং জননীং ভগিনীং স্বসাবং তথা দুহিতবং পুত্রীং চাপি জ্ঞানতো যে গন্তাবো ভবন্তি তথা জ্ঞানতো মহাগুবূণাং মাত্রাদীনাং নিঘাতকাঃ হন্তাবো যে। কুলধর্ম্মং সমাশ্রিত্য পুনস্ত্যক্তকুলক্রিযা যে। যে চ বিশ্বাসঘাতিনো লোকাঃ তেঽতিপাতকিনঃ স্মৃতাঃ ॥ ২৯ ॥ ৩০ ॥

অথ মাত্রাদিগামিনঃ পুবুষস্য সকামানাং তাসাং চ দণ্ডমাহ, মাতবমিত্যাদি। হে শিবে। মাতবং জনযিত্রীং তথা ভগিনীং তথা কন্যাং পুত্রীং চ গচ্ছতঃ পুংসো নিধনং মবণমেব দমো দণ্ডঃ। সকামানাং তাসামপি তদেব মবণমেব দমনং বিহিতম্। অথ মাতৃস্বস্রাদিগামিনাং পুংসাং তাসামপি সকামানাং দণ্ডমাহ, মাতাপিত্রিত্যাদিনা পাপাদস্মাদ্বিমুক্তয ইত্যন্তেন সার্দ্ধত্রযেণ। মাতাপিত্রোঃ

যদি বাজা ধার্ম্মিক হযেন, তাহা হইলে প্রজাগণ সর্বতোভাবে যত্ন পূর্বক তাঁহাব বাজ্য ধন ও জীবন বক্ষা কবিবে। ইহাব অন্যথাচবণ কবিলে নিবযগামী হইতে হইবে।২৮

শিবে। যাহাবা জ্ঞান-পূর্বক মাতৃগমন, ভাগিনীগমন বা কন্যাগমন কবে অথবা মহাগুবু-হত্যা কবে, ২৯ যাহাবা কুলধর্ম্ম আশ্রয কবিযা পুনর্ব্বাব কুলক্রিযাব অনুষ্ঠান পবিত্যাগ করে, কিম্বা যাহাবা বিশ্বাসঘাতক, তাহাদিগকে অতিপাতকী বলা যায।৩০ শিবে। যে ব্যক্তি মাতৃগমন ভাগিনীগমন বা কন্যাগমন কবিবে,

মাতরং ভগিনীং কন্যাং গচ্ছতো নিধনং দমঃ।
তাসামপি সকামানাং তদেব বিহিতং শিবে ॥ ৩১ ॥
মাতাপিতৃস্বসৃস্তল্পং স্নুষাং শ্বশ্রূং গুরুস্ত্রিয়ম্।
পিতামহস্য বনিতাং তথা মাতামহস্য চ ॥ ৩২ ॥
পিত্রোর্ভ্রাতুঃ সুতাং জাযাং ভ্রাতুঃ পত্নীং সুতামপি।
ভাগিনেযীং প্রভোঃ পত্নীং তনযাঞ্চ কুমাবিকাম্ ॥ ৩৩ ॥
গচ্ছতাং পাপিনাং লিঙ্গ-চ্ছেদো দণ্ডো বিধীযতে।
আসামপি সকামানাং দমো নাসানিকৃন্তনম্।
গৃহান্নির্য্যাপণং চৈব পাপাদস্মাদ্বিমুক্তযে ॥ ৩৪ ॥

স্বসৃস্তল্পং শয্যাং মৈথুনেচ্ছযা গচ্ছতাং তথা স্নুষাং পুত্রবধূং তথা শ্বশ্রূং শ্বশুব-পত্নীং তথা গুরুস্ত্রিযং তথা পিতামহস্য মাতামহস্য চ বনিতাং স্ত্রিযং তথা পিত্রোর্ভ্রাতুঃ সুতাং মাতুলপিতৃব্যযোঃ পুত্রীম্ তযোরেব জাযাং ভার্য্যাং চ তথা ভ্রাতুঃ পত্নীং তস্যৈব সুতামপি তথা ভাগিনেযীং স্বসৃতনযাম্ তথা প্রভোঃ পত্নীং তস্যৈব তনযাং পুত্রীং চ তথা কুমাবিকামবিব্যাহিতাং স্ত্রিযং গচ্ছতাং পাপিনাং লিঙ্গচ্ছেদঃ শিশ্নকর্ত্তনং দণ্ডো বিধীযতে। সকামানামাসামপ্যস্মাৎ পাপাৎ বিমুক্তযে নাসানিকৃন্তনং নাসিকাচ্ছেদনং গৃহান্নির্য্যাপণং চ দমো দণ্ডো বিধীয়তে ॥ ৩১ ॥ ৩২ ॥ ৩৩ ॥ ৩৪ ॥

অথ সপিণ্ডপত্নীতনযাগামিনো বিশ্বসিতস্ত্রীগামিনশ্চ দণ্ডমাহ, সপিণ্ডে-

---

বাজা তাহাব প্রণদণ্ড কবিবেন, অধিকন্তু ঐ মাতা ভগিনী বা কন্যা যদি সকামা হয, তাহা হইলে তাহাদিগেবও ঐ প্রকাব বধদণ্ড কবিতে হইবে।৩১

যে ব্যক্তি মাতৃস্বসা গমন, পিতৃস্বসা গমন, পুত্রবধূ গমন, শাশুড়ী গমন, গুরু-পত্নী গমন, পিতামহী গমন, মাতামহী গমন, ৩২ পিতৃব্যকন্যা গমন, মাতুলকন্যা গমন, পিতৃব্যপত্নী গমন, মাতুলপত্নী গমন, ভ্রাতৃপত্নী গমন ভ্রাতৃকন্যা গমন, ভাগিনেযী গমন, প্রভুপত্নী গমন, প্রভুকন্যা গমন অথবা কুমাবী গমন কবে, ৩৩ তাদৃশ পাপীব লিঙ্গচ্ছেদই বিধিবিহিত দণ্ড হইতেছে। ঐ সকল কামিনী যদি সকামা হয, তাহা হইলে এই গুরুতব পাপমোচনেব নিমিত্ত তাহাদিগেব নাসিকাচ্ছেদন পূর্ব্বক গৃহ হইতে বহিষ্কৃত কবিযা দিবে।৩৪

সপিণ্ডদারতনয়াঃ স্ত্রিয়ং বিশ্বাসিনামপি।
সর্ব্বস্বহরণং কেশ-বপনং গচ্ছতো দমঃ। ৩৫ ॥
স্ত্রীভিরেতাভিরজ্ঞানাদ্ ভবেৎ পরিণয়ো যদি।
ব্রাহ্মেণ বাপি শৈবেন জ্ঞাত্বা তাস্তৎক্ষণং ত্যজেৎ ॥ ৩৬ ॥
সবর্ণদারান্ যো গচ্ছেৎ অনুলোমপরস্ত্রিয়ম্।
দমস্তস্য ধনাদানং মাসৈকং কণভোজনম্। ৩৭ ॥

ত্যাদিনা। সপিণ্ডানাং দারাংস্তনয়াশ্চ বিশ্বাসিনামপি স্ত্রিয়ং গচ্ছতো জনস্য সর্ব্বস্বহরণং সর্ব্বধনাদানং কেশবপনং কেশমুণ্ডনং চ দমো ভবেৎ ॥ ৩৫ ॥

অথাজ্ঞানতো বেদোক্তশিবোক্তবিধিভ্যাং সপিণ্ডাদিভির্জ্জাতবিবাহস্য যদ্বিধেয়ং তদাহ, স্ত্রীভিরিত্যাদিনা। এতাভিঃ সপিণ্ডাদিতনয়াদিভিঃ স্ত্রীভির্ব্রাহ্মেণ বেদোক্তবিধিনা শৈবেন শিবোক্তবিধিনা বা যদ্যজ্ঞানাৎ পরিণয়ো বিবাহো ভবেৎ তদা জ্ঞাত্বা তাঃ স্ত্রীস্তৎক্ষণমেব ত্যজেৎ ॥ ৩৬ ॥

ননু সবর্ণদারান্ সবর্ণানন্তরবর্ণদারাংশ্চ গচ্ছতঃ কথং শুদ্ধিস্তত্রাহ, সবর্ণেত্যাদিনা। যঃ পুমান্ সবর্ণদারান্ গচ্ছেৎ তথানুলোমপরস্ত্রিয়ং চ যো গচ্ছেৎ যথা ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়াং ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যামেবম্। তস্য ধনাদানং মাসৈকং কণভোজনং চ দমো জ্ঞেয়ঃ ॥ ৩৭ ॥

অথ জ্ঞানপূর্ব্বকব্রাহ্মণীগমনে ক্ষত্রিয়াদীনাং সকামায়াস্তস্যাশ্চ দণ্ডমাহ,

---

যে ব্যক্তি কোন সপিণ্ডের পত্নীতে বা কন্যাতে অথবা কোন বিশ্বস্ত লোকের পত্নীতে উপগত হইবে, রাজা তাহার সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া মস্তক মুণ্ডন পূর্ব্বক ছাড়িয়া দিবেন।৩৫

যদি অজ্ঞান বশতঃ পূর্ব্বোক্তপ্রকার সম্পর্কবিশিষ্ট বা সপিণ্ড কোন নারীর সহিত কাহারো ব্রাহ্ম বা শৈব বিবাহ হয়, তাহা হইলে যখনই তাহা জানিতে পারিবে, তৎক্ষণাৎ সেই স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিবে।৩৬

যে ব্যক্তি সজাতীয় পরপত্নীতে গমন করিবে, অথবা যে ব্যক্তি আপন অপেক্ষা হীন জাতীয় পরপত্নীতে গমন করিবে, রাজা তাহার যথাসম্ভব অর্থ দণ্ড করিয়া একমাস তাহাকে কণ-ভোজন করাইয়া রাখিবেন।৩৭ ররাননে।

রাজন্যবৈশ্যশূদ্রাণাং সামান্যানাং বরাননে।
ব্রাহ্মণীং গচ্ছতাং জ্ঞানাৎ লিঙ্গচ্ছেদো দমঃ স্মৃতঃ ॥ ৩৮ ॥
ব্রাহ্মণীং বিকৃতাং কৃত্বা দেশান্নির্য্যাপয়েন্নৃপঃ।
বীরস্ত্রীগামিনাং তাসাম্ এবমেব দমো বিধিঃ ॥ ৩৯ ॥
দুরাত্মা যস্তু রমতে প্রতিলোমপরস্ত্রিয়া।
দণ্ডস্তস্য ধনাদানং ত্রিমাসং কণভোজনম্ ॥ ৪০ ॥

রাজন্যেত্যাদিনা। বরাননে শ্রেষ্ঠবদনে জ্ঞানাদ্‌ব্রাহ্মণীং গচ্ছতাং 'রাজন্যবৈশ্য-শূদ্রাণাং সামান্যানামন্ত্যজানাং চ লিঙ্গচ্ছেদো দমো দণ্ডঃ স্মৃতঃ ॥ ৩৮ ॥

ব্রাহ্মণীমিত্যাদি। সকামাং ব্রাহ্মণীমপি বিকৃতাম্ অথবাঙ্গহীনাং কৃত্বা নৃপো দেশান্নির্য্যাপয়েন্নিঃসারয়েৎ। অথ বীরস্ত্রিয়ো গচ্ছতাং তাসাং চ দণ্ডমাহ, বীরেতি। বীরস্ত্রীগামিনাং সকামানাং তাসাং চৈবমেব পূর্ব্ববদেব দমো বিধির্বিধাতব্য ইত্যর্থঃ। বিধিরিতি বি পূর্ব্বকাদ্ধাঞঃ উপসর্গে ধোঃ কিরিতি কর্ম্মণি কিঃ ॥ ৩৯ ॥

অথ সবর্ণোত্তমবর্ণাস্ত্রীগামিনাং পুংসাং তস্যাশ্চ সকামায়া দণ্ডমাহ, দুরাত্মে-ত্যাদিনা। যো দুরাত্মা দুষ্টচিত্তো দুর্বুদ্ধির্দুষ্টস্বভাবো বা প্রতিলোমপরস্ত্রিয়া সহ রমতে যথা শূদ্রো বৈশ্যয়েত্যেবম্। তস্য পুংসো ধনাদানং ত্রিমাসং কণভোজনং

যদি কোন ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র বা সামান্য জাতি জ্ঞান পূর্ব্বক ব্রাহ্মণী গমন করে, তাহা হইলে তাহার লিঙ্গচ্ছেদরূপ দণ্ড করিতে হইবে।৩৮ আর রাজা, নাসিকা কর্ণ প্রভৃতি কোন অঙ্গচ্ছেদন বা মস্তকমুণ্ডনাদি দ্বারা ঐ নীচগামিনী ব্রাহ্মণীকে বিকৃতা করিয়া রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবেন। যদি পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিরা বীরপত্নী গমন করে, তাহা হইলে তাহাদিগেরও ঐরূপ লিঙ্গচ্ছেদ এবং সকামা হইলে ঐ বীরস্ত্রীদিগেরও ঐরূপ কর্ণ-নাসিকাদিচ্ছেদন পূর্ব্বক বিকৃতাকার করিয়া নির্ব্বাসন রূপ দণ্ড হইবে।৩৯

যে দুরাত্মা প্রতিলোম-পরস্ত্রীতে উপগত হয়, অর্থাৎ অধম জাতীয় পুরুষ হইয়া উৎকৃষ্ট জাতীয় স্ত্রীতে রত হয়, রাজা তাহার সর্ব্বস্ব হরণ পূর্ব্বক তাহাকে তিন মাস কণভোজন করাইয়া রাখিবেন।৪০ আর, যদি ঐ সকল রমণী

সকামায়াঃ স্ত্রিয়াশ্চাপি দণ্ডস্তদ্বদ্বিধীয়তে ।
বলাৎকারগতা ভার্য্যা ত্যাজ্যা পাল্যা ভবেৎ শিবে ॥ ৪১ ॥
ব্রাহ্মী ভার্য্যাথবা শৈবী কামতো বাপ্যকামতঃ ।
সর্ব্বথা হি পরিত্যাজ্যা স্যাচ্চেৎ পরগতা সকৃৎ ॥ ৪২ ॥
গচ্ছতাং যবনারীষু * গবাদিপশুযোনিষু ।
শুদ্ধির্ভবতি দেবেশি ত্রিরাত্রং কণভোজনাৎ ॥ ৪৩ ॥

চ দণ্ডো ভবতি । সকামায়াঃ স্ত্রিয়াশ্চ তদ্বৎ পূর্ব্ববদ্দণ্ডো বিধীয়তে । আত্মা দেহমনোব্রহ্মস্বভাবধৃতিবুদ্ধিম্বিতি কোষঃ । অথ বলাৎকারেণ পরপুরুষমিতায়া অবলায়াস্ত্যাগঃ পালনং চ পুংসা বিধেয়মিত্যাহ, বলাদিত্যাদিনা । হে শিবে বলাৎকারেণ পরপুংসা গতা যা ভার্য্যা সা ত্যাজ্যা গ্রাসাদিভিঃ পালনীয়া ভবেৎ ॥ ৪০ ॥ ৪১ ॥

অথ কামাকামাভ্যাং পরগতয়োর্ব্রাহ্মীশৈব্যোর্ভার্য্যয়োস্ত্যাগ এবোচিত ইত্যাহ, ব্রাহ্মীত্যাদিনা । ব্রাহ্মী বেদোক্তবিধিনা পরিণীতা অথবা শৈবী শিবোক্ত বিধানেন পরিণীতা ভার্য্যা সকৃদেকবারমপি পরগতা চেত্তদা সর্ব্বথা সর্ব্বপ্রকারেণ পরিত্যাজ্যা স্যাৎ ॥ ৪২ ॥

অথ বেশ্যাগামিনাং পশুযোনিগামিনাং চ প্রায়শ্চিত্তমাহ, গচ্ছতামিত্যাদিনা । হে দেবেশি যবনারীষু বেশ্যাসু তথা গবাদিপশুযোনিষু গচ্ছতাং জনানাং ত্রিরাত্রং কণভোজনাচ্ছুদ্ধির্ভবতি ॥ ৪৩ ॥

সকামা হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকেও পূর্ব্বোক্ত রূপ দণ্ড অর্থাৎ বিকৃতাকার সম্পাদন পূর্ব্বক নির্ব্বাসন দণ্ড হইবে । পরন্তু, শিবে ! যদি কাহারো ভার্য্যাকে অন্যে বলাৎকার করে, তাহা হইলে সে ঐ ভার্য্যাকে পরিত্যাগ করিবে বটে, কিন্তু যাবজ্জীবন তাহার ভরণপোষণ করিতে হইবে ।৪১ ব্রাহ্মী ভার্য্যাই হউক বা শৈবী ভার্য্যাই হউক, ইচ্ছা পূর্ব্বকই হউক বা অনিচ্ছাপূর্ব্বকই হউক, যদি একবার মাত্রও পরপুরুষ সংসর্গে দূষিতা হয়, তাহা হইলেও তাহাকে সর্ব্বতো-ভাবে পরিত্যাগ করিবে ।৪২

দেবেশি ! যে ব্যক্তি বেশ্যা গমন করিবে, বা যে ব্যক্তি গো ছাগী প্রভৃতি

---

* বীবনারীষু ইতি পাঠস্তু প্রামাদিকঃ ।

গচ্ছতাং কামতঃ পুংসঃ স্ত্রিয়াঃ পায়ুং দুরাত্মনাম্‌।
বধ এব বিধাতব্যো ভূভৃতা শম্ভুশাসনাৎ ॥ ৪৪ ॥
বলাৎকারেণ যো গচ্ছেদ্‌ অপি চাণ্ডালযোষিতম্‌।
বধস্তস্য বিধাতব্যো ন ক্ষন্তব্যঃ কদাপি সঃ ॥ ৪৫ ॥
পরিণীতাস্তু যা নার্য্যো ব্রাহ্মৈর্বা শৈববর্ত্মভিঃ।
তা এব দারা বিজ্ঞেয়া অন্যাঃ সর্ব্বাঃ পরস্ত্রিয়ঃ * ॥ ৪৬ ॥

অথ স্ত্রীপুংসযোঃ পায়ুং গচ্ছতাং দণ্ডমাহ, গচ্ছতামিত্যাদিনা। পুংসঃ পুরুষস্য স্ত্রিয়াশ্চ পায়ুং গুদং কামতো গচ্ছতাং দুরাত্মনাং ভূভৃতা রাজ্ঞা শম্ভুশাসনাদ্বধ এব বিধাতব্যঃ ॥ ৪৪ ॥

বলাৎকারেণ পরস্ত্রীগামিনামপি বধ এব দণ্ড ইত্যাহ, বলাদিত্যাদিনা। বলাৎকারেণ চাণ্ডালযোষিতমপি যো গচ্ছেত্তস্যাপি বধো বিধাতব্যঃ। কদাপি স ন ক্ষন্তব্যঃ। অপি শব্দেন ব্রাহ্মণ্যাদিগামিনাং তু সুতরামেব বধো বিধাতব্য ইতি ধ্বনিতম্‌ ॥ ৪৫ ॥

অথোক্তবক্ষ্যমাণেষু তত্তৎশ্লোকেষ্বাকাঙ্ক্ষিতত্বাৎ স্বস্ত্রীঃ পরস্ত্রীশ্চ নিরূপয়তি, পরিণীতা ইত্যাদিনা। ব্রাহ্মৈর্বেদোক্তবর্ত্মভিঃ শিবোক্তবর্ত্মভির্বা যাস্তু নার্য্যঃ পরিণীতা উদ্বাহিতাস্তা এব দারাঃ স্বস্ত্রিয়ো বিজ্ঞেয়াঃ। অন্যাস্তদ্ভিন্নাঃ সর্ব্বাঃ পরস্ত্রিয়ো বিজ্ঞেয়াঃ ॥ ৪৬ ॥

পশুযোনি গমন করিবে, সে ত্রিরাত্র কণভোজন করিয়া পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারিবে।৪৩ যদি কোন ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্ব্বক পুরুষের কিম্বা স্ত্রীলোকের গুহ্যদেশে (পায়ুদেশে) রমণ করে, তাহা হইলে শম্ভুর শাসন অনুসারে রাজা তাহার বধ দণ্ড করিবেন।৪৪ আর যদি কোন ব্যক্তি বলাৎকার দ্বারা চাণ্ডালকন্যাও গমন করে, তাহা হইলেও তাহার বধ দণ্ড করা কর্ত্তব্য। বলাৎকার স্থলে কোন-ক্রমেই ক্ষমা করা কর্ত্তব্য নহে।৪৫ যে সকল নারী ব্রাহ্ম বিবাহ দ্বারা বা শৈব বিবাহ দ্বারা পরিণীতা হইয়াছে, তাহারাই ভার্য্যা, তদ্ভিন্ন সমুদায় স্ত্রীই পরস্ত্রী।৪৬

যে ব্যক্তি সকাম হইয়া পরস্ত্রী দর্শন করিবে, সে ব্যক্তি একদিন উপবাস

---

* জ্ঞেয়া অন্যাঃ পরস্ত্রিয় ইতি বা পাঠঃ।

কামাৎ পরস্ত্রিয়ং পশ্যন্ বহঃ সম্ভাষয়ন্ স্পৃশন্।
পরিষ্বজ্যোপবাসেন বিশুধ্যেদ্দ্বিগুণক্রমাৎ ॥ ৪৭ ॥
কুর্ব্বন্ত্যেবং সকামা যা পরপুংসা কুলাঙ্গনা।
উক্তোপবাসবিধিনা স্বাত্মানং পরিশোধয়েৎ ॥ ৪৮ ॥
ব্রুবন্নিন্দ্যং বচঃ স্ত্রীষু পশ্যন্ গুহ্যং পরস্ত্রিয়াঃ।
হসন্ গুরুতরং মর্ত্ত্যঃ শুধ্যেদ্দ্বিরুপবাসতঃ ॥ ৪৯ ॥

অথ কামতঃ পরস্ত্রীদর্শনাদিকং কুর্ব্বতঃ প্রায়শ্চিত্তমাহ, কামাদিত্যাদিনা। কামাৎ পরস্ত্রিয়ং পশ্যন্ তথা রহঃ একান্তে সম্ভাষয়ন্ তয়া সহালাপং কুর্ব্বন্ তথা স্পৃশংশ্চ পরিষ্বজ্য তামালিঙ্গ্য চ দ্বিগুণক্রমাদুপবাসেন জনো বিশুধ্যেৎ। যথা কামতঃ পরস্ত্রীদর্শনে একোপবাসেন সম্ভাষণে উপবাসদ্বয়েন স্পর্শনে উপবাস-চতুষ্টয়েন আলিঙ্গনে অষ্টভিস্তৈঃ শুদ্ধিঃ ॥ ৪৭ ॥

অথ সহ পরপুংসা সম্ভাষণাদিকং কুর্ব্বন্ত্যাঃ সকামায়াঃ স্ত্রিয়া অপি তদেব প্রায়শ্চিত্তমিত্যাহ, কুর্ব্বন্তীত্যাদিনা। যা কুলাঙ্গনা কুলপালিকা স্ত্রী সকামা সতী পরপুংসা সহ এবং সম্ভাষণাদিকং কুর্ব্বন্তী বভূব সা পূর্ব্বোক্তোপবাসবিধিনা আত্মানং পরিশোধয়েৎ ॥ ৪৮ ॥

ননু স্ত্রীষু দুর্ব্বচো বদতঃ পরস্ত্রীগুহ্যং পশ্যতো গুরুতরং হসতশ্চ কথং শুদ্ধি-

---

করিয়া শুদ্ধি লাভ করিতে পারিবে। যে ব্যক্তি সকাম হইয়া পরস্ত্রীর সহিত নির্জ্জনে আলাপ করিবে, সে ব্যক্তি দুই দিন উপবাস করিয়া, যে ব্যক্তি ঐরূপ সকাম হইয়া পরস্ত্রী স্পর্শ করিবে, সে ব্যক্তি চারি দিন উপবাস করিয়া এবং যে ব্যক্তি ঐরূপভাবে পরস্ত্রীকে আলিঙ্গন করিবে, সেই ব্যক্তি আট দিন উপবাস করিয়া শুদ্ধি লাভ করিতে পারিবে।[৪৭]

যে কুলঙ্গনা সকামা হইয়া পরপুরুষকে দর্শন করিবে, পরপুরুষের সহিত কথোপকথন করিবে. পরপুরুষ স্পর্শ করিবে, অথবা পরপুরুষ আলিঙ্গন করিবে, সেই রমণীও যথাক্রমে উক্ত প্রকার এক দিন, দুই দিন, চারিদিন, ও আট দিন উপবাস করিয়া শুদ্ধি লাভ করিতে পারিবে।[৪৮] যে ব্যক্তি-স্ত্রীলোকের প্রতি কুৎসিত বাক্য প্রয়োগ করিবে, যে ব্যক্তি পরস্ত্রীর গুহ্যদেশ অবলোকন করিবে,

দর্শয়ন্নগ্নমাত্মানং কুর্বন্নগ্নং তথাপরম্‌ ।
ত্রিরাত্রমশনং ত্যক্ত্বা শুদ্ধো ভবতি মানবঃ ॥ ৫০ ॥
পত্ন্যাঃ পরাভিগমনং প্রমাণয়তি চেৎ পতিঃ ।
নৃপস্তদা তাং তজ্জারং শাস্যাৎ শাস্ত্রানুসারতঃ ॥ ৫১ ॥
প্রমাণে যদ্যশক্তঃ স্যাৎ দয়িতোপপতেঃ পতিঃ ।
ত্যক্ত্বা তাং পোষয়েদ্‌গ্রাসৈঃ তিষ্ঠেচ্চেৎ পতিশাসনে ॥ ৫২ ॥

শুদ্ধিমাহ, ব্রুবন্নিত্যাদিনা। স্ত্রীষু নিন্দ্যমযুক্তং বচো ব্রুবন্‌ তথা পরস্ত্রিয়া গুহ্যং গোপ্যং প্রদেশং পশ্যন্‌ তথা গুরুতরং হসন্মর্ত্ত্যো দ্বিরুপবাসতঃ শুধ্যেৎ ॥ ৪৯ ॥ নগ্নমাত্মানং নগ্নং দর্শয়তঃ পরঞ্চ তাদৃশং কুর্ব্বতঃ কথং শুদ্ধিস্তত্রাহ, দর্শয়ন্নিত্যাদিনা। আত্মানং নগ্নং দর্শয়ন্‌ তথাপরং নগ্নং কুর্ব্বন্মানবো ত্রিরাত্রমশনং ভোজনং ত্যক্ত্বা শুদ্ধো ভবতি ॥ ৫০ ॥

অথ স্বপতিপ্রমাণিতান্যপুরুষগমনায়াঃ স্ত্রিয়াঃ তজ্জারস্য চ দণ্ডমাহ, পত্ন্যা ইত্যাদিনা। পতিশ্চেদ্‌যদি পত্ন্যাঃ পরাভিগমনং প্রমাণয়তি তদা নৃপস্তাং তস্যা জারং চ শাস্ত্রানুসারতঃ পূর্ব্বোক্তবিধানাৎ শাস্যাৎ ॥ ৫১ ॥

অথোপপতিপ্রমাণাশক্তপতিকায়াঃ শঙ্কিতব্যভিচারায়াঃ স্ত্রিয়াস্ত্যাগপোষণে বিধাতব্যে ইত্যাহ, প্রমাণে ইত্যাদিনা। দয়িতোপপতেঃ পত্ন্যা জারস্য প্রমাণে যদি পতিরশক্তঃ স্যাত্তর্হি তাং দয়িতাং ত্যক্ত্বা চেদ্‌যদি পতিশাসনে তিষ্ঠেৎ ভর্ত্তুরাজ্ঞাং ন লঙ্ঘেত তদা গ্রাসৈঃ কবলৈঃ পোষয়েৎ ॥ ৫২ ॥

যে ব্যক্তি স্ত্রীলোক দেখিয়া গুরুতর অর্থাৎ গর্হিত হাস্য করিবে, সেই ব্যক্তি দুই দিন উপবাস করিয়া শুদ্ধি লাভ করিতে পারিবে।[৪৯]

যে ব্যক্তি (ইচ্ছাপূর্ব্বক) আপনার উলঙ্গ অবস্থা প্রদর্শন করিবে অথবা যে ব্যক্তি অন্য কাহাকেও উলঙ্গ করিবে, সেই ব্যক্তি ত্রিরাত্র উপবাস করিয়া শুদ্ধি লাভ করিতে পারিবে।[৫০] যদি কোন ব্যক্তি এরূপ প্রমাণ করিতে পারে যে, তাহার পত্নী অন্য পুরুষের সহিত সংসর্গ করিয়াছে, তাহা হইলে রাজা সেই ব্যভিচারিণী রমণীকে এবং তাহার উপপতিকে শাস্ত্রানুসারে পূর্ব্বোক্তরূপ দণ্ড প্রদান করিবেন।[৫১] পরন্তু, যদি স্বামী পত্নীর উপপতি-সংসর্গ প্রমাণ করিয়া দিতে না পারে, তাহা হইলে সেই স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিতে পারিবে, অথচ যদি ঐ স্ত্রী পতির আজ্ঞানুবর্ত্তিনী হইয়া থাকে, তাহা হইলে গ্রাসাচ্ছাদন প্রদান করিতে হইবে।[৫২]

রমমাণামুপপতৌ পশ্যন্ পত্নীং পতিস্তদা।
নিঘ্নন্ বনিতয়া জারং বধার্হো নৈব ভূভৃতঃ॥ ৫৩॥
ভর্ত্তুর্নিবারণং যত্র গমনে যেন ভাষণে।
প্রয়াণাদ্ভাষণাত্তত্র ত্যাগার্হা স্যাৎ কুলাঙ্গনা॥ ৫৪॥
মৃতে পত্যৌ স্বধর্ম্মেণ পতিবন্ধুবশে স্থিতা।
অভাবে পিতৃবন্ধূনাং তিষ্ঠন্তী দায়মর্হতি॥ ৫৫॥

ননু সহোপপতিনা রমমাণাং পত্নীমবলোক্য সজারাং তাং ঘ্নতস্তদ্ভর্ত্তুর্বধার্হত্বং স্যান্ন বেতি সন্দিহানাং গিরিজাং প্রতি ব্রূতে, রমমাণামিত্যাদিনা। পতির্ভর্ত্তা যদোপপতৌ রমমাণাং পত্নীং পশ্যন্নাসীত্তদা বনিতয়া সহ জারং নিঘ্নন্ পতির্ভূভৃতো রাজ্ঞো বধার্হো নৈব ভবেৎ। তদা নিঘ্নন্নিত্যনেনান্যকালে নিঘ্নতো বধার্হত্বং স্যাদেবেতি ধ্বনিতম্॥ ৫৩॥

অথ ভর্ত্তুর্নিষিদ্ধস্থানে গচ্ছন্ত্যাস্তন্নিষিদ্ধমন্যপুরুষেণ সহ ভাষণং চ কুর্ব্বন্ত্যাঃ স্ত্রিয়াস্ত্যাগার্হত্বং বিদধাতি, ভর্ত্তুরিত্যাদিনা। যত্র স্থানে গমনে যেন পুংসা সহ ভাষণে চ ভর্ত্তুর্নিবারণং জাতং তত্র প্রয়াণাদ্ভাষণাচ্চ কুলাঙ্গনাপি ত্যাগার্হা স্যাৎ॥ ৫৪॥

অথ প্রসঙ্গাৎ পতিবান্ধবাদিবশে স্বধর্ম্মেণ তিষ্ঠন্ত্যাঃ মৃতপতিকায়া দায়ভাক্ত্বমাহ মৃত ইত্যাদিনা। পত্যৌ মৃতে সতি পতিবন্ধুবশে স্বধর্ম্মেণ স্থিতা পতিবন্ধূনামভাবে পিতৃবন্ধূনাং বশে তিষ্ঠন্তী সতী স্ত্রী দায়মর্হতি॥ ৫৫॥

যদি স্বামী দেখিতে পায় যে, তাহার পত্নী উপপতির সহিত রতিক্রিয়া করিতেছে, এবং যদি সেই সময়ে সে সেই ব্যাভিচারিণী স্ত্রীকে ও তাহার উপপতিকে বিনাশ করে, তাহা হইলে রাজা তাহার বধ দণ্ড (বা অন্য কোন দণ্ড) করিবেন না।[৫৩] ভর্ত্তা যেখানে গমন করিতে বা যাহার সহিত কথা কহিতে নিষেধ করেন, যদি কুলকামিনী ভর্ত্তার অসম্মতিতে সেই স্থানে গমন করে বা তাহার সহিত কথা কহে, তাহা হইলে ভর্ত্তা তাহাকে পরিত্যাগ করিতে পারিবে।[৫৪]

স্বামির মৃত্যু হইলে যদি বিধবা পত্নী পতিবন্ধুদিগের বশবর্ত্তিনী হইয়া স্বধর্ম্মে অবস্থান করে, অথবা পতিবন্ধুর অভাবে পিতৃবন্ধুদিগের বশবর্ত্তিনী হইয়া নিজধর্ম্ম পালন করে, তাহা হইলে সে স্বামীর স্থাবর অস্থাবর সমুদায় সম্পত্তি

দ্বির্ভোজনং পরান্নং চ মৈথুনামিষভূষণম্‌ ।
পর্য্যঙ্কং রক্তবাসশ্চ বিধবা পরিবর্জ্জয়েৎ ॥ ৫৬ ॥
নাঙ্গমুদ্বর্ত্তয়েদ্বাসৈঃ গ্রাম্যালাপমপি ত্যজেৎ ।
দেবব্রতা নয়েৎ কালং বৈধব্যং ধর্ম্মমাশ্রিতা ॥ ৫৭ ॥
ন বিদ্যতে পিতা যস্য শিশোর্মাতা পিতামহঃ ।
নিয়তং পালনে তস্য মাতৃবন্ধুঃ প্রশস্যতে ॥ ৫৮ ॥

অনন্তরোক্তশ্লোকে বিধবাধর্ম্মাণামাকাঙ্ক্ষিতত্বাত্তান্নিরূপয়তি, দ্বির্ভোজনমিত্যাদিশ্লোকদ্বয়েন। বিধবা স্ত্রী দ্বির্ভোজনং পরস্যান্নং মৈথুনং রতিম্‌ আমিষং মাংসাদিকং ভূষণমলঙ্কারং পর্য্যঙ্কং খট্বাং রক্তবাসো রক্তং বস্ত্রং চ পরিবর্জ্জয়েৎ ॥৫৬॥

নাঙ্গমিত্যাদি। বৈধব্যং ধর্ম্মমাশ্রিতা বিধবা বাসৈঃ পিষ্টৈর্ঘৃষ্টৈর্বা সুগন্ধিদ্রব্যৈঃ অঙ্গং নোদ্বর্ত্তয়েৎ নোৎসাদয়েৎ। বাস্যতে যৈস্তে বাসাঃ করণেঽচ্‌ গ্রাম্যমালাপমপি ত্যজেৎ। ননু গ্রাম্যালাপাভাবে কথং কালং ক্ষিপেত্তত্রাহ, দেবেত্যাদিনা। দেবব্রতা সতী কালং নয়েৎ স্বেষ্টনামাদিকীর্ত্তনাদিনা কালং ক্ষিপেদিত্যর্থঃ ॥ ৫৭ ॥

ননু মৃতমাতাপিতৃপিতামহস্য শিশোঃ পালনে পিতৃবন্ধুমাতৃবন্ধ্বোর্মধ্যে কতরস্য প্রাশস্ত্যমিতি পৃচ্ছন্তীং দেবীং প্রত্যাহ, ন বিদ্যত ইত্যাদিনা। যস্য শিশোঃ পিতা মাতা পিতামহশ্চ ন বিদ্যতে তস্য পালনে নিয়তং নিশ্চিতং মাতৃবন্ধুঃ প্রশস্যতে ॥ ৫৮ ॥

প্রাপ্ত হইবে।[৫৫] দুই বার ভোজন, পরান্ন ভোজন, মৈথুন, আমিষ ভোজন, ভূষণ পরিধান, পর্য্যঙ্কে শয়ন, রক্তবস্ত্র (রঞ্জিত বসন) পরিধান, বিধবা এই সমুদায় পরিত্যাগ করিবে।[৫৬] বিধবা নারী সুগন্ধি তৈল মাখিবে না, অথবা সুগন্ধি দ্রব্য দ্বারা গাত্রমার্জ্জন করিবে না , সে গ্রাম্য আলাপ (বৃথা গাল-গল্প) পরিত্যাগ করিবে। পরন্তু তাহার কর্ত্তব্য এই যে, সে নিজ বৈধব্য ধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক সর্ব্বদা দেবপূজা-নিরতা ও ব্রতপরায়ণা হইয়া কালক্ষেপ করিবে[৫৭]

যে বালকের পিতা, মাতা, পিতামহ, প্রভৃতি (পিতৃকুলে নিকট আত্মীয় অভিভাবক) নাই, মাতৃকুলে মাতৃবন্ধু দ্বারা তাহার পালনই প্রশস্ত।[৫৮]

মাতুর্মাতা পিতা ভ্রাতা মাতুর্ভ্রাতুঃ সুতাস্তথা।
মাতুঃ পিতুঃ সোদরাশ্চ বিজ্ঞেয়া মাতৃবান্ধবাঃ ॥ ৫৯ ॥
পিতুর্মাতা পিতা ভ্রাতা পিতুর্ভ্রাতুঃ স্বসুঃ সুতাঃ।
পিতুঃ পিতুঃ সোদরাশ্চ বিজ্ঞেয়াঃ পিতৃবান্ধবাঃ ॥ ৬০ ॥
পত্যুর্মাতা পিতা ভ্রাতা পত্যুর্ভ্রাতুঃ স্বসুঃ সুতাঃ।
পত্যুঃ পিতুঃ সোদরাশ্চ বিজ্ঞেয়াঃ পতিবান্ধবাঃ ॥ ৬১ ॥
পিত্রে মাত্রে পিতুঃ পিত্রে পিতামহ্যৈ তথা স্ত্রিয়ৈ।
অযোগ্যসূনবে পুত্র-হীনমাতামহায় চ ॥ ৬২ ॥

ননু কে তে মাতৃবন্ধ্বাদয় ইত্যাহ, মাতুরিত্যাদিনা। মাতুর্মাতা মাতামহী মাতুঃ পিতা মাতামহঃ মাতুর্ভ্রাতা মাতুলঃ তথা মাতুর্ভ্রাতুঃ সুতাঃ মাতুলপুত্রাঃ মাতুঃ পিতুর্মাতামহস্য সোদরাশ্চ মাতৃবান্ধবা বিজ্ঞেয়াঃ ॥ ৫৯ ॥

অথ পিতৃবান্ধবানাহ, পিতুরিত্যাদিনা। পিতুর্মাতা পিতামহী পিতুঃ পিতা পিতামহঃ পিতুর্ভ্রাতা পিতৃব্যঃ পিতুর্ভ্রাতুঃ সোদরস্য সুতাঃ পিতুঃ স্বসুর্ভগিন্যাশ্চ সুতাঃ পিতুঃ পিতুঃ পিতামহস্য সোদরাশ্চ পিতৃবান্ধবা বিজ্ঞেয়াঃ ॥ ৬০ ॥

অথ পতিবান্ধবানাহ, পত্যুরিত্যাদিনা। পত্যুর্মাতা শ্বশ্রূঃ পত্যুঃ পিতা শ্বশুরঃ পত্যুর্ভ্রাতা সোদরঃ পত্যুর্ভ্রাতুঃ সুতাঃ পুত্রাঃ পত্যুঃ স্বসুর্ভগিন্যাশ্চ সুতাঃ পত্যুঃ পিতুঃ শ্বশুরস্য সোদরাশ্চ পতিবান্ধবা বিজ্ঞেয়াঃ ॥ ৬১ ॥

অথ দরিদ্রেভ্যঃ পিত্রাদিভ্যো ভোজনাদিকং পুরুষেণ নবপাতির্দাপয়েদিত্যাহ, পিত্রে ইত্যাদিনা দ্বয়েন হি। অম্বিকে জগজ্জননি পিত্রে তথা মাত্রে তথা পিতুঃ পিত্রে পিতামহায় পিতামহ্যৈ চ তথা অযোগ্যসূনবে অযোগ্যপুত্রায়ৈ

মাতামহী, মাতামহ, মাতুল, মাতুলপুত্র এবং মাতামহ-সহোদর প্রভৃতি ইঁহারা মাতৃবন্ধু।৫৯ পিতামহী পিতামহ পিতৃব্য পিতৃব্যপুত্র পিতৃষ্বস্রের পিতামহ-সহোদর প্রভৃতিকে পিতৃবন্ধু বলা যায়।৬০ আর শ্বশ্রূ, শ্বশুর, দেবর, ভ্রাতৃশ্বশুর (ভাশুর) ভ্রাতৃশ্বশুরপুত্র, দেবরপুত্র, ভর্ত্তৃভগিনীপুত্র, শ্বশুরসোদর প্রভৃতি পতিবান্ধব বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে।৬১ অম্বিকে! পিতা, মাতা, পিতামহ, পিতামহী, পত্নী, অযোগ্য পুত্র, এবং পুত্রহীন মাতামহ, ৬২ ও পুত্রহীন মাতামহী, ইহারা

মাতামহ্যৈ দরিদ্রেভ্য * এভ্যো বাসস্তথাশনম্।
দাপয়েন্নৃপতিঃ পুংসা যথাবিভবমম্বিকে ॥ ৬৩ ॥
দুর্ব্বাচ্যং কথয়ন্ পত্নীম্ একাহমশনং ত্যজেৎ।
ত্র্যহং সন্তাড়য়ন্ রক্তং পাতয়ন্ সপ্ত বাসরান্ ॥ ৬৪ ॥
ক্রোধাদ্বা মোহতো ভার্য্যাং মাতরং ভগিনীং সুতাম্।
বদন্নুপোষ্য সপ্তাহং বিশুধ্যেচ্ছিবশাসনাৎ ॥ ৬৫ ॥

স্বিয়ৈ পুত্রহীনমাতামহায় চ। তাদৃশ্যৈ মাতামহ্যৈ চ দরিদ্রেভ্য এভ্যঃ পিত্রা-দিভ্যো যথাবিভবং বিভবমনতিক্রম্য বাসো বস্ত্রং তথাশনং ভোজ্যং নৃপতিঃ পুংসা দাপয়েৎ ॥ ৬২ ॥ ৬৩ ॥

অথ পত্ন্যৈ দুর্ব্বাচ্যং কথয়তস্তাং তাড়য়তস্তস্যা রক্তং চ পাতয়তঃ ক্রমতঃ প্রায়শ্চিত্তমাহ, দুর্ব্বাচ্যমিত্যাদিনা। পত্নীং প্রতি দুর্ব্বাচ্যমবক্তব্যং বচঃ কথয়ন্ জন একাহমশনং ভোজনং ত্যজেৎ। তাং সন্তাড়য়ংস্ত্র্যহমশনং ত্যজেৎ। তস্যা রক্তং পাতয়ন্ সপ্ত বাসরানশনং ত্যজেৎ ॥ ৬৪ ॥

অথ ক্রোধাদিতঃ স্বভার্য্যায়াং মাতৃত্বাদি বদতঃ প্রায়শ্চিত্তমাহ, ক্রোধা-দিত্যাদিনা। ক্রোধাদমর্ষান্মোহতোঽবিবেকাদ্বা ভার্য্যাং মাতরং ভগিনীং সুতাং পুত্রীং বা বদন্ পুমান্ শিবশাসনাৎ সপ্তাহমুপোষ্য বিশুধ্যেৎ ॥ ৬৫ ॥

যদি দরিদ্র হয়, তাহা হইলে রাজা বিষয় অনুসারে ইহাদিগকে অন্ন বস্ত্র দেওয়াইবেন।৬৩

যদি কেহ পত্নীকে দুর্ব্বাক্য বলে, তাহা হইলে সে এক দিন উপবাস করিবে। যদি কেহ পত্নীকে প্রহার করে, তাহা হইলে সে ত্রিরাত্র উপবাস করিবে। যদি কেহ প্রহার করিয়া পত্নীর রক্তপাত করে, তাহা হইলে সে সপ্তরাত্র উপবাস করিবে।৬৪

যদি কেহ ক্রোধ নিবন্ধন বা মোহ বশতঃ ভার্য্যাকে মাতা বলে, ভগিনী বলে, বা কন্যা বলে, তাহা হইলে শিবের আজ্ঞা আছে যে, সে সপ্তরাত্র উপবাস করিয়া শুদ্ধ হইবে।৬৫

---

* দরিদ্রায় ইতি পাঠান্তরম্।

ষণ্ডেনোদ্বাহিতাং কন্যাং কালাতীতেঽপি পার্থিবঃ।
জানন্নুদ্বাহয়েদ্ভূয়ো বিধিরেষ শিবোদিতঃ ॥ ৬৬ ॥
পরিণীতা ন রমিতা কন্যকা বিধবা ভবেৎ।
সাপ্যুদ্বাহ্যা পুনঃ পিত্রা শৈবধর্ম্মেষ্বয়ং বিধিঃ ॥ ৬৭ ॥
উদ্বাহাদ্দ্বাদশে পক্ষে পত্যন্তাৎ গতহায়নে।
প্রসূতে তনয়ং যোগ্যং ন সা পত্নী ন বা সুতঃ ॥ ৬৮ ॥

নপুংসকপরিণীতায়া নার্য্যাঃ পুনরুদ্বাহো রাজ্ঞা বিধাপয়িতব্য ইত্যাহ, ষণ্ডেনেত্যাদিনা। কালেঽতীতেঽপি জানন্ পার্থিবঃ ষণ্ডেন নপুংসকেনোদ্বাহিতাং কন্যাং ভূয়ঃ পুনরুদ্বাহয়েৎ। ননু বেদাদ্যসম্মতত্বান্নেদং মান্যং তত্র আহ বিধিরিতি। এষ শিবোদিতঃ শিবভাষিতো বিধিঃ। শবাঢ ইতি শমের্ট ইতি ঢঃ ॥ ৬৬ ॥

অথ পরিণীতায়া মৃতভর্ত্তৃকায়াঃ কন্যায়াঃ পুনরুদ্বাহঃ পিত্রা কার্য্য ইত্যাহ, পরিণীতেত্যাদিনা। যা পরিণীতা বিবাহিতা কন্যা ভর্ত্রা ন রমিতা সতী বিধবা ভবেৎ সা পরিণীতাপি কন্যা পিত্রা পুনরুদ্বাহ্যা ভবেৎ। অত্র প্রমাণং দর্শয়তি শৈবেতি। বিধিরয়ং শৈবধর্ম্মেষু নিরূপিতঃ ॥ ৬৭ ॥

অথোদ্বাহাৎ ষষ্ঠে মাসি প্রসূতপুষ্টতনয়ায়া ভর্ত্তৃমরণাৎ পরবর্ষে প্রসূততনয়ায়াশ্চ স্ত্রিয়াস্তৎ পত্নীত্বং বালস্য তৎসুতত্বঞ্চ ব্যাবর্ত্তয়তি, উদ্বাহাদিত্যাদিনা। উদ্বাহাদ্দ্বাদশে পক্ষে ষষ্ঠে মাসি যোগ্যং পুষ্টং যং তনয়ং যা প্রসূতে উৎপাদয়তি পত্যন্তাৎ গতহায়নে পতিমরণাৎ পরবর্ষে যং তনয়ং প্রসূতে সা পত্নী ন স্যাৎ স চ সুতো ন স্যাৎ। তাং পুংশ্চলীত্বং চ জারজাতং বিদিত্বা তয়োস্ত্যাগং কুর্য্যাদিতি ভাবঃ ॥ ৬৮ ॥

শিবোদিত বিধান আছে যে, যদি কোন কন্যা নপুংসক কর্ত্তৃক পরিণীতা হয়, এবং বহুকাল অতীত হইলেও যদি তাহা জানিতে পারা যায়, তাহা হইলেও রাজা পুনর্ব্বার অন্য পাত্রে সেই কন্যার বিবাহ দেওয়াইবেন।৬৬

যদি কন্যা পরিণীতা হইয়া পতিসহবাসের পূর্ব্বে বিধবা হয়, তাহা হইলে তাহার পিতা তাহার পুনর্ব্বার বিবাহ দিবে, শৈবধর্ম্মে এইরূপই বিধান আছে।৬৭ বিবাহের পর দ্বাদশ পক্ষে অর্থাৎ ছয় মাসে যে নারী পরিপুষ্ট সন্তান প্রসব করে, অথবা পতিবিয়োগের পর এক বৎসর অন্তে যে নারী সন্তান প্রসব

আগর্ভাৎ পঞ্চমাসান্তঃ গর্ভং যা স্রাবয়েদ্ধিয়া।
তদুপায়কৃতং তাঞ্চ * যাতয়েত্তীব্রতাড়নৈঃ ॥ ৬৯ ॥
পঞ্চমাৎ পরতো মাসাৎ যা স্ত্রী ভ্রূণং প্রপাতয়েৎ।
তৎপ্রযোক্তুশ্চ তস্যাশ্চ পাতকং স্যাদ্বধোদ্ভবম্ ॥ ৭০ ॥
যো হন্তি জ্ঞানতো মর্ত্ত্যং মানবঃ ক্রূরচেষ্টিতঃ।
বধস্তস্য বিধাতব্যঃ সর্ব্বথা ধরণীভৃতা ॥ ৭১ ॥

অথ গর্ভাধানমারভ্য পঞ্চমমাসাভ্যন্তর এব গর্ভং স্রাবয়ন্ত্যাঃ স্ত্রিয়াস্তদুপায়কর্ত্তুশ্চ দণ্ডমাহ, আগর্ভাদিত্যাদিনা। আগর্ভাদ্‌গর্ভমারভ্য পঞ্চমাসান্তঃ পঞ্চমাসাভ্যন্তরে গর্ভং ধিয়া বুদ্ধ্যা যা স্রাবয়েত্তাম্‌ তদুপায়কৃতং গর্ভস্রাবোপায়কর্ত্তারং চ তীব্রতাড়নৈর্ভূয়ো যাতয়েৎ পীড়য়েৎ ॥ ৬৯ ॥

অথ পঞ্চমমাসাদূর্দ্ধং গর্ভং স্রাবয়ন্ত্যাঃ স্ত্রিয়াস্তৎ প্রযোক্তুশ্চ নৃবধজন্যং পাতকমাহ, পঞ্চমাদিত্যাদিনা। পঞ্চমান্মাসাৎ পরতো যা স্ত্রী ভ্রূণং গর্ভং প্রপাতয়েৎ তস্যাস্তৎপ্রযোক্তুর্জনস্য চ বধোদ্ভবং মনুষ্যবধজন্যং পাতকং স্যাৎ ॥ ৭০ ॥

ততশ্চ কথং বিমুক্তিঃ স্যাদিতি পৃচ্ছন্তীং পার্ব্বতীং প্রত্যাহ, য ইত্যাদিনা। যঃ ক্রূরচেষ্টিতো মানবো জ্ঞানতো মর্ত্ত্যং মনুষ্যং হন্তি তস্য সর্ব্বথা সর্ব্বপ্রকারেণ ধরণীভৃতা রাজ্ঞা বধো বিধাতব্যঃ। তত এব তস্য শুদ্ধির্নান্যথেতি ভাবঃ ॥ ৭১ ॥

করে, সে সেই কথিত স্বামীর প্রকৃত পত্নীও নহে, এবং তদ্‌গর্ভজাত সন্তান তৎপতির ঔরসপুত্রও নহে।৬৮

গর্ভাধান অবধি পঞ্চম মাসের মধ্যে যে নারী জ্ঞান পূর্ব্বক গর্ভস্রাব করিবে, সেই নারীকে এবং যে ব্যক্তি সেই গর্ভপাতের উপায় করিয়া দেয় তাহাকে, রাজা কঠিন তাড়ন দ্বারা দণ্ড করিবেন।৬৯ পঞ্চম মাসের পর যে নারী গর্ভ পাতন করিবে, এবং যে ব্যক্তি তাহার উপায় করিয়া দিবে, তাহারা উভয়ে মনুষ্যবধজনিত পাতকে পাতকী হইবে।৭০

যদি কোন নিষ্ঠুর দুরাত্মা জ্ঞানপূর্ব্বক নরহত্যা করে, তাহা হইলে রাজা সর্ব্বতোভাবে তাহার বধদণ্ড করিবেন।৭১ যদি কোন ব্যক্তি প্রমাদ বা ভ্রম

---

* তদুপায়কৃতং ভূয়ঃ ইতি টীকাসম্মতঃ পাঠঃ।

প্রমাদাদ্‌ভ্রমতোঽজ্ঞানাদ্‌-ঘ্নন্তং নরমরিন্দমঃ ।
দ্রবিণাদানতস্তীব্র তাড়নৈস্তং বিশোধয়েৎ ॥ ৭২ ॥
স্বতো বা পরতো বাপি বধোপায়ং প্রকুর্ব্বতঃ ।
অজ্ঞানবধিনাং দণ্ডো বিহিতস্তস্য পাপিনঃ ॥ ৭৩ ॥
মিথঃ সংগ্রামযোদ্ধারম্ আততায়িনমাগতম্ ।
নিহত্য পরমেশানি ন পাপার্হো ভবেন্নরঃ ॥ ৭৪ ॥
অঙ্গচ্ছেদে বিধাতব্যং ভূভৃতাঙ্গনিকৃন্তনম্ ।
প্রহারে চ প্রহরণং নৃষু পাপং চিকীর্ষুষু ॥ ৭৫ ॥

অথ প্রমদাদিভির্মানবং মারয়তো বিশুদ্ধিং দর্শয়তি, প্রমাদাদিত্যাদিনা। প্রমাদাদনবধানতো বা ভ্রমতোঽজ্ঞানাদ্বা যো নরং হন্তি তং ঘ্নন্তং জনমরিন্দমো বিপক্ষদমনকর্ত্তা রাজা দ্রবিণাদানতো দ্রব্যহরণতস্তীব্রতাড়নৈশ্চ বিশোধয়েৎ ॥ ৭২ ॥

অথ স্বতঃ পরতো বা নরবধোপায়ং কুর্ব্বতো দণ্ডমাহ, স্বত ইত্যাদিনা । স্বতঃ পরতো বা যো বধোপায়ং করোতি তস্য বধোপায়ং প্রকুর্ব্বতঃ পাপিনঃ অজ্ঞান-বধিনামজ্ঞানতো নরহন্তৄণাং যো দণ্ডঃ স বিহিতঃ ॥ ৭৩ ॥

ননু সংগ্রামহতযোধকস্য নিহতাগতাততায়িনশ্চ বধার্হত্বং স্যান্ন বেত্যা-শঙ্কায়ামাহ, মিথ ইত্যাদিনা । হে পরমেশানি মিথঃ পরস্পরং সংগ্রামে যোদ্ধারং নিহত্য তথাগতমাততায়িনং চ নিহত্য নরঃ পাপার্হঃ পাপভাক্ ন ভবেৎ। আততায়িনো যথা । অগ্নিদো গরদশ্চৈব শস্ত্রপাণির্ধনাপহঃ । ক্ষেত্রদারাপহারী চ ষড়েতে আততায়িন ইতি ॥ ৭৪ ॥

অথাঙ্গচ্ছেদাদিকং কুর্ব্বতো দণ্ডমাহ, অঙ্গেত্যাদিনা । পাপং চিকীর্ষুষু কর্ত্তৃ-

---

বশতঃ মনুষ্যহত্যা করে, তাহা হইলে রাজা তাহার অর্থ দণ্ড করিয়া তাহাকে তীব্র তাড়ন দ্বারা শাসিত করিবেন ।৭২ যদি কোন ব্যক্তি স্বয়ং বা অন্য দ্বারা নিজের বা অন্যের বধোপায় করে, তাহা হইলে, যাহারা অজ্ঞান পূর্ব্বক নরহত্যা করে. তাহাদিগের যে দণ্ড বিহিত আছে, ঐ পাপাত্মারও সেই দণ্ড হইবে ।৭৩

পরমেশ্বরি । যে ব্যক্তি দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে, যে ব্যক্তি আততায়ী (বধোদ্যত) হইয়া আসিয়াছে, তাহাকে বধ করিলে মনুষ্য পাপী হইবে না ।৭৪

বিপ্রান্ গুরূনবগুরেৎ প্রহরেদ্‌যো দুরাসদঃ * ।
ধনাদানাদ্ধস্তদাহাৎ ক্রমতস্তং বিশোধয়েৎ ॥ ৭৬ ॥
শস্ত্রাদিক্ষতকায়স্য ষণ্মাসাৎ পরতো মৃতৌ ।
প্রহর্ত্তা দণ্ডনীয়ঃ স্যাদ্‌-বধার্হো ন হি ভূভৃতঃ ॥ ৭৭ ॥

মিচ্ছন্ত্র নৃষু ভূভৃতা ভূপেনাঙ্গচ্ছেদে সত্যঙ্গনিকৃন্তনমঙ্গচ্ছেদনং প্রহারে চ প্রহরণং বিধাতব্যম্ ॥ ৭৫ ॥

অথ ব্রাহ্মণগুরুহননার্থং দণ্ডাদিকমুদ্যচ্ছতস্তান্ প্রহরতশ্চ ক্রমতঃ প্রায়শ্চিত্তমাহ, বিপ্রানিত্যাদিনা। যো দুরাসদো দুষ্টো জনো বিপ্রান্ গুরূংশ্চ হন্তুমিতি শেষঃ। অবগুরেৎ দণ্ডাদিকমুৎক্ষিপেৎ তান্ প্রহরেদ্বা তং ক্রমতো ধনাদানাৎ হস্তদাহদ্বারা বিশোধয়েৎ ॥ ৭৬ ॥

অথ শস্ত্রাদিক্ষতশরীরস্য ষণ্মাসাৎ পরতো মরণে সতি প্রহর্ত্তুর্দণ্ডনীয়ত্বং বধানর্হত্বং চাহ, শস্ত্রাদীত্যাদিনা। শস্ত্রাদিনা ক্ষতঃ কায়ো যস্য তস্য পুংসঃ ষণ্মাসাৎ পরতো মৃতৌ সত্যাং প্রহর্ত্তা ভূভৃতো রাজ্ঞো দণ্ডনীয়ঃ স্যাৎ বধার্হো নৈব স্যাৎ ॥ ৭৭ ॥

অথ দেশোপদ্রাবিণঃ রাজ্যহরণেচ্ছূন্ নৃপতিবিপক্ষাণাং বহো হিতাকাঙ্ক্ষিণো

পাপানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত ব্যক্তি যদি অন্যের অঙ্গচ্ছেদ করে, তাহা হইলে রাজা তাহারও সেইরূপ অঙ্গ ছেদন করিয়া দিবেন। যদি কোন পাপাত্মা অন্যকে প্রহার করে, তাহা হইলে রাজা তাহাকেও সেইরূপ প্রহার করিবেন।৭৫

যদি কোন পাপাত্মা, ব্রাহ্মণের প্রতি বা গুরুজনকে প্রহার করিবে বলিয়া যষ্টি প্রভৃতি উদ্যত করে, অথবা যদি কোন ব্যক্তি তাঁহাদিগের মধ্যে কাহাকেও প্রহার করে, তাহা হইলে রাজা পূর্ব্বোক্ত অপরাধে তাহার ধনসম্পত্তি হরণ করিবেন এবং শেষোক্ত অপরাধে তাহার হস্ত পর্য্যন্ত দগ্ধ করিয়া দিবেন।৭৬

যদি কাহারো শরীর অস্ত্র শস্ত্রাদি দ্বারা ক্ষত হয়, এবং ঐ ব্যক্তি যদি ছয় মাসের পর মরে, তাহা হইলে প্রহারকর্ত্তা দণ্ডনীয় হইবে বটে, পরন্তু প্রাণদণ্ড হইবে না।৭৭

---

* প্রহরেদ্বা দুরাসদঃ ইতি পাঠান্তরম্।

বাষ্ট্রবিপ্লাবিনো বাজ্যং জিহীর্ষূন্ পবৈবিণাম্।
বহো হিতৈষিণো * ভৃত্যান্ ভেদকান্নৃপসৈন্যযোঃ ॥ ৭৮ ॥
যোদ্ধুমিচ্ছুঃ প্রজা বাজ্ঞা শস্ত্রিণঃ পান্থপীডকান্।
হত্বা নবপতিস্ত্বেতান্ নৈব কিল্বিষভাগ্ভবেৎ ॥ ৭৯ ॥
যো হন্যান্মানবং ভর্ত্তুঃ আজ্ঞযাপবিহার্য্যযা।
ভর্ত্তুবেব বধস্তত্র প্রহর্ত্তুর্ন শিবাজ্ঞয়া ॥ ৮০ ॥

নৃপসৈন্যভেদকভৃত্যান্ বাজ্ঞা সহ যোদ্ধুমিচ্ছুঃ প্রজাঃ পান্থপীড়কশস্ত্রিণশ্চ হ্নতো মহীপতেঃ পাতকভাগিত্বং নেত্যাহ, বাষ্ট্রেত্যাদিশ্লোকদ্বযেন। বাষ্ট্রবিপ্লাবিনো দেশোপদ্রাবকান্ বাজ্যং জিহীর্ষূন্ বাজ্যহবণেচ্ছূন্ পবৈবিণাং বাজ্ঞঃ শত্রূণাং বহো হিতৈষিণো বহসি হিতাকাঙ্ক্ষিণো নৃপসৈন্যযোর্ভেদকান্ নৃপস্য সৈন্যস্য চ ভেদং কুর্বতো ভৃত্যান্ অমাত্যাদীন্ তথা বাজ্ঞা সহ যোদ্ধুমিচ্ছুঃ প্রজাঃ তথা পান্থপীড়কান্ শস্ত্রিণশ্চৈতান্ হত্বা নবপতিঃ কিল্বিষভাক্ নৈব ভবেৎ ॥৭৮॥৭৯॥

অথাপবিহার্য্যপ্রভবাজ্ঞালঙ্ঘনাশঙ্কেন শঙ্কেন ভৃত্যেন মানুষং ঘাতযতো ভর্ত্তুবেব বধো বিধাতব্যো ন ভৃত্যস্যেত্যাহ, য ইত্যাদিনা। ভর্ত্তুবপবিহার্য্যযা অনুল্লঙ্ঘনীযযাজ্ঞযা যো মানবং হন্যাৎ তস্য প্রহর্ত্তুস্তত্র হননে নবধঃ কিন্তু শিবাজ্ঞযা ভর্ত্তুবেব বধো বিহিতঃ। অপবিহার্য্যযেত্যনেন ভর্ত্রাজ্ঞালঙ্ঘনাশঙ্কো ভৃত্যো যদি মানবং হন্যাৎ তদা তস্যৈব বধ ইতি সূচিতম্ ॥ ৮০ ॥

নব্বনবধানস্য যস্য পুংসঃ শস্ত্রাদির্ভির্মনুষ্যো ম্রিযতে তস্য বিশুদ্ধিঃ কথং

যাহাবা বাজবিদ্রোহী, যাহাবা বাজ্যহবণে অভিলাষী, যাহাবা ভৃত্য হইবাও গোপনে বিপক্ষ ভূপালদিগেব হিতচেষ্টা কবে এবং বাজাব সহিত সৈন্যগণেব ভেদ কবিযা দেয, [৭৮] যে সকল প্রজা বাজাব সহিত যুদ্ধ কবিতে অভিলাষী, যাহারা শস্ত্রধাবী হইযা পথিকদিগেব প্রতি অত্যাচাব কবে, সেই সকল ব্যক্তিকে বিনাশ কবিলে বাজা পাপভাগী হইবেন না।৭৯ শিবেব আজ্ঞা আছে যে, যে ব্যক্তি সেই প্রভুব অপবিহার্য্য আজ্ঞানুসাবে কোন মনুষ্য হত্যা কবিবে, সে ব্যক্তি সেই নবহত্যা-জনিত পাপে লিপ্ত হইবে না , যে ব্যক্তি সেই নবহত্যা কবিতে আজ্ঞা প্রদান কবিযাছে, সেই আজ্ঞাকর্ত্তাই ঐ নবহত্যা অপবাধে অপবাধী হইবে।৮০

অযত্নপুংসঃ পশুনা শস্ত্রৈর্বা ম্রিয়তে নরঃ।
ধনদণ্ডেন বা কায-দমেনাস্য বিশোধনম্ ॥ ৮১ ॥
বহির্ম্মুখান্ নৃপাজ্ঞাসু নৃপাগ্রে প্রৌঢবাদিনঃ।
দূষকান্ কুলধর্ম্মাণাং শাস্যাদ্রাজা বিগর্হিতান্ ॥ ৮২ ॥
স্থাপ্যাপহারিণং ক্রূরং বঞ্চকং ভেদকারিণম্।
বিবাদযন্তং লোকাংশ্চ দেশান্নির্ষ্যাপযেন্নৃপঃ ॥ ৮৩ ॥

স্যাত্তদাহ, অযত্নেত্যাদিনা। অযত্নপুংসো যত্নহীনস্য যস্য পুরুষস্য পশুনা গবাশ্বাদিনা শস্ত্রৈঃ খড্গাদিভির্বা নরো ম্রিয়তে অস্য পুংসো ধনদণ্ডেন কাযদণ্ডেন বা বিশোধনং ভবেৎ ॥ ৮১ ॥

অথ রাজাজ্ঞালঙ্ঘিনস্তদগ্রে প্রৌঢবাদিনঃ কুলধর্ম্মদূষকাংশ্চ রাজা দণ্ডযেদিত্যাহ, বহিরিত্যাদিনা। নৃপাজ্ঞাসু বহির্ম্মুখান্ রাজাজ্ঞালঙ্ঘিনো নৃপাগ্রে প্রৌঢবাদিনঃ প্রৌঢং বদতঃ তথা কুলাধর্ম্মাণাং দূষকাংশ্চ বিগর্হিতান্নিন্দিতানেতান্ রাজা শাস্যাৎ ॥ ৮২ ॥

অথ ন্যাসাপহারকাদিকান্নিজদেশতো নৃপো নিষ্কাশযেদিত্যাহ, স্থাপ্যেত্যাদিনা। স্থাপ্যাপহারিণং ন্যাসস্যাপহর্ত্তারং ক্রূরং কঠিনং নির্দ্দযং বা তথা বঞ্চকং তথা ভেদকারিণং তথা লোকান্ বিবাদযন্তঞ্চ জনং নৃপো দেশান্নির্ষ্যাপযেন্নিষ্কাশযেৎ ॥ ৮৩ ॥

অথ শুল্কগ্রহণপূর্ব্বকং কন্যাং পুত্রং চ দদতো জনান্ ভূপো দেশান্নিঃসারযে-

---

যদি কোন ব্যক্তির অনবধানতা বশতঃ অস্ত্র দ্বারা তদীয় পশু দ্বারা অপরের মৃত্যু হয়, তাহা হইলে অর্থ দণ্ড বা কায়িক দণ্ড দ্বারা তাহার পাপমোচন হইবে।[৮১]

যাহারা রাজার আজ্ঞা পালনে পরাঙ্মুখ, যাহারা রাজার সম্মুখে প্রগল্ভ বাক্য প্রয়োগ করে, যাহারা কুলধর্ম্ম-দূষক, রাজা সেই সমস্ত নিন্দিত ব্যক্তিকে শাসন করিবেন।[৮২] যে ব্যক্তি ন্যস্ত ধন অপহরণ করে, যে ব্যক্তি ক্রূর ও বঞ্চক যে ব্যক্তি লোকদিগের পরস্পর মনোভঙ্গ ও বিবাদ জন্মাইয়া দেয়, রাজা তাহাদিগকে দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করিবেন।[৮৩]

শুল্কেন কন্যাং দাতৄংশ্চ পুত্রং ষণ্ডে প্রযচ্ছতঃ ।
দেশান্নির্ব্ব্যাপয়েদ্রাজা পতিতান্ দুষ্কৃতাত্মনঃ ॥ ৮৪ ॥
মিথ্যাপবাদব্যাজেন পরানিষ্টং চিকীর্ষবঃ ।
যথাপরাধং * তে শাস্যা ধর্ম্মজ্ঞেন মহীভৃতা ॥ ৮৫ ॥
যো যৎপরিমিতানিষ্টং কুর্য্যাত্তৎসম্মিতং ধনম্ ।
নৃপতির্দাপয়েত্তেন জনায়ানিষ্টভাগিনে ॥ ৮৬ ॥

দিত্যাজ্ঞাপয়তি, শুল্কেনেত্যাদিনা । শুল্কেন দাননিমিত্তকধনেন হেতুনা কস্মৈচিজ্জনায় বিশেষতঃ ষণ্ডে ক্লীবে কন্যাং দাতৄন্ তথা শুল্কেনৈব কস্মিন্ বিশেষতঃ ষণ্ডে পুত্রং চ প্রযচ্ছতো দদতো দুষ্কৃতাত্মনঃ পাপহৃদয়ান্ পাপবুদ্ধীন্ বা পতিতান্ জনান্ রাজা দেশান্নির্ব্ব্যাপয়েৎ । ষণ্ডে ইতি সম্প্রদানস্যাধিকরণত্বেন বিবক্ষিতত্বাৎ সপ্তম্যধিকরণে চেতি সপ্তমী ॥ ৮৪ ॥

অথ মিথ্যাপবাদচ্ছলেন পরানিষ্টজননাকাঙ্ক্ষিণাং দণ্ডমাহ, মিথ্যেত্যাদিনা । মিথ্যাপবাদব্যাজেন অসত্যাপবাদচ্ছলেন পরানিষ্টমন্যানাকাঙ্ক্ষিতং চিকীর্ষবো যে মানবাস্তে ধর্ম্মজ্ঞেন ধর্ম্মং জানতা মহীভৃতা রাজ্ঞা যথাপরাদং শাস্যাঃ গুর্ব্বপবাদে গুরুশাসনং লঘ্বপবাদে চ লঘুশাসনং বিধেয়মিত্যর্থঃ ॥ ৮৫ ॥

ননু বিনৈবাপরাধং পরানিষ্টং কুর্ব্বতঃ পুংসঃ কো দণ্ডো বিধাতব্যস্তত্রাহ, য ইত্যাদিনা । যো নরো যস্য যৎপরিমিতমনিষ্টং কুর্য্যাত্তেন তস্মৈ অনিষ্টভাগিনে জনায় তৎসম্মিতং ধনং নৃপতির্দাপয়েৎ ॥ ৮৬ ॥

যে সকল ব্যক্তি শুল্ক গ্রহণ পূর্ব্বক কন্যা বা পুত্র দান করে, অথবা যে সকল ব্যক্তি যে কোন কারণে নপুংসককে পুত্র বা কন্যা দান করে, রাজা সেই সকল পতিত পাপাত্মাকে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিবেন ।[৮৪] যাহারা মিথ্যাপবাদ প্রচার দ্বারা পরের অনিষ্টাচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইবে, ধর্ম্মজ্ঞ রাজা অপরাধ অনুসারে তাহাদের যথাযোগ্য দণ্ড প্রদান করিবেন ।[৮৫] যে ব্যক্তি যে পরিমাণে অন্যের অনিষ্ট করিবে, রাজা সেই পরিমাণে তাহার অর্থ দণ্ড করিয়া ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে তাহা প্রদান করিবেন ।[৮৬]

* যথাপরাদম্ ইতি বা পাঠঃ ।

মণিমুক্তাহিরণ্যাদি-ধাতূনাং স্তেয়কারিণঃ।
করস্য বাহেবাশ্ছেদং বা কুর্য্যাৎ মূল্যং বিচারয়ন্ * ॥ ৮৭ ॥
মহিষাশ্বগবাদীনাং বস্ত্রাদীনাং তথা শিশোঃ।
বলেনাপহৃতাং † নৃণাং স্তেয়িবদ্বিহিতো দমঃ ॥ ৮৮ ॥
অন্নানামল্পমূল্যস্য বস্তুনঃ স্তেয়িনং নৃপঃ।
বিশোধয়েত্তং পক্ষৈকং সপ্তাহং বাশয়ন্ কণম্ ॥ ৮৯ ॥

অথ মণিমুক্তাদিধাতুস্তেয়িনাং দণ্ডমাহ, মণীত্যাদিনা। মণিমুক্তাহিরণ্যাদীনাং ধাতূনাং স্তেয়কারিণো নরস্য করস্য বাহ্বোর্ব্বা ছেদং মণ্যাদীণাং মূল্যং বিচারয়ন্ নৃপঃ কুর্য্যাৎ। অল্পমূল্যকমণ্যাদিস্তেয়ে করচ্ছেদো বহুমূল্যকমণ্যাদিস্তেয়ে বাহ্বোশ্ছেদঃ কার্য্য ইত্যর্থঃ ॥ ৮৭ ॥

অথ বলাৎকারেণ মহিষাশ্বাদীনামপহারকদণ্ডমাহ, মহিষেত্যাদিনা। মহিষাশ্ব গবাদীনাং পশূনাং তথা বস্ত্রাদীনাং তথা শিশোশ্চ বলেনাপহৃতামুপহরতাং নৃণাং স্তেয়িবদ্দমো বিহিতঃ ॥ ৮৮ ॥

অথান্নস্য মণ্যাদিভিন্নাল্পমূল্যবস্তুনশ্চ স্তেয়িনো বিশুদ্ধিমাহ, অন্নানামিত্যাদিনা। অন্নানাং তথাল্পমূল্যস্য বস্তুনশ্চ স্তেয়ী যো নরস্তং পক্ষৈকং সপ্তাহং বা কণমাশয়ন্ ভোজয়ন্নৃপো বিশোধয়েৎ ॥ ৮৯ ॥

যাহারা মণি মুক্তা বা সুবর্ণ প্রভৃতি ধাতু অপহরণ করিবে, রাজা অপহৃত বস্তুর মূল্যের তারতম্য বিচার করিয়া তদনুসারে ঐ অপহারীদিগের হস্তের কিয়দংশ, সম্পূর্ণ হস্ত বা বাহুদ্বয় ছেদন করিয়া দিবেন। ৮৭

যাহারা বলপূর্ব্বক মহিষ অশ্ব ধেনু প্রভৃতি পশু, সুবর্ণ প্রভৃতি ধাতুদ্রব্য, বা শিশুসন্তান অপহরণ করিবে, রাজা তাহাদিগকে চোরের ন্যায় দণ্ডে দণ্ডিত করিবেন। ৮৮ যে ব্যক্তি অন্ন বা অন্য কোন অল্পমূল্য দ্রব্য অপহরণ করিবে, রাজা তাহাকে এক পক্ষ বা সপ্তাহ কাল কণভোজন করাইয়া শোধন করিবেন। ৮৯

* করস্য বাহ্বোশ্ছেদো কার্য্যো মূল্য বিচারয়ন্ ইতি পাঠান্তরম্।
† বলে বাপহৃতাম্ ইতি চ পাঠঃ।

বিশ্বাসঘাতকে পুংসি কৃতঘ্নে সুরবন্দিতে।
যজ্ঞৈর্ব্রতৈস্তপোদানৈঃ প্রায়শ্চিত্তৈর্ন নিষ্কৃতিঃ ॥ ৯০ ॥
যে কূটসাক্ষিণো মর্ত্ত্যা মধ্যস্থাঃ পক্ষপাতিনঃ।
শাস্যাস্তাংস্তীব্রদণ্ডেন দেশান্নির্যাপয়েন্নৃপঃ ॥ ৯১ ॥
ষট্ সাক্ষিণঃ প্রমাণং স্যুঃ চত্বারস্ত্রয় এব বা।
অভাবে দ্বাবপি শিবে প্রসিদ্ধৌ যদি ধার্ম্মিকৌ ॥ ৯২ ॥
দেশতঃ কালতো বাপি তথা বিষয়তঃ প্রিয়ে।
পরস্পরমযুক্তঞ্চেৎ অগ্রাহ্যং সাক্ষিণাং বচঃ ॥ ৯৩ ॥

অথানেকযজ্ঞব্রতাদিকং কুর্ব্বতোঽপি বিশ্বাসঘাতককৃতঘ্নয়োরনিষ্কৃতিত্বমাহ, বিশ্বাসেত্যাদিনা। হে সুরবন্দিতে বিশ্বাসঘাতকে তথা কৃতঘ্নে উপকৃতবিনাশকে চ পুংসি যজ্ঞৈরশ্বমেধাদিভির্ব্রতৈঃ কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদিভিস্তপোভির্দানৈশ্চ প্রায়শ্চিত্তৈঃ পাপবিনাশনৈরেতৈর্নিষ্কৃতির্দুষ্কৃতাৎ মুক্তির্ন স্যাৎ ॥৯০॥

অথ সাক্ষিত্বে মিথ্যাভিধায়িনাং পক্ষপাতিমধ্যস্থানাং চ দণ্ডমাহ যে ইত্যাদিনা। কূটসাক্ষিণঃ সাক্ষ্যে মৃষাভিধায়িনো যে মর্ত্ত্যাস্তথা পক্ষপাতিনো মধ্যস্থাশ্চ যে তান্ নৃপস্তীব্রদণ্ডেন শাস্যাত্তথা দেশান্নির্যাপয়েৎ ॥৯১॥

ননু কতি সাক্ষিণঃ প্রমাণং ভবেয়ুরিত্যপেক্ষায়ামাহ, ষড়িত্যাদিনা। ষট্ চত্বারস্ত্রয়ো বা সাক্ষিণঃ প্রমাণং স্যুঃ। হে শিবে অভাবে ত্রিচতুরাদিসাক্ষ্যসত্ত্বে যদি প্রসিদ্ধৌ ধার্ম্মিকৌ ভবেতাং তদা দ্বাবপি সাক্ষিণৌ প্রমাণং স্যাতাম্ ॥৯২॥

সুরপূজিতে। যাহারা বিশ্বাসঘাতক বা কৃতঘ্ন, তাহারা যজ্ঞই করুক, ব্রতই করুক, তপস্যাই করুক, দানই করুক বা যে কোন প্রায়শ্চিত্তই করুক, কিছুতেই তাহাদের নিষ্কৃতি নাই।৯০ যে সকল মনুষ্য কূটসাক্ষী, অর্থাৎ যাহারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়, অথবা যাহারা মধ্যস্থ হইয়া পক্ষপাত করে, রাজা তীব্র দণ্ড দ্বারা তাহাদিগকে দণ্ডিত করিবেন এবং দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া দিবেন।৯১

ছয় জন, বা চারি জন, অথবা তিন জন সাক্ষী প্রমাণস্থলে গ্রাহ্য হইয়া থাকে। পরন্তু শিবে। তাহার অভাব হইলে দুই জন প্রসিদ্ধ ধার্ম্মিক সাক্ষীর বাক্যও প্রমাণ হইতে পারে।৯২ প্রিয়ে। সাক্ষীরা জিজ্ঞাসিত হইয়া দেশ কাল

অন্ধানাং বাক্ প্রমাণং স্যাৎ বধিরাণাং তথা প্রিয়ে।
মূকানামেডমূকানাং শিরসাঙ্গীকৃতির্লিপিঃ ॥ ৯৪ ॥
লিপিঃ প্রমাণং সর্বেষাং সর্ব্বত্রৈব প্রশস্যতে।
বিশেষাদ্ব্যবহারেষু ন বিনশ্যেচ্চিরং যতঃ ॥ ৯৫ ॥
স্বীয়ার্থমপরার্থঞ্চেৎ কুর্ব্বতঃ কল্পিতাং লিপিম্।
দণ্ডস্তস্য বিধাতব্যো দ্বিপাদ্যং কূটসাক্ষিণঃ ॥ ৯৬ ॥

স্থানাদিভেদতঃ পরস্পরমসঙ্গতং সাক্ষিণাং বচো ন প্রমাণমিত্যাহ, দেশত ইত্যাদিনা। হে প্রিয়ে দেশতঃ স্থানতঃ কালতো দিনপ্রহরভেদতস্তথা বিষয়তো বস্তুতো বা চেদ্যদি পরস্পরমযুক্তম্ অসম্বদ্ধং সাক্ষিণাং বচস্তথা অগ্রাহ্যং স্যাৎ ॥৯৩॥

ননু দর্শনাদ্যশক্তা অন্ধাদয়ঃ সাক্ষিণো ভবিতুমর্হন্তি ন বেত্যাশঙ্কায়ামাহ, অন্ধানামিত্যাদিনা। হে প্রিয়ে অন্ধানামচক্ষুষাং তথা বধিরাণাং শ্রোত্রহীনানাং বাক্ প্রমাণং স্যাৎ। মূকানামবাচাং তথা এডমূকানাং শ্রোত্রবচোরহিতানাং শিরসাঙ্গীকৃতিঃ স্বীকারো লিপিরক্ষরং চ প্রমাণং স্যাৎ ॥৯৪॥

অথান্যপ্রমাণাল্লিপিপ্রমাণস্য বহুকালস্থায়িত্বাৎ প্রাশস্ত্যমাহ, লিপিরিত্যাদিনা। সর্ব্বত্রৈব কর্ম্মণি বিশেষাৎ ক্রয়বিক্রয়াদিরূপব্যবহারেষু সর্বেষাং লিপিঃ প্রমাণং প্রশস্যতে। প্রাশস্ত্যে হেতুং দর্শয়ন্নাহ ন বিনশ্যেদিত্যাদিনা। যতশ্চিরং বহুকালং লিপির্ন বিনশ্যেচ্চিরং তিষ্ঠেদিত্যর্থঃ ॥৯৫॥

অথাক্ষরং কল্পয়তো দণ্ডমাহ, স্বীয়ার্থমিত্যাদিনা। স্বীয়ার্থমপরার্থং বা কল্পিতাং

বা বিষয় বিশেষে যদি পরস্পর বিরুদ্ধ বাক্য বলে, তাহা হইলে সেই সাক্ষীদিগের বাক্য অগ্রাহ্য হইবে।৯৩

প্রিয়ে! যাহারা অন্ধ ও বধির, সাক্ষ্যদানে তাহাদের বাক্যও প্রমাণস্থলে গণ্য হইবে। যাহারা মূক (বোবা) বা এডমূক (কালাবোবা) তাহাদিগের মস্তক সঞ্চালন দ্বারা স্বীকার ও লিপি প্রমাণস্থলে গৃহীত হইবে।৯৪

সকল স্থানে সকলের পক্ষেই লিপিপ্রমাণ প্রশস্ত, বিশেষতঃ ব্যবহারস্থলে ইহা সর্বতোভাবে প্রশস্ত কারণ ইহা বহুকালেও নষ্ট হয় না।৯৫

যে ব্যক্তি আপনার নিমিত্ত বা পরের নিমিত্ত কল্পিত লিপি প্রস্তুত (জাল) করিবে, তাহার দণ্ড কূটসাক্ষীর (মিথ্যাসাক্ষীর) দ্বিগুণ হইবে অর্থাৎ ঈদৃশ

অভ্রমস্যাপ্রমত্তস্য যদঙ্গীকরণং সকৃৎ।
স্বীয়ার্থে তৎ প্রমাণং স্যাৎ বচসো বহুসাক্ষিণাম্ ॥ ৯৭ ॥
যথা তিষ্ঠন্তি পুণ্যানি সত্যমাশ্রিত্য পার্ব্বতি।
তথানৃতং সমাশ্রিত্য পাতকান্যখিলান্যপি ॥ ৯৮ ॥
অতঃ সত্যবিহীনস্য সর্ব্বপাপাশ্রয়স্য চ।
তাড়নাদ্দমনাদ্রাজা ন পাপার্হঃ শিবাজ্ঞয়া ॥ ৯৯ ॥

লিপিং যঃ করোতি তস্য তাদৃশীং লিপিং কুর্ব্বতো জনস্য কূটসাক্ষিণঃ সাক্ষ্যেঽনৃতং বদতো দ্বিপাদ্যং দ্বিগুণো দণ্ডো রাজ্ঞা বিধাতব্যঃ।৯৬॥

বহুসাক্ষিবচোভ্যোঽপ্রমত্তাভ্রান্তজনস্য স্বয়ং কৃতৈকবারস্বীকাররূপপ্রমাণস্যাতিপ্রাশস্ত্যং দর্শয়িতুমাহ, অভ্রমস্যেত্যাদিনা। অভ্রমস্য ভ্রান্তিরহিতস্যাপ্রমত্তস্য সাবধানস্য যৎ সকৃদেকবারমপি অঙ্গীকরণং স্বীকারস্তৎ স্বীয়ার্থে বহুসাক্ষিণামপি বচসো ভাষণাদধিকং প্রমাণং স্যাৎ ॥৯৭॥

অথাসত্যস্যাখিলপাতকাশ্রয়ত্বং ব্যাহরংস্তদাশ্রয়ান্মানবান্ দণ্ডয়তো রাজ্ঞঃ পাপানর্হত্বমাহ, যথেত্যাদিনা শিবাজ্ঞয়েত্যন্তেন শ্লোকদ্বয়েন। হে পার্ব্বতি যথা সত্যমাশ্রিত্য পুণ্যানি তিষ্ঠন্তি তথা অনৃতমসত্যং সমাশ্রিত্যাখিলান্যপি পাতকানি তিষ্ঠন্তি ॥৯৮॥

অত ইত্যাদি। অতঃ সত্যবিহীনস্য সর্ব্বপাপাশ্রয়স্য চ জনস্য তাড়নাদ্দমনাদ্বন্ধনদণ্ডাচ্চ রাজা শিবাজ্ঞয়া পাপার্হঃ পাপভাক্ ন স্যাৎ ॥৯৯॥

ব্যক্তিদিগের সর্বস্ব হরণ করিয়া কঠিন দণ্ড প্রদান পূর্বক তাহাদিগকে দেশ হইতে নির্বাসিত করিয়া দিতে হইবে।৯৬

যে ব্যক্তি বিভ্রান্তচিত্ত ও প্রমত্ত নহে সে ব্যক্তি যদি নিজ বিষয় একবার মাত্র স্বীকার করে, তাহা হইলে তাহা বহুসাক্ষীর বাক্য হইতেও প্রবল প্রমাণ হইবে।৯৭

পার্ব্বতী। যেমন একমাত্র সত্য আশ্রয় করিয়াই সমুদায় পুণ্য অবস্থান করে, তদ্রূপ একমাত্র অনৃত আশ্রয় করিয়াই সমুদায় পাতক অবস্থান করিতেছে।৯৮ অতএব যে ব্যক্তি সত্যহীন, সেই ব্যক্তি সমুদায় পাপেরই আশ্রয়।

সত্যং ব্রবীমি সঙ্কল্প্য স্পৃষ্ট্বা কৌলং গুরুং দ্বিজম্ ।
গঙ্গাতোয়ং দেবমূর্ত্তিং কুলশাস্ত্রং কুলামৃতম্ ॥ ১০০ ॥
দেবি নির্ম্মাল্যমথবা * কথনং শপথো ভবেৎ ।
তত্রানৃতং বদন্ মর্ত্ত্যঃ কল্পান্তং নরকং ব্রজেৎ ॥ ১০১ ॥
অপাপজনিকার্য্যাণাং ত্যাগে বা গ্রহণেঽপি বা ।
তৎ কার্য্যং সর্ব্বথা মর্ত্ত্যৈঃ স্বীকৃতং শপথেন যৎ ॥ ১০২ ॥

অথ শপথস্বরূপং নিরূপয়ংস্তত্রানৃতং ব্রুবতো মর্ত্ত্যস্য নরকগামিত্বং বিদধাতি, সত্যমিত্যাদিনা শ্লোকদ্বয়েন। সত্যমহং ব্রবীমীতি সংকল্প্য কৌলং কুলীনং গুরুং নিষেকাদিকরং দ্বিজং ব্রাহ্মণং গঙ্গাতোয়ং গঙ্গাজলং দেবমূর্ত্তিং দেবতাপ্রতিমাং কুলশাস্ত্রং তন্ত্রাদিকং কুলামৃতমাসবং দেবীনির্ম্মাল্যং বা স্পৃষ্ট্বা কথনং শপথো ভবেৎ। তত্র শপথেঽনৃতং মিথ্যা বদন্ মর্ত্ত্যঃ কল্পান্তং কল্পপর্য্যন্তং নরকং ব্রজেৎ নরকান্নরকান্তরং গচ্ছেৎ ॥১০০॥১০১॥

অথ শপথপূর্ব্বকস্বীকৃতাপাপজনককার্য্যাণামবশ্যকৃত্যত্বমাহ, অপাপেত্যাদিনা। ন পাপস্য জনিরুৎপত্তির্যেভ্যস্তেষাং কার্য্যাণাং ত্যাগে বা গ্রহণে অপি বা শপথেন মর্ত্ত্যৈর্যৎ স্বীকৃতং তৎ সর্ব্বথা কার্য্যং ন লঙ্ঘনীয়মিত্যর্থঃ। গ্রহণেঽপি বেত্যনেন পাপজনককর্ম্মণাং ত্যাগে এব যৎ স্বীকৃতং তস্যৈবাবশ্যকৃত্যত্বমিতি ধ্বনিতম্ ॥ ১০২ ॥

শিবের আজ্ঞা আছে যে, তাদৃশ অসত্যপরায়ণ পাপাত্মার তাড়ন ও দমন করিলে রাজা পাপভাগী হয়েন না। ৯৯

দেবি। 'আমি যাহা বলিব, তাহা সত্য', এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া কৌল, গুরু ব্রাহ্মণ, গঙ্গাজল, দেবমূর্ত্তি, কুলশাস্ত্র, কুলামৃত,১০০ ও দেবীনির্ম্মাল্য, এই সমুদায়ের মধ্যে অন্যতম স্পর্শ করিয়া যাহা কথিত হইবে, তাহার নাম শপথ। যে ব্যক্তি এইরূপে শপথ করিয়া মিথ্যাবাক্য কহিবে, এককল্প পর্য্যন্ত তাহাকে নরকে বাস করিতে হইবে।১০১ যে কার্য্য পাপজনক নহে, তাদৃশ কার্য্যের অনুষ্ঠান বিষয়েই হউক অথবা তাহা হইতে নিবৃত্তি বিষয়েই হউক, শপথ করিয়া যেরূপ

* দেবীনির্ম্মাল্যমথবা ইতি পাঠান্তরম্ ।

স্বীকারোল্লঙ্ঘনাচ্ছুধ্যেৎ পক্ষমেকমভোজনৈঃ ।
ভ্রমেণাপি তমুল্লঙ্ঘ্য দ্বাদশাহং কণাশনৈঃ ॥ ১০৩ ॥
কুলধর্ম্মোঽপি সত্যেন বিধিনা চেন্ন সেবিতঃ ।
মোক্ষায শ্রেযসে ন স্যাৎ কৌলে পাপায কেবলম্ ॥ ১০৪ ॥
সুরা দ্রবময়ী তারা জীবনিস্তারকারিণী ।
জননী ভোগমোক্ষাণাং নাশিনী বিপদাং রুজাম্ ॥ ১০৫ ॥

স্বীকারেত্যাদি । ননূল্লঙ্ঘনাদেকং পক্ষমভোজনৈর্জনঃ শুধ্যেৎ । ভ্রমেণাপি তং স্বীকারমুল্লঙ্ঘ্য দ্বাদশাহং কণাশনৈঃ শুধ্যেৎ ॥ ১০৩ ॥

অথাবিধিসেবিতস্য কুলধর্ম্মস্যাপি পাপজনকত্বমাহ, কুলেত্যাদিনা । সত্যেন বিধিনা চেদ্‌যদি সেবিতো ন স্যাৎ তদা কুলধর্ম্মোঽপি কৌলে কুলীনে মোক্ষায অপবর্গায তথা শ্রেযসে ভদ্রায চ ন স্যাৎ কেবলং পাপায়ৈব ভবতি । অতো বিধিনৈব সেব্যঃ কুলধর্ম্ম ইতি ভাবঃ ॥ ১০৪ ॥

অথ সুরেত্যাদিভিস্ত্রিভিঃ পদ্যৈর্মদ্যং স্তৌতি । সুরা দ্রবময়ী দ্রবরূপা তারা ভবতি যা জীবনিস্তারকারিণী জীবানাং নিস্তারকর্ত্রী যা ভোগমোক্ষাণাং জননী উৎপাদয়িত্রী যা বিপত্তীনাং রুজাং রোগাণাং চ নাশিনী ॥ ১০৫ ॥

অঙ্গীকার করা হইবে, সর্ব্বতোভাবে তদনুরূপ কার্য্যই করিতে হইবে । (পরন্তু যে কার্য্য পাপজনক, তাহা হইতে নিবৃত্তি বিষয়ে যদি শপথ পূর্ব্বক অঙ্গীকার করা হয, তাহা হইলে তাহাও ঐরূপ পালন করা কর্ত্তব্য, কিন্তু পাপজনক কার্য্যের অনুষ্ঠান বিষযে অর্থাৎ আমি প্রতিদিন নরহত্যা করিযা বা দস্যুবৃত্তি করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিব, ইত্যাদি কার্য্যে যদি শপথ পূর্ব্বক অঙ্গীকার করা হয, তাহা হইলে সেই অঙ্গীকার ভঙ্গ করা যাইতে পারে) ।[১০২]

যে ব্যক্তি পূর্ব্বে অঙ্গীকার করিযা পশ্চাৎ তাহা লঙ্ঘন করিবে, সে ব্যক্তি এক পক্ষ অনাহারে থাকিযা সেই পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিবে । পরন্তু যে ব্যক্তি ভ্রমবশতঃ উক্ত অঙ্গীকার লঙ্ঘন করিবে, সে ব্যক্তি দ্বাদশ দিবস কণভক্ষণ করিযা শুদ্ধি লাভ করিতে পারিবে ।[১০৩] অধিক কি, কৌল ব্যক্তিও যদি সত্য অবলম্বন পূর্ব্বক যথাবিধানে কুলধর্ম্ম সেবা না করে, তাহার সেই কুলধর্ম্ম মোক্ষদাযক ও শ্রেযস্কর হয না, কেবল পাপজনক হয ।[১০৪]

দাহিনী পাপসঙ্ঘানাং পাবিনী জগতাং প্রিয়ে।
সর্বসিদ্ধিপ্রদা জ্ঞান-বুদ্ধিবিদ্যাবিবর্দ্ধিনী ॥ ১০৬ ॥
মুক্তৈর্মুমুক্ষুভিঃ সিদ্ধৈঃ সাধকৈঃ ক্ষিতিপালকৈঃ।
সেব্যতে সর্বদা দেবৈঃ আদ্যে স্বাভীষ্টসিদ্ধয়ে ॥ ১০৭ ॥
সম্যগ্বিধিবিধানেন সুসমাহিতচেতসা।
পিবন্তি মদিরাং মর্ত্ত্যা অমর্ত্ত্যা এব তে ক্ষিতৌ ॥ ১০৮ ॥

দাহিনীত্যাদি। যা পাপসঙ্ঘানাং পাপসমূহানাং দাহিনী দগ্ধ্রী। হে প্রিয়ে যা জগতাং পাবিনী শুদ্ধিকর্ত্রী। যা সর্বসিদ্ধিপ্রদা সর্বাসাং সিদ্ধীনাং প্রদাত্রী। যা জ্ঞানবুদ্ধিবিদ্যাবিবর্দ্ধিনী মোক্ষে ধীর্জ্ঞানং শাস্ত্রাদিতত্ত্বজ্ঞানং বুদ্ধিঃ আত্মজ্ঞানং বিদ্যা তেষাং বিবর্দ্ধয়িত্রী ॥ ১০৬ ॥

মুক্তৈরিত্যাদি। হে আদ্যে মুক্তৈর্মুক্তিশালিভিঃ মুমুক্ষুভির্মোক্ষেপ্সুভিঃ সিদ্ধৈঃ সাধকৈঃ ক্ষিতিপালকৈঃ রাজভির্দেবৈশ্চ স্বাভীষ্টসিদ্ধয়ে সর্বদা যা সেব্যতে সা সুরা দ্রবময়ী তারা বোদ্ধব্যেতি পূর্বেণান্বয়ঃ। যা সেত্যধ্যাহারবলভ্যম্ ॥ ১০৭ ॥

সুরেত্যাদিশ্লোকত্রয়েণ মদিরাং স্তুত্বেদানীং বিধিপূর্বকং তৎপানকর্ত্তুঃ সাক্ষাদ্দেবত্বং প্রতিপাদয়তি, সম্যগিত্যাদিনা। যে মর্ত্ত্যাঃ সম্যগ্বিধিবিধানেন সুসমাহিতচেতসা অতিসাবধানমনসা মদিরাং পিবন্তিতে ক্ষিতৌ পৃথিব্যামমর্ত্ত্যা দেবা এব ভবন্তি ॥ ১০৮ ॥

অথ বিধিসেবিতমদ্যাদিপঞ্চতত্ত্বানামনির্বচনীয়ফলত্বং দর্শয়তি প্রত্যেকেত্যা-

---

সুরা সাক্ষাৎ ভগবতী দ্রবময়ী তারা। সুতরাং সুরাদেবীই জীবগণের নিস্তারকারিণী এবং ভোগ ও মোক্ষের কারণ। সুরাদেবীই রোগনাশিনী ও বিপদ হইতে উদ্ধারকারিণী [১০৫] প্রিয়ে। সুরা দ্বারা পাপসমূহ দগ্ধ হয়। সুরা জগৎকে পবিত্র করে। সুরা দ্বারা সর্বপ্রকার সিদ্ধি লাভ করিতে পারা যায় এবং সুরা হইতে জ্ঞান বুদ্ধি ও বিদ্যা, এতৎসমুদায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। [১০৬] আদ্যে! মুক্ত মুমুক্ষু ও সিদ্ধ যোগিগণ, সাধকগণ, ভূপালগণ ও দেবগণ স্ব স্ব অভীষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত সর্বদা এই সুরা সেবন করিয়া থাকেন। [১০৭] যাঁহারা সুসমাহিত হৃদয়ে সম্যক্ বিধানানুষ্ঠান সহকারে সুরা পান করেন তাঁহারা প্রকৃত মনুষ্য নহেন তাঁহারা ক্ষিতিতলে সাক্ষাৎ দেবতা স্বরূপ। [১০৮] কেহ যদি পঞ্চতত্ত্বের

প্রত্যেকতত্ত্বস্বীকাবাৎ বিধিনা স্যাচ্ছিবো নবঃ ।
ন জানে পঞ্চতত্ত্বানাং সেবনাৎ কিং ফলং ভবেৎ ॥ ১০৯ ॥
ইযঞ্চেদ্বাবুণী দেবী নিপীতা বিধিবর্জিতা ।
নৃণাং বিনাশযেৎ সর্ব্বং বুদ্ধিমাযুর্যশো ধনম্ ॥ ১১০ ॥
অত্যন্তপানান্মদ্যস্য চতুর্বর্গপ্রসাধনী ।
বুদ্ধির্বিনশ্যতি প্রাযো লোকানাং মত্তচেতসাম্ ॥ ১১১ ॥
বিভ্রান্তবুদ্ধের্ম্মনুজাৎ কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ ।
স্বানিষ্টং চ পবানিষ্টং জায়তেঽস্মাৎ পদে পদে ॥ ১১২ ॥

দিনা । বিধিনা প্রত্যেকতত্ত্বস্বীকাবাৎ মদ্যাদ্যেকৈকতত্ত্বাঙ্গীকাবান্নবঃ শিব স্যাৎ পঞ্চানামপি তত্ত্বানাং মদ্যাদীনাং সেবনাৎ কিং ফলং ভবেদিতি তু ন জানে ॥১০৯॥

অথ বিধিবর্জ্জিতসুবাপানস্য বুদ্ধ্যাযুবাদিসকলপদার্থবিনাশকত্বমাহ, ইযমিত্যা-দিনা । চেদ্‌যদি বিধিবর্জ্জিতেযং বাবুণী মদিবা দেবী নিপীতা স্যাত্তদা ন‍ৃণাং বুদ্ধিমাযুর্যশোধনমিত্যাদি সর্ব্বং বিনাশযেৎ ॥ ১১০ ॥

সুবাত্যন্তপানস্য বুদ্ধিবিনাশকত্বেঽতিপীতমদ্যানাং স্বপবানিষ্টোৎপাদকত্বস্য হেতুত্বাত্তদত্যাসক্তচেতসঃ পুমাংসো নবেশচক্রেশাভ্যাং দণ্ড্যা ইত্যাহ, অত্য-ন্তেত্যাদিনা শোধযেদিত্যন্তেন শ্লোকত্রযেণ । মদ্যস্যাত্যন্তপানান্মত্তচেতসাং লোকানাং চতুর্বর্গপ্রসাধনী ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং সাধযিত্রী বুদ্ধিঃ প্রাযো বিন-শ্যতি ॥ ১১১ ॥

বিভ্রান্তেত্যাদি । কার্য্যাকার্য্যমজানতোঽস্মাদ্বিভ্রান্তবুদ্ধের্মনুজাৎ স্বানিষ্টং পবানিষ্টং চ পদে পদে জাযতে ॥ ১১২ ॥

মধ্যে একতত্ত্বও যথাবিধানে সেবন কবেন, তাহা হইলে তিনি সাক্ষাৎ শিব-স্বৰূপ হযেন সন্দেহ নাই, সুতবাং এককালে পঞ্চতত্ত্ব সেবন কবিলে যে কি ফল হইবে, তাহা বলিতে পারি না ।[১০৯]

পবন্তু যদি বিধিবিধান ব্যতিবেকে এই বাবুণীদেবীব সেবা কবা হয, তাহা হইলে ইনি মনুষ্যেব বুদ্ধি আযু, যশ ও ধন, এতৎ-সমুদাযই বিনষ্ট কবেন ।[১১০] যাহাবা অত্যন্ত সুবাপান করে, সেই সকল লোক মত্ত ও উদ্‌ভ্রান্ত হৃদয হয, এবং তাহাদেব ধর্ম্ম অর্থ কাম ও মোক্ষ, এই চতুর্বর্গ-সাধনোপায স্বৰূপ বুদ্ধি বিকৃত ও কলুষিত হইযা প্রাযই তাহাবা বিনষ্ট হইযা থাকে ।[১১১] এই প্রকাব অবৈধৰূপে

অতো নৃপো বা চক্রেশো মদ্যে মাদকবস্তুষু।
অত্যাসক্তজনান্ কায়-ধনদণ্ডেন শোধযেৎ ॥ ১১৩ ॥
সুবাভেদাৎ ব্যক্তিভেদাৎ ন্যূনেনাপ্যধিকেন বা।
দেশকালবিভেদেন বুদ্ধিভ্রংশো ভবেন্নৃণাম্ ॥ ১১৪ ॥
অতএব সুবামানাদ্ অতিপানং ন লক্ষ্যতে।
স্খলদ্বাক্‌পাণিপাদদৃগ্‌ভিঃ অতিপানং বিচাবযেৎ ॥ ১১৫ ॥

অত ইত্যাদি। অতো মদ্যে মাদকবস্তুষু চাত্যাসক্তান্ জনান্ নৃপশ্চক্রেশো বা কাযধনদণ্ডেন শোধযেৎ ॥ ১১৩ ॥

মদ্যাদিবিভেদতো ন্যূনস্যাধিকস্য চ তস্য বুদ্ধিভ্রংশজনকত্বাত্তন্মানাদত্যন্তপানস্য জ্ঞাতুমশক্যত্বাৎ স্খলদ্বাগাদিভিস্তল্লক্ষণীযমিত্যাহ, সুবেত্যাদিনা বিচাবযেদিত্যন্তেন শ্লোকদ্বযেন। সুবাভেদাৎ ব্যক্তিভেদাজ্জনবিশেষাদ্দেশকালযোর্বিভেদেন চ ন্যূনেনাপি অধিকেন বা মদ্যেন নৃণাং বুদ্ধিভ্রংশো ভবেৎ ॥ ১১৪ ॥

অতএবেত্যাদি। অতএব সুরামানাদতিপানং ন লক্ষ্যতে কিন্তু স্খলদ্বাক্‌-পানিপাদদৃগ্‌ভির্বিতততো বিচলদ্ভির্বচোহস্তপাদনেত্রৈঃ অতিপানং বিচারযেৎ লক্ষযেৎ ॥ ১১৫ ॥

অথোল্লঙ্ঘিতদেবতাগুরুমর্য্যাদাবশেন্দ্রিযমদিবামত্তস্য দণ্ডমাহ, নেন্দ্রিযাণীত্যাদিশ্লোকদ্বযেন। যস্যেন্দ্রিযাণি বশে ন সন্তি তস্য মদবিহ্বলচেতসো মদিবা-

---

অতিপান বশতঃ যে ব্যক্তিব বুদ্ধি উদ্‌ভ্রান্ত হইযাছে, এবং তদ্দ্বাবা যে ব্যক্তি কর্ত্তব্য ও হিতাহিত জ্ঞানশূন্য, তাহা হইতে পদে পদে তাহাব নিজেব এবং অপবেবও অনিষ্টপাত হইযা থাকে।[১১২] অতএব যাহাবা মদ্যে বা অন্য কোন মাদক দ্রব্যে অত্যন্ত আসক্ত, তাহাদিগকে বাজা বা চক্রেশ্বব শাবীবিক দণ্ড দ্বাবা বা অর্থদণ্ড দ্বাবা শোধন কবিবেন।[১১৩]

সুবা অধিক পবিমাণে পীত হউক বা অল্প পবিমাণেই পীত হউক, সুবা-ভেদে, ব্যক্তি-ভেদে এবং দেশ ও কাল-ভেদে তদ্দ্বাবা মনুষ্যেব বুদ্ধিভ্রংশ হইযা থাকে, কেবল সুবাব পবিমাণ অনুসাবে অতিপান লক্ষিত হয না।[১১৪] অতএব স্খলিত বাক্য, স্খলিত পাণি, স্খলিত পদ ও স্খলিত দৃষ্টি দ্বাবা অতিবিক্ত পান বিচাব কবিবে[১১৫]

ইন্দ্রিয সমুদায যাহাব বশতাপন্ন নহে, যাহাব চিত্ত মদ দ্বাবা বিহ্বল,

নেন্দ্রিয়াণি বশে যস্য মদবিহ্বলচেতসঃ।
দেবতাগুরুমর্য্যাদোল্লঙ্ঘিনো ভয়রূপিণঃ॥ ১১৬॥
নিখিলানর্থযোগ্যস্য পাপিনঃ শিবঘাতিনঃ।
দহেজ্জিহ্বাং হরেদর্থান্ তাড়য়েত্তং চ পার্থিবঃ * ॥ ১১৭॥
বিচলৎপাদবাক্‌পাণিং ভ্রান্তমুন্মত্তমুদ্ধতম্।
তমুগ্রং যাতয়েদ্রাজা দ্রবিণং চাহরেত্ততঃ † ॥ ১১৮॥
অপবাদবাদিনং মত্তং লজ্জাভয়বিবর্জ্জিতম্।
ধনাদানেন তং শাস্যাৎ প্রজাপ্রীতিকরো নৃপঃ॥ ১১৯॥

বিক্লবচিত্তস্য দেবতাগুরুমর্য্যাদোল্লঙ্ঘিনো লঙ্ঘিতদেবানিবেকাদিকরমর্য্যাদস্য ভয়-রূপিণো ভীতিস্বরূপস্য নিখিলানর্থযোগ্যস্যাশেষানর্থার্হস্য পাপিনঃ পাতকাশ্রয়স্য শিবঘাতিনঃ শিবাজ্ঞালঙ্ঘনাত্তদর্ন্তনিজভদ্রহন্তুর্বা নরস্য জিহ্বাং পার্থিবো দহেৎ অর্থান্ হরেৎ তং চ তাড়য়েৎ॥ ১১৬॥ ॥ ১১৭॥

অথ বিচলৎপাদাদিকস্য মদ্যমত্তস্য দণ্ডমাহ, বিচলদিত্যাদিনা। বিচলৎ-পাদবাক্‌পাণিং স্খলচ্চরণবচোহস্তং ভ্রান্তং ভ্রমযুতমুন্মত্তমুন্মাদবন্তমুদ্ধতমবিনীতং তমুগ্রং রৌদ্রং রাজা যাতয়েৎ ততো দ্রবিণং চ আহরেৎ॥ ১১৮॥

যে ব্যক্তি মত্ততাপ্রযুক্ত দেবতা ও গুরুর মর্য্যাদা লঙ্ঘন করে, যে ব্যক্তিকে মত্ততাবস্থায় দর্শন করিলে ভয় হয়[১১৬] যে ব্যক্তি নিখিল অনর্থের আকর, সেই ব্যক্তি পাপাত্মা ও শিবঘাতী। রাজা ঈদৃশ পাপীর সমুদায় অর্থ হরণ পূর্ব্বক জিহ্বা দগ্ধ করিয়া দিবেন, এবং তাহাকে তাড়নাও করিবেন।[১১৭] অতিপান দ্বারা যাহার চরণ বাক্য ও হস্ত বিচলিত ও স্খলিত হয়, যে ব্যক্তি উদ্‌ভ্রান্ত উন্মত্ত উদ্ধত ও অবিনীত, সেই রূপ উগ্র ব্যক্তিকে রাজা কঠিন দণ্ড দিবেন, এবং তাহার সমুদায় সম্পত্তি হরণ করিয়া লইবেন।[১১৮] যে ব্যক্তি মত্ত হইয়া অশ্লীল বা অযুক্ত বাক্য উচ্চারণ করিবে, অথবা লজ্জাভয়-শূন্য হইবে প্রজারঞ্জক রাজা তাহার ধন গ্রহণ দ্বারা তাহাকে শাসিত করিবেন।[১১৯]

---

* তাড়য়েত্তঞ্চ পার্থিবঃ ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ।

† দ্রবিণঞ্চ হরেত্ততঃ ইতি পাঠান্তরম্।

শতাভিষিক্তঃ কৌলশ্চেৎ অতিপানাৎ কুলেশ্বরি।
পশুরেব স মন্তব্যঃ কুলধর্ম্মবহিষ্কৃতঃ ॥ ১২০ ॥
পিবন্নতিশয়ং মদ্যং শোধিতং বাপ্যশোধিতম্।
ত্যাজ্যো ভবতি কৌলানাং দণ্ডনীয়োঽপি ভূভৃতঃ ॥ ১২১ ॥
ব্রাহ্মীং ভার্য্যাং সুরাং মত্তাঃ পায়য়ন্তো দ্বিজাতয়ঃ।
শুধ্যেয়ুর্ভার্য্যয়া সার্দ্ধং পঞ্চাহং কণভোজনাৎ ॥ ১২২ ॥

অথাবাচ্যবাদিনো মত্তস্য দণ্ডমাহ, অপবাগিত্যাদিনা। অপবাগ্বাদিনম্ অবক্তব্যং বচো বদন্তং লজ্জাভয়বিবর্জ্জিতং তং মত্তং প্রজাপ্রীতিকরো নৃপো ধনাদানেন শাস্যাৎ ॥ ১১৯ ॥

শতাভিষিক্তকৌলস্যাপ্যত্যন্তমদ্যপানেন কুলধর্ম্মবহিষ্কৃতত্বাৎ পশুত্বশালিত্বমাহ, শতেত্যাদিনা। চেচ্ছব্দোঽপ্যর্থে। হে কুলেশ্বরি শতাভিষিক্তঃ কৌলোঽপ্যতিপানাৎ পশুরেব মন্তব্যঃ যতঃ স কুলধর্ম্মাদ্বহিষ্কৃতঃ ॥ ১২০ ॥

অথ সংস্কৃতাসংস্কৃতাতিশয়িতমদ্যপায়িনো নরস্য রাজ্ঞা দণ্ডনীয়ত্বং কৌলহেয়ত্বং চাহ, পিবন্নিত্যাদিনা। শোধিতমশোধিতং বাতিশয়ং বহুলং মদ্যং পিবন্ মর্ত্ত্যঃ কৌলানাং ত্যাজ্যো ভূভৃতো দণ্ডনীয়োঽপি ভবতি ॥ ১২১ ॥

ননু ব্রাহ্মীং ভার্য্যাং মদ্যং পায়য়ন্তো দ্বিজাঃ কথং শুধ্যেয়ুস্তত্রাহ, ব্রাহ্মীমিত্যাদিনা। ব্রাহ্মীং বেদোক্তবিধিনা পরিণীতাং ভার্য্যাং সুরাং পায়য়ন্তো মত্তাঃ দ্বিজাতয়ো ভার্য্যয়া সার্দ্ধং পঞ্চাহং কণভোজনাচ্ছুধ্যেয়ুঃ ॥ ১২২ ॥

কুলেশ্বরি। শতাভিষিক্ত কৌল ব্যক্তিও যদি অতিপান-দোষে দূষিত হয়েন, তাহা হইলে তিনি কুলধর্ম্মচ্যুত হইবেন, এবং তাঁহাকে পশুমধ্যে গণনা করিতে হইবে।[১২০]

যে ব্যক্তি শোধিতই হউক বা অশোধিতই হউক, মদ্য অপরিমিত পান করিবে, কৌলগণ তাহাকে পরিত্যাগ করিবেন এবং সে রাজার নিকট দণ্ডনীয় হইবে[১২১] যদি কোন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য, মত্ত হইয়া ব্রাহ্মী ভার্য্যা অর্থাৎ বেদবিধানানুসারে পরিণীতা পত্নীকে মদ্য পান করায়, তাহা হইলে সে ঐ ভার্য্যার সহিত পঞ্চ দিন কণভোজন করিয়া শুদ্ধি লাভ করিতে পারিবে (৩২৫)।[১২২]

---

(৩২৫) ইহাদ্বারা অবৈধভাবে অতিপানে মত্ত ব্যক্তির অনভিশিক্তা স্ত্রীকে অবৈধভাবে মদ্যপান করান দোষাবহ বলিয়া কীর্ত্তিত হইল। বস্তুতঃ পূর্ণাভিষিক্তা শক্তিকে লইয়া যথাবিধানে সাধনা বা অর্চ্চনা কোনরূপ দোষাবহ নহে।

অসংস্কৃতসুরাপানাৎ শুধ্যেদুপবসংস্ত্র্যহম্।
ভুক্ত্বাপ্যশোধিতং মাংসম্ উপবাসদ্বয়ং চরেৎ ॥ ১২৩ ॥
অসংস্কৃতে মীনমুদ্রে খাদন্নুপবসেদহঃ।
অবৈধং পঞ্চমং কুর্ব্বন্ রাজ্ঞো দণ্ডেন শুধ্যতি ॥ ১২৪ ॥
ভুঞ্জানো মানবং মাংসং গোমাংসং জ্ঞানতঃ শিবে।
উপোষ্য পক্ষং শুদ্ধঃ স্যাৎ প্রায়শ্চিত্তমিদং স্মৃতম্ ॥ ১২৫ ॥

নন্বশোধিতমদ্যপানাৎ তাদৃঙ্‌মাংসভক্ষণাচ্চ কথং শুধ্যেত্তত্রাহ, অসংস্কৃতে-ত্যাদিনা। অসংস্কৃতসুরাপানাৎ ত্র্যহং ত্রিদিনমুপবসন্ শুধ্যেৎ। অশোধিতং মাংস-মপি ভুক্ত্বা উপবাসদ্বয়ং চরেৎ কুর্য্যাৎ ॥ ১২৩ ॥

অথাশোধিতমৎস্যমুদ্রয়োর্ভোক্তুরবৈধসুরতকর্ত্তুশ্চ প্রায়শ্চিত্তমাহ, অসংস্কৃত ইত্যাদিনা। অসংস্কৃতে অশোধিতে মীনমুদ্রে খাদন্নরোঽহর্দিনমেকমুপবসেৎ। অবৈধং বিধিবর্জ্জিতং পঞ্চমং সুরতং কুর্ব্বন্নরো রাজ্ঞো দণ্ডেন শুধ্যতি ॥ ১২৪ ॥

ননু জ্ঞানতো নরমাংসং গোমাংসঞ্চ খাদতঃ পুংসঃ কথং শুদ্ধিস্তত্রাহ, ভুঞ্জান ইত্যাদিনা। হে শিবে জ্ঞানতো মানবং মানবসম্বন্ধিমাংসং গোমাংসঞ্চ ভুঞ্জানো নরঃ পক্ষমেকমুপোষ্য শুদ্ধঃ স্যাৎ। ইদং তয়োর্ভক্ষণে প্রায়শ্চিত্তং স্মৃতম্ ॥১২৫॥

ননু ভুক্তমনুষ্যাকৃতিপশুমাংসো মাংসাদকমাংসভক্ষকশ্চ পুমান্ কথং শুধ্যে-

---

যদি কোন ব্যক্তি অসংস্কৃত সুরা পান করে, তাহা হইলে সে তিন দিন উপবাস করিয়া শুদ্ধি লাভ করিতে পারিবে যদি কোন ব্যক্তি অপরিশোধিত মাংস ভক্ষণ করে, তাহা হইলে সেই পাপ মোচনের নিমিত্ত তাহাকে দুই দিন উপবাস করিতে হইবে।[১২৩] যদি কোন ব্যক্তি অসংস্কৃত মৎস্য বা মুদ্রা ভক্ষণ করে, তাহা হইলে সে এক দিবস উপবাস করিবে। আর যদি কোন ব্যক্তি বিধি লঙ্ঘন পূর্ব্বক অবৈধ পঞ্চম অর্থাৎ স্ত্রীসেবা করে, তাহা হইলে সেই পাপ-মোচন জন্য তাহার রাজদণ্ড হইবে।[১২৪]

শিবে। যদি কোন ব্যক্তি জ্ঞানপূর্ব্বক মনুষ্য-মাংস বা গোমাংস ভক্ষণ করে, তাহা হইলে তাহার প্রায়শ্চিত্ত এই যে, সে এক পক্ষ উপবাস করিয়া শুদ্ধিলাভ করিতে পারিবে।[১২৫] প্রিয়ে। যে ব্যক্তি মনুষ্যাকৃতি পশুর মাংস বা মাংসাশী

নরাকৃতিপশোর্মাংসং মাংসং মাংসাদনস্য চ।
অত্বা শুধ্যেন্নরঃ পাপাদ্ উপবাসৈস্ত্রিভিঃ প্রিয়ে ॥ ১২৬ ॥
ম্লেচ্ছানাং শ্বপচানাং চ পশূনাং কুলবৈরিণাম্।
খাদন্নন্নং বিশুদ্ধঃ স্যাৎ পক্ষমেকমুপোষিতঃ ॥ ১২৭ ॥
উচ্ছিষ্টং যদি ভুঞ্জীত জ্ঞানাদেষাং কুলেশ্বরি।
শুধ্যেন্মাসোপবাসেনা-জ্ঞানাৎ পক্ষোপবাসতঃ ॥ ১২৮ ॥

ত্বত্রাহ, নরেত্যাদিনা। হে প্রিয়ে নরাকৃতিপশোর্বানরাদের্মাংসাদনস্য মাংসভক্ষকস্য ব্যাঘ্রাদেশ্চ মাংসমত্ত্বা ভুক্ত্বা নরস্ত্রিভিরুপবাসৈঃ পাপাৎ শুধ্যেৎ ॥১২৬॥

অথ ভুক্তম্লেচ্ছাদ্যন্নস্য পুংসঃ প্রায়শ্চিত্তমাহ, ম্লেচ্ছানামিত্যাদিনা। ম্লেচ্ছানাং যবনানাং শ্বপচানাং চাণ্ডালানাং কুলবৈরিণাং পশূনাং চান্নং খাদন্ জনঃ পক্ষমেকমুপোষিতঃ সন্ বিশুদ্ধঃ স্যাৎ ॥১২৭॥

ননু জ্ঞানাজ্ঞানাভ্যাং ম্লেচ্ছাদ্যুচ্ছিষ্টমন্নাদিকং ভুঞ্জানঃ কথং শুধ্যেত্তত্রাহ, উচ্ছিষ্টমিত্যাদিনা। হে কুলেশ্বরি জ্ঞানাদেষাং ম্লেচ্ছাদীনামুচ্ছিষ্টমন্নাদিকং যদি ভুঞ্জীত তদা মাসোপবাসেন নরঃ শুধ্যেৎ। অজ্ঞানাদ্যদি ভুঞ্জীত তদা পক্ষোপবাসতঃ শুধ্যেৎ ॥১২৮॥

অথ ক্রমতঃ ক্ষত্রিয়াদ্যন্নমশ্নতাং ব্রাহ্মণাদীনাং প্রায়শ্চিত্তমাহ, অনুলোমে-

---

জীবের মাংস ভক্ষণ করিবে, তিন দিন উপবাস করিয়া সে শুদ্ধিলাভ করিতে পারিবে।১২৬

যে ব্যক্তি ম্লেচ্ছ ও যবনের অন্ন, চাণ্ডালের অন্ন, অথবা কুলধর্ম্মবিদ্বেষী পশুর অন্ন ভোজন করিবে, সে এক পক্ষ উপবাস করিয়া শুদ্ধি লাভ করিতে পারিবে।১২৭ কুলেশ্বরি। যদি কোন ব্যক্তি অজ্ঞান পূর্ব্বক ঐ সকল ব্যক্তির উচ্ছিষ্ট ভোজন করে, তাহা হইলে সেই পাপ মোচনের নিমিত্ত তাহাকে এক পক্ষ উপবাস করিতে হইবে। পরন্তু জ্ঞানপূর্ব্বক যদি কেহ ঐ সকল লোকের উচ্ছিষ্ট ভোজন করে, তাহা হইলে সে এক মাস উপবাস করিয়া শুদ্ধি লাভ করিতে পারিবে।১২৮

প্রিয়ে। আমার আজ্ঞা এই যে, যদি কোন ব্যক্তি একবার মাত্রও অনুলোম

অনুলোমেন বর্ণানাম্ অন্নং ভুক্ত্বা সকৃৎ প্রিয়ে।
দিনত্রয়োপবাসেন বিশুদ্ধঃ স্থান্মমাজ্ঞয়া ॥ ১২৯ ॥
পশুশ্বপচম্লেচ্ছানাম্ অন্নং চক্রার্পিতং যদি।
বীরহস্তার্পিতং বাপি তদশ্নন্নৈব পাপভাক্ ॥ ১৩০ ॥
অন্নাভাবে চ দৌর্ভিক্ষ্যে বিপদি প্রাণসঙ্কটে।
নিষিদ্ধেনাদনেনাপি রক্ষন্ প্রাণান্ন পাতকী ॥ ১৩১ ॥
করিপৃষ্ঠে তথানেকো-দ্বাহ্যপাষাণদারুষু।
অলক্ষিতেঽপি দুষ্যাণাং ভক্ষ্যদোষো ন বিদ্যতে ॥ ১৩২ ॥

নেত্যাদিনা। হে প্রিয়ে অনুলোমেন ক্রমেণ বর্ণানাং সকৃদন্নং ভুক্ত্বা ব্রাহ্মণাদি-দিনত্রয়োপবাসেন মমাজ্ঞয়া বিশুদ্ধঃ স্যাৎ। যথা ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ান্নমেবম্ ॥১২৯॥

অথচক্রার্পিতস্য বীরহস্তার্পিতস্য চ পশুশ্বপচম্লেচ্ছান্নস্য ভোক্তৃরপাতকিত্ব-মাহ, পশ্বিত্যাদিনা। পশুশ্বপচম্লেচ্ছানামন্নং যদি চক্রার্পিতং চক্রদত্তং বীরহস্তা-র্পিতং বা স্যাত্তদা তদশ্নন্ খাদন্ নরঃ পাপভাক্ নৈব ভবেৎ ॥১৩০॥

ননু দুর্ভিক্ষাদৌ নিষিদ্ধবস্তুভোজনেন প্রাণান্ রক্ষতো জনস্য পাতকং ভবেন্ন বেত্যাশঙ্কমানাং প্রত্যাহ অন্নেত্যাদিনা। দুর্লভা ভিক্ষা যত্র তত্র দুর্ভিক্ষে সময়ে বিপদি চ দেশোপদ্রবপলায়নাদৌ অন্নাভাবে প্রাণসঙ্কটে সতি নিষিদ্ধেনা-প্যদনেনাভোজ্যস্যাপি ভোজনেন প্রাণান্ রক্ষন্ পাতকী ন ভবেৎ ॥১৩১॥

নৌকাদাবন্নাদিকমশ্নতাং ন দোষ ইত্যাহ, করীত্যাদিনা। করীপৃষ্ঠে হস্তিনঃ

অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট জাতির অন্ন ভোজন করে, তাহা হইলে সে তিন দিন উপবাস করিয়া শুদ্ধি লাভ করিতে পারিবে।১২৯

চক্রে অর্পিত অথবা বীরহস্তেও অর্পিত যদি পশুর অন্ন, শ্বপচের অন্ন অথবা ম্লেচ্ছের অন্নও হয়, তাহা হইলে তাহা ভোজন করিলে কেহ পাপভাগী হইবে না।১৩০

যখন অন্নাভাব হইবে, দুর্ভিক্ষ হইবে, বিপৎকাল উপস্থিত হইবে, অথবা প্রাণসঙ্কটের সময় উপস্থিত হইবে, তখন যদি কেহ নিষিদ্ধ অন্ন ভোজন করিয়া প্রাণরক্ষা করে, তাহা হইলে সে পাপভাগী হইবে না।১৩১

যে পাষাণ বা কাষ্ঠাদি এক জন বহন করিতে না পারে, তাদৃশ কাষ্ঠ ও

পশূনভক্ষ্যমাংসাংশ্চ ব্যাধিযুক্তানপি প্রিয়ে।
ন হন্যাদ্দেবতার্থেঽপি হত্বা চ পাতকী ভবেৎ ॥ ১৩৩ ॥
কৃচ্ছ্র ব্রতং নরঃ কুর্য্যাদ্ গোবধে বুদ্ধিপূর্ব্বকে।
অজ্ঞানাদাচরেদর্দ্ধং ব্রতং শঙ্করশাসনাৎ ॥ ১৩৪ ॥
ন কেশবপনং কুর্য্যাৎ ন নখচ্ছেদনং তথা।
ন ক্ষারযোগং বসনে যাবন্ন ব্রতমাচরেৎ ॥ ১৩৫ ॥

পৃষ্ঠে তথানেকৈর্ব্বাহ্যেষু পাষাণেষু দারুষু চ তথা দুষ্যাণাং যবনাদীনামলক্ষিতে-ঽপি যবনাদীনামিদং ভবতি যবনাদয়োঽত্র বর্ত্তন্তে এবমবিজ্ঞানেঽপি স্থানে যদ্বা দূষ্যাণাং মলমূত্রাদীনামলক্ষিতেঽপি সৎস্বপি তেষু তেষামবিজ্ঞানেঽপি ভক্ষ্য-দোষো ন বিদ্যতে ॥১৩২॥

অথ দেবতার্থমভক্ষ্যমাংসান্ ব্যাধিযুতাংশ্চ পশূন্নিঘ্নতঃ পাতকিত্বমাহ, পশূ-নিত্যাদিনা। হে প্রিয়ে অভক্ষ্যমাংসান্ ব্যাধিযুতাংশ্চ পশূন্ দেবতার্থে ন হন্যাৎ অপীতি নিশ্চিতম্। ননু হননে কো দোষস্তত্রাহ হত্বেতি। হত্বা চ জনঃ পাতকী ভবেৎ ॥১৩৩॥

অথ জ্ঞানাজ্ঞানকৃতগোবধপ্রায়শ্চিত্তমাহ, কৃচ্ছ্রেত্যাদিনা প্রিয়ে ইত্যন্তেন। জ্ঞানপূর্ব্বকে গোবধে সতি নরঃ কৃচ্ছ্রব্রতং কুর্য্যাৎ। অজ্ঞানাদ্গোবধে সতি শঙ্করশাসনাদর্দ্ধং ব্রতমাচরেৎ কুর্য্যাৎ ॥১৩৪॥

ন কেশেত্যাদি। যাবদ্ব্রতং নাচরেৎ তাবৎ কেশবপনং কেশানাং মুণ্ডনং ন কুর্য্যাৎ তথা নখচ্ছেদনং ন কুর্য্যাৎ বসনে বস্ত্রে ক্ষারযোগং চ ন কুর্য্যাৎ ॥১৩৫॥

পাষাণাদির উপর, হস্তিপৃষ্ঠের উপর এবং যে স্থানে দূষ্য সংসর্গ নয়নগোচর বা জ্ঞান গোচর না হয়, সেই স্থানে বা সেই দ্রব্য ভোজনাদি করিলে স্পর্শদোষ হয় না।১৩২

প্রিয়ে। যে সকল পশুর মাংস অভক্ষ্য, এবং যে সকল পশু রোগযুক্ত, দেবোদ্দেশেও সে সকল পশু বধ করিবে না, যদি কেহ বধ করে, তাহা হইলে তাহাকে পাতকী হইতে হইবে।১৩৩

শঙ্করের শাসন আছে যে, যদি কোন ব্যক্তি জ্ঞান পূর্ব্বক গোহত্যা করে, তাহা হইলে সে কৃচ্ছ্রব্রত করিবে, এবং যদি সে অজ্ঞানবশতঃ গোহত্যা করে, তাহা হইলে তাহাকে অর্দ্ধ কৃচ্ছ্রব্রত পালন করিতে হইবে।১৩৪ যে পর্য্যন্ত ঐ

উপাবাসৈর্নয়েৎ মাসং মাসমেকং কণাশনৈঃ ।
মাসং ভৈক্ষান্নমশ্নীয়াৎ কৃচ্ছ্রব্রতমিদং শিবে ॥ ১৩৬ ॥
ব্রতান্তে বাপিতশিবাঃ কৌলান্ জ্ঞাতীংশ্চ বান্ধবান্ ।
ভোজয়িত্বা বিমুক্তঃ স্যাৎ জ্ঞানগোবধপাতকাৎ ॥ ১৩৭ ॥
অপালনবধাদ্‌গোশ্চ শুধ্যেদষ্টোপবাসতঃ ।
বাহুজাদ্যা বিশুধ্যেযুঃ পাদন্যূনক্রমাৎ শিবে * ॥ ১৩৮ ॥

ননু কিং নাম কৃচ্ছ্রব্রতমতস্তন্নিরূপয়তি, উপবাসৈরিত্যাদিনা । হে শিবে উপবাসৈর্মাসমেকং নয়েৎ যাপয়েৎ । মাসমেকং কণাশনৈর্নয়েৎ । মাসমেকং চ ভৈক্ষান্নং ভিক্ষাসম্পন্নমন্নমশ্নীয়াৎ । ইদং কৃচ্ছ্রব্রতং জ্ঞেয়ম্ ॥ ১৩৬ ॥

ব্রতান্তে ইত্যাদি । ব্রতান্তে ব্রতসমাপ্তৌ বাপিতশিবঃ মুণ্ডিতমস্তকঃ সন্ কৌলান্ জ্ঞাতীন্ সগোত্রাংশ্চ ভোজয়িত্বা জ্ঞানগোবধপাতকাজ্জনো বিমুক্তঃ স্যাৎ ॥ ১৩৭ ॥

অপালনেত্যাদি গোরপালনবধাদরক্ষণতো বধাদষ্টোপবাসতঃ শুধ্যেৎ । হে প্রিয়ে বাহুজাদ্যাঃ ক্ষত্রিয়াদয়ঃ পাদন্যূনক্রমাদ্বিশুধ্যেয়ুঃ । ক্ষত্রিয়াদিভিঃ ক্রমতঃ পাদপাদন্যূনং ব্রতং করণীয়মিতি ভাবঃ ॥ ১৩৮ ॥

ব্রত অনুষ্ঠিত না হইবে, সে পর্য্যন্ত ক্ষৌরকর্ম্ম বা নখচ্ছেদ অথবা ক্ষার-সংযোগে বস্ত্র ধৌত করিবে না ।১৩৫

শিবে ! কৃচ্ছ্রব্রতের নিয়ম এই যে, এক মাস উপবাস করিয়া যাপন করিবে; পরে এক মাস কণভক্ষণ করিয়া থাকিবে , এবং তৎপরে এক মাস ভিক্ষান্ন ভোজন করিয়া কাটাইবে ইহারই নাম কৃচ্ছ্রব্রত ।১৩৬ এইরূপে যখন ব্রত শেষ হইবে তখন মস্তকমুণ্ডন করিয়া কৌলদিগকে জ্ঞাতিদিগকে এবং বন্ধুবর্গকে ভোজন করাইয়া জ্ঞানকৃত গোবধ জনিত পাতক হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিবে ।১৩৭

শিবে । অপালনকৃত গোবধ জনিত পাতকে লিপ্ত হইলে (ব্রাহ্মণ) আট দিন উপবাস দ্বারা শুদ্ধি লাভ করিবে । পরন্তু ক্ষত্রিয়গণ ছয় দিন, বৈশ্যগণ চারি দিন,

* প্রিয়ে ইতি পাঠান্তরম্ ।

গজোষ্ট্রমহিষাশ্বাংশ্চ হত্বা কৌলিনি কামতঃ।
উপবাসৈস্ত্রিভিঃ শুধ্যেৎ মানবঃ কৃতকিল্বিষঃ॥ ১৩৯॥
মৃগমেষাজমার্জ্জারান্ নিঘ্নন্নুপবসেদহঃ।
ময়ূরশুকহংসাংশ্চ সজ্যোতিরশনং ত্যজেৎ॥ ১৪০॥
নিহত্য সাস্থিজন্তূংশ্চ নক্তমদ্যাৎ নিরামিষম্।
নিরস্থিজীবিনো হত্বা মনস্তাপেন শুধ্যতি॥ ১৪১॥

অথ গজোষ্ট্রাদিবধপ্রায়শ্চিত্তমাহ, গজোষ্ট্রেত্যাদিনা। হে কৌলিনি গজোষ্ট্র-মহিষাশ্বান্ হত্বা কামমোহত্বাৎ কৃতকিল্বিষো মানবস্ত্রিভিরুপবাসৈঃ শুধ্যেৎ ॥১৩৯॥

অথ মৃগমেষাদিবধপ্রায়শ্চিত্তমাহ, মৃগেত্যাদিনা। মৃগমেষাজমার্জ্জারান্ হরিণাদিচ্ছাগবিড়ালান্ নিঘ্নন্নরোঽহরেকদিনমুপবসেৎ। ময়ূরশুকহংসাংশ্চ নিঘ্নন্নরো জ্যোতিষা সূর্য্যেণ সহ বর্ত্তমানং সজ্যোতির্দিনমশনং ত্যজেৎ, দিবসেঽশনং ত্যজন্নস্তং যাতে সূর্য্যে ভুঞ্জীতেত্যর্থঃ। জ্যোতির্না ভাস্করেঽগ্নৌ চ ক্লীবং খদ্যোত-দৃষ্টিষ্বিতি বুদ্রঃ ॥১৪০॥

অথ কৃকলাসাদ্যাস্থিমতঃ ক্ষুদ্রজন্তূন্নিরস্থিজন্তূংশ্চ নিঘ্নতো নরস্য প্রায়শ্চিত্তমাহ, নিহত্যেত্যাদিনা। নিরস্থিসাহচর্য্যাৎ সাস্থিজন্তূনস্থিমতঃ কৃকলাসাদীন্ ক্ষুদ্রান্ শর্ব্বরিণো নিহত্য নক্তং রাত্রৌ নিরামিষমামিষবর্জ্জিতমদ্যাৎ ভুঞ্জীত। ময়ূরাদি-

এবং শূদ্রগণ দুই দিন উপবাস করিয়া উক্ত অপালনকৃত গোবধ জনিত পাতক হইতে মুক্ত হইতে পারিবে।১৩৮

কুলনায়িকে। ইচ্ছা পূর্ব্বক হস্তী ও উষ্ট্র, মহিষ ও অশ্ব, এই সমুদায়ের মধ্যে কোন জীব হত্যা করিয়া মানব তজ্জনিত যে পাপে পাপী হইবে তিন দিন উপবাস করিয়া সেই পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিবে।১৩৯

যদি কেহ মৃগ, মেষ, ছাগ বা মার্জ্জার বধ করে, তাহা হইলে সে এক অহোরাত্র উপবাস করিবে। যদি ময়ূর শুক বা হংস বধ করে, তাহা হইলে সূর্য্যের উদয়াবধি অস্ত পর্য্যন্ত সমস্ত দিন উপবাস করিবে।১৪০ আর, যদি কেহ অস্থি-যুক্ত অন্য কোন নিকৃষ্ট জীব হত্যা করে, তাহা হইলে সে একরাত্র নিরামিষ ভো-জন করিবে। পরন্তু যদি অস্থিহীন জীব হত্যা করে, তাহা হইলে কেবল অনুতাপ দ্বারাই শুদ্ধি লাভ করিতে পারিবে।১৪১

পশুমীনাণ্ডজান্ নিঘ্নন্ মৃগয়ায়াং মহীপতিঃ।
ন পাপাহের্ণা ভবেদ্দেবি রাজ্ঞো ধর্ম্মঃ সনাতনঃ ॥ ১৪২ ॥
দেবোদ্দেশং বিনা ভদ্রে হিংসাং সর্ব্বত্র বর্জ্জয়েৎ।
কৃতায়াং বৈধহিংসায়াং নরঃ পাপৈর্ন লিপ্যতে ॥ ১৪৩ ॥
সংকল্পিতব্রতাপূর্ত্তৌ * দেবনির্ম্মাল্যলঙ্ঘনে।
অশুচৌ দেবতাস্পর্শে গায়ত্রীজপমাচরেৎ ॥ ১৪৪ ॥

হননাপেক্ষয়া কৃকলাসাদিহননে প্রবৃত্তেবাধিক্যাত্তদ্ধননিমিত্তকদণ্ডতঃ কৃকলাসাদিহনননিমিত্তকদণ্ডস্য গুরুত্বমবগন্তব্যম্ [?]। নির্বাস্থিজীবিনোঽস্থিরহিতজন্তূন্ হত্বা মনস্তাপেন শুধ্যতি ॥ ১৪১ ॥

ননু মৃগয়ায়াং মৃগমীনাদীন্নিঘ্নতো মহীপালস্য মৃগাদিবধহেতুকং পাপং ভবেন্নবেতি পৃচ্ছন্তীং প্রত্যাহ, পশ্বিত্যাদিনা। হে দেবি পশুমীনাণ্ডজান্ মৃগব্যাঘ্রাদিমৎস্যপক্ষিণো মৃগয়ায়াং নিঘ্নন্ মহীপতিঃ পাপার্হো ন ভবেৎ। যতোঽয়ং রাজ্ঞঃ সনাতনো নিত্যো ধর্ম্মো ভবতি ॥ ১৪২ ॥

অথাবৈধহিংসায়াঃ পাপজনকত্বাদকর্ত্তব্যত্বমাহ, দেবেত্যাদ্যর্দ্ধেন। হে ভদ্রে ভদ্রকারিণি দেবোদ্দেশ্যং কর্ম্ম বিনা সর্বত্র হিংসাং বর্জ্জয়েৎ। বৈধহিংসায়াঃ পাপজনকত্বাৎ কর্ত্তব্যতামাহ, কৃতায়ামিত্যাদ্যর্দ্ধেন। বৈধহিংসায়াং কৃতায়াং সত্যাং নরঃ পাপৈর্নলিপ্যতে ॥ ১৪৩ ॥

ননু সংকল্পিতং ব্রতমসমাপয়তো দেবনির্ম্মাল্যং লঙ্ঘয়তোঽশৌচানপগমে

দেবি। যদি রাজা মৃগয়াকালে পশু মীন বা অণ্ডজ জীব হত্যা করেন, তাহা হইলে তিনি পাপী হইবেন না, কারণ মৃগয়া রাজাদিগের সনাতন ধর্ম্ম।১৪২ ভদ্রে। দেবোদ্দেশ ব্যতিরেকে অন্য কোন স্থলেই হিংসা করিবে না। ফলতঃ এইরূপ দেবোদ্দেশ বা শ্রাদ্ধকাল প্রভৃতিতে বৈধ হিংসা করিলে সে ব্যক্তি পাপে লিপ্ত হইবে না।১৪৩

যদি কেহ সঙ্কল্পিত ব্রত সম্পূর্ণ করিতে না পারে, যদি কেহ দেবনির্ম্মাল্য লঙ্ঘন করে, যদি কেহ অশৌচকালের মধ্যে দেবতা স্পর্শ করে, তাহা হইলে গায়ত্রী জপ করিবে।১৪৪

---

* সঙ্কল্পিতব্রতাপূর্ণে ইত্যপি পাঠঃ।

মাতা পিতা ব্রহ্মদাতা মহান্তো গুরবঃ স্মৃতাঃ।
নিন্দয়েতান্ বদন্ ক্রূরং শুধ্যেৎ পঞ্চোপবাসতঃ॥ ১৪৫॥
এবমন্যান গুরূন্ কৌলান্ বিপ্রান্ গর্হন্নপি প্রিয়ে।
সার্দ্ধদ্বয়োপবাসেন মুক্তো ভবতি পাতকাৎ॥ ১৪৬॥
বিত্তার্থী মানবো দেশান্ অখিলান্ গন্তুমর্হতি।
নিষিদ্ধকৌলিকাচারং দেশং শাস্ত্রমপি ত্যজেৎ॥ ১৪৭॥

দেবতাঃ স্পৃশতশ্চ পুংসঃ কথং শুদ্ধিস্তত্রাহ, সংকল্পিতেত্যাদিনা। সংকল্পিত-ব্রতাপূর্ত্তৌ সংকল্পিতস্য ব্রতস্যাসমাপ্তৌ দেবনির্মাল্যালঙ্ঘনে সতি অশুচাবশৌচে দেবতাস্পর্শে চ গায়ত্রীজপমাচরেৎ॥ ১৪৪॥

অথ মহতো গুরূন্নিরূপয়ংস্তান্নিন্দতঃ ক্রূরং ব্রুবতশ্চ পুংসঃ প্রায়শ্চিত্তমাহ, মাতেত্যাদিনা। মাতা জননী পিতা জনকো ব্রহ্মদাতা বেদাধ্যাপকশ্চৈতে মহান্তো গুরবঃ স্মৃতাঃ। এতান্ মহাগুরূন্নিন্দন্ ক্রূরং বদংশ্চ নরঃ পঞ্চোপ-বাসতঃ শুধ্যেৎ॥ ১৪৫॥

অথ মাত্রাদ্যন্যগুরুকৌলব্রাহ্মণনিন্দকানাং প্রায়শ্চিত্তমাহ এবমিত্যাদিনা। হে প্রিয়ে এবমন্যান্ মাত্রাদিভিন্নান্ গুরূন্ কৌলান্ বিপ্রাংশ্চ গর্হন্নিন্দন্ অপি বা ক্রূরং বদংশ্চ জনঃ সার্দ্ধদ্বয়োপবাসেন পাতকাৎ মুক্তো ভবতি॥ ১৪৬॥

অথ বিত্তোদ্দেশ্যাকসর্ব্বদেশগমনার্হস্যাপি মানবস্য কৌলাচারবর্হিতদেশাটনা-

---

মাতা পিতা ও ব্রহ্মদাতা, ইঁহারা মহাগুরু। যে ব্যক্তি মহাগুরুর নিন্দা করিবে, বা মহাগুরুকে নিষ্ঠুর বাক্য বলিবে, সে পঞ্চ দিবস উপবাস করিয়া শুদ্ধি লাভ করিতে পারিবে।১৪৫ প্রিয়ে। যে ব্যক্তি এইরূপ অন্য কোন গুরুজনকে, কৌল ব্যক্তিকে বা ব্রাহ্মণকে ঘৃণা বা নিন্দা করে সে ব্যক্তি সার্দ্ধদ্বয় দিবস উপবাস করিয়া সেই পাতক হইতে মুক্ত হইতে পারিবে।১৪৬

মানবগণ ধনোপার্জ্জনের নিমিত্ত যে কোন দেশে গমন করিতে পারিবে। পরন্তু যে দেশে বা যে শাস্ত্রে কৌলাচার নিষিদ্ধ হইয়াছে, (পূর্ব্বে অবগত হইলে), সেই দেশে গমন ও সেই শাস্ত্র অধ্যয়ন পরিত্যাগ করিবে।১৪৭ যে দেশে কুলধর্ম্ম ও কৌলিকাচার নিষিদ্ধ সেই দেশে যদি কেহ স্বেচ্ছাপূর্ব্বক গমন

গচ্ছংস্তু স্বেচ্ছয়া দেশে নিষিদ্ধকুলবর্ত্মনি ।
কুলধর্ম্মাৎ পতেদ্ভূয়ঃ শুধ্যেৎ পূর্ণাভিষেকতঃ ॥ ১৪৮ ॥
তপনোদয়মারভ্য যামাষ্টকমভোজনম্ ।
উপবাসঃ স বিজ্ঞেয়ঃ প্রায়শ্চিত্তে বিধীয়তে ॥ ১৪৯ ॥
পিবংস্তোয়াঞ্জলিঞ্চৈকং ভক্ষন্নপি সমীরণম্ * ।
মানবঃ প্রাণরক্ষার্থং ন ভ্রশ্যেদুপবাসতঃ ॥ ১৫০ ॥

নর্হত্বমাহ, বিত্তার্থীত্যাদিনা । বিত্তার্থী মানবোঽখিলান্ সর্ব্বান্ দেশান্ গন্তুমর্হতি । নিষিদ্ধঃ কৌলিকানামাচারো যত্র তং দেশং তাদৃশং শাস্ত্রমপি মানবস্ত্যজেৎ ॥ ১৪৭ ॥

অথ ধনলোভেন নিষিদ্ধকৌলিকাচারং দেশং গচ্ছতো নরস্য কুলধর্ম্মাৎ পতিতত্বং পুনঃ পূর্ণাভিষেকতঃ পূতত্বঞ্চাহ, গচ্ছন্নিত্যাদিনা । নিষিদ্ধকুলবর্ত্মনি দেশে স্বেচ্ছয়া গচ্ছংস্তু নরঃ কুলধর্ম্মাৎ পতেৎ ভূয়ঃ পুনঃ পূর্ণাভিষেকতঃ শুধ্যেৎ ॥ ১৪৮ ॥

অথোক্তত্তশ্লোকেষ্বাকাঙ্ক্ষিতত্বাদুপবাসং নিরূপয়তি, তপনোদয়মিত্যাদিনা । তপনোদয়ং সূর্য্যোদয়মারভ্য যামাষ্টকং প্রহরাষ্টকং যদভোজনং স উপবাসো বিজ্ঞেয়ঃ প্রায়শ্চিত্তে স বিধীয়তে ক্রিয়তে ॥১৪৯॥

অথ একাঞ্জলিতোয়পানেনোপবাসস্যাবিনাশিত্বং কথয়ন্নাহ পিবন্নিত্যাদি । প্রাণরক্ষণার্থমেকং তোয়াঞ্জলিং পিবন্ সমীরণং বায়ুং চাপি ভক্ষন্মানবঃ উপবাসতো ন ভ্রশ্যেৎ একাঞ্জলিতোয়পানাৎ উপবাসো ন বিনশ্যেৎ ইতি তত্ত্বম্ ॥১৫০॥

করে, তাহা হইলে সে কুলধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইবে , পরন্তু পুনর্ব্বার পূর্ণাভিষেক দ্বারা শুদ্ধি লাভ করিতে পারিবে ।১৪৮

প্রায়শ্চিত্তের নিমিত্ত উপবাস করিতে হইলে সূর্য্যোদয় অবধি অষ্টপ্রহর অনাহারে থাকিতে হইবে ।১৪৯ যদি কোন ব্যক্তি প্রাণধারণের নিমিত্ত এক অঞ্জলি জল পান করে, অথবা বায়ু ভক্ষণ করে তাহা হইলে সে উপবাস হইতে ভ্রষ্ট হইবে না ।১৫০ যদি কোন ব্যক্তি বার্দ্ধক্য বা শারীরিক পীড়া নিবন্ধন

---

* সমীরিতঃ ইতি পাঠান্তরম্ ।

উপবাসাসমর্থশ্চেৎ রুজা বা জরসাপি বা।
তদা প্রত্যুপবাসঞ্চ ভোজয়েদ্দ্বাদশ দ্বিজান্ ॥ ১৫১ ॥
পরনিন্দাং নিজোৎকর্ষং ব্যসনাযুক্তভাষণম্।
অযুক্তং কর্ম্ম কুর্ব্বাণো মনস্তাপৈর্বিশুধ্যতি ॥ ১৫২ ॥

অথ রোগাদিনোপবাসং কর্ত্তুমশক্নুবতা জনেন প্রত্যুপবাসং দ্বাদশ ব্রাহ্মণান্ ভোজয়িতব্যা ইত্যাহ, উপবাসেত্যাদিনা। রুজা রোগেণ বা জরসা জীর্ণত্বেন বা চেদ্‌যদি উপবাসাসমর্থো নরঃ স্যাৎ তদা প্রত্যুপবাসমুপবাসং প্রতি দ্বাদশ দ্বিজান্ ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েৎ ॥১৫১॥

পরনিন্দামিত্যাদি। অথ পরনিন্দাং নিজোৎকর্ষমাত্মোৎকৃষ্টতাং ব্যসনাযুক্তভাষণং পরীবাদাদিসম্বন্ধং কথনম্ অযুক্তমনুচিতং কর্ম্ম চ কুর্ব্বাণো নরো মনস্তাপৈর্বিশুধ্যতি ॥১৫২॥

অথ জ্ঞানাজ্ঞানকৃতাবশিষ্টপাপানাং গায়ত্রীজপাৎ কৌলানামশনাচ্চ বিনাশ ইত্যাহ, অন্যানীত্যাদিনা। জ্ঞানাজ্ঞানাভ্যাং কৃতান্যন্যান্যপি যানি পাপানি

উপবাস করিতে অসমর্থ হয়, তাহা হইলে প্রত্যেক উপবাসের অনুকল্পস্বরূপ দ্বাদশটি ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইবে।১৫১

যদি কোন ব্যক্তি পরের নিন্দা বা নিজের প্রশংসা করে, অথবা যদি কেহ দ্যূতক্রীড়া প্রভৃতি ভ্রষ্ট হইবার বা পতনের পথ অবলম্বন করে, কিংবা যদি কেহ অন্যের প্রতি অযোগ্য বাক্য প্রয়োগ করে, অথবা যদি কেহ অবৈধ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় তাহা হইলে সে কেবল অনুতাপ দ্বারা শুদ্ধি লাভ করিতে পারিবে (৩২৬)।১৫২

---

(৩২৬)—এই অনুতাপ কিরূপে করিতে হইবে, তাহা মনু স্পষ্টরূপে বলিয়াছেন যথা,—কৃত্বা পাপন্তু সন্তপ্য তস্মাৎ পাপাৎ প্রমুচ্যতে। নৈবং কুর্য্যাং পুনরিতি নিবৃত্ত্যা পূয়তে তু সঃ॥

যদি কেহ পাপ করে, তাহা হইলে সে কেবল অনুতাপ দ্বারাই সেই পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারিবে, পরন্তু 'আমি এরূপ কার্য্যে আর কদাপি প্রবৃত্ত হইব না,' এরূপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা সহকারে সেই পাপ কার্য্য হইতে নিবৃত্ত না হইলে সেই অনুতাপরূপ প্রায়শ্চিত্ত সিদ্ধ হইবে না। ফলতঃ, যদি কেহ প্রতিদিন রাত্রে সুরা পান প্রভৃতি পাপকার্য্যে প্রবৃত্ত হয় এবং প্রাতে অনুতাপ করে, তদ্দ্বারা তাহার পাপক্ষয় হইতে পারিবে না।

অন্যানি যানি পাপানি জ্ঞানাজ্ঞানকৃতান্যপি।
নশ্যন্তি জপনাদ্দেব্যাঃ সাবিত্র্যাঃ কৌলভোজনাৎ ॥ ১৫৩ ॥
সামান্যনিয়মান্ পুংসাং স্ত্রীষু ষণ্ঢেষু যোজয়েৎ।
যোষিতান্তু বিশেষোঽয়ং পতিরেকো মহাগুরুঃ ॥ ১৫৪ ॥
মহারোগান্বিতা যে চ যে নরাশ্চিররোগিণঃ।
স্বর্ণদানেন পূতাঃ স্যুঃ দৈবে পৈত্র্যেঽধিকারিণঃ ॥ ১৫৫ ॥

তানি সাবিত্র্যাঃ সবিতৃদেবতাকায়া গায়ত্র্যা দেব্যা জপনাৎ কৌলানাং ভোজনাচ্চ নশ্যন্তি ॥ ১৫৩ ॥

অথ পুরুষাণাং সাধারণনিয়মাঃ স্ত্রীষু নপুংসকেষ্বপি যোজয়িতব্যা ইত্যাহ, সামান্যেত্যাদিনা। পুংসাং পুরুষাণাং সামান্যনিয়মান্ স্ত্রীষু ষণ্ঢেষু নপুংসকেষু চ যোজয়েৎ। যোষিতাং স্ত্রীণান্তু পতিরেকো মহাগুরুঃ স্মৃতোঽয়ং বিশেষঃ ॥ ১৫৪ ॥

অথ কুষ্ঠাদিমহারোগান্বিতচিররোগিণোঽপি সুবর্ণদানেন পূতত্বসত্ত্বাদ্দেবপিতৃকর্ম্মাধিকারিত্বমাহ, মহারোগেত্যাদিনা। যে নরা মহারোগান্বিতা যে চ চিররোগিণস্তে স্বর্ণদানেন পূতাঃ সন্তো দৈবে পৈত্র্যে চ কর্ম্মণি অধিকারিণঃ স্যুঃ ॥ ১৫৫ ॥

আর আর যে সমুদায় পাপ আছে, তাহা জ্ঞান পূর্ব্বক অনুষ্ঠিত হউক, বা অজ্ঞানতা বশতই আচরিত হউক, সাবিত্রী বা বৈদিক গায়ত্রী (শূদ্র, দীক্ষিত হইলে নিজ দেবতার গায়ত্রী) জপ করিয়া কৌলভোজন করাইলেই তৎসমুদায় ধ্বস্ত হইবে।১৫৩

পুরুষের প্রতি যে সমুদায় সাধারণ নিয়ম প্রকাশ করা হইল, তাহা স্ত্রীলোকদিগের প্রতি এবং নপুংসকদিগের প্রতিও খাটিবে। স্ত্রীজাতির মধ্যে বিশেষ এই যে, তাহাদের পক্ষে একমাত্র ভর্ত্তাই মহাগুরু।১৫৪

যে সকল লোক মহাব্যাধিগ্রস্ত, বা যে সকল লোক চিররোগী, তাহারা সুবর্ণ দান পূর্ব্বক পবিত্র হইলে দৈব ও পৈত্র্য কর্ম্মে অধিকারী হইতে পারিবে।১৫৫ যদি কোন গৃহে সর্পাঘাত বা উদ্বন্ধনাদি দ্বারা কাহারও

অপঘাতমৃতেনাপি দূষিতং বিদ্যুদগ্নিনা।
গৃহং বিশোধয়েদ্ধোমৈঃ ব্যাহৃত্যা শতসংখ্যকৈঃ ॥ ১৫৬ ॥
বাপীকূপতড়াগেষু সাস্থ্নাং শবনিরীক্ষণাৎ।
উদ্ধৃত্য কুণপং তেভ্যঃ ততস্তান্ পবিশোধযেৎ ॥ ১৫৭ ॥
পূর্ণাভিষেকমনুভিঃ মন্ত্রিতৈঃ শুদ্ধবাবিভিঃ।
পূর্ণৈস্ত্রিসপ্তকুম্ভৈস্তান্ প্লাবযেদিতি শোধনম্ ॥ ১৫৮ ॥

নন্বপঘাতমৃতেন বিদ্যুদগ্নিনা চ দূষিতবেশ্মনঃ কথং শুদ্ধিস্তত্রাহ, অপঘাতে-ত্যাদিনা। অপঘাতমৃতেনাপঘাতপ্রাপ্তমৃত্যুনা সর্পব্যাঘ্রোদ্বন্ধনাদিজাতমবণেনেতি যাবৎ। বিদ্যুদগ্নিনা চাপি দূষিতং গৃহং ব্যাহৃত্যা ভূবাদ্যৈঃ শতসংখ্যকৈর্হোমৈ বিশোধয়েৎ ॥ ১৫৬ ॥

অথাস্থিমজ্জন্তুশবদূষিতবাপীকূপাদীনাং সামান্যতঃ শোধনমাহ বাপীত্যাদিনা। বাপীকূপতড়াগেষু সাস্থ্নামস্থিমতাং শবানিরীক্ষণাৎ কুণপদর্শনাত্তেভ্যো বাপ্যা-দিভ্যঃ কুণপং শবমুদ্ধৃত্য ততস্তান্ বাপ্যাদীন্ পবিশোধযেৎ ॥ ১৫৭ ॥

কথং শোধযেদিত্যাকাঙ্ক্ষাযাং শোধনপ্রকারমাহ, পূর্ণেত্যাদিনা। পূর্ণাভি-ষেকমনুভিঃ পূর্ণাভিষেকস্য মন্ত্রৈর্মন্ত্রিতৈঃ শুদ্ধবাবিভিঃ পবিত্রজলৈঃ পূর্ণৈস্ত্রিসপ্ত-কুম্ভৈরেকবিংশতিঘটৈস্তান্ বাপ্যাদীন্ প্লাবযেৎ ইতি শোধনম্ অযং শোধন-প্রকারঃ ॥ ১৫৮ ॥

অপমৃত্যু ঘটিবা থাকে, অথবা যদি কোন গৃহ বিদ্যুদগ্নি দ্বাবা দূষিত হইযা থাকে, তাহা হইলে সেই গৃহে (ওঁ ভূঃ স্বাহা, ওঁ ভুবঃ স্বাহা, ওঁ স্বঃ স্বাহা) এই মন্ত্র দ্বাবা শতসংখ্যা ব্যাহৃতিহোম কবিবা সেই গৃহ শোধন কবিযা লইবে।১৫৬

যদি বাপী কূপ তড়াগ প্রভৃতিতে অস্থিযুক্ত জীবেব মৃতদেহ দেখিতে পাওযা যায তাহা হইলে সেই শব উদ্ধৃত করিযা সেই বাপী কূপ প্রভৃতি শোধন কবিবে।১৫৭ উহা শোধন কবিবাব বিধান এই যে, একবিংশতি কুম্ভ-পূর্ণ বিশুদ্ধ জল পূর্ণাভিষেকমন্ত্র দ্বাবা অভিমন্ত্রিত কবিযা, তাহা ঐ জলাশযে ঢালিযা দিবে, ইহা দ্বাবাই কূপ বাপী ও তড়াগেব শোধন হইবে।১৫৮ পবন্তু যদি ঐ বাপী কূপ প্রভৃতি অল্প-জলবিশিষ্ট হয এবং শবেব দুর্গন্ধে ঐ জল দূষিত হইযা থাকে তাহা

যদি স্বল্পজলাস্তে স্যুঃ শবদুর্গন্ধিদূষিতাঃ।
সপঙ্কং সলিলং সর্ব্বম্ উদ্ধৃত্যাপ্লাবযেত্তু তান্॥ ১৫৯॥
সন্তি ভূরীণি তোযানি গজদঘ্নানি তেষু চেৎ *।
শতকুম্ভজলোদ্ধারৈঃ অভিষেকেণ শোধয়েৎ॥ ১৬০॥
যদ্যেবং শোধিতা ন স্যুঃ মৃতস্পৃষ্টজলাশযাঃ।
অপেযসলিলাস্তেষাং প্রতিষ্ঠামপি নাচরেৎ॥ ১৬১॥

অথাল্পজলত্বগজমিতবহুজলত্বাভ্যাং বাপ্যাদীনাং ভেদবত্ত্বাচ্ছোধনবিশেষমাহ, যদীত্যাদিনা শ্লোকদ্বযেন। শবদুর্গন্ধিদূষিতাস্তে বাপ্যাদযো যদি স্বল্পজলাঃ স্যুস্তদা তেভ্যঃ সপঙ্কং সর্ব্বং জলমুদ্ধৃত্যোক্তপ্রকারেণ তানাপ্লাবযেৎ॥ ১৫৯॥

সন্তীত্যাদি। তেষু বাপ্যাদিষু চেদ্যদি গজদঘ্নানি হস্তিপরিমাণানি ভূরীণি বহুনি তোযানি জলানি সন্তি তদা শতকুম্ভজলোদ্ধারৈরেকবিংশতিকুম্ভজলৈরভিষেকেণ চ তান্ শোধযেৎ॥১৬০॥

অথাশোধিতবাপ্যাদীনামপেযজলত্বং প্রতিষ্ঠানর্হত্বঞ্চাহ, যদীত্যাদিনা। মৃতস্পৃষ্টজলাশযাঃ শবস্পৃষ্টবাপ্যাদযো যদ্যেবং শোধিতা ন স্যুস্তদা তেঽপেযসলিলা ভবন্তি। তেষামশোধিতবাপ্যাদীনাং প্রতিষ্ঠামপি নাচরেন্ন কুর্য্যাৎ॥১৬১॥

হইলে তাহার সমুদায় জল ও পঙ্ক উদ্ধৃত করিযা পূর্ব্বোক্ত পূর্ণাভিষেকমন্ত্র দ্বারা অভিমন্ত্রিত একবিংশতি কুম্ভ বিশুদ্ধ সলিল তাহাতে নিক্ষেপ করিতে হইবে।১৫৯ আর উক্ত জলাশযে যদি গজপরিমাণ বহু জল থাকে, তাহা হইলে তাহা হইতে এক শত কুম্ভ জল উদ্ধার করিযা উক্ত অভিষেক মন্ত্রে পূত একবিংশতি কুম্ভ বিশুদ্ধ সলিল তাহাতে নিক্ষেপ করিলে তাহার শোধন হইবে।১৬০ শবস্পৃষ্ট জলাশয যদি এইরূপে শোধন করা না হয, তাহা হইলে তাহার জল পান করা কর্ত্তব্য নহে এবং সেই জলাশযের প্রতিষ্ঠাও করিবে না।১৬১ এইরূপ জলে স্নান করিলে বা ঈদৃশ জল দ্বারা কোন কর্ম্ম করিলে তাহা নিষ্ফল হইবে। যদি কেহ এই অশোধিত জলে স্নান করে বা এই জল দ্বারা কোন কর্ম্ম করে, সে

---

* তেষু চ ইতি পাঠান্তরম্।

স্নানমেষু জলৈরেবাং কুর্ব্বন্ কর্ম্ম বৃথা ভবেৎ।
দিনমেকং নিরাহারঃ * শুধ্যেৎ পঞ্চামৃতাশনাৎ ॥ ১৬২ ॥
যাচকং ধনিনং দৃষ্ট্বা বীরং যুদ্ধপরাঙ্মুখম্।
দূষকং কুলধর্ম্মাণাং মদ্যপাঞ্চ কুলস্ত্রিয়ম্ ॥ ১৬৩ ॥
মিত্রদ্রোহকরং মর্ত্ত্যং স্বয়ং পাপরতং বুধম্।
পশ্যন্ সূর্য্যং স্মরন্ বিষ্ণুং সচেলঃ স্নানমাচরেৎ ॥ ১৬৪ ॥
খরকুক্কুটকোলাংশ্চ বিক্রীণন্তো দ্বিজাতয়ঃ।
নীচবৃত্তিং চরন্তোঽপি শুধ্যেযুস্ত্রিদিনব্রতাৎ ॥ ১৬৫ ॥

অথাশোধিতবাপ্যাদিজলৈঃ স্নানাদিকং কুর্ব্বতো নরস্য প্রায়শ্চিত্তং ক্রিয়মাণস্য কর্ম্মণো নিষ্ফলত্বঞ্চাহ, স্নানমিত্যাদিনা। এম্বশোধিতবাপ্যাদিষু স্নানং কুর্ব্বন্ তথৈষাং জলৈরন্যচ্চ কর্ম্ম কুর্ব্বন্ নরো দিনমেকং নিরাহারঃ সন্ পঞ্চামৃতাশনাৎ শুধ্যেৎ ক্রিয়মাণং কর্ম্ম চ বৃথা ভবেৎ ॥১৬২॥

অথ দৃষ্টধনিকযাচকযুদ্ধপরাঙ্মুখবীরাদিকস্য পুংসঃ প্রায়শ্চিত্তমাহ যাচকমিত্যাদিশ্লোকদ্বয়েন। যাচকং ভিক্ষুকং ধনিনং দৃষ্ট্বা তথা যুদ্ধপরাঙ্মুখং রণানভিমুখং বীরং শূরং কুলধর্ম্মাণাং দূষকং জনং কুলস্ত্রিয়ঞ্চ মদ্যপাং মিত্রদ্রোহকরং মর্ত্ত্যং স্বয়ং পাপরতং বুধং পণ্ডিতং চ দৃষ্ট্বা সূর্য্যং পশ্যন্ বিষ্ণুং স্মরন্নরঃ সচেলঃ সবস্ত্রঃ স্নানমাচরেৎ ॥১৬৩॥১৬৪॥

ননু গর্দ্দভাদীন্ বিক্রীণতাং নীচবৃত্তিং চ কুর্ব্বতাং দ্বিজাতীনাং কথং শুদ্ধি-

---

একদিন অনাহারে থাকিয়া পঞ্চামৃত পান করিলে সেই পাপ হইতে শুদ্ধি লাভ করিতে পারিবে। ১৬২

যদি কেহ ধন থাকিতে অন্যের নিকট যাচ্ঞা করে, যদি কেহ বীর হইয়াও সংগ্রামে পরাঙ্মুখ হয়, যদি কেহ কুলধর্ম্মের প্রতি দোষারোপ করে, যদি কোন কুলকামিনী সুরাপান করে, ১৬৩ যদি কেহ মিত্রদ্রোহী হয়, যদি কেহ পণ্ডিত হইয়াও স্বয়ং পাপাচরণে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে যে ব্যক্তি তাহাদিগকে দর্শন করিবে, সেই ব্যক্তি সূর্য্য দর্শন পূর্ব্বক বিষ্ণু স্মরণ করিয়া সেই বস্ত্রেই স্নান করিলে পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারিবে। ১৬৪

যে সকল দ্বিজাতি, গর্দ্দভ কুক্কুট অথবা শূকর বিক্রয় করিবে, কিম্বা অন্য

---

* দিনমেকং বিনাহারঃ ইতি পাঠান্তরম্।

দিনমেকং নিরাহারো দ্বিতীয়ং কণভোজনঃ ।
অপবস্তু নযেদদ্ভিঃ ত্রিদিনব্রতমম্বিকে ॥ ১৬৬ ॥
গৃহেঽনুদ্ঘাটিতদ্বারেঽনাহূতঃ প্রবিশন্নরঃ ।
বারিতার্থপ্রবক্তাপি পঞ্চাহমশনং ত্যজেৎ ॥ ১৬৭ ॥
আগচ্ছতো গুরূন্ দৃষ্ট্বা নোত্তিষ্ঠেদ্ যো মদান্বিতঃ ।
তথৈব কুলশাস্ত্রাণি শুধ্যেদেকোপবাসতঃ ॥ ১৬৮ ॥

স্তত্রাহ, খরেত্যাদিনা । খরকুক্কুটকোলান্ গর্দ্দভচরণায়ুধশূকরান্ বিক্রীণন্তো নীচবৃত্তিণ্ঞাপি চরন্তঃ কুর্ব্বন্তো দ্বিজাতয়ো ব্রাহ্মণাস্ত্রিদিনব্রতাৎ শুধ্যেয়ুঃ ॥১৬৫॥

ননু কিং ত্রিদিনব্রতমত আহ, দিনমিত্যাদিনা । নিরাহারঃ সন্ দিনমেকং নযেৎ যাপয়েৎ । কণভোজনঃ সন্ দ্বিতীযং দিনং নযেৎ । অপরন্তু তৃতীযং দিনন্তু অদ্ভির্জলৈর্নযেৎ । হে অম্বিকে ত্রিদিনব্রতমিদং স্মৃতম্ ॥১৬৬॥

অথ পিহিতদ্বারাগারেঽনাহূতস্যৈব প্রবিশতো বারিতার্থং কথয়তশ্চ প্রায়শ্চিত্তমাহ, গৃহ ইত্যাদিনা । অনুদ্ঘাটিতদ্বারে রুদ্ধদ্বারে গৃহে অনাহূত এব প্রবিশন্নরো বারিতার্থপ্রবক্তাপি বারিতস্যার্থস্য প্রকথযিতাপি নরঃ পঞ্চাহমশনং ত্যজেৎ ॥১৬৭॥

আগচ্ছতঃ পিত্রাদীন্ কুলশাস্ত্রাণি চ সমীক্ষ্যানুত্তিষ্ঠতঃ পুংসঃ প্রায়শ্চিত্তমাহ, আগচ্ছত ইত্যাদিনা । আগচ্ছতো গুরূন্ পিত্রাদীন্ তথৈবাগচ্ছন্তি কুলশাস্ত্রাণি চ দৃষ্ট্বা যো মদান্বিতো নোত্তিষ্ঠেৎ স একোপবাসতঃ শুধ্যেৎ । মদান্বিত ইত্যনেন রোগাদিনিমিত্তকবাশক্ত্যানুত্তিষ্ঠতস্তু ন দোষভাগিত্বমিতি ধ্বনিতম্ ॥১৬৮॥

কোন নীচ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবে, তাহারা ত্রিদিনব্রতের অনুষ্ঠান করিলে শুদ্ধি লাভ করিতে পারিবে ১৬৫ অম্বিকে । ত্রিদিনব্রত অনুষ্ঠানের রীতি এই যে, প্রথম দিন অনাহারে থাকিবে, তৎপরে দ্বিতীয় দিন কণভোজন করিবে, এবং তৃতীয় দিনে কেবল সলিল পান করিয়া থাকিবে , ইহাই ত্রিদিনব্রত বলিয়া বিখ্যাত ।১৬৬

যে গৃহের দ্বার রুদ্ধ আছে, যদি কেহ আহূত না হইয়া সেই গৃহে প্রবেশ করে, অথবা যে কথা প্রকাশ করিতে নিষেধ আছে, যদি কেহ সেই কথা প্রকাশ করে, তাহা হইলে প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ তাহাকে পাঁচদিবস উপবাস করিতে হইবে ।১৬৭

এতস্মিন্ শাম্ভবে শাস্ত্রে ব্যক্তার্থপদবৃংহিতে।
কূটেনার্থং কল্পয়ন্তঃ পতিতা যান্ত্যধোগতিম্ ॥ ১৬৯ ॥
ইদং তে কথিতং দেবি সারাৎসারং পরাৎপরম্।
ইহামুত্রার্থদং ধর্ম্ম্যং পাবনং হিতকারকম্ ॥ ১৭০ ॥

ইতি শ্রীমহানির্ব্বাণতন্ত্রে সর্ব্বতন্ত্রোত্তমোত্তমে সর্ব্বধর্ম্মনির্ণয়সারে শ্রীমদাদ্যাসদাশিবসংবাদে স্বপরানিষ্টজনকপাপপ্রায়শ্চিত্তকথনং নাম একাদশোল্লাসঃ।

অধুনা শম্ভুপ্রোক্তেঽস্মিন্ শাস্ত্রে শব্দব্যাজেনার্থান্তরং কল্পয়তাং পতিতত্ব-মধোগামিত্বঞ্চাহ, এতস্মিন্নিত্যাদিনা। ব্যক্তার্থপদবৃংহিতে বিস্পষ্টার্থপদবর্দ্ধিতে শাম্ভবে শম্ভুপ্রোক্তে এতস্মিন্ শাস্ত্রে কূটেন শব্দব্যাজেনার্থং কল্পয়ন্তো নরাঃ পতিতাঃ সন্তোঽধোগতিং যান্তি। মায়ানিশ্চলযন্ত্রেষু কৈতবানৃতরাশিষু। অয়োঘনে শৈলশৃঙ্গে সীরাঙ্গে কূটমস্ত্রিয়ামিত্যমরঃ ॥১৬৯॥

প্রকরণার্থমুপসংহরন্নাহ, ইদমিত্যাদিনা। হে দেবি সারাৎসারং ন্যায্যাদপি ন্যায্যং পরাৎপরমুত্তমাদপ্যুত্তমং ইহামুত্রার্থদমিহলোকে পরলোকে চ ফলদং ধর্ম্ম্যং ধর্ম্মাদনপেতং পাবনং পাবিত্র্যকারকং হিতকারণমিদং তে তুভ্যং কথিতম্। সারো বলে স্থিরাংশে চ ন্যায্যে ক্লীবং বরে ত্রিষ্বিত্যমরঃ। অর্থোঽভিধেয়রৈবস্তু প্রয়োজননিবৃত্তিষ্বিত্যমরঃ ॥১৭০॥

ইতি শ্রীমহানির্ব্বাণতন্ত্র টীকায়ামেকাদশোল্লাসঃ।

যে ব্যক্তি মদভরে গুরুজনকে আগমন করিতে দেখিয়া অথবা কাহাকেও কুলশাস্ত্র আনয়ন করিতে দেখিয়া সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান না করিবে, তাহাকে সেই পাপমোচনের জন্য এক দিন উপবাস করিতে হইবে।১৬৮

শিবপ্রণীত এই তন্ত্র শাস্ত্রে সমুদায় পদ ও সমুদায় বাক্যের সমুদায় অর্থই সুব্যক্ত রহিয়াছে। যে সকল ব্যক্তি ইহার সহজ অর্থ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কূটার্থ কল্পনা করিবে, তাহারা পতিত হইবে এবং অধোগতি লাভ করিবে ১৬৯

দেবি। এই আমি তোমার নিকট যাহা কহিলাম, ইহা সারাৎসার, পরাৎপর, ধর্ম্মানুগত, পবিত্রকারক ও হিতকারক এবং ইহলোকে ও পরলোকে শুভফলদায়ক।১৭০

প্রায়শ্চিত্ত কথন নামক একাদশ উল্লাস সমাপ্ত।

দ্বাদশোল্লাসঃ ।

শ্রীসদাশিব উবাচ ।

ভূয়স্তে কথযাম্যাদ্যে ব্যবহারান্ সনাতনান্ ।
যান্ বক্ষন্ প্রবিদন্ বাজা স্বচ্ছন্দং পালযেৎ প্রজাঃ ॥ ১ ॥
নিয়মেন বিনা বাজ্ঞো মানবা ধনলোলুপাঃ ।
মিথস্তে বিবদিষ্যন্তি গুরুস্বজনবন্ধুভিঃ ॥ ২ ॥

ইদানীং লোকশুভাকাঙ্ক্ষযা পবমকারুণিকো মহাদেবঃ সনাতনব্যবহাবান্ পার্ব্বতীং প্রতি পুনঃ কথযিতুমাবভতে, ভূয ইত্যাদিনা। হে আদ্যে তে তুভ্যং তবাগ্রে বা তান্ সনাতনান্ শাশ্বতান্ ব্যবহাবান্ ভূযঃ পুনবহং কথযামি যান্ ব্যবহাবান্ বক্ষন্ পালযন্ প্রবিদন্ প্রজানন্ বাজা স্বচ্ছন্দং স্বৈবং প্রজাঃ পালযেদ্রক্ষেৎ ॥ ১ ॥

মহীপতের্নিযমস্যাভাবাদ্দ্রব্যাভিলাষিণো মনুজাঃ পিত্রাদিভিঃ সার্দ্ধং মিথো বিবাদাদিকং কবিষ্যন্তি তন্নিবাকবণায লোকহিতাকাঙ্ক্ষঃ সদাশিবো নিযমং বিদধাতীত্যেবাহ, নিযমেনেত্যাদিনা শুভান্নবাঃ ইত্যন্তেন শ্লোকত্রযেণ। হে দেবি যতো বাজ্ঞো নৃপস্য নিযমেন বিনা ধনলোলুপাঃ বিত্তবিষযকলালসাবন্তস্তে মানবা মনুষ্যা গুরুস্বজনবন্ধুভিঃ সাকং মিথো বিবদিষ্যন্তি তথা তদা নিযমাভাবে স্বার্থিনো ধনার্থিনস্তে বিত্তহেতবে ধনার্থং ব্যাতিঘ্নন্তি পবস্পবং হনিষ্যন্তি জিহীর্ষযা বিত্তহবণেচ্ছযা হিংসযা চ পাপাশ্রযা ভবিষ্যন্তি। অতস্তেষাং মানবানাং হিতার্থায

শ্রীসদাশিব কহিলেন। আদ্যে! আমি পুনর্ব্বাব তোমাব নিকট সনাতন ব্যবহাব বলিতেছি। জ্ঞানবান্ বাজা এই ব্যবহাবেব অনুসবণ কবিলে স্বচ্ছন্দে প্রজাপালন কবিতে পাবেন।১

যদি বাজা নিযম স্থাপন না কবেন, তাহা হইলে মানবগণ ধনলোলুপ হইযা গুবুজনেব সহিত, আত্মীয স্বজনেব সহিত ও বন্ধুবান্ধবেব সহিত পবস্পব বিবাদ কবিবে।২ দেবি! বাজনিযম না থাকিলে মানবগণ ধনলালসায স্বার্থান্ধ হইযা পবস্পব পরস্পবকে প্রহাব ও বিনাশ কবিবে এবং তাহাবা পবস্পব হিংসাপূর্ব্বক ধনাপহরণার্থে নানা পাপে লিপ্ত হইবে।৩ অতএব আমি মনুষ্যাদিগেব হিত-

ব্যতিক্রম্যন্তি তদা দেবি স্বার্থিনো বিত্তহেতবে।
পাপাশ্রয়া ভবিষ্যন্তি হিংসয়া চ জিহীর্ষয়া ॥ ৩ ॥
অতস্তেষাং হিতার্থায় নিয়মো ধর্ম্মসম্মতঃ।
নিযোজ্যতে যমাশ্রিত্য ন ভ্রশ্যেযুঃ শুভান্নরাঃ ॥ ৪ ॥
দণ্ডয়েৎ পাপিনো রাজা যথা পাপাপনুত্তয়ে।
তথৈব বিভজেদ্দায়ান্ নৃণাং সম্বন্ধভেদতঃ ॥ ৫ ॥
সম্বন্ধো দ্বিবিধো জ্ঞেয়ো বিবাহাজ্জন্মনস্তথা।
তত্রৌদ্বাহিকসম্বন্ধাৎ অপরো বলবত্তরঃ ॥ ৬ ॥

ধর্ম্মসম্মতঃ স নিয়মো যথা নিযোজ্যতে প্রবর্ত্ত্যতে যং নিয়মমাশ্রিত্য নরাঃ শুভাৎ ভদ্রান্ন ভ্রশ্যেযুর্ন পতেযুঃ। ব্যতিক্রম্যন্তীত্যত্র বর্ত্তমানসামীপ্যে বর্ত্তমানবদ্বেতি ভবিষ্যতি লট্ ॥২॥৩।৪॥

ননু যন্নিয়মাশ্রয়ণান্মনুষ্যা ভদ্রান্ন ভ্রশ্যেযুঃ কোঽসৌ নিয়মস্তত্রাহ, দণ্ডয়েদিত্যাদিনা। যথা রাজা নরাধিপঃ পাপাপনুত্তয়ে কিল্বিষনাশায় পাপিনো জনান্ দণ্ডয়েত্তথৈব নৃণাং মনুষ্যাণাং সম্বন্ধভেদতো দায়ান্ বিভবান্ বিভজেৎ বিভক্তান্ কুর্য্যাৎ। দায়ো দানে ধনে পুংসি বাচ্যলিঙ্গস্তু দাতরীতি ॥৫॥

অথোদ্বাহজননাভ্যাং দায়বিভাগোপযোগিনঃ সম্বন্ধস্য দ্বৈবিধ্যং ভাষমাণো মহাদেবস্তত্র বৈবাহিকসম্বন্ধতো জননসম্বন্ধস্য প্রাবল্যং প্রতিপাদয়তি, সম্বন্ধ ইত্যাদিনা। বিবাহাত্তথা জন্মনঃ উৎপত্তেঃ সম্বন্ধো দ্বিবিধো দ্বিপ্রকারকো জ্ঞেয়ো বোদ্ধব্যঃ। তত্র তয়োঃ সম্বন্ধয়োরৌদ্বাহিকসম্বন্ধাদপরো জননসম্বন্ধো বলবত্তরো জ্ঞেয়ঃ ॥৬॥

সাধনের নিমিত্ত ধর্ম্মানুগত রাজনিয়ম নিবদ্ধ করিতেছি। এই নিয়ম প্রতিপালন করিলে মানব কদাপি শান্তি ও শ্রেয়ঃপ্রাপ্তি হইতে বিচ্যুত হইবে না।৪ রাজা পাপাপনোদনের নিমিত্ত যেমন পাপীদিগের দণ্ড করিবেন, সেইরূপ মনুষ্যদিগের সম্বন্ধভেদে দায় (৩২৭) বিভাগ করিয়াও দিবেন।৫

বিবাহ-বন্ধন ও জন্মসূত্রভেদে সম্বন্ধ দুই প্রকার। ইহার মধ্যে বৈবাহিক সম্বন্ধ অপেক্ষা জন্মাধীন সম্বন্ধই সমধিক বলবান্।৬ শিবে ধনাধিকার বিষয়ে

---

(৩২৭)—উত্তরাধিকারিত্ব-রূপে প্রাপ্য স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তিই 'দায' শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে।

দায়ে তূর্দ্ধ্বতনাজ্জ্যায়ান সম্বন্ধোঽধস্তনঃ শিবে ।
অধ-ঊর্দ্ধ্বক্রমাৎ স্ত্রীতঃ * পুমান্ মুখ্যতরঃ স্মৃতঃ ॥ ৭ ॥
তত্রাপি সন্নিকর্ষেণ সম্বন্ধো দায়মর্হতি ।
অনেন বিধিনা ধীরা বিভজেযুঃ ক্রমাদ্ধনম্ ॥ ৮ ॥
মৃতস্য পুত্রে পৌত্রে চ কন্যাসু পিতরি স্থিতে ।
ভার্য্যায়ামপি দায়ার্হঃ পুত্র এব ন চাপরঃ ॥ ৯ ॥

দায়হরণে ঊর্দ্ধ্বতনসম্বন্ধতোঽধোভবস্যৈব সম্বন্ধস্য জ্যেষ্ঠত্বমধ-ঊর্দ্ধ্বক্রমতো যোষিদ্ভ্যঃ পুরুষস্যৈব প্রধানতরত্বং চাহ, দায়ে ত্বিত্যাদিনা । হে শিবে দায়ে তু ধনে তূর্দ্ধ্বতনাদূর্দ্ধ্বভবাৎ সম্বন্ধাদধস্তনোঽধোভবঃ সম্বন্ধো জ্যায়ান্ শ্রেষ্ঠঃ স্মৃতঃ । তুশব্দেনাভিবাদনাদাবধস্তনাৎ সম্বন্ধাদূর্দ্ধ্বতনস্যৈব সম্বন্ধস্য জ্যায়স্ত্বমিতি ধ্বনিতম্ । অত্র দায়হরণেঽধ-ঊর্দ্ধ্বক্রমাৎ স্ত্রীতঃ পুমান্ পুরুষো মুখ্যতরঃ প্রধানতরঃ স্মৃতঃ ॥৭॥

নন্বাসন্নানাসন্নয়োর্মধ্যে কতরস্য দায়ার্হত্বং স্যাৎ তত্রাহ, তত্রাপীত্যাদিনা । তত্রাপি মুখ্যতরেষু পুংস্বপি সন্নিকর্ষেণ সান্নিধ্যেন সম্বন্ধী দায়মর্হতি ধনার্হো ভবতি । অনেন পূর্ব্বোক্তেন বিধিনা ধীরা মনীষিণো ধনং ক্রমাদ্বিভজেযুর্বণ্টয়েয়ুঃ ॥৮॥

ননু প্রাপ্তপঞ্চত্বস্য পুংসো বিদ্যমানানাং পত্নীকন্যানাং তাততনয়পৌত্রাণাঞ্চ মধ্যে কতমস্য তদ্ধনগ্রাহকত্বমত আহ, মৃতস্যেত্যাদিনা । মৃতস্য মানবস্য পুত্রে

ঊর্দ্ধ্বতন পুরুষ অপেক্ষা অধস্তন পুরুষই প্রবল, অর্থাৎ পিতা পিতামহ প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিতে পুত্র পৌত্র প্রভৃতিই ধনাধিকারী হইবে । এইরূপ অধ-ঊর্দ্ধ্ব-ক্রমে স্ত্রী-জাতি অপেক্ষা পুরুষজাতিই মুখ্য, অর্থাৎ অধস্তন স্ত্রীজাতি অপেক্ষা অধস্তন পুরুষজাতি এবং ঊর্দ্ধ্বতন স্ত্রীজাতি অপেক্ষা ঊর্দ্ধ্বতন পুরুষজাতিই শ্রেষ্ঠ , (পরন্তু অধস্তন স্ত্রীজাতি (কন্যাদি) অপেক্ষা ঊর্দ্ধ্বতন পুরুষজাতি (পিতা প্রভৃতি) শ্রেষ্ঠ হইবে না ।)৭ তথাপি ইহার মধ্যে আবার যে ব্যক্তির অধিকতর নিকট-সম্বন্ধ, সেই ব্যক্তিই মৃত ব্যক্তির ত্যক্ত ধনে অধিকারী হইতে পারিবে । পণ্ডিতগণ এই ক্রম ও বিধান অনুসারেই মৃত ব্যক্তির সমস্ত সম্পত্তি বিভাগ করিয়া দিবেন ।৮

মৃত ব্যক্তির যদি পুত্র পৌত্র কন্যা পিতা ও ভার্য্যা প্রভৃতি বিদ্যমান থাকে,

---

* অধ-ঊর্দ্ধ্বক্রমাদত্র ইতি বা পাঠঃ ।

বহুবস্তনয়া যত্র সর্ব্বে তত্র সমাংশিনঃ।
জ্যেষ্ঠে রাজ্যাধিকারিত্বং তত্তু বংশানুসারতঃ ॥ ১০ ॥
ঋণং যৎ পৈতৃকং তচ্চ শোধয়েৎ পৈতৃকৈর্ধনৈঃ।
তস্মিন্ স্থিতে বিভাগার্হং ন ভবেৎ পৈতৃকং বসু ॥ ১১ ॥

পৌত্রে পিতরি চ স্থিতে কন্যাস্বাত্মজাসু চ স্থিতাসু ভার্য্যায়াং পত্ন্যামপি স্থিতায়াং সন্নিকৃষ্টত্বাৎ পুংস্ত্বেন মুখ্যত্বতত্বাদধোভবত্বেন জ্যায়স্ত্বাচ্চ পুত্র এব দায়ার্হঃ স্যান্ন চাপরস্ত্বিতরঃ পৌত্রাদির্দায়ার্হঃ। পৌত্রস্য পুত্রতো বিপ্রকৃষ্টত্বাৎ ভার্য্যায়াঃ কন্যানাং চ স্ত্রীত্বেনাপ্রধানত্বাৎ পিতুশ্চোর্দ্ধ্বভবত্বেনাজ্যায়স্ত্বাদ্দায়ার্হত্বং নেত্যর্থঃ ॥৯॥

ননু বহুপুত্রস্য প্রমীতস্য পৃথ্বীপতেঃ স্থাবরস্থাবরেতরদ্রব্যেষু সর্ব্বেষামাত্মজানাং সমাংশহারিত্বং ন্যূনাধিকাংশহারিত্বং বেত্যত আহ, বহব ইত্যাদিনা। রাজ্ঞো যত্র স্থাবরে জঙ্গমে বাপি দ্রব্যে বহবঃ তনয়াঃ পুত্রা ভাগার্হাস্তত্র সর্ব্বে সমাংশিনস্তুল্যভাগিনঃ স্যুর্ন তু ন্যূনাধিকাংশিন ইত্যর্থঃ। ননু মহীপতের্জ্যেষ্ঠ এবাত্মজে প্রায়শো রাজ্যাধিকারিত্বং শ্রূয়তে দৃশ্যতে চ তৎ কথমুচ্যতে সর্ব্বে তত্র সমাংশিন ইত্যত আহ, জ্যেষ্ঠ রাজ্ঞঃ পুত্রে যদ্রাজ্যাধিকারিত্বং তত্তু বংশানুসারতো জ্ঞেয়ম্। বংশে যদি জ্যেষ্ঠ এব রাজপুত্রো রাজ্যং লভমানো ভবেত্তদা তস্মিন্নেব রাজ্যাধিকারিত্বম্ অন্যেষাং গ্রাসাচ্ছাদনভাজনত্বম্। অন্যথা তু পৃথ্ব্যাদিকং সকলং দ্রবিণং বিভজ্য সর্ব্বে গৃহ্নীয়ুরিতি ভাবঃ ॥১০॥

পৈতৃকমৃণং দত্ত্বা অবশিষ্টং পিতৃদ্রব্যং ভ্রাতৃভির্বিভক্তব্যমিত্যাহ, ঋণমিত্যাদিনা। পৈতৃকং পিতৃসম্বন্ধি যদৃণং তৎ পৈতৃকৈঃ পিতৃসম্বন্ধিভির্ধনৈঃ শোধয়েৎ। তস্মিন্নৃণে স্থিতে সতি পৈতৃকং বসু ধনং বিভাগার্হং বণ্টনযোগ্যং ন ভবেৎ ॥১১॥

তাহা হইলে কেবল পুত্রই তাহার সমুদায় সম্পত্তিতে অধিকারী হইবে, অন্য কেহ অধিকারী হইতে পারিবে না।৯

বহু সন্তান হইলে মৃত ব্যক্তির ধন সকল পুত্রই সমান অংশে প্রাপ্ত হইবে। পরন্তু রাজ্যাধিকার সম্বন্ধে বংশানুক্রমে একমাত্র জ্যেষ্ঠ পুত্রই রাজ্যাধিকারী হইবে। (অন্যান্য পুত্রেরা কেবল গ্রাসাচ্ছাদন মাত্র প্রাপ্ত হইবে)।১০

যদি পৈতৃক ঋণ থাকে, তাহা হইলে তাহা পৈতৃক ধন হইতেই পরিশোধ হইবে। পৈতৃক ঋণ থাকিতে পৈতৃক ধন বিভাগ হইবে না।১১ যদি পৈতৃক ঋণ থাকিতে পুত্রেরা পৈতৃক ধন বিভাগ করিয়া গ্রহণ করে তাহা হইলে রাজা

বিভজ্য যদি গৃহ্নীযুঃ বিভবং পৈতৃকং নরাঃ।
তেভ্যস্তদ্ধনমাহৃত্য পিতৄণং দাপয়েন্নৃপঃ ॥ ১২ ॥
যথা স্বকৃতপাপেন নিবযং যান্তি মানবাঃ।
ঋণেনাপি তথা বদ্ধঃ স্বযমেব ন চাপবঃ ॥ ১৩ ॥
সাধাবণং ধনং যচ্চ স্থাববং স্থাববেতবম্।
অংশিনঃ প্রাপ্তুমর্হন্তি স্বং স্বমংশং বিভাগতঃ ॥ ১৪ ॥

পৈতৃকমৃণমশোধযিত্বৈব বিভজ্য গৃহীততাতদ্রব্যৈর্মর্ত্ত্যৈর্নবাধিপস্তদৃণং দাপযেদিত্যাহ, বিভজ্যেত্যাদিনা। পৈতৃকং বিভবং ধনং বিভজ্য নবা যদি গৃহ্নীযুস্তদা তেভ্যো নবেভ্যস্তৎ পৈতৃকং ধনমাহৃত্য গৃহীত্বা নৃপো বাজা পিতৄণং তাতসম্বন্ধ্যৃণং তৈর্দাপযেৎ ॥১২॥

ঋণানপনযনে ঋণগ্রহীতুবেব সদৃষ্টান্তং তদ্দোষভাগিত্বমাহ, যথেত্যাদিনা। যথা স্বকৃতপাপেন মানবা নবা নিবযং নবকং যান্তি তথা ঋণেনাপি স্বযমেব বদ্ধো ভবতি ন চাপবস্তদন্যঃ কশ্চন বদ্ধো ভবেৎ ॥১৩॥

সামান্যে স্থাববে জঙ্গমে চ দ্রব্যে সর্ব্বেষামেব দাযাদানাং তুল্যাংশগ্রাহকত্বমিত্যাহ, সাধাবণমিত্যাদিনা। স্থাববং স্থাববেতবং জঙ্গমং চ যৎ সাধাবণং সামান্যং ধনং তত্র বিভাগতঃ সর্ব্বেঽংশিনঃ স্বং স্বমংশং প্রাপ্তুং লব্ধুমর্হন্তি যোগ্যা ভবন্তি ॥১৪॥

সর্ব্বেষামংশিকানাং মিথঃ সম্মতৌ সত্যামেব বিভাগস্য সংসিদ্ধিঃ স্যাদিত্যাহ,

---

তাহাদেব নিকট ঋণশোধেব উপযুক্ত ধন গ্রহণ কবিযা তাহাদেব পৈতৃক ঋণ পবিশোধ কবিযা দিবেন।[১২] (ঋণ পবিশোধ কবিযা যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহা পুত্রেবা গ্রহণ কবিবে। পবন্তু যদি পৈতৃক ধনে পৈতৃক ঋণ সমুদায পবিশোধ না হয অথবা পুত্রেবা পৈতৃক ধন গ্রহণ না কবে, তাহা হইলে সেই ঋণেব জন্য পুত্রেবা দাযী নহে)। কাবণ, মানবগণ আত্মকৃত পাপদ্বাবা যেমন আপনাবাই নিবযগামী হয, সেইবূপ সকলেই ঋণে আপনাবাই বদ্ধ, তাহাতে অন্য কেহ বদ্ধ নহে।[১৩]

স্থাবব বা অস্থাবব যাহা কিছু সাধাবণ ধন থাকিবে, অংশীবা বিভাগানুসাবে তাহা হইতে নিজ নিজ অংশমত প্রাপ্ত হইবে।[১৪] যে স্থলে সকল অংশীব সম্মতি থাকিবে, সেই স্থলে সম বা বিষম যেবূপ বিভাগ কবা হউক, তাহাই সিদ্ধ

অংশিনাং সম্মতাবেব * বিভাগঃ পবিসিদ্ধ্যতি।
তেষামসম্মতৌ বাজা সমদৃষ্ট্যাংশমাচবেৎ † ॥ ১৫ ॥
স্থাবরস্য চবস্যাপি বিভাগানর্হবস্তুনঃ।
মূল্যং বা তদুপস্বত্বম্ অংশিনাং বিভজেন্নৃপঃ ॥ ১৬ ॥

অংশিনামিত্যাদ্যর্দ্ধেন। অংশিনাং ভাগগ্রাহকাণাং সম্মতাবেব সত্যাং বিভাগঃ পবিসিদ্ধ্যতি নিষ্পদ্যতে ন ত্বন্যথা। ননু পৈতৃকদ্রব্যবিভাগে সর্বেষাং দাযাদানাং সম্মতেবভাবে কথং বিভাগো ভবেত্তত্রাহ, তেষামিত্যাদিনা। তেষামংশিনামসম্মতৌ সত্যাং বাজা সমদৃষ্ট্যা তুল্যদৃষ্ট্যা অংশং ভাগমাচবেৎ কুর্য্যাৎ ॥১৫॥

ননু বিভাগাযোগ্যস্য স্থাববাদের্বস্তুনঃ কথং বিভাগঃ স্যাদত আহ, স্থাববস্যেত্যাদিনা। স্থাববস্য চবস্য জঙ্গমস্যাপি বিভাগানর্হবস্তুনো বিভাজনাযোগ্যস্য পদার্থস্য মূল্যমথবা তদুপস্বত্বং তদাতিবিক্তং তত এবোপজাতং দ্রব্যং নৃপো বাজা অংশিনাং দাযাদানাং বিভজেৎ জেভ্যো দাপযিতুং বিভক্তং কুর্য্যাৎ। অংশিনামিতি সম্প্রদানস্য শেষত্বেন বিবক্ষিতত্বাৎ ষষ্ঠী শেষে ইতি ষষ্ঠী ॥১৬॥

অথাংশিভির্বিভজ্য গৃহীতেষ্বপি দ্রব্যেষু স্বকীযং ভাগং সাক্ষিভির্নৃপস্যাগ্রে জ্ঞাপযতে মানবায বাজা পুনস্তানি দ্রব্যাণি বিভজ্য তৈর্দাপযেদিত্যাহ, বিভক্তেঽপীত্যাদিনা। বিভক্তেঽপি বণ্টিতেঽপি ধনে যস্তু মনুষ্যঃ স্বীযাংশমাত্মীযং ভাগং

হইবে। পবন্তু যে স্থলে অংশীদিগেব সম্মতি না থাকিবে, সে স্থলে বাজা অপক্ষপাত হৃদযে সাধাবণ নিযম অনুসাবে সকলকেই যথাযোগ্য অংশে বিভাগ কবিযা দিবেন। ১৫

যদি স্থাবব বা অস্থাবব কোন বস্তু খণ্ড খণ্ড কবিযা বিভাগ কবিতে পাবা না যায, অথবা খণ্ড খণ্ড কবিলে যদি সেই বস্তু নষ্ট হয, তাহা হইলে বাজা সুবিধা বুঝিযা তাহাব মূল্য বা উপস্বত্ব অংশীদিগকে বিভাগ কবিযা দিবেন। (অথবা সেই সাধাবণ দ্রব্য এক এক দিন, এক এক মাস বা এক এক বৎসব, যেবূপ সুবিধা হয, এক এক জনেব অধিকাবে থাকিবে) (৩২৮)। ১৬

---

* অংশিনঃ সমভাগেন ইতি পাঠান্তবম্।

† সমদৃষ্টিং সমাচবেৎ ইতি ক্কচিৎ পাঠঃ।

(৩২৮)—কিবীটেশ্ববীব ও বক্রেশ্ববেব পাণ্ডাগণ এবং কালীঘাটেব হালদাব মহাশযগণ প্রভৃতি অধিকাংশ দেবালযেব উপস্বত্বভোগিগণই এই নিযমে পালামত

বিভক্তেঽপি ধনে যস্তু স্বীযাংশং প্রতিপাদয়েৎ।
পুনর্বিভজ্য তদ্দ্রব্যম্ অপ্রাপ্তাংশায় দাপয়েৎ॥ ১৭॥
কৃতে বিভাগে দ্রব্যাণাম্ অংশিনাং সম্মতৌ শিবে।
পুনর্বিবাদযংস্তত্র শাস্যো ভবতি ভূভৃতঃ॥ ১৮॥
স্থিতে প্রেতস্য পৌত্রে চ ভার্য্যায়াঞ্চ পিতর্য্যপি।
পৌত্র এব ধনার্হঃ স্যাৎ অধস্তাজ্জন্মগৌববাৎ॥ ১৯॥

প্রতিপাদযেন্‌পস্যাগ্রে সাক্ষিভির্বোধযেৎ তস্মৈ অপ্রাপ্তাংশায মনুষ্যায পুনস্তৎ দ্রব্যং বিভজ্য নৃপো দাযাদৈর্দাপযেৎ ॥ ১৭ ॥

সর্ব্বেষাং দাযাদানাং সম্মতৌ সত্যাং দ্রব্যবিভাগে জাতে পুনস্তত্র বিবাদং কুর্ব্বন্নবো মহীপালেন শাসনীযো ভবেদিত্যাহ, কৃত ইত্যাদিনা। হে শিবে অংশিনাং সম্মতৌ সত্যাং দ্রব্যাণাং বিভাগে কৃতে সতি পুনস্তত্র দ্রব্যবিভাগে বিবাদযন্ বিবাদং কুর্ব্বন্নবো ভূভৃতো বাজ্ঞঃ শাস্যঃ শাসনীযো ভবতি ॥ ১৮ ॥

ননু প্রমীতস্য মানবস্য বিদ্যমানানাং তাতভার্য্যাপৌত্রাণাং মধ্যে কস্য তদ্ধনভাগিত্বমত আহ, স্থিতে ইত্যাদিনা। প্রেতস্য মৃতস্য মনুষ্যস্য পৌত্রে পিতবি চাপি স্থিতে ভার্য্যাযাং চ স্থিতাযামধস্তাজ্জন্ম যেষাং তেষাং গৌববাদ্ গুরুত্বাদ্ধেতোঃ পৌত্র এব ধনার্হো ধনযোগ্যঃ স্যাৎ ॥ ১৯ ॥

যদি ধন বিভাগ কবিবাব পবেও অপব কোন ব্যক্তি সপ্রমাণ কবে যে, বিভক্ত ধনে তাহাব অংশ আছে, তাহা হইলে বাজা সেই ধন পুনর্ব্বাব বিভাগ পূর্ব্বক যে ব্যক্তি অংশ পায নাই, বা যে যে ব্যক্তি অংশ পাইযাছিল তাহাদেব সকলকেই পুনবায শেযোক্ত অংশমত দিবেন।১৭ শিবে। যে স্থলে সকল অংশীব সম্মতি ক্রমে বিভাগ হইযা গিযাছে, সেই স্থলে যদি কোন অংশী পূর্ব্বকৃত বিভাগ অস্বীকাব পূর্ব্বক পুনর্ব্বাব বিবাদ কবে, তাহা হইলে বাজা তাহাব শাসন কবিবেন।১৮

যদি মৃত ব্যক্তিব (পুত্র অবিদ্যমানে) পৌত্র ভার্য্যা ও পিতা বিদ্যমান থাকে

বিভাগ কবিযা লইযাছেন। কলিকাতাব মল্লিক বংশীয উত্তবাধিকাবীগণ কোন-বূপ উপস্বত্ব না পাইলেও এবং তদ্বিপবীতে ব্যয কবিতে হইলেও বৎসবে বৎসবে এইবূপ পালামত পূর্ব্বপুরুষেব স্থাপিত সিংহবাহিনী দেবীব পূজা কবিযা থাকেন।

অপুত্রস্য স্থিতে তাতে সোদরে চ পিতামহে।
জন্মতঃ সন্নিকর্ষেণ পিতৈবাস্য ধনং হরেৎ॥ ২০॥
বিদ্যমানাসু কন্যাসু সন্নিকৃষ্টাস্বপি প্রিয়ে।
মৃতস্য পৌত্রো ধনভাক্ যতো মুখ্যতরঃ পুমান্॥ ২১॥
ধনং মৃতেন পুত্রেণ পৌত্রং যাতি পিতামহাৎ।
অতোঽত্র গীয়তে লোকৈঃ পুত্ররূপঃ স্বয়ং পিতা॥ ২২॥

নষ্টপুত্রস্য মৃতস্য পুংসো বর্ত্তমানানাং জনকপিতামহসমানোদর্য্যাণাং মধ্যে কতমস্য তদ্বিত্তহারিত্বমত আহ, অপুত্রস্যেত্যাদিনা। অপুত্রস্য মৃতস্য জনস্য তাতে পিতরি সোদরে ভ্রাতরি পিতামহে চ স্থিতে সতি জন্মনঃ সন্নিকর্ষেণ সান্নিধ্যেন হেতুনাস্যাপুত্রস্য ধনং পিতৈব হরেৎ গৃহীয়াৎ॥ ২০॥

স্বর্যাতুরপুত্রস্যাসন্নতরাস্বপি কন্যাসু স্থিতাসু পুংসঃ প্রধানতরত্বাৎ পৌত্রস্যৈব ধনভাগিত্বমিত্যাহ, বিদ্যমানাস্বিত্যাদিনা। হে প্রিয়ে মৃতস্য পুরুষস্য সন্নিকৃষ্টাস্বাসন্নাস্বপি কন্যাসু বিদ্যমানাসু যতঃ পুমান্ পুরুষো মুখ্যতরঃ প্রধানতরো ভবেদতঃ পৌত্র এব ধনভাগ্ ভবেৎ॥ ২১॥

অধুনা পিতুরেব সহেতুকং পুত্ররূপত্বং ব্যাহরন্ পুত্রহীনস্য মৃতস্য পুংসঃ পৌত্রস্যৈব ধনাধিকারিত্বমনুবদতি, ধনমিত্যাদিনা। যতো ধনং পিতামহাৎ সকাশান্মৃতেন পুত্রেণ পৌত্রং যাতি গচ্ছতি অতোঽত্র সংসারে লোকৈর্জনৈঃ পিতা স্বয়ং পুত্ররূপ ইতি গীয়তে শব্দ্যতে॥ ২২॥

তাহা হইলে ঐ পৌত্রই ধনাধিকারী হইবে, কারণ অধস্তন জন্মহেতু পৌত্রেরই গৌরব অধিক।১৯ যদি অপুত্র ব্যক্তির মৃত্যুকালে পিতা পিতামহ ও সহোদর জীবিত থাকে, তাহা হইলে জন্ম অনুসারে সন্নিকর্ষ হেতু পিতাই সেই মৃত পুত্রের ধনে অধিকারী হইবে।২০

প্রিয়ে! জন্মসম্বন্ধ অনুসারে অধিকতর সন্নিকৃষ্টা কন্যা বিদ্যমান থাকিলেও মৃত ব্যক্তির ধনে পৌত্রই অধিকারী হইবে, কারণ স্ত্রীজাতি অপেক্ষা পুরুষজাতিই মুখ্যতর অধিকারী।২১

যদি ধনীর কোন পুত্র অগ্রে মৃত হইয়া থাকে এবং তাহার পুত্র অর্থাৎ ধনীর পৌত্র বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে সেই পৌত্র (পৈতামহ ধন হেতু নিজ পিতা বর্ত্তমান থাকিলে তাঁহার যাহা প্রাপ্য হইত) সেই ধন প্রাপ্ত হইবে।

ঔদ্বাহিকেঽপি সম্বন্ধে ব্রাহ্মী ভার্য্যা বরীয়সী।
অপুত্রস্য হরেদৃকৃথং * পত্যুর্দেহার্দ্ধহারিণী ॥ ২৩ ॥
পতিপুত্রবিহীনা তু সংপ্রাপ্য স্বামিনো ধনম্।
নৈব দাতুং ন বিক্রেতুং সমর্থা স্বধনং বিনা ॥ ২৪ ॥

ইদানীং ব্রাহ্মীশৈব্যোর্ভার্য্যযোর্মধ্যে ব্রাহ্ম্যেবাতিশ্রেষ্ঠা পুত্ররহিতস্য মৃতস্য পত্যুর্বিত্তস্য গ্রাহিকা চেত্যাহ, ঔদ্বাহিকেঽপীত্যাদিনা। ঔদ্বাহিকেঽপি বিবাহ-নিমিত্তকেঽপি সম্বন্ধে ব্রাহ্মী বেদোক্তবিধিনা পরিণীতা ভার্য্যা শৈবীভার্য্যায়া বরীয়স্যতিবরা ভবেৎ। পত্যুঃ স্বামিনো যতো দেহার্দ্ধহারিণী স্যাদতো ব্রাহ্ম্যেব ভার্য্যা অপুত্রস্য পুত্রহীনস্য মৃতস্য পত্যুঋৃক্‌থং হরেৎ। ঋক্‌থং ধনং রীক্থতা-মরঃ ॥ ২৩ ॥

অথ স্বামিপুত্রাভ্যাং রহিতা স্ত্রী লব্ধভর্ত্তৃবিভবা সতী তদ্দানবিক্রয়ৌ কর্ত্তুং ন শক্লোতীত্যাহ, পতিপুত্রেত্যাদিনা। পতিপুত্রবিহীনা স্ত্রী স্বামিনো ধনং সংপ্রাপ্য লব্ধ্বা নৈব তদ্দাতুং ন চ বিক্রেতুং সমর্থা শক্তা ভবেৎ পরন্তু স্বধনং বিনা। স্বকীয়ং তু ধনং দাতুং বিক্রেতুং শক্লোতীত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

ননু কিং নাম স্ত্রীধনমত আহ, পিতৃভিরিত্যাদিনা। বহুবচনস্য বহুপলক্ষণ-

---

এই জন্য লোকে বলিয়া থাকে যে, পিতা স্বয়ংই পুত্রস্বরূপ। (ইহার তাৎপর্য্য এই যে, মৃত ব্যক্তির ধনে পুত্র ও মৃতপিতৃক পৌত্রের সমান অধিকার)।[২২]

বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থলে বিধানানুসারে বিবাহিতা ব্রাহ্মী ভার্য্যাই শ্রেষ্ঠ, সুতরাং অপুত্র ব্যক্তির মৃত্যু হইলে, ভর্ত্তার অর্দ্ধাঙ্গস্বরূপা সেই ব্রাহ্মী ভার্য্যাই ধনাধিকারিণী হইবে।[২৩]

পতিপুত্রবিহীনা নারী স্বামিধন প্রাপ্ত হইয়া, তাহা দান বা বিক্রয় করিতে পারিবে না। পরন্তু যদি তাহা সংক্রান্ত ধন অর্থাৎ উত্তরাধিকারিত্ব রূপে প্রাপ্ত-ধন না হইয়া স্ত্রীধন হয়, অর্থাৎ যৌতুকপ্রাপ্ত পতিদত্ত পিতৃদত্ত ভ্রাতৃপ্রভৃতি-দত্ত অথবা অন্যরূপে শিল্পাদি দ্বারা উপার্জ্জিত ধন হয়, তাহা হইলে অনায়াসে স্বেচ্ছাক্রমে তাহা দান বিক্রয়াদি করিতে পারিবে (৩২৯)।[২৪]

---

* অপুত্রস্য হরেয়ুঃ স্বমিতি চ পাঠঃ।

(৩২৯)—দায়ভাগ অনুসারে এবং প্রচলিত আইন অনুসারে আপনার ভরণপোষণের অভাব হইলে বা তীর্থধর্ম্মাদি উপলক্ষে ঋণ হইলে অথবা পতির ঋণ থাকিলে স্বামীর বিষয় বিক্রয় করিতে পারে।

পিতৃভিঃ শ্বশুরৈর্বাপি দত্তং যদ্ধর্ম্মসম্মতম্।
স্বকৃত্যোপার্জ্জিতং যচ্চ স্ত্রীধনং তৎ প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ২৫ ॥
তস্যাং মৃতায়ামৃক্থং তৎ পুনঃ স্বামিপদং ব্রজেৎ।
তদাসন্নতরো ঋক্থম্ অধ-ঊর্দ্ধক্রমাদ্ধরেৎ ॥ ২৬ ॥
মৃতে পত্যৌ স্বধর্ম্মেণ পতিবন্ধুবশে স্থিতা।
তদভাবে পিতৃবন্ধোঃ তিষ্ঠন্তী দায়মর্হতি ॥ ২৭ ॥

স্বাং পিতৃভির্জনকাদিভিঃ শ্বশুরৈঃ পতিপিত্রাদিভির্বা ধর্ম্মসম্মতং যদ্ধনং দত্তং যচ্চ স্বকৃত্যা স্বীয়য়া শিল্পাদিক্রিয়য়া উপার্জ্জিতং তৎ স্ত্রীধনং প্রকীর্ত্তিতং কথিতম্ ॥ ২৫ ॥

ননু সংপ্রাপ্তস্বামিবিত্তায়া যোষিতো মৃতৌ সত্যাং কস্য তদ্বিত্তহারিতেত্যত আহ, তস্যামিত্যাদিনা। তস্যাং সংপ্রাপ্তস্বামিধনায়াং স্ত্রিয়াং মৃতায়াং সত্যাং তদৃক্থং ধনং পুনঃ স্বামিপদং ব্রজেদ্‌গচ্ছেৎ। স্বামিপদগতং চ তদৃক্থমধ-উর্দ্ধ-ক্রমাৎ তদাসন্নতরঃ স্বামিনোঽতিসন্নিকৃষ্টো জনো হরেৎ। এতত্তু সামান্যত উক্তং বিশেষতস্ত্বগ্রে বক্ষ্যতে ॥ ২৬ ॥

ভর্ত্তুর্মরণে সতি ভর্ত্রাদিবান্ধববশে স্বধর্ম্মেণ তিষ্ঠন্ত্যেব স্ত্রী স্বামিনো দায়-মর্হতীত্যাহ, মৃতে ইত্যাদিনা। পত্যৌ স্বামিনি মৃতে সতি পতিবন্ধুবশে স্বধর্ম্মেণ স্থিতা তদভাবে পতিবন্ধ্বভাবে পিতৃবন্ধোর্বশে তিষ্ঠন্তী স্ত্রী দায়ং পত্যুর্দ্ধন-মর্হতি ॥ ২৭ ॥

ধর্ম্মানুসারে পিতা মাতা প্রভৃতি কর্ত্তৃক দত্ত ধন, শ্বশুর শাশুড়ী পতি পুত্র প্রভৃতি কর্ত্তৃক দত্ত ধন, মাতামহ মাতামহী প্রভৃতি কর্ত্তৃক দত্ত ধন, কিম্বা যে কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃকই হউক নিঃস্বত্ব ভাবে দত্ত ধন, অথবা নিজ পরিশ্রম দ্বারা উপার্জ্জিত ধন, স্ত্রীধন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে।[২৫]

যে নারী মৃতস্বামিধনে উত্তরাধিকারিণী হইয়াছে তাহার মৃত্যু হইলে সেই ধন পুনর্বার তদীয় স্বামিধন স্বরূপে গণ্য হইবে, এবং তাহার স্বামীর অধস্তন বা উর্দ্ধতন আসন্নতর উত্তরাধিকারীই তাহা প্রাপ্ত হইবে।[২৬]

স্বামীর মৃত্যুর পর নারী স্বধর্ম্মনিরতা থাকিয়া পতিবন্ধুদিগের, তদভাবে পিতৃবন্ধুদিগের (এবং তদভাবে মাতৃবন্ধুদিগের) বশবর্ত্তিনী হইয়া থাকিলে স্বামি-সংক্রান্ত ধনে অধিকারিণী হইবে, নতুবা ধনাধিকারিণী হইবে না।[২৭]

শঙ্কিতব্যভিচারাপি ন পত্যুর্দ্দায়ভাগিনী।
লভতে জীবনং মাত্রং ভর্ত্তুর্বিভবহারিণঃ॥ ২৮॥
বহ্ব্যশ্চেদ্বনিতাস্তস্য স্বর্যাতুর্ধর্ম্মতৎপরাঃ।
ভজেবন্ স্বামিনো বিত্তং সমাংশেন শুচিস্মিতে॥ ২৯॥
পত্যুর্ধনহরাযাশ্চ মৃতৌ ভর্ত্তৃসুতাস্থিতৌ।
পুনঃ স্বামিপদং গত্বা ধনং দুহিতরং ব্রজেৎ॥ ৩০।

শঙ্কিতব্যাভিচাবা নাবী তু গ্রাসাচ্ছাদনমাত্রভাগিনী ন তু স্বামিধনভাগিনী-ত্যাহ, শঙ্কিতেত্যাদিনা। শঙ্কিতব্যাভিচাবাপি স্ত্রী পত্যুর্দাযভাগিনী ন ভবতি কিন্তু ভর্ত্তুর্বিভবহাবিণঃ পুরুষাজ্জীবনং মাত্রং জীবনমেব লভতে প্রাপ্নোতি। অপীতি বদতা সদাশিবেন প্রকটিতব্যাভিচাবাযা নার্য্যা নিতবামেব ভর্ত্তৃদাযভাজ-নত্বং নেতি সূচিতম্। জীব্যতে বেনান্নাদিনা তজ্জীবনং কবণাধিকবণযোশ্চেতি কবণে ল্যুট্। মাত্রং কার্ৎস্ন্যেঽবধাবণে ইত্যমবঃ॥২৮॥

প্রেতস্য ধর্ম্মপবাযণা বহ্ব্যো ভার্য্যাশ্চেৎ সর্ব্বাঃ স্বামিনো দ্রব্যং বিভজ্য গৃহ্নীবন্নিত্যাহ, বহ্ব্য ইত্যাদিনা। হে শুচিস্মিতে শুভ্রেষদ্ধাসে পবিত্রেষদ্ধাসে বা তস্য স্বর্যাতুঃ স্বর্গগামিনঃ পুংসো ধর্ম্মতৎপবাঃ পুণ্যপবাযণাশ্চেদ্যদি বহ্ব্যো বনিতাঃ স্ত্রিযঃ স্যুস্তদা সর্ব্বাস্তাঃ স্বামিনো বিত্তং সমাংশেন তুল্যভাগেন ভজেবন্ সেবেবন্॥২৯॥

লব্ধভর্ত্তৃবিত্তাযা বনিতাযা মবণে সতি তদ্বিত্তং পুনস্তৎস্বামিনং প্রাপ্য ততশ্চ তত্তনযাং গচ্ছেদিত্যাহ, পত্যুবিত্যাদিনা। পত্যুর্দ্ধনহবাযাঃ স্বামিনো বিত্ত-হাবিণ্যাঃ স্ত্রিযা মৃতৌ ভর্ত্তুঃ সুতাযাঃ স্থিতৌ চ সত্যাং ধনং পুনস্তৎস্বামিপদং

(ব্যভিচাবেব কথা দূবে থাকুক), বে বমণীব প্রতি ব্যভিচাবেব আশঙ্কাও হইবে, সে ভর্ত্তৃধন প্রাপ্ত হইবে না, পবন্তু যে ব্যক্তি তাহাব স্বামিধনে উত্তবাধিকাবী হইবে, তাহাব নিকট বিভব অনুসাবে কেবল যথাযোগ্য গ্রাসাচ্ছাদনেব উপযোগী জীবিকা মাত্র প্রাপ্ত হইবে।২৮ শুচিস্মিতে। যদি স্বর্গপ্রাপ্ত ব্যক্তিব বহু পত্নী থাকে এবং তাহাবা সকলেই স্বধর্ম্মপবাযণা হয, তাহা হইলে তাহাবা সকলেই সমান অংশ কবিযা সেই ভর্ত্তৃধন বিভাগ কবিযা লইবে।২৯ যদি স্বামিধনভোগিনী পত্নীব বা পত্নীগণেব পবলোক হয, ও যদি ভর্ত্তাব কন্যা বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে সেই ধন পুনর্ব্বাব ভর্ত্তৃধনস্থানীব

এবং স্থিতায়াং কন্যায়াম্ ঋকৃথং পুত্রবধূর্গতম্।
তন্মৃতৌ * স্বামিনং প্রাপ্য শ্বশুরাত্তৎসুতামিয়াৎ ॥ ৩১ ॥
তথা পিতামহে সত্ত্বে বিত্তং মাতৃগতং শিবে।
তস্যাং মৃতায়াং পুত্রেণ ভর্ত্রাং শ্বশুরগং ভবেৎ ॥ ৩২ ॥

গত্বা দুহিতরং তৎসুতাং ব্রজেদগচ্ছেৎ। ভর্তৃসুতেতি ব্যাহরন্মহাদেবঃ ক্রীতাদিসুতাং তদ্ধনং ন গচ্ছেদিতি সূচয়াঞ্চক্রে ॥৩০॥

গৃহীতপতিদ্রব্যায়া নার্য্যা মৃতৌ সত্যাং তৎ দ্রব্যং ভর্তৃগতং ততঃ শ্বশুরগতং চ সং শ্বশুরকন্যাং যায়াদিত্যাহ, এবমিত্যাদিনা। এবমনেন প্রকারেণ কন্যায়াং স্থিতায়াং সত্যাং পুত্রবধূগতমৃকৃথং ধনং তন্মৃতে পুত্রবধূমরণে সতি স্বামিনং তদ্ভর্তারং প্রাপ্য ততশ্চ শ্বশুরং প্রাপ্য শ্বশুরাচ্চ তৎসুতাং শ্বশুরতনয়ামিয়াৎ গচ্ছেৎ। তন্মৃতে ইত্যত্র নপুংসকে ভাবে ক্ত ইতি সূত্রেণ ভাবে ক্তপ্রত্যয়ঃ। এতচ্চ ভর্তৃদুহিত্রাদিভ্রাত্রীয়পর্য্যন্তাভাবে বোদ্ধব্যম্ ॥৩১॥

ননু প্রাপ্তপুত্রবিত্তায়া মাতুর্মরণে সতি কস্য তদ্বিত্তভাগিতেত্যত আহ, তথেত্যাদিনা। হে শিবে তথা তেনৈব প্রকারেণ পিতামহে সত্ত্বে বর্ত্তমানে মাতৃগতং জননীপ্রাপ্তং বিত্তং ধনং তস্যাং মাতরি মৃতায়াং সত্যাং পুত্রেণাত্মজেন ভর্ত্রা পত্যা চ শ্বশুরগং ভবেৎ শ্বশুরং গচ্ছেদিত্যর্থঃ। সন্নেব সত্ত্বমিতি স্বার্থিকস্তুঃ। ইদং পুত্রস্য সোদরাণাং তৎপুত্রাণাঞ্চাসত্ত্বে বোধ্যম্ ॥৩২॥

পুত্রাদিপিতৃপর্য্যন্তরহিতস্য প্রাপ্তপঞ্চত্বস্য পুংসো জনকস্য জনন্যা অপি

হইয়া কেবল ঔরসকন্যাগামী হইবে।৫০ এইরূপ, যদি কন্যা থাকিতে পুত্রবধূ ধন প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ ধনীর মৃত্যুর পর পুত্র ধনাধিকারী হইয়া পরলোক গমন করিলে তৎপত্নী ধনাধিকারিণী হয়, তাহা হইলে ঐ ধন, ঐ পুত্রবধূর মৃত্যুর পর তদীয় ভর্তৃধনস্থানীয় হইয়া তাহার পিতৃদুহিতা অর্থাৎ মৃত পুত্রবধূর ভর্তার ভগিনী প্রাপ্ত হইবে।৩১

শিবে। এইরূপ, পিতামহ বিদ্যমান থাকিতে যদি ধন মাতৃগামী হয়, তাহা হইলে মাতার মৃত্যুর পর সেই ধন পুত্রধনস্থানীয় হইয়া তৎপিতৃসম্বন্ধে তৎপিতামহগামী হইবে।৩২

---

* তন্মৃতে ইতি পাঠান্তরম্।

মৃতস্যোর্দ্ধগতং বিত্তং যথা প্রাপ্নোতি তৎপিতা ।
জনন্যপি তথাপ্নোতি পতিহীনা ভবেদ্‌যদি ॥ ৩৩ ॥
অতঃ সত্যাং জনন্যাং তু বিমাতা ন ধনং হরেৎ ।
মৃতে জনন্যাস্তং প্রাপ্য পিত্রা গচ্ছেদ্বিমাতরম্ ॥ ৩৪ ॥
অধস্তনানাং বিরহাৎ যথা রিক্‌থং ন যাত্যধঃ * ।
যেনৈবাধস্তনং প্রাপ্তং তেনৈবোর্দ্ধং তদা ব্রজেৎ ॥ ৩৫ ॥

তদ্বিত্তহর্ত্রীত্বং তন্মৃতৌ চ তস্য বিমাতুরপীত্যাহ, মৃতস্যেত্যাদিদ্বয়েন। মৃতস্য জনস্যোর্দ্ধগতমূর্দ্ধং প্রাপ্তং বিত্তং তৎপিতা মৃতস্য জনকো যথাপ্নোতি লভতে তথৈব যদি পতিহীনা স্বামিরহিতা ভবেৎ তদা তজ্জনন্যপ্যাপ্নোতি ॥ ৩৩ ॥

অত ইত্যাদি। অতো জনন্যান্তু সত্যাং বিমাতা তস্য ধনং ন হরেৎ কিন্তু মাতৈব হরেৎ। জনন্যা মৃতে মরণে তু তদ্ধনং পুত্রং প্রাপ্য পিত্রা বিমাতরং গচ্ছেৎ ॥ ৩৪ ॥

অধোভবানামৃক্‌থগ্রাহকাণামভাবাদধস্তাদগচ্ছতো বিত্তস্যোর্দ্ধগামিত্বেনাপত্য-হীনায়া লব্ধভ্রাতৃবিত্তায়াঃ পতিবত্যাঃ স্বসুর্মৃতৌ সত্যাং তদগতস্য বিত্তস্য পিতৃব্যাশ্রয়ত্বং স্যাদিত্যাহ, অধস্তনানামিত্যাদিদ্বয়েন। অধস্তনানামধোভবানাং বিরহাদভাবাৎ যথা যদা রিক্থং ধনম্ অধঃ অধোভবং জনং ন যাতি ন ভজতে তদা যেনৈব মৃতমূলধনিনা পুরুষেণ অধস্তনমধোভবং জনং ধনং প্রাপ্তং তেনৈব জনেনোর্দ্ধং ব্রজেদ্‌গচ্ছেৎ ॥ ৩৫ ॥

মৃত ব্যক্তির ঊর্দ্ধগত ধন যেমন পিতা প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ, পিতার অভাবে বিধবা মাতাও প্রাপ্ত হইয়া থাকে ।৩৩ পরন্তু গর্ভধারিণী জননী বিদ্যমান থাকিতে বিমাতা ধন প্রাপ্ত হইবে না। কিন্তু যদি ঐ গর্ভধারিণী জননী না থাকে তাহা হইলে সেই ধনে বিমাতার অধিকার হইবে ।৩৪

যদি অধস্তন অধিকারী না থাকে এবং ধন যখন অধোগামী হয় না, তখন সেই ধন যে পুরুষ দ্বারা যে নিয়মে অধোগামী হইয়াছিল, পুনর্ব্বার তাহাকেই অবলম্বন করিয়া সেই পুরুষের উত্তরাধিকারীত্ব সূত্রে সেই নিয়মেই ঊর্দ্ধগামী হইবে, অর্থাৎ ঊর্দ্ধতনদিগের মধ্যে যে ব্যক্তি জন্মসম্বন্ধে সন্নিহিত পুরুষ বা তদভাবে তাদৃশী স্ত্রী, সেই ব্যক্তিই অগ্রে ধনাধিকারী হইবে ।৩৫ এতদনুসারে

---

* নয়ত্যধঃ ইতি পাঠান্তরম্ ।

অতঃ স্থিতৌ পিতৃব্যস্য ধনং স্বসৃগতঞ্চ সৎ।
পত্যৌ স্থিতেঽনপত্যায়া মৃতৌ পিতৃব্যমাশ্রয়েৎ ॥ ৩৬ ॥
ঊর্দ্ধাদ্বিত্তমধঃ প্রাপ্য পুমাংসমবলম্বতে।
অতঃ সত্যাং সোদরাযাং বৈমাত্রেয়ো ধনং হরেৎ ॥ ৩৭ ॥
স্থিতায়াং সোদরায়াঞ্চ বিমাতুঃ পুত্রসন্ততৌ।
বৈমাত্রেয়গতং বিত্তং বৈমাত্রেয়ান্বয়ো ভজেৎ। ৩৮ ॥

অত ইত্যাদি। অতোঽধস্তনানাং বিবহাদৃকৃথস্যোর্দ্ধগামিত্বাদেব পিতৃব্য-স্থিতাবনপত্যাযাঃ পুত্রেণ পুত্র্যা চ রহিতাযাঃ স্বসুর্মৃতৌ চ সত্যাং পত্যৌ ভগিনী-ভর্ত্তরি স্থিতেঽপি স্বসৃগতং চ সৎ ধনং পিতৃব্যমাশ্রয়েত্তস্যা ভ্রাতা পিত্রাদিনা চ পিতৃভ্রাতরং ভজেৎ। অনপত্যাযা ইতি বিশেষণেনাপত্যবত্যাস্তু মৃতৌ তদ্গতস্য ধনস্য তদপত্যগামিতৈবেত্যসূসুচৎ ॥ ৩৬ ॥

ঊর্দ্ধাদধঃ প্রাপ্তস্য ধনস্য পুরুষাবলম্বিত্বাৎ সোদরাযাং বিদ্যমানাযামপি বৈ-মাত্রেযগামিতৈব স্যাদিত্যাহ, ঊর্দ্ধাদিত্যাদিনা। যতো বিত্তং ধনমূর্দ্ধাদধঃ প্রাপ্য পুমাংসং পুরুষমবলম্বতে আশ্রযত্যতঃ সোদরাযাং ভগিন্যাং সত্যামপি বৈ-মাত্রেযো বিমাতৃজো ধনং হরেৎ ॥ ৩৭ ॥

ননু সোদরাযাং বৈমাত্রেযপুত্রসন্ততৌ চ বিদ্যমানাযাং বৈমাত্রেযমরণে সতি তদ্গতং বিত্তং কা প্রাপ্নুযাত্তত্রাহ, স্থিতাযামিত্যাদিনা। সোদরায়াং ভগিন্যাং বিমাতুঃ পুত্র [স্য] সন্ততৌ চ স্থিতাযাং সত্যাং বৈমাত্রেযগতং বিত্তং তন্মরণে সতি বৈমাত্রেযান্বযো বিমাতৃজসন্ততির্ভজেৎ সেবেৎ ॥ ৩৮ ॥

ধনীর পিতৃব্য থাকিতে ধনীর ভগিনীই ধন প্রাপ্ত হয, পরন্তু পতি বিদ্যমান থাকিতেই হউক বা নাই হউক, যদি সে সন্তান প্রসব না করিয়া পরলোক গমন করে, তাহা হইলে সেই ধন পুনর্ব্বার তাহার ভ্রাতৃধনস্থানীয় এবং ঊর্দ্ধগামী হইযা পিতামহ হইতে জন্মনিবন্ধন পিতৃব্যই প্রাপ্ত হইবে।৩৬

ধন ঊর্দ্ধগামী হইযা অধোগামী হইলে প্রথমতঃ পিতৃসম্বন্ধে তাহা পুরুষকেই অবলম্বন করিযা থাকে। এই কারণে পিতৃসম্বন্ধে ঊর্দ্ধগামী হইযা সহোদরা ভগিনীকে প্রাপ্ত না হইযা সেই ধন বৈমাত্রেয ভ্রাতাকেই আশ্রয় করিবে।৩৭

আর সহোদরা ভগিনী ও বৈমাত্রেয ভ্রাতার সন্তান বিদ্যমান থাকিলে বৈমাত্রেয ভ্রাতৃগত ধনে ঐ বৈমাত্রেয ভ্রাতার সন্ততিরাই যথাক্রমে অধিকারী

মৃতস্য সোদরো ভ্রাতা বৈমাত্রেয়স্তথা শিবে।
ধনং পিতৃগতত্বেন বিভজেতাং সমাংশিনৌ॥ ৩৯॥
কন্যাযাং জীবিতায়াঞ্চ তদপত্যং ন দায়ভাক্।
যত্র যদ্বাধিতং বিত্তং তন্মৃতাবপরং ব্রজেৎ॥ ৪০॥

পুত্রাদিমাতৃপর্য্যন্তবহিতস্য প্রমীতস্য পুংসঃ সোদরবৈমাত্রেযযোরুভযোরপি তদ্ধনে সমভাগিত্বমিত্যাহ, মৃতস্যেত্যাদিনা। হে শিবে মৃতস্য জনস্য সোদরো ভ্রাতা তথা বৈমাত্রেযশ্চোভৌ তদ্ধনস্য পিতৃগতত্বেন হেতুনা তত্র সমাংশিনৌ সন্তৌ তদ্ধনং বিভজেতাং বিভজ্য গৃহ্নীযাতামিত্যর্থঃ॥ ৩৯॥

জীবন্ত্যাং কন্যাযাং তদপত্যস্য দাযভাগিত্বং নেত্যাহ, কন্যাযামিত্যাদিনা। কন্যাযাং জীবিতাযাং সত্যাং তদপত্যং দাযভাক্ ন ভবেৎ কিন্তু কন্যৈব দায-ভাগিনী স্যাদিত্যর্থঃ। যত্র জনে যদ্বিত্তং ধনং যদ্বাধিতং ভবেৎ তন্মৃতৌ তস্য বাধকজনস্য মরণে সতি তদ্বিত্তং তমপরং জনং ব্রজেৎ॥ ৪০॥

হইবে (৩৩০)।[৩৮] পরন্তু শিবে। যদি মৃত ধনীর সহোদর ও বৈমাত্রেয় ভ্রাতা বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে সেই ধন পিতৃগত হইয়া পিতৃসম্বন্ধে তুল্যসম্বন্ধী সহোদর ও বৈমাত্রেয় ভ্রাতা উভয়েই সমান বিভাগ করিয়া লইবে।[৩৯]

কন্যা জীবিত থাকিতে তদ্গর্ভজাত সন্তান ধনাধিকারী হইবে না। (কারণ এস্থলে কন্যাই তাহার বাধক। এই বাধকস্বরূপা কন্যার মৃত্যু হইলে ঐ ধন তদ্গর্ভসম্ভূত সন্তানই প্রাপ্ত হইবে।) ফলতঃ যে স্থলে উত্তরাধিকার ক্রমে প্রাপ্য ধন অপর কর্ত্তৃক (স্ত্রীলোক কর্ত্তৃক) বাধিত হয়, সে স্থলে সেই বাধকীভূত স্ত্রীলোকের অভাব হইলে সেই ধন সেই উত্তরাধিকারী পুরুষই প্রাপ্ত হইয়া থাকে (৩৩১)।[৪০]

---

(৩৩০)—ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যেখানে সহোদরা ভগিনী ও বৈমাত্রেয় ভ্রাতা বিদ্যমান থাকিতে ধনীর মৃত্যু হয়, সে স্থলে ধনীর পিতা হইতে বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ও সোদরা ভগিনী উভয়েরই জন্ম বলিয়া উভয়েরই সমান সন্নিকর্ষতা, কিন্তু পুরুষের শ্রেষ্ঠতা হেতু বৈমাত্রেয় ভ্রাতাই ধনাধিকারী হইবে।

(৩৩১)—দায়ভাগে আছে, "পিণ্ডং দদ্যাদ্ধরেদ্ধনং" অর্থাৎ যে পিণ্ডাধিকারী সেই ধনাধিকারী। এইরূপ পিণ্ডাধিকারী পুরুষ ও স্ত্রীলোক উভয়েই থাকিলে যদি স্ত্রীলোকের সন্নিকর্ষতা অধিক হয়, তাহা হইলে সেই স্ত্রীলোক পিণ্ডাধিকারী পুরুষের ধনাধিকারে বাধক-স্বরূপা হয়। পরন্তু সেই স্ত্রীলোকের উক্ত সম্পত্তি

বিভজেযুর্দুহিতবঃ পুত্রাভাবে পিতুর্বসু।
উদ্বাহযন্ত্যোঽনূঢাস্তু * পিতুঃ সাধাবণৈর্ধনৈঃ॥ ৪১॥
অসন্তত্যা মৃতাযাশ্চ স্ত্রীধনং স্বামিনং ব্রজেৎ †।
অন্যত্তু দ্রবিণং যস্মাদ্ আপ্তং তৎ পদমাশ্রযেৎ॥ ৪২॥

অপবিণীতাং ভগিনীং সামান্যৈস্তাতদ্রব্যৈবুদ্বাহযন্ত্যো দুহিতবো মৃতস্যাপুত্রস্য পিতুর্দ্রবিণং সর্ব্বা বিভজ্য গৃহ্ণীযুবিত্যাহ, বিভজেযুবিত্যাদিনা। পিতুঃ পুত্রাভাবে সতি পিতুঃ সাধাবণৈঃ সামান্যৈর্দ্ধনৈবনূঢামপবিণীতাং পিতুঃ পুত্রী-মুদ্বাহযন্ত্যো দুহিতবঃ পুত্র্যঃ পিতৃর্বসু দ্রব্যং বিভজেযুঃ। তুশব্দেন বিবাহ্যমানাপি পিতৃদ্রব্যং বিভজেৎ॥ ৪১॥

অনপত্যাযাঃ প্রমীতাযা নার্য্যাঃ স্ত্রীধনস্য তৎস্বামিগামিত্বমপবস্য তু তল্লব্ধস্য দ্রব্যস্য যতঃ প্রাপ্তিবাসীত্তৎপদাশ্রযিত্বমিত্যাহ, অসন্তত্যা ইত্যাদি। অসন্তত্যাঃ সন্ততিবহিতাযা নার্য্যাঃ স্ত্রীধনং স্বামিনং তদ্ভর্ত্তাবং ভজেৎ সেবেত। অন্যত্তু তদ্ভিন্নন্তু দ্রবিণং দ্রব্যং যস্মাজ্জনাদাপ্তং লব্ধং তৎপদমাশ্রযেদ্ভজেৎ॥ ৪২॥

যদি পুত্র সন্তান না থাকে, তাহা হইলে কন্যাবা পৈতৃক ধন বিভাগ কবিযা লইবে। পবন্তু ঐ পৈতৃক সাধাবণ ধন দ্বাবা অগ্রে অনূঢা কন্যাব বিবাহ দিতে হইবে (৩৩২)।[৪১]

অপত্য-বহিতা নাবীব মৃত্যু হইলে তাহাব স্বামী স্ত্রীধন সমুদায প্রাপ্ত হইবে। স্ত্রীধন ভিন্ন উত্তবাধিকাবিণী স্বরূপে প্রাপ্ত ধন তদগত হইযা তাহাব উত্তবাধি-কাবীই প্রাপ্ত হইবে।[৪২]

---

* উদ্বাহযন্ত্যোঽনূঢাস্তু ইতি পাঠান্তবম্।

† ভজেৎ ইতি পাঠান্তবম্।

ন্যায্য কাবণ ব্যতীত দান-বিক্রযেব অধিকাব থাকিবে না। যথা দৌহিত্রেব বাধক দৌহিত্রেব মাতা, ভ্রাতাব বাধক ভ্রাতৃজাযা ইত্যাদি।

(৩৩২)—ইহাব তাৎপর্য্য এই যে, অনূঢা কন্যাব বিবাহোপযুক্ত ধন বাখিযা অথবা অগ্রে বিবাহ দিযা অবশিষ্ট ধন ঊঢা অনূঢা সকল ভগিনীই সমান অংশ কবিযা লইবে। অস্মদ্দেশে প্রচলিত দাযভাগের মতে অগ্রে অবিবাহিতা কন্যাব অধিকাব। তদভাবে সম্ভাবিতপুত্রা ও পুত্রবতী কন্যাব যুগপৎ সমান অধিকাব। বন্ধ্যা ও পুত্রহীনা বিধবা কন্যা ধনাধিকাবিণী

প্রেতলব্ধধনৈর্নারী বিদধ্যাদাত্মপোষণম্।
পুণ্যন্তু তদুপস্বত্বৈঃ ন শক্তা দানবিক্রয়ে ॥ ৪৩।
পিতামহস্নুষায়াঞ্চ সত্যাং তাতবিমাতরি।
পিতামহগতং বিক্থং তৎপুত্রেণ স্নুষাং ব্রজেৎ ॥ ৪৪ ॥

প্রেতপ্রাপ্তানি বিত্তানি দাতুং বিক্রেতুং চাশক্নুবতী নারী মরণপর্য্যন্তং ভুঞ্জীত তদুপস্বত্বৈস্তু ধর্ম্মমপি কুর্বীতেত্যাহ, প্রেতেত্যাদিনা। প্রেতলব্ধধনৈর্মৃতাপ্তে-বিত্তৈর্নারী যোষিদাত্মপোষণমাত্মনো ভরণং বিদধ্যাৎ কুর্য্যাৎ। পুণ্যং ধর্ম্মং তু তদুপস্বত্বৈস্তদতিবিক্তৈস্তত এবোপজাতৈর্ধনৈর্বিদধ্যাৎ। তেষাং দানে বিক্রয়ে চ শক্তা সমর্থা ন ভবেৎ ॥৪৩॥

ননু পুত্রাদিপিতৃব্যপর্য্যন্তরহিতস্য মৃতস্য পুংসো দ্রবিণস্য তৎপিতৃব্যপত্নী-গামিত্বং তাতবিমাতৃগামিত্বং বেত্যাশঙ্কায়ামাহ, পিতামহেত্যাদিনা। পিতা-মহস্নুষায়াং পিতামহপুত্রভার্য্যায়াং তাতবিমাতরি চ সত্যাং বিদ্যমানায়াং পিতামহগতং বিক্থং ধনং তৎপুত্রেণ পিতামহস্যাত্মজেন স্নুষাং পুত্রপত্নীং ব্রজেৎ ॥ ৪৪ ॥

নারী উত্তরাধিকারিতা সম্বন্ধে যে ধন প্রাপ্ত হইবে, তাহা হইতে কেবল আপনার ভরণপোষণই করিবে, এবং তাহারই উপস্বত্ব দ্বারা পুণ্য কর্ম্ম করিতে পারিবে, পরন্তু ঐ সম্পত্তি দান বা বিক্রয় করিতে পারিবে না (৩৩৩)।৪৩
যেখানে পিতৃব্যপত্নী ও পিতৃবিমাতা বিদ্যমান আছে, মৃতের সন্তানাদি, পিতা

হইবে না। এমতে পুত্রেরা যদি পৈতৃকধন বিভাগ করিয়া লয়, তাহা হইলেও অগ্রে ঐ পিতৃধন হইতে অবিবাহিতা ভগিনীর বিবাহ দিতে হইবে।

(৩৩৩)—ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, স্ত্রীজাতি, সংক্রান্ত স্থাবর সম্পত্তির উপস্বত্ব দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে, এবং যদি উপস্বত্ব, ভরণ-পোষণের পরও উদ্বৃত্ত হয়, তাহা হইলেই তদ্দ্বারা পুণ্য কর্ম্ম করিতে পারিবে, নচেৎ পুণ্যসঞ্চয়ের জন্য স্থাবর সম্পত্তি দান বা বিক্রয় করিতে পারিবে না। পরন্তু উপস্বত্ব দ্বারা ভরণপোষণ না হইলে স্থাবর সম্পত্তিও বিক্রয়াদি করিতে পারিবে। স্থানান্তরে বিধি আছে, স্বামীর স্বর্গার্থে স্ত্রী স্থাবর সম্পত্তির কিয়দংশ (দশমাংশ পর্য্যন্ত) দান বা বিক্রয় করিতে সমর্থ হইবে। ফলতঃ স্থাবর সম্পত্তির উপস্বত্বের এবং অস্থাবর সম্পত্তির দান বিক্রয়াদি বিষয়ে স্ত্রীলোকের সম্পূর্ণ অধিকার আছে।

পিতামহে পিতৃব্যে চ তথা ভ্রাতরি জীবতি।
অধোভবানাং মুখ্যত্বাৎ ভ্রাতৈব ধনভাগ্ ভবেৎ ॥ ৪৫ ॥
পিতৃব্যাৎ সন্নিকর্ষেঽত্র তুল্যৌ ভ্রাতৃপিতামহৌ।
ধনং পিতৃপদং গত্বা প্রযাতুর্ভ্রাতৃকং ব্রজেৎ ॥ ৪৬ ॥
স্থিতেঽপ্যপতো দুহিতুঃ প্রেতস্য পিতরি স্থিতে।
দুহিত্রপত্যং ধনভাক্ ধনং যস্মাদধোমুখম্ ॥ ৪৭ ॥

ননু পুত্রাদিমাতৃপর্য্যন্তরহিতস্য প্রেতস্য পুংসো বিদ্যমানানাং পিতামহ-পিতৃব্যভ্রাতৃণাং মধ্যে কতমস্য তদ্ধনভাগিত্বং তত্রাহ, পিতামহ ইত্যাদিনা শ্লোক-দ্বয়েন। পিতামহে পিতৃব্যে তথা ভ্রাতরি চ জীবতি সতি অধোভবানাং জনানাং মুখ্যত্বাৎ প্রধানত্বাদ্ধেতোর্ভ্রাতৈব ধনভাগ্ ভবেৎ। মৃতাৎ পুত্রাৎ পিতৃগতং ধনং মৃতস্য ভ্রাতৈব ভজেদিত্যর্থঃ ।৪৫।

পিতৃব্যাদিত্যাদি। অত্র লোকে পিতৃব্যাৎ সন্নিকর্ষে সামীপ্যে যদ্যপি ভ্রাতৃপিতামহৌ তুল্যৌ সমানৌ ভবতস্তথাপ্যধোভবানাং মুখ্যত্বাৎ স্বঃপ্রযাতু-র্জনস্য ধনং পিতৃপদং গত্বা ভ্রাতরং ভজেৎ ॥৪৬॥

ননু পুত্রাদিপুত্রীপর্য্যন্তহীনস্য মৃতস্য পুংসো বিদ্যমানযোস্তাতদুহিত্রপত্যযো-র্মধ্যে কতরস্য তদ্ধনগ্রাহকত্বমত আহ, স্থিত ইত্যাদিনা। প্রেতস্য মৃতস্য জনস্য পিতরি স্থিতে দুহিতুরপত্যেঽপি স্থিতে সতি যস্মাদ্ধনমধোমুখং স্যাদতো দুহি-ত্রপত্যমেব ধনভাগ্ ভবেৎ ॥৪৭॥

বা পিতামহ বিদ্যমান নাই) সেখানে মৃত ব্যক্তির ধন পিতামহগামী হইয়া তৎপুত্র (পিতৃব্য) দ্বারা পিতৃব্যপত্নীই প্রাপ্ত হইবে (৩৩৪)।৪৪

যদি পিতামহ, পিতৃব্য ও ভ্রাতা জীবিত থাকে, তাহা হইলে অধস্তন পুরুষের প্রাধান্য হেতু ভ্রাতাই ধনভাগী হইবে। ৪৫ এস্থলে পিতৃব্য হইতে নৈকট্য সম্বন্ধ হেতু ভ্রাতা ও পিতামহ উভয়েই সমান সন্নিকৃষ্ট হইলেও, মৃত ব্যক্তির ধন পিতৃ-স্থান প্রাপ্ত হইয়া অধস্তন পুরুষের প্রাধান্য নিবন্ধন পিতামহগামী না হইয়া ভ্রাতৃগামী হইবে। ৪৬

মৃত ব্যক্তির দৌহিত্র ও পিতা যদি বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলে দৌহিত্র ধনাধিকারী হইবে, ধন স্বভাবতই অধোগামী। ৪৭ কালিকে! যদি

---

(৩৩৪)—দায়ভাগমতে পুত্রবধূ ধনাধিকারিণী হয় না।- তন্ত্রের মতে, পুত্রবধূ-পুত্রের অর্দ্ধাঙ্গ-স্বরূপিণী, সুতরাং অপুত্র মৃতব্যক্তির ধন কন্যা থাকিতেও পুত্রবধূই পাইবে।

স্বঃপ্রয়াতুঃ স্থিতে তাতে তথা মাতরি কালিকে।
পুংসো মুখ্যত্বহেতোর্ধনহারী ভবেৎ পিতা ॥ ৪৮ ॥
স্থিতঃ স্বপিতৃসাপিণ্ডো বর্ত্তমানেঽপি মাতুলে।
প্রেতস্য ধনহারী স্যাৎ পিতুঃ সম্বন্ধগৌরবাৎ ॥ ৪৯ ॥
অধস্তাদগমনাভাবে ধনমূর্দ্ধ্বভবং গতম্।
তত্রাপি পুংসাং মুখ্যত্বাদ্ ইতং পিতৃকুলং শিবে।
অতোঽত্র সন্নিকৃষ্টোঽপি মাতুলো নাপ্নুয়াদ্ধনম্ ॥ ৫০ ॥

প্রেতস্য পুংসো জীবতোর্মাতাপিত্রোর্মধ্যে পুরুষস্য প্রধানত্বাৎ পিতুরেব তদ্বিত্তহারিত্বমিত্যাহ, স্বঃপ্রযাতুরিত্যাদিনা। হে কালিকে স্বঃপ্রযাতুর্মৃতস্য জনস্য তাতে পিতরি স্থিতে সতি তথা মাতরি স্থিতাযাং সত্যাং পুংসো মুখ্যত্বহেতুনা পিতা ধনহারী ভবেৎ ॥৪৮॥

ননু মৃতস্য পুংসো বিদ্যামানযোর্মাতুলপিতৃসাপিণ্ডযোর্মধ্যে কতরস্য তদ্বিত্তভাগিত্বমত আহ, স্থিত ইত্যাদিনা। মাতুলে বর্ত্তমানেঽপি পিতুঃ সম্বন্ধ গৌরবাদ্ধেতোঃ স্থিতঃ স্বপিতৃসাপিণ্ডঃ প্রেতস্য ধনহারী স্যাৎ। সপিণ্ড এব সাপিণ্ডঃ প্রজ্ঞাদিভ্যশ্চেতি স্বার্থেঽণ্ ॥৪৯॥

ননু পিতুঃ সাপিণ্ডাৎ সন্নিকৃষ্টস্য মাতুলস্যৈব প্রেতধনহর্ত্তৃত্বং সম্ভবতি ন তু বিপ্রকৃষ্টস্য পিতুঃ সাপিণ্ডস্যেতীমামাশঙ্কাং পরিহরন্নাহ, অধস্তাদিত্যাদি ধনমিত্যন্তং সার্দ্ধম্। হে শিবে অধস্তাদ্গমনাভাবে সতি প্রেতস্য ধনমূর্দ্ধ্বভবং জনং গতং প্রাপ্তং ভবেৎ। তত্রাপ্যূর্দ্ধ্বভবেষ্বপি পুংসাং মুখ্যত্বাদ্ধনং পিতৃকুলমিতং প্রাপ্তং স্যাৎ। অতো হেতোরত্র লোকে সন্নিকৃষ্টোঽপ্যাসন্নোঽপি মাতুলঃ প্রেতস্য ধনং নাপ্নুযান্ন লভেৎ ॥৫০॥

মৃত ব্যক্তির পিতা ও মাতা উভয়েই বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে পুরুষের প্রাধান্য হেতু পিতাই ধনাধিকারী হইবে।৪৮

যদি মৃত ব্যক্তির পিতৃসাপিণ্ড ও মাতুল জীবিত থাকে, তাহা হইলে পিতৃসম্বন্ধের গৌরব হেতু পিতৃসাপিণ্ড ব্যক্তিই ধন প্রাপ্ত হইবে।৪৯ শিবে! যে স্থলে ধন অধোগামী হইতে না পারে, সে স্থলে তাহা ঊর্দ্ধগামী হয়, তন্মধ্যে পুরুষের শ্রেষ্ঠতা হেতু মাতৃকুলে না যাইয়া অগ্রে ঐ ধন পিতৃকুলেই গমন করে। এই কারণে এস্থলে মাতুল সন্নিকৃষ্ট হইয়াও ধনভাগী হইতেছে না।৫০

অজীবৎপিতৃকঃ পৌত্রঃ পিতৃব্যৈঃ সহ পার্ব্বতি।
পিতামহস্য দ্রবিণাৎ স্বপিতুর্দ্দায়মর্হতি॥ ৫১॥
ভ্রাতৃহীনা তথা পৌত্রী পিতৃব্যৈঃ সমভাগিনী।
পিতামহধনং সৌম্যা হরেচ্চেন্মৃতমাতৃকা॥ ৫২॥
সত্যাং পৌত্র্যাঃ পিতামহ্যাং পৌত্র্যাঃ পিতৃস্বসর্য্যপি।
বিত্তে পিতৃগতে দেবি পৌত্রী তত্রাধিকারিণী॥ ৫৩॥

ভ্রাতৃভ্যোঽবিভক্তস্য পুরুষস্য মৃতৌ সত্যাং তৎপুত্রঃ পিতৃব্যৈঃ সার্দ্ধং পৈতামহকদ্রব্যাৎ পৈতৃকমংশং প্রাপ্নুয়াদিত্যাহ, অজীবদিত্যাদিনা। হে পার্ব্বতি অজীবৎপিতৃকো মৃতজনকঃ পৌত্রঃ পিতৃব্যৈঃ পিতুর্ভ্রাতৃভিঃ সহ পিতামহস্য দ্রবিণাৎ দ্রব্যাৎ স্বপিতুর্দায়ং প্রাপ্তুমর্হতি ॥৫১॥

অজীবন্মাতৃকা ভ্রাতৃরহিতা পৌত্র্যপি পিতামহাৎ দ্রব্যাৎ প্রমীতস্য পিতুরংশং প্রাপ্তুমর্হতীত্যাহ, ভ্রাতৃহীনেত্যাদিনা। চেদ্যদি মৃতমাতৃকা ভ্রাতৃহীনা সোদরবৈমাত্রেয়রহিতা সৌম্যা ব্যভিচারাখ্যদোষহীনা চ ভবেৎ তদা তথা তেন প্রকারেণ পৌত্রী পুত্রদুহিতা পিতৃব্যৈঃ সমভাগিনী সতী পিতামহধনং হরেৎ গৃহ্নীয়াৎ ॥৫২॥

ননু প্রাপ্তপঞ্চত্বস্য পুংসো বিদ্যমানানাং জননীভগিনীপুত্রীণাং মধ্যে তদ্বিত্তে কাধিকারিণী স্যাৎ তত্রাহ, সত্যামিত্যাদিনা। হে দেবি পৌত্র্যাঃ পিতামহ্যাং তথা পৌত্র্যাঃ পিতৃস্বসর্য্যপি সত্যাং বিদ্যমানায়ামথন্তাজ্জন্মগৌরবাৎ পৌত্রী তত্র পিতৃগতে বিত্তেঽধিকারিণী স্যাৎ ॥৫৩॥

পার্ব্বতি! যে স্থলে ধনীর মৃতপিতৃক পৌত্র ও পুত্র উভয়ে বিদ্যমান আছে, সে স্থলে মৃতপিতৃক পৌত্র পিতামহ-সম্পত্তি হইতে তাহার পিতার নির্দ্দিষ্ট অংশ প্রাপ্ত হইবে।৫১ এইরূপ ভ্রাতৃহীনা ও পিতৃমাতৃবিহীনা পৌত্রী যদি স্বধর্ম্মবর্ত্তিনী হয়, তাহা হইলে সেই পিতামহধনে ঐ পৌত্রী পিতৃব্যের সহিত সমান অংশ প্রাপ্ত হইবে (৩৩৫)।৫২দেবি। যদি পিতামহী ও পিতৃস্বসা জীবিত থাকে তাহা হইলেও পিতৃগত পিতামহ ধনে পৌত্রীই অধিকারিণী হইবে।৫৩

---

(৩৩৫)—এস্থলে প্রতীয়মান হইতেছে যে, মৃত পিতৃ-পিতামহক প্রপৌত্রও মৃত ধনীর পুত্রের সহিত সমান অংশ পাইবে। ঐরূপ প্রপৌত্রীও পিতামহীহীনা ও মাতৃ-হীনা হইলে ধনীর পুত্রের সহিত সমান অংশ পাইবে।

অধোগামিষু বিত্তেষু পুমান্ জ্যায়ানধস্তনঃ * ।
ঊৰ্দ্ধগামিধনে শ্রেষ্ঠঃ পুমানূর্দ্ধ্বোদ্ভবো ভবেৎ ॥ ৫৪ ॥
অতঃ স্নুষায়াং পৌত্র্যাঞ্চ সত্যাং দুহিতরি প্রিয়ে।
প্রেতস্য বিভবং হর্ত্তুং নৈব শক্নোতি তৎপিতা ॥ ৫৫ ॥
যদা পিতৃকুলে ন স্যাৎ মৃতস্য ধনভাজনম্।
পূর্ব্বোক্তবিধিনা বিকৃথং মাতামহকুলং ভজেৎ ॥ ৫৬ ॥

ননু প্রেতস্য স্নুষায়া দুহিতৃতঃ পৌত্র্যাশ্চ তজ্জনকস্য পুংস্ত্বেন শ্রেষ্ঠত্বাদ্বিদ্যমানস্য তস্যৈব তদ্ধনহারিত্বং সংঘটতে ন তু তৎস্নুষাদীনামিতীমং সন্দেহং দূরীকুর্ব্বন্নাহ, অধোগামিম্বিত্যাদি তৎপিতেত্যন্তং শ্লোকদ্বয়ম্। অধোগামিষু বিত্তেষু ধনেষ্বধস্তনোঽধোভবঃ পুমান্ জ্যায়ান্ শ্রেষ্ঠো ভবেন্ন তূৰ্দ্ধ্বোদ্ভবঃ। ঊৰ্দ্ধগামিধনে তূর্দ্ধ্বোদ্ভবঃ পুমান্ শ্রেষ্ঠো ভবেৎ ॥৫৪॥

অত ইত্যাদি। হে প্রিয়ে অতোঽধোগামিধনে উৰ্দ্ধ্বোদ্ভবস্যাশ্রেষ্ঠত্বাদ্ধেতোঃ প্রেতস্য স্নুষায়াং পুত্রভার্য্যায়াং পৌত্র্যাং দুহিতরি চ সত্যাং বৰ্ত্তমানায়াং প্রেতস্য বিভবং ধনং হর্ত্তুং গ্রহীতুং তৎপিতা নৈব শক্নোতি কিন্তু যথাক্রমং তা এব প্রেতধনং হর্ত্তুং শক্নুবন্তীত্যর্থঃ ॥৫৫॥

ননু প্রেতপুরুষস্য পিতুর্বংশে ধনগ্রাহকাসত্ত্বে তদ্দ্রব্যস্য কিংকুলগামিত্বং স্যাদত আহ, যদেত্যাদিনা। যদা মৃতস্য জনস্য পিতৃকুলে ধনভাজনং ধনস্য পাত্রং ন স্যাত্তদা পূর্ব্বোক্তবিধিনা পূর্ব্বকথিতবিধানেন বিকৃথং প্রেতস্য ধনং মাতামহকুলং ভজেৎ সেবেত ॥৫৬॥

ধন অধোগামী হইলে তাহাতে অধস্তন যে পুরুষ তাহারই প্রাধান্য, এবং ধন ঊৰ্দ্ধগামী হইলে তাহাতে সেইরূপ ঊৰ্দ্ধতন পুরুষেরই প্রাধান্য হইয়া থাকে। (নচেৎ অধস্তন স্ত্রীজাতি অপেক্ষা ঊৰ্দ্ধতন পুরুষ জাতির প্রাধান্য হইবে না) ।৫৪

প্রিয়ে। এই কারণে পুত্রবধূ পৌত্রী ও কন্যা জীবিত থাকিতে মৃত ব্যক্তির ধন মৃত ব্যক্তির পিতা গ্রহণ করিতে পারিবে না ।৫৫

যদি মৃত ব্যক্তির পিতৃকুলে কেহ উত্তরাধিকারী না থাকে, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত যুক্তি ও বিধান অনুসারে সেই ধন মাতামহকুলে গমন করিবে।৫৬ যে

---

* জ্যায়ানধস্ততঃ ইতি পাঠান্তরম্।

মাতামহগতং * বিত্তং মাতুলৈস্তৎসুতাদিভিঃ।
অধ-উর্দ্ধক্রমেণৈবং পুমাংসং স্ত্রিয়মাশ্রয়েৎ ॥ ৫৭ ॥
ব্রাহ্ম্যাম্বয়ে বিদ্যমানে পিত্রোঃ সাপিণ্ডনে স্থিতে।
মৃতস্য শৈবীতনযো ন পিতুর্দায়ভাগ্ভবেৎ ॥ ৫৮ ॥
শৈবীপত্নী চ তৎপুত্রা লভেরন্ ধনভাগিনঃ।
গ্রাসমাচ্ছাদনং ভদ্রে স্বঃপ্রযাতুর্যথাধনম্ ॥ ৫৯ ॥

মাতামহকুলযাতস্য দ্রব্যস্যাধ-উর্দ্ধক্রমেণৈব পুরুষাশ্রযত্বং তদসত্ত্বে নার্য্যাশ্রযত্বং চ স্যাদিত্যাহ, মাতামহেত্যাদিনা। মাতামহগতং মাতামহং প্রাপ্তং বিত্তং ধনং মাতুলৈস্তৎসুতাদিভির্মাতুলপুত্রাদিভিশ্চাধ- উর্দ্ধক্রমেণ এবং পিতৃকুলে ইব পুমাংসং পুরুষং তদভাবে স্ত্রিযমাশ্রযেৎ সেবেত ॥ ৫৭ ॥

অথ প্রেতপুরুষস্য ব্রাহ্মীভার্য্যাযা অম্বযে মাতাপিত্রোঃ সপিণ্ডে বা স্থিতে শৈবীপুত্রস্য তদ্বিভবভাগিত্বং নেত্যাহ, ব্রাহ্ম্যাম্বযে ইত্যাদিনা। ব্রাহ্ম্যাম্বযে ব্রাহ্ম্যা ভার্য্যাযা বংশে বিদ্যমানে পিত্রোর্মাতুঃ পিতুশ্চ সপিণ্ডনে সাপিণ্ডে বা স্থিতে সতি শৈবীতনযঃ শৈব্যা ভার্য্যাযাঃ পুত্রো মৃতস্য পিতুর্দাযভাক্ ন ভবেৎ কিন্তু বিদ্যমানযোস্তযোরেব ক্রমতঃ তদ্দাযভাগিত্বমিত্যর্থঃ। এতেন ব্রাহ্ম্যাম্বযস্য মাতাপিত্রোঃ সপিণ্ডস্য চাভাবে শৈবীতনযস্যৈব মৃতজনকদাযভাগিত্বমিতি ধ্বনিতম্ ॥ ৫৮ ॥

ননু ব্রাহ্ম্যাম্বযস্য পিত্রোঃ সপিণ্ডস্য বা বর্ত্তমানত্বে শৈবীপুত্রাণাং মৃতপিতৃদাযভাগিত্বাভাবে কথমুদরভরণাদির্নির্বাহস্তত্রাহ, শৈবীত্যাদিনা। হে ভদ্রে স্বঃ-

---

ধন মাতামহকুলে যাইবে, মাতামহ হইতে মাতুলপুত্র প্রভৃতি ক্রমশঃ তাহা প্রাপ্ত হইবে। এস্থলেও প্রথমতঃ অধস্তন ব্যক্তি, তদভাবে উর্দ্ধতন ব্যক্তি এবং তন্মধ্যেও প্রাধান্য হেতু প্রথমতঃ পুরুষজাতি ও নিকৃষ্টতা হেতু তৎপরে নারীজাতি ধনাধিকার-প্রাপ্ত হইবে। ৫৭

ব্রাহ্ম বিবাহ দ্বারা বিবাহিতা পত্নীর সন্তান বিদ্যমান থাকিতে এবং পিতৃসপিণ্ড বা মাতৃসপিণ্ড পুরুষ বা স্ত্রী বিদ্যমান থাকিতে, শৈব বিবাহে বিবাহিতা ভার্য্যার গর্ভজাত সন্তান ধনভাগী হইবে না। ৫৮ ভদ্রে যাহারা উক্ত ধনে অধিকারী হইবে, তাহাদের নিকট শৈববিবাহে বিবাহিতা ভার্য্যা ও তদগর্ভজাত

---

* মাতামহকুলমিতি পাঠান্তরম্।

শৈবোদ্বাহং প্রকুর্ব্বন্তীং শৈবভর্ত্তৈব পালয়েৎ।
সৌম্যাঞ্চেন্নাধিকারোঽস্যাঃ পিত্রাদীনাং ধনে প্রিয়ে॥ ৬০॥
অতঃ সৎকুলজাং কন্যাং শৈবৈকদ্বাহয়ন পিতা।
ক্রোধাদ্বা লোভতো বাপি স ভবেল্লোকগর্হিতঃ॥ ৬১॥

প্রযাতুঃ স্বর্গতস্য পুংসঃ শৈবীপত্নী তৎপুত্রাঃ শৈব্যাস্তনযাশ্চ তস্য ধনভাগিনঃ পুরুষাদ্যথাধনং যথাবিভবং গ্রাসমাচ্ছাদনং চ লভেরন্ প্রাপ্নুযুঃ॥ ৫৯॥

ননু শৈবমুদ্বাহং কুর্ব্বতী নারী পিত্রাদিভিঃ পালনীয়া ভবেচ্ছেবেন ভর্ত্তুর বেত্যাশঙ্কাযামাহ, শৈবোদ্বাহমিত্যাদিনা। হে প্রিয়ে যতোঽস্যাঃ শৈব্যাঃ স্ত্রিযাঃ পিত্রাদীনাং ধনেঽধিকারো নাস্ত্যতঃ শৈবোদ্বাহং প্রকুর্ব্বন্তীং তাং চেদ্যদি সৌম্যামব্যভিচারিণীং জানীযাত্তদা শৈবভর্ত্তৈব পালযেৎ রক্ষেৎ। জানীয়াদিতি স্বধ্যাহারলভ্যাম্। প্রকুর্ব্বন্তীমিত্যত্র নুমাগমস্ত্বার্ষঃ॥ ৬০॥

অথ শৈবেন বিধিনা সৎকুলজাং কন্যামুদ্বাহযতো জনকস্য লোকনিন্দ্যত্বং দর্শযিতুমাহ, অত ইত্যাদিনা। অতো ব্রাহ্মযবে মাতাপিত্রোঃ সপিণ্ডে বা স্থিতে ভর্ত্তুর্দ্রব্যে স্বপিত্রাদিদ্রব্যে চাধিকারস্যাভাবাদ্ধেতোঃ ক্রোধাদ্বা লোভতো বাপি শৈবৈর্বিধিভিঃ সৎকুলজাং সদ্বংশজাতাং কন্যামুদ্বাহযন্ যঃ স পিতা লোকগর্হিতো লোকনিন্দিতো ভবেৎ॥ ৬১॥

সন্তান মৃত ব্যক্তির বিভবানুসারে গ্রাসাচ্ছাদনমাত্র প্রাপ্ত হইবে।৫৯ (পরন্তু যদি ব্রাহ্মী ভার্য্যা বা তাহার পুত্রাদি না থাকে এবং পিতৃমাতৃসপিণ্ড পর্য্যন্তও না থাকে, তাহা হইলেই শৈবী ভার্য্যা ও তৎসন্তানেরা ধনাধিকারী হইতে পারিবে)।

প্রিয়ে। শৈববিবাহে বিবাহিতা ভার্য্যা যদি ব্যভিচারিণী না হয় তাহা হইলে শৈবভর্ত্তাই তাহাকে পালন করিবে, নচেৎ গ্রাসাচ্ছাদনও প্রাপ্ত হইবে না। অন্যদিকে এই শৈবী ভার্য্যা নিজ পিতামাতা প্রভৃতি কাহারো ধনে অধিকারিণী হয় না।৬০

এই কারণে, যদি ক্রোধ নিবন্ধন বা লোভ নিবন্ধন সৎকুলসম্ভূতা কন্যার শৈববিবাহ দেন, তাহা হইলে তিনি লোকসমাজে ঘৃণিত ও নিন্দিত হইয়া থাকেন।৬১ শিবের আজ্ঞা আছে যে, (ব্রাহ্মী ভার্য্যার সন্তান ও পিতৃমাতৃসপিণ্ডের অবিদ্যমানে) যদি শৈবী ভার্য্যা ও তদগর্ভজাত সন্তান না থাকে,

শৈবীতদন্বয়াভাবে সোদকো ব্রহ্মদো নৃপঃ।
হরেয়ুঃ ক্রমতো বিত্তং মৃতস্য-শিবশাসনাৎ ॥ ৬২॥
পিণ্ডদাৎ সপ্ত পুরুষাঃ সপিণ্ডাঃ কথিতাঃ প্রিয়ে।
সোদকা দশমান্তাঃ স্যুঃ ততঃ কেবলগোত্রজাঃ ॥ ৬৩ ॥
বিভক্তং দ্রবিণং যচ্চ সংসৃষ্টং স্বেচ্ছয়া তু চেৎ।
অবিভক্তবিধানেন ভজেরংস্তদ্ধনং পুনঃ ॥ ৬৪ ॥

পুত্রাদিশৈবীসন্ততিপর্য্যন্তরহিতস্য প্রাপ্তপঞ্চত্বস্য পুরুষস্য স্থাবরাদিসকল-দ্রব্যেষু সোদকস্য বেদাধ্যাপকগুরোর্নরপতেশ্চ ক্রমতোঽধিকারিত্বমস্তীত্যাহ, শৈবীত্যাদিনা। শৈবীতদন্বয়াভাবে সতি সোদকো ব্রহ্মদো বেদাধ্যাপকঃ গুরুঃ নৃপো রাজা চ মৃতস্য বিত্তং ধনং শিবশাসনাৎ শিবাজ্ঞাতঃ ক্রমতো হরেয়ুঃ। যথা শৈবীতদন্বয়াসত্ত্বে প্রথমতঃ সোদকো মৃতস্য বিত্তং, হরেৎ, তদভাবে বেদাধ্যাপকঃ তদসত্ত্বে তু, রাজা চেতি ॥ ৬২ ॥

ননু কেষাং সপিণ্ডত্বং কেষাং সোদকত্বং কেবলগোত্রজত্বং চ কেষামত আহ, পিণ্ডদাদিত্যাদিনা। হে প্রিয়ে পিণ্ডদাৎ পিণ্ডদাতারং পুরুষমারভ্য সপ্ত পুরুষাঃ সপিণ্ডাঃ কথিতাঃ। তত ঊর্দ্ধং দশমান্তা দশমপুরুষান্তাঃ সোদকাঃ স্যুঃ। ততঃ পরং কেবলগোত্রজা ভবেয়ুঃ। পিণ্ডদাদিতি ল্যব্‌লোপে কর্ম্মণীতি পঞ্চমী ॥ ৬৩ ॥

বিভক্তস্য পশ্চাৎ স্বেচ্ছয়া সংসৃষ্টস্য দ্রব্যস্যাবিভক্তবিধানেনৈব পুনর্বিভাগমাহ, বিভক্তমিত্যাদিনা। চেদ্‌যদি বিভক্তং যৎ দ্রবিণং দ্রব্যং স্বেচ্ছয়া সংসৃষ্টং মিশ্রীকৃতং স্যাত্তদা তদ্ধনং পুনরবিভক্তবিধানেন দায়াদা ভজেরন্ ॥ ৬৪ ॥

তাহা হইলে যথাক্রমে সমানোদক, ব্রহ্মদাতা ও রাজা মৃত ব্যক্তির ধন গ্রহণ করিবেন, অর্থাৎ প্রথমে সমানোদক, তদভাবে গুরু এবং তদভাবে রাজা ধনাধিকারী হইবেন।৬২

প্রিয়ে। পিণ্ডদাতা হইতে সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত সপিণ্ডশব্দে উল্লিখিত হইয়া থাকে। অষ্টম পুরুষ হইতে দশম পুরুষ পর্য্যন্ত সমানোদক, এবং যাহারা দশম পুরুষের অন্তর্গত নহে, তাহাদিগকে কেবল সগোত্র বলা যাইতে পারে।৬৩

যে ধন একবার বিভাগ করিয়া পুনর্ব্বার স্বেচ্ছানুসারে মিশ্রিত করা হইয়াছে, তাহা অবিভক্ত-ধন-বিভাগের বিধানানুসারেই পুনর্ব্বার বিভাগ করিতে হইবে।৬৪ ধন অবিভক্তই হউক বা বিভক্তই হউক, তাহাতে যাহার যেরূপ অংশ নির্দ্দিষ্ট

অবিভক্তে বিভক্তে বা যস্য যাদৃশিভাগিতা।
মৃতেঽপি তস্য দায়াদাঃ তাদৃশিভবভাগিনঃ ॥ ৬৫ ॥

জীবতো যস্য পুরুষস্য বিভক্তাবিভক্তাখিলদ্রব্যেষু যেষাং যাদৃশিভাগিত্বং তস্য মরণেঽপি তত্র তেষাং তাদৃশিভাগিত্বং স্যাদেবেত্যাহ, অবিভক্তে ইত্যাদিনা। যস্য পুরুষস্যাবিভক্তে বিভক্তে বা দ্রব্যে যেষাং দায়াদানাং যাদৃশিভাগিতা স্যাত্তস্য পুংসো মৃতেঽপি মরণেঽপি তে দায়াদাস্তাদৃশিভবভাগিনো ভবেয়ুঃ ॥৬৫॥

আছে, সেই ব্যক্তি যদি পরলোক গমন করে, তাহা হইলে তাহার উত্তরাধিকারিগণও সেইরূপ অংশ প্রাপ্ত হইবে (৩৩৬)।৬৫

(৩৩৬)—সাধারণের অবগতির নিমিত্ত এস্থলে অস্মদ্দেশ-প্রচলিত দায়ভাগ এবং দায়ভাগের টীকাকার শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারের মতানুসারে পুংধন বিষয়ে দায়াধিকার-ক্রম সংক্ষেপে বিবৃত হইতেছে। যথা—

প্রথমতঃ মৃতপুরুষধনে ঔরস পুত্র অধিকারী। তদভাবে পৌত্র। তদভাবে প্রপৌত্র। মৃতপিতৃক পৌত্র এবং মৃতপিতৃপিতামহক প্রপৌত্রও পুত্রের সহিত সমান-অংশ পাইবে।

প্রপৌত্র পর্য্যন্ত না থাকিলে পত্নী ধনাধিকারিণী হইবে। পরন্তু স্ত্রীজাতির ধনাধিকার বিষয়ে বিশেষ এই যে, তাহারা সম্পত্তি কেবল ভোগ করিবে মাত্র, কিন্তু দান বা বিক্রয় করিতে অথবা বন্ধক দিতে সমর্থ হইবে না। কেবল ধনস্বামীর ঔর্দ্ধদৈহিক ক্রিয়ার নিমিত্ত কিয়দংশ দান বা বিক্রয় করিতে পারে, এবং উপস্বত্ব দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ না হইলে স্থাবর সম্পত্তিও বন্ধক দিতে, অথবা তাহাতে অসুবিধা হইলে, বিক্রয় করিতে পারিবে। পরন্তু যদি ধনস্বামীর ঔর্দ্ধদৈহিক ক্রিয়ার নিমিত্ত কিঞ্চিৎ দান করিতে হয়, তাহা হইলে ধনস্বামীর সপিণ্ড, গুরু, দৌহিত্র, ভাগিনেয় বা মাতুল প্রভৃতিকে দান করিবে। ইহাদিগের অভাবে আপনার পিতৃকুলেও দান করিতে পারিবে।

পত্নীর অভাবে দুহিতা ধনাধিকারিণী হইবে। দুহিতাদিগের মধ্যে প্রথমে অবিবাহিতা কন্যার অধিকার। ইহার মধ্যে বিশেষ এই যে, অবিবাহিতা কন্যা ধনাধিকারিণী হইয়া বিবাহের পর পুত্র প্রসব না করিয়া যদি পরলোক গমন করে, তাহা হইলে তাহার সেই পিতৃধনে সপুত্রা ও সম্ভাবিতপুত্রা ভগিনীর সমান অধিকার।

অবিবাহিতা কন্যার অভাবে সম্ভাবিতপুত্রা ও পুত্রবতী কন্যার সমান অধিকার। বন্ধ্যা ও পুত্রহীনা বিধবা কন্যার পিতৃধনে অধিকার নাই। সমুদায় কন্যার অভাবে দৌহিত্রের অধিকার। আপনার দৌহিত্র পর্য্যন্ত না থাকিলে মৃতধন উৰ্দ্ধগামী হইয়া তাহাতে পিতার অধিকার হইবে। পিতার অভাবে মাতার অধিকার। তদভাবে সহোদরের অধিকার। তদভাবে সজাতীয় বৈমাত্রেয় ভ্রাতা অধিকারী হইবে। তদভাবে সহোদর-ভ্রাতৃপুত্রগণ। সংসৃষ্ট ও অসংসৃষ্ট সহোদর-ভ্রাতৃপুত্রেরই মধ্যে সংসৃষ্ট সহোদর-ভ্রাতৃপুত্রেরই অধিকার। এরূপ সংসৃষ্ট ও অসংসৃষ্ট বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃপুত্রের মধ্যে সংসৃষ্ট বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃপুত্রেরই অধিকার। যে স্থলে বৈমাত্রেয়ভ্রাতৃপুত্র সংসৃষ্ট এবং সহোদরভ্রাতৃপুত্র অসংসৃষ্ট, সে স্থলে উভয়েরই সমান অধিকার। যাহারা একবার পৃথক্ হইয়া পুনর্ব্বার এই নিয়মে একত্র হইয়াছে যে যাহা আমার ধন, তাহা তোমারই ধন এবং যাহা তোমার ধন, তাহা আমারই ধন, তাহাদিগকে সংসৃষ্ট বলে।

ভ্রাতৃপুত্রের অভাবে ভ্রাতৃপৌত্র অধিকারী। এস্থলেও সহোদর ও বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃপুত্রের ন্যায় ক্রম অনুসরণ করিতে হইবে। ভ্রাতৃপৌত্র পর্য্যন্তের অভাবে পিতৃদৌহিত্র। এ স্থলে সহোদরা ভগিনীপুত্র ও বৈমাত্রেয় ভগিনীপুত্রের সমান অধিকার।

পিতৃদৌহিত্র পর্য্যন্ত না থাকিলে তাহাতে পিতামহের অধিকার হইবে। পিতামহাভাবে পিতামহী, তদভাবে পিতৃব্য, তদভাবে পিতৃব্যপুত্র, তদভাবে পিতৃব্যপৌত্র, তদভাবে পিতামহদৌহিত্র অধিকারী হইবে। তদভাবে পিতৃব্যদৌহিত্রও অধিকারী হইতে পারে।

এইরূপ পিতামহ-সন্তান না থাকিলে সেই উৰ্দ্ধগামী ধন প্রপিতামহ প্রাপ্ত হইবে। প্রপিতামহের অভাবে প্রপিতামহী। তদভাবে পিতামহভ্রাতা। তদভাবে পিতামহভ্রাতৃপুত্র। তদভাবে পিতামহভ্রাতৃপৌত্র। তদভাবে প্রপিতামহ-দৌহিত্র। তদভাবে পিতামহভ্রাতৃদৌহিত্র।

এইরূপে পিতা পিতামহ ও প্রপিতামহ এবং তৎসন্তানের অভাব হইলে ধন মাতামহকুলে গমন করিবে। তন্মধ্যে প্রথমতঃ মাতামহ, তদভাবে মাতুল, তদভাবে মাতৃস্বস্রীয়, তদভাবে মাতুলপুত্র তদভাবে মাতুলপৌত্র ধনাধিকারী হইবে।

মাতামহকুলে এই সমস্ত লোক না থাকিলে সকুল্য ব্যক্তি ধনাধিকারী হইবে। সকুল্যও দুইপ্রকার অধস্তন ও উৰ্দ্ধতন। অধস্তন ও উৰ্দ্ধতন সপিণ্ড তিন পুরুষের পর, অধস্তন ও উৰ্দ্ধতন তিন পুরুষকে সকুল্য বলা যায়। সকুল্যের অধিকারক্রম যথা।

১ বৃদ্ধপ্রপৌত্র। ২ অতিবৃদ্ধপ্রপৌত্র। ৩ অত্যতিবৃদ্ধপ্রপৌত্র। ৪ বৃদ্ধপ্রপৌত্রী। ৫ অতিবৃদ্ধপ্রপৌত্রী। ৬ অত্যতিবৃদ্ধপ্রপৌত্রী। ৭ বৃদ্ধপ্রপিতামহ। ৮ বৃদ্ধপ্রপিতামহের পুত্র। ৯ বৃদ্ধপ্রপিতামহের পৌত্র। ১০ বৃদ্ধপ্রপিতামহের প্রপৌত্র। ১১ অতিবৃদ্ধপ্রপিতামহ। ১২ অতিবৃদ্ধপ্রপিতামহের পুত্র। ১৩ অতিবৃদ্ধপ্রপিতামহের পৌত্র। ১৪ অতিবৃদ্ধপ্রপিতামহের প্রপৌত্র। ১৫ অত্যতিবৃদ্ধপ্রপিতামহ। ১৬ তৎপুত্র। ১৭ তৎপৌত্র। ১৮ তৎপ্রপৌত্র।

এইরূপ সকুল্যের অভাবে সমানোদক ব্যক্তি ধনাধিকারী হইবে। তন্মধ্যে বিবেচনা করিতে হইবে, যিনি জন্মসম্বন্ধে সন্নিহিত, তিনিই অগ্রে ধনাধিকারী। এবং ঊর্দ্ধগামী ধনে অধস্তন পুরুষের বংশীয় কোন সমানোদক থাকিতে তদূর্দ্ধতন পুরুষের বংশীয় কোন ব্যক্তি ধনাধিকার প্রাপ্ত হইবে না।

সমানোদকের অভাবে আচার্য্য, তদভাবে শিষ্য তদভাবে সহাধ্যায়ী তদভাবে গ্রামস্থ সগোত্র, তদভাবে গ্রামস্থ সমানপ্রবর, তদভাবে গ্রামস্থ সদ্‌গুণ কৃতবিদ্য ব্রাহ্মণ ধনাধিকারী হইবে। এস্থলেও যে ব্যক্তি সন্নিহিত, তাহারই অগ্রে অধিকার। এতৎপর্য্যন্তাভাবে ব্রাহ্মণ ভিন্ন অপরের ধনে রাজা অধিকারী হইবেন। ব্রাহ্মণধনবিষয়ে যদি গ্রামে উক্ত প্রকার ব্রাহ্মণ পর্য্যন্ত না থাকে, তাহা হইলে গ্রামান্তরবাসী ঐরূপ ব্রাহ্মণই তাহাতে অধিকারী হইবে।

বানপ্রস্থের ধনে ধর্ম্মভ্রাতার, যতির ধনে সৎশিষ্যের এবং ব্রহ্মচারীর ধনে আচার্য্য বা পিতা প্রভৃতির অধিকার। এতদভাবে একত্রবাসী বা একাশ্রমী গ্রহণ করিবে। ব্রহ্মচারী দুই প্রকার, নৈষ্ঠিক ও উপকুর্ব্বাণ, যিনি গৃহ ত্যাগ করিয়া, যাবজ্জীবনের নিমিত্ত ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক গুরুগৃহে থাকিয়া স্বধর্ম্মে নিষ্ঠাবান আছেন, তাঁহাকে নৈষ্ঠিকব্রহ্মচারী বলা যায়। আর, যিনি ব্রহ্মচর্য্যের পর সংসার আশ্রমে প্রবেশ করেন, তাঁহার নাম উপকুর্ব্বাণ-ব্রহ্মচারী। নৈষ্ঠিক-ব্রহ্মচারীর ধনে আচার্য্যের এবং উপকুর্ব্বাণ-ব্রহ্মচারীর ধনে তৎপিতামাতা প্রভৃতির অধিকার।

এস্থলে উক্ত দায়ভাগাদিমতে স্ত্রীধনাধিকার ক্রমও লিখিত হইতেছে।—

কুমারীর ধনে প্রথমতঃ সহোদর ভ্রাতা, তদভাবে মাতা, তদভাবে পিতা অধিকারী হইবে। বরদত্ত ধনে বরেরই অধিকার।

বিবাহিতা-স্ত্রী-ধনাধিকার নির্দ্ধারণ করিবার নিমিত্ত অগ্রে স্ত্রীধন কাহাকে বলা যায়, তাহা নিরূপিত হইতেছে। স্ত্রীধন ত্রয়োদশ প্রকার ১ বিবাহকালে যৌতুক দ্বারা লব্ধ ধন, ২ শ্বশুরালয় যাইবার সময় পিতৃকুল ও মাতৃকুল হইতে

যে যস্য ধনহর্ত্তারো ভবেযুর্জ্জীবনাবধি।
দদ্যুঃ পিণ্ডং ত এবাস্য শৈবভার্য্যাসুতং বিনা ॥৬৬॥

প্রমীতস্য যস্য পুংসো দ্রবিণং যে লভেরংস্তস্মৈ যাবজ্জীবনং ত এব পিণ্ডং দদেরন্নিত্যাহ, যে ইত্যাদিনা। যে পুমাংসো যস্য পুংসো ধনহর্ত্তারো ভবেযুস্ত এব জীবনাবধি জীবনপর্য্যন্তমস্য পুরুষস্য পিণ্ডং দদ্যুঃ। পরন্তু শৈবভার্য্যাসুতং বিনা। তস্য তৎপিণ্ডদানেঽধিকারো নাস্তীত্যর্থঃ। শৈবভার্য্যাসুতমিতি শৈব্যাস্তদ্-দুহিত্রাদীনাং চোপলক্ষণম্ ॥ ৬৬ ॥

মৃত ব্যক্তির ধনে যে ব্যক্তি অধিকারী হইবে, সেই ব্যক্তি যত কাল জীবিত থাকিবে, ততকাল তাহার পিণ্ডদান করিবে, পরন্তু শৈবভার্য্যার পুত্র পিণ্ডদান করিতে পারিবে না।৬৬

প্রাপ্ত ধন, ৩ ভর্ত্তৃদত্ত ধন, ৪ ভ্রাতৃদত্ত ধন, ৫ পিতৃদত্ত ধন ৬ মাতৃদত্ত ধন ৭ পতি আর একটি বিবাহ করিবার মানসে পূর্ব্বে স্ত্রীকে পরিতোষ করিবার জন্য যে ধন দেন তাহা, ৮ গ্রাসাচ্ছাদন, ৯ অলঙ্কার, ১০ তৎস্বামীকে কর্ম্ম করাইবার নিমিত্ত অন্য কর্ত্তৃক প্রদত্ত উৎকোচ। ১১ পুত্রদত্ত ধন, ১২ মাতুলাদি-দত্ত ধন। ১৩ বিবাহের পর ভর্ত্তা বা পিতা মাতা প্রভৃতির নিকট অন্য সময়ে লব্ধ ধন। ভর্ত্তৃদত্ত স্থাবর ব্যতিরেকে অন্য সমুদায় স্ত্রীধন (স্থাবর হউক বা অস্থাবর হউক) স্ত্রীলোকে দানবিক্রয়াদি করিতে পারে।

এক্ষণে স্ত্রীধনাধিকারক্রম কথিত হইতেছে। তন্মধ্যে যৌতুকধনে প্রথমতঃ অবিবাহিতা কন্যা, তদভাবে বাগ্‌দত্তা কন্যা, তদভাবে বিবাহিতা সম্ভাবিতপুত্রা ও পুত্রবতী কন্যা যুগপৎ অধিকারিণী। ঈদৃশ কন্যার অভাবে বন্ধ্যা ও অপুত্রা বিধবা কন্যার তুল্য অধিকার। ইহার মধ্যে কুমারী ও বাগ্‌দত্তা কন্যা মাতৃধনে অধিকারিণী হইয়া যদি পুত্র প্রসব না করিয়াই বিধবা হইয়া দেহ ত্যাগ করে, তাহা হইলে তৎসংক্রান্ত মাতৃধনে তাহার সম্ভাবিতপুত্রা ও পুত্রবতী ভগিনীর সমান অধিকার। তদভাবে বন্ধ্যা এবং বিধবাও সমান অধিকারিণী হইবে। সমুদায় দুহিতার অভাবে ঐ যৌতুকধনে পুত্রের অধিকার। তদভাবে দৌহিত্র, তদভাবে পৌত্র, তদভাবে প্রপৌত্র, তদভাবে সপত্নীপুত্র, তদভাবে সপত্নীপৌত্র, তদভাবে সপত্নীপ্রপৌত্র। এতৎপর্য্যন্তাভাবে ব্রাহ্মবিবাহ-লব্ধ যৌতুকধনে ভর্ত্তা অধিকারী হইবে। ভর্ত্তার অভাবে ভ্রাতা, তদভাবে মাতা, তদভাবে পিতা অধিকারী হইবে।

লোকেঽস্মিন্ জন্মসম্বন্ধাৎ যথাশৌচং বিধীয়তে।
ধনভাগিত্বসম্বন্ধাৎ ত্রিরাত্রং বিহিতং তথা॥ ৬৭॥

যথা জন্মসম্বন্ধাৎ সর্ব্বেষাং বান্ধবানাং মরণজননিনিমিত্তকমশৌচং জায়তে এবং ধনভাগিত্বসম্বন্ধাদ্ধনহারিণামপি ত্রিরাত্রমশৌচং স্যাদিত্যাহ, লোকে ইত্যাদিনা।

বিবাহের পূর্ব্বে বা পরে পিতৃদত্ত বা যৌতুকলব্ধ ধন ভিন্ন অন্যবিধ স্ত্রীধনে অবিবাহিতা কন্যা ও পুত্রের সমান অধিকার। অবিবাহিতা কন্যা ও পুত্রের অভাবে সম্ভাবিতপুত্রা ও পুত্রবতী কন্যার সমান অধিকার। এতদভাবে পৌত্র, তদভাবে দৌহিত্র, তদভাবে প্রপৌত্র তদভাবে সপত্নীপুত্র, তদভাবে সপত্নীপৌত্র, তদভাবে সপত্নীর প্রপৌত্র অধিকারী হইবে। এতৎপর্য্যন্তাভাবে বন্ধ্যা ও বিধবা কন্যার সমান অধিকার। এতৎপর্য্যন্তাভাবে যৌতুক ধনের ন্যায় ব্রাহ্মবিবাহে বিবাহিত ভর্ত্তা, ভ্রাতা, মাতা, পিতা ক্রমশঃ অধিকারী হইবে।

বিবাহের সময় অথবা বিবাহের পূর্ব্বে বা পরে, পিতা কন্যাকে যে ধন দিয়াছে, সেই পিতৃলব্ধ স্ত্রীধনে প্রথমতঃ কুমারী, তৎপরে সম্ভাবিতপুত্রা ও পুত্রবতী কন্যা সমান অধিকারিণী হইবে। এতদভাবে বন্ধ্যা ও বিধবা কন্যার সমান অধিকার। সমুদায় দুহিতার অভাবে অন্য প্রকার যৌতুকধনের ন্যায় পুত্র প্রভৃতির ক্রমশঃ অধিকার হইবে।

পিতা পর্য্যন্তের অভাব হইলে, দেবর ও ভাতৃশ্বশুরের (ভাশুরের) তুল্য অধিকার হইবে। তদভাবে দেবরপুত্র ও ভাতৃশ্বশুরপুত্রের সমান অধিকার। এই সমুদায়ের অভাবে অসপিণ্ড হইলেও ভগিনীপুত্র, তদভাবে ভর্ত্তৃভাগিনেয়, তদভাবে ভাতৃসুত, তদভাবে জামাতা অধিকারী।

জামাতৃপর্য্যন্তের অভাব হইলে সপিণ্ডানন্তর্য্যক্রমে শ্বশুর ভাতৃশ্বশুর প্রভৃতি সপিণ্ডগণের অধিকার হইবে। সপিণ্ডাভাবে পুংধনবৎ সকুল্য, সমানোদক, সগোত্র, সমানপ্রবর প্রভৃতির ক্রমে অধিকার হইবে। এই সমুদায়ের অভাবে ব্রাহ্মণীর ধনে স্বগ্রামবাসী শ্রোত্রিয়াদির অধিকার, এবং ক্ষত্রিয়াদির ধনে রাজার অধিকার হইবে।

দায়বিভাগপ্রকরণে পিতৃব্য শব্দে পিতার জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ, উভয় ভ্রাতাকেই বুঝিতে হইবে।

পূর্ণেঽশৌচেঽথবাপূর্ণে তৎকালাভ্যন্তরে শ্রুতে।
শ্রবণাচ্ছেষদিবসৈঃ বিশুধ্যেয়ুর্দ্বিজাদয়ঃ॥ ৬৮॥
কালাতীতে তু বিজ্ঞাতে খণ্ডাশৌচং ন বিদ্যতে *।
পূর্ণে ত্রিরাত্রং বিহিতং ন চেৎ সংবৎসরাৎ পরম্॥ ৬৯॥

জন্মসম্বন্ধাদ্যথাস্মিন্ লোকে জনে মরণজননিমিত্তকমশৌচং বিধীয়তে তথা ধনভাগিত্বসম্বন্ধাদ্ধনহর্ত্তর্য্যপি ত্রিরাত্রমশৌচং বিহিতম্। লোকঃ স্যাদ্ভুবনে জনে ইত্যমরঃ॥৬৭॥

নম্বশৌচকালাভ্যন্তর এব পূর্ণং খণ্ডং বা অশৌচং শৃণ্বতামপরদেশস্থানাং ব্রাহ্মণাদীনামশৌচশ্রবণবাসরাদবশিষ্টৈরেবাশৌচবাসরৈর্বিশুদ্ধিঃ স্যাত্তদ্বাসরমারভ্যাপরৈর্বা দশাহাদিভিরিত্যাশঙ্কায়ামাহ, পূর্ণে ইত্যাদিনা। পূর্ণেঽশৌচেঽথবা অপূর্ণে খণ্ডেঽশৌচে তৎকালাভ্যন্তরেঽশৌচকালমধ্যে শ্রুতে সতি শ্রবণাদশৌচশ্রবণদিবসাচ্ছেষদিবসৈরবশিষ্টৈরহোরাত্রৈর্দ্বিজাদয়ো ব্রাহ্মণাদয়ো বিশুধ্যেয়ুঃ। শ্রূয়তেঽস্মিন্নিতি শ্রবণং তস্মাৎ। করণাধিকরণয়োশ্চেত্যধিকরণেঽনট্॥৬৮॥

নম্বশৌচকালব্যপগমে সতি সংবৎসরাভ্যন্তর এব জ্ঞাতিমরণং শৃণ্বন্তো ব্রাহ্মণাদয়ঃ কিয়দ্ভিরহোরাত্রৈর্বিশুধ্যেয়ুরত আহ, কালাতীতে ইত্যাদিনা। কালাতীতে ত্বশৌচকালাতিক্রমণে তু খণ্ডেঽশৌচে বিজ্ঞাতে সত্যশৌচং ন বিদ্যতে। চেদ্যদি সংবৎসরাদর্ব্বাৎ পরমূর্দ্ধ্বদিনাদিকমতীতং ন ভবেত্তদা অতীতেঽপ্যশৌচকালে

লোকের জন্মসম্বন্ধে যেমন অশৌচ হইয়া থাকে, সেইরূপ উত্তরাধিকারিত্ব সম্বন্ধেও ত্রিরাত্র অশৌচ বিহিত আছে।৬৭ পূর্ণাশৌচই হউক অথবা খণ্ডাশৌচই হউক, যদি নির্দ্দিষ্ট অশৌচকালের মধ্যে তাহা শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে অশৌচকালের যে কয়েক দিন অবশিষ্ট থাকিবে, ব্রাহ্মণাদি সকল জাতিই সেই কয়েক দিনেই শুদ্ধিলাভ করিতে পারিবে।৬৮ আর যদি অশৌচকাল অতীত হইলে খণ্ডাশৌচ-কারণ শ্রবণ করা যায়, তাহা হইলে অশৌচ হয় না;

---

* খণ্ডেঽশৌচং ন বিদ্যতে ইতি পাঠান্তরম্।

বর্ষাতীতেঽপি চেন্মাতুঃ পিতুর্বা মরণশ্রুতৌ।
ত্রিরাত্রমশুচিঃ পুত্রঃ তথা ভর্ত্তুঃ পতিব্রতা ॥ ৭০ ॥
অশৌচাভ্যন্তরে যস্মিন্ অশৌচান্তরমাপতেৎ।
গুর্ব্বশৌচেন মর্ত্ত্যানাং শুদ্ধিস্তত্র বিধীয়তে ॥ ৭১ ॥
অশৌচানাং গুরুত্বঞ্চ কালব্যাপিত্বগৌরবাৎ।
ব্যাপ্যব্যাপকয়োর্মধ্যে গরীয়ো ব্যাপকং স্মৃতম্ ॥ ৭২ ॥

পূর্ণেঽশৌচে বিজ্ঞাতে সতি ত্রিরাত্রমশৌচং বিহিতম্। কালস্যাতীতং কালাতীতমিতি ষষ্ঠীতি সূত্রেণ ষষ্ঠীতৎপুরুষঃ। অতীতমিত্যতিপূর্বাদিণো ভাবে ক্তঃ। নাশৌচং প্রসবস্যাস্তি ব্যতীতেষু দিনেষ্বপীতি দেবলবচনাৎ মরণবিষয়কমিদং বচনম্ ॥৬৯॥

সংবৎসরে ব্যতীতেঽপি মাতাপিত্রোর্মরণং শৃণ্বতঃ পুত্রস্য স্বামিনো মরণং শৃণ্বত্যাঃ পতিব্রতায়াশ্চ ত্রিরাত্রমশৌচং স্যাদিত্যাহ, বর্ষাতীতেঽপীত্যাদিনা। বর্ষাতীতেঽপি সংবৎসরাতিক্রমণেঽপি চেদ্‌যদি মাতুঃ পিতুর্বা মরণশ্রুতিঃ স্যাত্তদা তয়োর্মরণশ্রুতৌ সত্যাং পুত্রঃ ত্রিরাত্রমশুচিঃ স্যাৎ তথা ভর্ত্তুঃ স্বামিনো মরণশ্রুতৌ পতিব্রতা স্ত্রী ত্রিরাত্রমশুচিঃ স্যাৎ ॥৭০॥

একস্মিন্নশৌচে সতি তচ্ছেষবাসরাসমাপ্তাবেব বিষমকালব্যাপকাশৌচান্তরনিপাতে সত্যধিকদিনব্যাপকেনাশৌচেন মর্ত্ত্যানাং শুদ্ধিঃ স্যাদিত্যাহ, অশৌচাভ্যন্তর ইত্যাদিনা। যস্মিন্নশৌচে সত্যশৌচাভ্যন্তরেঽশৌচমধ্যেঽশৌচান্তরং বিষমকালব্যাপকমপরমশৌচমাপতেদাগচ্ছেত্তস্মিন্নশৌচে জাতে সতি গুর্বশৌচেনাধিকদিনব্যাপকেনাশৌচেনাপগতেন মর্ত্ত্যানাং শুদ্ধির্বিধীয়তে ॥৭১॥

অথাশৌচানাং গুরুত্বং নিরূপয়তি, অশৌচানামিত্যাদিনা। কালব্যাপিত্বগৌরবাৎ কালব্যাপকত্বে গুরুত্বাদ্ধেতোরশৌচানাং গুরুত্বং ভবেৎ। অধিককাল-

---

পরন্তু যদি অশৌচকাল অতীত হইলে সংবৎসরের মধ্যে পূর্ণামৃতাশৌচ-কারণ শ্রবণ করা যায়, তাহা হইলে ত্রিরাত্র অশৌচ হইয়া থাকে। সংবৎসরের পর শ্রবণ করিলে তার অশৌচ হয় না।৬৯ কিন্তু যদি এক বৎসর অতীত হইলে পুত্র, পিতার বা মাতার মৃত্যু সংবাদ শ্রবণ করে, অথবা পতিব্রতা পত্নী, ভর্ত্তার মরণ-সংবাদ শুনে, তাহা হইলে ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে।৭০

যদি এক অশৌচের মধ্যে অন্য একটি অশৌচ হয়, তাহা হইলে গুরু অশৌচ দ্বারা মানবগণ শুদ্ধিলাভ করিতে পারিবে।৭১ যে অশৌচ দীর্ঘকাল-

যদ্যশৌচান্তদিবসে পতেদপরসূতকম্।
পূর্ব্বাশৌচেন শুদ্ধিঃ স্যাদ্ অন্তবৃদ্ধ্যা দিনদ্বয়ম্ ॥ ৭৩ ॥

ব্যাপকত্বাদশৌচানাং গুরুত্বমল্পকালব্যাপকত্বাচ্চ লঘুত্বমিত্যর্থঃ। ব্যাপ্যব্যাপকয়োরশৌচয়োর্মধ্যে ব্যাপকমশৌচং গরীয়ো গুরুতরং স্মৃতম্ ॥ ৭২ ॥

নন্বশৌচান্তদিনেঽপরস্মিন্নশৌচে সতি পূর্ব্বাশৌচেনৈব শুদ্ধিঃ স্যাৎ পরাশৌচেন বেত্যাশঙ্কায়ামাহ, যদীত্যাদিনা। আশৌচান্তদিবসে জননাশৌচস্যান্তিমেঽহোরাত্রে যদ্যপরসূতকং তদন্যজননানিমিত্তকখণ্ডাশৌচং পতেত্তদা পূর্ব্বাশৌচেনৈব ব্যতীতেন শুদ্ধিঃ স্যাৎ। যদি ত্বশৌচান্তদিবসে পূর্ণাশৌচান্তরোপনিপাতে সত্যাদ্যবৃদ্ধির্ভবেৎ তদাদ্যবৃদ্ধ্যা পূর্ব্বাশৌচান্তদিবসাবধিকং দিনদ্বয়মশৌচং স্যাৎ। সূতকমিতি তু মৃতকস্যাপ্যুপলক্ষণম্। তত্রাপ্যেবমেবাবগন্তব্যম্ ॥ ৭৩ ॥

ব্যাপী, তাহাকেই গুরু বলা যায়, সুতরাং অল্পকালস্থায়ী অশৌচকে লঘু বলা যাইতে পারে। ব্যাপ্য ও ব্যাপক এই উভয়বিধ অশৌচের মধ্যে ব্যাপক অশৌচেরই গুরুত্ব স্বীকার করা যায়।৭২ যদি মরণাশৌচের বা জননাশৌচের শেষ দিবসে অহোরাত্রমধ্যে অপর কোন মরণজনিত বা জন্মজনিত খণ্ডাশৌচ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে পূর্ব্ব অশৌচ দ্বারাই সেই অশৌচ যাইবে অর্থাৎ খণ্ডাশৌচ গ্রহণ করিতে হইবে না। কিন্তু যদি ঐ দিবস আর একটি পূর্ণাশৌচ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বাশৌচের পর দুই দিন অশৌচ বৃদ্ধি হইবে (৩৩৭)।৭৩

(৩৩৭)—এস্থলে স্মৃতিসম্মত ব্যবস্থা এই যে, একটি জননাশৌচের মধ্যে অপর একটি জননাশৌচ, অথবা একটি মরণশৌচের মধ্যে অপর একটি মরণাশৌচ উপস্থিত হইলে পূর্ব্বাশৌচ দ্বারাই সকলে শুদ্ধিলাভ করিতে পারিবে। পরন্তু পূর্ণ জননাশৌচের অন্তিম দিনে অপর পূর্ণ জননাশৌচ উপস্থিত হইলে, অথবা পূর্ণ মরণাশৌচের অন্তিম দিনে অপর পূর্ণ মরণাশৌচ উপস্থিত হইলে পূর্ব্বাশৌচের অন্তিম দিনের পর আর দুই দিন অশৌচ বৃদ্ধি হইবে। আর, যে দিবস অশৌচ শেষ হইবে, তৎপর দিবস সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে উক্ত প্রকার পূর্ণাশৌচ শ্রবণ করিলে সূর্য্যোদয় হইতে তিন দিন অশৌচ বৃদ্ধি হইবে। পরন্তু এই বর্দ্ধিত অশৌচের দুই বা তিন দিনের মধ্যে যদি অপর কোন অশৌচ শ্রবণ করা যায়, তাহা হইলে আর অশৌচ বৃদ্ধি হইবে না। কিন্তু ঐ সময় যদি পুত্রের জন্ম হয়, অথবা পিতামাতার বা কোন স্ত্রীলোকের ভর্ত্তার মৃত্যু হয়, তাহা হইলে উক্তরূপ ব্যবস্থা হইবে না; তখন তদ্দিন হইতে পূর্ণাশৌচ হইবে।

তাবৎ পিতৃকুলাশৌচং যাবন্নোদ্বহনং স্ত্রিয়া।
জাতে পরিণয়ে পিত্রোঃ মৃতৌ ত্র্যহমুদাহৃতম্ ॥ ৭৪
বিবাহানন্তরং নারী পতিগোত্রেণ গোত্রিণী।
তথা গ্রহীতৃগোত্রেণ * দত্তপুত্রস্য গোত্রিতা ॥ ৭৫ ॥
সুতমাদায় সম্মত্যা জনন্যা জনকস্য চ।
স্বগোত্রনামান্যুল্লিখ্য সংস্কুর্য্যাৎ স্বজনৈঃ সহ ॥ ৭৬ ॥

ননু স্ত্রীণাং তাতকুল এবাশৌচে সত্যশৌচং ভবেদ্ভর্তৃকুল এব বা কিমুভয়ত্রা-পীত্যাশঙ্কায়ামাহ, তাবদিত্যাদিনা। যাবদুদ্বাহনমুদ্বাহো ন ভবেত্তাবৎকালপর্য্যন্তং স্ত্রিয়াঃ পিতৃকুলাশৌচং পিতৃকুলসম্বন্ধাশৌচং স্যাৎ। এতেন বিবাহাৎ পরতো ভর্ত্তৃকুলসম্বন্ধেন স্ত্রিয়া অশৌচং ভবেদিতি সূচিতম্। ননূদ্বাহাদূর্দ্ধমুৎপাদকয়ো-র্মাতাপিত্রোরপি মৃতৌ নার্য্যা অশৌচং ন স্যাদত আহ, জাতে ইত্যাদিনা। পরিণয়ে বিবাহে জাতে সত্যপি পিত্রোর্মৃতৌ মাতুঃ পিতুশ্চ মরণে সতি স্ত্রিয়াঃ ত্র্যহং ত্রিদিনমশৌচমুদাহৃতম্ ॥ ৭৪ ॥

ননু বৈবাহিকসম্বন্ধাজ্জননসম্বন্ধস্য বলবত্তরত্বাদুক্তস্যানার্য্যাঃ পিতৃকুল এবা-শৌচে সত্যশৌচং যুক্তং ন তু পতিকুলাশৌচে সতীত্যত আহ, বিবাহানন্তর-মিত্যাদিনা। বিবাহানন্তরমুদ্বাহাৎ পরতো নারী স্ত্রী পতিগোত্রেণ গোত্রিণী স্যাৎ। বিবাহাদূর্দ্ধং পিতৃগোত্রাদ্বহির্ভূতত্বাত্তত্রাশৌচে সতি স্ত্রিয়া অশৌচং ন স্যাদিতি ভাবঃ। ননু দত্তকপুত্রস্য জনকগোত্রেণ গোত্রবত্ত্বমাদাতৃগোত্রেণ বেতি সন্দেহং নিরাকুর্ব্বন্নাহ, তথেত্যাদিনা। তথা তেন প্রকারেণ দত্তপুত্রস্য গ্রহীতৃগোত্রেণ গোত্রিতা গোত্রবত্তা স্যাৎ ॥ ৭৫ ॥

ইদানীং মাতাপিত্রোঃ সম্মত্যা পুত্রমাদায় গৃহীত্বা স্বগোত্রনামান্যুচ্চার্য্য তৎ-সংস্কারো বিধেয় ইত্যাহ, সুতমিত্যাদিনা। জনন্যা জনয়িত্র্যা জনকস্যোৎপাদকস্য

নারীদিগের যে পর্য্যন্ত বিবাহ না হয়, সে পর্য্যন্ত পিতৃকুলে অশৌচ হইয়া থাকে। যে নারীর পরিণয় হইয়াছে, তাহার কেবল পিতা মাতার মৃত্যু হইলে ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে। ৭৪ বিবাহের পর নারী পতিগোত্র প্রাপ্ত হইবে। এইরূপ দত্তকপুত্র, দত্তকগ্রহীতার গোত্র প্রাপ্ত হয়। ৭৫

শিশুর জননী ও জনক উভয়ের সম্মতিক্রমে দত্তক পুত্র গৃহীত হইলে দত্তক-গ্রহীতা আপনার গোত্র ও নাম উল্লেখ পূর্ব্বক স্বজনবর্গের সমভিব্যাহারে ঐ

---

* গৃহীতগোত্রেণ ইত্যপি পাঠো দৃশ্যতে।

ঔরসেঽপি যথা পিত্রোঃ ধনে পিণ্ডেঽধিকারিতা।
আদাত্রোর্দত্তকে তদ্বৎ যতোঽস্য পিতরৌ হি তৌ॥ ৭৭॥

চ সম্মত্যা সুতং তৎপুত্রমাদায় গৃহীত্বা স্বগোত্রনামান্যুল্লিখ্যাত্মগোত্রনামধেয়ান্যুচ্চার্য্য গ্রহীতা স্বজনৈর্বান্ধবৈঃ সহ সংস্কুর্য্যাৎ॥ ৭৬॥

আদাত্রোর্মাতাপিত্রোর্ধনে পিণ্ডে চ দত্তকপুত্রস্য সদৃষ্টান্তমধিকারিত্বমাহ, ঔরসেঽপীত্যাদিনা। অপিশব্দঃ পিণ্ডেন যোজনীয়ঃ। পিত্রোর্ধনে পিণ্ডেঽপি যথৌরসে পুত্রেঽধিকারিতা বর্ত্ততে তদ্বদাদাত্রোরপি ধনে পিণ্ডে চ দত্তকেঽধিকারিতা স্যাৎ। দত্তকস্যাদাত্রোঃ পিণ্ডাদাবধিকারে হেতুং দর্শয়ন্নাহ যত ইত্যাদিনা। যতোঽস্য দত্তকস্য তাবাদাতারৌ হীতি নিশ্চিতৌ পিতরৌ স্যাতামতস্তদ্ধনপিণ্ডয়োস্তস্যাধিকারিতেত্যর্থঃ॥ ৭৭॥

দত্তক পুত্রের সমুদায় সংস্কার করিবে।[৭৬] ঔরস পুত্র যেমন পিতামাতার ধনাধিকারী এবং পিণ্ডাধিকারী হয় দত্তক পুত্রও, সেইরূপ দত্তকগ্রহীতার ধনাধিকারী ও পিণ্ডাধিকারী হইবে কারণ দত্তকগ্রহীতাই ঐ দত্তকের পিতা মাতা (৩৩৮)।[৭৭]

---

(৩৩৮)—এস্থলে দত্তকচন্দ্রিকামতে ব্যবস্থা এই যে, যদি দত্তকপুত্র গ্রহণের পর ঔরসপুত্র উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে সমুদায় সম্পত্তি চারি ভাগ করিয়া তিন ভাগ ঔরসপুত্র ও এক ভাগ দত্তকপুত্র প্রাপ্ত হইবে। পরন্তু যদি ঐ দত্তকপুত্র উৎকৃষ্ট গুণসম্পন্ন হয়, তাহা হইলে সমুদায় ধন তিন ভাগ করিয়া দুই ভাগ ঔরসপুত্র ও এক ভাগ দত্তকপুত্র পাইবে। কিন্তু শূদ্রজাতি দত্তকপুত্র গ্রহণ করিলে যদি ঔরসপুত্র উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে সমুদায় সম্পত্তি দুই ভাগ করিয়া এক ভাগ ঔরস পুত্র ও এক ভাগ দত্তকপুত্র গ্রহণ করিবে।

যদি অসমানজাতীয় ব্যক্তির পুত্র দত্তকরূপে পরিগৃহীত হয় অথবা যদি যথাবিধানে দত্তক গৃহীত না হয়, তাহা হইলে সেই পুত্র দত্তকগ্রহীতার বিষয় প্রাপ্ত হইবে না।

দত্তকদাতার গোত্রে দত্তকের অশৌচ ও পিণ্ডদান রহিত হইবে। দত্তকগ্রহীতার গোত্র দত্তকের অশৌচাদি হইবে।

যদি পাঁচ বৎসর অপেক্ষা অধিকবয়স্ক বালক দত্তকরূপে পরিগৃহীত হয় এবং দত্তকগ্রহীতা উপনয়নাদি দেন, তাহা হইলেও দত্তক সিদ্ধ হইবে।

ঔরসপুত্র থাকিতে দত্তকপুত্র গ্রহণ করিলে দত্তকপুত্র ধনভাগী হইবে না।

এইস্থলে প্রসঙ্গক্রমে শাস্ত্রানুসারে দত্তকপুত্র গ্রহণের ব্যবস্থাও লিখিত হইতেছে। এ বিষয়ে মনু বলিয়াছেন যে,—

অপুত্রেণ সুতঃ কার্য্যো যাদৃক্ তাদৃক্ প্রযত্নতঃ। পিণ্ডোদকক্রিয়াহেতোর্নামসংকীর্ত্তনায় চ ॥

অত্রিও বলিয়াছেন যে,—

অপুত্রেণৈব কর্ত্তব্যঃ পুত্রপ্রতিনিধিঃ সদা। পিণ্ডোদকক্রিয়াহেতোর্যস্মাৎ তস্মাৎ প্রযত্নতঃ ॥

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যে ব্যক্তির পুত্র নাই, সেই ব্যক্তিই পূর্ব্বপুরুষের পিণ্ড ও তর্পণের নিমিত্ত এবং নাম রক্ষার নিমিত্ত সর্ব্বপ্রযত্নে দত্তকপুত্র গ্রহণ করিবে।

যাহার পুত্র পৌত্র প্রপৌত্রের মধ্যে কোন ব্যক্তি জীবিত আছে, সে ব্যক্তি দত্তকপুত্র গ্রহণ করিতে পারিবে না।

স্বামীর নিষেধ না থাকিলে, স্ত্রীলোকেও স্বামীর অনুমতি আছে অনুমান করিয়া দত্তকপুত্র গ্রহণ করিতে পারে।

সর্ব্বাগ্রে ভ্রাতৃপুত্রকেই দত্তকপুত্র গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। ভ্রাতৃপুত্রের অভাবে সপিণ্ড, তদভাবে সকুল্য, তদভাবে সগোত্র, তদভাবে ভিন্নগোত্র সজাতীয় ব্যক্তিও দত্তকপুত্র হইতে পারে। এস্থলে শাকল বলিয়াছেন যে,—

সপিণ্ডাপত্যকঞ্চৈব সগোত্রজমথাপি বা। অপুত্রকো দ্বিজো যস্মাৎ পুত্রত্বে পরিকল্পয়েৎ ॥

সমানগোত্রজাভাবে পালয়েদন্যগোত্রজম্। দৌহিত্রং ভাগিনেয়ঞ্চ মাতৃষ্বসৃসুতং বিনা ॥

ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে, দ্বিজগণ দৌহিত্র ভাগিনেয় ও মাতৃষ্বস্রীয়কে দত্তকরূপে গ্রহণ করিতে পারিবে না। পরন্তু শূদ্রজাতি দৌহিত্র ও ভাগিনেয়কেও দত্তকরূপে গ্রহণ করিতে পারে।

বৃদ্ধ যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন যে,

সজাতীয়ঃ সুতো গ্রাহ্যঃ পিণ্ডদাতা স রিক্থভাক্। তদভাবে বিজাতীয়ো বংশমাত্রকরঃ স্মৃতঃ ॥

ইহার তৎপর্য্য এই যে, সজাতীয় ব্যক্তিকেই দত্তকরূপে গ্রহণ করিবে। তাদৃশ দত্তকপুত্রই পিণ্ডদাতা ও ধনভাগী হইবে। যদি সজাতীয় দত্তকপুত্র প্রাপ্ত হওয়া না যায়, তাহা হইলে বিজাতীয় ব্যক্তিকেও দত্তকরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। এই বিজাতীয় দত্তকপুত্র বংশকর মাত্র হইবে, পিণ্ডদাতা বা ধনাধিকারী হইতে পারিবে না।

যিনি দত্তকপুত্র দিবেন, তাঁহার সম্বন্ধে শৌনক বলিয়াছেন যে,—

আপঞ্চাব্দং শিশুং গৃহ্ন্ সবর্ণাৎ পরিপালয়েৎ।
পঞ্চবর্ষাধিকো বালো দত্তকো ন প্রশস্যতে ॥ ৭৮ ॥
ভ্রাতৃপুত্রোঽপি দত্তশ্চেৎ গ্রহীতৈব ভবেৎ পিতা।
উৎপাদকঃ পিতৃব্যঃ স্যাৎ সর্ব্বকর্ম্মসু কালিকে ॥ ৭৯ ॥

ননু কিয়দ্বয়সো বালো দত্তকঃ প্রশস্তোঽত আহ, আপঞ্চাব্দমিত্যাদিনা। সবর্ণাৎ সমানবর্ণাদাপঞ্চাব্দং পঞ্চাব্দপর্য্যন্তং শিশুং বালং গৃহ্ন্ ব্রাহ্মণাদিঃ পরিপালয়েদ্রক্ষেৎ। পঞ্চ অব্দা বর্ষাণি যস্য স পঞ্চাব্দস্তস্মাদা ইত্যাপঞ্চাব্দম্। আঙ্মর্য্যাদাভিবিধ্যোরিত্যব্যয়ীভাবঃ। পঞ্চবর্ষাধিকো যো বালঃ অসৌ দত্তকো ন প্রশস্যতে ॥৭৮॥

দত্তস্য ভ্রাতুস্পুত্রস্যাপ্যাদাতা তৎপিতৃব্য এব পিতা স্যাত্তজ্জনকস্তু তৎপিতৃব্যঃ স্যাদিত্যাহ, ভ্রাতৃপুত্রোঽপীত্যাদিনা। হে কালিকে চেদ্যদি ভ্রাতৃপুত্রোঽপি

সবর্ণ হইতে পঞ্চমবর্ষবয়স্ক অথবা তাহা হইতেও অল্পবয়স্ক বালককে দত্তক গ্রহণ করিয়া প্রতিপালন করিবে। দত্তক গ্রহণবিষয়ে পঞ্চম বৎসর অপেক্ষা অধিকবয়স্ক বালক প্রশস্ত নহে।[৭৮] কালিকে। যদি ভ্রাতৃপুত্রও দত্তক হয়, তাহা হইলেও দত্তক গ্রহীতাই ঐ দত্তক পুত্রের পিতা হইবে এবং তাহার জনক, সমুদায় কার্য্যেই পিতৃব্য স্বরূপ হইবে।[৭৯]

"নৈকপুত্রেণ কর্ত্তব্যং পুত্রদানং কদাচন। বহুপুত্রেণ কর্ত্তব্যং পুত্রদানং প্রযত্নতঃ ॥"

যাহার এক পুত্র আছে, সে ব্যক্তি কোন ক্রমেই পুত্র দান করিতে পারিবে না। যাহার বহুপুত্র আছে, সেই ব্যক্তিই পুত্র দান করিতে পারে। ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে, যাহার দুইটি পুত্র আছে, সে ব্যক্তিও এক পুত্র দান করিতে পারে না। কারণ অবশিষ্ট এক পুত্রনাশে বংশলোপের সম্ভাবনা।

অর্থ লইয়া পুত্র দান করিলে তাহাকে দত্তকপুত্র বলা যায় না, তাহাকে ক্রীতপুত্র বলা যায়।

"দত্তৌরসেতরেষাস্তু পুত্রত্বে ন পরিগ্রহঃ।"

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, কলিতে ঔরসপুত্র ও দত্তকপুত্র ভিন্ন ক্রীতপুত্র বা বা অন্যবিধ পুত্র সিদ্ধ হইবে না।—

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, যথাবিধানে পরিগৃহীত না হইলে দত্তকপুত্র সিদ্ধ হয় না। অতএব, দত্তকপুত্র গ্রহণের বিধান কি, তদ্বিষয়ে বৃদ্ধ গৌতম ও বশিষ্ঠ যেরূপ নিরূপণ করিয়াছেন, এস্থলে তন্মর্ম্ম লিখিত হইতেছে। যথা—

যো যস্য ধনহর্ত্তা স্যাৎ স তদ্ধর্ম্মাণি পালয়েৎ।
সংরক্ষেন্নিয়মাংস্তস্য তদ্বন্ধূন্ পরিতোষয়েৎ ॥ ৮০ ॥
কানীনা গোলকাঃ কুণ্ডাঃ অতিপাতকিনশ্চ যে।
নাশৌচং মরণে তেষাং নৈব দায়াধিকারিতা ॥ ৮১ ॥
লিঙ্গচ্ছেদো দমো যেষাং যাসাং নাসানিকৃন্তনম্।
মহাপাতকিনাঞ্চাপি মৃতৌ নাশৌচমাচরেৎ ॥ ৮২ ॥

দত্তো ভবেত্তদা সর্ব্বেষু কর্ম্মসু গ্রহীতৈব, তস্য পিতা ভবেৎ উৎপাদকো জনকস্তু তস্য পিতৃব্যঃ স্যাৎ ॥৭৯॥

ধনহারিণা পুরুষেণ ধনস্বামিনো ধর্ম্মা নিয়মাশ্চ সংরক্ষণীয়াস্তদ্বান্ধবাশ্চ সন্তোষণীয়া ইত্যাহ, য ইত্যাদিনা। যঃ পুমান্ যস্য পুংসো ধনহর্ত্তা স তস্য ধর্ম্মাণি পালয়েৎ তস্য নিয়মাংশ্চ সংরক্ষেৎ তস্য বন্ধূনপি পরিতোষয়েৎ ॥৮০॥

কানীনগোলকাদীনাং দায়াধিকারিত্বং তেষাং মরণেঽশৌচং চ নেত্যাহ, কানীনা ইত্যাদিনা। যে কানীনাঃ পিতুর্বেশ্মন্যপ্রকাশং কন্যয়োৎপাদিতাঃ যে চ গোলকা মৃতে ভর্ত্তরি জারাজ্জাতাঃ যে চ কুণ্ডা জীবত্যেব পত্যৌ জারজাঃ যে চোক্তলক্ষণা অতিপাতকিনস্তেষাং মরণেঽশৌচং ন স্যাৎ তেষাং দায়াধিকারিতা চ নৈব স্যাৎ। অমৃতে জারজঃ কুণ্ডো মৃতে ভর্ত্তরি গোলকঃ ইত্যমরঃ ॥৮১॥

নাসাকর্ত্তনদণ্ডকাপরাধকর্ত্রীণাং স্ত্রীণাং লিঙ্গচ্ছেদনদণ্ডকাপরাধকারিণাং মহাপাতকিনাঞ্চ পুংসামপি মৃতাবশৌচং নাচরণীয়মিত্যাহ, লিঙ্গচ্ছেদ ইত্যাদিনা।

যে ব্যক্তি যাহার ধনাধিকারী হইবে, সেই ব্যক্তিই ধনস্বামীর ধর্ম্ম পরিপালন ও নিয়ম রক্ষা করিবে এবং সর্ব্বতোভাবে ধনস্বামীর বন্ধুদিগকে পরিতুষ্ট করিবে।৮০ যে সকল পুত্র কানীন গোলক কুণ্ড (৩৩৯) ও অতিপাতকী, তাহাদের মরণে অশৌচ হইবে না, এবং তাহারা ধনাধিকারীও হইতে পারিবে না।৮১

যে সকল পুরুষের লিঙ্গচ্ছেদরূপ দণ্ড হইয়াছে, অথবা যে সকল নারীর রাজদণ্ড দ্বারা নাসিকাচ্ছেদন হইয়াছে, অথবা যাহারা ব্রহ্মহত্যা প্রভৃতি দ্বারা মহাপাতকী, তাহাদের মৃত্যু হইলে অশৌচ গ্রহণ করিবে না।৮২

দত্তকপুত্র গ্রহণ করিবার সময় বন্ধুগণকে আহ্বান করিয়া রাজাকে জানাইয়া গৃহমধ্যে ব্যাহৃতিহোম করিবে। পরে বস্ত্রালঙ্কার প্রদান পূর্ব্বক ধার্ম্মিক আচার্যাকে বরণ করিবে। এইরূপে অগ্ন্যাধান প্রভৃতি সমুদায় হোমকর্ম্ম সমাপন পূর্ব্বক পুত্রদাতার সমীপবর্ত্তী হইয়া গ্রহীতা প্রার্থনা করিবে যে, আমাকে একটি পুত্র দাও।

নৃণামুদ্দেশহীনানাং পবিবারান্ ধনান্যপি।
পালযেদ্রক্ষয়েদ্রাজা যাবদ্দ্বাদশবৎসরম্ ॥ ৮৩ ॥
দ্বাদশাব্দে গতে তেষাং দর্ভদেহান্ বিদাহযেৎ।
ত্রিরাত্রান্তে তৎসুতাদ্যৈঃ প্রেতত্বং পবিমোচযেৎ ॥ ৮৪ ॥
ততস্তৎপরিবাবেভ্যঃ পুত্রাদিক্রমতো ধনম্।
বিভজ্য নৃপতির্দদ্যাদ্ অন্যথা পাতকী ভবেৎ ॥ ৮৫ ॥

যেষাং পুরুষাণাং লিঙ্গচ্ছেদঃ শিশ্নকর্ত্তনং দমো দণ্ডো বিহিতস্তেষাং যাসাং নাসানিকৃন্তনং নাসিকাকর্ত্তনং দণ্ডস্তাসাং স্ত্রীণাং, মহাপাতকিনাং ব্রহ্মঘাতকাদীনাঞ্চাপি মৃতৌ মবণেঽশৌচং নাচবেন্ন কুর্য্যাৎ ॥ ৮২ ॥

অনুদ্দিষ্টানাং মনুষ্যাণাং পরিবাবা ধনানি চ দ্বাদশবর্ষপর্য্যন্তং বাজ্ঞা বক্ষিতব্যানীত্যাহ, নৃণামিত্যাদিনা। উদ্দেশহীনানামনুদ্দিষ্টানাং নৃণাং মনুষ্যাণাং পবিবাবান্ যাবদ্দ্বাদশবৎসবং দ্বাদশবর্ষপর্য্যন্তং বাজা পালযেৎ তেষাং ধনান্যপি স এব বক্ষযেৎ ॥ ৮৩ ॥

দ্বাদশবর্ষাদূর্দ্ধমনুদ্দিষ্টানাং পুংসাং কুশমযানি শবীবাণি বাজ্ঞা তৎপুত্রাদিভির্দাহযিতব্যানি ত্রিবাত্রান্তে তেষাং প্রেতত্বঞ্চ মোচযিতব্যমিত্যাহ, দ্বাদশাব্দ ইত্যাদিনা। দ্বাদশাব্দে দ্বাদশবর্ষে গতে যাতে সতি তেষামুদ্দেশহীনানাং নৃণাং দর্ভদেহান্ কুশমযশবীবাণি বাজা তৎসুতাদ্যৈবনুদ্দিষ্টানাং পুত্রাদিভির্বিদাহযেৎ ত্রিবাত্রান্তে তেষাং প্রেতত্বঞ্চ তৈবেব পবিমোচযেৎ ॥ ৮৪ ॥

তত ইত্যাদি। ততঃ পবমুদ্দেশবহিতজনস্বামিকং দ্রব্যং বিভজ্য পুত্রাদিক্রমতস্তৎপবিবাবেভ্যো নৃপতির্দদ্যাৎ। নন্বেবমকুর্ব্বতো নবপতেঃ কো দোষোঽত আহ অন্যথেতি। অন্যথা এতদকুর্ব্বন্ পতিঃ পাতকী ভবেৎ ॥ ৮৫ ॥

যে সকল ব্যক্তি নিরুদ্দেশ হইযাছে, বাজা দ্বাদশ বৎসব পর্য্যন্ত তাহাদেব পবিবাব প্রতিপালন ও ধন বক্ষা কবিবেন।[৮৩] এবং দ্বাদশ বৎসব অতীত হইলে ঐ অনুদ্দিষ্ট ব্যক্তিব পুত্র প্রভৃতি দ্বাবা তাহাব কুশনির্ম্মিত দেহেব দাহ কবাইবেন। পবে তৎপুত্র প্রভৃতি দ্বাবা ত্রিবাত্র অশৌচ গ্রহণ কবিযা শ্রাদ্ধাদি দ্বাবা তাহাব প্রেতত্ব মোচন কবাইবেন।[৮৪] অনন্তব বাজা সেই অনুদ্দিষ্ট ব্যক্তিব ধন পুত্রাদিক্রমে যথাযথ বিভাগ কবিযা তাহার পবিবাববর্গকে প্রদান কবিবেন। বাজা এরূপ না কবিলে তাঁহাকে পাপ স্পর্শ কবিবে।[৮৫]

পবে বস্ত্রপূরক দাতা 'যজ্ঞেন' ইত্যাদি পঞ্চ মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক পুত্র প্রদান কবিবে।

ন কোঽপি বক্ষিতা যস্থ দীনস্থাপদগতস্থ চ।
তস্থৈব নৃপতিঃ পাতা যতো ভূপঃ প্রজাপ্রভুঃ॥ ৮৬॥
যত্থাগচ্ছেদনুদ্দিষ্টো বিভাগান্তেঽপি কালিকে।
তস্থৈব দাবাঃ পুত্রাশ্চ ধনং তস্থৈব নান্থথা॥ ৮৭॥
ন সমর্থঃ পুমান্ দাতুং পৈতৃকং স্থাবরঞ্চ যৎ।
স্বজনায়াথবান্থস্মৈ দায়াদানুমতিং বিনা॥ ৮৮॥

বিপত্তিং প্রাপ্তোঽনন্যবক্ষকো মর্ত্ত্যো বাজ্ঞৈব পালনীয় ইত্যাহ, ন কোঽপীত্যাদিনা। আপদগতস্য বিপত্তিং প্রাপ্তস্য দীনস্য দবিদ্রস্য যস্য পুংসঃ কোঽপি বক্ষিতা ন বিদ্যতে তস্য নৃপতিবেব পাতা বক্ষকঃ স্যাৎ। যতো ভূপ এব প্রজানাং প্রভুঃ স্বামী ভবেৎ। নিস্বস্তু দুর্বিধো দীনো দবিদ্রো দুর্গতোঽপি স ইত্যমবঃ॥ ৮৬॥

দ্রব্যবিভাগান্তেঽপ্যাগতস্যানুদ্দিষ্টস্যৈব পত্ন্যাদযো ভবেযুবিত্যাহ, যদীত্যাদিনা। হে কালিকে বিভাগান্তেঽপ্যনুদ্দিষ্টো জনো যদ্যাগচ্ছেৎ তদা তস্যৈব দাবা ভার্য্যা পুত্রাশ্চ তস্যৈব ধনমপি তস্যৈব এতৎ সর্ব্বমন্যথা ন ভবেৎ॥৮৭॥

অংশিকানামননুমতৌ পিতৃস্বামিকস্থাববদ্রব্যং কস্মৈচিদপি দাতুং ন কোঽপি শক্নুযাদিত্যাহ, ন সমর্থ ইত্যাদিনা। স্থাববঞ্চেত্যত্রাবধাবণার্থকশ্চশব্দঃ পৈতৃকস্থাববাভ্যাং দ্বাভ্যামপি সম্বধ্যতে। তদাযমর্থঃ। দায়াদানুমতিং বিনা অংশিকানামনুমতেবভাবে পৈতৃকমেব স্থাববমেব যৎ দ্রব্যং তৎ স্বজনাযান্যস্মৈ বা দাতুং পুমান্ সমর্থঃ শক্তো ন ভবেৎ। অন্বাচযসমাহাবেতবেতবসমুচ্চযে বিনিযোগে তুল্যযোগিতাবধাবণহেতুষু পাদস্য পূবণেঽপ্যুক্তং নবস্বর্থেষু চাব্যযম্॥ ৮৮॥

যে ব্যক্তিব বক্ষক নাই, অথবা যে ব্যক্তি দীন ও বিপদ্গ্রস্ত, তাহাকে বাজাই বক্ষা কবিবেন, কাবণ বাজাই প্রজাগণেব স্বামী।[৮৬]

কালিকে। যদি অনুদ্দিষ্ট দ্বাদশ বৎসব অতীত হইলে ধন-বিভাগেব পবেও আগমন কবে, তাহা হইলেও সে তাহাব স্ত্রী, পুত্র ও ধন, সমুদাযই প্রাপ্ত হইবে, ইহাব অন্যথা হইবে না।[৮৭]

উত্তবাধিকাবিগণেব সম্মতি ব্যতিবেকে পুরুষজাতিও পৈতৃক স্থাবব ধন স্বজনকে বা অন্য কোন ব্যক্তিকে দান কবিতে পারিবে না।[৮৮] পবন্তু স্বোপার্জ্জিত

পুত্রগ্রহীতাও 'দেবস্বস্ব' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক, দত্তকপুত্রকে হস্তদ্বযে গ্রহণ কবিবে। পবে 'অঙ্গাদঙ্গ' ইত্যাদি ঋক্ বালকেব মস্তকে জপ কবিযা তাহাকে

যত্তু স্বোপার্জ্জিতং রিক্থং স্থাবরং স্থাবরেতরম্।
অস্থাবরং পৈতৃকং চ স্বেচ্ছয়া দাতুমর্হতি ॥ ৮৯ ॥
স্থিতে পুত্রেঽথবা পত্ন্যাং কন্যায়াং তৎসুতেঽপি বা।
জনকে চ জনন্যাং বা ভ্রাতর্য্যেবং স্বসর্য্যপি ॥ ৯০ ॥
স্বার্জ্জিতং স্থাবরধনম্ অস্থাবরধনঞ্চ যৎ।
অস্থাবরং পৈতৃকঞ্চ দাতুং সর্ব্বং ক্ষমো ভবেৎ ॥ ৯১ ॥

পৈতৃকং স্থাবরঞ্চ যদিত্যনেন স্বোপার্জ্জিতস্থাবরাদ্যখিলদ্রব্যস্য লব্ধস্য পৈতৃকস্য চ জঙ্গমদ্রব্যস্য স্বচ্ছন্দং দানং কুর্য্যাদিতি সূচিতং। তদেব পুনর্বিস্পষ্টয়িতুমাহ যত্ত্বিত্যাদিনা। যত্তু স্বোপার্জ্জিতং স্থাবরং স্থাবরেতরং জঙ্গমং চ রিক্থং ধনং যচ্চ লব্ধং পৈতৃকং পিতৃসম্বন্ধ্যস্থাবরং জঙ্গমং ধনং তত্তু স্বেচ্ছয়া দাতুমর্হতি ॥ ৮৯ ॥

অতিসন্নিকৃষ্টতরপুত্রাদ্যননুমত্যাবপ্যাত্মোপার্জ্জিত স্থাবরাদিসকলদ্রব্যং পৈতৃকঞ্চাস্থাবরধনং দাতুং পুমান্ সমর্থো ভবেদিত্যাহ, স্থিত ইত্যাদিনা ক্ষমো ভবেদিত্যন্তেন শ্লোকদ্বয়েন। পুত্রে আত্মজেঽপি স্থিতে সতি পত্ন্যাং ভার্য্যায়ামথবা কন্যায়াং দুহিতরি স্থিতায়াং তৎসুতে কন্যাপুত্রে বা জনকে পিতরি বা স্থিতে জনন্যাং মাতরি স্থিতায়ামেব ভ্রাতরি সোদরে স্থিতে স্বসর্য্যপি ভগিন্যামপি স্থিতায়াং স্বার্জ্জিতমাত্মোপার্জ্জিতং যৎ স্থাবরং ধনং যচ্চাস্থাবরধনং জঙ্গমদ্রব্যং যচ্চ পৈতৃকমপ্যস্থাবরং ধনং তৎ সর্ব্বং দাতুং পুমান্ ক্ষমঃ সমর্থো ভবেৎ ॥ ৯০ ॥ ৯১ ॥

স্থাবর বা অস্থাবর ধন এবং পৈতৃক অস্থাবর সম্পত্তি স্বেচ্ছাক্রমে দানাদি করিতে পারিবে।[৮৯] যদি পুত্র অথবা পত্নী বিদ্যমান থাকে, কিংবা কন্যা, দৌহিত্র, জনক, জননী, ভ্রাতা বা ভগিনী জীবিত থাকে,[৯০] তাহা হইলেও স্বোপার্জ্জিত স্থাবর ও অস্থাবর ধন এবং পৈতৃক অস্থাবর ধন সমুদায় স্বেচ্ছানুসারে দান করিতে পারিবে (৩৪০)।[৯১]

বস্ত্রালঙ্কার প্রভৃতি দ্বারা বিভূষিত করিবে। অনন্তর নৃত্য গীত ও বাদ্যসহকারে বালককে গৃহমধ্যে লইয়া গিয়া চরুপাক ও চরুহোম করিতে হইবে। পরে দক্ষিণা দান পূর্ব্বক ক্রিয়াশেষ করিবে।

(৩৩৯)—অবিবাহিত কন্যার গর্ভে যে পুত্রের জন্ম হয়, তাহার নাম কানীন পুত্র; বিধবার গর্ভে উপপতি হইতে যে পুত্রের জন্ম হয়, তাহার নাম গোলক, এবং

ধনমেবং বিধানেন দত্তং বা ধর্ম্মসাৎকৃতম্।
পুংসা তদন্যথা কর্ত্তুং পুত্রাদ্যৈর্নৈব শক্যতে ॥ ৯২ ॥
ধর্ম্মার্থং স্থাপিতং রিক্থং দাতা রক্ষিতুমর্হতি।
ন প্রভুঃ পুনরাদাতুং ধর্ম্মো হ্যস্য যতঃ প্রভুঃ ॥৯৩॥
মূলং বা তদুপস্বত্বং যথাসঙ্কল্পমম্বিকে।
স্বয়ং বা তৎপ্রতিনিধিঃ ধর্ম্মার্থং বিনিযোজয়েৎ ॥৯৪॥

শঙ্করোক্তেন বিধানেন পুরুষেণ দত্তং ধর্ম্মার্থং স্থাপিতং চ দ্রব্যং তৎপুত্রাদিভির্নৈবান্যথা কর্ত্তুং শক্যমিত্যাহ, ধনমিত্যাদিনা। পুংসা পুরুষেণৈবংবিধানেন শিবোক্তেনৈতাদৃশেন বিধিনা যৎ ধনং দত্তং যদ্বা ধর্ম্মসাৎকৃতং ধর্ম্মাধীনং কৃতং ধর্ম্মার্থং স্থাপিতমিতি যাবৎ। তৎ ধনং পুত্রাদ্যৈরন্যথা কর্ত্তুং নৈব শক্যতে ॥ ৯২ ॥

ধর্ম্মার্থস্থাপিতদ্রব্যস্য ধর্ম্মস্বামিকত্বাদ্দাতুঃ পুনর্রগ্রাহ্যত্বং তদ্রক্ষ্যত্বঞ্চাহ, ধর্ম্মার্থমিত্যাদিনা। ধর্ম্মার্থং স্থাপিতং যদ্রিক্থং ধনং তদ্রক্ষিতুং দাতাহর্হতি। তৎ ধনং পুনরাদাতুং গ্রহীতুং দাতা ন প্রভুরধিপঃ। যতোহস্য ধনস্য হীতি নিশ্চিতো ধর্ম্মঃ প্রভুঃ স্বামী ॥ ৯৩ ॥

মূলধনং তদুপস্বত্বং বা আত্মনাত্মপ্রতিনিধিনা বা যথাসঙ্কল্পং ধর্ম্মার্থং বিনিযোজয়িতব্যমিত্যাহ, মূলমিত্যাদিনা। হে অম্বিকে যথাসঙ্কল্পং সঙ্কল্পমনতিক্রম্য মূলং বা ধনং তদুপস্বত্বং বা স্বয়মাত্মৈব বা তৎপ্রতিনিধিরাত্মনঃ প্রতিনিধির্বা ধর্ম্মার্থং বিনিযোজয়েৎ। মুখ্যস্যাভাবে তৎসদৃশো য উপাদীয়তে স প্রতিনিধিঃ ॥ ৯৪ ॥

এবংবিধ ধন যদি পুরুষ কর্ত্তৃক এই প্রকারে অর্থাৎ উত্তরাধিকারীর সম্মতি ব্যতিরেকে দত্ত বা ধর্ম্মকর্ম্মে বিনিযোজিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে তদীয় পুত্র পৌত্র প্রভৃতি কেহই আর তাহার অন্যথা করিতে পারিবে না।[৯২] আর যে ধন ধর্ম্মার্থে বিনিযোজিত হইয়াছে, ধনদাতাই তাহার রক্ষণাবেক্ষণ করিবে, পরন্তু সে তাহা পুনর্ব্বার গ্রহণ করিতে পারিবে না, কারণ তৎকালে ধর্ম্মই সেই ধনের অধিকারী।[৯৩]

অম্বিকে। ধর্ম্মকর্ম্ম সম্পাদনের নিমিত্ত মূলধন বা মূলধনের উপস্বত্ব যাহা যেরূপ ব্যয় করিবার নিমিত্ত পূর্ব্বে সঙ্কল্প করা হইয়াছে, ধনস্বামী স্বয়ং বা তৎপ্রতিনিধি সেই ধন সেইরূপেই ব্যয় করিবে, কোনরূপে তাহার অন্যথাচরণ করিতে পারিবে না।[৯৪]

ভর্ত্তা বিদ্যমান থাকিতে যে সন্তান জার দ্বারা গুপ্তভাবে উৎপাদিত হয়, তাহার নাম কুণ্ড।

স্বোপার্জ্জিতধনস্যার্দ্ধং দায়াদায়াপি চেদ্‌ধনী।
দদ্যাৎ স্নেহেন তচ্চান্যো নান্যথা কর্ত্তুমর্হতি।৯৫॥
যদি স্বোপার্জ্জিতস্যার্দ্ধম্ একস্মৈ ধনহারিণাম্।
দদাত্যন্যৈশ্চ দাযাদৈঃ প্রতিরোদ্ধুং ন শক্যতে॥৯৬॥
একেন পিতৃবিত্তেন যত্র বিত্তমুপার্জ্জিতম্।
পিত্র্যে সমাংশা দাযাদা ন লাভার্হা বিনার্জ্জকম্॥৯৭॥

ননূপার্জ্জকজনেন প্রেমতো দাযহারিণেঽপি দত্তং স্বোপার্জ্জিতদ্রব্যস্যার্দ্ধমন্যঃ পুমাননন্যথা কর্ত্তুমর্হতি ন বেত্যত আহ, স্বোপার্জ্জিতধনস্যেত্যাদিনা। ধনী পুমান্ চেদ্‌যদি স্নেহেন প্রেম্না স্বোপার্জ্জিতধনস্যার্দ্ধং দাযাদাযাপি ধনহারিণেঽপি দদ্যাৎ তদান্যো জনস্তৎস্নেহদত্তং স্বোপার্জ্জিতধনার্দ্ধমন্যথা কর্ত্তুং নার্হতি ন যোগ্যো ভবতি। ইতোঽনন্তরং বক্ষ্যমাণস্য বচনস্য বহ্বংশিবিষযত্বাৎ দ্ব্যংশিবিষযকমিদং বচনম্ ॥৯৫॥

ননু বহূনাং দাযাদানামেকস্মৈ দীযমানং স্বোপার্জ্জিতধনস্যার্দ্ধমন্যে দাযাদা প্রতিরোদ্ধুং শক্নুবন্তি ন বেত্যত আহ, যদীত্যাদিনা। যদ্যর্জ্জকো ধনহারিণাং দাযাদানাং মধ্যে একস্মৈ ধনহারিণে স্বোপার্জ্জিতস্য দ্রব্যস্যার্দ্ধং দদাতি তদান্যৈর্দাযাদৈঃ প্রতিরোদ্ধুং বারযিতুং ন শক্যতে ॥ ৯৬ ॥

ননু পৈতৃকদ্রবিণেনোপার্জ্জিতে বিত্তে সর্ব্বে দাযাদা ভাগার্হা ভবেযুর্ন বেত্যাশঙ্কাযামাহ, একেনেত্যাদিনা। যত্র যেষু দাযাদেষু মধ্যে যেনৈকেন দাযাদেন যেন পিত্র্যবিত্তেন পৈতৃকেন ধনেন বিত্তং ধনমুপার্জ্জিতং তে সর্ব্বে দাযাদাস্তস্মিন্ পিত্র্যে পৈতৃকে বিত্তে সমাংশাঃ সমভাগিনঃ স্যুঃ তমর্জ্জকং বিনা লাভার্হাস্তু ন স্যুঃ কিন্ত্বর্জ্জক এবৈকো লাভার্হ ইত্যর্থঃ ॥ ৯৭ ॥

ধনস্বামী পুরুষ যদি স্নেহ বশতঃ কোন উত্তরাধিকারীকে স্বোপার্জ্জিত ধনের অর্দ্ধাংশও প্রদান করে, তাহা হইলে অপর কেহ তাহার অন্যথা করিতে পারিবে না।[৯৫] আর যদি কেহ উত্তরাধিকারিগণের মধ্যে এক ব্যক্তিকেই স্বোপার্জ্জিত ধনের অর্দ্ধাংশ প্রদান করে, তাহা হইলেও অন্য উত্তরাধিকারীরা তাহার প্রতিবন্ধকতাচরণ করিতে পারিবে না।[৯৬]

যদি বহু ভ্রাতার মধ্যে এক ভ্রাতা পৈতৃক ধন দ্বারা ধন উপার্জ্জন করে, তাহা হইলে ঐ পৈতৃক ধনেই সকল ভ্রাতার যথাযোগ্য অংশ থাকিবে, উপার্জ্জিত ধন উপার্জ্জক ব্যতীত অপর কেহ প্রাপ্ত হইবে না।[৯৭]

---

(৩৪০)—ফল কথা, পৈতৃক বা মাতামহ প্রভৃতি হইতে উত্তরাধিকারিত্বক্রমে

পৈতৃকাণি চ বিত্তানি নষ্টেঽপ্যুদ্ধারয়েত্তু যঃ।
দায়াদানাং তদ্ধনেভ্য উদ্ধর্ত্তা দ্ব্যংশমর্হতি॥ ৯৮॥

বিনষ্টানি পৈতৃকানি দ্রব্যাণ্যুদ্ধরতো জনস্য তত্র ভাগদ্বয়হারিত্বমনোষান্তু সম-ভাগিত্বমিত্যাহ, পৈতৃকাণীত্যাদিনা। দায়াদানাং মধ্যে যস্তু দায়াদো নষ্টেঽপি-নাশেঽপি সতি পৈতৃকাণি বিত্তান্যুদ্ধারয়েৎ স উদ্ধর্ত্তা তদ্ধনেভ্যো দ্ব্যংশং ভাগ-দ্বয়মর্হতি অন্যে তু সমমংশং লভন্ত ইত্যর্থঃ॥ ৯৮॥

যদি পৈতৃক নষ্ট দ্রব্য এক ভ্রাতা উদ্ধার করে, তাহা হইলে সেই ধনে উদ্ধার-কর্ত্তা দুই অংশ গ্রহণ করিবে, আর সকল ভ্রাতা এক এক অংশ প্রাপ্ত হইবে (৩৪১)।৯৮

প্রাপ্ত স্থাবর ব্যতীত অন্য যে কোন সম্পত্তির উপর এবং স্বোপার্জ্জিত স্থাবর অস্থাবর সকল প্রকার সম্পত্তির উপর পুরুষের দানবিক্রয়াদি করিবার সম্পূর্ণ ক্ষমতা আছে। তাহাতে পুত্র প্রভৃতি উত্তরাধিকারিগণের কোনরূপ সম্মতির আবশ্যক নাই।

(৩৪১)—অস্মদ্দেশ-প্রচলিত দায়ভাগের মতানুসারে যাহারা ধনাধিকারী হইতে পারে না, সাধারণের অবগতির নিমিত্ত তাহারও স্থূল বিবরণ এস্থলে লিখিত হইতেছে। যথা ঃ—

পতিত ও পতিতের সন্তানগণ ধনাধিকারী হইতে পারে না। ক্লীব, জন্মান্ধ, জন্মবধির, উন্মত্ত, জড়, মুক, পঙ্গু, পিতৃদ্বেষী, নির্বিন্দ্রিয় (ধ্বজভঙ্গ), উপপাতকগ্রস্ত এবং অচিকিৎস্যরোগার্ত্ত, ইহারাও ধনাধিকারী হইতে পারে না। পরন্তু যদি ইহাদের পুত্রেরা নির্দ্দোষ হয়, তাহা হইলে তাহারা ধনভাগী হইবে। আর ক্লীব প্রভৃতির নিঃসন্তান ভার্য্যা যদি সচ্চরিত্রা হয়, তাহা হইলে তাহাকে সম্পত্তি হইতে ভরণপোষণ করিতে হইবে। ইহাদের কন্যা সন্তানের যে পর্য্যন্ত বিবাহ না হয়, সে পর্য্যন্ত তাহাদিগকেও ভরণপোষণ করা বিধেয়।

এক্ষণে কোন্ ধন বিভাজ্য, কোন্ ধন অবিভাজ্য, দায়ভাগাদিমতে তাহাও নিরূপিত হইতেছে। যথা,—

পৈতামহ ধন, পিতা কর্ত্তৃক উপার্জ্জিত ধন, এবং সাধারণ ধনের উপঘাত দ্বারা উপার্জ্জিত ধন, এই ত্রিবিধ ধনই বিভাজ্য, পরন্তু উক্ত উপার্জ্জিত ধনে উপার্জ্জকের দুই অংশ এবং অন্যের এক এক অংশ।

সাধারণ ধনের অনুপঘাতে শৌর্য্যপ্রাপ্ত ধন, সাধারণ ধনের অনুপঘাতে বিদ্যা দ্বারা উপার্জ্জিত ধন, পিতা পিতৃব্য প্রভৃতি প্রসন্ন হইয়া যাহা দান করিয়াছেন

তাদৃশ ধন, ভার্য্যাপ্রাপ্তিকালে অর্থাৎ বিবাহের সময় লব্ধ ধন, মিত্রতা-লব্ধ ধন, পৌরোহিত্য কার্য্য দ্বারা লব্ধ ধন, এতৎসমুদায় অবিভাজ্য, অর্থাৎ কাহাকেও ঈদৃশ ধনের অংশ দিতে হইবে না। ইহার মধ্যে বিদ্যালব্ধ ধন বিষয়ে বিশেষ এই যে, সমবিদ্য ও অধিকবিদ্যকে তাহার বিভাগ দিতে হইবে। আর যদি এক ভ্রাতা বিদ্যাভ্যাস করিতেছে, সেই সময় যদি অপর ভ্রাতা স্বধন ব্যয় ও শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা তাঁহার পরিবার প্রতিপালন করে, তাহা হইলে সে মূর্খ হইলেও তাহাকে বিদ্যালব্ধ ধনের ভাগ দিতে হইবে। এবং আপনার স্বকুল অর্থাৎ পিতা মাতা পিতৃব্য প্রভৃতি হইতে লব্ধ বিদ্যাবিশেষ দ্বারা অর্জ্জিত ধনের অংশ সকল ভ্রাতাকেই দিতে হইবে।

বিদ্যাধন কি তাহা সম্প্রতি নিরূপিত হইতেছে। যথা,—

'যদি আপনি উত্তম বক্তৃতা করিতে পারেন বা উত্তম প্রবন্ধ লিখিতে পারেন, তাহা হইলে আপনাকে এত ধন দিব,' এইরূপ পণে উত্তম বক্তৃতাদি দ্বারা যাহা লাভ করা যায়, তাহা বিদ্যাধন। এবং অধ্যাপিত শিষ্য দ্বারা লব্ধ ধন; ঋত্বিক্-কর্ম্ম-করণ দ্বারা যজমানাদি হইতে লব্ধ ধন, কোন ব্যক্তি কোন প্রশ্ন করিলে তাহার সমীচীন উত্তর দিয়া যে পারিতোষিক প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাদৃশ ধন, কোন শাস্ত্রে কাহারো সংশয় অপনয়ন করিয়া অঙ্গীকৃত পারি-তোষিক দ্বারা প্রাপ্ত ধন, মধ্যস্থতা-লব্ধ ধন, শাস্ত্রে বৈচক্ষণ্য দেখাইয়া প্রতিগ্রহাদি দ্বারা লব্ধ ধন, বিচারে বাদিপরাজয় পূর্ব্বক লব্ধ ধন, 'যে ব্যক্তি উত্তম বেদপাঠাদি করিতে পারিবে, সে ব্যক্তি এই পারিতোষিক প্রাপ্ত হইবে,' এই পণে উপার্জ্জিত ধন, চিত্রকর স্বর্ণকার প্রভৃতি কর্ত্তৃক নির্যামিত প্রাপ্য অপেক্ষা অধিক পরিমাণে প্রাপ্ত ধন, দ্যূতক্রীড়াদি দ্বারা অন্যকে পরাজয় করিয়া লব্ধ ধন; এই সমুদায় ধনও বিদ্যাধন-পদবাচ্য। এই সমুদায় বিদ্যাধনের অংশ অন্য কেহ পাইতে পারে না।

যদি একজন অংশী অন্যান্য অংশীর অনুমতি লইয়া তাহাদের সাহায্য নিরপেক্ষ হইয়া সাধারণ ধনের উপঘাত ব্যতিরেকে অন্য কর্ত্তৃক হৃত পৈতৃক কোনও সম্পত্তি (ভূসম্পত্তি ভিন্ন অন্য কোন সম্পত্তি) উদ্ধার করে, তাহা হইলে সেই ধন উদ্ধার-কর্ত্তারই হইবে, অন্য কেহ তাহার অংশ পাইবে না। পরন্তু যদি কেহ এইরূপ পৈতৃক ভূসম্পত্তি উদ্ধার করে, তাহা হইলে উদ্ধারকর্ত্তা তাহার চতুর্থাংশ অগ্রে লইয়া অবশিষ্ট ভূমি সকলের সহিত যথাযথ বিভাগ করিবে। ফলতঃ, ভ্রাতৃগণ বিভক্তই হউক বা অবিভক্তই হউক, সাধারণ ধনের উপঘাত ব্যতিরেকে এবং অন্যের শারীরিক পরিশ্রম ব্যতিরেকে যে যাহা উপার্জ্জন করিবে, তাহা

তাহারই হইবে, অন্যে তাহার অংশ পাইবে না। বিদ্যাধন বিষয়ে যাহা বিশেষ আছে, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

অঙ্গে ধৃত বা ব্যবহার্য্য বস্ত্র অলঙ্কার প্রভৃতি, মাতঙ্গ-তুরঙ্গ প্রভৃতি বাহন, কূপ বাপী প্রভৃতি জলাশয়স্থিত জল, দাসী ব্যতিরিক্ত স্ত্রী, সাধারণ পথ ও গোপ্রচার, এতৎ সমুদায় অন্য ধনের ন্যায় বিভাগ হইতে পারে না. পরন্তু যে যাহা ব্যবহার করিতেছে, সে তাহার ব্যবহার করিবে, এবং পথ জল প্রভৃতি সকলেরই ব্যবহারে আসিবে।

এইরূপ স্ব স্ব ব্যবহারোপযোগী শয্যা ভোজনপাত্র জলপাত্র প্রভৃতিরও অংশ দিতে হয় না, যে যাহা ব্যবহার করিতেছে, তাহা তাহারই থাকিবে। মূর্খ অংশী পুস্তকের অংশ পাইবে না, পরন্তু পণ্ডিতের নিকট সেই মূল্যের অন্য বস্তু বা তাহার মূল্য অংশমত পাইবে। যাহারা শিল্পোপজীবী তাহাদের শিল্পোপকরণ বিষয়েও এইরূপ পুস্তকের ন্যায় ব্যবস্থা।

পিতা জীবিত থাকিতে যে ভ্রাতা যে ভূমিতে গৃহ বা উদ্যান প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিয়াছে, উদ্যানাদি সমেত সেই ভূমি তাহারই হইবে, বিভাগ হইবে না। পিতার মৃত্যুর পর একান্নে থাকিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যাহা উপার্জ্জন করিবে, যদি অন্য ভ্রাতারা বিদ্যাবিনয়-সম্পন্ন হয়, তাহা হইলে তাহার অংশ পাইবে, নতুবা পাইবে না।

এক্ষণে সংসৃষ্ট ধন বিভাগাদি কথিত হইতেছে। যে স্থলে পিতা পুত্রগণকে সমুদায় ধন বিভাগ করিয়া দিয়া স্বয়ং যথাশাস্ত্র ভাগ লইয়া পৃথক্‌ অবস্থান করিতেছেন, সে স্থলে যদি তিনি আর একটি পুত্র উৎপাদন পূর্ব্বক কালগ্রাসে পতিত হয়েন, তাহা হইলে সেই বিভাগানন্তর-জাত পুত্রই তাঁহার সমুদায় ধনে অধিকারী হইবে। এই ধনে পূর্ব্বপুত্রেরা এবং পূর্ব্ববিভক্ত ভ্রাতৃধনে এই বিভাগানন্তর-জাত পুত্র অধিকারী হইবে না।

যদি পিতা পুত্রগণকে ধন বিভাগ করিয়া দিয়া স্বয়ং এক অংশ লইয়া অন্যতম পুত্রের সহিত সংসৃষ্ট থাকিয়া আর একটি পুত্র উৎপাদন পূর্ব্বক দেহ ত্যাগ করেন, তাহা হইলে সেই সংসৃষ্ট সমুদায় ধনে সংসৃষ্ট ভ্রাতা ও বিভাগানন্তর-জাত ভ্রাতার সমান অধিকার, সুতরাং এই উভয়ে তাহা সমান ভাগ করিয়া লইবে। ঋণ বিষয়েও এইরূপ ব্যবস্থা।

যখন পুত্রেরা ধন বিভাগ করিয়া লয়, তখন যদি মাতা অবিজ্ঞাতগর্ভা থাকে, তাহা হইলে গর্ভস্থ সন্তানের জন্মের পর ঐ সমুদায় ধনের পুনর্বিভাগ হইবে এবং ঐ প্রসূত পুত্রও একটি অংশ পাইবে। পরন্তু এই পুত্র পূর্ব্বোক্ত বিভাগানন্তর-জাত পুত্রের অংশী হইবে না।

পুণ্যং বিত্তং চ বিদ্যা চ নাশ্রয়েদশরীরিণম্।
শরীরন্তু পিতুর্যস্মাৎ কিন্ন স্যাৎ পৈতৃকং বসু ॥ ৯৯ ॥
পৃথগন্নৈঃ পৃথগ্বিত্তৈঃ মনুজৈর্যদুপার্জ্জিতম্।
সর্ব্বং তৎ পিতৃসংক্রান্তং তদা স্বোপার্জ্জিতং কুতঃ ॥ ১০০ ॥
অতো মহেশি স্বায়াসৈঃ যেন যৎ ধনমর্জ্জিতম্।
স্বোপার্জ্জিতং তদেব স্যাৎ স তৎস্বামী ন চাপরঃ ॥ ১০১ ॥

বপুষঃ পৈতৃকত্বেন বপুষ্মদাশ্রিতানাং বিদ্যাবিত্তাদীনামপি পৈতৃকত্বসত্ত্বাৎ পৃথগন্নদ্রব্যৈরপি মনুষ্যৈস্তৈরেবোপার্জ্জিতানাং সর্ব্বেষাং ধনানাং পিতৃসম্বন্ধিতা ন যায়াৎ স্বোপার্জ্জিতত্বং ন সিদ্ধ্যেদতো নিজায়াসৈরর্জ্জিতানাং সকলদ্রব্যাণাং স্বোপার্জ্জিতত্বমর্জকমাত্রস্বামিকত্বঞ্চ জ্ঞাতব্যমিত্যেতদেবাহ, পুণ্যমিত্যাদিনা ন চাপরঃ ইত্যন্তেন শ্লোকত্রয়েণ। যস্মাদ্ধেতোঃ পুণ্যং ধর্ম্ম বিত্তং ধনং চ বিদ্যা শাস্ত্রাদিতত্ত্বজ্ঞানং চাশরীরিণমদেহিনং নাশ্রয়েন্নাবলম্বেত কিন্তু শরীরিণমেবাশ্রয়েৎ। শরীরন্তু পিতুঃ পিতৃসম্বন্ধি ভবতি। ততঃ কিং বসু ধনং পৈতৃকং পিতৃসম্বন্ধি ন স্যাৎ ন ভবেদপি তু সর্ব্বং পৈতৃকমেব স্যাৎ ॥৯৯॥

পৃথগন্নৈরিত্যাদি। অতঃ পৃথগন্নৈর্বিভিন্নভক্তৈঃ পৃথগ্বিত্তৈর্বিভক্তধনৈরপি মনুজৈর্মনুষ্যৈর্যদুপার্জ্জিতং তৎসর্ব্বং পিতৃসংক্রান্তং পিতৃসম্বদ্ধং জাতং। তদা স্বোপার্জ্জিতং ধনং কুতো ভবেৎ ধনস্য স্বোপার্জ্জিতত্বং ন সিদ্ধ্যেদিত্যর্থঃ ॥১০০॥

অত ইত্যাদি। হে মহেশি অতো হেতোঃ স্বায়াসৈরাত্মপরিশ্রমৈর্যেন পৃথগন্নাদিনা অপৃথগন্নাদিনা বা পুংসা যৎ ধনমর্জ্জিতং তদেব ধনং স্বোপার্জ্জিতং স্যাৎ। সোঽর্জ্জক এব তৎস্বামী স্বোপার্জ্জিতস্য ধনস্য প্রভুর্ন চাপরোঽর্জ্জকভিন্নঃ স্বামী ॥১০১॥

শরীর না থাকিলে পুণ্য ধন ও বিদ্যা এতৎসমুদয় কিছুই অশরীরিকে আশ্রয় করিতে পারে না, পরন্তু এই শরীর যখন পিতৃসম্বন্ধী হইতেছে তখন কোন্ ধন না পৈতৃক ধন হইবে।[৯৯] মানবগণ পৃথগন্ন ও পৃথদ্ধন হইয়াও যাহা উপার্জ্জন করিবে, তৎসমুদায় ধনই পিতৃসংক্রান্ত, অতএব স্বোপার্জ্জিত ধনের স্থল কোথায়।[১০০] মহেশ্বরি। এই নিমিত্ত যে ব্যক্তি নিজ পরিশ্রম দ্বারা যে ধন

এক্ষণে পিতৃকৃত বিভাগকাল নিরূপিত হইতেছে। পিতা যখন ইচ্ছা করেন, তখনই স্বোপার্জ্জিত ধন বিভাগ করিয়া দিতে পারেন। এই স্বোপার্জ্জিত ধন হইতে পিতা যদি কাহাকেও অধিক দেন বা কাহাকেও অল্প দেন

মাতরং পিতরং দেবি গুরুং চৈব পিতামহান্।
মাতামহান্ করেণাপি প্রহরন্নৈব দায়ভাক্॥ ১০২॥
নিঘ্নন্নন্যানপি প্রাণৈঃ ন তেষাং ধনমাপ্নুয়াৎ।
হতানামন্যদায়াদা ভবেয়ুর্ধনভাগিনঃ॥ ১০৩॥
নপুংসকাঃ পঙ্গবশ্চ গ্রাসাচ্ছাদনমম্বিকে।
যাবজ্জীবনমর্হন্তি ন তে স্যুর্দায়ভাগিনঃ॥ ১০৪॥

মাত্রাদীন্ পাণিনাপি প্রহরতো মানবস্য দায়ভাগিত্বং নৈব স্যাদিত্যাহ, মাতরমিত্যাদিনা। হে দেবি মাতরং জননীং পিতরং জনকং গুরুং মন্ত্রোপদেষ্টারং বহুবচনস্য বহুপলক্ষকত্বাৎ পিতামহান্ পিতামহাদীন্ মাতামহাংশ্চাপি মাতামহাদীনপি করেণ পাণিনাপি প্রহরন্নরো দায়ভাঙ্নৈব ভবেৎ। 'অপি শব্দেন-দণ্ডাদিনা মাত্রাদীন্ প্রহরতস্তু সুতরামেব দায়ভাগিত্বং ন ভবেদিতি সূচিতম্ ॥১০২॥

ভ্রাত্রাদীনপি ধনার্থং মারয়তঃ পুরুষস্য হতস্বামিকদ্রব্যে নিরংশকত্বমপরদায়াদানাঞ্চ সমাংশকত্বং স্যাদিত্যাহ, নিঘ্নন্নিত্যাদিনা। অন্যানপি জনান্ প্রাণৈর্নিঘ্নন্মারয়ন্নরস্তেষাং হতানাং ধনং নাপ্নুয়ান্ন লভেত কিন্তু হতানামন্যে হন্তুর্ভিন্না দায়াদা ধনভাগিনো ভবেয়ুঃ ॥১০৩॥

অথানংশানাং পঙ্গুক্লীবানাং যাবজ্জীবনং গ্রাসাচ্ছাদনভাগিত্বং স্যাদিত্যাহ, নপুংসকা ইত্যাদিনা। হে অম্বিকে জগজ্জননি নপুংসকাঃ পঙ্গবশ্চ যাবজ্জীবনং জীবনপর্য্যন্তং কেবলং গ্রাসাচ্ছাদনমর্হন্তি তে দায়ভাগিনো ন স্যুঃ ॥১০৪॥

উপার্জ্জন করিবে, তাহাই তাহার স্বোপার্জ্জিত ধনস্বরূপ বিবেচনা করিতে হইবে, অর্থাৎ তাহাতে অন্য কাহারো অধিকার থাকিবেনা।[১০১]

দেবি! যে ব্যক্তি মাতা পিতা গুরু পিতামহ প্রভৃতি বা মাতামহ প্রভৃতিকে কর দ্বারাও প্রহার করিবে, সে ধনাধিকারী হইবে না।[১০২]

এইরূপ উত্তরাধিকারিতা সম্বন্ধে ধন প্রাপ্ত হইবার লোভে যদি কেহ অন্য কোন ব্যক্তিকেও প্রাণে বিনাশ করে, তাহা হইলে সে বিনষ্ট ব্যক্তির ধন প্রাপ্ত হইবে না, অপর উত্তরাধিকারীরা সেই ঘাতিত ব্যক্তির ধনে অধিকারী হইবে।[১০৩]

অম্বিকে! যাহারা পঙ্গু ও নপুংসক, তাহারা যাবজ্জীবন কেবল গ্রাসাচ্ছাদন প্রাপ্ত হইবে, ধনভাগী হইতে পারিবে না।[১০৪]

অথবা স্বয়ং যত ইচ্ছা গ্রহণ করেন, তদ্বিষয়ে কেহ কোনরূপ আপত্তি করিতে পারিবে না।

সস্বামিকং প্রাপ্তধনং পথি বা যত্রকুত্রচিৎ।
নৃপস্তৎস্বামিনে প্রাপ্তা দাপয়েৎ সুবিচারয়ন্ ॥ ১০৫ ॥
অস্বামিকানাং জীবানাম্ অস্বামিকধনস্য চ।
প্রাপ্তা তত্র ভবেৎ স্বামী দশমাংশং নৃপেঽর্পয়েৎ ॥ ১০৬ ॥
স্থাবরং ধনমন্যস্মৈ স্থিতে সান্নিধ্যবর্ত্তিনি।
যোগ্যে ক্রেতরি বিক্রেতুং ন শক্তঃ স্থাবরাধিপঃ॥ ১০৭ ॥

নম্বধ্বাদৌ লব্ধস্য সস্বামিকদ্রব্যস্য প্রাপ্তৃজনগামিত্বং সাদায়স্বামিগামিত্বং বেত্যত্র আহ, সস্বামিকমিত্যাদিনা। পথি মার্গে যত্রকুত্রচিদ্বা স্থানে সস্বামিকং প্রাপ্তং ধনং সুবিচারয়ন্নৃপস্তৎস্বামিনে তস্য প্রাপ্তধনস্যাপি পত্যে প্রাপ্ত্রা পুংসা দাপয়েৎ ॥ ১০৫ ॥

নম্বস্বামিকাঃ প্রাপ্তা গবাশ্বাদয়ো জীবাস্তাদৃশানি প্রাপ্তানি ধনানি চ প্রাপ্তারং পুমাংসং গচ্ছেয়ুর্বসুধাধিপং বেত্যাশঙ্কায়ামাহ, অস্বামিকানামিত্যাদিনা। অস্বামিকানাং স্বামিরহিতানাং জীবানাং গবাশ্বাদীনামস্বামিকস্য ধনস্য চ প্রাপ্তা জনস্তত্র তেষু প্রাপ্তেষু স্বামী ভবেৎ তত্র চ দশমমংশং প্রাপ্তা নৃপেঽর্পয়েদ্দদ্যাৎ। জীবানামিতি ধনস্যেতি চ কর্ত্তৃকর্ম্মণোঃ কৃতীতি কর্ম্মণি ষষ্ঠী ॥ ১০৬ ॥

ননু স্থাবরদ্রব্যস্বামিনা দূরস্থযোগ্যসমীপস্থয়োঃ ক্রায়কয়োর্মধ্যে কতরস্মৈ স্থাবর ধনং বিক্রেতুং শক্যতে তত্রাহ, স্থাবরমিত্যাদিনা। সান্নিধ্যবর্ত্তিনি সমীপস্থায়িনি যোগ্যে ক্রয়ার্হে ক্রেতরি ক্রায়কে স্থিতে সত্যন্যস্মৈ দূরবর্ত্তিনে পুংসে স্থাবরং ধনং বিক্রেতুং স্থাবরাধিপো জনঃ শক্তো ন ভবেৎ কিন্তু সান্নিধ্যবর্ত্তিনে এব বিক্রেতুং শক্নুয়াদিত্যর্থঃ। সন্নিধিরেব সান্নিধ্যম্। চতুর্বর্ণাদীনাং স্বার্থে উপসংখ্যানমিতি স্বার্থে ষ্যঞ্ ॥ ১০৭ ॥

যদি কোন ব্যক্তি পথে বা অন্য কোন স্থানে অন্যের ধন প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে রাজা সূক্ষ্ম বিচার পূর্ব্বক সেই ধন ধনস্বামীকে দেওয়াইবেন।[১০৫] যদি কোন ব্যক্তি অস্বামিক ধন বা জীব প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে যে ব্যক্তি প্রাপ্ত হইবে, সেই ব্যক্তিই তাহার অধিকারী হইবে, কেবল রাজাকে তাহার দশমাংশ প্রদান করিবে।[১০৬]

পিতার ইচ্ছা ও মাতার রজোনিবৃত্তি, এতদুভয় না হইলে পৈতামহ ধন বিভাগ হইতে পারে না। পিতা পৈতামহ ধন বিভাগকালে স্বয়ং দুই অংশ লইয়া পুত্রগণকে এক এক অংশ দিবেন। পৈতামহ মণিমুক্তা প্রবাল প্রভৃতি অস্থাবর

সান্নিধ্যবর্ত্তিনাং জ্ঞাতিঃ সবর্ণো বা বিশিষ্যতে।
তয়োরভাবে সুহৃদো বিক্রেতুরিচ্ছা গরীয়সী ॥ ১০৮ ॥
নির্ণীতমূল্যেঽপ্যন্যেন স্থাবরস্য ক্রয়োদ্যমে।
তন্মূল্যং চেৎ সমীপস্থো দাতি ক্রেতা ন চাপরঃ ॥ ১০৯ ॥

নম্বনেকেষাং সান্নিধ্যবর্ত্তিনাং মধ্যে কতমস্য স্থাবরদ্রব্যক্রয়ণে বৈশিষ্ট্যমত আহ, সান্নিধ্যেত্যাদিনা। সান্নিধ্যবর্ত্তিনাং মধ্যে জ্ঞাতির্গোত্রজো বৈশিষ্যতে। সবর্ণঃ সমানবর্ণো বা বিশিষ্যতে। তয়োর্জ্ঞাতিসবর্ণয়োরভাবে সুহৃদো মিত্রাণি বিশিষ্যন্তে। ননু বহুনাং গোত্রজানাং সবর্ণানাং সুহৃদাঞ্চ মধ্যে কতমস্মৈ স্থাবরং দ্রব্যং তৎস্বামী বিক্রীণীতেত্যত আহ বিক্রেতুরিচ্ছেতি। বিক্রেতুর্বিক্রয়কর্ত্তুরিচ্ছা গরীয়সী গুরুতরা ভবেৎ। ক্রমত এব তেষাং মধ্যে যস্মৈ বিক্রেতুমিচ্ছেত্তস্মৈ এব বিক্রীণীতেতি ভাবঃ ॥ ১০৮ ॥

নম্বন্যনির্ণীতমূল্যং স্থাবরং বিত্তং তন্মূল্যং দদতা সমীপস্থায়িনা ক্রীয়েত নির্ণীতমূল্যেনান্যেন বেত্যাশঙ্কায়ামাহ, নির্ণীতেত্যাদিনা। স্থাবরস্য বিত্তস্য ক্রয়োদ্যমে সত্যন্যেন সমীপস্থভিন্নেন পুংসা নির্ণীতমূল্যেঽপি মূল্যে নির্ণীতেঽপি সতি তন্মূল্যমন্যনির্ণীতমূল্যকস্থাবরদ্রব্যমূল্যং চেদ্যদি সমীপস্থো জনো দাতি দদাতি তদাপরঃ সমীপস্থভিন্নো জনঃ ক্রেতা ক্রায়কো ন ভবেৎ কিন্তু সমীপস্থ এব মূল্যং দত্ত্বা ক্রীণীয়াদিত্যর্থঃ ॥ ১০৯ ॥

জন্মসম্বন্ধে বা বিবাহসম্বন্ধে সন্নিহিত উপযুক্ত ক্রেতা যদি উপযুক্ত মূল্য দিয়া ক্রয় করিতে অভিলাষী হয়, তাহা হইলে স্থাবরস্বামী অন্য কোন ব্যক্তির নিকট সেই স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করিতে পারিবে না।[১০৭] ক্রেতাদিগের মধ্যেও ক্রমশঃ সন্নিহিত সপিণ্ড সমানোদক ও সগোত্র এবং সজাতীয় ব্যক্তিই ক্রয় করিতে পারিবে। যদি এতৎসমুদায় ব্যক্তি না থাকে বা তাহারা ক্রয় করিতে অসমর্থ বা অনিচ্ছু হয়, তাহা হইলে সুহৃদ্গণকে বিক্রয় করিবে। পরন্তু সমান সম্বন্ধাদি দ্বারা সন্নিহিত বহু সপিণ্ড, বহু সমানোদক, বহু সগোত্র, বহু সজাতীয় অথবা বহু সুহৃদ্, এককালে গ্রহণেচ্ছু হইলে বিক্রেতা তাহাদের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা করিবে, তাহাকেই বিক্রয় করিতে পারিবে।[১০৮]

সম্পত্তি বিষয়ে পিতা যথেচ্ছা ব্যবহার করিতে পারেন। পরন্তু ভূমি প্রভৃতি স্থাবর সম্পত্তি বিষয়ে পিতা যথেচ্ছাচার করিতে পারেন না। যদি পিতৃকৃত বিভাগের সময় পিতার অপুত্রা পত্নী থাকে, এবং যদি তাহাকে কিছু স্ত্রীধন না দেওয়া হইয়া থাকে, তাহা হইলে ঐ অপুত্রা পত্নী সপত্নীপুত্রের সমান

মূল্যং দাতুমশক্তশ্চেৎ সম্মতো বিক্রয়েঽপি বা
সন্নিধিস্থস্তদান্যস্মৈ গৃহী শক্তোঽতিবিক্রয়ে ॥ ১১০ ॥
ক্রীতং চেৎ স্থাবরং দেবি পরোক্ষে প্রতিবাসিনঃ।
শ্রবণাদেব তন্মূল্যং দত্বাসৌ প্রাপ্তুমর্হতি ॥ ১১১ ॥
ক্রেতা তত্র গৃহারামান্ বিনির্ম্মাতি ভনক্তি বা।
মূল্যং দত্বাপি নাপ্নোতি স্থাবরং সন্নিধিস্থিতঃ ॥ ১১২ ॥

স্থাবরধনস্য মূল্যং দাতুমশক্তঃ বাপি তদ্বিক্রয়ে সম্মতিং বাপি কুর্ব্বীত সমীপস্থায়িনি জনে দূরস্থায় তদ্বিক্রেতুং তৎস্বামী শক্নোতীত্যাহ, মূল্যমিত্যাদিনা। সন্নিধিস্থঃ সমীপস্থায়ী জনশ্চেদ্‌যদি স্থাবরস্য মূল্যং দাতুমশক্তো ভবেৎ তস্য বিক্রয়েঽপি বা সম্মতঃ সম্মতিমান্ ভবেৎ তদা গৃহী গৃহস্থোঽন্যস্মৈ সন্নিধিস্থভিন্নায় বিক্রয়ে শক্নোতি শক্তো ভবতি ॥ ১১০ ॥

ননু সমীপস্থায়িনঃ পরোক্ষ এবান্যেন ক্রীতং স্থাবরং বিত্তং ক্রেতৈব প্রাপ্তুমর্হতি তৎ শ্রুত্বৈব তন্মূল্যং দদৎ সমীপস্থায়ী বেত্যাশঙ্কায়ামাহ, ক্রীতঞ্চেদিত্যাদিনা। হে দেবি চেদ্‌যদি প্রতিবাসিনঃ সন্নিধিস্থায়িনো জনস্য পরোক্ষে স্থাবরং দ্রব্যমন্যেন ক্রীতং ভবেৎ তদা শ্রবণাদেব তন্মূল্যং দত্ত্বা অন্যক্রীতস্থাবরদ্রব্যমসৌ সমীপস্থায়ী প্রাপ্তুমর্হতি তদন্যঃ প্রাপ্তুং নার্হতীতি সূচিতম্ ॥১১১॥

ক্রায়কজনবিনির্ম্মিতমন্দিরারামং তত্রত্যমন্দিরোপবনং বা ক্রীতং স্থাবরধনং মূল্যং দত্ত্বাপি সমীপস্থায়ী নাপ্তুমর্হতীত্যাহ, ক্রেতেত্যাদিনা। ক্রেতা জনস্তত্র ক্রীতে স্থাবরে যদি গৃহারামান্ গৃহাণ্যুপবনানি চ বিনির্ম্মাতি করোতি তত্র

যদি অন্য ব্যক্তির সহিত কোন স্থাবর সম্পত্তির দর ধার্য্য হইয়া থাকে, এবং ক্রেতা যদি সেই মূল্যে ক্রয় করিতে উদ্যত হয়, সেই সময় কোন নিকট-সম্বন্ধে সম্বন্ধী কোন ব্যক্তি যদি সেই মূল্য প্রদান করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তিই তাহা ক্রয় করিবে, যাহার সহিত দর ধার্য্য হইয়াছিল, সে তাহা পাইবে না।[১০৯]

যদি সন্নিহিত ব্যক্তি মূল্য প্রদানে অসমর্থ হয়, অথবা অন্যের নিকট বিক্রয় করিতে সম্মতি প্রদান করে, তাহা হইলে গৃহস্থ অপর ব্যক্তির নিকটে স্থাবর

একটি অংশ পাইবে। কিন্তু যদি স্ত্রীধন দেওয়া হইয়া থাকে, তাহা হইলে প্রত্যেক পুত্র যাহা পাইবে, ঐ পত্নী তাহার অর্দ্ধাংশ মাত্র প্রাপ্ত হইবে। পরন্তু পিতার মৃত্যুর পর পুত্রেরা যদি ধন বিভাগ করিয়া লয়, তাহা হইলে বিমাতার অংশ নাই, সে গ্রাসাচ্ছাদন মাত্র পাইবে।

কবনহীনাপ্রতিহতা বন্যাবণ্যাতিদুর্গমা।
অনাদিষ্টোঽপি তাং ভূমিং সম্পন্নাং কর্ত্তুমর্হতি॥ ১১৩॥
বহুপ্রয়াসসাধ্যায়াঃ তস্যা ভূমের্মহীভৃতে।
দত্ত্বা দশাংশং ভুঞ্জীয়াৎ ভূমিস্বামী যতো নৃপঃ॥ ১১৪॥
বাপীকূপতড়াগানাং খননং বৃক্ষরোপণম্।
পরানিষ্টকরে দেশে ন গৃহং কর্ত্তুমর্হতি॥ ১১৫॥

বিনির্ম্মিতানেব তান্ ভনক্ত্যামর্দ্দয়তি বা তদা সান্নিধিস্থিতো জনো মূল্যং দত্ত্বাপি স্থাবরধনং নাপ্নোতি ন লভতে॥ ১১২॥

ভূমিপালেনানাজ্ঞাপিতেনাপি পুংসা জলোদ্ভবা কাননোদ্ভবা চ করহীনা খিলা ভূমিঃ সম্পন্না কর্ত্তব্যেত্যাহ, কবহীনেত্যাদিনা। বন্যা জলোদ্ভবারণ্যা কাননোদ্ভবা চাতিদুর্গমাতএবাপ্রতিহতা খিলাতএব করহীনা রাজগ্রাহ্যভাগ-রহিতা যা ভূমিস্তাং ভূমিমনাদিষ্টোঽপি ভূপেনানাজ্ঞপ্তোঽপি পুরুষঃ সম্পন্নাং শস্যাঢ্যাং কর্ত্তুমর্হতি। বনে জলে ভবা বন্যা। আদিত্যাদিভ্যো যদিতি যৎ। পয়ঃ কীলালমমৃতং জীবনং ভুবনং বনমিত্যমরঃ। অবণ্যে ভবা আবণ্যা অবণ্যান্ন ইতি ণঃ॥ ১১৩॥

অনেকায়াসসাধ্যবন্যারণ্যক্ষিতিজাতবস্তুনো দশমাংশং ভূমিস্বামিত্বাদ্রাজ্ঞে সমর্প্যাবশিষ্টং সর্ব্বং স্বয়ং ভোক্তব্যমিত্যাহ বহ্বিত্যাদিনা। যতো নৃপো রাজা ভূমি-স্বাম্যতো বহুপ্রয়াসসাধ্যায়া অনেকপরিশ্রমনিষ্পাদ্যায়াস্তস্যা বন্যায়া আর-ণ্যায়াশ্চ ভূমের্জাতস্য বস্তুনো দশাংশং দশমাংশং মহীভৃতে রাজ্ঞে দত্ত্বাবশিষ্টং স্বয়ং ভুঞ্জীত॥ ১১৪॥

অন্যানাকাঙ্ক্ষিতোৎপাদকে স্থানে বাপ্যাদীনাং খননং বৃক্ষাণামারোপণং গেহস্য নির্ম্মাণং চ ন বিধেয়মিত্যাহ, বাপীত্যাদিনা। বাপ্যাদিখননবৃক্ষরোপণ-

---

সম্পত্তি বিক্রয় করিতে পারিবে।[১১০] দেবি। যদি বিক্রেতার সন্নিহিত ব্যক্তি ও প্রতিবেশীর অজ্ঞাতসারে অপর কেহ স্থাবর সম্পত্তি ক্রয় করে, তাহা হইলে ঐ সন্নিহিত ব্যক্তি তাহা শ্রবণ করিবামাত্র মূল্য দিয়া গ্রহণ করিতে পারিবে।[১১১] যদি কোন ব্যক্তি সন্নিহিত ও প্রতিবেশীর অজ্ঞাতসারে স্থাবর সম্পত্তি ক্রয়

পিতার মৃত্যুর পর জননী জীবিত থাকিতে পৈতৃক ধন বিভাগ করা ধর্ম্মানুগত নহে, পরন্তু যদি এরূপ স্থলে পুত্রেরা ধন বিভাগ করে, তাহা হইলে আপনাদের ন্যায় জননীকেও এক অংশ দিতে হইবে। এইরূপে পৌত্রেরা যদি পৈতামহ ধন

দেবার্থং দত্তকূপাদৌ তথা স্রোতস্বতীজলে।
পানাধিকারিণঃ সর্ব্বে সেচনেঽন্তিকবাসিনঃ ॥ ১১৬ ॥
যত্তোয়সেচনাল্লোকা ভবেয়ুর্জ্জলকাতরাঃ।
ন সিঞ্চেয়ুর্জলং তস্মাদ্ অপি সন্নিধিবর্ত্তিনঃ ॥ ১১৭ ॥
ধনানামবিভক্তানাম্ অংশিনাং সম্মতিং বিনা।
তথানির্ণীতবিত্তানাম্ অসিদ্ধৌ ন্যাসবিক্রয়ৌ ॥ ১১৮ ॥

গৃহকরণসত্ত্বাৎ পরানিষ্টকরেঽন্যানীপ্সিতোৎপাদকে দেশে বাপীকূপতড়াগানাং খননং তথা বৃক্ষস্য রোপণং তথা গৃহমপি কর্ত্তুং জনো নার্হতি ॥ ১১৫ ॥

দেবার্থদত্তকূপাদিজলে নদীজলে চ সর্ব্বেষাং পানাধিকারিতা সেকাধিকারিতা তু তন্নিকটস্থায়িনামেবেত্যাহ, দেবার্থমিত্যাদিনা। দেবার্থং দত্তকূপাদৌ তথা স্রোতস্বতীজলে নদীবারিণি সর্ব্বে পানাধিকারিণঃ সেচনে স্বান্তিকবাসিনো নিকটস্থায়িন এবাধিকারিণো ভবেয়ুঃ ॥ ১১৬ ॥

ননু যৎপানীয়সেচনতস্তৎ সমীপস্থায়িনো লোকা জনা ব্যাকুলা ভবেয়ুস্তজ্জলং সেচনীয়ং ন বেত্যত আহ, যত্তোয়েত্যাদিনা। যত্তোয়সেচনাদ্‌যস্য কূপাদের্বারিণঃ সেকাল্লোকা জনা জলকাতরাঃ পানীয়ব্যাকুলা ভবেয়ুস্তস্মাজ্জলং সন্নিধিবর্ত্তিনোঽপি ন সিঞ্চেয়ুঃ দূরবর্ত্তিনান্তু কা বার্ত্তা ॥ ১১৭ ॥

দায়াদাসম্মতয়োরবিভক্তদ্রব্যন্যাসবিক্রয়য়োর্নির্ণয়রহিতদ্রব্যন্যাসবিক্রয়য়োশ্চ সিদ্ধত্বং ন ভবেদিত্যাহ, ধনানামিত্যাদিনা। অংশিনাং দায়াদানাং সম্মতিং বিনা

করিয়া তাহাতে গৃহ উদ্যান প্রভৃতি প্রস্তুত করে, বা তাহা ভগ্ন করে, তাহা হইলে সন্নিহিত ব্যক্তি মূল্য প্রদান করিতে উদ্যত হইলেও তাহা আর প্রাপ্ত হইবে না।[১১২]

জলগর্ভ-সম্মুখ, চর অথবা অরণ্যময় ভূমি, যাহা অতিদুর্গমতা-নিবন্ধন অকৃষ্ট অবস্থায় পতিত বলিয়া রাজকর-রহিত, রাজাজ্ঞা ব্যতিরেকেও লোকে তাদৃশ ভূমি সম্পন্না অর্থাৎ শস্যশালিনী করিতে পারিবে।[১১৩] পরন্তু সেই ভূমিতে শস্য উৎপাদন বহুপ্রয়াসসাধ্য হইলেও সংস্কারের পর তাহা হইতে যাহা উৎপন্ন হইবে, সংস্কারকর্ত্তা তাহার দশমাংশ রাজাকে প্রদান পূর্ব্বক অবশিষ্ট সমুদায় ভোগ করিবে, কারণ রাজাই সমুদায় ভূমির স্বামী।[১১৪]

বিভাগ করিয়া লয়, তাহা হইলে পিতামহীরাও পৌত্রের সমান অংশভাগিনী হইবে যে স্থলে এক ভ্রাতার বহুপুত্র ও অপর ভ্রাতার অল্প পুত্র, সে স্থলে ধন-বিভাগের সময় এক জনের অধিক ব্যয় হইয়াছে বলিয়া অপর ভ্রাতা আপত্তি করিতে পারিবে না, বিভাগকালে উভয়েই সমান অংশ লইবে।

স্থাপ্যানাং বদ্ধবিত্তানাং জ্ঞানান্নষ্টেঽপ্যযত্নতঃ।
তন্মূল্যং দাপযেত্তেন স্বামিনে সর্ব্বথা নৃপঃ ॥ ১১৯ ॥
অভিমত্যা স্থাপকস্য পশ্বাদিন্যস্তবস্তুনাম্।
ব্যবহারে কৃতে তত্র ধার্ত্তা সম্পোষয়েৎ পশূন্ ॥ ১২০ ॥

অবিভক্তানাং ধনানাং ন্যাসবিক্রয়াবসিদ্ধৌ সিদ্ধৌ ন ভবেতাম্। তথা অনির্ণীত-বিত্তানাং বিত্তানীমান্যস্যেবেতি বিত্তানীমানীয়ন্তি বেতি নির্ণয়রহিতদ্রব্যাণাং স্থাপনবিক্রয়ৌ সিদ্ধৌ ন স্যাতাম্ ॥ ১১৮ ॥

যস্যালয়ে ন্যস্তদ্রব্যাণাঞ্চ জ্ঞানপূর্ব্বকাদযত্নান্নাশো ভবেৎ তেন পুংসা তন্মূল্যং তৎস্বামিনে নৃপতিনা দাপয়িতব্যমিত্যাহ, স্থাপ্যানামিত্যাদিনা। জ্ঞানাদযত্নতো জ্ঞানপূর্ব্বকাদযত্নাৎ স্থাপ্যানাং ন্যাসবিত্তানাং বদ্ধবিত্তানাঞ্চ নষ্টেঽপি নাশেঽপি সতি যদ্গেহে স্থাপিতানি বদ্ধানি চ বিত্তানি নষ্টানি তেন পুংসা তন্মূল্যং স্থাপিত-বদ্ধবিত্তমূল্যং স্বামিনে তদ্বিত্তাধিপতয়ে নৃপো রাজা সর্ব্বথা সর্ব্বপ্রকারেণ দাপয়েৎ। জ্ঞানান্নষ্টেঽপ্যযত্নত ইতি বদতা সদাশিবেন তদ্রক্ষার্থে যত্নসত্ত্বেঽপি কথঞ্চিত্তন্নাশে সতি তন্মূল্যং নৃপেণ ন দাপয়িতব্যমিতি সূচয়ামাস ॥ ১১৯ ॥

স্থাপকসম্মত্যা কৃতন্যস্তপশ্বাদিবস্তুব্যবহারেণৈব পুংসা স্থাপিতাঃ পশবঃ সংপোষয়িতব্যা ইত্যাহ, অভিমত্যেত্যাদিনা। স্থাপকস্য দ্রব্যন্যাসকস্যাভিমত্যা সম্মত্যা পশ্বাদিন্যস্তবস্তুনাং ব্যবহারে কৃতে সতি তত্র তেষু ন্যস্তবস্তুষু মধ্যে পশূন্

যে স্থানে অপরের অনিষ্ট হইতে পারে, সে স্থানে কোন ব্যক্তি বাপীখনন তড়াগখনন বৃক্ষরোপণ অথবা গৃহনির্ম্মাণ কার্য্য করিতে পারিবে না।[১১৫]

যে সমুদায় সরোবর কূপ প্রভৃতি দেবোদ্দেশে উৎসৃষ্ট হইয়াছে, তাহার জল ও নদীর জল সকলেই পান করিতে পারিবে, এবং যাহারা তাহার নিকটে বাস করে, তাহারা ক্ষেত্রাদির নিমিত্ত তাহার জল সেচন করিয়াও লইতে পারিবে।[১১৬] পরন্তু যে জলাশয়ের জল সেচন করিয়া লইলে লোকের জলকষ্ট হইতে পারে, নিকটবর্ত্তী লোকেরাও তাহার জল সেচন করিয়া লইতে পারিবে না।[১১৭]

যে কোন স্থাবর বা অস্থাবর ধন বিভাগ হয় নাই, অংশীদিগের সম্মতি ব্যতিরেকে তাহা কেহ বন্ধক দিতে বা বিক্রয় করিতে পারিবে না, এবং যে সম্পত্তির অধিকারিতা বিষয়ে সন্দেহ আছে, অথবা যে সম্পত্তির মধ্যে কে কত পাইবে, বা, কে কোন্ অংশ পাইবে, তাহা নির্দ্দিষ্ট হয় নাই, তাহা বিক্রয় করিলে বা বন্ধক দিলে সেই বিক্রয় এবং বন্ধকও অসিদ্ধ হইবে।[১১৮] যে বস্তু

লাভে নিযোজয়েদ্যত্র স্থাবরাদীনি মানবঃ।
নিয়মেন বিনা কাল-লাভয়োরন্যথা ভবেৎ ॥ ১২১ ॥
সাধারণানি বস্তূনি লাভার্থং নৈব যোজয়েৎ।
মৃতে পিতরি সর্ব্বেষাম্ অংশিনাং সম্মতিং বিনা ॥ ১২২ ॥

ধার্ত্তা ধারকঃ পুরুষঃ সম্পোষয়েৎ। সংজ্ঞাপূর্ব্বকবিধেরনিত্যত্বাৎ পশ্বাদিন্যস্ত-বস্তুনামিত্যত্র নামীতি ন দীর্ঘত্বম্। আমজস্যাপ্যনিত্যত্বাৎ ধার্ত্তেত্যত্রার্দ্ধধাতুকস্যেড্‌বলাদেরিতি নেড়াগমঃ॥ ১২০ ॥

কাললাভয়োর্নিয়মং ন কৃত্বৈব যস্মিল্লাভে স্থাবরাদিদ্রব্যাণি প্রযোজ্যন্তে তস্য অন্যথাত্বং ভবেদিত্যাহ, লাভে ইত্যাদিনা। কাললাভয়োর্নিয়মেন বিনা যত্র লাভে ফলে স্থাবরাদীনি বস্তূনি মানবো নিযোজয়েৎ স লাভোঽন্যথা ভবেৎ। নীবী পরিপণং মূলধনং লাভোঽধিকং ফলমিত্যমরঃ॥ ১২১ ॥

পিতুর্মরণাদূর্দ্ধং সর্ব্বভ্রাতৃণাং সম্মতেরভাবে সামান্যদ্রব্যাণি লাভার্থং নৈব প্রযোক্তব্যানীত্যাহ, সাধারণানীত্যাদিনা। পিতরি মৃতে সতি সর্ব্বেষামংশিনাং সম্মতিং বিনা সাধারণানি সামান্যানি বস্তূনি লাভার্থং ফলার্থং নৈব যোজয়েৎ॥ ১২২ ॥

বন্ধক দেওয়া হইয়াছে, তাহা যদি উত্তমর্ণ জ্ঞানপূর্ব্বক বা অযত্নবশতঃ নষ্ট করে, তাহা হইলে রাজা উত্তমর্ণের নিকট হইতে তাহার মূল্য গ্রহণ করিয়া অধমর্ণকে দিবেন, অথবা যদি কোন ব্যক্তি কাহারো নিকট কোন বস্তু গচ্ছিত রাখে, এবং সেই বস্তু যদি জ্ঞাতসারে বা অযত্নে নষ্ট হয়, তাহা হইলে রাজা তাহার নিকট তাহারও মূল্য গ্রহণ করিয়া ন্যাসকারীকে প্রদান করিবেন।[১১৯]

যদি কেহ কাহারো নিকট পশু প্রভৃতি জীব ন্যস্ত রাখে, এবং ন্যাসকর্ত্তার সম্মতিক্রমে যদি ঐ পশু প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়, তাহা হইলে যাহার নিকট ন্যস্ত হইয়াছে, তাহাকেই ঐ পশু প্রভৃতির আহারাদি দিতে হইবে।[১২০] যদি কোন মনুষ্য লাভ প্রত্যাশায় স্থাবর বা অস্থাবর কোন সম্পত্তি বিনিযুক্ত করে, কিন্তু যদি সময় ও লাভের কোনরূপ পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট না থাকে, তাহা হইলে সেই বিনিয়োগ অসিদ্ধ হইবে (৩৪২)।[১২১]

পিতার পরলোক প্রাপ্তি হইলে সমুদায় অংশীর সম্মতি ব্যতিরেকে কেহ সাধারণ সম্পত্তি লাভার্থ বিনিযুক্ত করিতে পারিবে না।[১২২] পার্ব্বতি। যদি বহু-

---

(৩৪২)—যদি কোন ব্যক্তি কাহাকেও বলে যে, আমার এই ভূমি পতিত আছে, তুমি শস্যোৎপাদন কর, লাভ হইলে আমাকে যাহা হয় দিবে, এরূপ

ক্রমব্যত্যয়মূল্যেন দ্রব্যাণাং বিক্রয়ে সতি।
নৃপস্তদন্যথা কর্ত্তুং ক্ষমো ভবতি পার্ব্বতি ॥ ১২৩ ॥
জননঞ্চাপি মরণং শরীরাণাং যথা সকৃৎ।
দানং তথৈব কন্যায়া ব্রাহ্মোদ্বাহঃ সকৃৎ সকৃৎ ॥ ১২৪ ॥
নৈকপুত্রঃ সুতং দদ্যাৎ নৈকস্ত্রীকস্তথা স্ত্রিয়ম্।
নৈককন্যঃ সুতাং শৈবো-দ্বাহে পিতৃহিতঃ পুমান্ ॥ ১২৫ ॥

বিপরীতক্রমকেণ মূল্যেন স্থাবরাদিদ্রব্যাণাং জাতং বিক্রয়ণমন্যথা কর্ত্তুং নৃপেণ শক্যত ইত্যাহ, ক্রমেত্যাদিনা। হে পার্ব্বতি ক্রমস্য ব্যত্যয়ো বিপর্য্যয়ো যত্র তথাভূতেন মূল্যেন দ্রব্যাণাং বিক্রয়ে সতি স্বল্পমূল্যেন ভূয়িষ্ঠমূল্যানাং ভূয়িষ্ঠমূল্যেন চ স্বল্পমূল্যাণাং দ্রব্যাণাং বিক্রয়ণে সতি তদ্বিক্রয়ণমন্যথা কর্ত্তুং নৃপো নরাধিপঃ ক্ষমো ভবতি ॥ ১২৩ ॥

ননু বেদোক্তবিধিভিবেকেনোদ্বাহিতা কন্যা জীবত্যেব তস্মিম্মৃতে বা পুনস্তৈরেব বিধিভিরন্যেনোদ্বাহ্যা ভবেন্ন বেত্যত আহ, জননমিত্যাদিনা। যথা শরীরাণাং জননমুৎপত্তির্মরণং মৃতিশ্চাপি সকৃদেকবারমেব ভবতি, তথৈব দানং কন্যায়া ব্রাহ্মোদ্বাহশ্চ সকৃৎ সকৃদেব ভবতি, ব্রাহ্মোদ্বাহ ইতি ব্যাহরতা মহাদেবেনৈকেনোদ্বাহিতায়া অপি কন্যায়াঃ শৈববিধিভিস্তু পুনরুদ্বাহো ভবতোবেতি সূচয়াম্বভূবে ॥ ১২৪ ॥

একপুত্রেণৈকস্ত্রীকেণৈকপুত্রীকেণ চ পিতৃহিতেন পুংসা পুত্রদানং স্ত্রীদানং শৈবোদ্বাহে কন্যাদানঞ্চ নৈব কার্য্যমিত্যাহ, নৈকপুত্র ইত্যাদিনা। একপুত্রঃ

মূল্য বস্তু অল্প মূল্যে বা অল্পমূল্য বস্তু বহু মূল্যে বিক্রীত হয, তাহা হইলে রাজা তাহার অন্যথা করিতে পারিবেন।[১২৩]

যেমন জন্ম ও মৃত্যু একবারের অধিক দুইবার হয় না, সেইরূপ দান এবং কন্যার ব্রাহ্ম্য বিবাহও একবারের অধিক হইতে পারে না।[১২৫]

যে ব্যক্তি পিতৃলোকের হিতাকাঙ্ক্ষী, তাহার যদি একটিমাত্র পুত্র থাকে, তাহা হইলে সে সেই পুত্র অন্যকে দান করিতে পারিবে না, এইরূপ যাহার একটিমাত্র স্ত্রী আছে, সে সেই স্ত্রী দান করিতে সমর্থ হইবে-না, উক্তরূপ পিতৃহিতাকাঙ্ক্ষীর যদি একটি মাত্র কন্যা থাকে, সে সেই কন্যারও শৈব বিবাহ দিতে পারিবে না।[১২৫]

বিনিযোগ অসিদ্ধ হইবে; অর্থাৎ বিনিযোগকর্ত্তা লাভ পাইবে না, যখন ইচ্ছা তুমি ফিরাইয়া লইতে পারিবে, উৎপাদিত বৃক্ষাদিরও মূল্য দিতে হইবে না। কোন ব্যক্তি যদি কোন কারুকরকে বলে যে, আমার নিকট কারুকরের যন্ত্র সমুদায় আছে, তুমি ইহা দ্বারা অর্থ উপার্জ্জন কর, আমাকে কিছু কিছু লাভ দিবে, তাহা হইলে তাদৃশ বিনিযোগও সিদ্ধ হইবে না।

দৈবে পিত্র্যে চ বাণিজ্যে রাজদ্বারে বিশেষতঃ।
যদ্বিদধ্যাৎ প্রতিনিধিঃ তন্নিয়ন্তুঃ কৃতির্ভবেৎ ॥ ১২৬ ॥
ন দণ্ডার্হঃ প্রতিনিধিঃ তথা দূতোঽপি সুব্রতে।
নিযোক্তৃকৃতদোষেণ বিধিরেষ সনাতনঃ ॥১২৭॥
ঋণে কৃষৌ চ বাণিজ্যে তথা সর্ব্বেষু কর্মসু।
যদ্‌যদঙ্গীকৃতং লোকৈঃ তৎ কার্য্যং ধর্ম্মসম্মতম্ ॥১২৮॥

পুমান্ সুতং পুত্রং কস্মৈচিন্ন দদ্যাৎ। তথৈকস্ত্রীকঃ স্ত্রিযং ন দদ্যাৎ। এককন্যশ্চ শৈবোদ্বাহে সুতাং কন্যাং ন দদ্যাৎ। পুত্রাদীনামদানে হেতুং দর্শয়ন্ পুমাংসং বিশিনষ্টি কথম্ভূতঃ পুমান্ পিতৃহিতঃ যতঃ পিতৃভ্যো হিতোঽতো ন দদ্যা দিত্যর্থঃ ॥১২৫॥

প্রতিনিধিনা বিহিতং যদ্দৈবাদিকং কর্ম্ম সর্ব্বমাত্মনৈব বিহিতং ভবে-দিত্যাহ, দৈব ইত্যাদিনা। দৈবে পিত্র্যে বাণিজ্যে চ কর্ম্মণি বিশেষতো রাজদ্বারে চ প্রতিনিধির্যদ্বিদধ্যাত্তন্নিয়ন্তুঃ প্রবর্ত্তয়িতুঃ কৃতির্ভবেৎ। দৈবে পিত্র্যে বাণিজ্যে ইতি নির্দ্ধারণে সপ্তমী। ক্রিয়তে ইতি কৃতিঃ। স্ত্রিয়াং ক্তিন্নিতি কর্ম্মণি ক্তিন্ ॥১২৬॥

ননু নিয়ন্ত্রা কৃতেনাপরাধেন প্রতিনিধিদূতৌ দণ্ডনীয়ৌ ভবেতাং ন বেত্যত আহ, নেত্যাদিনা। হে সুব্রতে শোভনব্রতশালিনি নিযোক্তৃকৃতদোষেণ নিযন্তৃ-বিহিতাপরাধেন প্রতিনিধিঃ তথা দূতশ্চাবোঽপি দণ্ডার্হো ন ভবেৎ। এষ সনাতনো নিত্যো বিধির্বিধানম্ ॥১২৭॥

ঋণকৃষ্যাদাবন্যেষু চ সকলকর্ম্মসু নিখিলস্যাঙ্গীকৃতস্যাবশ্যকরণীযতামাহ ঋণ ইত্যাদিনা। ঋণে কৃষৌ বাণিজ্যে বণিক্কর্ম্মণি চ তথান্যেষু সর্ব্বেষু কর্ম্মসু লোকৈ-র্জনৈর্ধর্ম্মসম্মতং যদ্‌যদঙ্গীকৃতং তৎ সর্ব্বং কার্য্যং বিধাতব্যম্। ধর্ম্মসম্মতমিত্যনেন পাপসম্মতং স্বীকৃতং সর্ব্বথা লোকানামকরণীযমিতি ধ্বনিতম্ ॥১২৮॥

দৈবকার্য্যে পিতৃকার্য্যে ও বাণিজ্যে, বিশেষতঃ রাজদ্বারে, নিযুক্ত প্রতিনিধি যাহা করিবে, তাহা স্বয়ং সেই নিয়োগকর্ত্তারই কৃত বলিয়া গণ্য হইবে।১২৬

সুব্রতে। চিরন্তন বিধি আছে যে, নিযোগকর্ত্তা যদি কোন দোষে দোষী হযেন, তাহা হইলে তদ্দোষে প্রতিনিধি বা দূত দণ্ডার্হ হইতে পারে না। ১২৭

ঋণবিষয়ে কৃষিবিষয়ে বাণিজ্যবিষয়ে এবং অন্যান্য সমুদায় কার্য্যেই, যেরূপ অঙ্গীকার করিবে, যদি তাহা ধর্ম্মসম্মত হয, তাহা হইলে সেইরূপই আচরণ করিতে হইবে।১২৮

অধীশেনাবিতং বিশ্বং নাশং যান্তি নিনঙ্ক্ষবঃ ঃ
তৎপাতৄন্ পাতি বিশ্বেশঃ তস্মাল্লোকহিতো ভবেৎ ॥ ১২৯ ॥

ইতি শ্রীমহানির্ব্বাণতন্ত্রে সর্ব্বতন্ত্রোত্তমোত্তমে সর্ব্বধর্ম্মনির্ণয়সারে
শ্রীমদাদ্যাসদাশিবসংবাদে সনাতনব্যবহারকথনং
নাম দ্বাদশোল্লাসঃ।

আত্মনো ভদ্রমভিলষদ্ভির্মানবৈর্লোকহিতৈষিব ভবিতব্যমিত্যাহ, অধীশে-নেত্যাদিনা। যতোঽধীশেন-জগদীশ্বরেণাবিতং রক্ষিতং বিশ্বং সংসারং নিনঙ্-ক্ষবো নাশয়িতুমিচ্ছবো জনাঃ স্বয়ং নাশং যান্তি প্রাপ্নুবন্তি। তৎপাতৄন্ বিশ্ব-পালকাংস্তু বিশ্বেশঃ পাতি রক্ষতি। তস্মাদ্ধেতোর্লোকহিতো জনো ভবেৎ। নশ্যতান্যান্তর্ভাবিতো ণ্যর্থঃ ॥১২৯॥

ইতি শ্রীমহানির্ব্বাণতন্ত্রটীকায়াং দ্বাদশোল্লাসঃ।

জগদীশ্বর এই জগৎ রক্ষা করিতেছেন, সুতরাং যাহারা এই জগতের অনিষ্ট সাধনে প্রবৃত্ত হয়, তাহারা স্বয়ংই বিনষ্ট হইয়া থাকে। পরন্তু যাহারা ঈশ্বর পালিত এই জগৎ রক্ষা করে, জগদীশ্বরও তাহাদিগকে রক্ষা করিয়া থাকেন। অতএব সর্ব্বদা জগতের হিতসাধনে রত হইবে। ১২৯

সনাতন ব্যবহার কথন নামক দ্বাদশ উল্লাস

সমাপ্ত।

ত্রয়োদশোল্লাসঃ ।

ইতি নিগদিতবন্তং দেবদেবং মহেশং
নিখিলনিগমসারং স্বর্গমোক্ষৈকবীজম্ ।
কলিমলকলিতানাং পাবনৈকান্তচিত্তা
ত্রিভুবনজনমাতা পার্ব্বতী প্রাহ ভক্ত্যা ॥ ১ ॥

শ্রীদেব্যুবাচ ।

মহদ্যোনেরাদিশক্তেঃ মহাকাল্যা মহাদ্যুতেঃ ।
সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভূতায়াঃ কথং রূপনিরূপণম্ ॥ ২ ॥

ইতীত্যাদি । নিগদিতবন্তং কথিতবন্তম্ । কলিমলকলিতানাং পাবনৈকান্তচিত্তা কলিমলৈঃ সংযুক্তানাং জনানাং পাবনে দৃঢ়মানসা ॥১॥

পার্ব্বতী মহেশং প্রতি কিমাহেত্যপেক্ষাযামাহ, মহদ্যোনেরিত্যাদিনা । মহদ্যোনেঃ মহত্তত্ত্বোৎপত্তিস্থানভূতায়াঃ ॥২॥

দেবদেব মহাদেব, নিখিল নিগমের সারভূত এবং স্বর্গ ও মোক্ষের একমাত্র বীজস্বরূপ এই সমুদায় উপদেশ-বাক্য কহিলে, কলিদোষ-কলুষিত জীবগণের পবিত্রতার নিমিত্ত নিতান্ত অভিলাষিণী ত্রিভুবন-জন-জননী পার্ব্বতী ভক্তিপূর্ব্বক কহিতে আরম্ভ করিলেন ।[১]

ভগবতী কহিলেন । যিনি মহদ্যোনি অর্থাৎ যাহা হইতে সমুদায় ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হইয়াছে এবং যাহা হইতে মহত্তত্ত্ব অবধি স্থূল সূক্ষ্ম সমুদায় জগৎ প্রকাশমান হইতেছে, যিনি মহাদ্যুতি অর্থাৎ সর্ব্বদা সর্ব্বত্রই অবিরল ভাবে প্রকাশমান আছেন, যিনি সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম অর্থাৎ যিনি নিতান্ত দুর্জ্ঞেয়, তাদৃশী আদ্যাশক্তি মহাকালীর রূপ নিরূপণ কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে ।[২] দেব । প্রাকৃতিক

রূপং প্রকৃতিকার্য্যাণাং সা তু সাক্ষাৎ পরাৎপরা ।
এতন্মে সংশয়ং দেব বিশেষাচ্ছেত্তুমর্হসি ॥ ৩ ॥

শ্রীসদাশিব উবাচ ।

উপাসকানাং কার্য্যায় পুরৈব কথিতং প্রিয়ে ।
গুণক্রিয়ানুসারেণ রূপং দেব্যাঃ প্রকল্পিতম্ ॥ ৪ ॥
শ্বেতপীতাদিকো বর্ণো যথা কৃষ্ণে বিলীয়তে ।
প্রবিশন্তি তথা কাল্যাং সর্ব্বভূতানি শৈলজে ॥ ৫ ॥
অতস্তস্যাঃ কালশক্তেঃ নির্গুণায়া নিরাকৃতেঃ ।
হিতায়াঃ প্রাপ্তযোগানাং বর্ণঃ কৃষ্ণো নিরূপিতঃ ॥ ৬ ॥

রূপমিত্যাদি । সা মহাকালী । এতৎ এতম্ ॥৩॥

অত্রোত্তরং শ্রীসদাশিব উবাচ । উপাসকানামিত্যাদিভির্দ্দশভিঃ । হে প্রিয়ে উপাসকানাং জনানাং কার্য্যায় গুণক্রিয়ানুসারেণ দেব্যা মহাকাল্যা রূপং কল্পিতং নতু বাস্তবমিতি পুরৈব ময়া কথিতম্ ॥ ৪ ॥

শ্বেতেত্যাদি । হে শৈলজে পার্ব্বতি যথা কৃষ্ণে বর্ণে শ্বেতপীতাদিকো বর্ণো বিলীয়তে বিশেষেণ লীনো ভবতি তথৈব কাল্যামপি ভূতানি প্রবিশন্তি প্রলীয়ন্তে । অতো হেতোস্তস্যাঃ কাল্যা বর্ণঃ কৃষ্ণো নিরূপিতঃ কথিত ইত্যন্বয়ঃ । প্রাপ্তযোগানাং লব্ধজ্ঞানরূপমোক্ষোপায়ানাম্ ॥৬॥

কার্য্য অর্থাৎ প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন পাঞ্চভৌতিক ঘট পট প্রভৃতিরই রূপ আছে । মহাকালী সাক্ষাৎ পরাৎপরা, তাঁহার আবার রূপ কিরূপে সম্ভাবিত হইতে পারে ! এই বিষয়ে আমার বিশেষরূপ সংশয় আছে, আপনি আমার এই সংশয় অপনয়ন করুন ৷৩

শ্রীসদাশিব কহিলেন । প্রিয়ে । আমি পূর্ব্বেই তোমার নিকট বলিয়াছি যে, উপাসকদিগের কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্তই গুণ ও ক্রিয়া অনুসারে দেবীর রূপ কল্পনা করা হইয়াছে, বাস্তবিক তাঁহার কোন প্রকার রূপ নাই । শৈলতনয়ে । শ্বেত পীত প্রভৃতি সমুদায় বর্ণই যেমন একমাত্র কৃষ্ণবর্ণে বিলীন হয়, তাহার ন্যায় সমুদায় পদার্থই আদ্যাকালীতে বিলীন হইয়া থাকে, এই কারণেই যোগারূঢ় মহাত্মারা সেই নির্গুণা নিরাকারা বিশ্বহিতৈষিণী কাল-

নিত্যায়াঃ কালরূপায়া অব্যয়ায়াঃ শিবাত্মনঃ।
অমৃতত্বাল্ললাটেঽস্যাঃ শশিচিহ্নং নিরূপিতম্ ॥ ৭ ॥
শশিসূর্য্যাগ্নিভির্নেত্রৈঃ অখিলং কালিকং জগৎ।
সম্পশ্যতি যতস্তস্মাৎ কল্পিতং নয়নত্রয়ম্ ॥ ৮ ॥
গ্রসনাৎ সর্ব্বসত্ত্বানাং কালদন্তেন চর্ব্বণাৎ।
তদ্রক্তসঙ্ঘো দেবেশ্যা বাসোরূপেণ ভাষিতম্ ॥ ৯ ॥
সময়ে সময়ে জীব-রক্ষণং বিপদঃ শিবে।
প্রেরণং স্বস্বকার্য্যেষু বরশ্চাভয়মীরিতম্ ॥ ১০ ॥

নিত্যায়া ইত্যাদি। নিত্যায়া. বৃদ্ধত্বশূন্যায়া অব্যয়ায়া অপক্ষয়রহিতায়াঃ শিবাত্মনঃ কল্যাণস্বরূপায়াঃ কালরূপায়া অস্যাঃ কাল্যা অমৃতত্বাৎ হেতোর্ললাটে শশিচিহ্নং নিরূপিতং কথিতম্ ॥ ৭ ॥

শশীত্যাদি। কালিকং কালসম্ভবম্ ॥ ৮ ॥

গ্রসনাদিত্যাদি। সর্ব্বসত্ত্বানাম্। অশেষজন্তূনাম্। কালদন্তেন কালরূপেণ দন্তেন। তদ্রক্তসঙ্ঘঃ সর্ব্বসত্ত্বরুধিরসমূহঃ ॥ ৯ ॥

সময়ে ইত্যাদি। হে শিবে সময়ে সময়ে কালে কালে বিপদঃ সকাশাৎ জীবানাং রক্ষণং স্বস্বকার্য্যেষু প্রেরণং চ কালিকায়া বরশ্চাভয়মীরিতম্। বিপত্তৌ জীবানাং রক্ষণমভয়ং কথিতং স্বস্বকার্য্যেষু প্রেরণং বরঃ কথিত ইত্যর্থঃ ॥১০॥

শক্তির (কালীর) বর্ণ কৃষ্ণ বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন।[৬] তিনি নিত্যা (উৎপত্তিবিনাশ-রহিতা ও চিরাবস্থিতা), অব্যয়া (ক্ষয়াপচয়-রহিতা), কালরূপা, শিবাত্মিকা কল্যাণময়ী, এই নিমিত্ত তিনি অমৃতস্বরূপা বলিয়া তাঁহার ললাটে অমৃতময়ী চন্দ্রকলা কল্পিত হইয়াছে।[৭] তিনি চন্দ্র সূর্য্য ও অগ্নিরূপ নয়নত্রয় দ্বারা নিয়ত এই কালসম্ভূত জগৎ পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন, এই কারণে মহাত্মারা তাহার নয়নত্রয় কল্পনা করিয়াছেন।[৮] তিনি প্রলয়কালে সমুদায় প্রাণীকে গ্রাস করেন ও কালদন্ত দ্বারা চর্ব্বণ করেন, এই কারণে সর্ব্ব-প্রাণীর রুধিরসমূহ সেই মহেশ্বরীর বস্ত্রবসন রূপে পরিকল্পিত হইয়াছে।[৯] শিবে! অনাদিকাল হইতে যথাযথ সময়ে তিনি জীবগণকে স্ব স্ব কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করেন এবং সর্ব্বদা বিপদ্ হইতে উদ্ধার ও রক্ষা করিয়া থাকেন; এই কারণে তাঁহার করদ্বয়ে বর ও অভয় ভাব কল্পনা করা হইয়াছে।[১০]

রজোজনিতবিশ্বানি বিষ্টভ্য পরিতিষ্ঠতি।
অতো হি কথিতং ভদ্রে রক্তপদ্মাসনস্থিতা ॥ ১১ ॥
ক্রীড়ন্তং কালিকং কালং পীত্বা মোহময়ীং সুরাম্।
পশ্যন্তী চিন্ময়ী দেবী সর্ব্বসাক্ষিস্বরূপিণী ॥ ১২ ॥
এবং গুণানুসারেণ রূপাণি বিবিধানি চ।
কল্পিতানি হিতার্থায় ভক্তানামল্পমেধসাম্ ॥ ১৩ ॥

শ্রীদেব্যুবাচ।

ধ্যানং যৎ কথিতং কাল্যা জীবনিস্তারহেতবে।
তস্যানুরূপতো মূর্ত্তিং মৃণ্ময়ীং বা শিলাময়ীম্ ॥ ১৪ ॥

রজ ইত্যাদি। বিষ্টভ্য অবলম্ব্য ॥ ১১ ॥

ক্রীড়ন্তমিত্যাদি। কালিকং কালসম্ভবং জগৎ। চিন্ময়ী জ্ঞানস্বরূপা ॥১২॥১৩॥

আদ্যায়াঃ কালিকায়াস্তদন্যানাং চ দেবতানাং প্রতিমায়া গৃহাদীনাঞ্চ প্রতিষ্ঠা-বিধানং ফলং গৃহাদিপ্রদানফলঞ্চ শ্রোতুমিচ্ছন্তী শ্রীদেব্যুবাচ, ধ্যানমিত্যাদিনা।

ভদ্রে। তিনি রজোগুণজনিত বিশ্বে সর্ব্বতোভাবে অধিষ্ঠান করিতেছেন, এই কারণে কথিত হইয়া থাকে যে, তিনি রক্তকমলাসনে সমাসীনা রহিয়াছেন।[১১] সৃষ্টিসময়সম্ভূত সৃষ্টিকালব্যাপী মহাকাল মোহময়ী সুরা পান করিয়া ক্রীড়া করিতেছেন, অর্থাৎ কালপ্রভাবে কোথাও শূন্যময় স্থান নূতন জগতে পরিপূর্ণ হইতেছে, কোথাও প্রাণিপুঞ্জে পরিপূর্ণ জগৎ শূন্যময় হইতেছে, কোথাও গাঢ় অন্ধকারময় স্থান আলোকময় হইতেছে, কোথাও অপূর্ণ আলোকময় স্থান অন্ধকারময় হইয়া যাইতেছে, প্রত্যেক জগৎ—প্রত্যেক নক্ষত্র যথাপথে ধাবমান হইতেছে, সর্ব্বসাক্ষিস্বরূপিণী চিন্ময়ী দেবী ইহা দর্শন করিতেছেন।[১২] অল্পজ্ঞান-সম্পন্ন ভক্তবৃন্দের হিতানুষ্ঠানের নিমিত্ত উক্ত প্রকার গুণানুসারেই সেই ভগবতীর বহুবিধ রূপ পরিকল্পিত হইয়াছে।[১৩]

শ্রীদেবী কহিলেন। দেবদেব। জীবগণের নিস্তারের নিমিত্ত আপনি যে মহাকালীর (মূর্ত্তিভেদে নানারূপ) ধ্যান উল্লেখ করিয়াছেন, যদি সেই ধ্যানানুরূপ

দারুধাতুময়ীং বাপি নির্ম্মায় যদি সাধকঃ।
বিচিত্রভবনং কৃত্বা বস্ত্রালঙ্কারভূষিতাম্।
স্থাপয়েত্তত্র দেবেশীং কিং ফলং তস্য জায়তে ॥ ১৫ ॥
প্রতিষ্ঠা কেন বিধিনা তস্যাঃ প্রতিকৃতেঃ প্রভো।
কর্ত্তব্যা তদশেষেণ কৃপয়া মে প্রকাশ্যতাম্ ॥ ১৬ ॥
বাপীকূপগৃহারাম-দেবপ্রতিকৃতেস্তথা।
প্রতিষ্ঠা সূচিতা পূর্ব্বং গদিতা ন বিশেষতঃ ॥ ১৭ ॥
তদ্বিধানমপি শ্রোতুম্ ইচ্ছামি ত্বন্মুখাম্বুজাৎ।
কথ্যতাং পরমেশান কৃপয়া যদি রোচতে ॥ ১৮ ॥

হে প্রভো জীবনিস্তারহেতবে কাল্যা যদ্ধ্যানং কথিতং তস্য ধ্যানস্যানুরূপতো মৃণ্ময়ীং মৃত্তিকাবিকারভূতাং শিলাময়ীং দারুধাতুময়ীং বা মূর্ত্তিং নির্ম্মায় বিচিত্রং ভবনং কৃত্বা তত্র ভবনে বস্ত্রালঙ্কারভূষিতাং দেবেশীং কালীং সাধকো যদি স্থাপয়েত্তদা তস্য সাধকস্য কিং ফলং জায়তে ইত্যন্বয়ঃ। প্রতিকৃতেঃ প্রতিমায়াঃ ॥ ১৪ ॥ ১৫ ॥ ১৬ ॥ ১৭ ॥

তদ্বিধানমিত্যাদি। অপিনা ফলম্ ॥ ১৮ ॥

মূর্ত্তি কোন সাধক মৃণ্ময়ী শিলাময়ী দারুময়ী অথবা ধাতুময়ী প্রস্তুত করিয়া ঐ মূর্ত্তি বস্ত্রালঙ্কারে বিভূষিত করণান্তর নবনির্ম্মিত বিচিত্র ভবনে ঐ দেবতাকে প্রতিষ্ঠিত করে, তাহা হইলে তাহার কি ফল হইবে ?[১৪,১৫] প্রভো। কিরূপ বিধান অনুসারেই বা সেই প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে ? তাহা কৃপা করিয়া সম্পূর্ণরূপে আমার নিকট ব্যক্ত করুন।[১৬]

আপনি পূর্ব্বে বাপী কূপ গৃহ আরাম ও দেবপ্রতিমা, এতৎসমুদায়ের প্রতিষ্ঠারও উল্লেখ করিয়াছেন, পরন্তু বিশেষরূপে কিছুই বলেন নাই।[১৭] মহেশ্বর ! আমি আপনার মুখকমল হইতে সেই সমুদায় বিধানও শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি। যদি আপনকার অভিরুচি হয় কৃপা করিয়া বলুন।[১৮]

শ্রীসদাশিব কহিলেন। পরমেশ্বরি ! তুমি যে সমুদায় তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলে

শ্রীসদাশিব উবাচ।

গুহ্যমেতৎ পরং তত্ত্বং যৎ পৃষ্টং পরমেশ্বরি।
কথয়ামি তব স্নেহাৎ সমাহিতমনাঃ শৃণু ॥ ১৯ ॥
সকামাশ্চৈব নিষ্কামা দ্বিবিধা ভুবি মানবাঃ।
অকামানাং পদং মোক্ষঃ কামিনাং ফলমুচ্যতে ॥ ২০ ॥
যো যদ্দেবপ্রতিকৃতিং প্রতিষ্ঠাপয়তি প্রিয়ে।
স তল্লোকমবাপ্নোতি ভোগানপি তদুদ্ভবান্ ॥ ২১ ॥
মৃন্ময়ে প্রতিবিম্বে তু বসেৎ কল্পাযুতং দিবি।
দারুপাষাণধাতূনাং ক্রমাদ্দশগুণাধিকম্ ॥ ২২ ॥

শ্রীদেব্যৈবং প্রার্থিতঃ সন্ শ্রীসদাশিব উবাচ, গুহ্যমেতদিত্যাদিনা
॥ ১৯ ॥ ২০ ॥ ২১ ॥

মৃন্ময়ে ইত্যাদি। প্রতিবিম্বে প্রতিমায়াম্। অত্র প্রতিষ্ঠাপিতে সতি ইত্যধ্যাহার্য্যম্ ॥ ২২ ॥

তাহা অতীব গোপনীয়। তোমার প্রতি স্নেহবশতঃ আমি বলিতেছি, তুমি সমাহিত হৃদয়ে শ্রবণ কর।[১৯]

এই ভূমণ্ডল-মধ্যে মানব দুই প্রকার, সকাম ও নিষ্কাম। যাহারা নিষ্কাম, তাহারা মোক্ষপদ-প্রাপ্ত হয়, যাহারা কামী তাহারা যেরূপ ফল প্রাপ্ত হইবে, এক্ষণে তাহা বলিতেছি।[২০]

প্রিয়ে। যে ব্যক্তি যে দেবতার প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করে, সে ব্যক্তি সেই দেবলোকে গমন করিয়া সেই দেবতার প্রসাদে নানাবিধ ভোগ্য বস্তু ভোগ করিয়া থাকে।[২১] যে ব্যক্তি মৃন্ময়ী প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত করে, সে ব্যক্তির দশ সহস্র কল্প স্বর্গে বাস হয়। দারুময়ী প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিলে তাহার দশগুণ কাল অর্থাৎ লক্ষকল্প, পষাণময়ী প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিলে তাহার শতগুণ সময় অর্থাৎ দশলক্ষ কল্প, ধাতুময়ী প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিলে তাহার সহস্রগুণ সময় অর্থাৎ কোটিকল্প, দেবলোকে বাস হইয়া থাকে।[২২]

তৃণকাষ্ঠাদিরচিতং ধ্বজবাহনসংযুতম্।
মন্দিরং দেবমুদ্দিশ্য কামমুদ্দিশ্য বা নরঃ।
সংস্কুর্য্যাদুৎসৃজেদ্বাপি তস্য পুণ্যং নিশাময়॥ ২৩॥
তৃণাদিনির্ম্মিতং গেহং যো দদ্যাৎ পরমেশ্বরি।
বর্ষকোটিসহস্রাণি স বসেদ্দেববেশ্মনি॥ ২৪॥
ইষ্টকাগৃহদানে তু তস্মাচ্ছতগুণং ফলম্।
ততোঽযুতগুণং পুণ্যং শিলাগেহপ্রদানতঃ॥ ২৫॥
সেতুসংক্রমদাতাদ্যে যমলোকং ন পশ্যতি।
সুখং সুরালয়ং প্রাপ্য মোদতে স্বর্নিবাসিভিঃ॥ ২৬॥

তৃণেত্যাদি। নিশাময় শৃণু॥২৩॥২৪॥২৫॥২৬॥২৭॥

যে ব্যক্তি দেবতার প্রীতির উদ্দেশে অথবা কোন কামনা করিয়া ধ্বজ ও বাহনের সহিত তৃণকাষ্ঠাদি-নির্ম্মিতগৃহ নির্ম্মাণ করিয়া উৎসর্গ করিবে, বা ঐরূপ উৎকৃষ্ট গৃহের সংস্কার করিয়া দিবে, তাহার যেরূপ পুণ্য হইবে, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর।২৩ পরমেশ্বরি। যে ব্যক্তি তৃণাদি-নির্ম্মিত গৃহ দেবোদ্দেশে উৎসর্গ করিবে, সে ব্যক্তি সহস্রকোটি বৎসর দেবলোকে বাস করিবে।২৪ যে ব্যক্তি ইষ্টক-নির্ম্মিত গৃহ উৎসর্গ করিবে, সে ব্যক্তি ইহার শতগুণ ফল প্রাপ্ত হইবে। আর যে ব্যক্তি প্রস্তর-নির্ম্মিত গৃহ প্রদান করিবে, সে ব্যক্তি উহার দশ সহস্রগুণ ফল ভোগ করিবে।২৫

আদ্যে! যে ব্যক্তি সেতু ও সংক্রম (৩৪৩) নির্ম্মাণ করিয়া দেয় তাহাকে আর যমলোক দর্শন করিতে হয় না। সে ব্যক্তি পরমসুখে সুরলোকে

---

(৩৪৩)—জলময় ভূমিতে অথবা অন্যান্য দুর্গম ভূমিতে যে উচ্চ ও অল্প-প্রশস্ত গমনাগমনের পথ প্রস্তুত হয়, তাহার নাম সংক্রম। সেতু ও সংক্রমে ভেদ এই যে, গভীর জলাদির উপরি যে শূন্যগর্ভ পথ, তাহা সেতু, এবং গভীরতা শূন্য স্থানে তলদেশ হইতে মৃত্তিকাদি নিক্ষেপে ক্রমশঃ উচ্চ করিয়া যে ভূমির উপরি প্রস্তুত অশূন্যগর্ভ পথ, তাহা সংক্রম। আবার সেতু ও সংক্রম অনেক স্থলে একার্থেও ব্যবহৃত হয়।

বৃক্ষারামপ্রতিষ্ঠাতা গত্বা ত্রিদশমন্দিরম্।
কল্পপাদপবৃন্দেষু নিবসন্ দিব্যবেশ্মনি।
ভুঙ্‌ক্তে মনোরমান্ ভোগান্ মনসো যানভীপ্সিতান্ ॥ ২৭ ॥
প্রীতয়ে সর্ব্বসত্ত্বানাং যে প্রদদ্যুর্জলাশয়ম্।
বিধূতপাপাস্তে প্রাপ্য ব্রহ্মলোকমনাময়ম্।
নিবসেয়ুঃ শতং বর্ষান্ অম্ভসাং প্রতিশীকরম্ ॥ ২৮ ॥
যো দদ্যাদ্বাহনং দেবি দেবতাপ্রীতিকারকম্।
স তেন রক্ষিতো নিত্যং তল্লোকে নিবসেচ্চিরম্ ॥২৯॥
মৃণ্ময়ে বাহনে দত্তে যৎ ফলং জায়তে ভুবি।
দারুজে তদ্দশগুণং শিলাজে তদ্দশাধিকম্ ॥ ৩০ ॥

প্রীতয়ে ইত্যাদি। জলাশয়ং বাপীকূপাদিকম্। অনাময়ং নিরুপদ্রবম্। প্রতিশীকরং প্রত্যম্বুকণম্ ॥২৮॥

য ইত্যাদি। তল্লোকে তস্য দেবস্য লোকে ॥২৯॥৩০॥

গমন করিয়া স্বর্গবাসীদিগের সহিত আনন্দসন্দোহ সম্ভোগ করে।২৫ যে ব্যক্তি বৃক্ষ ও উদ্যান প্রতিষ্ঠা করে, সে ব্যক্তি দেবলোকে গমন করিয়া কল্পপাদপবৃন্দ-বিরাজিত দিব্য গৃহে বাস করিয়া যথাভিলষিত মনোরম ভোগ্য বস্তু সমুদায় ভোগ করিয়া থাকে।২৭

সর্ব্বপ্রাণীর তৃপ্তির উদ্দেশে যে ব্যক্তি জলাশয় উৎসর্গ করে, সে ব্যক্তি পাপরহিত হইয়া অনাময় ব্রহ্মলোকে গমন পূর্ব্বক, সেই জলাশয়-মধ্যে যতগুলি জলকণা থাকে, তত শত বৎসর সেই স্থানে বাস করিতে পারে।২৮ দেবি! যে ব্যক্তি দেবতার প্রীতির উদ্দেশে যথাযোগ্য বাহন উৎসর্গ করিবে, সে সেই বাহন কর্ত্তৃক নিয়ত পরিরক্ষিত হইয়া সেই দেবলোকেই বহুকাল বাস করিবে।২৯পরন্তু এই ভূমণ্ডলে মৃন্ময় বাহন উৎসর্গ করিলে যে ফল হয়, কাষ্ঠনির্ম্মিত বাহন দানে তাহার দশগুণ ফল হইয়া থাকে, এবং প্রস্তর নির্ম্মিত বাহন দান করিলে তাহা

বিস্তিকাকাংস্যতাম্রাদি-নির্ম্মিতে দেববাহনে।
দত্তে ফলমবাপ্নোতি ক্রমাৎ শতগুণাধিকম্॥ ৩১॥
দেব্যাগারে মহাসিংহং বৃষভং শঙ্করালয়ে।
গরুড়ং কৈশবে গেহে প্রদদ্যাৎ সাধকোত্তমঃ॥ ৩২॥
তীক্ষ্ণদংষ্ট্রঃ করালাস্যঃ শটাশোভিতকন্ধরঃ।
চতুরঙ্ঘ্রির্বজ্রনখো মহাসিংহঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥ ৩৩॥
শৃঙ্গায়ুধঃ শুভ্রকায়ঃ * চতুষ্পাদসিতক্ষুরঃ।
বৃহৎককুৎ কৃষ্ণপুচ্ছঃ শ্যামস্কন্ধো বৃষঃ স্মৃতঃ॥ ৩৪॥

বিস্তিকেত্যাদি। বিস্তিকা পিত্তলম্॥ ৩১॥ ৩২॥

মহাসিংহস্বরূপমাহ তীক্ষ্ণদংষ্ট্র ইত্যাদ্যেকেন। করালাস্যঃ দন্তুরবদনঃ। শটা-শোভিতকন্ধরঃ শটয়া পরস্পরশ্লিষ্টরোমবিশেষসমূহেন শোভিতা কন্ধরা যস্য তথাভূতঃ। চতুরঙ্ঘ্রিঃ চতুষ্পাৎ॥ ৩৩॥

বৃষভস্বরূপমাহ, শৃঙ্গায়ুধ ইত্যাদ্যেকেন। অসিতক্ষুরঃ নীলখুরঃ॥ ৩৪॥

হইতেও দশগুণ ফল লাভ হয়।[৩০] পিত্তল কাংস্য তাম্র প্রভৃতি ধাতুর দ্বারা নির্ম্মিত দেববাহন দান করিলে যথাক্রমে শতগুণ অধিক ফল হয়।[৩১]

উক্ত কারণবশতঃ যাঁহারা পরম সাধক, তাঁহাদের কর্ত্তব্য এই যে তাঁহারা ভগবতীর গৃহে মহাসিংহ, শিবমন্দিরে বৃষভ এবং বিষ্ণুমন্দিরে গরুড় নির্ম্মাণ করিয়া প্রদান করিবেন।[৩২] যাহার দন্ত সকল তীক্ষ্ণ যাহার বদনমণ্ডল ভীষণ যাহার স্কন্ধদেশ (ঘাড) কেশরসমূহ দ্বারা সুশোভিত, যাহার পদচতুষ্টয়ের নখ বজ্রসদৃশ কঠিন তাদৃশ জন্তুকেই মহাসিংহ বলা যায়।[৩৩] যাহার শরীর শুভ্রবর্ণ, যাহার মস্তক শৃঙ্গদ্বয় দ্বারা সুশোভিত, যাহার পদচতুষ্টয়ের ক্ষুর কৃষ্ণবর্ণ, যাহার পৃষ্ঠে বৃহৎ ককুদ্ আছে, যাহার স্কন্ধদেশ শ্যামবর্ণ, যাহার পুচ্ছ কৃষ্ণবর্ণ, তাহাকে বৃষভ বলা যায়। (ফলতঃ উক্ত প্রকার মহাসিংহ দেবীর মন্দিরে এবং উক্ত প্রকার মহাবৃষভ মহাদেবের মন্দিরে স্থাপন করিতে হয়।)[৩৪] গরুড়ের স্বরূপ

---

* শুদ্ধকায় ইতি পাঠান্তরম্।

গরুড়ঃ পক্ষিজঙ্ঘস্তু নরাস্যো দীর্ঘনাসিকঃ।
পাদসঙ্কোচসংবিষ্টঃ পক্ষযুক্তঃ কৃতাঞ্জলিঃ ॥ ৩৫ ॥
পতাকাধ্বজদানেন দেবপ্রীতিঃ শতং সমাঃ।
ধ্বজদণ্ডস্তু কর্ত্তব্যো দ্বাত্রিংশদ্ধস্তসম্মিতঃ ॥ ৩৬ ॥
সুদৃঢ়শ্ছিদ্ররহিতঃ সবলঃ শুভদর্শনঃ।
বেষ্টিতো রক্তবস্ত্রেণ কোটৌ চক্রসমন্বিতঃ ॥ ৩৭ ॥
পতাকা তত্র সংযোজ্যা তত্তদ্বাহনচিহ্নিতা।
প্রশস্তমূলা সূক্ষ্মাগ্রা দিব্যবস্ত্রবিনির্ম্মিতা।
শোভমানা ধ্বজাগ্রে যা পতাকা সা প্রকীর্ত্তিতা ॥ ৩৮ ॥

গরুড়স্বরূপমাহ, গরুড় ইত্যাদোকেন। নরাস্যঃ মনুষ্যমুখঃ ॥ ৩৫ ॥

পতাকেত্যাদি। তত্র পতাকাধ্বজদানেন পতাকাসহিতধ্বজসমর্পণেন শতং সমাঃ শতবর্ষাণি দেবপ্রীতির্ভবতি। তযোর্মধ্যে পূর্ব্বং ধ্বজস্বরূপমাহ, ধ্বজদণ্ড ইত্যাদিনা সার্দ্ধেন। কোটৌ অগ্রভাগে ॥ ৩৬ ॥ ৩৭ ॥

পতাকেত্যাদি। তত্র ধ্বজদণ্ডপতাকামাহ, তত্তদ্বাহনচিহ্নিতেত্যাদিনা সপাদ-শ্লোকেন। ধ্বজাগ্রে ধ্বজদণ্ডাগ্রভাগে ॥ ৩৮ ॥

পক্ষীর ন্যায়, বদনমণ্ডল মনুষ্যের ন্যায়, কিন্তু নাসিকা সুদীর্ঘ হবে, ইহার পক্ষদ্বয় থাকিবে, এই গরুড় পদদ্বয় সঙ্কুচিত করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে উপবিষ্ট থাকিবে। (এইরূপ গরুড় মূর্ত্তি বাসুদেবের মন্দিরে স্থাপন করিতে হয়।)[৩৫]

দেবালয়ে ধ্বজ-পতাকা দান করিলে দেবতার শতবর্ষব্যাপিনী প্রীতি হয়। পরন্তু ধ্বজদণ্ড নির্ম্মাণ করিতে হইলে তাহা বত্রিশ হস্ত দীর্ঘ করা কর্ত্তব্য।[৩৬] এই ধ্বজদণ্ড সুদৃঢ় ছিদ্ররহিত সবল সুদৃশ্য ও রক্তবস্ত্র দ্বারা-বেষ্টিত হইবে। তাহার অগ্রভাগে বিষ্ণুচক্র থাকিবে।[৩৭]

এই ধ্বজদণ্ডের অগ্রভাগে তত্তদ্বাহনচিহ্নিতা পতাকা সংযুক্ত করিতে হইবে। পতাকা রমণীয় বস্ত্র দ্বারা প্রস্তুত করিতে হইবে। তাহার মূলদেশ প্রশস্ত ও অগ্রভাগ ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইবে। এবং যে যে দেবতার উদ্দেশে

বাসোভূষণপর্য্যঙ্ক-যানসিংহাসনানি চ।
পানপ্রাশনতাম্বূল-ভাজনানি পতদ্‌গ্রহম্‌ ॥ ৩৯ ॥
মণিমুক্তাপ্রবালাদি-বস্ত্বান্যাত্মপ্রিয়ঞ্চ যৎ।
যো দদ্যাদ্দেবমুদ্দিশ্য শ্রদ্ধাভক্তিসমন্বিতঃ।
স তল্লোকং সমাসাদ্য তত্তৎকোটিগুণং লভেৎ ॥ ৪০ ॥
কামিনাং ফলমিত্যুক্তং ক্ষয়িষ্ণু স্বপ্নরাজ্যবৎ।
নিষ্কামানান্তু নির্ব্বাণং পুনরাবৃত্তিবর্জ্জিতম্‌ ॥ ৪১ ॥
জলাশয়গৃহারাম-সেতুসংক্রমশাখিনাম্‌।
দেবতানাং প্রতিষ্ঠায়াং বাস্তুদৈত্যং প্রপূজয়েৎ ॥ ৪২ ॥
অনর্চ্চয়িত্বা যো বাস্তুং কুর্য্যাৎ কর্ম্মাণি মানবঃ।
বিঘ্নং তস্যাচরেদ্বাস্তুঃ পরিবারগণৈঃ সহ ॥ ৪৩ ॥

বাস ইত্যাদি। পতদ্‌গ্রহং মুখাৎ পততো জলতাম্বূলাদের্গ্রাহকং পাত্র-বিশেষম্‌ ॥ ৩৯ ॥

মণীত্যাদি। সমাসাদ্য সংপ্রাপ্য ॥৪০॥৪১॥৪২॥৪৩॥

পতাকা প্রদত্ত হইবে, পূর্ব্বোক্তরূপ সেই সেই বাহন চিহ্নিত এবং অগ্রোক্ত লক্ষণাদি সমন্বিত যাহা ধ্বজাগ্রে শোভমান হইয়া থাকে, তাহারই নাম পতাকা।৩৮

যে ব্যক্তি বস্ত্র, অলঙ্কার, পর্য্যঙ্ক, যান, সিংহাসন, পানপাত্র, ভোজনপাত্র, তাম্বূলপাত্র, পিকদান,৩৯ মণিমুক্তা প্রবাল প্রভৃতি বস্তু ও অন্যান্য আত্মপ্রিয় বস্তু দেবতার উদ্দেশে শ্রদ্ধা-ভক্তি-সমন্বিত হৃদয়ে দান করে, সে ব্যক্তি সেই সেই দেবলোকে গমন করিয়া সেই সেই দত্ত বস্তুর কোটিগুণ লাভ করিতে পারে।৪০

যাহারা কামনা পূর্ব্বক কর্ম্ম করে, তাহাদের ফল স্বপ্নলব্ধ রাজ্য-সদৃশ ক্ষয়-শীল, এবং যাঁহারা নিষ্কাম হইয়া কর্ম্ম করেন, তাঁহাদের আর পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করিতে হয় না, তাঁহারা নির্ব্বাণ-মুক্তিপদ লাভ করেন।৪১

জলাশয়প্রতিষ্ঠা গৃহপ্রতিষ্ঠা আরামপ্রতিষ্ঠা সেতুপ্রতিষ্ঠা সংক্রমপ্রতিষ্ঠা বৃক্ষ-প্রতিষ্ঠা ও দেবপ্রতিষ্ঠার সময় বাস্তুপুরুষের পূজা করিবে।৪২ যে মনুষ্য অগ্রে বাস্তু-

কপিলাস্যঃ পিঙ্গকেশো ভীষণো রক্তলোচনঃ।
কোটরাক্ষো লম্বকর্ণো দীর্ঘজঙ্ঘো মহোদরঃ ॥ ৪৪ ॥
অশ্বতুণ্ডঃ কাককণ্ঠঃ বজ্রবাহুর্ব্রতান্তকঃ।
এতে পরিকরা বাস্তোঃ পূজনীয়াঃ প্রযত্নতঃ ॥ ৪৫ ॥
মণ্ডলং শৃণু বক্ষ্যামি যত্র বাস্তুং প্রপূজয়েৎ ॥ ৪৬ ॥
বেদ্যাং বা সমদেশে বা শস্তাম্ভিরুপলেপিতে।
বায়বীশকোণয়োর্মধ্যে হস্তমাত্রপ্রমাণতঃ।
সূত্রপাতক্রমেণৈব রেখামেকাং প্রকল্পয়েৎ ॥ ৪৭ ॥
ঈশানাদগ্নিপর্য্যন্তম্ অপরাং রচয়েত্তথা।
আগ্নেয়ান্নৈর্ঋতং যাবৎ নৈর্ঋতাদ্বায়বাবধি ॥ ৪৮ ॥

অথ বাস্তুদৈত্যস্য পরিবারানাহ. কপিলাস্য ইত্যাদিনা সার্দ্ধেন। পরিকরাঃ পরিবারাঃ ॥৪৪॥৪৫॥৪৬॥

বাস্তুপ্রপূজনার্থং মণ্ডলমেবাহ, বেদ্যাং বেত্যাদিভিঃ। বেদ্যাং বা শস্তাম্ভিঃ প্রশস্তৈর্জ্জলৈরুপলেপিতে সমদেশে বা বায়বীশকোণয়োর্মধ্যে সূত্রপাতক্রমেণৈব হস্তমাত্রপ্রমাণত একাং রেখাং প্রকল্পয়েৎ। তথা তেনৈব প্রকারেণ ঈশানাৎ

পুরুষের পূজা না করিয়া দেবপ্রতিষ্ঠা প্রভৃতি কোন কর্ম্ম করে, বাস্তুপুরুষ নিজ পরিকরগণের সহিত মিলিত হইয়া তাহার তৎকর্ম্মে বিঘ্ন করিয়া দিয়া থাকেন।৪৩ কপিলাস্য, পিঙ্গকেশ, ভীষণ, রক্তলোচন, কোটরাক্ষ, লম্বকর্ণ, দীর্ঘজঙ্ঘ, মহোদর,৪৪ অশ্বতুণ্ড, কাককণ্ঠ, বজ্রবাহু, ও ব্রতান্তক, এই দ্বাদশ দানব বাস্তুপুরুষের পরিকর। বাস্তুপুরুষের পূজাকালে যত্নপূর্ব্বক ইহাঁদেরও পূজা করিতে হইবে।৪৫ যে মণ্ডলে বাস্তুপুরুষের পূজা করিতে হইবে, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর।৪৬

বেদীতে বা নির্ম্মল সলিল দ্বারা উত্তমরূপে পরিমার্জ্জিত কোন সমতল ভূমিতে, প্রথমে বায়ুকোণ হইতে আরম্ভ করিয়া ঈশানকোণ পর্য্যন্ত একহস্ত-পরিমিত একটি সরল রেখা অঙ্কিত করিতে হইবে।৪৭ পরে ঐ ঈশানকোণ হইতে অগ্নিকোণ পর্য্যন্ত ঐরূপ আর একটি একহস্ত-পরিমিত সরল রেখা অঙ্কিত করিবে। অনন্তর অগ্নিকোণ হইতে নৈর্ঋতকোণ পর্য্যন্ত এবং নৈর্ঋতকোণ হইতে বায়ুকোণ পর্য্যন্ত৪৮ এইরূপ একএকটি সরল রেখা অঙ্কিত করিলে একটি

দত্ত্বা রেখে চতুষ্কোণম্ একং মণ্ডলমালিখেৎ ॥ ৪৯ ॥
কোণসূত্রে পাতয়িত্বা চতুর্দ্ধা বিভজেত্তু তৎ।
যথা তত্র ভবেদ্দেবি মৎস্যপুচ্ছচতুষ্টয়ম্ ॥ ৫০ ॥
ততো ভিত্ত্বা পুচ্ছমূলং বারুণাদ্বাসবাবধি।
কৌবেরাদ্‌যাম্যপর্য্যন্তং দদ্যাদ্রেখাদ্বয়ং সুধীঃ ॥ ৫১ ॥
ততশ্চতুর্ষু কোণেষু * কোণরেখান্বিতেষ্বপি।
কর্ণাকর্ণিপ্রযোগেণ ন্যসেদ্রেখাচতুষ্টয়ম্ ॥ ৫২ ॥

ঈশানকোণমারভ্যাগ্নিকোণপর্য্যন্তমপরামন্যাং রেখাং রচয়েৎ। তথৈবাগ্নেয়াদগ্নিকোণমারভ্য নৈর্ঋতং যাবৎ নৈর্ঋতকোণাবধি নৈর্ঋতাৎ নৈর্ঋতমপি কোণমারভ্য বায়ব্যাবধি বায়ুকোণপর্য্যন্তং ক্রমতো দ্বে রেখে দত্ত্বা এবং বিধানেন একং চতুষ্কোণং মণ্ডলমালিখেৎ ॥ ৪৭ ॥ ৪৮ ॥ ৪৯ ॥

কোণসূত্রে ইত্যাদি। হে দেবি তত্র চতুষ্কোণে মণ্ডলে যথা মৎস্যপুচ্ছচতুষ্টয়ং ভবেত্তথা তৎ চতুষ্কোণং মণ্ডলং কোণসূত্রে পাতয়িত্বা চতুর্দ্ধা বিভজেৎ বিভক্তং কুর্য্যাৎ ॥ ৫০ ॥

তত ইত্যাদি। ততঃ সুধীর্জ্জনো বারুণাৎ পশ্চিমমারভ্য বাসবাবধি পূর্ব্বপর্য্যন্তং তথা কৌবেরাৎ উত্তরমারভ্য যাম্যপর্য্যন্তং দক্ষিণাবধি চ পুচ্ছমূলং ভিত্ত্বা রেখাদ্বয়ং দদ্যাৎ ॥ ৫১ ॥

তত ইত্যাদি। ততঃ পরং কোণরেখান্বিতেষু চতুর্ষ্বপি কোষ্ঠেষু কর্ণাকর্ণিপ্রযোগেণ রেখাচতুষ্টয়ং ন্যসেৎ। অপিনা কোণরেখান্বিতেষু চতুর্ষু কোষ্ঠেষু পশ্চিমাৎ পূর্ব্বাবধি রেখাদ্বয়মুত্তরস্মাদ্দক্ষিণাবধি চ রেখাদ্বয়ং ন্যসেৎ ॥ ৫২ ॥

চতুষ্কোণ মণ্ডল প্রস্তুত হইবে।[৪৯] দেবি। পরে ঐ মণ্ডলের এক এক কোণ হইতে অপর কোণ পর্য্যন্ত রেখা দুইটি টানিয়া এরূপ করিবে যে, তাহাতে যেন চারিটি মৎস্য-পুচ্ছাকার হইয়া উঠে।[৫০] অনন্তর জ্ঞানী ব্যক্তি উক্ত পুচ্ছমূল ভেদ করিয়া পশ্চিম দিক হইতে পূর্ব্ব দিক পর্য্যন্ত একটি এবং উত্তর দিক হইতে দক্ষিণ দিক পর্য্যন্ত আর একটি রেখা অঙ্কিত করিবে।[৫১] অনন্তর ঐ মণ্ডলের অন্তর্গত চতুষ্কোণস্থিত মণ্ডলচতুষ্টয়ে ঐরূপ কর্ণাকর্ণি এক একটি রেখা ও তন্মধ্য-

---

* ততশ্চতুর্ষু কোষ্ঠেষু ইতি পাঠান্তরম্।

এবং সঙ্কেতবিধিনা কোষ্ঠানাং ষোড়শং লিখন্।
পঞ্চবর্ণেন চূর্ণেন রচয়েদ্‌যন্ত্রমুত্তমম্ ॥ ৫৩ ॥
চতুর্ষু মধ্যকোষ্ঠেষু পদ্মং কুর্য্যাৎ মনোহরম্।
চতুর্দলং পীতরক্ত-কর্ণিকং রক্তকেশরম্ ॥ ৫৪ ॥
দলানি শুক্লবর্ণানি যদ্বা পীতানি কল্পয়েৎ।
যথেষ্টং পূরয়েৎ পদ্ম-সন্ধিস্থানানি বর্ণকৈঃ ॥ ৫৫ ॥
শাম্ভবং কোষ্ঠমারভ্য কোষ্ঠানাং দ্বাদশং ক্রমাৎ।
শ্বেতকৃষ্ণপীতরক্তৈঃ চতুর্বর্ণৈঃ প্রপূরয়েৎ ॥ ৫৬ ॥

এবমিত্যাদি। এবং সঙ্কেতবিধিনা ইত্থং সঙ্কেতবিধানেন কোষ্ঠানাং ষোড়শমালিখেৎ। ননু কেন দ্রব্যেণেদং মণ্ডলমালিখেদিত্যপেক্ষায়ামাহ, পঞ্চবর্ণেনেত্যাদিনা ॥ ৫৩ ॥

চতুর্ষিত্যাদি। ততশ্চতুর্ষু মধ্যকোষ্ঠেষু মনোহরং চতুর্দ্দলং চতুষ্পত্রকং পীতরক্তকর্ণিকং পীতরক্তবর্ণবীজকোষকং রক্তকেশরং পদ্মং কুর্য্যাৎ ॥৫৪॥৫৫॥৫৬

স্থলে ঐ রেখা ভেদ করিয়া পশ্চিম হইতে পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এক একটি এবং উত্তর হইতে দক্ষিণ পর্য্যন্ত এক একটি রেখা অঙ্কিত করিবে।[৫২]

এইরূপ সঙ্কেত অনুসারে ঐ মণ্ডলে ষোলটি কোষ্ঠ লিখিত হইবে, অর্থাৎ মণ্ডলমধ্যে ষোলটি চতুষ্কোণ অথবা বত্রিশটি ত্রিকোণ মণ্ডল হইয়া উঠিবে। পরে যথাবিধি পঞ্চবর্ণের চূর্ণ দ্বারা ঐ যন্ত্র উত্তমরূপে রচনা করিবে।[৫৩]অনন্তর মধ্যস্থিত কোষ্ঠচতুষ্টয়ের উপরি একটি সুমনোহর চতুর্দ্দল পদ্ম অঙ্কিত করিবে। এই পদ্মের কর্ণিকা পীতবর্ণ ও বীজকোষ মধ্যস্থ বীজ রক্তবর্ণ, এবং তাহার কেশর রক্তবর্ণ করিতে হইবে।[৫৪] পরে পদ্মের দল সমুদায় শুক্লবর্ণ বা পীতবর্ণ করিবে। তৎপরে পদ্মের সন্ধিস্থান সমুদায় যথাভিলষিত বর্ণ দ্বারা পূরণ করিবে।[৫৫]

অনন্তর ঈশানকোণের কোষ্ঠ হইতে আরম্ভ করিয়া অবশিষ্ট দ্বাদশ কোষ্ঠ ক্রমান্বয়ে শ্বেত কৃষ্ণ পীত ও রক্ত, এই চতুর্বর্ণ দ্বারা পূরণ করিবে।[৫৬] প্রিয়ে।

দক্ষিণাবর্ত্তযোগেন কোষ্ঠানাং পূরণং প্রিয়ে।
বামাবর্ত্তেন দেবানাং পূজনং তেষু সাধয়েৎ ॥ ৫৭ ॥
পদ্মে সমর্চ্চয়েদ্বাস্তু-দৈত্যং বিঘ্নোপশান্তয়ে।
ঈশাদিদ্বাদশে কোষ্ঠে কপিলাস্যাদিদানবান্ ॥ ৫৮ ॥
কুশণ্ডিকোক্তবিধিনা কুর্ব্বন্নলসংস্কৃতিম্।
যথাশক্ত্যাহুতিঃ দত্ত্বা বাস্তুযজ্ঞং সমাপয়েৎ ॥ ৫৯ ॥
ইতি তে কথিতা দেবি বাস্তুপূজা শুভপ্রদা।
যাং সাধয়ন্নরঃ ক্বাপি বাস্তুবিঘ্নৈর্ন বাধ্যতে ॥ ৬০ ॥

শ্রীদেব্যুবাচ।

মণ্ডলং কথিতং বাস্তোঃ বিধানমপি পূজনে।
ধ্যানং ন গদিতং নাথ তদিদানীং প্রকাশয় ॥ ৬১ ॥

দক্ষিণাবর্ত্তযোগেনেত্যাদি। এবং বাস্তুমণ্ডলং কথয়িত্বেদানীং তত্র সপরিবারস্য বাস্তোঃ পূজায়া বিধানমাহ, বামাবর্ত্তেনেত্যাদিনা সার্দ্ধদ্বয়েন। তেষু দ্বাদশ-কোষ্ঠেষু বামাবর্ত্তেন দেবানাং দীপ্যতাং কপিলাস্যাদীনাং দ্বাদশানাং দানবানাং পূজনং সাধয়েৎ ॥ ৫৭ ॥ ৫৮ ॥ ৫৯ ॥ ৬০ ॥

এবং বাস্তুমণ্ডলং তত্র সপরিবারস্য বাস্তোঃ পূজায়া বিধানঞ্চ শ্রুত্বেদানীং বাস্তোর্ধ্যানং শ্রোতুমিচ্ছন্তী শ্রীদেব্যুবাচ, মণ্ডলমিত্যাদিনা ॥ ৬১ ॥

দক্ষিণাবর্ত্তযোগে এই সমুদায় কোষ্ঠ পূরণ করিতে হইবে। পরে তাহাতে বামাবর্ত্ত যোগে কপিলাস্য প্রভৃতি দীপ্যমান দ্বাদশ দানবের পূজা করিবে।

প্রথমতঃ বিঘ্নশান্তির নিমিত্ত পদ্মমধ্যে দীপ্যমান বাস্তুপুরুষের পূজা করিবে। পরে ঈশানকোণস্থিত কোষ্ঠ হইতে আরম্ভ করিয়া (বামাবর্ত্তে) দ্বাদশ কোষ্ঠে কপিলাস্য প্রভৃতি দানবগণের পূজা করিতে হইবে।[৫৮] অনন্তর কুশণ্ডিকোক্ত বিধানানুসারে অনল সংস্কার করিয়া যথাশক্তি আহুতি প্রদানপূর্ব্বক বাস্তুযজ্ঞ সমাপন করিবে।[৫৯] দেবি! আমি তোমার নিকট এই কল্যাণদায়ী বাস্তুপূজা-বিধি কহিলাম। যিনি এই বাস্তুপূজার অনুষ্ঠান করেন, তাঁহার কোনরূপ বাস্তুঘটিত বিঘ্ন হয় না।[৬০]

শ্রীসদাশিব উবাচ।

ধ্যানং বচ্মি মহেশানি শ্রূয়তাং বাস্তুরক্ষসঃ।
যস্যানুশীলনাৎ সদ্যো নশ্যন্তি সকলাপদঃ॥ ৬২॥
চতুর্ভুজং মহাকায়ং জটামণ্ডিতমস্তকম্।
ত্রিলোচনং করালাস্যং হারকুণ্ডলশোভিতম্॥ ৬৩॥
লম্বোদরং দীর্ঘকর্ণং লোমশং পীতবাসসম্।
গদাত্রিশূলপরশু-খট্বাঙ্গং দধতং করৈঃ॥ ৬৪॥
অসিচর্ম্মধরৈর্বীরৈঃ কপিলাস্যাদিভির্বৃতম্।
শত্রূণামন্তকং সাক্ষাৎ-উদ্যদাদিত্যসন্নিভম্॥ ৬৫॥

এবং প্রার্থিতঃ সন্ শ্রীসদাশিব উবাচ, ধ্যানমিত্যাদিনা॥ ৬২॥
বাস্তোর্ধ্যানমেবাহ চতুর্ভুজমিত্যাদিনা সার্দ্ধত্রয়েণ॥ ৬৩॥
লম্বোদরমিত্যাদি। লোমশং বহুলোমবিশিষ্টম্॥ ৬৪॥
অসীত্যাদি। উদ্যদাদিত্যসন্নিভম্ উদ্যৎসূর্য্যসদৃশম॥ ৬৫॥

শ্রীদেবী কহিলেন। নাথ! আপনি বাস্তুদেবের মণ্ডল ও বাস্তুপূজার বিধান কহিলেন, পরন্তু বাস্তুপুরুষের ধ্যান কথিত হয় নাই, এক্ষণে তাহা প্রকাশ করুন।[৬১]

শ্রীসদাশিব কহিলেন। মহেশ্বরি! বাস্তুরাক্ষসের ধ্যান বলিতেছি, শ্রবণ কর। ইহার অনুশীলন করিলেও তৎক্ষণাৎ সমুদায় আপদ দূর হয়।[৬২]

যিনি চতুর্ভুজ ও মহাকায, যাঁহার মস্তক জটামণ্ডল-বিমণ্ডিত, যিনি ত্রিনয়ন ও করালবদন, যিনি হার ও কুণ্ডল দ্বারা সুশোভিত, [৬৩] যিনি লম্বোদর ও দীর্ঘকর্ণ, যাঁহার শরীর বহুল দীর্ঘ লোমে আবৃত, যিনি পীতবস্ত্র পরিধান করিয়া আছেন, যিনি ভুজচতুষ্টয়ে গদা ত্রিশূল পরশু ও খট্বাঙ্গ ধারণ করিতেছেন,, [৬৪] কপিলাস্য প্রভৃতি বীরগণ খড়্গচর্ম্ম ধারণ করিয়া যাঁহার চতুর্দিকে অবস্থান করিতেছে, যিনি উদয়কালীন সূর্য্যের ন্যায় লোহিত বর্ণ ও দুঃসহ-তেজঃসম্পন্ন, সুতরাং শত্রুগণের পক্ষে সাক্ষাৎ অন্তকস্বরূপ, [৬৫] এবং যিনি কূর্ম্মের

ধ্যায়েদ্দেবং বাস্তুপতিং কুর্ম্মপদ্মাসনস্থিতম্ ॥ ৬৬ ॥
মারীভয়ে রোগভয়ে ডাকিন্যাদিভয়ে তথা।
ঔৎপাতিকাপত্যদোষে ব্যালরক্ষোভয়েঽপি চ ॥ ৬৭ ॥
ধ্যাত্বৈবং পূজয়েদ্বাস্তুং পরিবারসমন্বিতম্।
তিলাজ্যপায়সৈর্হুত্বা সর্ব্বশান্তিমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৬৮ ॥
যথা বাস্তুঃ পূজনীয়ঃ প্রোক্তকর্ম্মসু সুব্রতে।
গ্রহাশ্চাপি তথা পূজ্যা দশদিক্পতিভির্যুতাঃ ॥ ৬৯ ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ বাণী লক্ষ্মীশ্চ শঙ্করী।
মাতরঃ সগণেশাশ্চ সংপূজ্যা বসবস্তথা ॥ ৭০ ॥
পিতরো যদ্যতৃপ্তাঃ স্যুঃ কর্ম্মস্বেতেষু কালিকে।
সর্ব্বং তস্য ভবেদ্ব্যর্থং বিঘ্নঞ্চাপি পদে পদে ॥ ৭১ ॥

ধ্যায়েদিত্যাদি ॥৬৬॥৬৭।৬৮॥৬৯॥৭০॥৭১॥৭২॥

উপরি পদ্মাসনে উপবিষ্ট আছেন তাদৃশ আকার প্রকার সম্পন্ন বাস্তুপুরুষকে ধ্যান করিবে।৬৬

মারীভয় উপস্থিত হইলে, রোগভয় উপস্থিত হইলে, ডাকিনী প্রভৃতির ভয় উপস্থিত হইলে, সন্তানের দোষ হইলে, ঔৎপাতিক ভয়, হিংস্রজন্তুর ভয় অথবা রাক্ষস ভয় উপস্থিত হইলে,৬৭এইরূপ ধ্যান করিয়া পরিবার-সমন্বিত বাস্তু পুরুষের পূজা করিবে। পরে তিল ঘৃত ও পায়স দ্বারা হোম করিয়া সর্ব্ব বিষয়ে শান্তিলাভ করিতে পারিবে ৬৮

সুব্রতে। পূর্ব্ব-কথিত কর্ম্ম সমুদায়ে যেমন বাস্তুপুরুষের পূজা করিতে হয়, সেইরূপ নবগ্রহেরএবং দশদিক্পালেরও পূজা করিতে হইবে।৬৯ এইরূপ ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্র বাগ্দেবী লক্ষ্মী শঙ্করী মাতৃগণ গণেশ এবং বসুগণেরও পূজা করা কর্ত্তব্য।৭০

পরন্তু কালিকে। পূর্ব্বোক্ত সমুদায় কর্ম্মেই যদি পিতৃগণ অতৃপ্ত থাকেন, তাহা হইলে কর্ম্মকর্ত্তার সমুদায় কর্ম্মই ব্যর্থ হয়, এবং পদে পদে বিঘ্ন হইয়া

অতো মহেশি যত্নেন প্রোক্তসংস্কারকর্ম্মসু।
পিতৄণাং তৃপ্তয়েঽত্রাভ্যু-দয়িকং শ্রাদ্ধমাচরেৎ॥ ৭২॥
গ্রহযন্ত্রং প্রবক্ষ্যামি সর্ব্বশান্তিবিধায়কম্।
যত্র সংপূজিতাঃ সেন্দ্রা গ্রহা যচ্ছন্তি বাঞ্ছিতম্॥ ৭৩॥
ত্রিত্রিকোণৈর্লিখেদ্‌যন্ত্রং তদ্বহির্বৃত্তমালিখেৎ।
বিদধ্যাদ্বৃত্তলগ্নানি দলান্যষ্টৌ চ তদ্বহিঃ॥ ৭৪॥
চতুর্দ্বারান্বিতং কুর্য্যাৎ ভূপুরং সুমনোহরম্।
বাসবেশানযোর্মধ্যে ভূপুরস্য বহিঃস্থলে॥ ৭৫॥

গ্রহযন্ত্রমিত্যাদি। সেন্দ্রাঃ ইন্দ্রাদিদশদিক্‌পতিসহিতাঃ। যচ্ছন্তি দদতি ॥৭৩॥

গ্রহযন্ত্রমেবাহ, ত্রিত্রিকোণৈরিত্যাদিভিঃ। প্রথমতস্ত্রিভিস্ত্রিকোণৈর্বিশিষ্টং যন্ত্রং লিখেৎ। ততস্তদ্বহিস্ত্রিকোণেভ্যো বহির্বৃত্তং বর্ত্তুলমেকং মণ্ডলমালিখেৎ। ততো বৃত্তলগ্নান্যষ্টৌ দলানি পত্রাণি বিদধ্যাৎ কুর্য্যাৎ। তদ্বহিশ্চতুর্দ্বারান্বিতং সুমনোহরং ভূপুরং কুর্য্যাৎ। ততো বাসবেশানযোর্মধ্যে ভূপুরস্য বহিঃস্থলে প্রাদেশপরিমাণকমেকং বৃত্তং বর্ত্তুলং মণ্ডলং বিরচয়েৎ। ততো রক্ষোবারুণয়োর্নৈঋতপশ্চিমযোর্মধ্যে ভূপুরস্য বহিঃস্থলে তথৈব প্রাদেশপরিমাণকমপরং বৃত্তং মণ্ডলং কল্পয়েদ্রচয়েৎ ॥৭৪॥৭৫॥৭৬॥

থাকে। ৭১ অতএব মহেশ্বরি। পূর্ব্বোক্ত সমস্ত সংস্কার কর্ম্মে পিতৃগণের তৃপ্তির নিমিত্ত যত্ন পূর্ব্বক আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ করিবে।৭২

এক্ষণে সর্ব্বশান্তি বিধায়ক গ্রহযন্ত্র বলিতেছি। তাহাতে গ্রহগণ ও ইন্দ্রাদি দিকপালগণ পূজিত হইলে অভিলষিত ফল প্রদান করেন।৭৩ (অধোমুখ দুইটি ও ঊর্দ্ধমুখ একটি এই) তিনটি ত্রিকোণ যন্ত্র (এরূপে) লিখিবে (যে তাহাতে নবগ্রহের নয়টি ত্রিকোণ-কোষ্ঠ হইয়া উঠিবে, এবং মধ্যত্রিকোণের তিন দিকে অপর তিনটি বিষম-চতুর্ভুজ-কোষ্ঠ হইয়া পড়িবে)। তাহার বাহিরে একটি গোলাকার মণ্ডল লিখিবে। সেই বৃত্তের বহির্দ্দেশে তৎসংলগ্ন পদ্মের অষ্টদল অঙ্কিত করিবে।৭৪ পরে তাহার বাহিরে চতুর্দ্বারযুক্ত একটি মনোহর ভূপুর অঙ্কিত করিতে হইবে। ভূপুরের বহির্দ্দেশে পূর্ব্বদিক ও ঈশানকোণের মধ্যে৭৫

বৃত্তং বিরচয়েদেকং প্রাদেশপরিমাণকম্।
রক্ষোবারুণয়োর্মধ্যে চাপরং কল্পয়েত্তথা ॥ ৭৬ ॥
নবগ্রহাণাং বর্ণেন নব কোণানি পূরয়েৎ।
মধ্যত্রিকোণদ্বৌ পার্শ্বৌ সব্যদক্ষিণভেদতঃ ॥ ৭৭ ॥
শ্বেতপীতৌ বিধাতব্যৌ পৃষ্ঠভাগঃ সিতেতরঃ।
অষ্টদিক্‌পতিবর্ণেন পর্ণাণ্যষ্টৌ প্রপূরয়েৎ ॥ ৭৮ ॥
সিতরক্তাসিতৈশ্চূর্ণৈঃ পুরঃ প্রাকারমাচরেৎ।
পুরো বহিঃস্থে দ্বে বৃত্তে দেবি প্রাদেশসম্মিতে ॥ ৭৯ ॥

নবগ্রহাণামিত্যাদি। ততঃ সূর্য্যাদীনাং নবগ্রহাণাং বর্ণেন বিশিষ্টৈশ্চূর্ণৈর্নব কোণানি পূরয়েৎ। ততঃ সব্যদক্ষিণভেদতো মধ্যত্রিকোণস্য দ্বৌ পার্শ্বৌ ক্রমতঃ শ্বেতপীতৌ বিধাতব্যৌ। মধ্যত্রিকোণস্য পৃষ্ঠভাগঃ সিতেতরঃ কৃষ্ণবর্ণো বিধাতব্যঃ। তত ইদানীমষ্টানাং দিক্‌পতীনাং বর্ণেন বিশিষ্টৈশ্চূর্ণৈরষ্টৌ পত্রাণি প্রপূরয়েৎ ॥ ৭৭ ॥ ৭৮ ॥

সিতেত্যাদি। ততঃ সিতরক্তাসিতৈঃ শ্বেতলোহিতকৃষ্ণবর্ণৈশ্চূর্ণৈঃ পুরো ভূপুরস্য প্রাকারমাচরেৎ কুর্য্যাৎ। হে দেবি পুরো ভূপুরস্য বহিঃস্থে প্রাদেশসম্মিতে

অর্দ্ধহস্ত-পরিমিত একটি বৃত্ত রচনা করিবে। পরে পশ্চিমদিক ও নৈর্ঋত-কোণের মধ্যেও ঐরূপ আর একটি মণ্ডল প্রস্তুত করিতে হইবে।[৭৬] অনন্তর নবগ্রহের বর্ণ (৩৪৩) দ্বারা ঐ যন্ত্রের নবটি ত্রিকোণ প্রপূরিত করিবে; মধ্যস্থিত ত্রিকোণের বাম ও দক্ষিণ দুই পার্শ্ব[৭৭] যথাক্রমে শ্বেত ও পীতবর্ণ করিবে, তাহার পৃষ্ঠদেশ কৃষ্ণবর্ণ হইবে, অষ্টদিক্‌পালের বর্ণ (৩৪৪) দ্বারা অষ্টদল পূরণ করিবে,[৭৮] এবং শুক্ল রক্ত ও কৃষ্ণ বর্ণ চূর্ণ দ্বারা ভূপুরের প্রাচীর রঞ্জিত করিবে। দেবি! ভূপুরের বহির্দ্দেশস্থিত অর্দ্ধহস্ত-পরিমিত বৃত্তদ্বয়ের মধ্যে[৭৯] উপবিভাগ

---

(৩৪৩)—নবগ্রহের বর্ণ ৮৫ শ্লোকে পাইবেন।

(৩৪৪)—অষ্টদিক্‌পালের বর্ণ যথা। ইন্দ্র পীতবর্ণ, বহ্নি রক্তবর্ণ, যম কৃষ্ণবর্ণ, নিঋতি শ্যামলবর্ণ, বরুণ শ্বেতবর্ণ, বায়ু কৃষ্ণবর্ণ, কুবের সুবর্ণবর্ণ, ঈশান পূর্ণচন্দ্রসদৃশ-বর্ণ।

উপর্য্যধঃক্রমেণৈব রক্তশ্বেতে বিধায় চ।
সন্ধিস্থানানি যন্ত্রস্য স্বেচ্ছয়া রচয়েৎ সুধীঃ ॥ ৮০ ॥
যৎকোষ্ঠে যো গ্রহঃ পূজ্যো যৎপত্রে যশ্চ দিক্‌পতিঃ।
যদ্দ্বারেষ্ববস্থিতা যে চ তৎক্রমং শৃণু সাম্প্রতম্ ॥ ৮১ ॥
মধ্যকোণে যজেৎ সূর্য্যং পার্শ্বয়োরুরুণং শিখাম্।
পশ্চাৎ প্রচণ্ডয়োর্দণ্ডৌ পূজয়েদংশুমালিনঃ ॥ ৮২ ॥
ভানূর্দ্ধকোণে পূর্ব্বস্যাম্ অর্চ্চয়েদ্রজনীকরম্।
আগ্নেয়ে মঙ্গলং যাম্যে বুধং নৈঋতকোণকে ॥ ৮৩ ॥
বৃহস্পতিং বারুণে চ দৈত্যাচার্য্যং প্রপূজয়েৎ।
শনৈশ্চরন্তু বায়ব্যে কৌবেরেশানয়োঃ ক্রমাৎ।
রাহুং কেতুং যজেৎ চন্দ্রং পরিতস্তারকাগণান্ ॥ ৮৪ ॥

দ্বে বৃত্তে বর্ত্তুলে মণ্ডলে উপর্য্যধঃক্রমেণৈব রক্তশ্বেতে বিধায় সুধীঃ সাধকো যন্ত্রস্য সন্ধিস্থানানি স্বেচ্ছয়া রঞ্জয়েৎ ॥ ৭৯ ॥ ৮০ ॥ ৮১ ॥ ৮২ ॥ ৮৩ ॥

বৃহস্পতিমিত্যাদি। পরিতঃ সর্ব্বতঃ ॥ ৮৪ ॥

স্থিত বৃত্ত রক্তবর্ণ এবং অধোভাগস্থিত বৃত্ত শ্বেতবর্ণ করিতে হইবে। (কারণ ব্রহ্মা রক্তবর্ণ ও অনন্ত শ্বেতবর্ণ।) পরে জ্ঞানী ব্যক্তি সন্ধিস্থান সমুদায় যথাভিলষিত বর্ণ দ্বারা পূরণ করিবে।[৮০]

যে যে প্রকোষ্ঠে যে যে গ্রহের অর্চ্চনা করিতে হইবে, যে যে পত্রে যে দিক্‌পালের পূজা করিতে হইবে, এবং যে দ্বারে যে দেবতার অবস্থিতি হইবে, তাহার ক্রম এক্ষণে বলিতেছি, শ্রবণ কর।[৮১] মধ্যত্রিকোণে সূর্য্যের অর্চ্চনা করিবে। তাহার পার্শ্বদ্বয়ে অরুণ ও শিখার পূজা করিবে। পরে সূর্য্যের পশ্চাদ্দেশে প্রচণ্ড অরুণ ও শিখার দণ্ডের অর্চ্চনা করিতে হইবে।[৮২] তৎপরে সূর্য্যের পূর্ব্বদিকের উর্দ্ধকোণ-সংলগ্ন ত্রিকোণে চন্দ্রের পূজা করিবে। অনন্তর এইরূপ অগ্নিকোণের ত্রিকোণে মঙ্গলের, দক্ষিণদিকের ত্রিকোণে বুধের, নৈঋতকোণের ত্রিকোণে[৮৩] বৃহস্পতির, পশ্চিমদিকের ত্রিকোণে শুক্রের, বায়ুকোণের ত্রিকোণে

সূবো বক্তঃ শশী শুক্লো মঙ্গলোহরুণবিগ্রহঃ।
বুধজীবৌ পাণ্ডুপীতৌ শ্বেতঃ শুক্রোহসিতঃ শনিঃ।
বাহুকেতূ বিচিত্রাভৌ গ্রহবর্ণাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥ ৮৫॥
চতুর্ভুজং ববিং ধ্যায়েৎ পদ্মদ্বয়ববাভয়ৈঃ।
চিন্তয়েচ্ছশিনং দান-মুদ্রামৃতকবাম্বুজম্॥ ৮৬॥
কুজমীষৎকুব্জতনুং হস্তাভ্যাং দণ্ডধাবিণম্।
ধ্যায়েৎ সোমাত্মজং বালং ভাললোলিতকুন্তলম্॥ ৮৭॥

অথ ক্রমতঃ সূর্য্যাদীনাং নবগ্রহাণাং বর্ণমাহ সূব ইত্যাদিনা সার্দ্ধেন। সূবঃ সূর্য্যঃ॥৮৫॥

অথ সূর্য্যাদীনাং নবগ্রহাণাং ক্রমতো ধ্যানমাহ চতুর্ভুজমিত্যাদিভিঃ। পদ্মদ্বয়ববাভয়ৈর্বিশিষ্টং চতুর্ভুজং ববিং সূর্য্যং ধ্যায়েৎ। দানমুদ্রামৃতকবাম্বুজং দানমুদ্রা চামৃতঞ্চ কবাম্বুজয়োর্যস্য তথাভূতং শশিনং চন্দ্রং চিন্তয়েৎ॥ ৮৬॥

কুজমিত্যাদি। সোমাত্মজং বুধম্। ভাললোলিতকুন্তলং ভালে লোলিতাশ্চলিতাঃ কুন্তলাঃ কেশা যস্য তথাভূতম্ ৮৭॥ ৮৮॥

শনিব, উত্তবাদিকেব ত্রিকোণে বাহুব এবং ঈশানকোণেব ত্রিকোণে কেতুব অর্চ্চনা কবিয়া পূর্ব- ত্রিকোণমণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী চন্দ্রেব চতুর্দ্দিকে তাবাগণেব পূজা কবিতে হইবে।৮৪

সূর্য্য বক্তবর্ণ, চন্দ্র শুক্লবর্ণ, মঙ্গল অরুণবর্ণ, বুধ পাণ্ডুবর্ণ বৃহস্পতি পীতবর্ণ, শুক্র শ্বেতবর্ণ, শনি কৃষ্ণবর্ণ, বাহু ও কেতু বিচিত্রবর্ণ। এই তোমাব নিকট গ্রহদিগেব বর্ণ কহিলাম।৮৫

সূর্য্যকে চতুর্ভুজ ধ্যান কবিতে হইবে, তাঁহাব দুই হস্তে দুইটি পদ্ম আছে - এবং অপব দুই হস্তে ক্রমশঃ বব ও অভয় প্রদান কবিতেছেন। চন্দ্রকে এইরূপে চিন্তা কবিতে হইবে যে, তাঁহাব এক হস্তে অমৃত ও অপব হস্তে দানমুদ্রা (৩৪৫) বহিযাছে।৮৬ মঙ্গলকে এইরূপ ধ্যান কবিবে যে, তিনি ঈষৎ কুব্জ ও হস্তদ্বয় দ্বাবা দণ্ড ধাবণ কবিযা আছেন। বুধেব এইরূপ ধ্যান কবিতে হইবে যে,

---

(৩৪৫)—দান কবিবাব সময সচবাচব যেরূপ হস্তভঙ্গী হইযা থাকে, তাহাব নাম দানমুদ্রা।

যজ্ঞসূত্রান্বিতং ধ্যায়েৎ পুস্তকাক্ষকরং গুরুম্ ।
এবং দৈত্যগুরুঞ্চাপি কাণং খঞ্জং শনৈশ্চরম্ ।
রাহুকেতূ শিবঃকায়ৌ বিকৃতৌ ক্রূরচেষ্টিতৌ ॥ ৮৮ ॥
স্বৈঃ স্বৈর্ধ্যানৈগ্র্হানিষ্ট্বা যজেদিন্দ্রাদিদিক্পতীন্ ।
দলেষষ্টস্থ পূর্ব্বাদি-ক্রমতঃ সাধকোত্তমঃ ॥ ৮৯ ॥
সহস্রাক্ষং যজেদাদৌ পীতকৌষেয়বাসসম্ ।
বজ্রপাণিং পীতরুচিং স্থিতমৈরাবতোপরি ॥ ৯০ ॥
রক্তাভং ছাগবাহস্থং শক্তিহস্তং হুতাশনম্ ॥ ৯১ ॥

স্বৈঃ স্বৈরিত্যাদি । ইষ্ট্বা পূজয়িত্বা ॥ ৮৯ ॥

অথ ক্রমত ইন্দ্রাদীনামষ্টানাং দিক্পতীনাং ধ্যানং বর্ণয়াহ, সহস্রাক্ষমিত্যাদিভিঃ । পীতকৌষেয়বাসসং পীতং কৌষেয়ং কৃমিকোষোত্থং বাসো বস্ত্রং যস্য তথাভূতম্ ॥ ৯০ ॥ ৯১ ॥

তিনি বালক ও তাঁহার ললাটে চঞ্চলকুন্তল সমুদায় শোভা পাইতেছে ।৮৭ বৃহস্পতির এইরূপ ধ্যান করিবে যে, তাঁহার গলদেশে যজ্ঞোপবীত, এক হস্তে পুস্তক ও এক হস্তে অক্ষমালা রহিয়াছে । এইরূপ শুক্রকে কাণ অর্থাৎ এক-নেত্র-বিহীন, ও শনৈশ্চরকে খঞ্জ ধ্যান করিবে । আর রাহুকে দেহহীন মস্তক, ও কেতুকে মস্তকহীন দেহ, এবং ইহাঁরা উভয়েই ক্রূরচেষ্টান্বিত ও বিকৃতাকার, এইরূপ ভাবনা করিতে হইবে ।৮৮ এইরূপে গ্রহগণকে স্ব স্ব ধ্যান দ্বারা পূজা করিয়া সাধক পূর্ব্বাদিক্রমে ইন্দ্র প্রভৃতি দিক্পালগণের পূজা করিবে, অর্থাৎ অষ্টদল পদ্মের পূর্ব্বদিকের দল হইতে আরম্ভ করিয়া প্রত্যেক দলে এক এক দিক্পালের পূজা করিতে হইবে ।৮৯

প্রথমতঃ পূর্ব্বদিকের পত্রে ইন্দ্রের পূজা করিবে । (ইন্দ্রাদি অষ্টদিক্পালের যেরূপ ধ্যান করিতে হইবে তদর্থ যথা—) ইন্দ্রের সহস্র লোচন, তিনি পীতবর্ণ কৌষেয় বস্ত্র পরিধান করিয়া রহিয়াছেন ,৯০ তাঁহার হস্তে বজ্র , তাঁহার শরীর পীতবর্ণ , তিনি ঐরাবত নামকহস্তীর উপরি উপবেশন করিয়া আছেন । অগ্নির শরীর রক্তবর্ণ , তিনি ছাগবাহনে উপবিষ্ট আছেন , তাঁহার হস্তে শক্তিনামক

ধ্যায়েৎ কালং লুলাপস্থং দণ্ডিনং কৃষ্ণবিগ্রহম্।
নির্ঋতিং খড্গহস্তঞ্চ শ্যামলং বাজিবাহনম্॥ ৯২॥
বরুণং মকরারূঢ়ং পাশহস্তং সিতপ্রভম্।
ধ্যায়েৎ কৃষ্ণত্বিষং বায়ুং মৃগস্থঞ্চাঙ্কুশায়ুধম্॥ ৯৩॥
কুবেরং কনকাকারং রত্নসিংহাসনস্থিতম্।
স্তুতং যক্ষগণৈঃ সর্ব্বৈঃ পাশাঙ্কুশকরাম্বুজম্॥ ৯৪॥
ঈশানং বৃষভারূঢ়ং ত্রিশূলবরধারিণম্।
ব্যাঘ্রচর্ম্মাম্বরধরং পূর্ণেন্দুসদৃশপ্রভম্॥ ৯৫॥
ধ্যাত্বা চৈতান্ ক্রমাদিষ্ট্বা ব্রহ্মানন্তৌ পুরো বহিঃ।
ঊর্দ্ধাধোবৃত্তয়োরর্চ্চ্যৌ ততোঽর্চ্চ্যা দ্বারদেবতাঃ॥ ৯৬॥

ধ্যায়েদিত্যাদি। কালং যমম্। লুলাপস্থং মহিষস্থম্। নির্ঋতিং রাক্ষসম্॥ ৯২॥ ৯৩॥ ৯৪॥ ৯৫॥

ধ্যাত্বেত্যাদি। এতানিন্দ্রাদীনষ্টৌ দিক্‌পতীনেবং ধ্যাত্বা ক্রমাদিষ্ট্বা পূজয়িত্বা চ পুরো ভূপুরাদ্বহির্দ্ধ্বাধঃস্থিতয়োর্বৃত্তয়োর্মণ্ডলয়োর্ব্রহ্মানন্তৌ দিক্‌পতী ক্রমতোঽর্চ্চ্যৌ পূজনীয়ৌ। ততো দ্বারদেবতা অর্চ্চ্যাঃ॥ ৯৬॥

অন্বয়।[৯১] কালস্বরূপ যমের শরীর কৃষ্ণবর্ণ তিনি দণ্ডহস্ত হইয়া মহিষবাহনে উপবিষ্ট আছেন। নির্ঋতি শ্যামল বর্ণ, তাঁহার হস্তে খড়্গ, তাঁহার বাহন অশ্ব।[৯২] বরুণের এইরূপ ধ্যান করিতে হইবে যে, তিনি মকরবাহনে আরূঢ় ও শ্বেতবর্ণ, তাঁহার হস্তে পাশ আছে। বায়ুর ধ্যান এইরূপ হইবে যে, তাঁহার হস্তে অঙ্কুশনামক অস্ত্র, তিনি মৃগবাহন, তাঁহার শরীর কৃষ্ণবর্ণ।[৯৩] কুবেরের শরীর সুবর্ণবর্ণ, তিনি রত্নসিংহাসনে উপবিষ্ট আছেন, তাঁহার করকমলে পাশ ও অঙ্কুশ, চতুর্দিক হইতে যক্ষগণ তাঁহার স্তব করিতেছে।[৯৪] ঈশান বৃষভে আরোহণপূর্ব্বক ত্রিশূল ধারণ করিয়া আছেন তাঁহার কান্তি পূর্ণচন্দ্র-সদৃশ, তাঁহার পরিধান ব্যাঘ্রচর্ম্ম।[৯৫]

ক্রমশঃ এই অষ্ট দিক্‌পালের ধ্যান ও পূজা করিয়া ভূপুরের বহির্দ্দেশে ঊর্দ্ধস্থিত মণ্ডলে ব্রহ্মার ও অধঃস্থিত মণ্ডলে অনন্তের পূজা করিবে। তৎপরে দ্বারদেবতাদিগের পূজা করিতে হইবে।[৯৬] (দ্বারদেবতাগণ যথা—)

উগ্রো ভীমঃ *প্রচণ্ডেশৌ পূর্ব্বদ্বাঃস্থাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
জয়ন্তঃ ক্ষেত্রপালশ্চ নকুলেশো বৃহৎশিবাঃ।
যাম্যদ্বারে পশ্চিমে চ বৃকাশ্বানন্দদুর্জ্জয়াঃ॥ ৯৭॥
ত্রিশিরাঃ পূর্বজিচ্চৈব ভীমনাদো মহোদরঃ।
উত্তরদ্বারপার্শ্বেতে সর্ব্বে শস্ত্রাস্ত্রপাণয়ঃ॥ ৯৮॥
শ্রূয়তাং ব্রহ্মণো ধ্যানম্ অনন্তস্যাপি সুব্রতে।
রক্তোৎপলনিভো ব্রহ্মা চতুরাস্যশ্চতুর্ভুজঃ॥ ৯৯॥
হংসারূঢো বরাভীতি-মালাপুস্তকপাণিকঃ॥ ১০০॥
হিমকুন্দেন্দুধবলঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
সহস্রপাণিবদনো ধ্যেয়োঽনন্তঃ সুরাসুরৈঃ॥ ১০১॥

পূজ্যা দ্বারদেবতা এবাহ, উগ্রো ভীম ইত্যাদিনা সার্দ্ধদ্বয়েন॥ ৯৭॥ ৯৮॥ শ্রূয়তামিত্যাদি। ব্রহ্মণো ধ্যানমেবাহ, রক্তোৎপলনিভ ইত্যাদিনা॥ ৯৯॥ ১০০॥ অথানন্তস্য ধ্যানমাহ, হিমকুন্দেন্দুধবল ইত্যাদ্যেকেন॥১০১॥

উগ্র, ভীম প্রচণ্ড ও ঈশ, ইহাঁরা পূর্ব্বদ্বারে অবস্থান করিতেছেন। জয়ন্ত, ক্ষেত্রপাল, নকুলেশ্বর ও বৃহৎশিবা ইহাঁরা দক্ষিণ দ্বারের অধীশ্বর। বৃক, অশ্ব, আনন্দ ও দুর্জ্জয়, ইঁহারা পশ্চিম দ্বারের অধিদেবতা।[৯৭] ত্রিশিরা, পূর্বজিৎ, ভীমনাদ ও মহোদর, ইঁহারা উত্তর দ্বারের দ্বারপাল। ইঁহাদের সকলের হস্তেই অস্ত্রশস্ত্র আছে।[৯৮]

সুব্রতে। ব্রহ্মা ও অনন্তের ধ্যান বলিতেছি, শ্রবণ কর। (ধ্যানার্থ যথা—) ব্রহ্মা চতুর্ভুজ ও চতুর্মুখ, তাঁহার শরীর রক্তোৎপল সদৃশ রক্তবর্ণ,[৯৯] তিনি হংসে আরূঢ়, তাঁহার এক হস্তে পুস্তক ও এক হস্তে মালা আছে, এবং অপর হস্তদ্বয়ে ক্রমশঃ বর ও অভয় প্রদান করিতেছেন।[১০০] অনন্ত হিম, কুন্দ ও চন্দ্রের ন্যায় শুভ্রবর্ণ, তাঁহার সহস্র নয়ন, সহস্র চরণ, সহস্রপাণি ও সহস্রবদন, এবং তিনি এইরূপে দেবগণ ও দানবগণের ধ্যেয়।[১০১]

---

* উগ্রভীমঃ ইতি পাঠান্তরম্।

ধ্যানং পূজাক্রমশ্চাপি যন্ত্রঞ্চ কথিতং প্রিয়ে।
বাস্ত্বাদিক্রমতো হ্যেষাং মন্ত্রানপি শৃণু প্রিয়ে॥ ১০২॥
ক্ষকারো হব্যবাহস্থঃ ষড়্‌দীর্ঘস্বরসংযুতঃ।
ভূষিতো নাদবিন্দুভ্যাং বাস্তুমন্ত্রঃ ষড়ক্ষরঃ॥ ১০৩॥
তারং মায়াং তীগ্মরশ্মে ঙেঽন্তমারোগ্যদং বদেৎ।
বহ্নিজায়াং ততো দত্ত্বা সূর্য্যমন্ত্রং সমুদ্ধরেৎ॥ ১০৪॥

ধ্যানমিত্যাদি। এষাং বাস্ত্বাদীনামনন্তান্তানাম্॥ ১০২॥

বাস্ত্বাদীনাং ক্রমতো মন্ত্রানেবাহ, ক্ষকার ইত্যাদিভিঃ। হব্যবাহস্থঃ হব্যবাহো রেফস্তৎস্থঃ ক্ষকারঃ ষড়্‌দীর্ঘস্বরসংযুতো নাদবিন্দুভ্যাং ভূষিতশ্চ কর্ত্তব্যঃ। এবঞ্চ ক্ষ্রাং ক্ষ্রীং ক্ষ্রূং ক্ষ্রৈং ক্ষ্রৌং ক্ষ্রঃ ইতি ষডক্ষরো বাস্তুমন্ত্র উদ্ধৃত আসীৎ॥ ১০৩॥

তারমিত্যাদি। পূর্ব্বং তারং প্রণবং বদেৎ। ততো মায়াং হ্রীঁবীজং বদেৎ। ততস্তীগ্মরশ্মে ইতি বদেৎ। ততো ঙেঽন্তমারোগ্যদং বদেৎ। ততো বহ্নিজায়াং দত্ত্বা সূর্য্যমন্ত্রং সমুদ্ধরেৎ। যোজনয়া ওঁ হ্রীঁ তীগ্মরশ্মে আরোগ্যদায় স্বাহেতি সূর্য্যমন্ত্র উদ্ধৃত আসীৎ॥ ১০৪॥

প্রিয়ে। বাস্তুদেবতা প্রভৃতির যন্ত্র ধ্যান ও পূজাবিধি যথাক্রমে কথিত হইল। এক্ষণে ক্রমশঃ ঐ বাস্তুদেবতা প্রভৃতির মন্ত্র বলিতেছি, শ্রবণ কর।[১০২]

ক্ষকার অগ্নির (রেফের) উপরি থাকিবে, তাহাতে ক্রমশঃ ছয়টি দীর্ঘ স্বর যুক্ত হইবে, এবং উহা নাদ ও বিন্দু দ্বারা বিভূষিত হইবে। ইহা হইলেই ষডক্ষর বাস্তুমন্ত্র হইবে (৩৪৬)।[১০৩]

প্রণব ও মায়া বীজ উচ্চারণপূর্ব্বক, 'তীগ্মরশ্মে' এই পদ উচ্চারণ করিবে; পরে 'আরোগ্যদায়' এই পদের পর 'স্বাহা' উচ্চারণ করিবে। ইহা হইলেই সূর্য্যমন্ত্র উদ্ধার হইবে (৩৪৭)।[১০৪]

---

(৩৪৬)—মন্ত্রোদ্ধার যথা ক্ষ্রাং ক্ষ্রীং ক্ষ্রূং ক্ষ্রৈং ক্ষ্রৌং ক্ষ্রঃ। ইহাই ষডক্ষর বাস্তুমন্ত্র।

(৩৪৭)—সূর্য্যমন্ত্র যথা। ওঁ হ্রীঁ তীগ্মরশ্মে আরোগ্যদায় স্বাহা।

কামো মায়া চ বাণী চ ততোঽমৃতকবেতি চ।
অমৃতং প্লাবযদ্বন্দ্বং স্বাহা সোমমনুর্মতঃ ॥ ১০৫ ॥
ঐঁ হ্রূঁ হ্রীঁ সর্ব্বপদাৎ দুষ্টান্নাশয নাশয়।
স্বাহাবসানো মন্ত্রোঽয়ং মঙ্গলস্য প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ১০৬ ॥
হ্রীঁ শ্রীঁ সৌম্যপদঞ্চোক্ত্বা সর্ব্বান্ কামান্ ততো বদেৎ।
পূরয়ান্তে বহ্নিকান্তাম্ এব সোমাত্মজে মনুঃ ॥ ১০৭ ॥

কাম ইত্যাদি। পূর্ব্বং কামঃ ক্লীমিতি বীজমুচ্যেত। ততো মাযা হ্রীঁ বীজমুচ্যেত। ততো বাণী ঐমিতি বীজমুচ্যেত। ততোঽমৃতকবেত্যুচ্যেত। ততোঽমৃতমুচ্যেত। ততঃ প্লাবযদ্বন্দ্বমুচ্যেত। ততঃ স্বাহোচ্যেত। যোজনযা ক্লীঁ হ্রীঁ ঐঁ অমৃতকবামৃতং প্লাবয প্লাবয স্বাহেতি সোমমনুর্মতঃ ॥ ১০৫ ॥

ঐমিত্যাদি। পূর্ব্বম্ ঐঁ হ্রূঁ হ্রীঁ বদেৎ। ততঃ সর্ব্বপদতো দুষ্টান্নাশয নাশযেতি বদেৎ। যোজনয়া ঐঁ হ্রূঁ হ্রীঁ সর্ব্বদুষ্টান্নাশয নাশযেতি মন্ত্রো জাতঃ। স্বাহাবসানঃ স্বাহান্তোঽয়ং মঙ্গলস্য মন্ত্রঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ১০৬ ॥

হ্রীমিত্যাদি। পূর্ব্বং হ্রীঁ শ্রীঁ সৌম্যপদং চোক্ত্বা ততঃ সর্ব্বান্ কামান্ বদেৎ। ততঃ পূরযান্তে বহ্নিকান্তাং বদেৎ। যোজনয়া হ্রীঁ শ্রীঁ সৌম্য সর্ব্বান্ কামান্ পূরয স্বাহেত্যেষ সোমাত্মজে বুধে মনুর্মতঃ ॥ ১০৭ ॥

কামবীজ, মাযাবীজ এবং বাগ্‌ভববীজ উচ্চারণ পূর্ব্বক 'অমৃতকব অমৃতং প্লাবয় প্লাবয স্বাহা' এই কযেকটি কথা যোজনা করিলে সোমের মন্ত্র হইবে (৩৪৮)।[১০৫]

'ঐঁ হ্রূঁ হ্রীঁ সর্ব্ব' এই পদের পর 'দুষ্টান্ নাশয নাশয স্বাহা', এই পদ উচ্চারণ করিলে মঙ্গলের মন্ত্র হইবে (৩৪৯)।[১০৬]

'হ্রীঁ শ্রীঁ সৌম্য' এই পদ উচ্চারণপূর্ব্বক 'সর্ব্বান্ কামান্' এই পদ উচ্চারণ করিযা 'পূরয স্বাহা' এই পদ উচ্চারণ করিলে বুধের মন্ত্র হইবে (৩৫০)।[১০৭]

---

(৩৪৮)—সোমমন্ত্র যথা। ক্লীঁ হ্রীঁ ঐঁ অমৃতকবামৃতং প্লাবয প্লাবয স্বাহা।

(৩৪৯)—মঙ্গলের মন্ত্র যথা। ঐঁ হ্রূঁ হ্রীঁ সর্ব্বদুষ্টান্ নাশয নাশয স্বাহা।

(৩৫০)—বুধের মন্ত্র যথা। হ্রীঁ শ্রীঁ সৌম্য সর্ব্বা (সর্ব্বান্) কামান্ পূরয স্বাহা।

তারেণ পুটিতা বাণী ততঃ সুরগুরোপদম্।
অভীষ্টং যচ্ছ যচ্ছেতি স্বাহামন্ত্রো বৃহস্পতেঃ ॥ ১০৮ ॥
শাঁ শীঁ শূঁ শৈঁ ততঃ শৌঁ শঃ শুক্রমন্ত্রঃ সমীরিতঃ ॥ ১০৯ ॥
হ্রাঁ হ্রা হ্রীঁ হ্রীঁ সর্ব্বশত্রূন্ বিদ্রাবযপদদ্বয়ম্।
মার্ত্তণ্ডসূনবে পশ্চাৎ নমো মন্ত্রঃ শনৈশ্চরে। ১১০ ॥
রাঁ হ্রৌঁ দ্রৌঁ * হ্রীঁ সোমশত্রো শত্রূন্ বিধ্বংসয়দ্বয়ম্।
রাহবে নম ইত্যেষ রাহোর্ম্মনুরুদাহৃতঃ † ॥ ১১১ ॥

তারেণেত্যাদি। তারেণ প্রণবেন পুটিতা আদাবন্তে চ সংযুক্তা বাণী ঐঁ বক্তব্যা। ততঃ সুরগুরো ইতি পদং বদেৎ। ততোঽভীষ্টং যচ্ছ যচ্ছেতি বদেৎ। ততঃ স্বাহেতি বদেৎ। যোজনয়া ওঁ ঐঁ ওঁ সুরগুরো অভীষ্টং যচ্ছ যচ্ছ স্বাহেতি বৃহস্পতের্ম্মন্ত্রো মতঃ ॥

শাঁ শীঁ ইত্যাদি। শাঁ শীঁ শূঁ শৈঁ শৌঁ শঃ ইতি শুক্রমন্ত্রঃ সমীরিতঃ কথিতঃ ॥ ১০৯ ॥

হ্রাঁ হ্রা ইত্যাদি। পূর্ব্বং হ্রাঁ হ্রা হ্রীঁ হ্রীঁ সর্ব্বশত্রূনিতি বদেৎ। ততো বিদ্রাবযপদদ্বযং বদেৎ। ততো মার্ত্তণ্ডসূনবে ইতি বদেৎ। পশ্চান্নমো বদেৎ। যোজনয়া হ্রাঁ হ্রাঁ হ্রীঁ হ্রীঁ সর্ব্বশত্রূন্ বিদ্রাবয বিদ্রাবয মার্ত্তণ্ডসূনবে নমঃ ইতি শনৈশ্চরে মন্ত্রো মতঃ ॥ ১১০ ॥

রাঁ হ্রৌঁ ইত্যাদি। পূর্ব্বং রাঁ হ্রৌঁ দ্রেঁ হ্রীঁ সোমশত্রো শত্রূনিতি বদেৎ। ততো বিধ্বংসযদ্বযং বদেৎ। ততো রাহবে নম ইতি বদেৎ। যোজনয়া রাঁ হ্রৌঁ

প্রথমতঃ তারপুটিতা বাণী, তৎপরে 'সুরগুরো' তৎপরে 'অভীষ্টং যচ্ছ যচ্ছ' এবং তৎপরে 'স্বাহা' উচ্চারণ করিলে বৃহস্পতির মন্ত্র হইবে (৩৫৯)।১০৮

'শাঁ শীঁ শূঁ শৈঁ শৌঁ শঃ" ইহা শুক্রের মন্ত্র।১০৯ শনৈশ্চরের মন্ত্র এই যে, হ্রাঁ হ্রা হ্রীঁ হ্রীঁ সর্ব্বশত্রূন্ বিদ্রাবয় বিদ্রাবয মার্ত্তণ্ডসূনবে নমঃ।১১০ রাহুর মন্ত্র এই যে 'রাঁ হ্রৌঁ দ্রৌঁ হ্রীঁ সোমশত্রো শত্রূন্ বিধ্বংসয বিধ্বংসয রাহবে

---

* দ্রেঁ ইতি পাঠান্তরম্।

† রাহোর্ম্মন্ত্র উদাহৃত ইতি চ পাঠান্তরম্।

(৩৫৯)—বৃহস্পতির মন্ত্র যথা ওঁ ঐঁ ওঁ সুরগুরো অভীষ্টং যচ্ছ যচ্ছ স্বাহা।

ক্রুঁ হ্রূঁ ক্রৈঁ কেতবে স্বাহা কেতোর্মন্ত্রঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥১১২॥
লঁ রঁ মৃঁ স্ত্রূঁ বঁ যমিতি ক্ষঁ হৌঁ ব্রীমমিতি ক্রমাৎ।
ইন্দ্রাদ্যনন্তদিক্‌পানাং দশ মন্ত্রাঃ সমীরিতাঃ ॥ ১১৩ ॥
অন্যেষাং পরিবারাণাং নামমন্ত্রাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
অনুক্তমন্ত্রে সর্ব্বত্র বিধিরেষ শিবোদিতঃ ॥ ১১৪ ॥

শ্রৈং হ্রীং সোমশত্রো শত্রূন্ বিধ্বংসয বিধ্বংসয বাহবে নমঃ ইত্যেষ বাহোর্মনু-রুদাহৃতঃ কথিতঃ ॥ ১১১ ॥ ১১২ ॥

লং বং ইত্যাদি। লমিতি বমিতি মৃমিতি স্ত্রূমিতি বমিতি যমিতি ক্ষমিতি হৌমিতি ব্রীমিতি অমিত্যেতে ক্রমাদিন্দ্রাদীনামনন্তান্তানাং দিক্‌পানাং দশ মন্ত্রাঃ সমীরিতাঃ কথিতাঃ ॥ ১১৩ ॥ ১১৪ ॥

নমঃ'।[১১১] 'ক্রুঁ হ্রূঁ ক্রৈঁ কেতবে স্বাহা' ইহা কেতুর মন্ত্র (৩৫২)।[১১২] ইন্দ্রের মন্ত্র লং, অগ্নির মন্ত্র রং, যমের মন্ত্র মৃং, নির্ঋতির মন্ত্র স্ত্রূং, বরুণের মন্ত্র বঁ, বায়ুর মন্ত্র যং, কুবেরের মন্ত্র ক্ষং, ঈশানের মন্ত্র হৌং, ব্রহ্মার মন্ত্র ব্রীং, অনন্তের মন্ত্র অং, ইন্দ্রাদি দশদিক্‌পালের এই দশ মন্ত্র কথিত হইল।[১১৩]

অন্যান্য অঙ্গদেবতার বা পরিবারগণের নামমন্ত্রই মন্ত্র স্বরূপে উল্লেখ করিতে হইবে (৩৫৩), যে যে স্থলে দেবতার মন্ত্র উক্ত হয় নাই, সদাশিব সেই সমুদায়

---

(৩৫২)—অস্মদ্দেশ প্রচলিত গ্রহযামলোক্ত নবগ্রহমন্ত্র যথা,

সূর্য্যমন্ত্র। ওঁ হ্রাং হ্রীং সঃ।
চন্দ্রমন্ত্র। ওঁ ঘ্রোং স্রোং সঃ।
মঙ্গলমন্ত্র। ওঁ হ্রাং হ্রীং সঃ।
বুধমন্ত্র। ওঁ হ্রোং হ্রোং হ্রাং সঃ।
বৃহস্পতিমন্ত্র। ওঁ ঐং ঐং ঐং সঃ।
শুক্রমন্ত্র। ওঁ হ্রোং হ্রীং সঃ।
শনিমন্ত্র। ওঁ শোং শোং সঃ।
রাহুমন্ত্র। ছোং ছাং ছোং সঃ।
কেতুমন্ত্র। ওঁ ফোং ফাং ফোং সঃ।

(৩৫৩)—দেবতার নামের আদ্যক্ষরে নাদ-বিন্দু (চন্দ্রবিন্দু) যোগ করিলেই নামমন্ত্র হয়। যথা, গণেশের নামমন্ত্র=গং। গন্ধর্বতন্ত্রে এই নামমন্ত্রের পূর্বে প্রণব যোগের বিধান দৃষ্ট হয়

নমোঽন্তমন্ত্রে দেবেশি ন নমো যোজয়েৎ বুধঃ।
স্বাহান্তেঽপি তথা মন্ত্রে ন দদ্যাদ্বহ্নিবল্লভাম্॥ ১১৫ ॥
গ্রহাদিভ্যঃ প্রদাতব্যং পুষ্পং বাসশ্চ ভূষণম্।
তেষাং বর্ণানুরূপেণ নান্যথা প্রীতয়ে ভবেৎ ॥ ১১৬ ॥

নম ইত্যাদি। বহ্নিবল্লভাং স্বাহেতি পদম্ ॥ ১১৫ ॥
গ্রহাদীত্যাদী। তেষাং গ্রহাদীনাম্ ॥ ১১৬ ॥

স্থলেই এইরূপ নামমন্ত্রের বিধান করিয়াছেন।১১৪ দেবি। যে মন্ত্রের অন্তে 'নমঃ' এই পদ আছে, সেই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক পূজা করিবার সময় আর পুনর্ব্বার নমঃ শব্দ যোগ করিবে না। এইরূপ যে মন্ত্রের অন্তে 'স্বাহা' এই পদ আছে, হোমাদি করিবার সময় পুনর্ব্বার তৎপরে আর স্বাহা পদ যোগ করিতে হইবে না ১১৫

যে গ্রহের যেরূপ বর্ণ কথিত হইয়াছে, সেই গ্রহের পূজা-সময়ে সেই বর্ণেরই বস্ত্র ভূষণ ও পুষ্পাদি প্রদান করিবে। ইহার অন্যথা করিলে গ্রহগণ প্রীত হয়েন না (৩৫৪)।১১৬ জ্ঞানী ব্যক্তি কুশণ্ডিকোক্ত বিধান অনুসারে বহ্নি স্থাপন করিবা

যথা—ওঁকারবিন্দুমধ্যস্থং নামধেয়াদ্যমক্ষরং। দেবতানাং স্ববীজন্তং পূজায়াসৃদ্ধি-সিদ্ধিদং ॥ অর্থাৎ ওঁকার এবং বিন্দুর মধ্যস্থলে নামের আদ্যক্ষর বসাইলেই দেবতাদিগের নিজ বীজ হইবে। যথা, কামেশ্বরের বীজ = ওঁ কঁা।

(৩৫৪)—যে দেবতার যে বর্ণ সেই দেবতাকে সেই বর্ণের উপচারাদি দ্বারা পূজা করাই সাধারণ নিয়ম। পরন্তু বিশেষ বিশেষ দেবতাকে শাস্ত্রোক্ত বিশেষ বিশেষ দ্রব্যের দ্বারা পূজা করিলে তাঁহাদের অধিকতর প্রীতি হইয়া থাকে। এইরূপ বিশেষ নিয়মে রক্তপদ্মে ও রক্তজবায় কালিকার বিশেষ প্রীতি। গ্রহ-দিগেরও পূজায় বিশেষ বিশেষ পুষ্প ও ধূপদ্রব্য ও গন্ধের বিধান আছে। প্রসঙ্গক্রমে তাহা উল্লিখিত হইল। গন্ধদান বিষয়ে।—রক্তচন্দন সূর্য্যের প্রীতিকর, চন্দ্রের শ্বেতচন্দন, মঙ্গলের কুঙ্কুম, বুধের সরল কাষ্ঠ, এবং সমভাগে মিশ্রিত রক্তচন্দন, শ্বেতচন্দন, কুঙ্কুম ও সরল কাষ্ঠ, বৃহস্পতির প্রীতিদায়ক। শুক্রেরও শ্বেতচন্দন, শনির কস্তূরী (মৃগনাভি), রাহুর পদ্মকাষ্ঠ এবং কেতুর পূর্ব্বোক্ত সমস্ত গন্ধদ্রব্যের গন্ধই বিশেষ প্রীতিকর। পুষ্পবিষয়ে।—অর্ক (আকন্দ) পুষ্পে সূর্য্যের বিশেষ প্রীতি হয়। কুমুদিনীতে চন্দ্রের প্রীতি। রক্তকরবীরে মঙ্গলের সন্তোষ। চম্পক বুধের প্রিয়তম। বৃহস্পতি পদ্মপুষ্পে সন্তুষ্ট। জাতি পুষ্পে শুক্রের পরম সন্তোষ। শনি মল্লিকাপুষ্পে প্রীত। রাহুর প্রীতি আমলকীপুষ্পে এবং অপরাজিতা পুষ্পে পূজা করিলে কেতুর বিশেষ প্রীতি হইয়া থাকে। এইরূপ ধূপ বিষয়ে।—রবির গুগ্‌গুল, সোমের সরল কাষ্ঠ, মঙ্গলের (মলঙ্গা)

কুশণ্ডিকোক্তবিধিনা বহ্নিং সংস্থাপযন্ সুধীঃ।
পুষ্পৈকচ্চাবচৈর্যদ্বা সমিদ্ভির্হোমমাচরেৎ॥ ১১৭॥
শান্তিকর্ম্মণি পুষ্টৌ চ বরদো হব্যবাহনঃ।
প্রতিষ্ঠাযাং লোহিতাক্ষঃ শক্রহা ক্রূরকর্ম্মণি॥ ১১৮॥
শান্তৌ পুষ্টৌ মহেশানি তথা ক্রূরেঽপি কর্ম্মণি।
গ্রহযাগং প্রকুর্ব্বাণো বাঞ্ছিতার্থমবাপ্নুযাৎ॥ ১১৯॥
যথা প্রতিষ্ঠাকার্য্যেষু দেবার্চ্চাপিতৃতর্পণম্।
বাস্তোর্যাগে গ্রহাণাঞ্চ তদ্বদেব বিধীযতে॥ ১২০॥

কুশণ্ডিকেত্যাদি। সমিদ্ভিঃ কাষ্ঠৈঃ॥ ১১৭॥

শান্তীত্যাদি। বরদো বরদনামা। লোহিতাক্ষো লোহিতাক্ষাখ্যঃ। শত্রুহা শত্রুহসংজ্ঞকঃ॥ ১১৮॥ ১১৯॥ ১২০॥

যথাবিহিত পুষ্প দ্বারা অথবা সমিধ দ্বারা হোম করিবে।[১১৭] শান্তিকর্ম্মে ও পুষ্টিকর্ম্মে অগ্নির নাম বরদ, প্রতিষ্ঠার সময অগ্নির নাম লোহিতাক্ষ, ক্রূর-কর্ম্মের সময অগ্নির নাম শত্রুহা, এইরূপ নামকরণ করা হইযা থাকে।[১১৮] মহেশ্বরি! শান্তিকর্ম্মের সময, পুষ্টিকর্ম্মের সময অথবা কোন ক্রূরকর্ম্ম করিবার সমযেও যিনি গ্রহযাগ করেন, তিনি অভিলষিত ফল প্রাপ্ত হইযা থাকেন।[১১৯]

দেবদারু, বুধের ঘৃতমিশ্রিত উক্ত দেবদারু, বৃহস্পতির দশাঙ্গ ধূপ। শুক্রের অগোরচন্দন, শনির কৃষ্ণাগুরু, রাহুর গুড়ত্বক্ (দারুচিনি), এবং উক্ত দারুচিনি ঘৃত মিশ্রিত করিযা ধূপ দানে কেতুর বিশেষ প্রীতি হইযা থাকে। যথা—

গন্ধবিষয়ে।—রক্তচন্দনমর্কায শ্বেতং চন্দ্রমসে তথা। মঙ্গলে কুঙ্কুমং দদ্যাৎ সবলং সোমনন্দনে॥ চতুঃসমং গুরবে দদ্যাৎ শুক্রায শ্বেতচন্দনং। শনৈশ্চরায কস্তূরং রাহবে পদ্মমুত্তমং। কেতুনামের সর্ব্বেষাং গন্ধকং গন্ধমুচ্যতে॥

পুষ্পবিষযে।—অর্কপুষ্পে রবিঃ পূজ্যঃ কুমুদং শর্ব্বরীপতেঃ। মঙ্গলে করবী রক্তা চম্পকে সোমনন্দনঃ॥ পদ্মপুষ্পে গুরুঃ পূজ্যঃ জাতিপুষ্পে চ ভার্গবঃ। মল্লিকে চ শনিঃ পূজ্য রাহোরামলকী তথা॥ কেতোরপরাজিতা চৈব গ্রহাণাং পুষ্পনির্ণযঃ॥

ধূপবিষযে।—গুগ্গুলঞ্চ রবের্দদ্যাৎ সোমায সবলং তথা। দেবদারুঞ্চ ভৌমায বুধায ঘৃতমিশ্রিতং॥ দশাঙ্গং গুরবে দদ্যাৎ অগোরং দৈত্যমন্ত্রিণে। ধূপং কৃষ্ণাগুরুং দদ্যাৎ সূর্য্যপুত্রায ধীমতে॥ রাহৌ গুড়ত্বকং দদ্যাৎ কেতুভ্যো ঘৃতমিশ্রিতং।

যদ্যেকস্মিন্ দিনে দ্বিত্রিঃ প্রতিষ্ঠা যাগকর্ম্ম চ
তন্ত্রেণ তত্র দেবার্চ্চা পিতৃশ্রাদ্ধাগ্নিসংক্রিয়াঃ॥ ১২১॥
জলাশয়গৃহারাম-সেতুসংক্রমশাখিনঃ।
বাহনাসনযানানি বাসোঽলঙ্করণানি চ॥ ১২২॥
পানাশনীয়পাত্রাণি দেয়বস্তূনি যান্যপি।
অসংস্কৃতানি দেবায় ন প্রদদ্যুঃ ফলেপ্সবঃ॥ ১২৩॥
কাম্যে কর্ম্মণি সর্ব্বত্র বুধঃ সংকল্পমাচরেৎ।
বিধিবাক্যানুসারেণ সম্পূর্ণসুকৃতাপ্তয়ে॥ ১২৪॥
সংস্কৃতাভ্যর্চ্চিতং দ্রব্যং নামোচ্চারণপূর্ব্বকম্।
সম্প্রদানাভিধাঞ্চোক্ত্বা দত্ত্বা সম্যক্ ফলং লভেৎ॥ ১২৫॥

যদীত্যাদি। তন্ত্রেণ একধৈব॥ ১২১॥ ১২২॥ ১২৩॥ ১২৪॥
সংস্কৃতেত্যাদি। সংস্কৃতাভ্যর্চ্চিতং শোধিতপ্রপূজিতম্। সম্প্রদানাভিধাং সম্প্রদাননামধেয়ম্॥ ১২৫॥

প্রতিষ্ঠাকার্য্যের সময় যেরূপ দেবতার্চ্চনা ও পিতৃতর্পণ করা আবশ্যক, বাস্তুযাগ এবং গ্রহযাগ করিবার কালেও সেইরূপ দেবতার্চ্চনা ও পিতৃতর্পণ বিধিবিহিত হইয়াছে।[১২০] পরন্তু যদি এক দিবসের মধ্যেই কোন কর্ম্ম-কর্ত্তার দুই তিনটি প্রতিষ্ঠা ও যাগকর্ম্ম উপস্থিত হয়, তাহা হইলে একবারেই দেবতার্চ্চনা, পিতৃশ্রাদ্ধ ও অগ্নিসংস্কার হইতে পারিবে, ঐ সমুদায় কার্য্য পুনঃপুনঃ করিতে হইবে না।[১২১]

জলাশয়, গৃহ আরাম, সেতু, সংক্রম, বৃক্ষ, বাহন আসন, যান, বস্ত্র অলঙ্কার,[১২২] পানপাত্র, ভোজনপাত্র অথবা অন্য যে কোন বস্তু দেবতার উদ্দেশে দান করিতে হইবে, তৎসমুদায় সংস্কার না করিয়া দেওয়া ফলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির বিধেয় নহে।[১২৩]

জ্ঞানী ব্যক্তি সম্পূর্ণ সুকৃতি লাভের নিমিত্ত সমুদায় কাম্যকর্ম্মেই বিধিবিহিত বাক্যানুসারে সঙ্কল্প করিবেন।[১২৪] যে বস্তু দান করিতে হইবে, অগ্রে তাহা সংস্কৃত ও অর্চ্চিত করিয়া তাহার নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক যাঁহাকে দান করিতে

জলাশযগৃহাবাম-সেতুসংক্রমশাখিনাম্ ।
কথ্যন্তে প্রোক্ষণে মন্ত্রাঃ প্রযোজ্যা ব্রহ্মবিদ্যযা ॥ ১২৬ ॥
জীবনাধাব জীবানাং জীবনপ্রদ বারুণ ।
প্রোক্ষণে তব তৃপ্যন্তু জলভূচরখেচবাঃ ॥ ১২৭ ॥
তৃণকাষ্ঠাদিসম্ভূত বাসেষ ব্রহ্মণঃ প্রিয় ।
ত্বাং প্রোক্ষযামি তোযেন প্রীতযে ভব সর্ব্বদা । ১২৮ ॥
ইষ্টকাদিসমুদ্ভূত বক্তব্যস্থিষ্টকামযে ॥ ১২৯ ॥

জলাশযেত্যাদি । ব্রহ্মবিদ্যযা গাযত্র্যা সহ ॥ ১২৬ ॥

তেষাং মধ্যে প্রথমতো জলাশযপ্রোক্ষণমন্ত্রমাহ, জীবনাধাব জীবানামিত্যাদি । জীবনাধাব জলাধাব । বাবুণ ববুণদেবতাক ॥ ১২৭ ॥

অথ গৃহপ্রোক্ষণমন্ত্রমাহ, তৃণকাষ্ঠাদিসম্ভূতেত্যাদি । বাসেষ বাসাব হিত ।১২৮॥

ইষ্টকাদীত্যাদি । ইষ্টকাদিমযে গৃহে প্রোক্ষণীযে তৃণকাষ্ঠাদিসম্ভূতেত্যত্র ইষ্টকাদিসমুদ্ভূতেতি বক্তব্যম্ ॥ ১২৯ ॥

হইবে, তাঁহাব নাম উল্লেখ কবিযা দান কবিলে সম্পূর্ণ ফল লাভ কবিতে পাবা যায ।[১২৫]

জলাশয, গৃহ, আবাম, সেতু, সংক্রম ও বৃক্ষ, এতৎসমুদায প্রোক্ষিত কবিবাব মন্ত্র বলিতেছি । প্রোক্ষণকালে গাযত্রী পাঠপূর্ব্বক সেই সমুদায মন্ত্র যোগ কবিতে হইবে ।[১২৬]

(জলাশয-সংস্কাবার্থ প্রোক্ষণ-মন্ত্রেব অর্থ যথা—) হে বরুণদৈবত জলাশয ! তুমি জীবনেব আধাব , তুমি জীবগণেব জীবন প্রদান কবিয়া থাক আমি যে তোমাকে প্রোক্ষিত কবিতেছি, তাহাতে জলচব স্থলচব ও আকাশচব সমুদায জীবই পবিতৃপ্ত হউক ।[১২৭]

(তৃণকাষ্ঠাদি-সম্ভূত গৃহ-সংস্কাবার্থ প্রোক্ষণ-মন্ত্রেব অর্থ যথা—) গৃহ ! তুমি তৃণ-কাষ্ঠাদি দ্বাবা নির্ম্মিত হইযাছ , তুমি উত্তম বাসেব যোগ্য স্থান , তুমি ব্রহ্মাব প্রিয় বস্তু , আমি জল দ্বাবা তোমাকে প্রোক্ষিত কবিতেছি, তুমি সর্ব্বদা প্রীতি-দাযক হও ।[১২৮] ইষ্টকাদি-নির্ম্মিত গৃহ প্রোক্ষিত কবিবাব সময, 'তৃণকাষ্ঠাদি-সম্ভূতে' অর্থাৎ তুমি তৃণকাষ্ঠাদি দ্বাবা বিনির্ম্মিত হইযাছ, ইহা না বলিযা 'ইষ্ট-

ফলৈঃ পত্রৈশ্চ শাখাদ্যৈঃ ছায়াভিশ্চ প্রিয়ঙ্করাঃ।
যচ্ছন্তু মেঽখিলান্ কামান্ প্রোক্ষিতাস্তীর্থবারিভিঃ॥ ১৩০॥
সেতুস্ত্বং ভবসিন্ধূনাং পাবদঃ পথিকপ্রিয়ঃ।
ময়া সংপ্রোক্ষিতঃ সেতো যথোক্তফলদো ভব॥ ১৩১॥
সংক্রম ত্বা প্রোক্ষয়ামি লোকানাং সংক্রমং যথা।
দদাসীহ তথা স্বর্গে সংক্রমো মে প্রদীয়তাম্॥ ১৩২॥

অথারামপ্রোক্ষণমন্ত্রমাহ, ফলৈঃ পত্রৈশ্চ শাখাদ্যৈরিত্যাদি॥ ১৩০॥
অথ সেতুপ্রোক্ষণমন্ত্রমাহ, সেতুস্ত্বং ভবসিন্ধূনামিত্যাদি॥ ১৩১॥
অথ সংক্রমপ্রোক্ষণমন্ত্রমাহ, সংক্রম ত্বা প্রোক্ষয়ামীত্যাদিনা। সংক্রমাতে

কাদিসমুদ্ভূত' অর্থাৎ তুমি ইষ্টকাদি দ্বারা বিনির্মিত হইয়াছ, এইরূপ মন্ত্র পাঠ করিবে। (প্রস্তর-নির্মিত গৃহ প্রতিষ্ঠা ও প্রোক্ষিত করিবার সময় ঐ স্থলে 'প্রস্তরাদিসমুদ্ভূত' অর্থাৎ তুমি প্রস্তরাদি দ্বারা বিনির্মিত হইয়াছ, এইরূপ বাক্য উল্লেখ করিতে হইবে)।[১২৯]

(আরাম প্রতিষ্ঠা করিবার সময় যে মন্ত্র পাঠ করিয়া তাহা অভ্যুক্ষিত করিবে, তাহার অর্থ যথা—) আরাম! তুমি ফল পত্র ও শাখা প্রভৃতি দ্বারা এবং ছায়া দ্বারা সকলের প্রিয় কার্য্য করিয়া থাক এক্ষণে তুমি তীর্থবারি দ্বারা অভ্যুক্ষিত হইয়া আমার সমস্ত কামনা পূর্ণ কর।[১৩০]

(সেতু-সংস্কারার্থ প্রোক্ষণ-মন্ত্রের অর্থ যথা—) সেতো! তুমি সংসার-সাগরের পারে উত্তীর্ণ হইবার সেতুস্বরূপ, তুমি পথিক লোকের অতীব প্রিয় আমি তোমাকে অভ্যুক্ষিত করিতেছি, তুমি আমাকে যথোক্ত ফল প্রদান কর।[১৩১]

(সংক্রম-সংস্কারার্থ প্রোক্ষিত করিবার মন্ত্রের অর্থ যথা—) সংক্রম! আমি তোমাকে প্রোক্ষিত করিতেছি, তুমি যেমন ইহলোকে পথিক লোকদিগকে সংক্রম অর্থাৎ যাতায়াত করিবার পথ দিয়া থাক সেইরূপ আমাকেও স্বর্গে উত্তীর্ণ হইবার পথ প্রদান কর।[১৩২]

প্রিয়ে! আরাম-প্রোক্ষণে যে মন্ত্র কথিত হইল পণ্ডিতগণ বৃক্ষ-প্রোক্ষণেও সেই মন্ত্র প্রয়োগ করিবেন। (কেবল 'আরাম!' এই সম্বোধনের পরিবর্ত্তে 'বৃক্ষ!

আরামপ্রোক্ষণে মন্ত্রো য এষ কথিতঃ প্রিয়ে।
স এব শাখিসংস্কারে প্রযোক্তব্যো মনীষিভিঃ ॥ ১৩৩ ॥
প্রণবো বারুণশ্চাস্ত্রং বীজত্রিতয়মম্বিকে।
সর্ব্বসাধারণদ্রব্য-প্রোক্ষণে বিনিযোজয়েৎ ॥ ১৩৪ ॥
স্নাপনার্হং বাহনং চেৎ স্নাপয়েৎ ব্রহ্মবিদ্যয়া।
অন্যত্রৈবার্ঘ্যতোয়েন কুশাগ্রেণ বিশোধয়েৎ ॥ ১৩৫ ॥
প্রাণপ্রতিষ্ঠামাচর্য্য তত্তদ্বাহনসংজ্ঞয়া।
পূজিতোঽলঙ্কৃতো বাহো দেয়ো ভবতি দৈবতে ॥ ১৩৬ ॥

সম্যক্ পাদবিক্ষেপঃ ক্রিয়তে লোকৈর্যত্র স সংক্রমঃ সেতুবিশেষঃ। তৎসম্বোধনে সংক্রমেতি। সংক্রমং সম্যগ্‌গমনম্ ॥ ১৩২ ॥ ১৩৩ ॥

প্রণব ইত্যাদি। হে অম্বিকে প্রণবঃ ওঁকারঃ বারুণং বম্ অস্ত্রং ফডিতি বীজত্রিতয়ং সর্ব্বসাধারণদ্রব্যপ্রোক্ষণে বিনিযোজয়েৎ ॥ ১৩৪ ॥

স্নাপনার্হমিত্যাদি। ব্রহ্মবিদ্যয়া গায়ত্র্যা। ১৩৫ ॥

প্রাণেত্যাদি। পূর্ব্বোক্তেনোহনীয়লিঙ্গকপদশালিনা দেবীপ্রাণপ্রতিষ্ঠামন্ত্রেণ বাহনস্য প্রাণপ্রতিষ্ঠামাচর্য্য কৃত্বা তত্তদ্বাহনসংজ্ঞয়া পূজিতোঽলঙ্কৃতশ্চ বাহো বাহনং দৈবতে দেয়ো ভবতি ॥ ১৩৬ ॥

এই সম্বোধনপদ প্রয়োগ করিতে হইবে।)[১৩৩] অম্বিকে। অন্যান্য সর্ব্বসাধারণ বস্তু প্রোক্ষিত করিবার সময় প্রণব বরুণবীজ ও অস্ত্র, এই বীজত্রয় ব্যবহার করিবে (৩৫৫)।[১৩৪]

যে বাহনকে স্নান করান যাইতে পারে, তাহাকে গায়ত্রী পাঠ পূর্ব্বক স্নান করাইবে। আর যাহাদিগকে স্নান করান যাইতে না পারে, তাহাদিগকে কুশাগ্রে গৃহীত অর্ঘ্যতোয় দ্বারা অভ্যুক্ষণ পূর্ব্বক শোধন করিবে।[১৩৫] কোন দেবতার বাহন প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে অগ্রে সেই বাহনের নাম উল্লেখ পূর্ব্বক প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া অর্চ্চনা পূর্ব্বক তাহাকে অলঙ্কার দ্বারা ভূষিত করিবে। পশ্চাৎ সেই বাহন দেবতার উদ্দেশে উৎসর্গ হইবে।[১৩৬]

---

(৩৫৫)—বীজত্রয় যথা। ওঁ বঁ ফট্।

জলাশয়ে পূজনীয়ো বরুণো যাদসাম্পতিঃ।
গৃহে প্রজাপতির্ব্রহ্মা-বামে সেতৌ চ সংক্রমে।
পূজ্যো বিষ্ণুর্জগৎপাতা সর্ব্বাত্মা সর্ব্বদৃগ্বিভুঃ॥ ১৩৭॥

শ্রীদেব্যুবাচ।

বিবিধানি বিধানানি কথিতান্যুক্তকর্ম্মসু।
ক্রমো ন দর্শিতো যেন মানবঃ কর্ম্ম সাধয়েৎ॥ ১৩৮॥
ক্রমব্যত্যয়কর্ম্মাণি বহ্বায়াসকৃতান্যপি।
ন যচ্ছন্তি ফলং সম্যক নৃণাং কর্ম্মানুজীবিনাম্॥ ১৩৯॥

শ্রীসদাশিব উবাচ।

যত্ত্বুক্তং পরমেশানি মাতেব হিতকারিণি।
নিঃশ্রেয়সস্তল্লোকানাং ফলব্যাপৃতচেতসাম্॥ ১৪০॥

জলাশয়ে ইত্যাদি। সর্ব্বদৃক্ সকলপদার্থদ্রষ্টা। বিভুঃ ব্যাপকঃ॥১৩৭॥
অথোক্তকৃত্যতত্তৎকর্ম্মক্রমং জিজ্ঞাসুর্দেব্যুবাচ, বিবিধানীত্যাদিনা।১৩৮॥১৩৯॥
এবম্প্রার্থিতঃ সন্ শ্রীসদাশিব উবাচ, যদুক্তমিত্যাদিনা। ফলব্যাপৃতচেতসাং ফলায় ব্যাপৃতং ব্যাপারবিশিষ্টং চেতো যেষাং তে তেষাম্॥ ১৪০॥

জলাশয় প্রতিষ্ঠা করিবার সময় জলচরদিগের অধিপতি বরুণের পূজা করিতে হইবে। গৃহপ্রতিষ্ঠার সময় প্রজাপতি ব্রহ্মার পূজা করিবে, এবং বৃক্ষ, আরাম, সেতু ও সংক্রম প্রতিষ্ঠা করিবার সময় জগৎপতি সর্ব্বাত্মা সর্ব্বসাক্ষী বিভু বিষ্ণুর পূজা করিতে হইবে।[১৩৭]

শ্রীদেবী কহিলেন। দেবদেব। আপনি উক্ত কর্ম্ম সমুদায়ের নানাবিধ বিধান কহিলেন, পরন্তু মানবগণ যে ক্রম অবলম্বন করিয়া কর্ম্ম সাধন করিবে, তাহা প্রকাশ করেন নাই।[১৩৮] এদিকে, যে সকল মনুষ্য ফলাকাঙ্ক্ষী তাহারা যে সমুদায় কর্ম্ম করে তাহা যদি বহু আয়াস দ্বারাও সংসাধিত হয় তথাপি ক্রমব্যত্যয় হইলে সম্পূর্ণ ফলদায়ক হয় না।[১৩৯]

শ্রীসদাশিব কহিলেন। পরমেশ্বরি। তুমি মাতার ন্যায় জগতের হিত-কারিণী। তুমি যাহা বলিলে, তাহা ফলাসক্ত ব্যক্তিদিগের পক্ষে সর্ব্বতোভাবেই

এতেষামুক্তকৃত্যানাম্ অনুষ্ঠানং পৃথক্ পৃথক্।
বাস্তুযাগক্রমাদ্দেবি কথয়াম্যবধীয়তাম্॥ ১৪১॥
পূর্ব্বেঽহ্নি নিয়তাহারঃ শ্বঃপ্রাতঃ স্নানমাচরেৎ।
কৃত্বা পূর্ব্বাহ্নিকং কর্ম্ম গুরুং নারায়ণং যজেৎ॥ ১৪২॥
ততঃ স্বকামমুদ্দিশ্য বিধিদর্শিতবর্ত্মনা।
কৃতসঙ্কল্পকো মন্ত্রী গণেশাদীন্ সমর্চ্চয়েৎ॥ ১৪৩॥
বন্ধূকাভং ত্রিনেত্রং দ্বিবদবরমুখং নাগযজ্ঞোপবীতং
শঙ্খং চক্রং কৃপাণং বিমলসরসিজং হস্তপদ্মৈর্দধানম্।
উদ্যদ্বালেন্দুমৌলিং দিনকরকিরণোদ্দীপ্তবস্ত্রাঙ্গশোভং
নানালঙ্কারযুক্তং ভজত গণপতিং রক্তপদ্মোপবিষ্টম্॥ ১৪৪॥

এতেষামিত্যাদি। অনুষ্ঠানং সাধনম্॥ ১৪১॥

বাস্তুযাগক্রমাদুক্তকৃত্যানামনুষ্ঠানস্য ক্রমমাহ, পূর্ব্বেঽহ্নীত্যাদিভিঃ॥১৪২॥১৪৩॥

অথ গণপতিধ্যানমাহ, বন্ধূকাভমিত্যাদ্যেকেন। বন্ধূকাভং বন্ধূকপুষ্পসদৃশ-দ্যুতিম্। উদ্যদ্বালেন্দুমৌলিম্ উদ্যন্ যো বাল ইন্দুর্বালশ্চন্দ্রঃ স মৌলৌ কিরীটে

মঙ্গলকর।[১৪০] দেবি! আমি যে সমুদায় কর্ম্মের কথা বলিয়াছি, তাহার অনুষ্ঠান ভিন্ন ভিন্ন। এক্ষণে আমি বাস্তুযাগ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ সমুদায় বলিতেছি, অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর।[১৪১]

বাস্তুযাগ করিতে হইলে, পূর্ব্বদিন আহার বিষয়ে সংযত থাকিয়া পরদিবস প্রত্যুষেই স্নান করিতে হইবে। পরে সেই মন্ত্রপ্রয়োগকর্ত্তা পূর্ব্বকৃত্য সমুদায় সম্পন্ন করিয়া গুরু ও নারায়ণের পূজা করিবে।[১৪২] অনন্তর কামনানুসারে যথাবিধানে সঙ্কল্প করিয়া গণেশাদির অর্চ্চনা করিতে হইবে।[১৪৩]

(এই গণেশ-পূজার সময় যেরূপ ধ্যান করিতে হইবে, তাহার অর্থ যথা—) যাঁহার আভা বন্ধূকপুষ্পের সদৃশ রক্তবর্ণ, যিনি ত্রিনেত্র, যাঁহার দিব্য-দ্বিরদবর-বদন অনির্ব্বচনীয় শোভা সম্পাদন করিতেছে, নাগ দ্বারা যাঁহার যজ্ঞোপবীত পরিকল্পিত হইয়াছে, যিনি করচতুষ্টয় দ্বারা শঙ্খ চক্র কৃপাণ ও সুচারু সরোরুহ ধারণ করিয়াছেন, নবোদিত চন্দ্রকলা যাঁহার শিরোভূষণ, যাঁহার বসন ও

এবং ধ্যাত্বা যথাশক্ত্যা পূজয়িত্বা গণেশ্বরম্।
ব্রহ্মাণঞ্চ ততো বাণীং বিষ্ণুং লক্ষ্মীং সমর্চ্চয়েৎ॥ ১৪৫॥
শিবং দুর্গাং গ্রহাংশ্চাপি তথা ষোড়শমাতৃকাঃ।
ঘৃতধারাস্বপি বসূন্ ইষ্ট্বা কুর্য্যাৎ পিতৃক্রিয়াম্॥ ১৪৬॥
ততঃ প্রোক্তবিধানেন মণ্ডলং বাস্তুরক্ষসঃ।
নির্ম্মায় পূজয়েত্তত্র বাস্তুদৈত্যং গণৈঃ সহ॥ ১৪৭॥
ততস্তু স্থণ্ডিলং কৃত্বা বহ্নিং সংস্কৃত্য পূর্ব্ববৎ।
ধারাহোমান্তমাচর্য্য বাস্তুহোমং সমারভেৎ॥ ১৪৮॥
যথাশক্ত্যাহুতীস্তস্মৈ পরিবারগণায় চ।
তথা পূজিতদেবেভ্যো দত্ত্বা কর্ম্ম সমাপয়েৎ॥ ১৪৯॥

যস্য তথাভূতম্। দিনকরকিরণোদ্দীপ্তবস্ত্রাঙ্গশোভং দিনকরকিরণবদুদ্দীপ্তেন বস্ত্রেণাঙ্গে শোভা যস্য তথাভূতম্॥ ১৪৪॥ ১৪৫॥

শিবমিত্যাদি। ইষ্ট্বা পূজয়িত্বা॥ ১৪৬॥ ১৪৭॥

ততস্ত্বিত্যাদি। আচর্য্য বিধায়॥ ১৪৮॥

যথেত্যাদি। তস্মৈ বাস্তুদৈত্যায়॥ ১৪৯॥

অঙ্গরাগ উদিত-দিনকর-কিরণ-সদৃশ সমুজ্জ্বল রক্তবর্ণ; যাঁহার অঙ্গ নানা প্রকার অলঙ্কারে অলঙ্কৃত, এবং যিনি রক্তপদ্মে উপবিষ্ট আছেন, তাদৃশ গণপতিকে ভজনা কর।[১৪৪]

এইরূপ ধ্যান করিয়া যথাশক্তি গণপতির পূজা করিবে। পরে ব্রহ্মা সরস্বতী বিষ্ণু ও লক্ষ্মীর অর্চ্চনা করিতে হইবে।[১৪৫] অনন্তর শিব দুর্গা গ্রহগণ ও গৌর্য্যাদি ষোড়শ মাতৃকার পূজা পূর্ব্বক বসুধারা দিয়া সেই ঘৃত-ধারাতে বসুগণের পূজা করিয়া পিতৃকৃত্য অর্থাৎ আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ করিবে।[১৪৬]

অনন্তর পূর্ব্বোক্ত বিধানানুসারে বাস্তুপুরুষের মণ্ডল রচনা করিয়া তাহাতে পরিবার-সহিত সেই বাস্তুদৈত্যের পূজা করিবে।[১৪৭] পরে স্থণ্ডিল প্রস্তুত করিয়া পূর্ব্বোক্ত বিধান অনুসারে বহ্নিসংস্কারপূর্ব্বক ধারাহোম পর্য্যন্ত সমুদায় কার্য্য সম্পাদন করিয়া বাস্তুহোম আরম্ভ করিবে [১৪৮] (তদ্‌যথা—) বাস্তুপুরুষের উদ্দেশে ও তাঁহার পরিবারগণের উদ্দেশে যথাশক্তি আহুতি প্রদান করিয়া

বাস্তুযাগে পৃথক্‌কার্য্যে এব তে কথিতঃ ক্রমঃ।
অনেনৈব গ্রহাণাঞ্চ যজ্ঞোঽপি বিহিতঃ প্রিয়ে ॥ ১৫০ ॥
গ্রহাণামত্র মুখ্যত্বাৎ নাঙ্গত্বেন প্রপূজনম্।
সঙ্কল্পানন্তরং কার্য্যং বাস্তুর্চ্চনমিতি ক্রমঃ ॥ ১৫১ ॥
গণেশাদ্যর্চ্চনং সর্ব্বং বাস্তুযাগবিধানবৎ।
গ্রহাণাং যন্ত্রমন্ত্রৌ চ ধ্যানং প্রাগেব কীর্ত্তিতম্ ॥ ১৫২ ॥
প্রসঙ্গাৎ কথিতৌ ভদ্রে গ্রহবাস্তুক্রতুক্রমৌ।
অথ প্রস্তুতকৃত্যানাম্ উচ্যতে কূপসংস্ক্রিয়া ॥ ১৫৩ ॥
সঙ্কল্পং বিধিবৎ কৃত্বা বাস্তুপূজনমাচরেৎ।
মণ্ডলে কলসে বাপি শালগ্রামে যথামতি ॥ ১৫৪ ॥
ততঃ পূজ্যো গণপতিঃ ব্রহ্মা বাণী হরীরমা।
শিবো দুর্গা গ্রহাশ্চাপি পূজ্যা দিকপতয়স্তথা ॥ ১৫৫ ॥

বস্তুযাগে ইত্যাদি। অনেনৈব ক্রমেণ ॥ ১৫০ ॥
গ্রহাণামিত্যাদি। অত্র গ্রহযজ্ঞে ॥ ১৫১ ॥ ১৫২ ॥ ১৫৩ ॥
কূপসংস্কারক্রমমেবাহ, সংকল্পমিত্যাদিভিঃ ॥ ১৫৪ ॥ ১৫৫ ॥

পশ্চাৎ পূজিত দেবগণের উদ্দেশেও যথাসাধ্য আহুতি প্রদান পূর্বক প্রকৃত কর্ম্ম সমাপন করিবে [১৪৯]

যদি পৃথক্ করিয়া বাস্তুযাগ করিতে হয়, তাহা হইলে কথিত এই ক্রম অবলম্বন করিতে হইবে। প্রিয়ে! এই ক্রম অনুসারে গ্রহযাগও করা যাইতে পারিবে,[১৫০] পরন্তু তাদৃশ স্থলে গ্রহগণের প্রাধান্য হেতু অঙ্গস্বরূপে পূজা হইবে না, এরূপস্থলে ক্রম এই যে, সংকল্পের পরেই বাস্তুদেবতার পূজা করিতে হইবে,[১৫১] এবং সেই সময় বাস্তুযাগ বিধানের ন্যায় পূর্বোক্ত গণেশাদি দেবগণেরও অর্চ্চনা করিবে। (তৎপরে বিশিষ্টরূপে গ্রহগণের পূজা করিতে হইবে। গ্রহগণের যন্ত্র মন্ত্র ও ধ্যান সমুদায় পূর্বেই বলিয়াছি।[১৫২] ভদ্রে! প্রসঙ্গক্রমে গ্রহযাগ ও বাস্তুযাগের ক্রমও কথিত হইল। এক্ষণে উপস্থিত কার্য্যসমূহের মধ্যে কূপ সংস্কার কহিতেছি।[১৫৩]

প্রথমতঃ যথাবিধি সংকল্প করিয়া, স্বেচ্ছানুসারে মণ্ডলে কলসে বা শালগ্রামে

মাতরো বসবোঽষ্টৌ চ ততঃ কার্য্যা পিতৃক্রিয়া।
প্রাধান্যং বরুণস্যাত্র স হি পূজ্যো বিশেষতঃ॥ ১৫৬॥
নানোপহারৈর্ব্বরুণম্ অর্চ্চয়িত্বা স্বশক্তিতঃ।
বিধিবৎ সংস্কৃতে বহ্নৌ বারুণং হোমমাচরেৎ।। ১৫৭॥
পূজিতেভ্যশ্চ দেবেভ্যো দত্ত্বা প্রত্যেকমাহুতিম্।
পূর্ণাহুত্যন্তকৃত্যেন হোমকর্ম্ম সমাপয়েৎ॥ ১৫৮॥
ততো ধ্বজপতাকাস্রগ্-গন্ধসিন্দূরচর্চ্চিতম্।
উক্তপ্রোক্ষণমন্ত্রেণ প্রোক্ষয়েৎ কূপমুত্তমম্॥ ১৫৯॥
ততঃ স্বকামমুদ্দিশ্য দেবমুদ্দিশ্য বা নরঃ।
সর্ব্বভূতপ্রীণনায়োৎ-সৃজেৎ কূপজলাশয়ম্॥ ১৬০॥

মাতর ইত্যাদি। অত্র কূপসংস্কারে। স বরুণঃ॥১৫৬॥১৫৭॥১৫৮॥১৫৯॥
॥১৬০॥

বাস্তুপূজা করিবে।[১৫৪] অনন্তর গণপতি, ব্রহ্মা, সরস্বতী, বিষ্ণু, লক্ষ্মী, শিব, দুর্গা, গ্রহগণ ও দিক্‌পালগণ, ইঁহাদের পূজা করিয়া [১৫৫] মাতৃকাগণের পূজা পূর্ব্বক (বসুধারা দিয়া তাহাতে) অষ্টবসুর পূজা করিবে। তৎপরে আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ করিতে হইবে। এই কূপসংস্কার স্থলে বরুণ দেবতারই প্রাধান্য এই নিমিত্ত বিশেষরূপে তাঁহার পূজা করিতে হইবে।[১৫৬] অতএব নানা উপহার দ্বারা যথা-শক্তি বরুণের অর্চ্চনা করিয়া (কুশণ্ডিকোক্ত বিধান অনুসারে বহ্নি সংস্থাপন হইতে আরম্ভ করিয়া ধারাহোম পর্য্যন্ত সমুদায় কার্য্য যথাযথ সমাধান করিয়া সেই) সংস্কৃত অগ্নিতে যথাবিধি বরুণের হোম করিবে।[১৫৭] পরে পূজিত দেবগণের মধ্যে প্রত্যেকের উদ্দেশে আহুতি প্রদান করিয়া পূর্ণাহুতি প্রদান পূর্ব্বক হোমকর্ম্ম সমাপন করিবে।[১৫৮]

অনন্তর পূর্ব্ব-কথিত প্রোক্ষণ-মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক, ধ্বজপতাকা ও কুসুমমালা সুশোভিত সিন্দূর-চন্দন-চর্চ্চিত সেই উত্তম কূপ প্রোক্ষিত করিবে।[১৫৯] পরে কর্ম্মকর্ত্তা আপনার কামনা অথবা দেবতার প্রীতি উদ্দেশ করিয়া সর্ব্বভূতের প্রীতির নিমিত্ত কূপ বা জলাশয় উৎসর্গ করিবে।[১৬০] অতঃপর সাধকশ্রেষ্ঠ কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রার্থনা করিবে যে, জলচর স্থলচর ও আকাশচর সমুদায় প্রাণীই

কৃতাঞ্জলিপুটো ভূত্বা প্রার্থয়েৎ সাধকাগ্রণীঃ ।
সুপ্রীযন্তাং সর্ব্বভূতা নভোভূতোয়বাসিনঃ ॥ ১৬১ ॥
উৎসৃষ্টং সর্ব্বভূতেভ্যো ময়ৈতজ্জলমুত্তমম্ ।
তৃপ্যন্তু সর্ব্বভূতানি স্নানপানাবগাহনৈঃ ॥ ১৬২ ॥
সামান্যং সর্ব্বজীবেভ্যো ময়া দত্তমিদং জলম্ ॥ ১৬৩ ॥
যে চ কেচিদ্বিপদ্যন্তে স্বস্বকর্ম্মবিপাকতঃ ।
তৎপাপৈর্ন প্রলিপ্যেঽহং সফলাস্তু মম ক্রিয়া ॥ ১৬৪ ॥
ততস্তু দক্ষিণাং কৃত্বা কৃতশান্ত্যাদিকক্রিয়ঃ ।
ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েৎ কৌলান্ দীনানপি বুভুক্ষিতান্ ।
জলাশয়প্রতিষ্ঠাসু সর্ব্বত্রৈষ ক্রমঃ শিবে ॥ ১৬৫ ॥

কৃতাঞ্জলীত্যাদি । ননু সাধকাগ্রণীঃ কিং প্রার্থয়েদিত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ, সুপ্রীযন্তামিত্যাদিভিঃ ॥১৬১॥১৬২॥১৬৩॥১৬৪॥১৬৫॥

পর্য্যাপ্তরূপে পরিতৃপ্ত হউক ।১৬১ আমি সর্ব্বভূতের প্রীতির নিমিত্ত এই উত্তম জল উৎসর্গ করিলাম, ইহাতে স্নান ও অবগাহন এবং এই জল পান করিয়া সকল প্রাণীই পরিতৃপ্ত হউক ।১৬২ আমি সর্ব্বজীবের উদ্দেশেই এই জল প্রদান করিলাম, স্নান-পানাদি-বিষয়ে ইহাতে সর্ব্বসাধারণের এবং সর্ব্বজীবের সমান অধিকার হইল ।১৬৩ যদি কেহ স্বকীয় কর্ম্মবিপাকে এই জলে প্রাণত্যাগ করে বা অন্য কোনরূপে বিপন্ন হয়, আমি যেন তৎপাপে লিপ্ত না হই, এবং আমার এই উৎসর্গ-ক্রিয়া যেন সর্ব্বতোভাবে সফল হয় ।১৬৪ অনন্তর শান্তিকর্ম্ম প্রভৃতি সমাধা করিয়া দক্ষিণান্ত করিবে এবং কৌলদিগকে, ব্রাহ্মণদিগকে ও ক্ষুধার্ত্ত দীনদরিদ্রদিগকে ভোজন করাইবে । শিবে । জলাশয় প্রতিষ্ঠা-স্থলে সর্ব্বত্রই এইরূপ ক্রম অবলম্বন করিতে হইবে । অর্থাৎ পুষ্করিণী প্রভৃতি অন্যান্য জলাশয় প্রতিষ্ঠার বিধানও এই কূপপ্রতিষ্ঠার ন্যায়, কিছুমাত্র প্রভেদ নাই ।১৬৫

তড়াগাদি প্রতিষ্ঠা-স্থলে বিশেষ এই যে তাহাতে নাগস্তম্ভ ও জলচর জন্তু নির্ম্মাণ করিতে হইবে ।১৬৬ কর্ম্মকর্ত্তার বিভব অনুসারে যথাবিধি স্বর্ণাদি

তড়াগাদৌ চ কর্ত্তব্যা নাগস্তম্ভজলেচরাঃ ॥ ১৬৬ ॥
মীনমণ্ডূকমকর কূর্ম্মাশ্চ জলজন্তবঃ।
কার্য্যা ধাতুময়াশ্চৈতে কর্ত্তৃবিত্তানুসারতঃ ॥ ১৬৭ ॥
মৎস্যৌ স্বর্ণময়ৌ কুর্য্যাৎ মণ্ডূকাবপি হেমজৌ।
রাজতৌ মকরৌ কূর্ম্ম-মিথুনং তাম্ররিত্তিকম্ * ॥ ১৬৮ ॥

তড়াগাদি প্রতিষ্ঠায়াং যো বিশেষস্তমাহ, তড়াগাদৌ চেত্যাদিভিঃ। তড়াগাদৌ সংস্কার্য্যে সতি নাগস্তম্ভো জলেচরাশ্চ কর্ত্তব্যাঃ ॥১৬৬॥

ননু কিংদ্রব্যময়াঃ কে বা জলজন্তবঃ কর্ত্তব্যা ইত্যপেক্ষায়ামাহ, মীনমণ্ডূকেত্যাদিনা ॥ ১৬৭ ॥

ননু কিংধাতুময়াঃ কতি বা মীনাদয়ো জলজন্তবো বিধাতব্যা ইত্যাকাঙ্ক্ষায়মাহ, মৎস্যৌ স্বর্ণময়াবিত্যাদিনা ॥ ১৬৮ ॥

ধাতু দ্বারা মৎস্য মণ্ডূক মকর ও কূর্ম্ম, এই সমুদায় জলজন্তু নির্ম্মাণ করিয়া দিবে।[১৬৭] দুইটি মৎস্য ও দুইটি মণ্ডূক সুবর্ণ দ্বারা নির্ম্মাণ করিতে হইবে; দুইটি মকর রজত দ্বারা নির্ম্মাণ করিবে, এবং একটি কূর্ম্ম তাম্র দ্বারা ও একটি কূর্ম্ম পিত্তল দ্বারা নির্ম্মাণ করিয়া দিবে।[১৬৮] এই সমুদায় জলচর জন্তুর সহিত তড়াগ দীর্ঘিকা ও সাগর প্রভৃতি উৎসর্গ করিয়া (৩৫৬) প্রার্থনা পূর্ব্বক নাগের

---

* তাম্ররীতিকম্ ইতি বা পাঠঃ।

(৩৫৬)—কৃত্রিম জলাশয় ভিন্ন স্বাভাবিক জলাশয় উৎসর্গ হইতে পারে না, কারণ তাহাতে ব্যক্তিবিশেষের স্বত্ব নাই, তাহা স্বভাবতই সাধারণের সম্পত্তি। এই কৃত্রিম জলাশয় আট প্রকার, কূপ পুষ্করিণী, দীর্ঘিকা, দ্রোণ তড়াগ, বাপী, সরসী ও সাগর।

পাড় দিয়া বাঁধান হউক, বা নাই হউক, অল্পবিস্তার গোলাকৃতি গভীর যে ভূমিখাত, তাহাকে কূপ (পাতকুয়া) বলে।

যে সম-চতুষ্কোণ জলাশয়ের পরিমাণ, প্রত্যেক দিকেই অন্যূন বিংশতি (২০) হস্ত, এবং যাহার ক্ষেত্রফল চারিশত হস্তের ন্যূন নহে, তাহাকে পুষ্করিণী বলে।

যে জলাশয়ের চারিদেকের মধ্যে কোন দিকের পরিমাণ পঞ্চত্রিংশৎ (৩৫) হস্তের ন্যূন না হয়, এবং যাহার চতুর্দ্দিকের পরিমাণের ক্ষেত্রফল তিনশত ধনু অর্থাৎ বারশত হস্তের ন্যূন নহে, তাহাকে দীর্ঘিকা বলে।

যে জলাশয়ের চারিদিকের মধ্যে কোন দিকের পরিমাণ চত্বারিংশৎ (৪০) হস্তের ন্যূন না হয়, এবং যাহার ক্ষেত্রফল ষোলশত হস্তের ন্যূন নহে তাহা দ্রোণ নামে বিখ্যাত।

এতৈর্জ্জলচরৈঃ সার্দ্ধং তড়াগমপি দীর্ঘিকাম্।
সাগরঞ্চ সমুৎসৃজ্য প্রার্থয়ন্নাগমর্চ্চয়েৎ ॥ ১৬৯ ॥
অনন্তো বাসুকিঃ পদ্মো মহাপদ্মশ্চ তক্ষকঃ।
কুলীরঃ কর্কটঃ শঙ্খঃ পাথসাং রক্ষকা ইমে ॥ ১৭০ ॥

এতৈরিত্যাদি। এতৈর্মীনাদিভির্জ্জলচরৈঃ সার্দ্ধং তড়াগং দীর্ঘিকাং সাগরঞ্চাপি সমুৎসৃজ্য নাগং প্রার্থয়ন্ সন্নর্চ্চয়েৎ ॥ ১৬৯ ॥

ননু কস্মিন্ স্থানে কং বা নাগমভ্যর্চ্চয়েৎ কিং বা প্রার্থয়েদিত্যপেক্ষায়ামাহ, অনন্ত ইত্যাদিনা। ইমেঽনন্তাদয়োঽষ্টৌ নাগাঃ পাথসাং জলানাং রক্ষকা ভবন্তীত্যন্বয়ঃ ॥ ১৭০ ॥

অর্চ্চনা করিবে।[১৬৯] অনন্ত বাসুকি পদ্ম মহাপদ্ম তক্ষক কুলীর কর্কট ও শঙ্খ, ইঁহারা জলরক্ষক।[১৭০] অশ্বত্থ-পল্লবে পৃথক্ পৃথক্ এক একটিতে (পত্রে) এই অষ্ট

যে জলাশয়ের পরিমাণ প্রত্যেক দিকেই পঞ্চচত্বারিংশৎ (৪৫) হস্তের ন্যূন নহে, এবং যাহার ক্ষেত্রফল দুই সহস্র হস্তের অধিক, তাহার নাম তড়াগ।

যে জলাশয়ের পরিমাণ চারিদিকের কোন দিকেই একশত ত্রিশ (১৩০) হস্তের ন্যূন নহে, এবং যাহার ক্ষেত্রফল ষোল হাজার হস্তের অধিক, তাহাকে বাপী বলে।

পদ্মাদিযুক্ত বৃহৎ জলাশয়ের নাম সরসী বা সরোবর। সরসীর কোন বিশেষ লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় না। পুষ্করিণী ও তড়াগ, এই উভয়ও সরোবর শব্দে উল্লিখিত হইয়া থাকে। ফলতঃ আমাদের বিবেচনায় পুষ্করিণীর সার্দ্ধ (দেড়) গুণ জলাশয়কে অর্থাৎ পুষ্করিণী, ও দীর্ঘিকার মধ্যবর্ত্তী জলাশয়কেই সরসী শব্দে অভিহিত করা অপেক্ষাকৃত যুক্তিসঙ্গত। কারণ, মতান্তরে আছে "শতহস্তা ভবেদ্বাপী দ্বিগুণা পুষ্করিণ্যপি। ত্রিগুণন্তু সরোমানমত ঊর্দ্ধন্তু সাগরাঃ॥" ইহার অর্থ এই যে, শতহস্ত-পরিমিত জলাশয়কে বাপী বলে, পুষ্করিণী তাহার দ্বিগুণ, সরোবর তাহার ত্রিগুণ, এবং এতদূর্দ্ধপরিমাণ জলাশয় সাগর নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এস্থলে অন্যান্য বিষয়ে মতভেদ থাকিলেও সরোবরকে পুষ্করিণীর দেড়গুণ বলা হইতেছে।

এই সপ্তবিধ জলাশয় অপেক্ষা বৃহৎ জলাশয়কে সাগর বলে। ইহাকে সচরাচর সকলে 'সায়র' কহিয়া থাকে।

এই আট প্রকার জলাশয়ই উত্তর ও দক্ষিণ দিকে কিঞ্চিৎ দীর্ঘ হওয়া আবশ্যক। যথা বায়ুপুরাণে,—কূপবাপীপুষ্করিণ্যো দীর্ঘিকা দ্রোণ এব চ। তড়াগঃ সরসী চৈব সাগরশ্চাষ্টমো মতঃ। সর্ব্বৈর্জ্জলাশয়ঃ কার্য্যো যত্নাদ্ যাম্যোত্তরায়তঃ॥ আর, এস্থলে জলাশয়ের যে পরিমাণ কথিত হইল, তাহাতে যে স্থান পর্য্যন্ত জল থাকে, সেই স্থান পর্য্যন্তই বুঝিতে হইবে। জলাশয়ের উপরিতট (পাড়) ধরিয়া পরিমাণ হইবে না।

ইত্যষ্টৌ নাগনামানি লিখিত্বাশ্বত্থপল্লবে।
স্মৃত্বা প্রণবগায়ত্র্যৌ ঘটমধ্যে বিনিঃক্ষিপেৎ ॥ ১৭১ ॥
চন্দ্রার্কৌ সাক্ষিণৌ কৃত্বা বিলোড্যৈকং সমুদ্ধরেৎ।
তত্রোত্তিষ্ঠতি যো নাগঃ স্বং কুর্য্যাত্তোয়বন্ধকম্ ॥ ১৭২ ॥
স্তম্ভমেকং সমানীয় বিংশহস্তমিতং শুভম্।
সবলং দারুজং তৈলৈঃ উক্ষিতঞ্চ হরিদ্রয়া ॥ ১৭৩ ॥
স্নাপয়েত্তীর্থতোয়েন ব্যাহৃত্যা প্রণবেন চ।
তত্র হ্রীশ্রীক্ষমাশাশ্তি-সহিতং নাগমর্চ্চয়েৎ ॥ ১৭৪ ॥

ইত্যষ্টাবিত্যাদি। ইত্যেতান্যনন্তাদীন্যষ্টৌ নাগনামান্যশ্বত্থপল্লবে লিখিত্বা প্রণবগায়ত্র্যৌ স্মৃত্বা ঘটমধ্যে বিনিঃক্ষিপেৎ ॥ ১৭১ ॥

চন্দ্রার্কাবিত্যাদি। ততশ্চন্দ্রার্কৌ সাক্ষিণৌ কৃত্বা লিখিতনাগনামান্যশ্বত্থ-পল্লবানি বিলোড্যৈকং লিখিতনাগনামকমশ্বত্থপল্লবং সমুদ্ধরেৎ। তত্র যো নাগ উত্তিষ্ঠতি তং নাগং তোয়বন্ধকং কুর্য্যাৎ ॥ ১৭২ ॥

স্তম্ভমিত্যাদি। বিংশহস্তমিতং বিংশতিহস্তপরিমিতং সবলমবক্রং দারুজং কাষ্ঠসম্ভবং তৈলৈর্হরিদ্রয়া চোক্ষিতমভ্যক্তং শুভমেকং স্তম্ভং সমানীয় ব্যাহৃত্যা প্রণবেন তীর্থতোয়েন স্নাপয়েৎ। তত্র স্নাপিতে স্তম্ভে হ্রীশ্রীক্ষমাশান্তিসহিতং নাগমর্চ্চয়েৎ ॥ ১৭৩ ॥ ১৭৪ ॥

নাগের এক একটির নাম লিখিয়া প্রণব ও গায়ত্রী স্মরণ পূর্ব্বক ঘটমধ্যে নিক্ষেপ করিবে।[১৭১] পরে চন্দ্র ও সূর্য্যকে সাক্ষী করিয়া ঐ অশ্বত্থপত্র সমুদায় বিলোডন পূর্ব্বক ইতস্ততঃ করিয়া তাহার মধ্য হইতে একটি পত্র উত্তোলন করিতে হইবে। তাহাতে যে নাগের নামাঙ্কিত পত্র উত্থিত হইবে, তাঁহাকেই জলবন্ধক বলিয়া নির্দ্দেশ করিবে।[১৭২]

অনন্তর, বিংশতিহস্ত-পরিমিত, উত্তম সবল কাষ্ঠনির্ম্মিত, একটি শুভদর্শন স্তম্ভ আনিয়া তাহাতে তৈল ও হরিদ্রা মাখাইবে।[১৭৩] পরে তীর্থবারি দ্বারায় প্রণব ও ব্যাহৃতি পাঠ পূর্ব্বক ঐ স্তম্ভকে স্নান করাইবে এবং তাহাতে হ্রী শ্রী ক্ষমা ও শান্তি, এই শক্তিচতুষ্টয়ের সহিত জলবন্ধক নাগের অর্চ্চনা করিবে।[১৭৪] পরে 'নাগ ত্বং' ইত্যাদি মন্ত্রে নাগের নিকট প্রার্থনা করিতে হইবে। (মন্ত্রার্থ যথা—)

নাগ ত্বং বিষ্ণুশয্যাসি মহাদেববিভূষণ।
স্তম্ভমেনমধিষ্ঠায জলবক্ষাং কুরুষ্ব মে ॥ ১৭৫ ॥
ইতি প্রার্থ্য ততো নাগ-স্তম্ভং মধ্যেজলাশযম্।
সমাবোপ্য তড়াগঞ্চ কর্ত্তা কুর্য্যাৎ প্রদক্ষিণম্ ॥ ১৭৬ ॥
যূপশ্চেৎ স্থাপিতঃ পূর্ব্বং তদা নাগং ঘটেঽর্চ্চয়ন্।
তজ্জলং তত্র নিঃক্ষিপ্য শিষ্টং কর্ম্ম সমাপযেৎ ॥ ১৭৭ ॥
এবং গৃহপ্রতিষ্ঠাযাং কৃতসঙ্কল্পকো বুধঃ।
বাস্তবাদিবসুপূজান্তং পিত্র্যং কর্ম্ম চ কূপবৎ ॥ ১৭৮ ॥

নাগ ত্বমিত্যাদি। হে নাগ ত্বং বিষ্ণুশয্যাসি মহাদেবভূষণঞ্চাসি এনং স্তম্ভ-মধিষ্ঠায মে মম জলবক্ষাং কুরুষ্ব ॥ ১৭৫ ॥

ইতীত্যাদি। ইতি নাগং প্রার্থ্য ততো নাগস্তম্ভং মধ্যে জলাশবং জলাশবস্য মধ্যে সমাবোপ্য কর্ত্তা তড়াগপ্রদক্ষিণং কুর্য্যাৎ। মধ্যেজলাশযমিতি। পাবে মধ্যে ষষ্ঠ্যা বেত্যনেনাব্যযীভাবঃ ॥ ১৭৬ ॥

যূপ ইত্যাদি। চেদ্যদি যূপো নাগস্তম্ভঃ পূর্ব্বমেব স্থাপিতো ভবেৎ তদা নাগং ঘটেঽর্চ্চযন্ কর্ত্তা তজ্জলং ঘটসম্বন্ধিজলং তত্র তড়াগে নিঃক্ষিপ্য শিষ্টমব-শেষং কর্ম্ম সমাপযেৎ ॥ ১৭৭ ॥

এবং জলাশযপ্রতিষ্ঠাবিধানমুক্ত্বাথ গৃহপ্রতিষ্ঠাবিধানমাহ, এবং গৃহপ্রতিষ্ঠাযা-মিত্যাদিভিঃ ॥ ১৭৮ ॥

নাগ। তুমি বিষ্ণুব শয্যা ও মহাদেবেব বিভূষণ। এক্ষণে তুমি এই স্তম্ভে অধিষ্ঠান পূর্ব্বক আমাব এই জল রক্ষা কব।[১৭৫]

কর্ম্মকর্ত্তা নাগেব নিকট এইরূপ প্রার্থনা পূর্ব্বক জলাশযেব মধ্যস্থলে স্তম্ভ প্রোথিত করিয়া সেই জলাশয় প্রদক্ষিণ কবিবে।[১৭৬]

যদি পূর্ব্বে যূপ প্রোথিত কবা হইযা থাকে, তাহা হইলে ঘটেব উপবি নাগেব পূজা কবিতে হইবে। পবে ঐ ঘটেব জল ঐ জলাশযে নিক্ষিপ্ত করিযা অবশিষ্ট কর্ম্ম সমাপন কবিবে।[১৭৭]

এইরূপ, গৃহ প্রতিষ্ঠানকালে জ্ঞানী ব্যক্তি সঙ্কল্প কবিযা কূপপ্রতিষ্ঠাব ন্যায বাস্তুপূজা প্রভৃতি বসুপূজা পর্য্যন্ত সমাধান পূর্ব্বক পিত্র্য কর্ম্ম[১৭৮] সম্পাদন

বিধাযাত্র বিশেষেণ যজেদ্দেবং প্রজাপতিম্।
প্রাজাপত্যঞ্চ হবনং কুর্য্যাৎ সাধকসত্তমঃ ॥ ১৭৯ ॥
গৃহং পূর্ব্বোক্তমন্ত্রেণ প্রোক্ষ্য গন্ধাদিনার্চ্চযন্।
ঈশানাভিমুখো ভূত্বা প্রার্থযেদ্বিহিতাঞ্জলিঃ ॥ ১৮০ ॥
প্রজাপতিপতে গেহ পুষ্পমাল্যাদিভূষিতঃ।
অস্মাকং শুভবাসায় সর্ব্বথা সুখদো ভব ॥ ১৮১ ॥
ততস্তু দক্ষিণাং কৃত্বা শান্ত্যাশীর্ব্বাদমাচরেৎ।
বিপ্রান্ কুলীনান্ দীনাংশ্চ ভোজযেদাত্মশক্তিতঃ ॥১৮২॥

বিধাযেত্যাদি। অত্র গৃহসংস্কারে ॥ ১৭৯ ॥

গৃহমিত্যাদি। ততঃ পূর্ব্বোক্তমন্ত্রেণ গৃহং প্রোক্ষ্যাভিষিচ্য গন্ধাদিনা গৃহমর্চ্চযন্ কর্ত্তা ঈশানাভিমুখো ভূত্বা বিহিতাঞ্জলিঃ সন্ গৃহং প্রার্থযেৎ ॥১৮০॥

গৃহং প্রতি প্রার্থনামেবাহ, প্রজাপতিপতে ইত্যাদ্যেকেন। প্রজাপতিঃ পতির্যস্য স প্রজাপতিপতিঃ তৎসম্বোধনে প্রজাপতিপতে ইতি ॥১৮১॥১৮২

করিবে। পরে সাধকশ্রেষ্ঠ বিশেষরূপে দেব প্রজাপতির পূজা করিযা প্রাজাপত্য হোম করিবেন।[১৭৯] পরে পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক গৃহ প্রোক্ষিত করিযা গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা অর্চ্চনা করিবে। তদনন্তর গৃহকর্ত্তা ঈশানকোণাভিমুখ হইয়া 'প্রজাপতিপতে' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে প্রার্থনা করিবে।[১৮০] (প্রার্থনা মন্ত্রের অর্থ যথা—) গৃহ! প্রজাপতি তোমার অধিপতি দেবতা। তুমি পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা বিভূষিত হইযাছ। আমাদিগের শুভ বাসের নিমিত্ত তুমি সর্ব্বতোভাবে সুখদাযক হও।[১৮১] পরে দক্ষিণান্ত করিযা শান্তিকর্ম্ম সমাধান পূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিবে (৩৫৭)। তৎপরে কৌলদিগকে, ব্রাহ্মণদিগকে ও দীনদরিদ্রদিগকে যথাশক্তি ভোজন করাইবে।[১৮২]

---

(৩৫৭)—কাহার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিতে হইবে, এস্থলে তাহা বলা হয় নাই। পরন্তু অন্যান্য তন্ত্রের বিধান অনুসারে কৌল, বেশ্যা, ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য গুরুজনের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিতে হয়। এস্থলে বেশ্যা শব্দ দেখিযা অনেকে চমকিত হইতে পারেন, পরন্তু বেশ্যাদিগের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। এমন কি দেবতা প্রতিষ্ঠার সময বা দুর্গোৎসব প্রভৃতির সময বেশ্যাদ্বারের মৃত্তিকা লইযা তদ্দ্বারা দেবতার অভিষেক করিলে দেবতার আবির্ভাব

অন্যার্থন্তু প্রতিষ্ঠা চেৎ তদ্বাসায়াত্র যোজয়েৎ।
দেবতাকৃতগেহস্য বিধানং শৃণু শৈলজে ॥ ১৮৩ ॥
ইত্থং সংস্কৃত্য ভবনং শঙ্খতূর্য্যাদিনিঃস্বনৈঃ।
দেবতাসন্নিধিং গত্বা প্রার্থযেদ্বিহিতাঞ্জলিঃ ॥ ১৮৪ ॥

অন্যার্থন্ত্বিত্যাদি। চেদ্‌যদ্যন্যার্থং গৃহস্য প্রতিষ্ঠা বিধীবতে তদাত্র গৃহপ্রতিষ্ঠাযাং কর্ত্তব্যে সঙ্কল্পে তদ্বাসাযেতি যোজযেৎ। হে শৈলজে পার্ব্বতি দেবতাধীনকৃতগৃহদানস্য বিধানং ত্বং শৃণু ॥ ১৮৩ ॥

দেবতাকৃতগেহদানবিধানমেবাহ, ইত্থমিত্যাদিভিঃ। ইত্থং পূর্ব্বোক্তবিধানেন ভবনং গৃহং সংস্কৃত্য শঙ্খতূর্য্যাদিনিঃস্বনৈঃ সহ দেবতাসন্নিধিং গত্বা বিহিতাঞ্জলিঃ সন্ দেবতাং প্রার্থয়েৎ ॥ ১৮৪ ॥

শৈলতনযে। যদি অন্যেব নিমিত্ত গৃহপ্রতিষ্ঠা কবা হয, তাহা হইলে 'অস্মাকং শুভবাসায' অর্থাৎ আমাদেব শুভ বাসেব নিমিত্ত না বলিয়া, 'অমুকস্য শুভবাসায' অর্থাৎ যাহার বাসেব নিমিত্ত, (ষষ্ঠ্যন্ত) তাহাব নাম উল্লেখ পূর্ব্বক শুভবাসেব নিমিত্ত এই পদ যোজনা কবিতে হইবে। এক্ষণে দেবতাব উদ্দেশে গৃহপ্রতিষ্ঠাব বিধান বলিতেছি, শ্রবণ কব।[১৮৩]

পূর্ব্বোক্ত প্রকাবে গৃহসংস্কাব কবিযা শঙ্খ ও বাদ্যাদি ধ্বনিপূর্ব্বক দেবতাসমীপে গমন কবিযা কৃতাঞ্জলিপুটে প্রার্থনা কবিবে যে, ('উত্তিষ্ঠ দেবদেবেশ' ইত্যাদি। এই মন্ত্রেব অর্থ যথা—)[১৮৪] দেবদেবেশ। উত্থান কব। তুমি ভক্ত-

---

হয, এবূপ বিধিও সর্ব্বত্র দৃষ্ট হইতেছে। এই বেশ্যা যে কে, তাহা সাধাবণে জ্ঞাত নহেন। অনেকে অজ্ঞাননিবন্ধন বেশ্যাদ্বাবেব মৃত্তিকাব স্থলে কুলটাব দ্বাবেব মৃত্তিকা ব্যবহাব কবিযা থাকেন। পবন্তু গুপ্তসাধনতন্ত্রে সদাশিব বেশ্যাব লক্ষণ নির্দ্দেশ কবিযা পবিশেষে বলিয়াছেন, "এবংবিধা ভবেদ্বেশ্যা ন বেশ্যা কুলটা প্রিযে। কুলটাসঙ্গমাদ্দেবি বৌববং নবকং ব্রজেৎ ॥"

ফলতঃ পূর্ণাভিষিক্তা শক্তিকেই বেশ্যা বলা হইযা থাকে, ব্যভিচাবিণী কুলটা বেশ্যা-শব্দ-বাচ্য নহে। কালী তাবা ত্রিপুবা প্রভৃতি দশ মহাবিদ্যা এবং তাঁহাদেব আববণ দেবতাকে বেশ্যা বলা যায়। পূর্ণাভিষিক্তা শক্তি কোন মহাবিদ্যাব আববণ দেবতাব মধ্যে সন্নিবিষ্টা হবেন বলিযা তিনিও 'বেশ্যা' এই উচ্চ উপাধি প্রাপ্ত হইযা থাকেন। এই বেশ্যা সাত প্রকাব, গুপ্তবেশ্যা, মহাবেশ্যা, কুলবেশ্যা, বাজবেশ্যা, দেববেশ্যা ব্রহ্মবেশ্যা ও সর্ব্ববেশ্যা এই সপ্তবিধ বেশ্যাব লক্ষণ গুপ্তসাধন তন্ত্রে এবং নিবুত্তবতন্ত্রে বিবৃত আছে।

উত্তিষ্ঠ দেবদেবেশ ভক্তানাং বাঞ্ছিতপ্রদ।
আগত্য জন্মসাফল্যং কুরু মে করুণানিধে॥ ১৮৫॥
ইত্যভ্যর্থ্য গৃহাভ্যর্ণে দেবমানীয় সাধকঃ।
উপস্থাপ্য গৃহদ্বারি পুরতো বাহনং ন্যসেৎ॥ ১৮৬॥
ত্রিশূলমথবা চক্রং বিন্যস্য ভবনোপরি।
রোপয়েন্মন্দিরেশানে সপতাকং ধ্বজং সুধীঃ॥ ১৮৭॥
চন্দ্রাতপৈঃ কিঙ্কিণীভিঃ পুষ্পস্রক্‌চূতপল্লবৈঃ।
শোভয়িত্বা গৃহং সম্যক্ ছাদয়েদ্দিব্যবাসসা॥ ১৮৮॥
উত্তরাভিমুখং দেবং বক্ষ্যমাণবিধানতঃ।
স্নাপয়েদ্বিহিতৈর্দ্রব্যৈঃ তৎক্রমং বচ্মি তে শৃণু॥ ১৮৯॥

এবং প্রার্থয়েত্তদাহ, উত্তিষ্ঠেত্যাদিনা॥ ১৮৫॥

ইতীত্যাদি। সাধকো জন ইত্যভ্যর্থ্য গৃহাভ্যর্ণে গৃহসমীপে দেবমানীয় গৃহদ্বার্য্যুপস্থাপ্য চ তস্য পুরতো বাহনং ন্যসেৎ স্থাপয়েৎ॥ ১৮৬॥

ত্রিশূলমিত্যাদি। সুধীর্জনো ভবনোপরি ত্রিশূলমথবা চক্রং বিন্যস্য সংস্থাপ্য মন্দিরেশানে গৃহেশানকোণে সপতাকং পতাকাসহিতং ধ্বজং রোপয়েৎ॥১৮৭॥১৮৮॥

উত্তরাভিমুখমিত্যাদি। তৎক্রমং বক্ষ্যমাণেন বিধানেন বিহিতৈঃ দ্রব্যৈর্দেবস্নাপনস্য ক্রমম্॥ ১৮৯॥

বৃন্দের অভিলষিত ফলপ্রদান করিয়া থাক। করুণানিধে। তুমি নূতন প্রতিষ্ঠিত গৃহে আগমন পূর্ব্বক আমার জন্ম সফল কর।[১৮৫] সাধক এইরূপ অভ্যর্থনা পূর্ব্বক দেবতাকে গৃহসমীপে আনয়নানন্তর গৃহদ্বারে স্থাপন করিয়া সম্মুখে বাহন স্থাপন করিবে,[১৮৬] এবং ভবনের উপরিভাগে ত্রিশূল অথবা চক্র সন্নিবেশিত করিয়া, সুধী ব্যক্তি মন্দিরের ঈশানকোণে পতাকা সহিত ধ্বজারোপণ করিবে।[১৮৭] পরে চন্দ্রাতপ দ্বারা, কিঙ্কিণী দ্বারা, পুষ্পমাল্য দ্বারা ও চূতপল্লব দ্বারা ঐ মন্দির সুশোভিত করিয়া দিব্য বসন দ্বারা আচ্ছাদন করিবে।[১৮৮] অনন্তর দেবতাকে উত্তরাভিমুখে স্থাপন করিয়া বক্ষ্যমাণ বিধানানুসারে বিধিবিহিত দ্রব্য দ্বারা স্নান করাইবে। এক্ষণে স্নানের ক্রম বলিতেছি শ্রবণ কর।[১৮৯]

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীমিতি মন্ত্রান্তে মূলমন্ত্রং সমুচ্চরন্।
দুগ্ধেন স্নাপযামি ত্বাং মাতেব পরিপালয় ॥ ১৯০ ॥
প্রোক্তবীজত্রয়স্যান্তে তথা মূলং নিযোজয়ন্।
দধ্না ত্বাং স্নাপযাম্যদ্য ভবতাপহরো ভব ॥ ১৯১ ॥
পুনর্ব্বীজত্রয়ং মূলং সর্ব্বানন্দকরেতি চ।
মধুনা স্নাপিতঃ প্রীতো মামানন্দময়ং কুরু ॥ ১৯২ ॥

তৎক্রমমেবাহ, ঐঁ হ্রীঁ শ্রীমিত্যাদিভিঃ। ঐঁ হ্রীঁ শ্রীমিতি মন্ত্রান্তে মূলমন্ত্রং সমুচ্চরন্ তদন্তে চ দুগ্ধেন স্নাপয়ামি ত্বাং মাতেব পরিপালয়েতি সমুচ্চরন্ কর্ত্তা পূর্ব্বং দুগ্ধেন দেবং স্নাপয়েৎ ॥ ১৯০ ॥

প্রোক্তেত্যাদি। ততঃ পরং প্রোক্তবীজত্রয়স্যান্তে তথৈব মূলং মন্ত্রং বিনিযোজয়ন্ তদন্তে চ দধ্না ত্বাং স্নাপয়াম্যদ্য ভবতাপহরো ভবেতি সমুচ্চরন্ কর্ত্তা দধ্না দেবং স্নাপয়েৎ ॥ ১৯১ ॥

পুনরিত্যাদি। পুনঃ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীমিতি বীজত্রয়ং সমুচ্চরন্ তদন্তে চ মূলং মন্ত্রং সমুচ্চরন্ তদন্তে সর্ব্বানন্দকরেতি সমুচ্চরন্ তদন্তে চ মধুনা স্নাপিত প্রীতো মামানন্দময়ং কুরু ইতি সমুচ্চরন্ কর্ত্তা মধুনা দেবং স্নাপয়েৎ ॥ ১৯২ ॥

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ এই মন্ত্রের পর মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া পরে 'দুগ্ধেন স্নাপয়ামি ত্বাং মাতেব পরিপালয়' অর্থাৎ দেব। আমি তোমাকে দুগ্ধ দ্বারা স্নান করাইতেছি তুমি আমাকে মাতার ন্যায় প্রতিপালন কর, এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক দুগ্ধ দ্বারা স্নান করাইবে। [১৯০] পরে, আবার ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ উচ্চারণ পূর্ব্বক মূলমন্ত্র পাঠ করিয়া 'দধ্না ত্বাং স্নাপয়াম্যদ্য ভবতাপহরো ভব' অর্থাৎ দেব। আমি তোমাকে দধি দ্বারা স্নান করাইতেছি, তুমি সংসারের সন্তাপ দূর কর, এই মন্ত্র পাঠ সহকারে দধি দ্বারা স্নান করাইতে হইবে। [১৯১] পুনর্ব্বার ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ও বীজ পাঠ পূর্ব্বক 'সর্ব্বানন্দকর' ইত্যাদি মন্ত্র (৩৫৮) পাঠ করিয়া মধু দ্বারা স্নান করাইবে। (মন্ত্রার্থ যথা—সর্ব্বানন্দকর। আমি তোমাকে মধু দ্বারা স্নান করাইতেছি, তুমি প্রীত হইয়া আমাকে আনন্দময় কর।[১৯২] পরে পুনর্ব্বার পূর্ব্বের ন্যায় মূলমন্ত্র গায়ত্রী ও

---

(৩৫৮)—মন্ত্র যথা ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ (বীজ) সর্ব্বানন্দকর মধুনা স্নাপিতঃ প্রীতো মামানন্দময়ং কুরু।

প্রাগ্বন্মূলং সমুচ্চার্য্য সাবিত্রীং প্রণবং স্মরন্।
দেবপ্রিয়েণ হবিষা আয়ুঃশুক্রেণ তেজসা।
স্নানং তে কল্পয়ামীশ মামরোগং সদা কুরু ॥ ১৯৩ ॥
তদ্বন্মূলঞ্চ গায়ত্রীং ব্যাহৃতিং সমুদীরয়ন্।
দেবেশ শর্করাতোয়ৈঃ স্নাতো মে যচ্ছ বাঞ্ছিতম্ ॥ ১৯৪ ॥
তথা মূলং সমুচ্চার্য্য গায়ত্রীং বারুণং মনুম্।
বিধাত্রা নির্ম্মিতৈর্দিব্যৈঃ প্রিয়ৈঃ স্নিগ্ধৈরলৌকিকৈঃ।
নারিকেলোদকৈঃ স্নানং কল্পয়ামি নমোঽস্তু তে ॥ ১৯৫ ॥

প্রাগ্বদিত্যাদি। প্রাগ্বদেব মূলং মন্ত্রং সমুচ্চার্য্য ততঃ সাবিত্রীং গায়ত্রীং প্রণবমোঙ্কারং চ স্মরন্ দেবপ্রিয়েণ হবিষা আয়ুঃশুক্রেণ তেজসা স্নানন্তে কল্পয়ামীশ মামরোগং সদা কুরু ॥ ইতি স্মরন্ কর্ত্তা ঘৃতেন দেবং স্নাপয়েৎ। আয়ুঃশুক্রেণ আয়ুশুক্রবর্দ্ধকেন। তেজসা তেজোজনকেন ॥ ১৯৩ ॥

তদ্বদিত্যাদি। তদ্বদেব মূলমন্ত্রং গায়ত্রীং ব্যাহৃতিঞ্চ সমুদীরয়ন্ ততো দেবেশ শর্করাতোয়ৈঃ স্নাতো মে যচ্ছ বাঞ্ছিতমিতি চ সমুদীরয়ন্ কর্ত্তা শর্করা-তোয়ৈর্দেবং স্নাপয়েৎ ॥ ১৯৪ ॥

তথেত্যাদি। তথৈব মূলং মন্ত্রং গায়ত্রীং বারুণং মনুং বমিতি মন্ত্রং চ সমুচ্চার্য্য ততো বিধাত্রা নির্ম্মিতৈর্দিব্যৈঃ প্রিয়ৈঃ স্নিগ্ধৈরলৌকিকৈঃ। নারিকেলোদকৈঃ স্নানং কল্পয়ামি নমোঽস্তু তে ॥ ইতি সমুচ্চরন্ কর্ত্তা নারিকেলজলৈর্দেবং স্নাপয়েৎ ॥ ১৯৫।

প্রণব স্মরণ করিয়া পশ্চাৎ 'দেবপ্রিয়েণ' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ সহকারে ঘৃত দ্বারা স্নান করাইবে। (মন্ত্রার্থ যথা—) হে ঈশ্বর। আয়ুঃ শুক্র ও তেজের বর্দ্ধক দেবপ্রিয় ঘৃত দ্বারা তোমাকে স্নান করাইতেছি, তুমি সর্ব্বদা আমাকে নীরোগ কর।[১৯৩] এইরূপ মূলমন্ত্র গায়ত্রী ও ব্যাহৃতি উচ্চারণ পূর্ব্বক 'দেবেশ শর্করাতোয়ৈঃ' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক শর্করাজল দ্বারা স্নান করাইতে হইবে। (মন্ত্রার্থ যথা—) দেবেশ। তোমাকে শর্করাজলে স্নান করাইতেছি, তুমি আমার বাঞ্ছিত ফল প্রদান কর।[১৯৪] এইরূপ পূর্ব্বোক্ত মূলমন্ত্র গায়ত্রী ও বঁ এই বরুণবীজ উচ্চারণ করিয়া 'বিধাত্রা' ইত্যাদি মন্ত্রে নারিকেল-জল দ্বারা স্নান করাইবে। (মন্ত্রার্থ যথা—) দেব। বিধাতা কর্ত্তৃক বিনির্ম্মিত দিব্য প্রিয় স্নিগ্ধ অলৌকিক নারিকেল-জল দ্বারা তোমাকে স্নান করাইতেছি তোমাকে নমস্কার।[১৯৫] পরে গায়ত্রী ও মূলমন্ত্র পাঠ

গায়ত্র্যা মূলমন্ত্রেণ স্নাপয়েদিক্ষুজৈবসৈঃ ॥ ১৯৬ ॥
কামবীজং তথা তারং সাবিত্রীং মূলমীরযন্।
কর্পূরাগুরুকাশ্মীর-কস্তূরীচন্দনোদকৈঃ।
সুস্নাতো ভব সুপ্রীতো ভুক্তিমুক্তী প্রযচ্ছ মে ॥ ১৯৭ ॥
ইত্যষ্টকলসৈঃ স্নানং কারয়িত্বা জগৎপতিম্।
গৃহাভ্যন্তরমানীয় স্থাপয়েদাসনোপরি ॥ ১৯৮ ॥
স্নাপনার্হা ন চেদর্চ্চা তদ্‌যন্ত্রে বাপি তন্মনৌ।
শালগ্রামশিলায়াং বা স্নাপয়িত্বা প্রপূজয়েৎ ॥ ১৯৯ ॥

গায়ত্র্যেত্যাদি। ততো গায়ত্র্যা মূলমন্ত্রেণ চ ইক্ষুজৈঃ রসৈর্দেবং স্নাপয়েৎ ॥১৯৬॥
কামবীজমিত্যাদি। কামবীজং ক্লীমিতি বীজং তথা তারম্ ওঁকারং সাবিত্রীং গায়ত্রীং মূলং মন্ত্রং চেররন্নুচ্চরন্ ততঃ কর্পূরাগুরুকাশ্মীরকস্তূরীচন্দনোদকৈঃ। সুস্নাতো ভব সুপ্রীতো ভুক্তিমুক্তী প্রযচ্ছ মে ॥ ইতি চোদীরযন্ কর্ত্তা কর্পূরাদি-বাসিতৈর্জলৈর্দেবং স্নাপয়েৎ। কাশ্মীরং কুঙ্কুমম্ ॥ ১৯৭ ॥

ইতীত্যাদি। ইত্যনেনৈব বিধানেন ক্রমেণ চাষ্টকলসৈরষ্টকলসপরিমিতৈ-র্দুগ্ধাদিভিঃ স্নানং কারয়িত্বা গৃহাভ্যন্তরমানীয় চ জগৎপতিং দেবমাসনোপরি স্থাপয়েৎ ॥ ১৯৮ ॥

স্নাপনার্হেত্যাদি। চেদ্‌যদ্যর্চ্চা দেবতাপ্রতিমা স্নাপনার্হা স্নাপনযোগ্যা ন ভবেৎ তদা তদ্‌যন্ত্রে দেবতাযন্ত্রে তন্মনৌ তদ্দেবতামন্ত্রে বা শালগ্রামশিলায়াং বা স্নাপয়িত্বা দেবং প্রপূজয়েৎ ॥ ১৯৯ ॥

করিয়া ইক্ষুরস দ্বারা স্নান করাইতে হইবে।[১৯৬] অনন্তর ক্লীঁ ওঁ উচ্চারণ পূর্ব্বক গায়ত্রী ও মূলমন্ত্র পাঠ করিয়া 'কর্পূরাগুরু' ইত্যাদি মন্ত্রে কর্পূর অগুরু কুঙ্কুম কস্তূরী ও চন্দনোদক দ্বারা স্নান করাইবে। (মন্ত্রার্থ যথা—) দেব! কর্পূর অগুরু কুঙ্কুম কস্তূরী ও চন্দনোদক দ্বারা উত্তম রূপে স্নাত হইয়া তুমি সুপ্রীত হও, এবং আমাকে ভোগ ও মোক্ষ প্রদান কর।[১৯৭]

এইরূপে জগৎপতিকে ক্রমে অষ্ট কলস দ্বারা স্নান করাইয়া গৃহমধ্যে লইয়া গিয়া আসনোপরি স্থাপন করিবে।[১৯৮] যদি দেবপ্রতিমা স্নান করাইবার উপ-যুক্ত না হয়, তাহা হইলে সেই দেবতার যন্ত্রে, মন্ত্রে অথবা শালগ্রামশিলাতে স্নান করাইয়া পূজা করিবে।[১৯৯] যদি কেহ, ইহাতে অশক্ত হয়, তাহা হইলে মূলমন্ত্র

অশক্তৌ মূলমন্ত্রেণ স্নাপয়েচ্ছুদ্ধপাথসাম্।
অষ্টভিঃ কলসৈর্যদ্বা পঞ্চভিঃ সপ্তভির্যথা ॥ ২০০ ॥
ঘটপ্রমাণং প্রাগেব কথিতং চক্রপূজনে।
সর্ব্বত্রাগমকৃত্যেষু স এব বিহিতো ঘটঃ ॥ ২০১ ॥
ততো যজেন্মহাদেবং স্বস্বপূজাবিধানতঃ।
তত্রোপচারান্ বক্ষ্যামি শৃণু দেবি পরাৎপরে ॥ ২০২ ॥
আসনং স্বাগতং পাদ্যম্ অর্ঘ্যমাচমনীয়কম্।
মধুপর্কস্তথাচম্যং স্নানীয়ং বস্ত্রভূষণে ॥ ২০৩ ॥
গন্ধপুষ্পে ধূপদীপৌ নৈবেদ্যং বন্দনং তথা।
দেবার্চ্চনাসু নির্দ্দিষ্টা উপচারাশ্চ ষোড়শ ॥ ২০৪ ॥

অশক্তাবিত্যাদি। দুগ্ধাদিভির্দেবতায়াঃ স্নাপনেঽশক্তৌ সত্যাং মূলমন্ত্রেণ শুদ্ধপাথসাং শুদ্ধানাং জলানামষ্টভিঃ সপ্তভিঃ পঞ্চভির্বা কলসৈর্যথাবদ্দেবং স্নাপয়েৎ ॥ ২০০ ॥ ২০১ ॥

তত ইত্যাদি। মহাদেবং মহান্তং দেবম্। তত্র দেবযজনে ॥ ২০২ ॥ উপচারানেবাহ, আসনমিত্যাদিভিঃ ॥ ২০৩ ॥

পাঠ পূর্ব্বক অষ্টকলস, সপ্তকলস অথবা পঞ্চকলস বিশুদ্ধ সলিল দ্বারা স্নান করাইবে।[২০০]

পূর্ব্বে চক্রপূজা স্থলে ঘটের যেরূপ পরিমাণ বলিয়াছি, সমুদায় আগমোক্ত কার্য্যেই সেইরূপ ঘট বিধিবিহিত হইতেছে।[২০১]

পরে স্বস্ব-কল্পোক্ত পূজাবিধানানুসারে সেই মহিমান্বিত দেবের পূজা করিতে হইবে। পরাৎপরে দেবি। ঐ দেবপূজা বিষয়ে উপচার অর্থাৎ নিবেদনীয় বস্তু সমুদায় বলিতেছি, শ্রবণ কর।[২০২]

আসন, স্বাগত, পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, মধুপর্ক, পুনরাচমনীয়, স্নানীয় বস্ত্র ভূষণ,[২০৩] গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য ও নমস্কার, এই ষোড়শ উপচার দেবার্চ্চনা বিষয়ে নির্দ্দিষ্ট আছে (৩৫৯)।[২০৪]

---

(৩৫৯)—এই মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের ষষ্ঠ উল্লাসে অন্যবিধ ষোড়শোপচার নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যথা। পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, স্নানীয়, বসন, ভূষণ, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, পুনরাচমনীয় অমৃত, আম্বূল, তর্পণ ও প্রণাম। এই

পাদ্যমর্ঘ্যঞ্চাচমনং মধুপর্কাচমৌ তথা।
গন্ধাদিপঞ্চকং চৈতে উপচারা দশ স্মৃতাঃ ॥ ২০৫ ॥
গন্ধপুষ্পে ধূপদীপৌ নৈবেদ্যঞ্চাপি কালিকে।
পঞ্চোপচারাঃ কথিতা দেবতায়াঃ প্রপূজনে ॥ ২০৬ ॥
অস্ত্রেণার্ঘ্যাম্ভসা দ্রব্যং প্রোক্ষ্য ধেনুং প্রদর্শয়ন্।
সংপূজ্য গন্ধপুষ্পাভ্যাং দ্রব্যাখ্যানং সমুল্লিখেৎ ॥ ২০৭ ॥
বক্ষ্যমাণমনুং স্মৃত্বা মূলঞ্চ দেবতাভিধাম্।
সচতুর্থীং সমুচ্চার্য্য ত্যাগার্থং বচনং পঠেৎ ॥ ২০৮ ॥

গন্ধপুষ্পে ইত্যাদি। নির্দ্দিষ্টাঃ কথিতাঃ ॥ ২০৭ ॥ ২০৫ ॥ ২০৬ ॥

অথাসনাদিসমর্পণবিধিমাহ, অস্ত্রেণেত্যাদিনা। অস্ত্রেণ ফড়িতি মন্ত্রেণার্ঘ্যাম্ভসার্ঘ্যজলেন দ্রব্যমাসনাদিকং প্রোক্ষ্যাভিষিচ্য তদুপরি ধেনুং ধেনুমুদ্রাং প্রদর্শয়ন্ সাধকো গন্ধপুষ্পাভ্যাং দ্রব্যং সম্পূজ্য দ্রব্যাখ্যানং দ্রব্যনাম সমুল্লিখেদুচ্চারয়েৎ বক্ষ্যমাণং মনুং স্মৃত্বা মূলং মন্ত্রং সচতুর্থীং দেবতাভিধাং চ সমুচ্চার্য্য ত্যাগার্থং বচনং পঠেৎ ॥ ২০৭ ॥ ২০৮ ॥

পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয, মধুপর্ক, পুনরাচমনীয, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, ও নৈবেদ্য এই সমুদাযকে দশোপচার বলে [২০৫]

কালিকে। দেবতার পূজাতে গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য, এই পাঁচটিকে পঞ্চোপচার বলে।[২০৬] (উপচার নিবেদনের প্রণালী যথা—)

ফট্ এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক অর্ঘ্যবারি দ্বারা দেয় দ্রব্য প্রোক্ষিত করিয়া ধেনুমুদ্রা প্রদর্শন পূর্ব্বক গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিয়া দ্রব্যের নাম উল্লেখ করিবে।[২০৭] পরে বক্ষ্যমাণ মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক মূলমন্ত্র ও চতুর্থী-বিভক্ত্যন্ত দেবতার নাম উল্লেখ করিয়া যথাযথ ত্যাগার্থবোধক বাক্য অর্থাৎ নমঃ প্রভৃতি পাঠ করিবে(৩৬০)।[২০৮]

ষোড়শোপচার রহস্যপূজায এবং এস্থলে নির্দ্দিষ্ট আসন প্রভৃতি ষোডশোপচার দিবাপূজায ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মন্ত্ররত্নাবলীর মতে ষোড়শোপচার যথা ঃ—

পাদ্যার্ঘ্যাচমনীযঞ্চ স্নানং বসনভূষণে। গন্ধপুষ্পে ধূপদীপৌ নৈবেদ্যাচমনং ততঃ। তাম্বূলমর্চ্চনাস্তোত্রং তর্পণঞ্চ নমস্ক্রিয়াম্। প্রযোজযেদর্চ্চনাযাম্ উপচারাংস্তু ষোড়শ ॥

(৩৬০)—প্রায় সমুদায তন্ত্রেই বিধান আছে যে, অগ্রে বীজ পাঠ পূর্ব্বক

নিবেদনবিধিঃ প্রোক্তো দেবে দেযেষু বস্তুষু।
অনেন বিধিনা বিদ্বান্ দ্রব্যং দদ্যাদ্দিবৌকসে॥ ২০৯॥
আদ্যার্চ্চনবিধৌ পূর্ব্বং পাদ্যার্ঘ্যাদিনিবেদনম্।
অর্পণং কারণাদীনাং সর্ব্বমেব প্রদর্শিতম্॥ ২১০॥
অনুক্তমন্ত্রা যে তত্র তানেবাত্র শৃণু প্রিয়ে।
আসনাদ্যুপচারাণাং প্রদানে বিনিযোজয়েৎ॥ ২১১॥
সর্ব্বভূতান্তরস্থায় সর্ব্বভূতান্তরাত্মনে।
কল্পযাম্যুপবেশার্থম্ আসনন্তে নমো নমঃ॥ ২১২॥

নিবেদনেত্যাদি। দিবৌকসে দেবায়॥ ২০৯॥ ২১০॥ ২১১॥

আদ্যার্চ্চনবিধাবনুক্তান্মন্ত্রানেব ক্রমেণাহ, সর্ব্বভূতান্তরস্থায়েত্যাদিনা। হে দেব সর্ব্বেষাং ভূতানামন্তরে তিষ্ঠতীতি সর্ব্বভূতান্তরস্থস্তস্মৈ সর্ব্বভূতান্তরস্থায় সর্ব্বেষাং ভূতানামন্তরাত্মনে তে তুভ্যমুপবেশার্থমাসনং কল্পযামি সমর্পযামি তে তুভ্যং নমো নমোঽস্তু অনেন মন্ত্রেণ দেব্যাযাসনং দদ্যাৎ॥ ২১২॥

যে বস্তু দেবতাকে প্রদান করিতে হইবে, তাহার নিবেদন-বিধি কহিলাম। বিদ্বান্ ব্যক্তি এই বিধানানুসারে দেবতাকে দ্রব্য প্রদান করিবেন।[২০৯]

পূর্ব্বে আদ্যাকালিকার পূজাবিধিস্থলে পাদ্য অর্ঘ্য প্রভৃতির নিবেদন ও কারণাদির অর্পণ বিধি সমুদায়ই প্রকাশ করিয়াছি।[২১০] প্রিয়ে! সে স্থলে যে সমুদায় মন্ত্র কথিত হয় নাই, তাহা এই স্থলে বলিতেছি, শ্রবণ কর। আসন প্রভৃতি উপচার প্রদানের সময় এই সমস্ত মন্ত্র প্রয়োগ করিবে।[২১১]

(আসন-প্রদান-মন্ত্রের অর্থ যথা—) দেব। যদিও তুমি সর্ব্বভূতের অন্তরে অবস্থান করিতেছ, যদিও তুমি সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা, তথাপি তোমার উপ-

---

দ্রব্যের নাম উল্লেখ করিবে; পশ্চাৎ চতুর্থ্যন্ত দেবতার নাম উল্লেখ করিয়া ত্যাগার্থ-বোধক 'নমঃ' বা 'নিবেদয়ামি' প্রভৃতি যে কোন শব্দ প্রয়োগ করিতে হইবে। এই মহানির্ব্বাণ তন্ত্রেও ষষ্ঠ উল্লাসে কথিত হইয়াছে যে, 'মূলমেতত্ত, সিদ্ধান্নং সর্ব্বোপকরণান্বিতম্। নিবেদয়ামীষ্টদেব্যৈ' ইত্যাদি। এস্থলেও দ্রব্য উল্লেখের পূর্ব্বে বীজ পাঠের বিধি দেখা যাইতেছে। পরন্তু এখানে কি নিমিত্ত বীজপাঠের পূর্ব্বে দ্রব্যের উল্লেখ হইল, বলা যায় না। এই মহানির্ব্বাণতন্ত্রে আর এক স্থলেও আছে, 'আদ্যাবীজমিদং পাদ্যং দেবতায়ৈ নমঃ পদম্।'

উক্তক্রমেণ দেবেশি প্রদায়াসনমুত্তমম্।
কৃতাঞ্জলিপুটো ভূত্বা স্বাগতং প্রার্থয়েত্ততঃ ॥ ২১৩॥
দেবাঃ স্বাভীষ্টসিদ্ধ্যর্থং যস্য বাঞ্ছন্তি দর্শনম্।
সুস্বাগতং স্বাগতম্মে তস্মৈ তে পরমাত্মনে ॥ ২১৪ ॥
অদ্য মে সফলং জন্ম জীবনং সফলাঃ ক্রিয়াঃ।
স্বাগতং যত্ত্বয়া তস্মে তপসাং ফলমাগতম্ ॥ ২১৫ ॥
দেবমামন্ত্র্য সংপ্রার্থ্য স্বাগতপ্রশ্নমম্বিকে।
বিহিতং পাদ্যমাদায় মন্ত্রমেনমুদীরয়েৎ ॥ ২১৬ ॥

উক্তেত্যাদি। হে দেবেশি উক্তক্রমেণ দেবায়োত্তমমাসনং প্রদায় ততঃ কৃতাঞ্জলিপুটো ভূত্বা দেবাঃ স্বাভীষ্টসিদ্ধার্থমিত্যাদিমন্ত্রদ্বয়মুদীরয়ন্নমুং দেবং ত্বয়া স্বাগতং সুস্বাগতমিতি স্বাগতং ভদ্যো দেবং প্রতি প্রার্থয়েৎ ॥ ২১৩ ॥

দেবা ইত্যাদি। হে পরমাত্মন্ যস্য ভবতো দর্শনং দেবা অপি স্বাভীষ্ট-সিদ্ধ্যর্থং বাঞ্ছন্তি তেন ত্বয়া মে মদর্থং স্বাগতং সুস্বাগতং তস্মৈ পরমাত্মনে তে তুভ্যং নমঃ ॥ ২১৪ ॥

অদ্যেত্যাদি। হে দেব যদ্যতস্ত্বয়া স্বাগতং তৎ ততো হেতোরদ্য মে মম জন্ম জীবনঞ্চ সফলং জাতম্। ক্রিয়া অপি সফলা জাতাঃ। মে মম তপসামপি ফলমাগতম্ ॥ ২১৫ ॥

দেবমিত্যাদি। হে অম্বিকে দেবমামন্ত্র্য সম্বোধ্য উক্তমন্ত্রদ্বয়মুদীরয়ন্ স্বাগত-প্রশ্নং সংপ্রার্থ্য বিহিতং পাদ্যমাদায় গৃহীত্বা এনং মন্ত্রমুদীরয়েদ্বদেৎ ॥ ২১৬ ॥

বেশনার্থ আমি আসন কল্পনা করিতেছি, তোমাকে পুনঃপুনঃ নমস্কার, অর্থাৎ, যদিও তুমি সর্ব্বদা সর্ব্বত্রাবস্থায়ী ও সর্ব্বাত্মা অতএব অসীম, তথাপি আমি আমার জ্ঞান ও অধিকার অনুসারে (সসীম জ্ঞানে) ক্ষুদ্র আসনে তোমার উপবেশন কল্পনা করিতেছি।[২১২] দেবেশি। এই মন্ত্র দ্বারা বিধিবিহিত উত্তম আসন প্রদান করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে স্বাগত প্রশ্ন করিবে।[২১৩]

(স্বাগত প্রশ্নমন্ত্রের অর্থ যথা—) দেবদেব। স্ব স্ব অভীষ্ট সিদ্ধির নিমিত্ত দেবতারা পর্য্যন্তও যাঁহার দর্শন কামনা করেন, তুমিই সেই পরমাত্মা, আমার নিমিত্ত তোমার স্বাগত অর্থাৎ শুভাগমন সুস্বাগত অর্থাৎ অনায়াসসিদ্ধ হইয়াছে?[২১৪] অদ্য তোমার শুভাগমনে আমার জন্ম সফল হইল, জীবন সার্থক হইল, ক্রিয়া সমুদায়ও সফল হইল, আমি অদ্য তপস্যার ফল প্রাপ্ত

যৎপাদজলসংস্পর্শাৎ শুদ্ধিমাপ জগত্রয়ম্।
তৎপাদাব্জপ্রোক্ষণার্থং পাদ্যন্তে কল্পয়াম্যহম্॥ ২১৭ ॥
পরমানন্দসন্দোহো জায়তে যৎপ্রসাদতঃ।
তস্মৈ সর্ব্বাত্মভূতায় আনন্দার্ঘ্যং সমর্পয়ে॥ ২১৮ ॥
জাতীলবঙ্গকক্কোলৈঃ জলং কেবলমেব বা।
প্রোক্ষিতার্চ্চিতমাদায় মন্ত্রেণানেন চার্পয়েৎ॥ ২১৯ ॥
যদুচ্ছিষ্টমপস্পৃষ্টং শুদ্ধিমেত্যখিলং জগৎ।
তস্মৈ মুখারবিন্দায় আচমং কল্পযামি তে॥ ২২০ ॥

যং মন্ত্রমুদীরয়েত্তমাহ, যৎপাদজলেত্যাদি। হে পরমেশ্বর যৎপাদজলসংস্পর্শা-জ্জগত্রয়ং শুদ্ধিমাপ জগাম তৎপাদাব্জপ্রোক্ষণার্থে তে তুভ্যং পাদ্যমহং কল্পয়ামি সমর্পয়ামি ইমং মন্ত্রমুদীর্য্য দেবায় পাদ্যং দদ্যাৎ॥ ২১৭ ॥

পরমানন্দসন্দোহ ইত্যাদি। পরমানন্দসন্দোহঃ পরমানন্দসমূহঃ। অনেন মন্ত্রেণ দেবায়ার্ঘ্যং দদ্যাৎ॥ ২১৮॥

জাতীত্যাদি। প্রোক্ষিতর্মর্চ্চিতং চ জাতীলবঙ্গকক্কোলৈর্বাসিতং জলং কেবলমেব বা জলমাদায়ানেন বক্ষ্যমাণেন মন্ত্রেণ দেবায়ার্পয়েৎ॥ ২১৯ ॥

তমেব মন্ত্রমাহ, যদুচ্ছিষ্টমিত্যাদি। এতি প্রাপ্নোতি। অনেন মন্ত্রেণাচমনীয়ং দেবতামুখে দদ্যাৎ॥ ২২০ ॥

হইলাম।[২১৫] অম্বিকে। এইরূপে দেবতাকে আমন্ত্রণ ও প্রার্থনা পূর্ব্বক স্বাগত-প্রশ্ন করিবে।

অনন্তর যথাবিহিত পাদ্য গ্রহণ পূর্ব্বক নিম্নলিখিত পাদ্যদানের মন্ত্র পাঠ করিতে হইবে।[২১৬] (মন্ত্রার্থ যথা—) যাঁহার পাদোদক স্পর্শে ত্রিলোক পবিত্র হইয়াছে, তাঁহার পাদপদ্ম প্রক্ষালনের নিমিত্ত আমি এই পাদ্য প্রদান করিতেছি।[২১৭]

(অর্ঘ্য মন্ত্রের অর্থ যথা—যাঁহার প্রসাদে পরমানন্দসন্দোহ উৎপন্ন হয় সর্ব্ব-ভূতের অন্তরাত্মা সেই দেবতাকে আমি এই আনন্দার্ঘ্য প্রদান করিতেছি।[২১৮]

অনন্তর জাতি লবঙ্গ কক্কোল প্রভৃতি দ্বারা সুবাসিত জল অথবা কেবল বিশুদ্ধ জল প্রোক্ষিত ও অর্চ্চিত করিয়া আচমনীয় মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক আচমনার্থ অর্পণ করিবে।[২১৯] (আচমনীয় মন্ত্রের অর্থ যথা—) এই অপবিত্রের সমুদায়

মধুপর্কং সমাদায ভক্ত্যানেন সমর্পয়েৎ ॥ ২২১ ॥
তাপত্রয়বিনাশার্থম্ অখণ্ডানন্দহেতবে।
মধুপর্কং দদাম্যদ্য প্রসীদ পরমেশ্বর ॥ ২২২ ॥
অশুচিঃ শুচিতামেতি যৎস্পৃষ্টস্পর্শমাত্রতঃ।
অস্মিংস্তে বদনাম্ভোজে পুনরাচমনীযকম্ ॥ ২২৩ ॥
স্নানার্থং জলমাদায প্রাগ্বৎ প্রোক্ষিতমর্চ্চিতম্।
নিধায দেবপুরতো মন্ত্রমেনমুদীরয়েৎ ॥ ২২৪ ॥

মধুপর্কমিত্যাদি। ততো ভক্ত্যা মধুপর্কং সমাদাযানেন বক্ষ্যমাণেন মন্ত্রেণ দেবায সমর্পযেৎ ॥ ২২১ ॥

তমেব মন্ত্রমাহ, তাপত্রযবিনাশার্থমিত্যাদি ॥ ২২২ ॥

অশুচিরিত্যাদি। ততঃ অশুচিঃ শুচিতামেতীত্যাদিনা মন্ত্রেণ পুনর্দেবতা-মুখে আচমনীযং দদ্যাৎ ॥ ২২৩ ॥

স্নানার্থমিত্যাদি। ততঃ প্রাগ্বৎ প্রোক্ষিতমর্চ্চিতং চ স্নানার্থং জলমাদায দেবপুরতো নিধায সংস্থাপ্য চৈনং মন্ত্রমুদীরয়েৎ ॥ ২২৪ ॥

জগৎ যে মুখারবিন্দের উচ্ছিষ্ট স্পর্শে পবিত্র হয, তোমার সেই মুখারবিন্দে আচমনীয প্রদান কল্পনা করিতেছি।[২২০]

পরে মধুপর্ক গ্রহণ করিযা এই মন্ত্র দ্বারা ভক্তিপূর্ব্বক সমর্পণ করিবে।[২২১] (মধুপর্কের মন্ত্রার্থ যথা—) পরমেশ্বর! আধ্যাত্মিক আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক এই তাপত্রয বিনাশের নিমিত্ত এবং অখণ্ড আনন্দ সম্ভোগের নিমিত্ত (অখণ্ড আনন্দের কারণ) তোমাকে আমি মধুপর্ক প্রদান করিতেছি, তুমি প্রসন্ন হও।[২২২]

(পুনরাচমনীয প্রদান মন্ত্রের অর্থ যথা—) যৎস্পৃষ্ট বস্তু স্পর্শমাত্রে অশুচি বস্তুও তৎক্ষণাৎ সম্পূর্ণ শুচি হইযা উঠে, তোমার সেই বদনকমলে পুনরাচমনীয প্রদান করিতেছি।[২২৩]

পরে স্নানার্থ জল গ্রহণ পূর্ব্বক পূর্ব্বের ন্যায প্রোক্ষিত ও অর্চ্চিত করিবার পর দেবতার সম্মুখে স্থাপন করিয়া নিম্নোক্ত স্নানীয মন্ত্র পাঠ করিবে। (মন্ত্রার্থ যথা—)[২২৪] দেব! তুমি জগতের আধার, তোমার তেজে জগৎ ব্যাপ্ত হইযাছে,

যত্তেজসা জগদ্ব্যাপ্তং যতো জাতমিদং জগৎ।
তস্মৈ তে জগদাধার স্নানার্থং তোয়মর্পয়ে।।২২৫।।
স্নানে বস্ত্রে চ নৈবেদ্যে দদ্যাদাচমনীয়কম্।
অন্যদ্রব্যপ্রদানান্তে দদ্যাত্তোয়ং সকৃৎ সকৃৎ।।২২৬।।
বস্ত্রমানীয় দেবাগ্রে শোধিতং পূর্ব্ববর্ত্মনা।
ধৃত্বা করাভ্যামুত্তোল্য পঠেদেনং মনুং সুধীঃ।।২২৭।।
সর্ব্বাবরণহীনায় মায়াপ্রচ্ছন্নতেজসে।
বাসসী পরিধানায় কল্পয়ামি নমোঽস্তু তে।।২২৮।।

যং মন্ত্রমুদীরয়েত্তমাহ, যত্তেজসা জগদ্ব্যাপ্তমিত্যাদিনা। অনেন মন্ত্রেণ দেবায় স্নানার্থং জলং দদ্যাৎ ॥ ২২৫ ॥ ২২৬ ॥ ২২৭ ॥

যং মনুং পঠেত্তমাহ, সর্ব্বাবরণহীনায়েত্যাদিনা। অনেন মন্ত্রেণ দেবায় বস্ত্রে দদ্যাৎ ॥ ২২৮ ৷ ২২৯ ॥

তোমা হইতে এই জগৎ উৎপন্নও হইয়াছে। অতএব যদিও তুমি অপরিচ্ছিন্ন, তথাপি সামান্য পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানের বশবর্ত্তী আমি তোমার স্নানের নিমিত্ত এই জল অর্পণ করিতেছি।[২২৫]

স্নানীয় বসন ও নৈবেদ্য উৎসর্গ করিবার পর পুনরায় একবার করিয়া আচমনীয় প্রদান করিতে হইবে। অন্যান্য দ্রব্য প্রদানের পর কেবল এক একবার জল দিবে।[২২৬]

জ্ঞানী ব্যক্তি দেবতার সম্মুখে পূর্ব্বোক্ত বিধানে পরিশোধিত বস্ত্র আনয়ন করিয়া তাহা দুই হস্তে ধারণ পূর্ব্বক উত্তোলন করিয়া 'সর্ব্বাবরণহীনায় ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া বস্ত্র প্রদান করিবে।'(মন্ত্রার্থ যথা—)[২২৭] যদিও তোমার কোন আবরণ নাই, তথাপি তুমি অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়া দ্বারা নিজ তেজ প্রচ্ছন্ন অর্থাৎ অন্যের দুর্জ্ঞেয় করিয়া রাখিয়াছ। ঈদৃশ অবস্থায় আমি তোমার পরিধানের নিমিত্ত এই বস্ত্র প্রদান কল্পনা করিতেছি, তোমাকে নমস্কার।[২২৮]

নানাভরণমাদায় স্বর্ণরৌপ্যাদিনির্ম্মিতম্।
প্রোক্ষ্যার্চ্চয়িত্বা দেবায় দদ্যাদেনং সমুচ্চরন্॥ ২২৯॥
বিশ্বাভরণভূতায় বিশ্বশোভৈকযোনয়ে।
মায়াবিগ্রহভূষার্থং ভূষণানি সমর্পয়ে॥ ২৩০॥
গন্ধতন্মাত্রয়া সৃষ্টা যেন গন্ধধরা ধরা।
তস্মৈ পরাত্মনে তুভ্যং পরমং গন্ধমর্পয়ে॥ ২৩১॥
পুষ্পং মনোহরং রম্যং সুগন্ধং দেবনির্ম্মিতম্।
ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা পুষ্পমেতৎ প্রগৃহ্যতাম্॥ ২৩২॥

যং মন্ত্রং সমুচ্চরন্ দেবায় ভূষণানি দদ্যাৎ তমেব মন্ত্রমাহ, বিশ্বাভরণভূতায়েত্যাদিনা॥ ২৩০॥

গন্ধতন্মাত্রয়েত্যাদি। ধরা পৃথ্বী। অনেন মন্ত্রেণ দেবায় গন্ধং দদ্যাৎ॥২৩১॥
পুষ্পমিত্যাদি। পুষ্পমিত্যাদিনা মন্ত্রেণ দেবায় পুষ্পং দদ্যাৎ॥ ২৩২॥

অনন্তর স্বর্ণ রৌপ্য দ্বারা বিনির্ম্মিত নানাবিধ আভরণ গ্রহণ করিয়া প্রোক্ষণ পূর্ব্বক অর্চ্চিত করিয়া 'বিশ্বাভরণভূতায়' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে দেবতাকে প্রদান করিবে।[২২৯] (মন্ত্রার্থ যথা—) যিনি জগতের ভূষণ স্বরূপ, যিনি জগতের শোভার একমাত্র আকর, তাঁহার মায়াময় শরীর বিভূষিত করিবার নিমিত্ত এই সমুদায় ভূষণ সমর্পণ করিতেছি।[২৩০]

(গন্ধ প্রদান মন্ত্রের অর্থ যথা—) যিনি গন্ধতন্মাত্র (৩৬১) দ্বারা গন্ধের আধার পৃথিবীর সৃষ্টি করিয়াছেন, তুমি সেই পরমাত্মা, আমি তোমাকে এই পরমগন্ধ প্রদান করিতেছি।[২৩১]

(পুষ্প প্রদান মন্ত্রের অর্থ যথা—) পুষ্প সমুদায়, দেবতা কর্ত্তৃক বিনির্ম্মিত সুমনোহর সুগন্ধ ও অতীব রমণীয়। অতএব আমি ভক্তি পূর্ব্বক ঈদৃশ পুষ্প নিবেদন করিতেছি, তুমি গ্রহণ কর।[২৩২]

---

(৩৬১)—গন্ধগুণ-বিশিষ্ট পৃথিবীর অতিসূক্ষ্মতম বীজকে গন্ধতন্মাত্র বলে।

ততঃ কর্পূরখদির-লবঙ্গৈলাদিভির্যুতম্।
তাম্বূলং পুনরাচম্যং দত্ত্বা বন্দনমাচরেৎ ॥ ২৩৭ ॥
উপাচারাধারদানে সাধারদ্রব্যমুল্লিখেৎ।
দদ্যাদ্বা পৃথগাধারং তত্তন্নাম সমুচ্চরন ॥ ২৩৮ ॥
ইত্থমর্চ্চিতদেবায় দত্ত্বা পুষ্পাঞ্জলিত্রয়ম্।
সাচ্ছাদনং গৃহং প্রোক্ষ্য পঠেদেনং কৃতাঞ্জলিঃ॥ ২৩৯ ॥
গেহ ত্বং সর্ব্বলোকানাং পূজ্যঃ পুণ্যযশঃপ্রদঃ।
দেবতাস্থিতিদানেন সুমেরুসদৃশো ভব ॥ ২৪০ ॥
ত্বং কৈলাসশ্চ বৈকুণ্ঠঃ ত্বং ব্রহ্মভবনং গৃহ।
যত্ত্বয়া বিধৃতো দেবঃ তস্মাত্ত্বং সুরবন্দিতঃ ॥ ২৪১ ॥

এনং কং পঠেদিত্যাকাঙ্ক্ষাযামাহ, গেহ ত্বমিত্যাদিনা ॥ ২৪০ ॥ ২৪১ ॥

অনন্তর কর্পূর খদির এলাচি লবঙ্গ প্রভৃতির সহিত তাম্বূল এবং পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রে পুনরাচমনীয় প্রদান করিয়া নমস্কার করিবে।[২৩৭]

যদি উপচারের সহিত আধার প্রদান করা হয, তাহা হইলে আধার সহিত দ্রব্যের উল্লেখ করিতে হইবে। অথবা সেই সেই আধারের নাম উল্লেখ করিয়া পৃথগ্‌ভাবে প্রদান করিবে (৩৬২)।[২৩৮]

এইরূপে দেবতার পূজা পূর্ব্বক তিনবার পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিযা আচ্ছাদনের সহিত সেই গৃহ প্রোক্ষণ পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে 'গেহ ত্বং' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবে।[২৩৯] (মন্ত্রার্থ যথা—) গৃহ। তুমি সমুদায লোকের পূজ্য এবং পুণ্যপ্রদ ও যশঃপ্রদ। তুমি দেবতাকে স্থান দান করিযা সুমেরুর সদৃশ হও।[২৪০] গৃহ। তুমি যখন দেবতাকে ধারণ করিতেছ, তখন তুমিই কৈলাস,

---

(৩৬২)—তন্মন্ত্র যথা। (বীজপাঠ পূর্ব্বক) ইদং সাধারপাদ্যম্ অমুকদেবতাযৈ নমঃ। এইরূপ 'ইদং সাধারমর্ঘ্যম্', 'ইদং সাধারমাচমনীযম্' ইত্যাদি। আধার পৃথক্ উৎসর্গ করিতে হইলে 'এষ পাদ্যাধারঃ', 'এষ নৈবেদ্যাধারঃ', এইরূপ উল্লেখ করিতে হইবে।

যস্য কুক্ষৌ জগৎ সর্ব্বং ববীভর্ত্তি * চবাচবম্।
মাযাবিধৃতদেহস্য তস্য মূর্ত্তের্বিধাবণাৎ ॥ ২৪২ ॥
দেবমাতৃসমস্ত্বং হি সর্ব্বতীর্থময়স্তথা।
সর্ব্বকামপ্রদো ভূত্বা শান্তিং মে কুরু তে নমঃ ॥ ২৪৩ ॥
ইত্যভ্যর্থ্য ত্রিবভ্যর্চ্চ্য গৃহং চক্রাদিসংযুতম্।
আত্মনঃ কামমুদ্দিশ্য দদ্যাদ্দেবায় সাধকঃ ॥ ২৪৪ ॥
বিশ্বাবাসায বাসায গৃহং তে বিনিবেদিতম্।
অঙ্গীকুরু মহেশান কৃপযা সন্নিধীযতাম্ ॥ ২৪৫ ॥

যস্যেত্যাদি। কুক্ষৌ উদবে ॥২৪২॥২৪৩॥

ইতীত্যাদি। ইতি গৃহমভ্যর্থ্য ত্রিস্ত্রিবাবমভ্যর্চ্চ্য চ সাধকশ্চক্রাদিসংযুতং গৃহমাত্মনঃ কামমুদ্দিশ্য দেবায দদ্যাৎ ॥ ২৪৪ ॥

বিশ্বেত্যাদি। বিশ্বমাবাসো গৃহং যস্য স বিশ্বাবাসঃ তস্মৈ ॥ ২৪৫ ॥

তুমিই বৈকুণ্ঠ, তুমিই ব্রহ্মভবন, এবং এই নিমিত্তই তুমি দেবতাদিগেরও পূজনীয।[২৪১] যিনি নিজ কুক্ষিমধ্যে সমুদায চবাচব জগৎ নিবন্তব ধাবণ কবিতেছেন, তিনি মায়াময দেহ ধাবণ কবিযাছেন বলিযা তুমি তাঁহাব সেই মূর্ত্তি ধাবণ কবিতেছ।[২৪২] অতএব তুমি দেবমাতৃসদৃশ এবং সর্বতীর্থময়। তুমি আমার সমুদায় অভিলষিত প্রদান কব, তুমি আমাব শান্তি বিধান কব, তোমাকে নমস্কার।[২৪৩]

সাধক চক্রাদি-সমন্বিত গৃহেব নিকট এইবূপ প্রার্থনা কবিযা তিন বাব তাহাব অর্চ্চনা কবিবে। পবে আপনাব কামনা উল্লেখ কবিয়া দেবতাব উদ্দেশে সেই গৃহ উৎসর্গ কবিবে।[২৪৪] (উৎসর্গমন্ত্রেব অর্থ যথা—) মহেশ্বব! যদিও তুমি জগতেব আবাস, তথাপি তোমাব বাসেব নিমিত্ত আমি এই গৃহ উৎসর্গ কবিলাম, তুমি কৃপা কবিযা প্রতিগ্রহ কব ও এই গৃহে সান্নিধান পূর্ব্বক অধিষ্ঠান কর।[২৪৫]

---

* ববীবর্ত্তি ইতি পাঠান্তবম্।

ইত্যুক্ত্বার্পিতগেহায দেবায দত্তদক্ষিণঃ।
শঙ্খতূর্য্যাদিঘোষৈস্তং স্থাপয়েদ্বেদিকোপবি ॥ ২৪৬ ॥
স্পৃষ্টবা দেবপদদ্বন্দ্বং মূলমন্ত্রং সমুচ্চবন্।
স্থাঁ স্থীঁ স্থিবো ভবেত্যুক্ত্বা বাসন্তে কল্পিতো মযা।
ইতি দেবং স্থিবীকৃত্য ভবনং প্রার্থয়েৎ পুনঃ ॥ ২৪৭ ॥
গৃহ দেবনিবাসায় সর্ব্বথা প্রীতিদো ভব।
উৎসৃষ্টে ত্বয়ি মে লোকাঃ স্থিবাঃ সন্তু নিরাময়াঃ ॥ ২৪৮ ॥
দ্বিসপ্তাতীতপুরুষান্ দ্বিসপ্তানাগতানপি।
মাং চ মে পবিবারাংশ্চ দেবধাম্নি নিবাসয ॥ ২৪৯ ॥

ইতীত্যাদি। ইতি প্রার্থনাবাক্যং দেবং প্রত্যুক্ত্বা অর্পিতং দত্তং গেহং যস্মৈ সোঽর্পিতগেহঃ তস্মৈ অর্পিতগেহায দেবায় দত্তদক্ষিণঃ সন্ সাধকঃ শঙ্খতূর্য্যাদি-ঘোষৈস্তং দেবং বেদিকোপবি স্থাপযেৎ ॥ ২৪৬ ॥

স্পৃষ্টেবত্যাদি। ততো দেবপদদ্বন্দ্বং স্পৃষ্টবা পূর্ব্বং মূলমন্ত্রসংযুতেন স্থাং স্থীঁ স্থিবো ভব বাসন্তে কল্পিতো মযেতি মন্ত্রেণ দেবং স্থিবীকৃত্য পুনর্ভবনং গৃহং প্রার্থযেৎ ॥ ২৪৭ ॥

ননু ভবনং প্রতি কিং প্রার্থযেদিত্যপেক্ষাযামাহ, গৃহ দেবনিবাসায়েত্যাদিনা। উৎসৃষ্টে দত্তে। নিবামযাঃ উপদ্রবশূন্যাঃ ॥ ২৪৮ ॥ ২৪৯ ॥ ২৫০॥

এইবূপ মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক দেবতাব উদ্দেশে গৃহ উৎসর্গ কবিযা দক্ষিণা প্রদানা-নন্তব শঙ্খ তূর্য্য প্রভৃতির নির্ঘোষ সহকাবে সেই দেবতাকে বেদীব উপবিভাগে স্থাপন কবিবে।[২৪৬] অনন্তব দেবতাব পদদ্বয় স্পর্শ কবিযা মূলমন্ত্র উচ্চাবণ পূর্ব্বক 'স্থাং স্থীং স্থিবো ভব বাসন্তে কল্পিতো মযা' অর্থাৎ তুমি এই স্থানে স্থিবতব হইযা থাক, আমি এই গৃহে তোমাব বাসস্থান কল্পনা কবিলাম, এই মন্ত্র বলিযা দেবতাকে স্থিব কবিযা 'গৃহ দেবনিবাসায' ইত্যাদি মন্ত্র দ্বাবা পুনর্ব্বাব গৃহেব নিকট প্রার্থনা কবিবে যে,[২৪৭] গৃহ। তুমি দেবতাব নিবাস বিষযে সর্ব্বতোভাবে প্রীতি-দাযক হও, আমি তোমাকে উৎসর্গ কবিলাম, আমাব নিমিত্ত স্বর্গলোকও সুস্থিব ও নিবুপদ্রব হউক।[২৪৮] আমাব দ্বিসপ্ততিসংখ্য পূর্ব্বপুবুষকে, আমাব

যজনাৎ সর্ব্বযজ্ঞানাং সর্ব্বতীর্থনিষেবণাৎ।
যৎ ফলং তৎ ফলং মেঽস্তু জায়তাং ত্বৎপ্রসাদতঃ।২৫০॥
যাবদ্বসুন্ধরা তিষ্ঠেৎ যাবদেতে ধরাধরাঃ।
যাবদ্দিবানিশানাথৌ তাবন্মে বর্ত্ততাং কুলম্॥ ২৫১ ॥
ইতি প্রার্থ্য গৃহং প্রাজ্ঞঃ পুনর্দেবং সমর্চ্চয়ন্।
দর্পণাদ্যন্যবস্তূনি ধ্বজং চাপি নিবেদয়েৎ॥ ২৫২ ॥
ততস্তু বাহনং দদ্যাৎ যস্মিন্ দেবে যথোদিতম্।
শিবায় বৃষভং দত্ত্বা প্রার্থয়েদ্বিহিতাঞ্জলিঃ॥ ২৫৩ ॥
বৃষভ ত্বং মহাকায়ঃ তীক্ষ্ণশৃঙ্গোঽরিঘাতকঃ।
পৃষ্ঠে বহসি দেবেশং পূজ্যোঽসি ত্রিদশৈরপি॥ ২৫৪ ॥

যাবদিত্যাদি। ধরাধরাঃ পর্ব্বতাঃ ॥ ২৫১ ॥ ২৫২ ॥ ২৫৩ ॥
ননু বৃষভং প্রতি কিং প্রার্থয়েদিত্যপেক্ষায়ামাহ বৃষভ ত্বমিত্যাদিনা ॥২৫৪॥

দ্বিসপ্ততিসংখ্য অধস্তন পুরুষকে এবং আমাকে ও আমার পরিবারগণকে দেবলোকে বাস করাও।[২৪৯] সমুদায় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে যে ফল হয়, সর্ব্ব-তীর্থে গমন করিলে যে ফল হয়, অদ্য তোমার প্রসাদে আমার সেই সমস্ত ফল হউক।[২৫০] যতকাল পৃথিবী থাকিবে, যতকাল পর্ব্বত সমুদায় থাকিবে, এবং যতকাল চন্দ্র সূর্য্য থাকিবেন, ততকাল আমার বংশ স্থায়ী হউক।[২৫১]

জ্ঞানী ব্যক্তি গৃহের নিকট এইরূপ প্রার্থনা করিয়া পুনর্ব্বার দেবতার পূজা পূর্ব্বক ধ্বজ এবং দর্পণ ছত্র চামর প্রভৃতি অন্যান্য বস্তু সমুদায় নিবেদন করিবে।[২৫২] অনন্তর যে দেবের যে বাহন বিহিত ও নির্দ্দিষ্ট আছে, সেই দেবের উদ্দেশে তাহা দান করিবে। যদি শিবপ্রতিষ্ঠা করা হয়, তাহা হইলে শিবকে বৃষভ দান করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে 'বৃষভ ত্বং' ইত্যাদি মন্ত্রে প্রার্থনা করিবে যে,[২৫৩] বৃষভ! তুমি মহাকায় তীক্ষ্ণশৃঙ্গ ও শত্রুসংহারকারী। তুমি দেবদেব মহাদেবকে পৃষ্ঠে বহন কর, সুতরাং দেবগণও তোমার পূজা করিয়া থাকেন।[২৫৪]

ক্ষুরেষু সর্ব্বতীর্থানি ব্যোম্নি বেদাঃ সনাতনাঃ ।
নিগমাগমতন্ত্রাণি দশনাগ্রে বসন্তি তে ॥ ২৫৫ ॥
ত্বয়ি দত্তে মহাভাগ সুপ্রীতঃ পার্ব্বতীপতিঃ ।
বাসং দদাতু কৈলাসে ত্বং মাং পালয় সর্ব্বদা ॥ ২৫৬ ॥
সিংহং দত্ত্বা মহাদেব্যৈ গরুড়ং বিষ্ণবে তথা ।
যথা স্তুয়াম্মহেশানি তন্মে নিগদতঃ শৃণু ॥ ২৫৭ ॥
সুরাসুরনিযুদ্ধেষু মহাবলপরাক্রমঃ ।
দেবানাং জয়দো ভীমো দনুজানাং বিনাশকৃৎ ॥ ২৫৮ ॥
সদা দেবীপ্রিয়োঽসি ত্বং ব্রহ্মবিষ্ণুশিবপ্রিয়ঃ ।
দেব্যৈ সমর্পিতো ভক্ত্যা জহি শত্রূন্নমোঽস্তু তে ॥ ২৫৯ ॥

ক্ষুরেষ্বিত্যাদি । দশনাগ্রে দন্তাগ্রে ॥ ২৫৫ ॥

ত্বয়ীত্যাদি । সুপ্রীতঃ ভবতু ইতি শেষঃ ॥২৫৬॥২৫৭॥

সিংহস্তুতিমেব বিদধাতি, সুরাসুরেত্যাদিভ্যাং দ্বাভ্যাম্ ॥২৫৮॥২৫৯॥

তোমার ক্ষুরচতুষ্টয়ে সমুদায় তীর্থ ও রোমসমুদায়ে সমুদায় সনাতন বেদমন্ত্র, এবং তোমার দশনাগ্রে সমুদায় নিগম আগম ও অন্যান্য তন্ত্র অবস্থিতি করিতেছে।[২৫৫] মহাভাগ ! আমি মহাদেবের উদ্দেশে তোমাকে দান করিলাম, এই কারণে ভগবান্ ভবানীপতি প্রীত হইয়া কৈলাসে আমার স্থানদান করুন। তুমি সর্ব্বদা আমাকে রক্ষা কর।[২৫৬]

মহেশ্বরি ! এইরূপে মহাদেবীকে সিংহ ও বিষ্ণুকে গরুড় দান করিয়া যেরূপ স্তব করিতে হইবে, তাহা আমি বলিতেছি, শ্রবণ কর।[২৫৭] (সিংহস্তবের অর্থ যথা—) সিংহ ! দেবাসুরের সংগ্রাম-কালে তুমি মহাবল ও মহাপরাক্রম প্রকাশ করিয়াছিলে, তোমা হইতেই দেবতাদিগের জয় হইয়াছিল, তুমি দৈত্য-দিগের সংহারকারী ও অতীব ভীষণ।[২৫৮] তুমি সর্ব্বদা দেবীর প্রিয়, সুতরাং ব্রহ্মা বিষ্ণু ও সদাশিবেরও প্রিয়। আমি ভক্তি সহকারে দেবীর নিকট তোমাকে সমর্পণ করিতেছি। তুমি আমার শত্রুদিগকে বিনষ্ট কর, তোমাকে নমস্কার[২৫৯]

গরুত্মন্ পতগশ্রেষ্ঠ শ্রীপতিপ্রীতিদায়ক।
বজ্রচঞ্চো তীক্ষ্ণনখ তব পক্ষা হিরণ্ময়াঃ।
নমস্তেঽস্তু খগেন্দ্রায় পক্ষিরাজ নমোঽস্তু তে॥ ২৬০ ॥
যথা করপুটেন ত্বং সংস্থিতো বিষ্ণুসন্নিধৌ।
তথা মামবিদর্পঘ্ন বিষ্ণোরগ্রে নিবাসয়॥ ২৬১ ॥
ত্বয়ি প্রীতে জগন্নাথঃ প্রীতঃ সিদ্ধিং প্রযচ্ছতি ॥ ২৬২ ॥
দেবায় দত্তদ্রব্যাণাং দদ্যাদ্দেবায় দক্ষিণাম্।
তথা কর্ম্মফলঞ্চাপি ভক্ত্যা তস্মৈ সমর্পয়েৎ॥ ২৬৩ ॥
নৃত্যৈর্গীতৈশ্চ বাদিত্রৈঃ সামাত্যঃ সহবান্ধবঃ।
বেশ্মপ্রদক্ষিণং কৃত্বা দেবং নত্বাশয়েদ্দ্বিজান্॥ ২৬৪ ॥

অথ গরুড়স্তুতিং বিদধাতি, গরুত্মন্নিত্যাদিভির্ম্মন্ত্রৈঃ। গরুত্মন্ গরুড় পতগশ্রেষ্ঠ॥ ২৬০ ॥ ২৬১ ॥ ২৬২ ॥

দেবায় ইত্যাদি। তস্মৈ দেবায়॥ ২৬৩ ॥

নৃত্যৈরিত্যাদি। আশয়েৎ ভোজয়েৎ॥২৬৪॥২৬৫॥২৬৬॥২৬৭॥২৬৮॥

(বিষ্ণুর নিকট গরুড়-প্রদানকালে গরুড়ের যেরূপ স্তব করিতে হইবে, তাহার অর্থ যথা—) গরুড়। তুমি পক্ষীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তুমি শ্রীপতি বিষ্ণুর প্রীতিদায়ক' তোমার চঞ্চু বজ্রের সদৃশ দৃঢ়, তোমার নখ সবল সুতীক্ষ্ণ, তোমার পক্ষগুলি সুবর্ণময়। খগেন্দ্র। তোমাকে নমস্কার, পক্ষিরাজ। তোমাকে নমস্কার।[২৬০] তুমি শত্রুদিগের অহঙ্কার চূর্ণ করিয়া থাক। তুমি বিষ্ণুর সম্মুখে যে ভাবে কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থান করিতেছ, আমাকেও বিষ্ণুর সম্মুখে ঐরূপ করিয়া রাখ।[২৬১] এক্ষণে তুমি প্রীত হইলেই জগন্নাথ প্রীত হইয়া সিদ্ধি প্রদান করিবেন।[২৬২]

যে দেবতাকে যে দ্রব্য প্রদান করিবে, সেই দেবতার প্রীতির নিমিত্ত সেই দেবতাকে সেই দ্রব্য দানের দক্ষিণাও প্রদান করিতে হইবে, এবং ভক্তি সহকারে সেই পূজিত দেবতাতে কর্ম্মফল সমুদায়ও সমর্পণ করিবে।[২৬৩] অনন্তর অমাত্যগণের সহিত ও বান্ধবগণের সহিত মিলিত হইয়া, নৃত্য গীত বাদ্য সহকারে গৃহ প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক দেবতাকে প্রণাম করিয়া পশ্চাৎ ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে।[২৬৪]

দেবাগারপ্রতিষ্ঠায়াং য এব কথিতঃ ক্রমঃ।
আরামসেতুসংক্রাম-শাখিনামীরিতোঽপি সঃ॥ ২৬৫॥
বিশেষেণাত্র কৃত্যেষু পূজ্যো বিষ্ণুঃ সনাতনঃ।
পূজাহোমৌ তথা সর্ব্বং গৃহদানবিধানবৎ॥ ২৬৬॥
অপ্রতিষ্ঠিতদেবায় নৈব দদ্যাৎ গৃহাদিকম্‌।
প্রতিষ্ঠিতেঽর্চ্চিতে দেবে পূজাদানং বিধীয়তে॥ ২৬৭॥
অথ তত্র শ্রীমদাদ্যা-প্রতিষ্ঠাক্রম উচ্যতে।
যেন প্রতিষ্ঠিতা দেবী তূর্ণং যচ্ছতি বাঞ্ছিতম্‌॥ ২৬৮॥
তদ্দিনে সাধকঃ প্রাতঃ স্নাতঃ শুচিরুদঙ্মুখঃ।
সংকল্পং বিধিবৎ কৃত্বা যজেদ্বাস্তবীশ্বরং ততঃ॥ ২৬৯॥
গ্রহদিক্‌পতিহেরম্বা-দ্যর্চ্চনং পিতৃকর্ম্ম চ।
বিধায় সাধকৈর্বিপ্রৈঃ প্রতিমাসন্নিধিং ব্রজেৎ॥ ২৭০॥

শ্রীমদাদ্যাপ্রতিষ্ঠাক্রমমেবাহ, তদ্দিনে সাধক ইত্যাদিনা। তদ্দিনে শ্রীমদাদ্যা-প্রতিষ্ঠাদিনে॥ ২৬৯॥

গ্রহদিক্‌পতীত্যাদি। হেরম্বো গণেশঃ॥ ২৭০॥

দেবগৃহ-প্রতিষ্ঠা বিষয়ে এই যে বিধি কথিত হইল, আরাম-প্রতিষ্ঠা সেতুপ্রতিষ্ঠা সংক্রমপ্রতিষ্ঠা ও বৃক্ষপ্রতিষ্ঠা স্থলেও তাহা প্রযোজিত হইবে।[২৬৫] পরন্তু এই সমুদায় স্থলে সনাতন বিষ্ণুর বিশেষরূপ পূজা করিতে হইবে। এতদ্ব্যতীত পূজা হোম প্রভৃতি সমুদায় কার্য্যই গৃহপ্রতিষ্ঠার ন্যায় হইবে।[২৬৬] অপ্রতিষ্ঠিত দেবতার উদ্দেশে গৃহাদি উৎসর্গ করিবে না। প্রতিষ্ঠিত এবং অর্চ্চিত দেবতার উদ্দেশেই গৃহাদি উৎসর্গ ও পূজাদি বিধিবিহিত হইয়াছে।[২৬৭]

এক্ষণে শ্রীমদাদ্যাকালী-প্রতিষ্ঠার ক্রম বলিতেছি। এইরূপে প্রতিষ্ঠিতা হইলে দেবী অতি ত্বরায় অভিলষিত ফল প্রদান করেন।[২৬৮] প্রতিষ্ঠা দিবসে প্রাতঃকালে সাধক স্নান পূর্ব্বক বিশুদ্ধাচার হইয়া উত্তরমুখে উপবেশন পূর্ব্বক যথাবিধানে সঙ্কল্প করিয়া বাস্তুদেবের পূজা করিবেন।[২৬৯] পরে তিনি

প্রতিষ্ঠিতগৃহে যদ্বা কুত্রচিৎ শোভনস্থলে।
আনীয়ার্চ্চামর্চ্চয়িত্বা স্নাপয়েৎ সাধকোত্তমঃ ॥ ২৭১ ॥
ভস্মনা প্রথমং স্নানং ততো বল্মীকমৃৎস্নয়া।
বরাহদন্তিদন্তোত্থ-মৃত্তিকাভিস্ততঃ পরম্।
বেশ্যাদ্বারমৃদা চাপি প্রদ্যুম্নহ্রদজাতয়া ॥ ২৭২ ॥
ততঃ পঞ্চকষায়েণ পঞ্চপুষ্পৈস্ত্রিপত্রকৈঃ।
কারয়িত্বা গন্ধতৈলৈঃ স্নাপয়েৎ প্রতিমাং সুধীঃ ॥ ২৭৩ ॥

প্রতিষ্ঠিতেত্যাদি। ততঃ সাধকোত্তমঃ প্রতিষ্ঠিতগৃহে কুত্রচিচ্ছোভনস্থানে বা অর্চ্চাং প্রতিমামানীয়ার্চ্চয়িত্বা চ স্নাপয়েৎ ॥ ২৭১ ॥

ননু কেন দ্রব্যেণ প্রতিমাং স্নাপয়েদিত্যপেক্ষায়ামাহ, ভস্মনেত্যাদিনা ॥২৭২॥ ২৭৩ ॥

গ্রহগণের দশদিক্পালের ও গণেশাদি পঞ্চদেবতার অর্চ্চনা পূর্ব্বক আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ সমাধান করিয়া ভগবতীর আরাধনায় অনুরক্ত ব্রাহ্মণগণের সহিত প্রতিমা-সন্নিধানে গমন করিবেন।[২৭০] কোন প্রতিষ্ঠিত গৃহেই হউক অথবা অন্য কোন পবিত্র মনোহর স্থানেই হউক, সাধকশ্রেষ্ঠ প্রতিমা আনয়ন পূর্ব্বক পূজা করিয়া (নিম্নোক্ত বিধানানুসারে) স্নান করাইবেন।[২৭১] এই স্নানের সময় প্রথমতঃ ভস্ম দ্বারা স্নান করাইয়া, পরে বল্মীক মৃত্তিকা দ্বারা, তৎপরে বরাহদন্তোত্থাপিত ও হস্তিদন্তোত্থাপিত মৃত্তিকা দ্বারা, তৎপরে বেশ্যা-দ্বার-স্থিত মৃত্তিকা দ্বারা (৩৬৩), তৎপরে প্রদ্যুম্নহ্রদের মৃত্তিকা দ্বারা (৩৬৪),[২৭২] পরে (পশ্চাদুক্ত) পঞ্চকষায় দ্বারা, পরে (পশ্চাদুক্ত) পঞ্চ পুষ্প দ্বারা, তৎপরে (পশ্চাদুক্ত) ত্রিপত্র দ্বারা, সাধক প্রতিমাকে স্নান করাইয়া পশ্চাৎ সুগন্ধ তৈল দ্বারা স্নান করাইবে।[২৭৩]

---

(৩৬৩)—এস্থলে বেশ্যাদ্বার শব্দে বারবিলাসিনীর দ্বার নহে, পূর্ণাভিষিক্তা শক্তির দ্বার। পূর্ণাভিষিক্তা শক্তিকেই পরমসাধ্বী ও বেশ্যা বলা যায়। ৭২৩ পৃষ্ঠায় ৩৫৭ সংখ্যা টিপ্পনীতে বেশ্যার বিবরণ বিবৃত হইয়াছে।

(৩৬৪)—প্রদ্যুম্নহ্রদের মৃত্তিকা কি, জানিতে ইচ্ছা হইলে, নিজ গুরুর নিকট জিজ্ঞাসা করিবেন, আমরা বলিব না।

বাট্যালবদরীজম্বু-বকুলাঃ শাল্মলী তথা।
এতে নিগদিতাঃ স্নানে কষায়াঃ পঞ্চভূরুহাঃ ॥ ২৭৪ ॥
করবীরং তথা জাতী চম্পকং সরসীরুহম্।
পাটলীকুসুমঞ্চাপি পঞ্চপুষ্পং প্রকীর্ত্তিতম ॥ ২৭৫ ॥
বর্ব্বরাতুলসীবিল্বং পত্রত্রয়মুদাহৃতম্ ॥ ২৭৬ ॥
এতেষু প্রোক্তদ্রব্যেষু জলযোগো বিধীয়তে।
পঞ্চামৃতে গন্ধতৈলে তোয়যোগং বিবর্জয়েৎ ॥ ২৭৭ ॥
সব্যাহৃতিং সপ্রণবাং গায়ত্রীং মূলমুচ্চরন্।
এতদ্দ্রব্যস্থ তোয়েন স্নাপয়ামি নমো বদেৎ ॥ ২৭৮ ॥

ননু কৈঃ পঞ্চকষায়ৈঃ কৈঃ পঞ্চপুষ্পৈস্ত্রিপত্রৈশ্চ কৈঃ প্রতিমাং স্নাপয়ে-দিত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ, বাট্যালেত্যাদিনা ॥ ২৭৪ ॥২৭৫ ॥ ২৭৬ ॥

ননু কেবলৈর্ভস্মাদিভিঃ প্রতিমাং স্নাপয়েজ্জলসংযুক্তৈর্বা ইত্যপেক্ষায়ামাহ, এতেম্বিত্যাদিনা ॥ ২৭৭ ॥

ননু কেন মন্ত্রেণ ভস্মাদিভিঃ প্রতিমাং স্নাপয়েদিত্যপেক্ষায়ামাহ, সব্যাহৃতি-মিত্যাদিনা। পূর্ব্বং সব্যাহৃতিং সপ্রণবাং গায়ত্রীমুচ্চরন্ ততো মূলং মন্ত্রমুচ্চরন্ তত এতদ্দ্রব্যস্য তোয়েন স্নাপয়ামি নম ইতি বদেৎ। অনেনৈব মন্ত্রেণ জল-সংযুক্তৈঃ ভস্মাদিভিঃ প্রতিমাং স্নাপয়েৎ ॥ ২৭৮ ॥

বাট্যাল (বেড়েলা), বদরী, জম্বু, বকুল ও শাল্মলী, এই পঞ্চ বৃক্ষের ক্বাথকে পঞ্চকষায় বলে। এই পঞ্চকষায় দ্বারা দেবীকে স্নান করাইতে হয়।[২৭৪] করবীর পুষ্প, জাতিপুষ্প (চামেলিফুল), চম্পকপুষ্প, পদ্ম ও পাটলীপুষ্প (পারুলফুল), এই সমুদায়কে পঞ্চপুষ্প বলা যায়।[২৭৫] বর্ব্বরাপত্র (বাবুই তুলসী), তুলসীপত্র ও বিল্বপত্র, ইহাদিগকে ত্রিপত্র বলা হইয়া থাকে।[২৭৬] এস্থলে উল্লিখিত সমুদায় দ্রব্যের সহিত জল সংযুক্ত করিয়া দিতে হইবে, পরন্তু পঞ্চামৃতের (৩৬৫) সহিত ও সুগন্ধি তৈলের সহিত জল মিশ্রিত করিয়া দিবে না।[২৭৭]

প্রণব ও ব্যাহৃতির সহিত গায়ত্রী পাঠ পূর্ব্বক মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া 'এতদ্ দ্রব্যস্য তোয়েন স্নাপয়ামি নমঃ' অর্থাৎ এই দ্রব্যের জল দ্বারা তোমাকে স্নান

---

(৩৬৫)—দুগ্ধ, দধি, ঘৃত, মধু ও শর্করা এই পাঁচটিকে পঞ্চামৃত বলে।

ততঃ প্রাগুক্তবিধিনা দুগ্ধাদ্যৈরষ্টভির্ঘটৈঃ।
কবোষ্ণসলিলৈশ্চাপি স্নাপয়েৎ প্রতিমাং বুধঃ॥ ২৭৯॥
সিতগোধূমচূর্ণেন তিলকল্কেন বা শিবাম্।
শালিতণ্ডুলচূর্ণেন মার্জ্জয়িত্বা বিরুক্ষয়েৎ॥ ২৮০॥
তীর্থাম্ভসামষ্টঘটৈঃ স্নাপয়িত্বা সুবাসসা।
সংমার্জ্জিতাঙ্গীং প্রতিমাং পূজাস্থানং সমানয়েৎ॥ ২৮১॥

তত ইত্যাদি। কবোষ্ণসলিলৈঃ ঈষদুষ্ণৈর্জলৈঃ॥২৭৯॥২৮০॥২৮১॥

করাইতেছি, (এই বলিয়া "এতৎদ্রব্যস্য" এই স্থলে তত্তদ্দ্রব্যের নাম উল্লেখ করিয়া স্নান করাইবে) (৩৬৬)।[২৭৮] অনন্তর জ্ঞানী ব্যক্তি পূর্ব্বকথিত বিধানানুসারে পূর্ব্বোক্ত দুগ্ধাদিপূর্ণ (১৯০ হইতে ১৯৭ শ্লোক) অষ্টঘট দ্বারা এবং ঈষদুষ্ণ সলিল দ্বারা প্রতিমাকে স্নান করাইবে।[২৭৯] পরে সিতগোধূমচূর্ণ অর্থাৎ দুধেগমের ময়দা দ্বারা, তিলকল্ক অর্থাৎ তিলের খইল দ্বারা অথবা হৈমন্তিক ধান্যের তণ্ডুলচূর্ণ দ্বারা প্রতিমা মার্জ্জিত করিয়া, নির্ম্মল করিবে।[২৮০] অনন্তর অষ্টকলস তীর্থসলিল দ্বারা স্নান করাইয়া উত্তম বস্ত্র দ্বারা পরিমার্জ্জন পূর্ব্বক ঐ প্রতিমা পূজাস্থানে লইয়া যাইবে।[২৮১] যদি কেহ ঈদৃশ অনুষ্ঠানে অশক্ত হয়েন, তাহা হইলে সাধকশ্রেষ্ঠ ভক্তিপূর্ব্বক কেবল পঞ্চবিংশতি-কলশ বিশুদ্ধ সলিল

(৩৬৬)। স্নানকালে প্রয়োগ এইরূপ হইবে। যথা,—'ভস্মতোয়েন স্নাপয়ামি নমঃ"। এইরূপ ভস্মতোয়েন এই বাক্যের পরিবর্ত্তে যথাযথ বল্মীক-মৃত্তিকাতোয়েন, বরাহদন্তোত্থমৃত্তিকাতোয়েন, হস্তিদন্তোত্থমৃত্তিকাতোয়েন, বেশ্যা-দ্বারমৃত্তিকাতোয়েন প্রদ্যুম্নহ্রদজাতমৃত্তিকাতোয়েন, পঞ্চকষায়তোয়েন, পঞ্চপুষ্প-তোয়েন, ত্রিপত্রতোয়েন, গন্ধতৈলেন, দুগ্ধেন, দধ্না, মধুনা, হবিষা, শর্করাতোয়েন, নারিকেলোদকেন, ইক্ষুরসেন, কর্পূরাগুরু কাশ্মীর-কস্তূরীচন্দনোদকেন, (এই দুগ্ধাদি অষ্টকলসে স্নানকালে ১৯০ শ্লোক হইতে ১৯৭ শ্লোক পর্য্যন্ত আটটি মন্ত্র ক্রমশঃ যথাযথ আদিতে পাঠ করিয়া পশ্চাৎ এইস্থলে কথিত মন্ত্রে স্নান করাইতে হইবে।) এবং কবোষ্ণসলিলেন, এইরূপ বাক্য তত্তৎস্থলে উল্লেখ করিতে হইবে। এবং তীর্থ সলিল দ্বারা স্নানকালে 'প্রথমঘটস্থতীর্থসলিলেন' এইরূপ বাক্য বসাইতে হইবে। স্মৃতিতে ব্যবস্থাপিত হইয়াছে যে স্নান দ্রব্যের পরিমাণ ৩৬০ তিন শত ষাট তোলা বা /৪॥০ সাড়ে চারসের হইবে। তন্ত্রোক্ত দ্রব্য বিশেষে ইহা অসম্ভব।

অশক্তৌ শুদ্ধতোয়ানাং পঞ্চবিংশতিসংখ্যকৈঃ।
কলসৈঃ স্নাপয়েদর্চ্চাং ভক্ত্যা সাধকসত্তমঃ ॥ ২৮২ ॥
স্নানে স্নানে মহাদেব্যাঃ শক্ত্যা পূজনমাচরেৎ ॥ ২৮৩ ॥
ততো নিবেশ্য প্রতিমাম্ আসনে সুপরিষ্কৃতে ॥
পাদ্যার্ঘ্যাদ্যৈরবর্চ্চয়িত্বা প্রার্থয়েদ্বিহিতাঞ্জলিঃ ॥ ২৮৪ ॥
নমস্তে প্রতিমে তুভ্যং বিশ্বকর্ম্মবিনির্ম্মিতে।
নমস্তে দেবতাবাসে ভক্তাভীষ্টপ্রদে নমঃ ॥ ২৮৫ ॥
ত্বয়ি সংপূজয়াম্যাদ্যাং পরমেশীং পরাৎপরাম্।
শিল্পদোষাবশিষ্টাঙ্গং সম্পন্নং কুরু তে নমঃ ॥ ২৮৬ ॥
ততস্তৎপ্রতিমামূর্দ্ধ্নি পাণিং বিন্যস্য বাগ্‌যতঃ।
অষ্টোত্তরশতং মূলং জপ্‌ত্বা গাত্রাণি সংস্পৃশেৎ ॥ ২৮৭ ॥

অশক্তাবিত্যাদি। অর্চ্চাং প্রতিমাম্ ॥ ২৮২ ॥ ২৮৩ ॥ ২৮৪ ॥

ননু প্রতিমাং প্রতি কিং প্রার্থয়েদিত্যপেক্ষায়ামাহ, নমস্তে প্রতিমে তুভ্যমিত্যাদিনা ॥ ২৮৫ ॥ ২৮৬ ॥ ২৮৭ ॥

দ্বারা প্রতিমাকে স্নান করাইবেন।[২৮২] ফলতঃ, প্রত্যেক স্নানের পর যথাশক্তি উপচারে মহাদেবীর পূজা করিতে হইবে।[২৮৩]

অনন্তর সুপরিষ্কৃত আসনে প্রতিমাকে সংস্থাপন পূর্ব্বক পাদ্য অর্ঘ্য প্রভৃতি দ্বারা পূজা করিয়া 'নমস্তে' ইত্যাদি মন্ত্রে কৃতাঞ্জলিপুটে প্রার্থনা করিবে যে,[২৮৪] (মন্ত্রার্থ,—) প্রতিমে! তুমি বিশ্বকর্ম্মা কর্ত্তৃক বিনির্ম্মিত হইয়াছিলে, তোমাকে নমস্কার। তুমি দেবতার আবাস, তোমাকে নমস্কার। তুমি ভক্তবৃন্দকে অভীষ্ট ফল প্রদান করিয়া থাক, তোমাকে নমস্কার।[২৮৫] প্রতিমে! আমি তোমাতে পরাৎপরা পরমেশ্বরী আদ্যা কালিকার পূজা করিতেছি। শিল্পদোষে যদি তোমার কোন অঙ্গবৈলক্ষণ্য ঘটিয়া থাকে, তাহা তুমি সম্পূর্ণ করিয়া দাও, তোমাকে নমস্কার।[২৮৬]

অনন্তর বাক্য সংযম পূর্ব্বক প্রতিমার মস্তকের উপরি হস্ত বিন্যাস করিয়া একশত আটবার মূলমন্ত্র জপ করিবে। পরে প্রতিমার গাত্র স্পর্শ করিয়া[২৮৭]

ষডঙ্গমাতৃকান্যাসং প্রতিমাঙ্গে প্রবিন্যসন্।
ষড়্দীর্ঘভাজা মূলেন ষডঙ্গন্যাসমাচরেৎ ॥ ২৮৮ ॥
তারমায়ারমাদ্যৈশ্চ নমোঽন্তৈর্বিন্দুসংযুতৈঃ।
অষ্টবর্গৈর্দেবতাঙ্গে বর্ণন্যাসং প্রকল্পয়েৎ ॥ ২৮৯ ॥
মুখে স্বরান্ কবর্গঞ্চ কণ্ঠদেশে ন্যাসেদ্বুধঃ।
চবর্গমুদরে দক্ষ-বাহৌ টাদ্যক্ষরাণি চ ॥ ২৯০ ॥

ষডঙ্গেত্যাদি। ততঃ পূর্ববিধিনা প্রতিমাঙ্গে ষডঙ্গমাতৃকান্যাসং প্রবিন্যসন্ সাধকঃ ষড়্দীর্ঘভাজা মূলেন মন্ত্রেণাপি প্রতিমাঙ্গে ষডঙ্গন্যাসমাচরেৎ কুর্য্যাৎ ॥ ২৮৮ ॥

তারেত্যাদি। ততঃ তারমায়ারমাদ্যৈঃ ওঁকারহ্রীঁশ্রীমাদ্যৈর্নমোঽন্তৈর্বিন্দুসংযুতৈরনুস্বারসহিতৈরষ্টবর্গৈর্দেবতাঙ্গে বর্ণন্যাসং প্রকল্পয়েৎ কুর্য্যাৎ ॥২৮৯॥

ননু কস্মিন্ কস্মিন্ দেবতাঙ্গে কং কং বর্গং ন্যাসেদিত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ, মুখে স্বরানিত্যাদিনা ॥২৯০॥২৯১॥২৯২॥

প্রতিমার অঙ্গে ষডঙ্গন্যাস ও মাতৃকান্যাস (৩৬৭) করিবে। পরন্তু ষডঙ্গন্যাস করিবার সময় মূলমন্ত্রে আ ঈ ঊ ঐ ঔ অঃ, এই ছয়টি দীর্ঘস্বর যোগ করিতে হইবে (৩৬৮)।[২৮৮] অনন্তর প্রণব মায়া ও রমা উচ্চারণ পূর্ব্বক বিন্দুযুক্ত অষ্টবর্গের অক্ষর পাঠ করিয়া পরে 'নমঃ' এই পদ উচ্চারণ পূর্ব্বক দেবতাঙ্গে বর্ণন্যাস [বর্গন্যাস] করিবে (৩৬৯)।[২৮৯] দেবতাঙ্গে বর্ণন্যাস [বর্গন্যাস] করিবার সময় জ্ঞানী ব্যক্তি দেবতার মুখে অবর্গ অর্থাৎ স্বরবর্ণ, কণ্ঠদেশে কবর্গ, উদরে চবর্গ, দক্ষিণ হস্তে টবর্গ,[২৯০] বাম হস্তে তবর্গ, দক্ষিণ ঊরুতে পবর্গ বাম ঊরুতে যবর্গ অর্থাৎ য র ল ব, এবং মস্তকে শবর্গ অর্থাৎ শ ষ স হ ক্ষ ন্যাস

---

(৩৬৭)—মাতৃকান্যাস ২০১ পৃষ্ঠা ৯২ সংখ্যা টিপ্পনীতে আছে।

(৩৬৮)—ষডঙ্গন্যাস-মন্ত্র যথা। ওঁ হ্রাঁ হৃদয়ায় নমঃ। ওঁ হ্রীঁ শিরসে স্বাহা। ওঁ হ্রূঁ শিখায়ৈ বষট্। ওঁ হ্রৈঁ কবচায় হুঁ। ওঁ হ্রৌঁ নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। ওঁ হ্রঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাম অস্ত্রায় ফট্।

(৩৬৯)—বর্ণন্যাস যথা। হৃদয়ে, অং আং ইং ঈং উং ঊং ঋং ৠং ঌং ৡং। দক্ষিণহস্তে, এং ঐং ওং ঔং অং অঃ কং খং গং ঘং। বামহস্তে, ঙং চং ছং জং ঝং ঞং টং ঠং ডং ঢং। দক্ষিণপদে, ণং তং থং দং ধং নং পং ফং বং ভং। বামপদে, মং যং রং লং বং শং ষং সং হং ক্ষং। এই

তবর্গঞ্চ বামবাহৌ দক্ষবামোরুযুগ্মযোঃ।
পবর্গঞ্চ যবর্গঞ্চ শবর্গং মস্তকে ন্যসেৎ ॥ ২৯১ ॥
বর্ণন্যাসং বিধায়েত্থং তত্ত্বন্যাসং সমাচরেৎ ॥ ২৯১ ॥
পাদয়োঃ পৃথিবীতত্ত্বং তোযতত্ত্বঞ্চ লিঙ্গকে।
তেজস্তত্ত্বং নাভিদেশে বাযুতত্ত্বং হৃদম্বুজে ॥ ২৯৩ ॥
আস্যে গগনতত্ত্বঞ্চ চক্ষুষো রূপতত্ত্বকম্।
ঘ্রাণয়োর্গন্ধতত্ত্বঞ্চ শব্দতত্ত্বং শ্রুতিদ্বয়ে ॥ ২৯৪ ॥

ননু কস্মিন্ কস্মিন্ দেবতাঙ্গে কিং কিং তত্ত্বং ন্যসেদিত্যাকাঙ্ক্ষাযামাহ, পাদযোঃ পৃথিবীতত্ত্বমিত্যাদিনা ॥২৯৩॥২৯৪॥২৯৫॥২৯৬॥

করিবেন (৩৭০)।[২৯১] এইরূপে দেবতাঙ্গে বর্ণন্যাস [বর্গন্যাস] করিয়া তত্ত্বন্যাস করিবে।[২৯২] দেবতার চরণদ্বযে পৃথিবীতত্ত্ব, যোনিতে তোযতত্ত্ব, নাভিদেশে তেজস্তত্ত্ব, হৃদয়কমলে বাযুতত্ত্ব,[২৯৩] মুখে আকাশতত্ত্ব, নযনদ্বযে রূপতত্ত্ব, নাসিকাদ্বযে গন্ধতত্ত্ব, কর্ণদ্বযে শব্দতত্ত্ব,[২৯৪] রসনাতে রসতত্ত্ব, ত্বক্সমুদাযে স্পর্শতত্ত্ব, ভ্রূমধ্যে

সমুদায বর্ণের মধ্যে প্রত্যেক বর্ণের পূর্ব্বে 'ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ' এবং অন্তে 'নমঃ' পদ যোগ করিয়া ন্যাস করিতে হইবে।

এই যে বর্ণন্যাস কথিত হইল, প্রায সমুদায তন্ত্রেই সমুদায় দেব-পূজাতেই বিশেষতঃ আদ্যাকালিকার পূজাতে এইরূপ পঞ্চ অঙ্গে বর্ণন্যাস ব্যবহৃত হইযা থাকে।

এখানে মূলে যে বর্ণন্যাস কথিত হইযাছে, তাহা বোধ হয় 'বর্ণন্যাস' নহে, 'বর্গন্যাস'। লেখক-প্রমাদে 'গ' এই অক্ষর 'র্ণ' হইযা পড়িযাছে। টীকাতেও (২৯০ শ্লোকে) 'কং কং বর্গং ন্যসেৎ' এইরূপ দৃষ্ট হইতেছে। যাহা হউক, পূর্ব্বোক্ত বর্ণন্যাস করিয়া পশ্চাৎ বর্গন্যাস অথবা বিশেষ বর্ণন্যাস করা কর্ত্তব্য।

(৩৭০)—এই বর্ণন্যাস অর্থাৎ বিশেষ বর্ণন্যাস অথবা বর্গন্যাস করিবার সময় প্রত্যেক বর্ণে অনুস্বার যোগ ও আদিতে 'ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ' এবং অন্তে 'নমঃ' শব্দ প্রযোগ করিতে হইবে। যথা। মুখে ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ অং আং ইং ঈং উং ঊং ঋং ৠং ঌং ৡং এং ঐং ওং ঔং অং অঃ নমঃ। কণ্ঠদেশে ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ কং খং গং ঘং ঙং নমঃ। উদরে ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ চং ছং জং ঝং ঞং নমঃ। দক্ষিণ-হস্তে ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ টং ঠং ডং ঢং ণং নমঃ। বামহস্তে ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ তং থং দং ধং নং নমঃ। দক্ষিণ ঊরুতে ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ পং ফং বং ভং মং নমঃ। বাম ঊরুতে ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ যং রং লং বং নমঃ। মস্তকে ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ শং ষং সং হং ক্ষং নমঃ।

জিহ্বায়াং রসতত্ত্বঞ্চ স্পর্শতত্ত্বং ত্বচি ন্যসেৎ *।
মনস্তত্ত্বং ভ্রুবোর্মধ্যে সহস্রদলপঙ্কজে ॥ ২৯৫ ॥
শিবতত্ত্বং জ্ঞানতত্ত্বং পরতত্ত্বং তথোরসি।
জীবপ্রকৃতিতত্ত্বে চ বিন্যসেৎ সাধকাগ্রণীঃ।
মহত্তত্ত্বমহঙ্কার-তত্ত্বং সর্ব্বাঙ্গকে ক্রমাৎ ॥ ২৯৬ ॥
তারমায়ারমাদ্যেন ঙেনমোহন্তেন বিন্যসেৎ ॥ ২৯৭ ॥
সবিন্দুমাতৃকাবর্ণ-পুটিতং মূলমুচ্চরন্।
নমোহন্তং মাতৃকাস্থানে মন্ত্রন্যাসং প্রযোজয়েৎ ॥ ২৯৮ ॥

ননু কেন মন্ত্রেন পৃথিবীতত্ত্বাদিকং পাদাদৌ ন্যসেদিত্যপেক্ষায়ামাহ তারে-ত্যাদিনা। তারমায়ারমাদ্যেন ওঁ হ্রীঁ শ্রীমাদিনা নমোহন্তেন চতুর্থীবিভক্ত্যন্ত-পৃথিবীতত্ত্বাদিনা মন্ত্রেণ পৃথিবীতত্ত্বাদিকং পাদাদৌ বিন্যসেৎ ॥২৯৭॥

সবিন্দ্বিত্যাদি। ততঃ সবিন্দুমাতৃকাবর্ণপুটিতং সানুস্বারৈর্মাতৃকাবর্ণৈরাদ্যা-বন্তে চ সংযুক্তং নমোহন্তং মূলং মন্ত্রমুচ্চরন্ মাতৃকাস্থানে মন্ত্রন্যাসং প্রযোজয়েৎ বিদধ্যাৎ ॥ ২৯৮ ॥

মনস্তত্ত্ব, ব্রহ্মরন্ধ্রস্থিত সহস্রদলকমলে [২৯৫] শিবতত্ত্ব জ্ঞানতত্ত্ব ও পরতত্ত্ব এবং হৃদয়ে জীবতত্ত্ব ও প্রকৃতিতত্ত্ব ন্যাস করিবে। পরে সাধকশ্রেষ্ঠ সর্ব্বাঙ্গে মহত্তত্ত্ব ও অহঙ্কারতত্ত্ব ন্যাস করিবে [২৯৬] এই সমুদায় ন্যাস করিবার সময় প্রণব মায়া ও রমা বীজ উচ্চারণ পূর্ব্বক চতুর্থ্যন্ত তত্ত্বপদ (তত্ত্বায়) পাঠ করিয়া পরিশেষে 'নমঃ' এই মন্ত্র পাঠ করিবে (৩৭১)। [২৯৭]

পরে বিন্দুযুক্ত এক এক মাতৃকাবর্ণপুটিত মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া 'নমঃ' এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক মাতৃকাস্থানে মন্ত্রন্যাস করিবে (৩৭২)। [২৯৮]

---

(৩৭১)—যথা। ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ পৃথিবীতত্ত্বায় নমঃ। ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ তোয়তত্ত্বায় নমঃ ইত্যাদি।

(৩৭২)—যথা। অং হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রীঁ পরমেশ্বরি স্বাহা অং নমো ললাটে। আং হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রীঁ পরমেশ্বরি স্বাহা আং নমো মুখে। ইং হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রীঁ পরমেশ্বরি স্বাহা ইং নমঃ দক্ষিণচক্ষুষি। এইরূপ যথাক্রমে একপঞ্চাশৎ বর্ণ পুটিত করিয়া ন্যাস করিতে হইবে।

কোন্ স্থানে কোন্ বর্ণের ন্যাস হইবে এবং তাহার মুদ্রা কিরূপ অর্থাৎ কোন্ অঙ্গুলির সহিত কোন্ অঙ্গুলির যোগ বা কোন্ অঙ্গুলি দ্বারা কোন্ স্থান স্পর্শ করিতে হইবে, তাহা এই পুস্তকের পঞ্চম উল্লাসে ২০১ পৃষ্ঠায় ৯২ সংখ্য

সর্ব্বযজ্ঞময়ং তেজঃ সর্ব্বভূতময়ং বপুঃ।
ইয়ং তে কল্পিতা মূর্ত্তিঃ অত্র ত্বাং স্থাপযাম্যহম্॥ ২৯৯॥
ততঃ পূজাবিধানেন ধ্যানমাবাহনাদিকম্।
প্রাণপ্রতিষ্ঠাং সম্পাদ্য পূজয়েৎ পরদেবতাম্॥ ৩০০॥
দেবগেহপ্রদানে তু যে যে মন্ত্রাঃ সমীরিতাঃ।
ত এবাত্র প্রযোক্তব্যা মন্ত্রলিঙ্গেন পূজনে। ৩০১॥
বিধিবৎ সংস্কৃতে বহ্নৌ অর্চ্চিতেভ্যোঽর্চ্চিতাহুতিঃ।
আবাহ্য দেবীং সম্পূজ্য জাতকর্ম্মাণি সাধযেৎ॥ ৩০২॥

সর্ব্বযজ্ঞেত্যাদি। ততঃ সর্ব্বযজ্ঞমযং তেজ ইত্যাদিনা দেবীং প্রার্থযেৎ। বপুঃ তবেতি শেষঃ॥২৯৯॥৩০০॥৩০১॥৩০২ ৩০৩॥

(অনন্তব দেবীব নিকট প্রার্থনা কবিবে যে,) যদিও তোমাব তেজ সর্ব্ব-যজ্ঞময ও তোমাব শবীব সর্ব্বভূতময, তথাপি আমি তোমাব এই মূর্ত্তি কল্পনা কবিযা ইহাতে তোমাকে স্থাপন কবিতেছি।[২৯৯] পবে পূর্ব্বকথিত পূজাব বিধান অনুসাবে ধ্যান আবাহন প্রাণপ্রতিষ্ঠা প্রভৃতি সম্পাদন করিয়া সেই পবম দেবতাব পূজা কবিবে।[৩০০]

দেবগৃহপ্রতিষ্ঠাব সময যে যে মন্ত্র কথিত হইযাছে, এস্থলেও সেই সেই মন্ত্র প্রযোগ কবিবে। পবন্তু পূজাকালে বীজমন্ত্র ও লিঙ্গভেদে যথাযথ বাক্য প্রয়োগ কবিতে হইবে (৩৭৩)।[৩০১] অনন্তব যথাবিধানে অগ্নিসংস্কাব কবিযা তাহাতে অর্চ্চিত দেবগণেব উদ্দেশে অর্চ্চিত আহুতি প্রদান কবিবে। পবে যথাবিধানে অগ্নিতে দেবীব আবাহন পূর্ব্বক পূজা কবিযা জাতকর্ম্মাদি ষট্‌সংস্কাব সম্পাদন কবিতে হইবে।[৩০২] জাতকর্ম্ম প্রভৃতি ষড়্‌বিধ সংস্কাব সদাশিব উল্লেখ

টিপ্পনীতে মাতৃকান্যাস প্রযোগ স্থলে প্রদর্শিত হইযাছে। উহা পাঠ কবিলে পাঠকমহাশয অনাযাসেই এই ন্যাস কবিতে সমর্থ হইবেন।

(৩৭৩)—শিব প্রভৃতিব বীজমন্ত্র স্থলে আদ্যাকালিকাব বীজ মন্ত্র এবং পুংলিঙ্গাদি শব্দেব পবিবর্ত্তে স্ত্রীলিঙ্গ পদ ব্যবহাব কবিতে হইবে।

জাতনাম্নী নিষ্ক্রমণম্ অন্নপ্রাশনমেব চ।
চূড়োপনয়নং চৈতে ষট্ সংস্কারাঃ শিবোদিতাঃ॥ ৩০৩॥
প্রণবং ব্যাহৃতিং চৈব গায়ত্রীং মূলমন্ত্রকম্।
সামন্ত্রণাভিধানং তে জাতকর্ম্মাদিনাম চ॥ ৩০৪॥
সম্পাদয়াম্যগ্নিকান্তাং সমুচ্চার্য্য বিধানবিৎ।
পঞ্চ পঞ্চাহুতীর্দদ্যাৎ প্রতিসংস্কারকর্ম্মণি॥ ৩০৫॥
দত্তনাম্নাহুতিশতং মূলোচ্চারণপূর্ব্বকম্।
দেব্যৈ দত্ত্বাহুতেরংশং প্রতিমামূর্দ্ধ্নি নিঃক্ষিপেৎ॥ ৩০৬॥

ননু কেন মন্ত্রেণ জাতকর্ম্মাদয়ঃ ষট্সংস্কারাঃ সাধনীয়া ইত্যাহ, প্রণবমিত্যাদিশ্লোকদ্বয়েন। প্রণবমোঙ্কারং ততো ব্যাহৃতিং ভূরাদিং ততো গায়ত্রীং ততো মূলমন্ত্রং ততঃ সামন্ত্রণাভিধানমামন্ত্রণসহিতদেবীনাম ততস্তে ইতি পদং

করিয়াছেন যথা, জাতকর্ম্ম, নামকরণ, নিষ্ক্রমণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ ও উপনয়ন।[৩০৩] (কোন্ মন্ত্র দ্বারা এই ষট্ সংস্কার করিতে হইবে, তাহা কথিত হইতেছে—) প্রথমে প্রণব, ব্যাহৃতি, গায়ত্রী, মূলমন্ত্র ও সম্বোধনান্ত নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক 'তে' অর্থাৎ তোমার এই পদ উচ্চারণ করিয়া জাতকর্ম্মাদির নাম কীর্ত্তন করিবে।[৩০৪] পরে বিধানজ্ঞ ব্যক্তি 'সম্পাদয়ামি স্বাহা' এই পদ উচ্চারণ করিয়া প্রত্যেক সংস্কারে পাঁচবার করিয়া আহুতি প্রদান করিবে (৩৭৪)।[৩০৫] অনন্তর মূলমন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক প্রদত্ত নাম দ্বারা দেবীর উদ্দেশে (অষ্টোত্তর) শত

---

(৩৭৪)—যথা। ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ হ্রীঁ শ্রীঁ পরমেশ্বরি স্বাহা শ্রীমদাদ্যে কালিকে তে জাতকর্ম্ম সম্পাদয়ামি স্বাহা। এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক পাঁচবার আহুতি প্রদান করিবে। নামকরণের সময় 'জাতকর্ম্ম' এই পদের পরিবর্ত্তে 'নামকরণং' এই পদ বসাইবে। এইরূপে ষট্কর্ম্মেই কেবল সংস্কারের নাম পরিবর্ত্তন করিতে হইবে মাত্র।

প্রায়শ্চিত্তাদিভিঃ শেষং কর্ম্ম সম্পাদয়ন্ সুধীঃ ।
ভোজয়েৎ সাধকান্ বিপ্রান্ দীনানাথাংশ্চ তোষয়েৎ ॥ ৩০৭॥
উক্তকর্ম্মস্বশক্তশ্চেৎ পাথসাং সপ্তভির্ঘটৈঃ ।
স্নাপয়িত্বার্চ্চয়ন্ শক্ত্যা শ্রাবয়েন্নাম দেবতাম্ ॥ ৩০৮ ॥
ইতি তে শ্রীমদাদ্যায়াঃ প্রতিষ্ঠা কথিতা প্রিয়ে ।
এবং দুর্গাদিবিদ্যানাং মহেশাদিদিবৌকসাম্ । ৩০৯ ॥

ততো জাতকর্ম্মাদিনাম ততঃ সম্পাদয়ামীতি পদং ততোঽগ্নিকান্তাং স্বাহেতি

আহুতি প্রদান করিবে (৩৭৫) । পরন্তু আহুতি প্রদানের সময় প্রত্যেক হুতশেষ দেবীর মস্তকে নিঃক্ষিপ্ত করিতে হইবে।[৩০৬]

অনন্তর জ্ঞানী ব্যক্তি প্রায়শ্চিত্তহোমাদি দ্বারা অবশিষ্ট কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া সাধক, ব্রাহ্মণ, দীনদরিদ্র ও অনাথদিগকে পরিতৃপ্তরূপে ভোজন করাইয়া পরিতুষ্ট করিবেন [৩০৭] যদি কেহ এই সমুদায় কার্য্যকরণে অসমর্থ হয়, তাহা হইলে কেবল সপ্তকলস জল দ্বারাই দেবতাকে স্নান করাইয়া যথাশক্তি পূজা পূর্ব্বক নাম শ্রবণ করাইবে।[৩০৮]

প্রিয়ে । আমি এই এই তোমার নিকট শ্রীমদাদ্যাকালিকার প্রতিষ্ঠা-প্রয়োগ কহিলাম । এইরূপ দুর্গা প্রভৃতি বিদ্যাদিগের, মহেশ্বর প্রভৃতি দেবগণের, [৩০৯] এবং স্থানান্তরিত করা যায় এরূপ শিবলিঙ্গের প্রতিষ্ঠাবিষয়ে বিধানজ্ঞ ব্যক্তি

---

(৩৭৫)—প্রথমতঃ (গায়ত্রী) হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রীঁ পরমেশ্বরি স্বাহা শ্রীমদাদ্যে কালিকেতি নামকর্ম্ম সম্পাদয়ামি স্বাহা । এই মন্ত্রে পাঁচটি আহুতি দিতে হইবে । অনন্তর সাধক নিজকৃত দেবতার বিভিন্ন নাম যদি রাখিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে 'দেবি ত্বং অমুকী নামাসি,' এইরূপ নামকরণ করিবা, প্রথমতঃ মূলমন্ত্র তৎপরে চতুর্থ্যন্ত স্বীয় প্রদত্ত নাম ও তদন্তে 'স্বাহা' এই পদ যোগ করিবা অষ্টোত্তরশত আহুতি প্রদান করিবেন এবং হুতশেষ দেবতার মস্তকে নিঃক্ষেপ করিবেন ।

চলতঃ শিবলিঙ্গস্য প্রতিষ্ঠায়ামযং বিধিঃ।
প্রযোক্তব্যো বিধানজ্ঞৈঃ মন্ত্রেণামোহপূর্ব্বকম্॥ ৩১০॥

ইতি শ্রীমহানির্ব্বাণতন্ত্রে সর্ব্বতন্ত্রোত্তমোত্তমে সর্ব্বধর্ম্মনির্ণযসারে
শ্রীমদাদ্যাসদাশিবসংবাদে আদ্যাকালীপ্রতিষ্ঠানুষ্ঠানে

বাস্তুগ্রহযাগজলাশযাদিপ্রতিষ্ঠাদেবগৃহদানাদি-
সর্ব্বদেবপ্রতিষ্ঠাকথনং নাম
ত্রয়োদশোল্লাসঃ।

পদঞ্চ সমুচ্চার্য্য বিধানবিৎ সাধকো দেব্যা জাতকর্ম্মাণি সাধযেদিতি পূর্ব্বেণান্বযে বিধেযঃ ॥৩০৪॥৩০৫॥৩০৬॥৩০৭॥৩০৮॥৩০৯॥৩১০॥

ইতি শ্রীমহানির্ব্বাণতন্ত্রটীকাযাং ত্রযোদশোল্লাসঃ।

মোহশূন্য হইযা সতর্কতাব সহিত মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক উক্ত বিধি অবলম্বন করিযাই প্রতিষ্ঠা-প্রয়োগ করিবে।৩১০

সর্ব্বদেব প্রতিষ্ঠা কথন নামক ত্রযোদশ উল্লাস
সমাপ্ত

চতুর্দ্দশোল্লাসঃ।

——ঃ+ঃ——

শ্রীদেব্যুবাচ।

আত্মশক্তেরনুষ্ঠানাৎ কৃপয়া ভূরিসাধনম্।
কথিতং মে কৃপানাথ তৃপ্তাস্মি তব ভাবতঃ॥ ১॥
সচলস্যেশলিঙ্গস্য প্রতিষ্ঠাবিধিবীরিতঃ।
অচলস্য প্রতিষ্ঠায়াং কিং ফলং বিধিরেব কঃ॥ ২॥

এবং সকলদেবানাং সচলস্য শিবলিঙ্গস্যাপি প্রতিষ্ঠায়া বিধিং ফলঞ্চ শ্রুত্বে-দানীমচলস্য শিবলিঙ্গস্য প্রতিষ্ঠায়াঃ ফলং বিধিং চ শ্রোতুমিচ্ছন্তী শ্রীদেব্যুবাচ, আদ্যশক্তেরিত্যাদিনা। ভাবতঃ প্রীতিতঃ॥ ১॥ ২॥

শ্রীভগবতী কহিলেন। কৃপানাথ। আদ্যাশক্তির পূজাদ্যনুষ্ঠান-প্রসঙ্গে আপনি কৃপা করিয়া আমার নিকট বহুবিধ সাধন কহিলেন। আমি আপনকার করুণ ভাব অবলোকনে সাতিশয় প্রীতা হইয়াছি।১ আপনি সচল শিবলিঙ্গের প্রতিষ্ঠা বিধান বলিলেন, পরন্তু অচল শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠার বিধান কিরূপ? এবং সেই অচল শিবলিঙ্গ (৩৭৬) প্রতিষ্ঠার ফলই বা কি?২ তাহা সম্প্রতি বিশেষরূপে কীর্ত্তন করুন।

---

(৩৭৬)—দেখিতে পাওয়া যায়, পৃথিবীর সর্ব্বত্রই অতীব প্রাচীনকাল হইতে শিবলিঙ্গপূজা প্রবর্ত্তিত ছিল। ক্রমশঃ নানারূপ ধর্ম্মবিপ্লবহেতু এক্ষণে স্থানবিশেষে তাহার চিহ্নমাত্র কোথাও কোথাও অবশিষ্ট আছে মাত্র। এতদ্বিষয়ে আমরা কিছু পরেই আলোচনা করিব। অধুনা হিন্দুদিগের মধ্যে সকল বর্ণেরই এবং সকল সম্প্রদায়েরই শিবপূজা অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া বিহিত আছে।

---

* এই টিপ্পনীটি অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ ও প্রয়োজনীয় বলিয়া, অধিকন্তু ক্ষুদ্র অক্ষরে সুদীর্ঘ বিষয় পাঠ করিতে সকলেরই—বিশেষতঃ একটু পরিণতবয়স্ক ব্যক্তিগণের অত্যন্ত কষ্ট ও অসুবিধা হয় দেখিয়া, অনেকের অনুরোধে ক্রমবিপর্য্যয় স্বীকার করিয়াও, আমরা ইহা অপেক্ষাকৃত কিঞ্চিৎ বড় অক্ষরে মুদ্রিত করাই যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করিলাম।

এমন কি, অগ্রে শিবপূজা না করিলে অন্য দেবতার পূজা ব্যর্থ হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণাদি সকল বর্ণেরই কর্ত্তব্য এই যে, অগ্রে শিবপূজা করিয়া তৎপরে শিবের নিকট অনুমতি প্রার্থনাপূর্ব্বক অন্য দেবতার পূজা করিবেন। যদিও স্থলবিশেষে অগ্রে নারায়ণ পূজা কর্ত্তব্যতাসূচক কয়েকটি প্রমাণ পাওয়া যায়। তথাপি তাহা সম্যগালোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায়, যে অগ্রে নারায়ণপূজা বিষয়ক বচনগুলি কেবলমাত্র বৈষ্ণবগণের পক্ষে বিহিত হইয়াছে। অন্যের পক্ষে নহে। অধিকন্তু বৈষ্ণবগণও শিবপূজা না করিলে অন্য দেবতার পূজার ফল প্রাপ্ত হইবেন না।

এই ভারতবর্ষের মধ্যে এমন স্থান প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না যে, যেখানে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত নাই। আমরা দেখিয়াছি, ৺কাশীধামে একটি কূপ খনন করিতে হইলে তাহার মধ্যেও বিশ পঁচিশটি উপর্য্যুপরি প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গ প্রাপ্ত হওয়া যায়। আর্য্যজাতীয় বালক বালিকারাও প্রথমতঃ পূজা শিক্ষা করিবার সময় অগ্রে শিবলিঙ্গ পূজারই উপদেশ পাইয়া থাকে। ফলতঃ অস্মদ্দেশীয় স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তিদিগের মধ্যে কি বালক, কি বালিকা, কি যুবা কি যুবতী, কি বৃদ্ধ, কি বৃদ্ধা, সকলেই শিবলিঙ্গপূজার অনুরক্ত।

পরন্তু এই শিবলিঙ্গ যে কি, এবং কি নিমিত্তই বা সকলেই ইঁহার পূজা করেন, এবং কোন্ সময় হইতেই বা ইঁহার পূজা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা সাধারণে জ্ঞাত নহেন। এই কারণে আমরা এস্থলে শিবলিঙ্গের উৎপত্তি ও শিবলিঙ্গ পূজার কারণ প্রভৃতি প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

স্কন্দপুরাণে কথিত আছে ,-"আকাশং লিঙ্গমিত্যাহুঃ পৃথিবী তস্য পীঠিকা। আলয়ঃ সর্ব্বদেবানাং লয়নাল্লিঙ্গমুচ্যতে॥" আকাশের নাম লিঙ্গ; পৃথিবী আকাশের বেদিকা। এই আকাশ সর্ব্বদেবের আলয় ও সকলের লয়স্থান বলিয়া লিঙ্গ শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে। ফলতঃ আকাশই সদাশিবের বিরাট মূর্ত্তি ও ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্র প্রভৃতিরও লয়স্থান , ইহা যোগীরা যোগবলে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। অথবা, শিব শব্দের অর্থ মঙ্গলময়। লিঙ্গ শব্দের অর্থ যাহাতে সমুদায় জগৎ লয় প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ ব্রহ্ম। গৌরীপট্ট শিবলিঙ্গের আধার। গৌরীপট্টের অর্থ জগতের যোনি মূল প্রকৃতি অথবা মহামায়া। ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, গৌরীপট্টযুক্ত শিবলিঙ্গ, মূল প্রকৃতিযুক্ত ব্রহ্মের অনুকল্প মাত্র।

ফল কথা, মূলপ্রকৃতি ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বা পৃথক্ নহেন। যেমন অগ্নি ও অগ্নির দাহিকা-শক্তির আখ্যা ভিন্ন ভিন্ন দেওয়া যায়, ফলতঃ এক অগ্নি শব্দে অগ্নি ও অগ্নির দাহিকাশক্তি এই উভয়ই অভিন্নভাবে বুঝায়। উভয় পৃথগ্ভাবে

থাকিতে পাবে না, উভযেই এক পদার্থ। সেইবূপ মূলপ্রকৃতিও ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহেন। ব্রহ্মেতে যে ধর্ম্ম বা শক্তিব স্ফূবণ দৃষ্ট হয লোকেব বুদ্ধিগোচবেব জন্য তাহাকেই মূলপ্রকৃতি বলিযা অভিহিত কবা হইযা থাকে, বস্তুতঃ দ্বিতীয বা স্বতন্ত্র কিছুই নাই। কূর্ম্মপুবাণে ঐ মূলপ্রকৃতিব সম্বন্ধে কথিত হইযাছে যে,—যা সা মাহেশ্ববী শক্তির্জ্ঞানবূপাতিলালসা। ব্যোমসংজ্ঞা কলা কাষ্ঠা সেযং হৈমবতী মতা॥ শিবা সর্ব্বগতানন্তা গুণাতীতাতিনিষ্কলা। একানেকবিভাগস্থা জ্ঞান-বূপাতিলালসা॥ অনন্যা নিষ্কলে তত্ত্বে তেজসা। স্বাভাবিকী চ তন্মূলা প্রভা ভানোবিবামলা॥ একা মাহেশ্ববী শক্তিবনেকোপাধিযোগতঃ। পবাববেণ বূপেণ ক্রীড়তে তস্য সন্নিধৌ॥ সেযং কবোতি সকলং তস্যা কার্য্যমিদং জগৎ। ন কার্য্যং নাপিকবণমীশ্ববস্যেতি সূবযঃ॥ অর্থাৎ এই যে হিমালয কন্যা হৈমবতীই মাহেশ্ববী শক্তি নামে অভিহিত হইযা থাকেন। তিনি একমাত্র জ্ঞানগম্যা ও অতিলালসা, তিনি ব্যোমশব্দবাচ্যা কলাকাষ্ঠাদিবূপা অর্থাৎ কালস্ববূপিণী। তিনি আদ্যন্তশূন্যা এবং সমভাবে সর্ব্বদা সর্ব্বত্র অবস্থিতা। জ্ঞানস্ববূপা এই দেবী অনন্যা অর্থাৎ ইঁহা ব্যতিবেকে জীব বা অন্য কোনবূপ পদার্থ আব দ্বিতীয নাই। ইনি নিষ্কল ব্রহ্মেতে পবম তেজোবূপে অবস্থিতা। সূর্য্যেব প্রভা যেবূপ সূর্য্য হইতে ভিন্ন নহে। সেইবূপ স্বভাবতই ইনি ব্রহ্মেব মূলপ্রকৃতি, ব্রহ্ম হইতে কোনবূপে ভিন্ন নহেন। এই অদ্বিতীযা মাহেশ্বেবীশক্তি বহুবিধ বূপ ও উপাধিযোগে (মূঢেব নিকট) অনেকভাবে বিচিত্র লীলা কবিতেছেন। এই জগৎসৃষ্ট্যাদিবূপ কার্য্য তিনিই কবিতেছেন, এবং এই পবিদৃশ্যমান জগৎ তাঁহাবই কার্য্য। দেবগণ বলিযা থাকেন যে, ঈশ্বব নিষ্ক্রিয, তিনি কিছুই কবেন না এবং তাঁহাব কৃত বা কর্ত্তব্য কার্য্যও কিছুই নাই।

বস্তুতঃ, নির্গুণ নিষ্ক্রিয় পবমব্রহ্মেব এই সৃষ্ট্যাদি কার্য্য আবোপ কবিলে তাঁহাব নিষ্ক্রিযত্ব অব্যাহত থাকে না। সুতবাং পবমব্রহ্মেব যে ধর্ম্মেব অস্তিত্বে সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলযাদিবূপ কার্য্য হইতেছে, তাহাকেই মূলপ্রকৃতিবূপে অভিহিত করিয়া ব্রহ্মেব নিষ্ক্রিযত্ব অব্যাহত বাখা হইয়াছে। ফলতঃ, মূলপ্রকৃতিও সক্রিয নহেন, তিনি স্বযং কোন কার্য্য কবেন না, তাঁহাব সত্ত্বামাত্রেই নানাবূপ কার্য্য লক্ষিত হইযা থাকে। অযস্কান্তমণিব লৌহ-আকর্ষণী শক্তি আছে, পবন্তু লৌহ-আকর্ষণকালে বা তৎপূর্ব্বে উক্ত মণিব বা তৎশক্তিব কোনবূপ ক্রিয়া বা প্রবৃত্তি না থাকিলেও সন্নিহিত লৌহই অগ্রসব হইযা থাকে। এস্থলে চুম্বকেব আকর্ষণ কল্পনা কবা অপেক্ষা লৌহেব অগ্রসব ক্রিযাই প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ। অবশ্য আকর্ষণ-শক্তিব অস্তিত্বমাত্রই (কোনবূপ ক্রিযা নহে) ইহাব মূল কাবণ। পবন্তু অযস্কান্ত-মণিতে লৌহআকর্ষণশক্তিব অবস্থিতিতে অযস্কান্তমণিতেও কোনবূপ ক্রিযা

লক্ষিত না হইলেও যেমন সন্নিকৃষ্ট লৌহের অগ্রসরস্বরূপ ক্রিয়া দৃষ্ট হয়, সেইরূপ ব্রহ্মের উক্ত অদৃষ্ট ও অব্যক্ত, অপূর্ব্ব শক্তির সত্তামাত্রেই জীবের অনাদিকাল-সঞ্চিত কর্ম্মের ফলভোগকাল সন্নিহিত হইলেই যথাযথ সময়ে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়রূপ বিরাট্ কার্য্য হইয়া থাকে। যেমন কোন কার্য্য দেখিলে কর্ম্মকর্ত্তার তাদৃশী শক্তির অস্তিত্ব অনুমিত হয়। শক্তি কখন কেহ দেখিতে পায় না। শক্তি কেবল কার্য্যগম্যা অর্থাৎ কার্য্য দেখিলেই তদনুরূপ শক্তি যে অন্তরালে আছে ইহা বুঝিতে পারা যায়। সেইরূপ সৃষ্টি, স্থিতি, ও প্রলয়াদিরূপ বিরাট্ কার্য্য-পরম্পরা দৃষ্টে স্বতই অনুমিত হয় যে ব্রহ্মেতেও তাদৃশী বিরাট্‌শক্তির অস্তিত্ব আছে। শক্তি না থাকিলে কার্য্য হয় না। ব্রহ্ম অদ্বৈত অতএব সেই শক্তি কখনই ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহেন। উঁহাদের পরস্পর অবিনাভাব সম্বন্ধ, অর্থাৎ, ব্রহ্ম ব্যাতিরেকে শক্তির পৃথক্ অস্তিত্ব নাই এবং শক্তি ব্যাতিরেকেও ব্রহ্মের পৃথক্ অস্তিত্ব নাই। শিবলিঙ্গের পূজায় এই প্রকৃতিযুক্ত ব্রহ্মেরই পূজা সিদ্ধ হয়।

আমাদের এই উক্তি প্রতিপন্ন করিবার জন্য শিবপুরাণের দ্বিতীয় অধ্যায় হইতে আরম্ভ করিয়া লিঙ্গের আবির্ভাববিষয়ক কথা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। * * * সূত কহিলেন,—নিজপুত্র নারদের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া লোকপিতামহ ব্রহ্মা তাঁহাকে এইরূপ বলিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা কহিলেন, নারদ। তুমি লোকদিগের হিতের নিমিত্ত উত্তম কথাই জিজ্ঞাসা করিয়াছ। এই বিষয় শ্রবণ করিলে সকল লোকের সকল পাপই দূরীভূত হইয়া থাকে। ব্রহ্মন্! শিবের এই পরম তত্ত্ব বা তাঁহার রূপের বিষয় আমি অথবা বিষ্ণু আমরা উভয়েই সম্যগ্‌রূপে পরিজ্ঞাত নহি। এই পরিদৃশ্যমান্ জগৎ যে সময় ছিল না, সেই সময়েই আদ্যন্তরহিত একমাত্র সত্য ও দিব্যজ্ঞানময় এক তেজের দ্বারাই সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত ছিল। উহা স্থূলও নহে, সূক্ষ্ম ও নহে, শীতলও নহে, উষ্ণও নহে। সেই তেজ জ্ঞান-বিজ্ঞানপ্রদ মহৎস্বরূপেই অবস্থিত ছিল। অধ্যাত্মদৃষ্টি-সম্পন্ন যোগিগণের অন্তর্দৃষ্টিতেই সেই তেজোময় ব্রহ্ম একমাত্র ধ্যেয় ছিলেন। কালে সেই ব্রহ্মের সিসৃক্ষা হইলে মূলকারণ-স্বরূপা প্রকৃতির আবির্ভাব হইল। * * * এই মহামায়া একমাত্র হইলেও পুরুষ সহযোগে নানারূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকেন। ব্রহ্ম হইতে প্রকৃতি দেবীর যেমন উৎপত্তি হইল, সেইরূপ একটি পুরুষেরও উৎপত্তি হইল। তখন এই প্রকৃতি ও পুরুষ আমরা উভয়ে কি করিব, এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে শুভগুণ-সম্পন্ন আকাশবাণী হইল যে, তোমরা এই সংশয় অপনোদনের জন্য তপস্যা কর। ইহা শ্রবণ করিয়া, তাঁহারা কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন।

জ্বালামালা দর্শনে বিমোহিত হইয়া ভগবান বিষ্ণু বলিলেন যে, এক্ষণে আর স্পর্দ্ধা প্রকাশে আবশ্যক কি। এক্ষণে ক্ষান্ত হও। দেখ তৃতীয় ব্যক্তি এইস্থলে উপস্থিত। এই অগ্নিসন্নিভ লিঙ্গ কোথা হইতে উদ্ভূত হইল, ইহাই এক্ষণে দেখা উচিত। ব্রহ্মন্। তুমি বায়ুবেগগামী হংসরূপ ধারণ করিয়া সত্বর উর্দ্ধাদিকে গমন কর। এবং আমিও বরাহরূপ ধারণ করি। এই কথা বলিয়া বিশ্বাত্মা বিষ্ণু বরাহরূপ ধারণ করিলেন। সেই পর্য্যন্ত আমি বিরাট্ হংস হংস বলিয়া অভিহিত হইয়াছি। যে ব্যক্তি এই হংস হংস পদ উচ্চারণ করিবে সে আমারই স্বরূপ হইবে। এইরূপে বায়ুও মনের ন্যায় গতিশীল শুভ্রবর্ণ বিশ্বব্যাপী পক্ষসংযুক্ত হংসরূপ ধারণ করিয়া উর্দ্ধাদিকে গমন করিলাম। বিশাত্মা নারায়ণও দশযোজন বিস্তীর্ণ ও শতযোজন দীর্ঘ সুশুভ্র বরাহরূপ ধারণ করিলেন। তাঁহার ক্ষুর-চতুষ্টয় ও দংষ্ট্রা অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। প্রলয় কালীন সূর্য্যের ন্যায় আভা বিশিষ্ট ও সুমেরু পর্ব্বতের ন্যায় তাঁহার দেহ। তাঁহার দীর্ঘ নাসিকা হইতে ঘোরতর শব্দ নির্গত হইতেছিল। তাঁহার পাদচতুষ্টয় হ্রস্ব, অঙ্গ বিচিত্র। এইরূপ মনের ন্যায় গতিশীল বরাহরূপ ধারণ করিয়া অধোদিকে গমন করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে চারি সহস্র বৎসর অধোদিকে বিষ্ণু গমন করিয়াছিলেন। তখন হইতে এই সময়কে শ্বেতবরাহ কল্প বলে।

ঋষিসত্তমগণ! ইহার পর যাহা ঘটিয়াছিল শ্রবণ করুন। মহাত্মা বিষ্ণু এইরূপ বরাহরূপে বহুকাল ভ্রমণ করিয়া লিঙ্গের মূল বিষয়ে কিছুমাত্রই অবগত হইলেন না। হে অরিনিসূদন নারদ! আমিও উর্দ্ধাদিকে ঐ লিঙ্গের অন্ত অবগত হইবার জন্য যত্নের সহিত সত্বর তাবৎ কালপর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়া তাহার অন্ত না দেখিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইলাম। ভগবান্ বিষ্ণুও ভগবান্ ভবকে প্রণাম করিতে করিতে শ্রান্ত ও ঘূর্ণিত লোচনে আমার সহিত সম্মিলিত হইলেন। এইরূপে শম্ভুমায়ায় মোহিত হইয়া তাহাকে প্রণিপাত করিতে করিতে আমরা চিন্তা করিতে লাগিলাম যে, এই অনির্দ্দেশ্য রূপ-নাম-বিবর্জ্জিত নিষ্ক্রিয় ধ্যানমার্গের অগোচর অলিঙ্গ হইয়া লিঙ্গরূপ এ কি। তখন আমরা প্রণিপাত করিতে করিতে বলিতে লাগিলাম যে, আমরা আপনার রূপ অবগত নহি, আপনি যে কেহই হউন্ না আপনাকে নমস্কার। এইরূপে শতবৎসর নমস্কার করিতে করিতে সেই স্থানে শব্দব্রহ্ম স্বরূপ সুস্পষ্ট প্লুতস্বরে ওঁকার শব্দ উত্থিত হইল। ইহা কি? এইরূপ চিন্তিত মনে আমরা সেই ধ্বনি উদ্দেশে বলিলাম, যাঁহা হইতে এই শব্দ উত্থিত হইতেছে, সেই তোমাকে নমস্কার। তখন আমরা লিঙ্গের দক্ষিণ ভাগে আদ্যবর্ণ অকার উত্তরে

উকার, মধ্যে নাদযুক্ত মকার, এইরূপে বিভক্ত সনাতন ওঁকার শব্দ দৃষ্টিগোচর করিলাম। দেখিলাম আদ্যবর্ণ সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায়, উত্তরে উকার অনল সদৃশ, এবং মধ্যে মকার চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায়, তদুপরি স্ফাটিকের ন্যায় স্বচ্ছ তুরীয়াতীত, অমৃতময়, নিষ্কল ও স্থির, নির্দ্বন্দ্ব, অদ্বিতীয় ও বাহ্যাভ্যন্তর-বর্জ্জিত, আদিমধ্যান্ত রহিত সৎস্বরূপ ও আনন্দময় এবং আনন্দের মূল কারণ পরমব্রহ্মকে দর্শন করিলাম। এই সময়ে আমরা আর একটি সুন্দর ও অদ্ভুত রূপ দর্শন করিলাম। ইনি পঞ্চবক্ত্র, দশভুজ, কর্পূরের ন্যায় শুভ্রবর্ণ, নানাকান্তি- সমাযুক্ত, নানা আভরণে ভূষিত, অতিশয় উদার ও মহাবীর্য্য এবং মহাপুরুষের লক্ষণে লক্ষণান্বিত। স্বয়ং বিশ্বনির্ম্মাতার রূপ দর্শন করিয়া এবং তাঁহাকে তথাবিধ অবগত হইয়া সেই মহোদয় দেব মহেশ্বরকে স্মৃতিসম্মত মন্ত্রনিচয় দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া তাঁহার সন্তোষ বিধান করিতে লাগিলাম। সেই নিরঞ্জন শিবলিঙ্গ আমাদিগের স্তবে পরিতুষ্ট হইয়া দিব্য শব্দব্রহ্মময় রূপ ধারণ পূর্ব্বক স্মিতমুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন। * * * বিষ্ণুর এই বচন শ্রবণ করিয়া সদাশিব প্রসন্ন হৃদয়ে বলিতে লাগিলেন। বিষ্ণো! আমার বচন অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর। এই লিঙ্গ সর্ব্বদা পূজ্য, আমার ধ্যানও এইরূপ, এক্ষণে যেরূপ রূপে নয়নগোচর করিতেছ, সেই ধ্যানই কর্ত্তব্য। এই লিঙ্গের পূজা করিলে আমি প্রসন্ন হইয়া সকল লোককে নানারূপ ফল প্রদান করিব এবং তাহাদের নানা অভিলাষ পূর্ণ করিব। যদি কাহারও কষ্ট উপস্থিত হয়, তাহা হইলে এই লিঙ্গ পূজায় সর্ব্বদুঃখ নাশ হইবে। * * * মহেশ্বর কহিলেন যে, আমাতে তোমাদের দুইজনের ভক্তি দৃঢ় হউক। হে প্রাজ্ঞ তোমরা আমার পার্থিব মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া বিধিবৎ সেবা কর, তাহা হইলে সুখলাভ করিবে। সঙ্কটনাশন শঙ্কর এইরূপ ধর্ম্মের বিধান উপদেশ দিয়া তাঁহাদিগের হিতকারী অনেক বরপ্রদান করিয়া বলিলেন, ব্রহ্মন্! তুমি আমার আজ্ঞায় সৃষ্টি করিতে আরম্ভ কর, এবং বৎস নারায়ণ। তুমি এই চরাচর বিশ্ব প্রতিপালনে তৎপর হও। ইত্যাদি।

এই কারণে কি শৈব, কি শাক্ত, কি বৈষ্ণব কি সৌর, কি গাণপত, সকলেই গৌরীপট্ট-সন্নিবিষ্ট শিবলিঙ্গের পূজা করিয়া থাকেন।

এক্ষণে এই শিবলিঙ্গের উৎপত্তি সম্বন্ধে নারদপঞ্চরাত্রে নারদ-ব্রহ্মসংবাদে এবং অন্যান্য পুরাণ প্রভৃতিতে যেরূপ নিরূপিত হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য নিম্নে ক্রমশঃ প্রদর্শিত হইতেছে।

১। নারদপঞ্চরাত্রে যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য যথা ঃ—

ব্রহ্মা কহিলেন, নারদ! আমি পূর্ব্বে তোমাকে চঞ্চল প্রকৃতি জানিয়া

প্রকাশাশঙ্কায় এই অতীব গুহ্য বিষয় তোমার নিকট ব্যক্ত করি নাই। এক্ষণে দেখিতেছি, তুমি পরিপক্ক যোগী হইয়াছ, সুতরাং এ সময় তোমার নিকট প্রকাশ করিলে কোন হানি নাই। পরন্তু নরদ! ইহা অতীব গূঢ়, অতীব গোপনীয় ও অতীব গুহ্য, তুমি প্রাণপণে ইহা গোপন করিয়া রাখিবে, সাবধান! সাবধান! যেন কাহারও নিকট ব্যক্ত করিয়া ফেলিও না। পূর্ব্বে মহেশ্বর সর্ব্ব-তন্ত্রেই ইহা গোপন করিয়া রাখিয়াছিলেন, পরন্তু পরে তিনি তন্ত্রান্তর নামক তন্ত্রে প্রকাশ করিয়াছেন। অধুনা সেই অতীব গোপনীয় শিবলিঙ্গোৎপত্তি-বিবরণ বলিতেছি, শ্রবণ কর।

নারদ! সৃষ্টির প্রারম্ভে প্রথমতঃ আমি বৃক্ষ লতা মীন মণ্ডূক কূর্ম্ম প্রভৃতি নানাবিধ জীব সৃষ্টি করিলাম। পরে দেব, দানব, দৈত্য, গন্ধর্ব, যক্ষ রাক্ষস ও মনুষ্য প্রভৃতিরও সৃষ্টি হইল। অনন্তর স্ত্রীপুরুষ সহযোগে প্রজাসৃষ্টি আরম্ভ হইল, এবং প্রায় সকলেই রমণীর বশীভূত হইয়া পড়িল। পরন্তু আমাদের মধ্যে কেবল একমাত্র সদাশিব দারপরিগ্রহ বিষয়ে কিছুতেই মনোনিবেশ করিলেন না।

অনন্তর ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ, মহেশ্বরকে দারপরিগ্রহ-বিরত দেখিয়া চিন্তা-কুল হৃদয়ে অসুরগণের সহিত ও যক্ষ রাক্ষস প্রভৃতির সহিত সমবেত হইয়া আমার শরণাপন্ন হইল, এবং প্রণাম পূর্ব্বক স্তব করিয়া ভয়বিহ্বল মানসে কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল, ব্রহ্মন্! আপনকার ইচ্ছাক্রমে আমরা সকলেই বিবাহ করিয়াছি। আপনি এবং বিষ্ণুও দার-পরিগ্রহে পরাঙ্মুখ হয়েন নাই। পরন্তু কেবল দেবদেব মহাদেবই দারপরিগ্রহে মন দেন নাই। পিতামহ! এক্ষণে কি উপায়ে কিরূপে কোন্ রমণী দ্বারা মহেশ্বরকে মোহিত করিতে পারা যায়, তাহার উপায় চিন্তা করুন। মহাদেব যাহাতে সস্ত্রীক হইয়া কার্য্য করেন, তাহার উপায় দেখুন।

পিতামহ ব্রহ্মা, দেবগণ ও অসুরগণের মুখে এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাদের সকলকেই সমভিব্যাহারে লইয়া গরুড়াসন জগন্নাথ বিষ্ণুর নিকট গমন করিলেন। পরে ব্রহ্মা কহিলেন, বিষ্ণো! আমি স্ত্রীপুরুষ-সহযোগে প্রজাসৃষ্টির নিয়ম করিয়াছি। আমার নিয়ম ও আদেশক্রমে সকলেই দারপরিগ্রহ করিয়াছে। পরন্তু কেবল মহাদেব কিছুতেই দারপরিগ্রহ করিলেন না। এ বিষয়ে যাহা কর্ত্তব্য, তাহা আপনি আমাকে বলুন।

ভগবান্ বিষ্ণু কহিলেন, ব্রহ্মন্! চলুন, আমরা এই সমুদায় দেব দানব প্রভৃতির সহিত মহেশ্বরের নিকট গমন করিয়া তাঁহার বিবাহের প্রস্তাব করি।

তিনি অনুমতি করিলে যেরূপ কর্ত্তব্য হয়, তাহাই করা যাইবে। পরন্তু তাঁহার বিবাহের উপযুক্ত কন্যা কোথায়, তাহা অগ্রে স্থির করুন।

ব্রহ্মা কহিলেন, হরে! চলুন, আমরা দক্ষ প্রজাপতির নিকট গমন করিয়া এইরূপ অনুরোধ করি যে, তিনি অবিলম্বে আদ্যাশক্তি মহামায়ার আরাধনা করুন। মহামায়া প্রসন্না হইয়া তাঁহার কন্যারূপে জন্মপরিগ্রহ পূর্ব্বক মহেশ্বরকে মোহিত করিবেন।

ব্রহ্মা এই কথা বলিয়া বিষ্ণুর সহিত এবং দেবগণ দানবগণ প্রভৃতির সহিত মহাতেজা দক্ষের নিকট গমন করিলেন। পরে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও সমুদায় দেবগণ দানবগণ প্রভৃতি তপস্যা করিবার নিমিত্ত দক্ষকে অনুরোধ করিলেন এবং তাঁহারা সকলেই ভগবতীর পরিতোষের নিমিত্ত তপস্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর জগদীশ্বরী দেবী কালিকা আবির্ভূতা হইয়া কহিলেন, দেবগণ ও দানবগণ! তোমরা কি নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছ। তোমাদের কি প্রার্থনা ও অভিলাষ, বল। আমি শীঘ্রই তোমাদের প্রার্থনা পূরণ করিব, সন্দেহ নাই।

দেবগণ ও দানবগণ সকলেই কহিলেন, ভগবতি! আমাদিগের অভিলাষ এই যে, তুমি দক্ষকন্যারূপে আবির্ভূতা হইয়া সদাশিবকে মোহিত কর। দেবি! যাহাতে অচিরাৎ আমাদের এই বাঞ্ছা পূর্ণ হয়, তদ্বিষয়ে যত্নবতী হও। জগন্মাতা কালী দেবগণ ও দানবগণের মুখে ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মার প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক, বিস্মিত হৃদয়ে কহিলেন, ব্রহ্মন্‌! সদাশিব ত অদ্যাতন বালক; সে কি আমার পরিতুষ্ট করিতে সমর্থ হইবে। আমার উপযুক্ত অন্য কোন পুরুষ স্থির কর।

ব্রহ্মা কহিলেন ভগবতি! সদাশিব সকলের গুরু, এবং আমাদের সকলেরই ঈশ্বর। তাঁহার সদৃশ মহাসত্ত্ব মহাতেজা অন্য পুরুষ হইতেই পারে না, সুতরাং সেই সদাশিবই তোমাকে পরিতুষ্ট করিবেন, আমরা দেখিতেছি, সদাশিবের সদৃশ পুরুষ ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে নাই এবং হইবেও না। ব্রহ্মার মুখে ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবী তাহাতে সম্মতা হইলেন, পরে দক্ষের দৃষ্টিপথে আবির্ভূতা হইয়া কহিলেন, দক্ষ! তুমি কি বর প্রার্থনা কর, বল। তখন প্রজাপতি দক্ষ, ভুজ-চতুষ্টয়ে খড়্গ কর্ত্রী নীলোৎপল ও কপালধারিণী, খর্ব্বাঙ্গী, লম্বোদরী, ব্যাঘ্রচর্ম্মাবৃত-কটিস্থলী সেই দেবীকে বরদানোদ্যতা দেখিয়া আপনাকে কৃতকৃত্য মনে করিলেন, এবং কহিলেন, আমি যাহা প্রার্থনা করিব, তাহা দেবগণেরও অভিপ্রেত, যদি তুমি আমাকে সেই বর প্রদান কর, তাহা হইলে আমার কন্যারূপে জন্মপরিগ্রহ করিয়া শঙ্করকে মোহিত করিতে যত্নবতী হও।

জগদ্ধাত্রী দেবী 'তথাস্তু' বলিয়া অন্তর্হিতা হইলেন দেবগণও তাঁহাকে প্রণাম করিয়া স্ব স্ব পত্নীর সহিত তপঃপরায়ণ জগৎপতি মহেশ্বরের নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং প্রণাম পূর্ব্বক স্তব করিয়া ভক্তিসহকারে গদগদ বাক্যে কহিলেন ভগবন্। আপনি দেবদেব, আপনি সকলের ঈশ্বর, আপনি ত্রি-লোকের নাথ ও আপনি মহাশয়। মহেশ্বর। সৃষ্টির নিমিত্ত আমরা সকলেই দারপরিগ্রহ করিয়াছি, এক্ষণে আপনিও বিবাহ করুন। যাহাতে সৃষ্টি রক্ষা হয়, তদ্বিষয়ে যত্নবান হউন। দেবদেব। আপনকার পরিতোষের নিমিত্ত মহামায়া মহাকালী দক্ষগৃহে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছেন, তিনি আপনকার পত্নী হইবার যোগ্যা, সন্দেহ নাই।

সদাশিব কহিলেন, দেবগণ। তোমাদের প্রার্থনানুসারে আমি কেবল তোমাদের সন্তোষের নিমিত্তই বিবাহ করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। তোমরা শীঘ্র আমার বিবাহের উদ্‌যোগ কর। মহেশ্বরের মুখে ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক দেব-গণ কৃতকৃত্য হইয়া সর্ব্বাঙ্গসুন্দর দক্ষভবনে গমন করিলেন, এবং মহেশ্বর যাহা কহিয়াছিলেন, তাহাও কহিলেন।

এইরূপে শিববিবাহ সম্পাদন পূর্ব্বক কৃতকার্য্য হইয়া দেবগণ যথাস্থানে গমন করিলেন। দেবদেব মহাদেবও প্রীত হৃদয়ে তদগতচিত্তে ভগবতী সতীর সহিত ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। কিছুকাল গত হইলে একদা মহেশ্বর সতীর সহিত রতিক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইলেন, তাহাতে সতী ক্রমশঃ একান্ত শ্রান্তা ও ক্লান্তা হইয়া পড়িলেন, নির্ভর আলিঙ্গন সহ্য করিতে পারিলেন না। তখন তিনি কাতর বাক্যে জগদ্‌গুরু দেবদেব মহাদেবকে কহিলেন, ভগবন্। জগৎ-পতে। আমি তোমার দুঃসহ ভার সহ্য করিতে পারিতেছি না, আমার প্রতি কৃপা কর, ক্ষমা কর।

ভগবান্ বৃষভধ্বজ সতীর ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়াও নির্দ্দয়চিত্তে নির্ভর রমণ করিতে লাগিলেন, কোন ক্রমেই ক্ষান্ত হইলেন না। পরে রতিক্রীড়া সম্পূর্ণ হইলে ত্যক্তমৈথুনা সতী যখন উত্থিত হইতে মানস করিতেছেন, এমত সময় উভয়ের তেজ ধরণীপৃষ্ঠে নিপতিত হইল, এবং ঐ তেজোদ্বারা স্বর্গ মর্ত্ত্য ও পাতাল সমুদায় পরিব্যাপ্ত হইয়া গেল। সেই শিবশক্তির সমবেত তেজ হইতে স্বর্গ-মর্ত্ত্য ও পাতাল-স্থিত সমুদায় শিবলিঙ্গই উৎপন্ন হইয়াছে। অতীতকালে যে সমুদায় শিবলিঙ্গ নির্ম্মিত হইয়াছিল, এবং ভবিষ্যতেও যে সমুদায় শিবলিঙ্গ নির্ম্মিত হইবে, তৎসমুদায়ই এই শিবশক্তির ত্রিলোকব্যাপী শুক্রসম্ভূত। শিবলিঙ্গ সমুদায়, শিবশক্তি উভয়ের শুক্রসম্ভূত বলিয়া শিবলিঙ্গে সর্ব্বদা যোনি সংযুক্ত

থাকে। যে স্থলে লিঙ্গ, সেই স্থলেই যোনি , এবং যে স্থলে যোনি, সেই স্থলেই লিঙ্গ। ইহার কারণ এই যে, উভয়ের তেজে শিবলিঙ্গের উৎপত্তি হইয়াছে।

১। এই শিবলিঙ্গের উৎপত্তি বিষয়ে বামনপুরাণে ষষ্ঠ অধ্যায়ে যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে তাহার তাৎপর্য্য যথা ঃ—

যে সময় সর্ব্ববিজয়ী কন্দর্প মহেশ্বরের আশ্রমে প্রবেশ পূর্ব্বক তাঁহাকে দেখিয়া কুসুম-শর প্রহার করিতে উদ্যত হইলেন, তখন মহেশ্বরও মদনকে প্রহারোদ্যত দেখিয়া পলায়ন পূর্ব্বক দুর্গম দেবদারু-বনমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। মদনও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। এই দেবদারু-বনমধ্যে ঋষিগণ স্ব স্ব পত্নীর সহিত অবস্থিতি করিতেছিলেন , তাঁহারা মহাদেবকে দেখিয়া অবনত মস্তকে প্রণাম করিলেন। ভগবান্ ভূতনাথ কহিলেন, মহর্ষিগণ। আমাকে আমার ইচ্ছামত ভিক্ষা দাও। ঋষিগণ শিবের ভাবগতিক দেখিয়া মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন , কোন উত্তরই করিলেন না। তখন মহেশ্বর সেই পুণ্য আশ্রমমধ্যেই পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর ভার্গব আত্রেয় প্রভৃতি মহর্ষিগণের পত্নীগণ সকলেই মহাদেবকে আশ্রম-মধ্যে প্রবিষ্ট দেখিয়া হীনসত্ত্ব, বিক্ষুব্ধ ও অধৈর্য্য হইয়া পড়িলেন। এই ঋষিপত্নীদিগের মধ্যে কেবল অরুন্ধতী ও অনসূয়া বিক্ষুব্ধ ও হীনসত্ত্ব হয়েন নাই। কারণ ইঁহারা একমাত্র পতিশুশ্রূষাতেই চিত্ত দৃঢ়নিবদ্ধ রাখিয়াছিলেন।

অনন্তর ঋষিপত্নীগণ বিক্ষুব্ধহৃদয়, কামার্ত্ত, ব্যাকুলেন্দ্রিয় ও উন্মত্তপ্রায় হইয়া স্ব স্ব আশ্রম পরিত্যাগ পূর্ব্বক যে দিকে মহেশ্বর গমন করেন তাঁহার সহিত সেই দিকেই ধাবমান হইতে লাগিলেন। এদিকে ঋষিগণ দেখিলেন যে, করিণীরা যেমন মত্ত করীর অনুগমন করে, তাঁহাদের পত্নীরাও সেইরূপ আশ্রম শূন্য করিয়া মহেশ্বরের অনুবর্ত্তিনী হইয়াছেন। তখন ভার্গব আঙ্গিরস প্রভৃতি সমুদয় ঋষি সমবেত হইয়া ক্রোধভরে শাপপ্রদান করিলেন যে, এই উন্মত্ত দিগম্বরের লিঙ্গ ভূতলে খসিয়া পড়ুক। অমোঘবাক্য ঋষিগণ এইরূপ অভিশাপ প্রদান করিবামাত্র মহাদেবের লিঙ্গ ভূতলে পতিত হইল, এবং তৎক্ষণাৎ তাহা পরিবর্দ্ধিত হইয়া ধরণী বিদারণ পূর্ব্বক পাতালে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল। ভগবান্ ভূতনাথও অন্তর্হিত হইলেন। এদিকে ভূতলে পতিত ও ক্রমাগত বর্দ্ধমান সেই লিঙ্গ বসুধাতল ভেদ করিয়া নিম্নে রসাতলে প্রবিষ্ট হইল, এবং উর্দ্ধদিকে ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করিয়াও উত্থিত হইল। তখন পৃথিবী কম্পিত হইতে লাগিল , পর্ব্বতগণ বিচলিত হইল , ত্রিভুবন-স্থিত যাবতীয় নদ নদী বৃক্ষ প্রভৃতি স্থাবর জঙ্গম সমুদায়ই বিক্ষুব্ধ হইয়া পড়িল।

তখন পিতামহ ব্রহ্মা সমুদয় ভুবন বিক্ষুব্ধ দেখিয়া ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণুর নিকট গমন করিলেন, এবং ভক্তি পূর্ব্বক প্রণাম করিয়া কহিলেন, বিভো। কি নিমিত্ত অদ্য ত্রিভুবন বিক্ষুব্ধ হইতেছে? বিষ্ণু কহিলেন, ব্রহ্মন্! মহর্ষিগণের শাপে মহাদেবের লিঙ্গ বিচ্ছিন্ন হইয়া পতিত হইয়াছে, এবং সেই লিঙ্গভরেই পৃথিবী বিকম্পিত হইতেছে।

ব্রহ্মা বিষ্ণুর মুখে এই অদ্ভুত বাক্য শ্রবণ করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হৃদয়ে পুনঃপুনঃ কহিতে লাগিলেন, জনার্দ্দন। যেখানে লিঙ্গ পতিত হইয়াছে, চল, আমরা সেই স্থানেই গমন করি। অনন্তর ব্রহ্মা ও বিষ্ণু শিবলিঙ্গের নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, তাহার আদিও নাই, অন্তও নাই। তখন বিষ্ণু অতীব বিস্ময়াবিষ্ট হৃদয়ে লিঙ্গের শেষসীমা দেখিবার নিমিত্ত গরুড়ে আরোহন পূর্ব্বক ত্বরান্বিত হইয়া পাতালে প্রবেশ করিলেন। সর্ব্বত্রগামী ব্রহ্মাও পদ্মবিমানে আরোহণ পূর্ব্বক ঊর্দ্ধদিকে ধাবমান্ হইলেন। পরন্তু ব্রহ্মা লিঙ্গের শেষসীমা না পাইয়া বিস্ময়াবিষ্ট হৃদয়ে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। এদিকে বিষ্ণুও সপ্ত পাতাল পর্য্যন্ত গমন করিয়া লিঙ্গের শেষসীমা না পাইয়া প্রত্যাগমন করিলেন।* তখন পিতামহ বিষ্ণুকে, এবং বিষ্ণু পিতামহকে কহিলেন, "আমরা ত এ লিঙ্গের সীমা নির্দ্ধারণ করিতে পারিলাম না। সুতরাং এক্ষণে সদাশিবের স্তব করা কর্ত্তব্য।" পরে ব্রহ্মা ও বিষ্ণু উভয়েই মহেশ্বরের স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন।

---

* এস্থলে স্কন্দপুরাণের কেদারখণ্ডে ষষ্ঠ অধ্যায়ে যে একটি বিশেষ বিবরণ বর্ণিত আছে, সর্ব্বসাধারণের অবগতির নিমিত্ত তাহারও তাৎপর্য্য নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে, যথা ঃ—

দারুবন-মধ্যে মহর্ষিগণের শাপে শিবলিঙ্গ নিপতিত হইবামাত্র উহা তৎক্ষণাৎ অদ্ভুত রূপে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল,—উহা অবিলম্বে সপ্ত পাতাল ভেদ করিয়াও অধোগামী হইল, এবং ঊর্দ্ধদিকে ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করিয়াও উত্থিত হইতে লাগিল। এই অত্যদ্ভুত ব্যাপার দেখিবার জন্য ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও ইন্দ্রাদি সমুদায় দেবগণ ত্বরান্বিত হইয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা সেই অদ্ভুত লিঙ্গ দেখিয়া পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন, এই লিঙ্গের দৈর্ঘ্যই বা কত, এবং বিস্তারই বা কত? ইহার আদিই বা কোথায়। এবং অন্তই বা কোথায়। পরিশেষে কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া দেবগণ সকলেই বিষ্ণুকে অনুরোধ করিলেন যে, বিষ্ণো। তুমি পাতালাভিমুখে গমন করিয়া এই লিঙ্গের আদিসীমা কোথায়, তাহা নিরূপণ করিয়া আইস, এবং ব্রহ্মাকে অনুরোধ করিলেন, পিতামহ! তুমি ঊর্দ্ধগামী হইয়া লিঙ্গের শেষসীমা নিরূপণ পূর্ব্বক

এই স্থানে প্রত্যাগমন কর। আমরা এখানে প্রতীক্ষা করিয়া রহিলাম, তোমরা উভয়ে এই লিঙ্গের আদি ও অন্ত নিরূপণ পূর্ব্বক এই স্থানে আসিয়া আমাদের নিকট বর্ণন করিবে।

অনন্তর বিষ্ণু পাতালাভিমুখে এবং ব্রহ্মা ঊর্দ্ধদিকে ধাবমান হইলেন। পিতামহ যত ঊর্দ্ধে গমন করেন, কিছুতেই শেষসীমা প্রাপ্ত হইলেন না। তখন তিনি একান্ত শ্রান্ত ও ক্লান্ত হইয়া বিষণ্ণ বদনে, প্রত্যাবৃত্ত হইতেছেন, এমন সময় দেখিতে পাইলেন, সুমেরু পর্ব্বতের শিরোদেশে সুরভি কেতকীবৃক্ষের ছায়াতে বিশ্রাম করিতেছেন। সুরভি ব্রহ্মাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্রহ্মন্! আপনি কোথায় গিয়াছিলেন? কোথা হইতেই বা আসিতেছেন? আপনাকে কি নিমিত্ত এরূপ ম্লানবদন দেখিতেছি? যদি আমাদের দ্বারা আপনকার কোনরূপ সাহায্য হয়, আমরা তাহা করিতে প্রস্তুত আছি।

ব্রহ্মা সহাস্যমুখে কহিলেন, সুরভি! আমি দেবগণের কথানুসারে ত্রিলোকব্যাপী এই অদ্ভুত শিবলিঙ্গের শেষসীমা নিরূপণ করিতে গিয়াছিলাম, পরন্তু শেষসীমা প্রাপ্ত হইলাম না। আমি দেবগণের নিকট গিয়া কি বলিব। তাঁহারা কি মনে করিবেন। যদি আমি মিথ্যা কথা কহি, ও বলি যে, আমি লিঙ্গের শেষসীমা দেখিয়া আসিয়াছি, তাহা হইলে তাঁহারা বিশ্বাস করিবেন না, বিশেষতঃ তাঁহারা প্রমাণ চাহিলে আমি প্রমাণ দিতেও সমর্থ হইব না, কারণ আমার সাক্ষী নাই। অতএব, যদি আমি বলি যে, শিবলিঙ্গের শেষসীমা দেখিয়াছি, তাহা হইলে কি তোমরা এই বাক্যের পোষকতায় সাক্ষ্য দিবে?

কেতকী ও সুরভি কহিলেন ব্রহ্মন্! আপনি যদি দেবগণের নিকট বলেন যে, লিঙ্গের শেষসীমা দেখিয়া আসিয়াছেন, তাহা হইলে আমরা উভয়েই তাহাতে সাক্ষ্য প্রদান করিব।

ব্রহ্মা, কেতকী ও সুরভির সহিত এইরূপ ধার্য্য করিয়া সেই দেবদারুবনে দেবগণের নিকট উপস্থিত হইলেন। ইতিপূর্ব্বে বিষ্ণুও লিঙ্গের আদি সীমা দেখিতে না পাইয়া ভগ্নমনোরথ হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছিলেন। দেবগণ ব্রহ্মাকে উপস্থিত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্রহ্মন্! আপনি কি লিঙ্গের শেষসীমা পাইয়াছেন? ব্রহ্মা কহিলেন, দেবগণ! আমি লিঙ্গের শেষসীমা দর্শন করিয়া আসিয়াছি। লিঙ্গের ঊর্দ্ধভাগ অতীব বিস্তীর্ণ, অতীব পবিত্র, অতীব মনোহর, বিশেষতঃ উহা কেতকীপুষ্পে সুশোভিত হইয়া অতীব অদ্ভুতদর্শন হইয়াছে। পরন্তু আমার সাহায্য ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তিই ঐ স্থান—ঐ লিঙ্গের অগ্রভাগ দর্শন করিতে সমর্থ হইবেন না।

ব্রহ্মার মুখে ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবগণ সকলেই বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন।

শূলপাণে। তোমাকে নমস্কার, বৃষভধ্বজ। তোমাকে নমস্কার, জীমূতবাহন। তুমি কবি, তুমি শর্ব্ব তুমি ত্র্যম্বক, তুমি শঙ্কর, তুমি মহেশ্বর, তুমি ঈশান, তুমি হর, তুমি সুবর্ণাক্ষ, তুমি বৃষাকপি, তুমি দক্ষযজ্ঞক্ষয়কর, তুমি কাল, তুমি রুদ্র, তোমাকে নমস্কার। পরমেশ্বর। তুমিই এই জগতের আদি তুমিই,

---

বিষ্ণু কহিলেন ব্রহ্মন্! কি আশ্চর্য্য। এ কি অদ্ভুত কথা! আমি সপ্তপাতাল ভেদ করিয়াও গমন করিয়াছিলাম, তথাপি এই লিঙ্গের আদিসীমা নিরূপণ করিতে পারি নাই, তুমি কিরূপে ইহার শেষ সীমা নিরূপণ করিলে। আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, এই শিবলিঙ্গ অনন্ত, ইহার আদিও নাই, মধ্যও নাই, অন্তও নাই, এবং ঐশিক ইচ্ছানুসারে এই লিঙ্গ হইতেই এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমুদায় জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে ও সমুদায় জগৎ এই লিঙ্গেই লয়প্রাপ্ত হইবে। এই লিঙ্গই সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের মূলকারণ। সুতরাং এই লিঙ্গ যখন অনাদি ও অনন্ত, তখন কিরূপে তুমি ইহার অন্ত প্রাপ্ত হইলে? ইহা নিতান্ত অসম্ভব।

ব্রহ্মা কহিলেন বিষ্ণো। তুমি আশ্চর্য্যান্বিত হইও না, তুমি এই লিঙ্গের সীমা নিরূপণ করিতে অসমর্থ হইয়াছ বলিয়া এরূপ বাক্য বলা তোমার উচিত নহে। তুমি এই লিঙ্গের অন্ত পাও নাই, আমি পাইয়াছি, এ বিষয়ে আশ্চর্য্য কি। অসম্ভব কি। আমি যে, লিঙ্গের শেষসীমা দেখিয়াছি, তদ্বিষয়ে কি প্রমাণ চাও বল।

বিষ্ণু সহাস্য মুখে বলিলেন, আমি আদিসীমা প্রাপ্ত হইলাম না, তুমি কিরূপে শেষসীমা দেখিতে পাইলে, তাঁহার বিশেষ বিবরণ বর্ণন কর। বিশেষতঃ যদি তোমার বাক্য সত্য হয়, তাহা হইলে এ বিষয়ে কে কে সাক্ষী আছে, বল। এই বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র ব্রহ্মা তৎক্ষণাৎ কহিলেন, এ বিষয়ে কেতকী ও সুরভি আমার সাক্ষী আছে। দেবগণ। আমার বাক্য সত্য কি না তাহা কেতকী ও সুরভির বাক্যেই সপ্রমাণ হইবে।

অনন্তর দেবগণ, কেতকী ও সুরভিকে স্মরণ করিবামাত্র তাঁহারা তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হইলেন, এবং সত্য করিয়া কহিলেন, ব্রহ্মা যথার্থই লিঙ্গের শেষসীমা দেখিয়াছেন।

ইত্যবসরে দৈববাণী হইল যে, দেবগণ। সুরভি ও কেতকী মিথ্যা কহিতেছে। ব্রহ্মা লিঙ্গের শেষ সীমা প্রাপ্ত হয়েন নাই।

এই আকাশবাণী শুনিয়া দেবগণ সুরভিকে শাপ প্রদান করিলেন যে, সুরভি। তুমি যে মুখে মিথ্যা কথা বলিলে, অদ্য হইতে তোমার (ও তোমার বংশীয়ের) সেই মুখ অপবিত্র হইবে, এবং কেতকীকে শাপ প্রদান করিলেন,

এই জগতেব মধ্য ও তুমিই এই জগতেব অন্ত। বিভো। তুমি জগতেব সর্ব্বত্রই অবস্থান কবিতেছ, তোমাকে নমস্কাব।

সেই দেবদাবুবনে ব্রহ্মা ও বিষ্ণু এইবূপ স্তব কবিলে মহেশ্বর সুন্দব বূপ ধাবণ পূর্ব্বক সেই স্থানে উপস্থিত হইযা কহিলেন, ব্রহ্মন্। বিষ্ণো। আমি এক্ষণে ঋষিশাপে অভিভূত মদনানলে সন্তপ্ত ও নিতান্ত অসুস্থ আছি। দেবতা দিগেব অধীশ্বব হইযাও তোমবা কি নিমিত্ত এ অবস্থায আমাব স্তব কবিতেছ। ব্রহ্মা ও বিষ্ণু কহিলেন, দেবদেব। আপনকার শবীব হইতে এই যে লিঙ্গটি ভূতলে পতিত হইযাছে, তাহা পুনর্গ্রহণ কবুন, আমবা কেবল এই প্রার্থনায স্তব কবিতেছি। মহেশ্বব কহিলেন, যদি দেবগণ, দানবগণ, মনুষ্যগণ ও ঋষিগণ সকলেই আমাব এই লিঙ্গেব পূজা কবে, তাহা হইলেই আমি এই লিঙ্গ প্রত্যা-হবণ কবিব, নচেৎ কদাচ প্রতিগ্রহ কবিব না।* তাহাতে ব্রহ্মা ও বিষ্ণু কহিলেন, 'এবমস্তু' তাহাই হইবে, সকলেই আপনাব লিঙ্গেব পূজা কবিবে। তখন সর্ব্বাগ্রে স্বযং ব্রহ্মা পূজা কবিবাব নিমিত্ত কনকপিঙ্গলবর্ণ একটি লিঙ্গ গ্রহণ কবিলেন, এবং তিনি চতুর্ব্বর্ণেব নিমিত্ত পৃথক্ পৃথক্ বর্ণেব শিবলিঙ্গেব বিধান কবিযা দিলেন, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ শুক্লবর্ণ, ক্ষত্রিয বক্তবর্ণ, বৈশ্য পীতবর্ণ ও শূদ্র কৃষ্ণবর্ণ লিঙ্গ পূজা কবিবে, এইবূপ বিধান কবিলেন। ব্রহ্মা এই শিবলিঙ্গ পূজাব নিমিত্ত চতুর্ভাগে বিভক্ত শাস্ত্রও প্রস্তুত কবিলেন। এই শাস্ত্রেব মধ্যে প্রথম অংশেব নাম শৈব, দ্বিতীয অংশেব নাম পাশুপত তৃতীয অংশেব নাম কালবদন, এবং চতুর্থ অংশেব নাম কপালিন।

বশিষ্ঠেব প্রিযপুত্র স্বয়ং শক্তি শৈব অর্থাৎ শৈব-মতানুসাবে শিবলিঙ্গোপাসক ছিলেন। তাঁহাব শিষ্যেব নাম গোপাযন।

যে, যদিও তোমাব গন্ধ সুমনোহব, তথাপি তুমি অদ্য হইতে শিবপূজাব অযোগ্য হইবে। অনন্তব ব্রহ্মাব প্রতি আকাশবাণীতে অভিসম্পাত হইল যে, তুমি বুদ্ধিহীনতা ও বালকতা নিবন্ধন যখন মিথ্যা কথা বলিযাছ, তখন অদ্য প্রভৃতি কেহ আব তোমাব পূজা কবিবে না।

সুবভি, কেতকী ও ব্রহ্মাব প্রতি এই যে অভিসম্পাত হইল, ইহা স্কন্দ-পুবাণ ব্যতীত অন্য কোন পুবাণেই দেখিতে পাওযা যায না। পবন্তু কেতকেব প্রতি অভিশাপেব বিষযে শিবপুবাণে দৃষ্ট হয।

* এস্থলে স্কন্দপুবাণে নাগবখণ্ডে বর্ণিত আছে যে, মহাদেব সতীবিযোগে একান্ত অধীব ও দুঃখিত ছিলেন। তিনি বলিলেন 'দেবগণ। সতীবিযোগে নিবতিশয শোকাভিভূত হইযাছি বলিযাই ঋষিগণেব অভিশাপ-ব্যাজে আমি

তপোধন ভাবদ্বাজ মহাপাশুপত ছিলেন। সোমকেশ্বব বাজা ঋসভ তাঁহাব শিষ্য হইযাছিলেন।

তপোধন ভগবান্ আপস্তম্ব কালবদন-মতাবলম্বী ছিলেন। ক্রাথদেশেব অধীশ্বব বক নামক বৈশ্য তাঁহাব শিষ্য হইযাছিলেন।

ধনদ নামক ঋষি কপালিন-মতাবলম্বী ছিলেন, কুন্দোদবনামা মহাতপা শূদ্র তাঁহাব শিষ্য হইযাছিলেন।

এইব্ূপে ব্রাহ্মণে সত্ত্বগুণানুসাবী শৈব মত, ক্ষত্রিযে বজোগুণানুসাবী পাশুপত মত, বৈশ্যে বজস্তমঃসমবাযানুসাবী কালবদন মত এবং শূদ্রে তমোগুণানুসাবী কপালিন মত প্রচাবিত হইযাছে। ব্রহ্মা এইব্ূপে চতুর্বর্ণেব লিঙ্গার্চ্চন বিধান কবিযা ব্রহ্মলোকে গমন কবিলেন। ভগবান্ মহেশ্ববও সেই অনন্ত লিঙ্গ সংযত কবিযা লইলেন, এবং সেই চিত্রবনে একটি সূক্ষ্ম লিঙ্গ স্থাপন পূর্ব্বক যথাভিলষিত স্থানে বিচবণ কবিতে লাগিলেন।*

নিজ ইচ্ছাতেই লিঙ্গ নিক্ষেপ কবিযাছি; সকলেই মনে কবিতেছে, যেন ঋষিগণেব অভিসম্পাতেই আমাব লিঙ্গ পাতিত হইযাছে। পবন্তু আমি ইচ্ছা না কবিলে ত্রিভুবন মধ্যে কাহাব সাধ্য যে, আমাব লিঙ্গ পাতিত কবে। সুতবাং কিজন্য আমি আবাব ইহা পুনর্গ্রহণ কবিব।'

* বামনপুবাণে এস্থলে অতঃপব বর্ণিত হইযাছে যে, সদাশিব যখন লিঙ্গ পবিগ্রহ পূর্ব্বক প্রতিগমন কবেন, তখন দেখিতে পাইলেন, কুসুমশাযক দূরে অবস্থান কবিতেছেন। অশেষ কষ্টেব কাবণ কামদেবকে সম্মুখে দেখিতে পাইযাই পূর্ব্ব দুঃখ স্মবণ নিবন্ধন তাঁহাব ক্রোধানল উদ্দীপ্ত হইযা উঠিল; এবং কন্দর্পেব প্রতি ক্রোধদৃষ্টি নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র তাঁহাব তৃতীয নযন হইতে অনলশিখা নির্গত হইযা তৎক্ষণাৎ মদনকে দগ্ধ ও ভস্মীভূত কবিযা ফেলিল।

এই মদনভস্ম-বিববণ বামনপুবাণে যেব্ূপ বর্ণিত হইযাছে, আমবা দেখিতেছি, অন্য কোন পুবাণেই এব্ূপ বর্ণিত হয নাই, এবং অন্যান্য পুবাণেব মত যেমন সর্ব্বজন-বিদিত, বামনপুবাণেব মত সেব্ূপও নহে।

এ সম্বন্ধে অন্যান্য পুবাণে বর্ণিত আছে যে, দেবগণ তাবকাসুবেব দৌবাত্ম্যে নিবতিশয প্রপীড়িত হইযাছিলেন, তাঁহাবা দেখিলেন যে, শিববীর্য্য-সম্ভূত সেনানী ভিন্ন তাঁহাদেব পবিত্রাণেব উপাযান্তব নাই। অথচ এদিকে সতীব দেহত্যাগ অবধি সদাশিব স্ত্রীসম্ভোগ-পবাঙ্মুখ হইযা একেবাবে ঘোবতব তপস্যাব মনোনিবেশ কবিযাছিলেন। সুতবাং দেবগণ সদাশিবেব

৩। বামনপুরাণে ষট্চত্বারিংশ অধ্যায়ে যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য যথা ঃ—

পূর্ব্বকালে ব্রহ্মা সৃষ্টি করিবার নিমিত্ত বিমুগ্ধ হৃদয়ে চিন্তা করিতেছেন, এমত সময় বালখিল্য নামক ঋষিগণ উৎপন্ন হইলেন। পরন্তু তাঁহারা উৎপন্ন হইয়াই তপস্যা করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা দিব্য সহস্র বৎসর তপস্যা করিলে পতিপরায়ণা পার্ব্বতী তাঁহাদের কঠোর তপস্যা দর্শনে অতীব দুঃখিত হইয়া দেবদেব শঙ্করকে প্রসন্ন করিয়া কহিলেন, প্রভো! বালখিল্য নামক মহর্ষিগণ আপনাকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত অতীব ক্লেশসাধ্য তপস্যা করিতেছে। আপনি প্রসন্ন হইয়া ইহাদের অভিপ্রেত বর প্রদান করুন।

সর্ব্বান্তর্যামি মহাদেব দেবীর এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া তৎকালোচিত বচনে কহিলেন, দেবি! ধর্ম্মের গতি যে অতীব গহন, তাহা কি তোমার বিদিত নাই? এই ধর্ম্মচারী বালখিল্যগণ প্রকৃত ধর্ম্ম কি, তাহা জানিতে পারে নাই, ইহারা অতীব মূঢ়মতি, আমি ইহাদিগকে বর দিতে ইচ্ছা করি না। দেবী কহিলেন, দেবদেব! এরূপ বাক্য বলিবেন না, বালখিল্য নামক মুনিগণ শংসিতব্রত ও নিরত ধর্ম্মনিষ্ঠ।

তখন মহাদেব ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, দেবি! আমি তোমার সন্দেহ ভঞ্জন করিতেছি, তুমি এই স্থানে অবস্থান কর। যেখানে বালখিল্যগণ আছে, আমি সেই স্থানেই যাইতেছি। দেবী ভুবনেশ্বরী শঙ্করের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রমুদিত হৃদয়ে উত্তর করিলেন, দেবদেব। তাহাই হউক, আপনি সেই স্থানে গমন করুন।

সমাধিভঙ্গের নিমিত্ত মদনকে প্রেরণ করিলেন। এই সময় সতী হিমালয়-গৃহে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া মহাদেবের শুশ্রূষায় নিযুক্ত ছিলেন। যৎকালে পার্ব্বতী শিবপূজার নিমিত্ত শিবসন্নিধানে উপস্থিত হইলেন, সেই সময় মদন, অবসর বুঝিয়া, মহাদেবের প্রতি সম্মোহনবাণ নিক্ষেপ করিলেন। এই সময় যদিও মহাদেব একবার মাত্র পার্ব্বতীর মুখকমলের প্রতি সতৃষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, তথাপি তিনি তখন তাহার কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া চতুর্দিক্ নিরীক্ষণ পূর্ব্বক অদূরে কামদেবকে দেখিতে পাইলেন, এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহার তৃতীয় নেত্র হইতে ক্রোধসম্ভূত অগ্নিশিখা নির্গত হইয়া মদনকে দগ্ধ ও ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিল।

অনন্তব, মহাদেব গমন পূর্ব্বক কাষ্ঠলোষ্ট্রসমাশ্রিত বালখিল্যগণকে দেখিযা সর্ব্বাঙ্গসুন্দব পুরুষবূপ ধাবণ কবিলেন। এই পুরুষ যুবা, ভিক্ষাকপালধাবী' বনমালা-বিভূষিত, অথচ উলঙ্গ। ঈদৃশ পুরুষবূপধাবী সদাশিব সংযতেন্দ্রিয মহর্ষিগণেব আশ্রমে ভিক্ষার্থ পবিভ্রমণ কবিতে কবিতে বালখিল্য গণেব আশ্রমে গিযা 'ভিক্ষা দাও, ভিক্ষা দাও' এই বাক্য কহিতে লাগিলেন।

এদিকে ঋষিপত্নীবা সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব বূপসম্পন্ন উলঙ্গ যুবা পুরুষকে দেখিযা বিমুগ্ধহৃদয হইযা পডিলেন, এবং স্ত্রীজনসুলভ কৌতূহল নিবন্ধন পবস্পব বলাবলি কবিতে লাগিলেন, আইস, আমবা ভিক্ষুককে দর্শন কবি, বিশেষ আবশ্যক আছে। মুনিপত্নীবা পবস্পব এইবূপ বলাবলি কবিযা ভূবিপবিমাণে ফলমূল গ্রহণ পূর্ব্বক ভূতনাথেব নিকট উপস্থিত হইযা কহিলেন, ভিক্ষো। আমবা এই ভিক্ষা দিতেছি, গ্রহণ কব।

এই সময ঋষিপত্নীবা মদনপবতন্ত্র হৃদযে জিজ্ঞাসা কবিলেন, তাপস। তুমি এই যে ব্রতাবলম্বন কবিযা আছ, এ ব্রতেব নাম কি? ইহা কিবূপ? আমবা দেখিতেছি, তুমি বনমালা দ্বাবা উলঙ্গ-লিঙ্গ বিভূষিত কবিযা বাখিযাছ, তুমিও অতীব মনোহব-দর্শন। তাপস। যদি তুমি সম্মত হও, তাহা হইলে আমবাও তোমাব ন্যায ঐবূপ মনোহব-দর্শন হই।

ঋষিপত্নীরা এইবূপ বাক্য কহিলে তাপসবেশধাবী ভূতনাথ সহাস্য মুখে কহিলেন, মুনিপত্নীগণ। আমার এই ব্রত নিতান্ত গোপনীয নহে, প্রকাশ কবিযা বলিতেছি। পবন্তু যেখানে বহুসংখ্য পুরুষ থাকে, এবং তাহাবা যদি ইহা শুনিতে পায, তাহা হইলে এই ব্রত ভঙ্গ হইযা যায। সুভগ-ঋষিপত্নীগণ। যদি তোমাদেব ইচ্ছা হয, আমাব সহিত নির্জ্জন স্থানে আগমন কব।

ঋষিপত্নীগণ মহাদেবেব মুখে ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ কবিযা কহিলেন, তাপস। তোমাব এই ব্রতবিববণ শুনিবাব নিমিত্ত আমাদেব অতীব কৌতূহল হইযাছে, চল, আমবা তোমাব সহিত যাইতেছি। মুনিপত্নীবা এই বাক্য বলিযাই পাণি-পল্লব দ্বাবা শিবেব অঙ্গ দৃঢবূপে ধাবণ কবিলেন। কোন কোন ঋষিপত্নী কাম-পবতন্ত্রা হইয়া, বাহুযুগল দ্বাবা আকর্ষণ কবিতে লাগিলেন; কোন কোন ঋষিপত্নী মদনবিহ্বল হৃদয়ে জানুযুগল দ্বাবা ধাবণ কবিযা আকর্ষণ কবিলেন, এইবূপে কোন কোন ঋষিপত্নী নাভিদেশে, কোন কোন ঋষিপত্নী কেশপাশে, কোন কোন ঋষিপত্নী কটিবন্ধে, এবং কোন কোন ঋষিপত্নী চবণদ্বযে ধাবণ কবিযা স্ব স্ব অভিমুখে আকর্ষণ কবিতে আবম্ভ কবিলেন।

এদিকে বালখিল্য নামক মহর্ষিগণ আশ্রমমধ্যে নিজ নিজ পত্নীদিগেব

এবংপ বিসদৃশ বিক্ষোভ ও ভাবান্তব দেখিয়া কাষ্ঠ পাষাণ প্রভৃতি গ্রহণ পূর্ব্বক 'এই উন্মত্তকে বিনাশ কব। এই ধর্ম্মাধর্ম্ম-জ্ঞানশূন্য দিগম্ববকে বিনাশ কব।' এইবূপ বাক্য বলিতে বলিতে দ্রুতপদে ভগবান্ ভবানীপতিব অভিমুখে ধাবমান হইলেন। ওদিকে রমণীসংস্পর্শে দিগম্বব ভূতনাথেব লিঙ্গ উদ্বুদ্ধ হইয়া ভীষণ আকাব ধাবণ কবিযাছিল। বালখিল্যগণ প্রহাব দ্বাবা তাহা তৎক্ষণাৎ ভূতলে পাতিত কবিলেন। লিঙ্গ পাতিত হইবামাত্র ভগবান্ ভূতনাথ অন্তর্হিত হইয়া কৈলাস-শিখবে দেবীব নিকট গমন কবিলেন।

এদিকে সেই ভীষণ উদ্বুদ্ধ ও ক্রমশঃ বর্দ্ধমান শিবলিঙ্গ পতিত হইবামাত্রই স্থাবব জঙ্গম সমুদায় জগৎ বিধ্বস্তপ্রায় হইয়া উঠিল। অধ্যাত্মদর্শী মহর্ষিগণেব মনও বিক্ষুব্ধ ও বিলোড়িত হইতে লাগিল, মহর্ষিগণেব মধ্যে কোন বুদ্ধিমান্ মহাত্মা কহিলেন, চল আমবা ব্রহ্মাব নিকট গমন কবিয়া তাঁহাব শবণাপন্ন হই, ইহা যে কি ব্যাপাব, তিনিই তাহা বুঝিতে পাবিবেন।

মহর্ষিগণ এই বাক্য শুনিয়া অত্যন্ত লজ্জিত হৃদয়ে দেবগণ-নিষেবিত ব্রহ্ম-সদনে গমন কবিলেন, এবং ব্রহ্মাব নিকট কহিলেন, ব্রহ্মন্। আমবা জ্ঞান-বিষযে অতীব দুর্ব্বল, আপনি সকলেব উপকাবক, আমবা অজ্ঞান নিবন্ধন যাহা কবিয়া ফেলিয়াছি, আপনি তাহাব শান্তি বিষযে যত্ন বকুন। ব্রহ্মা কহিলেন, আইস, আমবা সকলে ভগবান্ ভবানীপতিব শবণাপন্ন হই, তাঁহাব প্রসাদে পূর্ব্বেব ন্যায শান্তি স্থাপন হইতে পাবিবে।

অনন্তব ব্রহ্মা, সেই মহর্ষিগণ সমভিব্যাহাবে কৈলাসশিখবে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, ভগবান্ মৃত্যুঞ্জয উমাব সহিত উপবিষ্ট আছেন। তখন লোকপিতামহ ব্রহ্মা স্তব কবিতে আবম্ভ কবিলেন, এবং কহিলেন, মহেশ্বব। তুমি অনন্ত, তোমাকে নমস্কাব। পিনাকিন্। তুমি ববদ, তোমাকে নমস্কাব।

মহাদেব এইবূপে ব্রহ্মা কর্ত্তৃক ও ঋষিগণ কর্ত্তৃক স্তুযমান হইযা কহিলেন, ব্রহ্মন্। আমার সেই লিঙ্গ পুনর্ব্বাব আব আমাব নিকট আসিবে না, অতএব এ বিষযে আমি এক উপায বলিতেছি, শ্রবণ কব, ইহা দ্বাবা আমাব এবং আমাব লিঙ্গেব যাব পব নাই প্রীতি হইবে, সন্দেহ নাই ও ইহা দ্বাবাই জগতেব শান্তি স্থাপনও হইবে। যে যে ব্যক্তি ভক্তিসহকাবে আমাব লিঙ্গ পূজা কবিবে, এই জগতে তাহাদেব কিছুই দুর্লভ থাকিবে না, এবং ইহাব দ্বাবাই তাহদেব ও জগতেব হিতসাধন হইবে।

৪।—শিবপুরাণ * একচত্বারিংশ অধ্যায়ে যেরূপ বর্ণিত আছে, তাহার তাৎপর্য্য যথাঃ—

ঋষিগণ কহিলেন, সূত। তুমি বেদব্যাসের প্রসাদে সকলই অবগত আছ, তোমার অপরিজ্ঞাত কিছুই নাই, এই জন্যই আমরা তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি। পূর্ব্বে তুমি যে বলিয়াছ, ত্রৈলোক্যের সকলেই শিবলিঙ্গ পূজা করিয়া থাকে, তাহা সত্য। পরন্তু লিঙ্গপূজা বিষয়ে অবশ্যই কোন কারণ আছে, সেই কারণ কি, এক্ষণে আমরা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি।

সূত কহিলেন, মহর্ষিগণ। আমি কল্পভেদে ‖ শিবলিঙ্গপূজার প্রবর্ত্তনা বিষয়ে যেরূপ শুনিয়াছি, তন্মধ্যে পূর্ব্বকালে দারুবনে ঋষিগণের যে ঘটনা হইয়াছিল, অদ্য তাহাই আনুপূর্ব্বিক যথাশ্রুত বর্ণনা করিতেছি, শ্রবণ কর।

---

* এই শিবপুরাণ মহাপুরাণের অন্তর্গত শৈবপুরাণ নহে, ইহা উপপুরাণ। ইহাতেও বামনপুরাণের ন্যায় মহর্ষিগণের অভিশাপে দারুবনে শিবলিঙ্গ পাতনের বিবরণ বর্ণিত আছে। কিন্তু বামনপুরাণের সহিত বৃত্তান্ত সম্বন্ধে ইহার বিস্তর প্রভেদ দেখিয়া—বিশেষতঃ লিঙ্গ পুনর্গ্রহণাদি সম্বন্ধে ইহাতে যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, প্রায় অন্য কোন পুরাণেই সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় নাই বলিয়া, আমরা এস্থলে ইহা হইতেও উদ্ধৃত করিলাম।

‖ ব্রহ্মার এক এক দিনের নাম এক এক কল্প। প্রতি কল্পে চতুর্দ্দশ মন্বন্তর এবং প্রত্যেক মন্বন্তরে ৭১ মহাযুগ হইয়া থাকে। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি, এই চারি যুগের সমষ্টির নাম এক মহাযুগ। এককল্পে এইরূপ এক সহস্র মহাযুগ অথবা চারি সহস্র খণ্ডযুগ হয়। সুতরাং প্রতি কল্পে এক সহস্র সত্যযুগ এক সহস্র ত্রেতাযুগ, এক সহস্র দ্বাপরযুগ এবং এক সহস্র কলিযুগ হইয়া থাকে।

প্রতি কল্পের ঘটনাবলী, অনেকাংশে ঐক্য হইলেও, প্রায় সর্ব্বাংশে সম্পূর্ণরূপে ঐক্য হয় না। এইরূপ প্রতি মন্বন্তরের এবং প্রতি কল্পের অন্তর্গত প্রতি সত্য, প্রতি ত্রেতা, প্রতি দ্বাপর, ও প্রতি কলিযুগের ঘটনাবলীও সর্ব্বাংশে সম্পূর্ণরূপে ঐক্য হয় না, অনেক স্থলে অনেকানেক ঘটনা বিভিন্নরূপ হইয়া থাকে। পুরাণ সমুদায়ে যে পরস্পর বিরুদ্ধ ঘটনা ও বিরুদ্ধ মত বর্ণিত আছে, তাহার মীমাংসা ও সামঞ্জস্য বিষয়ে পৌরাণিকদিগের ইহাই একমাত্র ব্রহ্মাস্ত্র, অর্থাৎ কোন স্থলে পৌরাণিক মতের পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হইলে তাঁহারা কল্পভেদ বা যুগভেদ বলিয়াই তাহার মীমাংসা করিয়া থাকেন।

পরন্তু, কল্পভেদ ও যুগভেদ ব্যতীতও পুরাণ সমুদায়ের পরস্পর বিপরীত

মতের সামঞ্জস্যকরণ বিষয়ে একটি প্রশস্ত পথ আছে। অধ্যাত্মতত্ত্ব বিষয়ে যাঁহাদের প্রবেশাধিকার হইয়াছে তাঁহারা তদ্দ্বারা অনায়াসেই ইহার মীমাংসা করিতে সমর্থ হয়েন। সদ্‌গুরু-প্রসাদে দিব্যচক্ষু-প্রভাবে তাঁহারা কোন বিষয়েই— কোন ঘটনারই—অনৈক্য বা অসামঞ্জস্য দেখিতে পান না। এমন কি, সাধারণ চক্ষে প্রতীয়মান পরস্পর-বিরুদ্ধবাদী ষড়্‌বিধ দর্শনশাস্ত্রের অভ্যন্তরেও তাঁহারা আভ্যন্তরীণ সামঞ্জস্য দেখিয়া অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অনুভব করিতে থাকেন। ইতঃপূর্ব্বে আমাদের এই পুস্তকের টীপ্পনীতে প্রণব ব্যাখ্যায় পুরাণান্তরের সহিত পুরাণান্তরের বিরুদ্ধ অংশের মীমাংসা সম্বন্ধে পাঠকগণ এইরূপ সামঞ্জস্যের কিছু কিছু আভাস দেখিতে পাইবেন।

এইস্থলে যে কল্পভেদের কথা উল্লিখিত হইল, তাহার কারণ এই যে, ইতঃপূর্ব্বে দ্বিতীয়াধ্যায় হইতে আরম্ভ করিয়া এই শিবপুরাণেই লিঙ্গোৎপত্তির কারণ বা কাহিণী, ভিন্ন প্রকারে কথিত হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে আমরা সেই কাহিনীও উদ্ধৃত করিয়াছি। এস্থলে অন্যবিধ কাহিনী কথিত হইয়াছে। এবং সেই নিমিত্তই ইহা কল্পভেদে ঘটিত বলিয়া উল্লিখিত হইল।

পূর্ব্বকালে দারুবন নামে পরম রমণীয় একটি বন ছিল, এই দারুবনে শিব-ভক্তিপরায়ণ ঋষিগণ বাস করিতেন। এই ঋষিগণ প্রতিদিন ত্রিকালে শিবপূজা ও নিরন্তর শিব ধ্যানে নিরত থাকিতেন। ধ্যাননিষ্ঠ মহর্ষিগণ এইরূপে নিয়ত শিবের আরাধনা করেন, এমত সময় এক দিবস তাঁহারা কাষ্ঠ আহরণের নিমিত্ত বনান্তরে গমন করিলেন। এই সময় ভগবান্ শঙ্কর নীললোহিত, মুনিগণের পরীক্ষার নিমিত্ত বিরূপ রূপ অবলম্বন করিয়া দারুবন-মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। এই তাপস-বেশধারী সদাশিব অত্যন্ত তেজঃসম্পন্ন ও দিগম্বর, তাঁহার শরীর বিভূতি-বিভূষিত, তিনি হস্ত দ্বারা নিজ লিঙ্গ ধারণ পূর্ব্বক মুহুর্মুহুঃ কটাক্ষপাত ও নানাবিধ ভাবভঙ্গী প্রদর্শন করিতেছিলেন। তিনি এইরূপে রমণীগণের অতীব প্রিয়দর্শন হইয়া মনোদ্বারা ঋষিপত্নীদিগের মন আকর্ষণ করিতে করিতে দারুবন-মধ্যে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

ঋষিপত্নীগণ তাদৃশ-ভাবপরায়ণ ভূতনাথকে দেখিয়া যার পর নাই সন্ত্রস্ত ও ভীত হইলেন, পরন্তু কোন কোন ঋষিপত্নী বিহ্বলা ও বিস্মিতা হইয়া তাঁহার নিকট আগমন করিলেন, কোন কোন ঋষিপত্নী তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন, এবং কোন কোন ঋষিপত্নী তাঁহার হস্ত ধরিয়া আকর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এইরূপে ঋষিপত্নীগণ পরমানন্দে ভগবান্ ভূতনাথের সহিত সংমিলিত হইলেন।

ইত্যবসরে মহর্ষিগণ কাষ্ঠ আহরণ পূর্ব্বক প্রত্যাগমন করিলেন তাঁহারা

তাদৃশ বিবুদ্ধ চেষ্টা দেখিবামাত্র যাব পব নাই দুঃখিত ও ক্রোধে একান্ত অধৈর্য্য হইযা পড়িলেন, এবং নিবতিশয দুঃখার্ত্ত হৃদযে কহিলেন, 'এ কে। এ কে!' ভগবান্ পশুপতি কোন উত্তবই কবিলেন না। তখন মহর্ষিগণ পুবুষ বচনে কহিলেন, 'বে দুবাচাব! তুই ন্যায বিবুদ্ধ ও ধর্ম্মবিবুদ্ধ কর্ম্ম কবিতেছিস্। তোব ঐ—ঐ লিঙ্গ এখনই ভূতলে নিপতিত হউক।'

মহর্ষিগণ এইবূপ শাপ প্রদান কবিবামাত্র শিবলিঙ্গ তৎক্ষণাৎ ভূতলে নিপতিত হইল, এবং তাহা জলন্ত অগ্নিব ন্যায় তেজঃসম্পন্ন হইযা যাহা সম্মুখে পাইল তৎসমুদাযই দগ্ধ কবিতে লাগিল। অনন্তব ঐ লিঙ্গ পাতালে, স্বর্গে ও ভূমণ্ডলে সর্ব্বত্রই পবিভ্রমণ কবিতে আবম্ভ কবিল; কুত্রাপি স্থিব হইযা থাকিল না। পবন্তু ঐ লিঙ্গ যে যে স্থানে গমন কবিতে লাগিল, সেই সেই স্থানই দগ্ধ হইযা গেল। এইবূপে সেই বিশ্লিষ্ট শিবলিঙ্গ প্রজ্বলিত অগ্নিস্তম্ভবূপী হইযা ত্রিলোক দগ্ধ কবিতে প্রবৃত্ত হইলে ত্রিলোকস্থিত সমুদায লোকই ব্যাকুলিত ও উদ্‌ভ্রান্ত হইযা উঠিল, বিশেষতঃ ঋষিগণেব কষ্ট ও দুঃখেব আব পবিসীমা থাকিল না। দেবগণ ও ঋষিগণ পলাযন কবিযাও কুত্রাপি স্বাস্থ্যলাভ কবিতে পাবিলেন না।

তখন ঋষিগণ ও দেবগণ সকলেই যাব পব নাই দুঃখিত হইলেন, এবং এই কার্য্য যে সদাশিব-কৃত, তাহা তাঁহাবা জানিতে না পাবিয়া ব্রহ্মাব শবণাপন্ন হইলেন, এবং যাহা যাহা ঘটনা হইযাছে, তৎসমুদাযই তাঁহাব নিকট নিবেদন কবিলেন। ব্রহ্মা আদ্যোপান্ত সমুদায় শ্রবণ কবিযা ঋষিগণকে কহিলেন, তোমবা ত্রিকালদর্শী মহর্ষি, তোমবা যখন জানিযা শুনিয়াও অনভিজ্ঞ মূর্খেব ন্যায ঈদৃশ গর্হিত কার্য্য কবিযাছ, তখন আব আমি তোমাদিগকে কি বলিব। দেবগণ! এইবূপে শিবেব বিবুদ্ধাচবণ কবিযা কোন্ ব্যক্তি কুশল প্রত্যাশা কবিতে পাবে। মধ্যাহ্ন সমযে অতিথি উপস্থিত হইলে যে ব্যক্তি তাহাকে প্রত্যাখ্যান কবে, অতিথি আপনাব পাপসমুদায সেই ব্যক্তিব স্কন্ধে প্রদান পূর্ব্বক তাহাব সমুদায পুণ্যপুঞ্জ লইযা প্রতিগমন কবিযা থাকে। ঈদৃশ অবস্থায স্বযং মহেশ্বব যখন অতিথি হইযা প্রত্যাখ্যাত ও অবমানিত হইযাছেন, তখন এ বিষযে আমি আব কি বলিব।

যাহা হউক, আমি নিশ্চয বলিতেছি, যে পর্য্যন্ত সেই লিঙ্গ স্থিব না হইবে, সেই পর্য্যন্ত ত্রিলোকেব কোথাও মঙ্গল হইবে না। এক্ষণে যাহাতে লিঙ্গ স্থিব হয, তোমবা তদ্বিষযে যত্নবান্ হও।

ব্রহ্মাব মুখে ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ কবিযা দেবগণ ও মহর্ষিগণ প্রণাম পূর্ব্বক কহিলেন, ব্রহ্মন্! আমাদিগকে কি কবিতে হইবে, আজ্ঞা কবুন। ব্রহ্মা কহিলেন, তোমবা দেবী ভগবতী গৌবীব আবাধনা কবিযা তাঁহাব নিকট প্রার্থনা

কর যে, তিনি যোনিরূপ ধারণ করুন। তিনি এরূপ করিলেই লিঙ্গ স্থির হইবে, অন্যথা কিছুতেই উহা স্থির হইবে না। তোমরা আরাধনা করিয়া দেবীকে যখন প্রসন্না দেখিবে, তখনই এই বর প্রার্থনা করিবে। পরে যথাবিহিত বস্ত্র দ্বারা অষ্টদশ পদ্ম লিখিয়া তদুপরি যথাবিহিত কুম্ভ সংস্থাপন পূর্ব্বক সেই কুম্ভে সর্ব্বৌষধি-সমন্বিত দূর্ব্বা ও যবাঙ্কুর প্রদান করিয়া তীর্থজল দ্বারা ঐ কুম্ভ পূরণ করিবে। পরে বৈদিক মন্ত্র দ্বারা ঐ কুম্ভ অভিমন্ত্রিত করিতে হইবে। মহর্ষিগণ! অনন্তর উদ্‌গীথ-রুদ্রশতক মন্ত্র* পাঠ সহকারে ঐ কুম্ভস্থ জল দ্বারা তোমরা ঐ লিঙ্গ সিক্ত ও প্রোক্ষিত করিলেই উহা প্রশান্ত হইবে। অনন্তর ভগবতীর যোনি-রূপ অগ্নি স্থাপিত করিয়া ঐ লিঙ্গ তাহাতে স্থাপন পূর্ব্বক ঐ উদ্‌গীথ-রুদ্রশতক মন্ত্র দ্বারা পুনর্ব্বার উহা অভিমন্ত্রিত করিবে, পরে গন্ধ দ্রব্য, চন্দন, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য ও নীরাজন প্রভৃতি দ্বারা ঐ লিঙ্গের পূজা করিয়া মহেশ্বরকে পরি-তুষ্ট করিবে। অনন্তর প্রণিপাত স্তুতিপাঠ গান বাদ্য প্রভৃতি দ্বারা লিঙ্গের সন্তোষ সম্পাদন পূর্ব্বক মাঙ্গলিক কর্ম্ম করিয়া 'জয় জয়' এই শব্দ উচ্চারণ পূর্ব্বক এইরূপ স্তব করিবে যে, দেবদেব! তুমি প্রসন্ন হও, তুমি জগতের আনন্দজনক হও। মহেশ্বর! তুমি জগৎস্রষ্টা, তুমি জগৎপালয়িতা, আবার তুমিই যথা-সময়ে জগৎসংহারকর্ত্তা। ভগবন্! তুমি জগতের আদি, তুমি জগতের যোনি, আবার তুমিই এই জগতের সর্ব্বত্রই বিরাজমান আছ। অতএব সদাশিব! তুমি এক্ষণে প্রশান্ত হও, জগৎ রক্ষা কর, সকলের মঙ্গল কর। দেবগণ ও ঋষিগণ! তোমরা এইরূপ করিলেই শান্তি ও স্বাস্থ্য লাভ করিতে পারিবে, সন্দেহ নাই।

ব্রহ্মার মুখে ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবগণও মহর্ষিগণ তাঁহাকে প্রণাম পূর্ব্বক সদাশিবের শরণাপন্ন হইলেন, এবং পরম ভক্তিসহকারে পূজা পূর্ব্বক প্রার্থনা করিলে, শঙ্করও প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, দেবগণ! মহর্ষিগণ! পার্ব্বতী ব্যতিরেকে আর কোন কামিনীই আমার লিঙ্গ ধারণ করিতে সমর্থ হইবে না। পার্ব্বতী যদি যোনিরূপা হইয়া আমার লিঙ্গ ধারণ করেন, তাহা হইলেই ত্রিলোকস্থ সমু-দায় লোক শান্তি লাভ করিবে, সন্দেহ নাই। অনন্তর ঋষিগণ ও দেবগণ ব্রহ্মাকে সমভিব্যাহারে লইয়া ভগবতী গৌরীর নিকট গমন করিলেন, এবং তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়া প্রার্থনা করিলে তিনি যখন সম্মতা হইলেন, তখন পুন-র্ব্বার ভগবান্ বৃষভধ্বজের আরাধনা করিয়া পূর্ব্বোক্ত বিধান অনুসারে তাঁহারা

---

*সামবেদের শাখাবিশেষের নাম 'উদ্‌গীথ'। ঐ উদ্‌গীথ নামক শাখাতে যে একশত মন্ত্র কথিত হইয়াছে, তাহাই সচরাচর 'উদ্‌গীথরুদ্রশতক' নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

উদ্‌গীথ-রুদ্রশতক পাঠ দ্বারা যোনিতে লিঙ্গ স্থাপন করিলেন। অনন্তর তাঁহারা ত্রিলোকের শান্তি রক্ষার নিমিত্ত স্তব, পূজা ও যন্ত্র মন্ত্র দ্বারা ভগবান্ ভবানী-পতিকে সন্তুষ্ট করিয়া সর্ব্বতোভাবে সুস্থির হইলেন। ভগবান্‌সদাশিবও সদয় হইয়া কহিলেন, দেবগণ।—মহর্ষিগণ। আমি তোমাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি, এক্ষণে ত্রিলোকস্থ লোক সুখী হইবে। মহেশ্বর ঈদৃশ বাক্য বলিবামাত্র দেবগণ ও ঋষি-গণ সকলেই পরিতুষ্ট হইয়া প্রণাম পূর্ব্বক পুনঃপুনঃ স্তব করিতে লাগিলেন।

অনন্তর ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র প্রভৃতি সমুদায় দেবগণই ত্রিলোকস্থ লোকের প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়া, স্বর্গ মর্ত্ত্য ও পাতাল সর্ব্বত্রই লিঙ্গ স্থাপন করিলেন; তদবধি জগতে লিঙ্গপূজা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

৫।—পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায়ে যেরূপ বর্ণিত আছে, তাহার তাৎপর্য্য যথা ঃ—

মহারাজ দিলীপ বশিষ্ঠকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহর্ষে। আমরা সকলেই জ্ঞাত আছি যে, ভগবান্ রুদ্র ত্রিপুরসংহারী ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তিনি কি নিমিত্ত ভার্য্যার সহিত জুগুপ্সিত রূপ প্রাপ্ত হইলেন এবং কিরূপেই বা তাঁহারা যোনি-লিঙ্গস্বরূপ হইয়াছেন? মিত্রাবরুণনন্দন। পঞ্চবক্ত্র ত্রিলোচন চতুর্ব্বাহু ভগবান্ শূলপাণির কি নিমিত্ত এরূপ বিগর্হিত রূপ হইল, বিশেষরূপে ব্যক্ত করুন।

মহর্ষি বশিষ্ঠ কহিলেন, রাজন্! আপনি যে বিষয় আমাকে জিজ্ঞাসা করিতে-ছেন, আমি তাহা বিস্তারিতরূপে বলিতেছি, শ্রবণ করুন। পূর্ব্বকালে একদা স্বায়ম্ভুব মনু মহর্ষিগণের সহিত সমবেত হইয়া মন্দরপর্ব্বতে একটি অসাধারণ দীর্ঘ-সত্র আরম্ভ করেন। নানাস্থান হইতে শংসিতব্রত নানাবিধ মুনিগণ সেই স্থানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। এক সময়ে তপোধনগণ সকলে দেবতত্ত্ব-অনুসন্ধিৎসু হইয়া পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন যে, দেবগণের মধ্যে কোন্ দেবতা প্রধান এবং বেদবেদান্ত-পারদর্শী ব্রাহ্মণগণের পূজ্য। মহর্ষিগণ এই প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তপোনিধি ভৃগুকে কহিলেন, মহর্ষে। আপনি আমাদের সংশয়চ্ছেদনে সমর্থ। অতএব আপনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের নিকট গমন করুন, এবং সেখানে গিয়া আপনি বিশেষরূপে নিরীক্ষণ করিবেন যে, এই তিন দেবতার মধ্যে কোন্ দেবতা সমধিক শুদ্ধসত্ত্ব-গুণসম্পন্ন। যিনি শুদ্ধসত্ত্ব-গুণ-সম্পন্ন হইবেন তাঁহাকেই আমরা সকলেই পূজা করিব, অন্য দেবতা মাদৃশ ব্রাহ্মণগণের কখনই পূজ্য নহেন। মহর্ষে! আপনি অবিলম্বে এই দেবতা নিরূপণ করুন, ইহা দ্বারা সর্ব্বলোকেরও হিতসাধন হইবে।

ঋষিগণ এই বাক্য বলিবামাত্র মহর্ষি ভৃগু, বামদেবের সহিত সমবেত হইয়া

প্রথমে কৈলাসশিখরে মহেশ্বরের নিকট গমন করিলেন। তিনি শঙ্করের দ্বারদেশে উপনীত হইয়া দেখিলেন,ভীষণমূর্ত্তি নন্দী ত্রিশূলহস্তে দ্বার রক্ষা করিতেছেন। ভৃগু কহিলেন, নন্দিন্। মহাত্মা শঙ্করের নিকট শীঘ্র সংবাদ দাও যে, মহর্ষি ভৃগু দর্শনার্থী হইয়া দ্বারদেশে দণ্ডায়মান আছেন।

সর্বগণেশ্বর নন্দী, অমিততেজা-মহর্ষি ভৃগুর ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া পরুষ বাক্যে কহিলেন, মহর্ষে। এক্ষণে প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ হইতে পারিবে না, তিনি ভগবতীর সহিত ক্রীড়া করিতেছেন। এখন তুমি ফিরিয়া যাও, যদি তোমার প্রাণের আশা থাকে, আমি বলিতেছি এখনই তুমি ফিরিয়া যাও।

মহাতপা ভৃগু এইরূপে প্রত্যাখ্যাত ও নিরাকৃত হইয়াও সেই দ্বারদেশেই বহুদিন অবস্থান করিলেন। পরে তিনি ক্রোধাবিষ্ট হৃদয়ে কহিলেন, দেখিতেছি, শঙ্করের বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পাইয়াছে, তিনি রমণীসম্ভোগে মত্ত ও তমোগুণে অভিভূত হইয়া আমাকে জানিতে পারিতেছেন না; এজন্য এক্ষণে আমি শাপ প্রদান করিতেছি যে, যেহেতু শঙ্কর নারীসঙ্গমে মত্ত হইয়া আমার অবমাননা করিলেন, এই কারণে শঙ্করী ও শঙ্কর সংযুক্ত যোনিলিঙ্গরূপ প্রাপ্ত হইবেন। *

৬।—লিঙ্গপুরাণে যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য যথা ঃ—

ঋষিগণ কহিলেন, লোমহর্ষণ। কিরূপে লিঙ্গের উৎপত্তি হইয়াছে, এবং কি নিমিত্তই বা লিঙ্গে (লিঙ্গরূপ অধিষ্ঠানে) ভগবান্ শঙ্করের পূজা হইয়া থাকে, বিশেষতঃ ঐ লিঙ্গ কি, এবং লিঙ্গীই বা কে, অর্থাৎ ঐ লিঙ্গ কাহার? তত্তাবৎ তুমি বিশেষরূপে বল।

লোমহর্ষণ কহিলেন, ঋষিগণ। আপনারা আমার নিকট যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, পূর্ব্বকালে দেবগণ এবং ঋষিগণও ব্রহ্মাকে যথাবিধানে প্রণাম করিয়া এই বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, এবং বলিয়াছিলেন যে, ভগবন্। পূর্ব্বকালে কিরূপে লিঙ্গের আবির্ভাব হইয়াছিল, এবং কি নিমিত্তই বা লিঙ্গের উপরি স্বয়ং ভগবান্ মহেশ্বরের পূজা হইয়া থাকে, বিশেষতঃ এই লিঙ্গই বা কি, এবং লিঙ্গীই বা কে? তাহা অনুগ্রহ করিয়া বর্ণন করুন।

পিতামহ কহিলেন, দেবগণ। (পরমব্রহ্মের আভাস-যুক্ত) প্রকৃতিই লিঙ্গ

---

* যদিও এস্থলে সুস্পষ্ট রূপে বর্ণিত নাই তথাপি ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হইতেছে যে, এই অভিশাপ নিবন্ধনই দারুবনে মহাদেবের লিঙ্গপাত হইয়াছিল এবং তিনি লিঙ্গরূপী এবং সেই লিঙ্গ ধারণ করিবার নিমিত্ত ভগবতীও যোনিরূপা হইয়াছিলেন।

শব্দে এবং সাক্ষাৎ পবমব্রহ্মই লিঙ্গী বলিযা অভিহিত হইযা থাকেন, দেবগণ। প্রলয-সমযে সমুদ্রে আমাব ও বিষ্ণুব বক্ষাব নিমিত্তই এই লিঙ্গেব আবির্ভাব হইযাছিল। যখন স্থিতিকাল সম্পূর্ণ ও প্রলযকাল উপস্থিত হইল, তখন ত্রি-লোক বিধ্বস্ত হইয়া গেল; দেবগণ ও মহর্ষিগণ জনলোকে গমন কবিলেন, পবে তাঁহাবা সে স্থানেও (উত্তপ্ত হইযা) এক সহস্র মহাযুগেব অবসানে সত্যলোকে গমন কবিলেন। আমাব (ব্রহ্মাব) সন্ধ্যাকাল উপস্থিত, সুতবাং তদ্দিবসীয় আধিপত্যেবও অবসান হইল, সবলই একাকাব হইযা গেল। এদিকে সর্ব্বতো ভাবে অনাবৃষ্টি নিবন্ধন স্থাবব অস্থাবব সমুদায পদার্থই পবিশুষ্ক হইতে লাগিল, পশুগণ, মনুষ্যগণ, যক্ষগণ, বাক্ষসগণ, পিশাচগণ ও গন্ধর্ব্বগণ প্রভৃতি ক্রমশঃ প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড-কিবণে দগ্ধ হইল। পবে ক্রমে চতুর্দ্দিক্ ও একার্ণব মহাঘোব অন্ধকাবময হইলে সহস্রচবণ, সহস্রবাহু, সহস্রশীর্ষা, সহস্রাক্ষ, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ব-দেবোদ্ভব, বিশ্বাত্মা, ভগবান্ বিষ্ণু যোগনিদ্রা অবলম্বন পূর্ব্বক প্রলয-পযোধিজলে প্রশান্তভাবে শযন কবিলেন। এই সময হিবণ্যগর্ভ বজোগুণে পূর্ণ, স্বযং শঙ্কব তমোগুণে পূর্ণ, এবং সর্ব্বগ বিষ্ণু সত্ত্বগুণে পূর্ণ থাকিলেন। পবন্তু ভগবান্ মহেশ্বব সর্ব্বজীবেব আত্মা স্বরূপে বিবাজ কবিতে লাগিলেন।

যাহা হউক, মহাবাহু বিষ্ণুই কালাত্মা, তিনিই কাঞ্চনাভ, তিনিই শুক্ল, তিনিই কৃষ্ণ ও তিনিই নির্গুণ, এবং তিনিই সর্ব্বশক্তিমান্ নাবাযণ, সর্ব্বাত্মা ও সদসৎরূপ। আমি তথাভূত পদ্মপলাশলোচন সনাতন বিষ্ণুকে প্রলয়-পয়োধি মধ্যে শযান দেখিযা তাঁহাবই মাযায মোহিত হইযা অমর্ষযুক্ত হৃদযে কহিলাম, 'কস্ত্বং' তুমি কে। পবে তাঁহাব গাত্রে হস্তপ্রদান পূর্ব্বক জাগবিত কবিবাব চেষ্টা কবিলাম। তখন আমাব হস্তেব তীব্র ও দৃঢ প্রহাব দ্বাবা প্রবুদ্ধ হইযা অমল-কমললোচন বিষ্ণু শেষশয্যায ক্ষণমাত্র উপবেশন পূর্ব্বক নিদ্রা-কলুষিত লোচনে দৃষ্টিপাত কবিবামাত্র আমাকে দেখিতে পাইলেন। আমাকে সম্মুখস্থিত দেখিতে পাইযাই ভগবান্ হবি উত্থিত হইযা সহাস্য মুখে মধুব বাক্যে কহিলেন, বৎস ব্রহ্মন্। তোমাব কুশল ত? বৎস। তোমাব মঙ্গল ত?

দেবগণ। বিষ্ণু ঈষৎ হাস্য কবিযা ঈদৃশ বাক্য কহিলে বজোগুণাধিক্য বশতঃ আমাব বৈবভাব উপস্থিত হইল। তখন আমি ভর্ৎসনা কবিযা জনার্দ্দনকে কহি-লাম, কি আশ্চর্য্য। আমি সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলযেব কর্ত্তা, তুমি কোন্ লজ্জায আমাকে 'বৎস বৎস' বলিযা সম্বোধন কবিতেছ। গুরু যেমন শিষ্যেব নিকট ঈষৎ হাস্য কবিযা কথা কহেন, তুমি কোন্ সাহসে আমাব নিকট সেইরূপ কহিতেছ। তুমি কি জান না যে, আমি জগতের সাক্ষাৎ কর্ত্তা, আমিই প্রকৃতিব প্রবর্ত্তক,

আমিই সনাতন, আমিই অজ, আমিই বিষ্ণু, আমিই বিবিঞ্চি, আমিই বিশ্ব-কাবণ, আমিই বিশ্বাত্মা, আমিই বিধাতা ও আমিই সৃষ্টিকর্ত্তা। তুমি কি নিমিত্ত মোহাভিভূত হইয়া আমাকে বৎস বৎস বলিযা সম্বোধন কবিতেছ। শীঘ্র বল।

তখন বিষ্ণুও আমায কহিলেন, ব্রহ্মন্। দেখ আমি সমুদায় জগতেব সৃষ্টি-কর্ত্তা, পালনকর্ত্তা ও সংহাবকর্ত্তা। আমি নিত্য, তুমি আমাবই শবীব হইতে আবির্ভূত হইযাছ। আমিই যে জগন্নাথ অনাময নাবাযণ, আমিই, যে পবমপুরুষ পবমাত্মা পুরুহূত পুরুষ্টুত বিষ্ণু, আমিই যে সমুদায ব্রহ্মাণ্ডেব সৃষ্টিকর্ত্তা অচ্যুত মহেশ্বব তাহা কি তুমি বিস্মৃত হইযাছ? অথবা তোমাব এ বিষযে কিছুমাত্র অপবাধ নাই, আমাব মাযাবলেই তোমাব এরূপ হইযাছে।

চতুর্ম্মুখ। যাহা সত্য, বলিতেছি শ্রবণ কব। তুমি নিশ্চয জানিবে, আমিই সমুদায় দেবতাব ঈশ্বব, আমিই সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কর্ত্তা, আমাব ন্যায় অণিমাদিগুণসম্পন্ন বিভু আব কেহই নাই। পিতামহ। আমিই পবমব্রহ্ম, আমিই পবমতত্ত্ব, আমিই পবমজ্যোতিঃ আমিই পবমাত্মা এবং আমিই বিশ্ব-ব্যাপী বিভু। চতুবানন। অধিক আব কি বলিব, সমুদায ব্রহ্মাণ্ডেব মধ্যে স্থাবব বা জঙ্গম তুমি যাহা কিছু দেখিযাছ বা শুনিযাছ, তৎসমুদাযই মন্ময় এবং আমিই সকলেব আত্মা। পূর্ব্বকালে আমিই স্বযং চতুর্ব্বিংশতি-তত্ত্বাত্মক অব্যক্তেব সৃষ্টি কবিয়াছি। এই সূক্ষ্ম পদার্থ সমুদায নিয়ত পবস্পব সংবদ্ধ। অনন্তব আমাব ক্রোধ হইতে দৈত্য দানব বাক্ষস প্রভৃতি উৎপন্ন হয, এবং আমাব প্রসন্নতা হইতেই তোমাব এবং ব্রহ্মাণ্ড সমুদাযেব সৃষ্টি হইযাছে।

আমি প্রথমতঃ যে মহত্তত্ত্বেব সৃষ্টি কবিযাছিলাম, তাহা হইতে অহঙ্কাবেব উৎপত্তি হইযাছিল। এই অহঙ্কাব তিন প্রকাব,—সাত্ত্বিক বাজসিক ও তাম-সিক। তন্মধ্যে তামসিক অহঙ্কাব হইতে শব্দতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র, রূপতন্মাত্র, বসতন্মাত্র ও গন্ধতন্মাত্র, এই পঞ্চ তন্মাত্রেব সৃষ্টি হইয়াছে, এবং সাত্ত্বিক অহঙ্কাব হইতে চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ত্বক্, এই পঞ্চেন্দ্রিযেব এবং অন্তঃকবণেব উৎপত্তি হইযাছিল। অনন্তব উক্ত পঞ্চ তন্মাত্র হইতে আকাশ, বাযু, তেজ, জল ও পৃথিবী, এই পঞ্চ ভূতেব সৃষ্টি হইয়াছে। চতুবানন। তুমি নিশ্চয জানিবে, এই-রূপে আমাব লীলাতেই জগতেব সমুদায় সৃষ্টি হইযা থাকে।

বিষ্ণু ও আমি বজোগুণাভিভূত হইযা পবস্পব এইরূপ বাদানুবাদ কবিতে লাগিলাম, এবং ঐরূপ বাদানুবাদ কবিতে কবিতেই সেই প্রলয়-পযোধি-জলমধ্যে আমাদেব উভয়েব বোমহর্ষণ দারুণ যুদ্ধ উপস্থিত হইল। এমন সময আমাদেব পবস্পব বিবাদ শান্তিব নিমিত্ত এবং প্রবোধনেব নিমিত্ত উভযেব সম্মুখেই

এক অদ্ভুত জ্যোতির্ম্ময লিঙ্গ আবির্ভূত হইল। এই লিঙ্গেব কিবণাবলীতে চতুর্দ্দিক প্রপূবিত হইযা উঠিল। এই লিঙ্গ প্রলযকালীন অনলপুঞ্জ-সদৃশ তেজঃসম্পন্ন, আদি মধ্য ও অন্ত বিবর্জ্জিত, ক্ষযবৃদ্ধি-বিবহিত, উপমা-বহিত অনির্দ্দেশ্য, অব্যক্ত ও জগতেব আদি কাবণ। ইহাব সহস্র সহস্র সমুজ্জ্বল কিবণ-মালায ভগবান্ হবি ও আমি উভযেই বিমোহিত হইযা পডিলাম। [তখন বিমুগ্ধ হবি আমাকে কহিলেন, তুমি এখন আব কিজন্য স্পর্দ্ধা প্রকাশ কবিতেছ। এই দেখ, সম্মুখে আবাব এই কে তৃতীয় উপস্থিত। এক্ষণে আমাদেব যুদ্ধ বাখিযা দাও। অগ্নিব ন্যায তেজঃসম্পন্ন এই বস্তু কোথা হইতে আবির্ভূত হইল। আইস আমবা অনুসন্ধান কবি।]* আমি অনুপম অগ্নিস্তম্ভেব অধোভাগে গমন কবি, তুমি প্রযত্নসহকাবে ত্বরায উর্দ্ধে গমন কব। [তুমি হংসরূপ ধারণ কব, আমি ববাহরূপ ধারণ কবি।] বিশ্বাত্মা বিষ্ণু এই কথা বলিয়াই ববাহরূপী হইলেন। আমিও তৎক্ষণাৎ হংসরূপ ধাবণ কবিলাম। এই অবধি লোকে আমাকে হংসবিবাট্ ও হংস বলিযা নির্দ্দেশ কবিয়া থাকে। যিনি 'হংস হংস বলিযা জপ কবিবেন, তিনি হংস বা সোঽহং স্বরূপ হইবেন, অর্থাৎ আত্মজ্ঞান লাভ কবিতে পাবিবেন।

যাহা হউক, আমি অতি সুন্দব শ্বেতবর্ণ, অগ্নিব ন্যায় সমুজ্জ্বল-নযন-সম্পন্ন, চতুর্দ্দিকে পক্ষযুক্ত হংসরূপী হইযা অনিল ও মনেব ন্যায বেগ অবলম্বন পূর্ব্বক ঊর্দ্ধদিকে ধাবমান হইলাম। এদিকে বিশ্বাত্মা নাবাযণও নীলাঞ্জনপুঞ্জ-সদৃশ, শতযোজন-দীর্ঘ, দশযোজন বিস্তৃত, সুমেরুপর্ব্বত-সদৃশ অতিপ্রকাণ্ড ববাহরূপ ধাবণ কবিলেন। এই বরাহেব দংষ্ট্রা শ্বেতবর্ণ ও সুতীক্ষ্ণ, তেজ প্রলযকালীন আদিত্য-সদৃশ দুঃসহ, ঘোণা (নাসিকা) অতীব দীর্ঘ, চবণচতুষ্টয হ্রস্ব; শবীব অতীব বিচিত্র, দৃঢ অনুপম, ও জযশীল। বিষ্ণু এইরূপ কৃষ্ণবর্ণ ববাহরূপ অবলম্বন পূর্ব্বক মহাশব্দে পাতালাভিমুখে গমন কবিলেন।‡ এইরূপে বিষ্ণু

* এই প্রবন্ধের আদ্যন্ত ভিন্ন অবশিষ্ট প্রায সমুদায অংশই বাযুপুবাণে প্রায় অবিকলই বর্ণিত আছে। সুতবাং বাযুপুবাণেব যে যে শ্লোক এই লিঙ্গপুবাণে নাই, অথচ যাহা অন্তর্নিবিষ্ট করিলে অপেক্ষাকৃত সুসঙ্গত বোধ হয, সেই সেই শ্লোক আমবা [ ] এইরূপ বেষ্টনী চিহ্নেব মধ্যে অনুবাদে এবং মূলেও সন্নিবেশিত কবিলাম।

‡ শিবপুবাণ বাযুপুবাণ প্রভৃতিতে এই ববাহ শ্বেতবর্ণ বলিযা বর্ণিত হইযাছে, এবং ইহাও লিখিত আছে যে, এই শ্বেতববাহেব নামানুসাবেই এই বর্ত্তমান কল্প শ্বেতববাহ কল্প বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে।

সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত মহাবেগে অধোগামী হইয়াছিলেন, পরন্তু এই শূকররূপী বিষ্ণু কিছুতেই উপস্থিত লিঙ্গের মূল দেখিতে পাইলেন না।

দেবগণ। এদিকে ঐ লিঙ্গের অন্ত দর্শনের উদ্দেশে আমিও একসহস্র বৎসর পর্য্যন্ত মহাবেগে সর্বপ্রযত্নে ঊর্দ্ধগামী হইয়াছিলাম, পরন্তু সেই লিঙ্গের অন্ত না পাইয়া বহুকাল পরে একান্ত শ্রান্ত ও ক্লান্ত হইয়া প্রতিনিবৃত্ত ও অধোগামী হইলাম। এইরূপে মহাশরীর মহামনা ভগবান্ বিষ্ণুও শ্রান্ত ক্লান্ত ও সংভ্রান্ত-নয়ন হইয়া উত্থিত হইলেন, এবং আমার সহিত মিলিত হইয়াই ঐ অতীব অদ্ভুত লিঙ্গকে প্রণাম পূর্ব্বক দণ্ডায়মান রহিলেন। তিনি মহেশ্বরের মায়ায় মোহিত ও একান্ত উদ্বিগ্নচিত্ত ছিলেন, সুতরাং আমার সহিত সমবেত হইয়া তিনি ঐ লিঙ্গের পৃষ্ঠদেশে পার্শ্বে ও সম্মুখে পুনঃ পুনঃ প্রণাম সহকারে অতীব বিস্মিত চিত্তে 'ইহা কি। ইহা কি।' এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন, [এবং কহিলেন, দেখিতেছি, ইহা অনির্দ্দেশ্য, নামরহিত ও কর্ম্মরহিত, ইহা ধ্যানেরও অগোচর, ইহা অলিঙ্গ হইয়াও লিঙ্গস্বরূপ ধারণ করিয়াছে। অনন্তর বিষ্ণু ও আমি উভয়েই চিত্ত স্থির করিয়া পুনঃপুনঃ নমস্কার সহকারে কহিতে লাগিলাম, আমরা তোমার স্বরূপ অবগত নহি, তুমি যে হও, সে হও, আমরা তোমাকে নমস্কার করিতেছি। এইরূপে নমস্কার করিতে করিতে আমাদের একশত বৎসর অতীত হইল।]

দেবগণ। অনন্তর সেই লিঙ্গ হইতে একটি নাদ (অব্যক্ত ধ্বনি) হইতে লাগিল। পরক্ষণেই ঐ ধ্বনির অন্তর্গত শব্দ লক্ষিত হইলে ঐ ধ্বনির স্বরূপ কথঞ্চিৎ বোধগম্য হইল। পরে সুস্পষ্ট রূপে হৃদয়ঙ্গম হইল যে, সুব্যক্ত প্লুতস্বরে ওঁ——ওঁ——এইরূপ উচ্চারিত হইতেছে। তখন বিষ্ণু ও আমি, 'ইহা কি। ইহা কি।' 'এই মহাশব্দ কি। এই মহাশব্দ কি।' এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে দণ্ডায়মান হইলাম, এবং কহিলাম, [যাঁহা হইতে এই মহাশব্দ আবির্ভূত হইল, তাঁহাকে পুনঃপুনঃ নমস্কার।] অনন্তর ওঙ্কারের স্বরূপ আমাদের নয়নগোচর হইল, আমরা দেখিতে পাইলাম, লিঙ্গের দক্ষিণ দিকে সনাতন আদ্য বর্ণ অকার, উত্তরে উকার, মধ্যস্থলে মকার এবং তদুপরি নাদ-(বিন্দু), ও তদুপরি তৎসমুদায়ের সমবায় স্বরূপ ওঁকার শোভা পাইতেছে। লিঙ্গের দক্ষিণ-পার্শ্বস্থিত অকার সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায়, উত্তরস্থিত উকার পাবকের ন্যায়, এবং মধ্যভাগস্থিত মকার চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায়, তেজঃসম্পন্ন। ইহার উপরি ভাগে যাহা দৃষ্ট হইল, তাহা শুদ্ধ স্ফটিকের ন্যায় তেজঃসম্পন্ন, ইহা তুরীয় সুতরাং ত্রিগুণাতীত, অমৃত স্বরূপ, নিষ্কল, নিরুপপ্লব নির্দ্বন্দ্ব, কেবল (একমাত্র), শূন্য, বাহ্য-ভাগ ও অভ্যন্তরভাগ রহিত, বাহ্য ও অভ্যন্তরে সংস্থিত, বাহ্য ও অভ্যন্তর স্বরূপ,

আদিবহিত, মধ্যবহিত, অন্তবহিত ও আনন্দকাবণ। অকাব, উকাব মকাব, এই তিন বর্ণ তাহাতে তিন মাত্রাব্‌পে এবং নাদ অর্দ্ধমাত্রারূপে অবস্থান কবিতেছে। ইহাই শব্দব্রহ্মব্‌প অভিহিত হইযা থাকে। ঋক্ যজু ও সাম, এই তিন বেদই উহাতে অকাব, উকাব ও মকাব, এই মাত্রাত্রয় ব্‌পে অবস্থান কবিতেছে।

অনন্তব আমবা বেদবাক্য হইতেই ঐ শব্দব্রহ্মকে বিশ্বাত্মব্‌পে অবগত হই-লাম। এই সময অবধি অতীন্দ্রিযপ্রদর্শক বেদেব আবির্ভাব হইল। এই বেদ হইতেই সমুদায জগতেব পবম মঙ্গল হয। বিষ্ণু এই অতীন্দ্রিযদর্শক বেদবাক্য দ্বাবাই পবমেশ্বব সদাশিবকে জানিতে পাবিলেন।

তৎকালে যজুর্বেদ কহিলেন, ভগবান্ বুদ্র অচিন্ত্য, বাক্য ও মন তাঁহাকে প্রাপ্ত না হইযা নিবৃত্ত হয, একাক্ষব প্রণব দ্বাবা তিনিই বাচ্য। সেই একাক্ষব-বাচ্য ভগবান্ বুদ্রই পবম কাবণ, অমৃতস্বব্‌প, ঋতস্বব্‌প, সত্যস্বব্‌প, আনন্দস্বব্‌প ও পবাৎপব পবমব্রহ্ম স্বব্‌প। এই শব্দব্রহ্মস্বব্‌প একাক্ষব হইতেই অকাবস্বব্‌প ভগবান্ কনকাণ্ডজ ব্রহ্মা উৎপন্ন হইযাছেন, এবং ঐ একাক্ষব হইতেই উকাব স্বব্‌প বিষ্ণুও উৎপন্ন হইযাছিলেন, এবং ঐ একাক্ষব হইতেই মকাবস্বব্‌প ভগবান্ নীললোহিতও উৎপন্ন হযেন। ইহাব মধ্যে অকাবব্‌প ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্ত্তা, উকাবব্‌প বিষ্ণু পালনকর্ত্তা এবং মকাবব্‌প বুদ্র এতদুভযেব প্রতি অনুগ্রহকারী। এতন্মধ্যে মকাবব্‌প বিভু বীজী অর্থাৎ নিষেককর্ত্তা, অকাবব্‌প ব্রহ্মা বীজস্বব্‌প এবং উকাবব্‌প বিষ্ণু যোনিস্বব্‌প। এতৎত্রিতযেব সমষ্টি সদাশিব প্রকৃতি ও পুবুষেব অধীশ্বব, অর্থাৎ তাঁহা কর্ত্তৃকই প্রকৃতি ও পুবুষ স্ব স্ব কার্য্যে প্রবর্ত্তিত হইযা থাকে। এইব্‌পে বীজী, বীজ, যোনি ও শব্দব্রহ্মব্‌প মহেশ্বব, এই চতুষ্টয়ই প্রণবাত্মক। এতন্মধ্যে শব্দব্রহ্মস্বব্‌প বীজী মহেশ্বব স্বেচ্ছানুসাবে আপনাকে পৃথক্ কবিযা অবস্থান কবিতেছেন। এই শব্দব্রহ্মস্বব্‌প মহেশ্ববের লিঙ্গ হইতেই অকাবস্বরূপ বীজেব উৎপত্তি হইযাছিল। ঐ বীজ উকাবস্বরূপ যোনিতে নিক্ষিপ্ত হইয়া সর্বতোভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল। পবে উহা হইতে সুবর্ণময অণ্ড উৎপন্ন হইযা আদ্যবর্ণ অকাব বেষ্টন পূর্ব্বক বর্দ্ধমান হইতে লাগিল। এই দিব্য অণ্ড বহুকাল জলমধ্যে নিমগ্ন ছিল। পবে সহস্র বৎসব অতীত হইলে মহেশ্ববেব ইচ্ছায উহা দ্বিধাকৃত হইযা হিবণ্যগর্ভেব উৎপত্তি হইল। ঐ হিবণ্ময অণ্ড দ্বিখণ্ডিত হইলে উহাব উর্দ্ধভাগ দ্বাবা স্বর্গ এবং অধোভাগ দ্বাবা পাঞ্চভৌতিক পৃথিবী উৎপন্ন হইযাছে। এই অণ্ডে যে অকারস্বব্‌প চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার উৎপত্তি হইয়াছে, তিনিই সমুদায লোকেব সৃষ্টিকর্ত্তা। ইনি সত্ত্ব, বজ ও তম, এই গুণত্রয ভেদে তিন মূর্ত্তি ধাবণ কবিযাছেন। এই প্রকাবে 'ওঁ—ওঁ—' এই বাক্য দ্বাবাই উক্ত সমুদায বিষয কথিত হইযাছে। যজুর্বেদ এইব্‌প বলিলেন।

যজুর্ব্বেদের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া ঋগ্‌বেদ ও সামবেদ সাদরে কহিলেন, ব্রহ্মন্! হবে! যজুর্ব্বেদ যাহা কহিলেন, তাহাই সত্য ও সমুদায় বেদের অনুমোদিত।* তখন বিষ্ণু ও আমি তাঁহাকেই সকলের অধীশ্বর বলিয়া পরিজ্ঞাত হইলাম, এবং যথাবিহিত শ্রুতিসম্মত মন্ত্র দ্বারা সেই দেবদেব মহেশ্বরের স্তব করিতে আরম্ভ করিলাম।

অনন্তর নিরঞ্জন দেবদেব মহেশ্বর আমাদিগের স্তুতিবাদে পরিতুষ্ট হইয়া সেই লিঙ্গেই দিব্য শব্দময় রূপ ধারণ পূর্ব্বক সহাস্য ভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। অকার এই দিব্যপুরুষের মস্তক, আকার ললাট, ইকার দক্ষিণ নেত্র, ঈকার বাম নেত্র, উকার দক্ষিণ কর্ণ, ঊকার বাম কর্ণ, ঋকার দক্ষিণ কপোল, ৠকার বাম কপোল, ঌকার দক্ষিণ নাসাপুট, ৡকার বাম নাসাপুট, একার ওষ্ঠ, ঐকার অধর, ওকার ঊর্দ্ধদন্তপংক্তি, ঔকার অধোদন্তপংক্তি, অং তালুর ঊর্দ্ধদেশ, অঃ তালুর অধোদেশ, ক খ গ ঘ ঙ এই পঞ্চ অক্ষর পঞ্চ দক্ষিণ হস্ত, চ ছ জ ঝ ঞ এই পঞ্চ অক্ষর পঞ্চ বাম হস্ত, ট ঠ ড ঢ ণ এই পঞ্চ অক্ষর দক্ষিণ চরণ, ত থ দ ধ ন এই পঞ্চ অক্ষর বাম চরণ, পকার উদর, ফকার দক্ষিণ পার্শ্ব, বকার বাম পার্শ্ব, ভকার স্কন্ধদেশ, মকার হৃদয়, য র ল ব শ ষ স এই সাতটি বর্ণ সপ্ত ধাতু ¶ হকার আত্মা, এবং ক্ষকার ক্রোধ ‡।

[নির্গুণ হইয়াও সগুণ ব্রহ্মের ঈদৃশ শব্দময় রূপ দর্শন করিয়া] আমি ও বিষ্ণু বিস্ময়াবিষ্ট হৃদয়ে পুনঃপুনঃ প্রণাম করিতে লাগিলাম। পরে ভগবান্ বিষ্ণু পুনর্ব্বার ঊর্দ্ধদেশে দেখিতে পাইলেন, ওঁকার হইতে সমুৎপন্ন শুদ্ধস্ফটিক-সঙ্কাশ, পঞ্চকলা-সংযুক্ত, অষ্টত্রিংশৎ-অক্ষরাত্মক, মেধাবৃদ্ধিকর সর্ব্বধর্ম্মার্থসাধক

---

* এই স্থলে বায়ুপুরাণে আর একটি মূর্ত্তির আবির্ভাব হইয়াছে যথা ঃ—

তখন বিষ্ণু এবং আমি যার পর নাই বিস্ময়াবিষ্ট হইলাম। এইসময় আর একটি অত্যদ্ভুত সুন্দর রূপ আমাদের দৃষ্টিপথে আবির্ভূত হইল। এই মূর্ত্তি কর্পূরের ন্যায় শ্বেতবর্ণ, পঞ্চবক্ত্র, দশভুজ, নানা বিভূষণে বিভূষিত, মহাবীর্য্য, মহোদার ও মহাপুরুষ-লক্ষণাক্রান্ত। তাঁহার নানাবিধ কান্তি দ্বারা চতুর্দ্দিক্ সমুজ্জ্বল হইয়াছে।

¶ সপ্ত ধাতু যথা,—রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র।

‡ বায়ুপুরাণে, হকার নাভি এবং ক্ষকার নাদ বলিয়া বর্ণিত আছে। কোন কোন পুস্তকে ক্ষকার মেঢ্র বলিয়াও উল্লিখিত হইয়াছে।

(ঈশানঃ সর্ব্বিদ্যানাম্ ইত্যাদি) মন্ত্র শোভা পাইতেছে (১)। বিষ্ণু পরে দেখিলেন, হরিদ্বর্ণ, বশ্যকারক কলাচতুষ্টয়-যুক্ত, চতুর্ব্বিংশতি-বর্ণাত্মক, গায়ত্রীসম্ভব তৎপুরুষ মন্ত্র শোভা পাইতেছে (২) অনন্তর বিষ্ণু পুনর্ব্বার দেখিলেন, অষ্টকলাযুক্ত, অথর্ব্ববেদোক্ত, ত্রয়স্ত্রিংশৎ-অক্ষরাত্মক কৃষ্ণবর্ণ, অঘাপহ, আভিচারিক অঘোরমন্ত্র শোভা পাইতেছে (৩)। পরে তিনি পুনর্ব্বার দেখিলেন, অষ্টকলা-সংযুক্ত, পঞ্চত্রিংশৎ-অক্ষরাত্মক, শ্বেতবর্ণ, যজুর্ব্বেদীয় শান্তিকর সদ্যোজাত মন্ত্র শোভা বিস্তার করিতেছে (৪)। অনন্তর তিনি পুনর্ব্বার দেখিলেন, বালা প্রভৃতি ত্রয়োদশকলাসমন্বিত, প্রথমপাদে জগতীচ্ছ-

---

(১)—প্রমাণ যথা রহস্যেঃ—

ওঁকারবীজপ্রভবঃ কলাপঞ্চকসংযুতঃ। শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশঃ শুভমেধাবিবর্দ্ধনঃ॥ সদাশিবাখ্যো ব্যোমস্থ ঈশানঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥ ঈশান মন্ত্র যথাঃ—

ওঁ ঈশানঃ সর্ব্ববিদ্যানং ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং ব্রহ্মাধিপতির্ব্রহ্মণোঽধিপতির্ব্রহ্মা শিবো মেঽস্তু সদাশিব ওঁ।

(২) প্রমাণ যথা রহস্যে ঃ—

গায়ত্রীপ্রভবো মন্ত্রঃ স্বর্ণবর্ণশ্চতুষ্কলঃ। বশ্যকো গজবাহস্থ ঈশ্বরঃ পুরুষঃ স্মৃতঃ॥ তৎপুরুষশ্চন্দ্রবিম্বাভো ঋগ্বেদবদনোঽংশুমান্॥ তৎপুরুষমন্ত্র যথা ঃ—

ওঁ তৎপুরুষায় বিদ্মহে মহাদেবায় ধীমহি তন্নো রুদ্রঃ প্রচোদয়াৎ।

(৩)—প্রমাণ যথা রহস্যে ঃ—

অথর্ব্বপ্রভবো মন্ত্রঃ কলাষ্টকবিভূষিতঃ। আভিচারিক ইত্যর্থম্ অঞ্জনাদ্রিসমপ্রভঃ। অশেষাঘহরঃ পুংসামঘোরো রুদ্রবিগ্রহঃ॥ অঘোরমন্ত্র যথা ঃ—

ওঁ অঘোরেভ্যোঽথ ঘোরেভ্যো ঘোরাঘোরতরেভ্যশ্চ সর্ব্বতঃ সর্ব্বসর্ব্বেভ্যো নমস্তেঽস্তু রুদ্ররূপেভ্যঃ।

(৪)—প্রমাণ যথা রহস্যে ঃ—

যজুর্ব্বেদোদ্ভবো মন্ত্রঃ কলাষ্টকযুতঃ স্থিতঃ। শান্তিকৃৎ পৃথিবীসংস্থঃ সদ্যোজাতঃ পিতামহঃ॥ সদ্যোজাতমন্ত্র যথা ঃ—

ওঁ সদ্যোজাতং প্রপদ্যামি সদ্যোজাতায় বৈ নমঃ।

ভবে ভবেঽনাদিভবে ভজস্ব মাং ভবোদ্ভবায় নমঃ॥

ন্দোযুক্ত, জগতেব বৃদ্ধি ও সংহাবেব কাবণ, সামবেদসম্ভূত, লোহিতবর্ণ বামদেবমন্ত্র দেদীপ্যমান বহিয়াছে, এই মন্ত্র ষট্‌ষষ্টিবর্ণাত্মক (৫)।

ভগবান্ বিষ্ণু এই পঞ্চ মন্ত্র লাভ কবিযা জপ কবিতে আবম্ভ কবিলেন। পবে তিনি মন্ত্রমূর্ত্তি সদাশিবেব দর্শন পাইলেন। এই সদাশিব ঋক্, যজু ও সামবেদ স্বৰূপ, গীত বাদ্য প্রভৃতি চতুঃষষ্টিকলা তাঁহাব কান্তিস্বৰূপ; ঈশানমন্ত্র তাঁহাব মুকুট স্বৰূপ; তৎপুরুষমন্ত্র তাঁহার মুখ স্বৰূপ, অঘোবমন্ত্র তাঁহাব হৃদয স্বৰূপ, বামদেবমন্ত্র তাঁহাব গুহ্যদেশ স্বৰূপ, এবং সদ্যোজাতমন্ত্র তাঁহাব চরণ স্বৰূপ, মহাভোগ ভোগিবাজগণ তাঁহার শবীবেব শোভা বিস্তাব কবিতেছে। এই সদাশিবেব সর্ব্বদিকে চরণ, সব্ব´দিকে বদন, সর্ব্বদিকে নযন, এবং সর্ব্বদিকে হস্ত শোভা পাইতেছে। এই সদাশিব শব্দব্রহ্মেব অধিপতি এবং সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলযেব কাবণ। বিষ্ণু এই মন্ত্রমূর্ত্তি দর্শন কবিয়া পুনর্ব্বাব 'একাক্ষবায় রুদ্রায' *ইত্যাদি মন্ত্রে সেই ববদ মহেশ্ববেব স্তব করিতে লাগিলেন।

লোমহর্ষণ কহিলেন, অনন্তব মহাদেব, ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর স্তবে পরিতুষ্ট হইয়া কহিলেন, ব্রহ্মন্! বিষ্ণো! তোমবা সমুদায দেবতার মধ্যে শ্রেষ্ঠ; আমি দেবাদিদেব মহাদেব, তোমবা ভয় পবিত্যাগ পূর্ব্বক আমাকে দর্শন কব। পূর্ব্বে তোমবা দুই জনে আমাব এই দক্ষিণ ও বাম দুই অঙ্গ হইতে উৎপন্ন হইযাছ। এই দেখ, আমাব দক্ষিণ পার্শ্বে লোকপিতামহ

---

(৫)—প্রমাণ যথা বহস্যে :—

সামবেদভবো মন্ত্রস্ত্রযোদশকলান্বিতঃ। বামদেবঃ প্রবালাভো বারিতত্ত্বস্থিতো হরিঃ।

বামদেবমন্ত্র যথা :—

ওঁ বামদেবায নমো জ্যেষ্ঠায নমো রুদ্রায় নমঃ কালায় নমঃ কলবিকবণায় নমো বলবিকবণায় নমো বলপ্রমথনায় নমঃ সর্ব্বভূতদমনায় নমো মনোন্মনায নমঃ॥

* এই স্তবেব অনুবাদ করা আবশ্যক বোধ কবিলাম না; পরন্তু ইহার প্রমাণের মধ্যে যথাস্থলে ঐ স্তব অবিকল আদ্যোপান্ত থাকিল।

ব্রহ্মা এবং আমাব বাম পার্শ্বে বিষ্ণু (সূক্ষ্মরূপে) অবস্থান করিতেছেন, আব মধ্যে এই তৃতীয পুরুষ বিশ্বাত্মাও আমার হৃদযসম্ভূত। যাহা হউক, আমি তোমাদেব উভযের প্রতি প্রীত হইযাছি, তোমাদেব যাহা ইচ্ছা বব প্রার্থনা কব প্রদান কবিতেছি।

কৃপানিধি ভগবান্ মহেশ্বর এইরূপ বলিযা কৃপা পূর্ব্বক কবযুগল দ্বাবা বিষ্ণুকে স্পর্শ করিলেন। তখন বিষ্ণু প্রহৃষ্ট হৃদযে লিঙ্গবিবর্জ্জিত লিঙ্গস্থ মহেশ্ববকে প্রণাম কবিযা কহিলেন, ভগবান্। যদি আপনি আমাদেব প্রতি প্রসন্ন হইযা থাকেন, যদি আমাদিগকে বব প্রদান কবা আপনকাব অভিপ্রেত হয, তাহা হইলে আমরা এই প্রার্থনা করিতেছি যে, আপনকার প্রতি যেন আমাদেব অবিচলিত ভক্তি থাকে। তখন ভগবান্ চন্দ্রশেখব বিষ্ণুকে ও আমাকে তাঁহাব প্রতি অব্যভিচবিত ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রদান কবিলেন। পরে নারাযণ পুনর্ব্বাব ভূমিস্পৃষ্টজানু হইযা বিশ্বনাথকে প্রণাম পূর্ব্বক মৃদুবাক্যে কহিলেন, দেবদেব। ব্রহ্মাব সহিত আমাব যে বিবাদ উপস্থিত হইযাছিল তাহা অতি শুভজনক ও সৌভাগ্যকবই বলিতে হইবে, কাবণ আপনি সেই বিবাদ ভঞ্জনেব নিমিত্তই এখানে আবির্ভূত হইযাছেন। এই কথা বলিযা বিষ্ণু অবনত মস্তকে প্রণাম পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডাযমান হইলে মহেশ্বব সহাস্য মুখে কহিলেন, বৎস! বৎস! বিষ্ণো! তুমি সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলযেব কর্ত্তা, এক্ষণে তুমি স্থাবব জঙ্গম সমুদায জগৎ পালন কর। বিষ্ণো! আমি নিষ্কল নিবঞ্জন পবমেশ্বর হইযাও গুণত্রয় ভেদে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র এই তিন নাম ও তিনরূপে সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয কবিযা আসিতেছি। বিষ্ণো! তুমি মোহ ত্যাগ কব, এই পিতামহকে পালন কর। এই পিতামহ পাদ্মকল্পে তোমাব পুত্ররূপে উৎপন্ন হইবেন; তৎকালে তুমি এবং পিতামহ উভযেই আমাকে দেখিতে পাইবে ও আমার স্বরূপ পবিজ্ঞাত হইবে। ভগবান্ দেবদেব এই কথা বলিযাই অন্তর্হিত হইলেন। এই সময অবধিই ত্রিলোকে লিঙ্গপূজা প্রবর্ত্তিত হইযাছে।

দেবগণ ! লিঙ্গবেদী (গৌরীপট্ট) সাক্ষাৎ ভগবতী গৌরী , লিঙ্গও সাক্ষাৎ মহেশ্বর। প্রলযকালে এই লিঙ্গেই সমুদায় জগৎ লয়প্রাপ্ত হয বলিযা উহা লিঙ্গ শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে।

যিনি লিঙ্গের সমক্ষে এই লিঙ্গাখ্যান নিযত পাঠ করেন, তিনি নিশ্চয়ই শিবস্বরূপ হযেন, সন্দেহ নাই।

এক্ষণে এই শিবলিঙ্গের উৎপত্তি কোন্ সময়ে হইযাছিল, তাহাও শিবপুরাণে বিদ্বেশ্বরসংহিতায চতুর্থ অধ্যায হইতে আরম্ভ করিযা বর্ণিত আছে। এস্থলে তদ্বিষযের আলোচনা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

"পুরাকালে ব্রহ্মা ও বিষ্ণু উভযেই 'আমিই সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারকর্ত্তা এবং দেবতাদিগের মধ্যে প্রধান' এই বলিযা বিবাদ আরম্ভ হয। ক্রমশঃ উভযেই ক্রুদ্ধ হইয়া পরস্পর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েন। পরস্পর পরস্পরের প্রতি বিবিধ আযুধ বর্ষণ করিতে থাকেন। বহুকাল যুদ্ধ করিযাও কেহ কাহাকেও পরাভূত করিতে পারিতেছেন না। বিষ্ণু তখন অত্যন্ত অমর্ষযুক্ত হইয়া ভযঙ্কর ও অব্যর্থ মাহেশ্বরাস্ত্র সন্ধান করিলেন। ব্রহ্মাও তখন বিষ্ণুর বক্ষঃস্থল উদ্দেশে অব্যর্থ ও ঘোরতর পাশুপতাস্ত্র সন্ধান করিলেন। তদ্দৃষ্টে দেবগণ বিক্ষুব্ধ ও ভীতচিত্ত হইযা মহেশ্বরের নিকট গমন করিয়া যুদ্ধ-বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। মহেশ্বর তখন প্রধান অনুচরবর্গে পরিবেষ্টিত হইযা তথায় গুপ্তভাবে আকাশমার্গে অবস্থান করিতে লাগিলেন। পরস্পর হননেচ্ছু ব্রহ্মা ও বিষ্ণু যখন প্রলযাগ্নি-সদৃশ অস্ত্রদ্বয় নিক্ষেপ করিলেন, তখন তদ্দারা জগত্রয দগ্ধ হইবার উপক্রম হইল। এই সময়ে ভগবান্ শশাঙ্কশেখর ভীষণাকার অনল-স্তম্ভরূপে উভয যোদ্ধার মধ্যস্থলে আবির্ভূত হইবামাত্র ঐ অস্ত্রদ্বয অনলস্তম্ভে বিলীন হইল। এই অদ্ভুত ঘটনা সন্দর্শনে বীরাভিমানী ব্রহ্মা ও বিষ্ণু সাশ্চর্য্যে বলিলেন, একি ! এই অতীন্দ্রিয অগ্নিময় লিঙ্গ কোথা হইতে কি প্রকারে আবির্ভূত হইল। তখন উভযেই যুদ্ধে ক্ষান্ত হইযা ইহার আদি ও অন্ত নির্ণযে প্রবৃত্ত হইলেন। বিষ্ণু বরাহ মূর্ত্তি

ধাবণপূর্ব্বক পাতালতল ভেদ কবিয়া বেগে অধোদেশে গমন কবিতে লাগিলেন। এইৰূপে বহুকাল গমন করিয়া ইহাব আদি দেখিতে না পাইয়া পবিশ্রান্ত হইযা পুনবায সমবাঙ্গনে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। ব্রহ্মাও অতিবেগবান্ হংসমূর্ত্তি ধাবণ করিয়া বহুকাল উর্দ্ধদিকে ভ্রমণ কবিযাও অন্ত না পাইযা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইলেন। এমন সমযে দেখিলেন যে, নিবতিশয সৌগন্ধ্যময অদ্ভুত এক কেতকীকুসুম অধোদিকে নিপতিত হইতেছে। দেখিলে বোধ হয যে উহা বহুকাল হইতেই পতিত হইতেছে। ব্রহ্মা কেতককে জিজ্ঞাসা কবায কেতক বলিল যে আমি এই অগ্নিময স্তম্ভ মধ্যস্থিত শিবেব মস্তক হইতে নিপতিত হইতেছি। এইৰূপে বহুকাল অতিবাহিত হইযাছে, আমি এই স্তম্ভেব আদি প্রাপ্ত হই নাই। অতএব আপনি কিৰূপে ইহাব অন্ত দর্শন কবিবেন। এই লিঙ্গ অনাদি ও অনন্ত। যাহা হউক, কেতক ব্রহ্মাব অনুবোধে দেবগণ সকাশে 'ব্রহ্মা লিঙ্গেব অন্ত দর্শন কবিয়াছেন', এই মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান কবিল। ব্রহ্মা ও কেতকেব মিথ্যা বাক্যে ক্রুদ্ধ হইযা শশাঙ্ক-শেখব সেই অগ্নিলিঙ্গ হইতে আবির্ভূত হইয়া ভ্রূমধ্য হইতে নির্গত ভৈববকে আজ্ঞা করিলেন যে, তুমি এই অসত্যভাষী ব্রহ্মাব উপবিতন পঞ্চম মস্তক বিচ্ছিন্ন কর? এবং কেতককেও অভিশাপ প্রদান কবিলেন যে, অদ্য হইতে তোমার পুষ্পে আমাব পূজা হইবে না।

"প্রভু শঙ্কবকে আবির্ভূত দেখিযা ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণ নানাবিধ পবিত্র উপচাব দ্বাবা ভক্তি সহকারে শিবেব পূজা পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে নানাবিধ স্তবস্তুতি কবিযা শঙ্করকে প্রসন্ন করিলেন। সদাশিব প্রসন্ন হইযা তাঁহাদিগকে অভিলষিত বব প্রদান কবিলেন।"

এইস্থলে সপ্তম অধ্যাযে এই দিনকেই সদাশিব শিববাত্রি বলিযা বর্ণনা কবিযাছেন।

প্রমাণ যথা—ঈশ্বর উবাচ।

তুষ্টোঽহমদ্য বাং বৎসৌ পূজয়াস্মিন্ মহাদিনে।
দিনমেতৎ ততঃ পুণ্যং ভবিষ্যতি মহত্তরম্।
শিবরাত্রিরিতি খ্যাতা তিথিরেষা মম প্রিয়া॥ ইত্যাদি।—

অর্থাৎ বৎসদ্বয়! অদ্য আমি এই মহাদিনে তোমাদের পূজায় অতীব পরিতুষ্ট হইয়াছি। এক্ষণ হইতে এই দিন অতীব পবিত্র বলিয়া সমাদৃত হইবে। আমার প্রিয় এই তিথি, এখন হইতে শিবরাত্রি তিথি বলিয়া কীর্ত্তিত হইবে।

ঈশানসংহিতায় আছে যে,—

মাঘে কৃষ্ণচতুর্দ্দশ্যামাদিদেবো মহানিশি।
শিবলিঙ্গতয়োদ্ভূতঃ কোটিসূর্য্যসম প্রভঃ॥

অর্থাৎ মাঘমাসের কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীর মহানিশিতে আদিদেব মহাদেব কোটিসূর্য্যের ন্যায় আভাবিশিষ্ট শিবলিঙ্গরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এই উভয় প্রমাণ দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে শিবরাত্রিতেই শিব-লিঙ্গের আবির্ভাব ও পূজা প্রবর্ত্তিত হয়; এবং এই জন্যই শিববিষয়ে ভূতচতুর্দ্দশী বা শিবরাত্রি শ্রেষ্ঠতম তিথি। ব্যাধের কাহিনী ইহার উত্তর কালের ঘটনা, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। উক্ত কাহিনী দ্বারা ঐ তিথির মাহাত্ম্য কিরূপ, তাহাই বর্ণিত হইয়াছে।

নারদপঞ্চরাত্র, অষ্টাদশ মহাপুরাণ এবং শিবপুরাণ নামক উপ-পুরাণে শিবলিঙ্গোৎপত্তির বিষয় যেরূপ বর্ণিত আছে, আমরা ক্রমে তাহা প্রদর্শন করিলাম। এতদ্ব্যতীত, এ সম্বন্ধে অন্য কোনরূপ বিশেষ বিবরণ অষ্টাদশ মহাপুরাণ মধ্যে আমাদের নয়নগোচর হয় নাই। আমরা যে যে মহাপুরাণ হইতে উদ্ধৃত করিলাম, তদ্ব্যতীত যদিও অন্যান্য মহাপুরাণে শিবলিঙ্গোৎপত্তির বিষয় বর্ণিত আছে, কিন্তু তত্তাবৎ আমাদের উদ্ধৃত বিবরণ হইতে ভিন্নপ্রকার নহে। এস্থলে কেবল আর দুইটি বিষয়ের মাত্র সংক্ষেপে উল্লেখ করিতেছি।—

প্রথম। জনশ্রুতি আছে, আমাদের দেশের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা প্রায় সকলেই অবগত আছেন এবং কথক মহাশয়েরা কথকতার সময় বর্ণন করিয়াও থাকেন যে, সমুদ্রমন্থনের সময় অমৃত উত্থিত হইলে, অমৃত লইয়া দেবগণ ও অসুরগণের মধ্যে যখন পরস্পর ঘোরতর বিবাদ হইতে লাগিল। তৎকালে বিষ্ণু অসুরগণকে অমৃতে বঞ্চিত করিবার অভি-প্রায়ে মনোহারিণী মোহিনী মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক সেস্থানে উপস্থিত হই-লেন। অলোক-সাধারণ-অনুপম-রূপলাবণ্য-সম্পন্না মোহিনীকে অকস্মাৎ দর্শন করিবামাত্র সুরাসুরগণ সকলেই একান্ত বিমোহিত ও মুর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। পরন্তু মহাদেব ক্ষণকাল পরেই চৈতন্য লাভ পূর্ব্বক কামবাণে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া আলিঙ্গন করিবার নিমিত্ত দুই বাহু প্রসারণ পূর্ব্বক মোহিনীর অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।

মোহিনীমূর্ত্তিধারী বিষ্ণু ভূতনাথের ভাবগতিক দেখিয়া পলায়নে প্রবৃত্ত হইলেন। ভগবান্ চন্দ্রশেখরও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইতে লাগিলেন। মোহিনী, স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল যে স্থানে যান, সেই স্থানেই দেখেন, ভগবান্ নীললোহিত আলিঙ্গন করিবার নিমিত্ত হস্ত উত্তোলন করিয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছেন। যাহা হউক, মহেশ্বর কোনক্রমেই মোহিনীকে ধরিতে পারিলেন না। পরে তিনি বৃদ্ধতানিবন্ধন একান্ত ক্লান্ত ও শ্রান্ত হইয়া একস্থানে উপবেশন পূর্ব্বক ক্রমাগত লিঙ্গ বৃদ্ধি করিতে আরম্ভ করিলেন। মোহিনী-রূপধারী বিষ্ণু, স্বর্গ মর্ত্ত্য ও পাতাল যেখানে গমন করেন. সেখানেই দেখেন, শিবলিঙ্গ বর্দ্ধমান হইয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছে। তখন তিনি কোন স্থানে নিস্তার না পাইয়া পরিশেষে চক্র দ্বারা লিঙ্গছেদনে প্রবৃত্ত হইলেন, শিবলিঙ্গ যত বৃদ্ধি হয়, মোহিনীরূপ বিষ্ণুও ততই ছেদন করেন। এইরূপ স্বর্গ মর্ত্ত ও পাতাল সমুদায় শিবলিঙ্গে পরি-পূরিত হইয়া পড়িল।

শিবলিঙ্গের উৎপত্তি বিষয়ে ঈদৃশ বর্ণনা আমরা রামায়ণ, মহাভারত বা অষ্টাদশ মহাপুরাণ মধ্যে কোথাও প্রাপ্ত হইলাম না। পরন্তু

"নহ্যমূলা জনশ্রুতিঃ" জনশ্রুতি কখনই অমূলক হইতে পারে না। অতএব এই বৃত্তান্ত আমাদের অপরিজ্ঞাত কোন উপপুরাণ মধ্যে থাকিতে পারে।

দ্বিতীয়। কালিকাপুরাণ নামক একখানি উপপুরাণে শিবলিঙ্গোৎপত্তি বিষয়ে বর্ণিত আছে যে, সতী-বিয়োগের পর মহেশ্বর সতীদেহ স্কন্ধে লইয়া যে সময় ত্রিভুবন পরিভ্রমণ করেন, সে সময় ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শনৈশ্চরের সমবেত চেষ্টায় সতীর এক এক অঙ্গ এক এক স্থানে নিপতিত হইতে লাগিল। পরে মহেশ্বর নিজ স্কন্ধ সতীদেহশূন্য দেখিয়া যে স্থানে সতীর মস্তক নিপতিত হইয়াছিল, সেই স্থানে শোকার্ত্ত হৃদয়ে উপবিষ্ট হইলেন। তৎকালে ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণ, সদাশিবকে সান্ত্বনা করিবার নিমিত্ত দূর হইতে সান্ত্বনাবাক্য প্রয়োগ করিতে করিতে তাঁহার নিকট গমন করিতে লাগিলেন। ভূতনাথ তদ্দর্শনে শোক ও লজ্জাক্রমে প্রস্তরময় লিঙ্গরূপ ধারণ করিয়া অবস্থান করিলেন। এইরূপে মহাদেব লিঙ্গরূপ হইলে ব্রহ্মাদি দেবগণ সকলেই সেই লিঙ্গরূপী ত্রিলোচনের স্তব করিতে লাগিলেন। (কালিকাপুরাণের মতানুসারে) এই অবধি লিঙ্গপূজা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

যাহা হউক, এই প্রকারে লিঙ্গোৎপত্তি বিষয়ে নানা পুরাণে নানা প্রকার মতভেদ দৃষ্ট হইতেছে। এই সমুদায় ভিন্ন ভিন্ন মতের কিরূপে সামঞ্জস্য সাধন হয়, তাহা অধ্যাত্মদর্শী মহাত্মগণ অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন। পরন্তু সাধারণের অবগতির নিমিত্ত এই রূপক বর্ণন সমুদায়ের সামঞ্জস্য করিয়া আর অধিক গ্রন্থ বৃদ্ধি করা আমাদের তাদৃশ অভিপ্রেত নহে। যাঁহার যেরূপ জ্ঞান, তিনি তদনুসারে মীমাংসা পূর্ব্বক ইহার মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিয়া লইবেন। বিশেষতঃ আমাদিগের প্রাচীন শাস্ত্রকারেরা মূল সূক্ষ্ম বিষয় ব্যক্ত না করিয়া রূপকাদি রূপে যে স্থূলরূপ ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন, তাহার বিশেষ প্রয়োজন, উপকারিতা ও গূঢ় সদভিসন্ধি আছে। এস্থলে আমরাও প্রাচীন মহর্ষিগণের

অবলম্বিত পথেব অনুসরণ কবিলাম, তদ্‌বিপবীতাচবণ করা কোন ক্রমেই যুক্তিসঙ্গত বোধ করিলাম না। তবে এস্থলে এই মাত্র বক্তব্য যে, আমরা এই প্রস্তাবেব প্রথমেই স্কন্দপুরাণ হইতে যাহা উদ্ধৃত কবিযাছি—

আকাশং লিঙ্গমিত্যাহুঃ পৃথিবী তস্য পীঠিকা।
আলযঃ সর্ব্বদেবানাং লয়নাল্লিঙ্গমুচ্যতে

এই মূলসূত্র অবলম্বন পূর্ব্বক চিন্তা ও ধ্যান কবিলেই বুদ্ধিমান পাঠকগণ রূপক বর্ণনাব মূল কাবণ এক প্রকার হৃদযঙ্গম করিতে পাবিবেন।

যাহা হউক. শিবলিঙ্গ যে কি, কি নিমিত্তই বা সকলে ইহা পূজা কবেন, এবং কোন্ সময় হইতেই বা ইহাব পূজা প্রবর্ত্তিত হইযাছে, তাহা এক প্রকাব কথিত হইল। অতঃপব, অনেকেব অনুরোধে শিবলিঙ্গেব প্রকাবভেদ ও বাণলিঙ্গেব উৎপত্তি প্রভৃতি যথাসম্ভব সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়া এই প্রস্তাব শেষ কবিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

এই শিবলিঙ্গ দুই প্রকাব, অকৃত্রিম ও কৃত্রিম। স্বযম্ভু লিঙ্গ, বাণলিঙ্গ প্রভৃতিকে অকৃত্রিম লিঙ্গ বলে এবং ধাতু প্রস্তব প্রভৃতি দ্বারা নির্ম্মিত লিঙ্গকে কৃত্রিম লিঙ্গ বলা যায।

এই কৃত্রিম ও অকৃত্রিম উভযবিধ লিঙ্গই আবার দুই প্রকাব, চল ও অচল। যে লিঙ্গকে স্থানান্তবিত করিতে পারা যায়, তাহাকে সচল বা চল লিঙ্গ বলে। আর যাহাকে স্থানান্তরিত কবিতে না পাবা যায়, তাহাকে অচল লিঙ্গ বলা হইযা থাকে। কৃত্রিম লিঙ্গের মধ্যে যাহা মন্দিবাদিতে স্থাপিত, তাহাই অচল।

যথা সিদ্ধান্তশেখবে—

তল্লিঙ্গং দ্বিবিধং জ্ঞেয়মচলঞ্চ চলং তথা।
প্রাসাদে স্থাপিতং লিঙ্গমচলং তচ্ছিলাদিজম্॥

অকৃত্রিম শিবলিঙ্গ আবাব পাঁচ প্রকাব। যথা—

১। স্বযম্ভুলিঙ্গ। ২। দৈবলিঙ্গ। ৩। গোললিঙ্গ। ৪ আর্ষলিঙ্গ। ৫। মানসলিঙ্গ।

যথা সিদ্ধান্তশেখরে—

পঞ্চধা তৎ স্থিতং লিঙ্গং স্বযম্ভুদৈবগোলকম্।
আর্ষঞ্চ মানসং লিঙ্গং তেষাং লক্ষণমুচ্যতে॥

১। স্বয়ম্ভুলিঙ্গ-লক্ষণ যথা—

যে লিঙ্গে নানা ছিদ্র ও নানা বর্ণ আছে, যাহা কর্কশ এবং ভূগর্ভ মধ্যে যাহার মূল দৃষ্ট হয না, তাহাই স্বযম্ভুলিঙ্গ বলিযা বিখ্যাত। স্বযম্ভুলিঙ্গ এরূপ না হইলে তাহাকে লক্ষণচ্যুত বলা যায এই স্বযম্ভুলিঙ্গ নানাপ্রকার। যে স্বযম্ভুলিঙ্গের মস্তক শঙ্খের ন্যায, তাহা বৈষ্ণবলিঙ্গ বলিযা বিখ্যাত। যে স্বযম্ভুলিঙ্গের মস্তক পদ্মের ন্যায়, তাহা ব্রাহ্মলিঙ্গ। যাহার মস্তক ছত্রের ন্যায, তাহা ঐন্দ্রলিঙ্গ। যাহার দুইটি মস্তক, তাহা আগ্নেয়লিঙ্গ। যে লিঙ্গে তিনটি পদচিহ্ন, তাহা যাম্যলিঙ্গ। যাহার আকৃতি খড়্গের ন্যায, তাহা নৈর্ঋতলিঙ্গ। যাহার আকৃতি কলসের ন্যায, তাহা বারুণলিঙ্গ। যাহাতে ধ্বজচিহ্ন আছে তাহা বাযবীযলিঙ্গ। যাহাতে গদাচিহ্ন আছে, তাহা কৌবের-লিঙ্গ। এবং যাহাতে ত্রিশূলচিহ্ন আছে, তাহা ঈশানলিঙ্গ বলিযা নির্দ্দিষ্ট হইযা থাকে। এইরূপে দশ দিক্‌পাল হইতে দশবিধ স্বযম্ভুলিঙ্গ প্রকাশিত হইযাছে। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য দেবতার চিহ্নে চিহ্নিত অনেক প্রকার স্বযম্ভুলিঙ্গও দেখিতে পাওযা যায়।

যথা সিদ্ধান্তশেখরে—

নানাচ্ছিদ্রসুসংযুক্তং নানাবর্ণসমন্বিতম্।
অদৃষ্টমূলং যল্লিঙ্গং কর্কশং ভুবি দৃশ্যতে॥
তল্লিঙ্গন্তু স্বয়ম্ভুতমপরং লক্ষণচ্যুতম্।
স্বয়ম্ভুলিঙ্গমিত্যুক্তং তচ্চ নানাবিধং মতম্॥
শঙ্খাভমস্তকং লিঙ্গং বৈষ্ণবং তদুদাহৃতম্।
পদ্মাভমস্তকং ব্রাহ্মং ছত্রাভং শাক্রমুচ্যতে॥

শিরোযুগ্মং তথাগ্নেয়ং ত্রিপদং যাম্যমীরিতম্।
খড়্গাভং নৈর্ঋতং লিঙ্গং বারুণং কলসাকৃতি ॥
বায়ব্যং ধ্বজবল্লিঙ্গং কৌবেরন্তু গদান্বিতম্।
ঈশানস্থ ত্রিশূলাভং লোকপালাদিনিঃসৃতম্ ॥
স্বয়ম্ভুলিঙ্গমাখ্যাতং সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদৈঃ ॥

২। দৈবলিঙ্গ যথা :—

যাহাতে করপুটের চিহ্ন আছে, যাহা শূল টঙ্ক ও চন্দ্রকলায় বিভূষিত যাহাতে রেখা ও ছিদ্র রহিয়াছে, যাহা উন্নতানত ও দীর্ঘাকার, পরন্তু যাহাতে ব্রহ্মভাগ, বিষ্ণুভাগ ও রুদ্রভাগের লক্ষণ নাই * তাহার নাম দৈবলিঙ্গ

যথা সিদ্ধান্তশেখরে—

করসংপুটসংস্পর্শং শূলটঙ্কেন্দুভূষিতম্।
রেখাকোটরসংযুক্তং নিম্নোন্নতসমন্বিতম্ ॥
দীর্ঘাকারঞ্চ যল্লিঙ্গং ব্রহ্মভাগাদিবর্জ্জিতম্।
লিঙ্গং দৈবমিতি প্রোক্তং—

৩। আধুনা গোললিঙ্গলক্ষণ বলিতেছি।—যাহার আকার কুষ্মাণ্ড ফলের ন্যায়, নাগরঙ্গ ফলের ন্যায়, অথবা কাকডিম্ব ফলের ন্যায়, তাহাই গোললিঙ্গ বা গোলকলিঙ্গ শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে।

যথা সিদ্ধান্তশেখরে—

—গোলকং প্রোচ্যতেঽধুনা ॥
কুষ্মাণ্ডস্থ ফলাকারং নাগরঙ্গফলোপমম্।
কাকডিম্বফলাকারং গোললিঙ্গমিতীরিতম্ ॥

---

* শিবলিঙ্গের গৌরীপট্টের উপরিভাগকে রুদ্রভাগ কহে, গৌরীপট্ট প্রদেশকে বিষ্ণুভাগ বলা যায়, এবং গৌরীপট্টের নিম্নদেশকে ব্রহ্মভাগ বলা হইয়া থাকে। যে লিঙ্গে গৌরীপট্ট দৃষ্ট হয় না, তাদৃশ লিঙ্গে উক্ত ভাগত্রয় থাকিবার সম্ভাবনাই নাই। সুতরাং এই ভাগত্রয়-বিবর্জ্জিত যথোক্ত লক্ষণাক্রান্ত লিঙ্গকেই দৈবলিঙ্গ বলা যায়।

৪। আর্ষলিঙ্গলক্ষণ যথা। যাহাতে ব্রহ্মসূত্রের (যজ্ঞোপবীতের) লক্ষণ আছে, যাহার মূলদেশ স্থূল, অথচ যে লিঙ্গের আকৃতি নারিকেল ফলের সদৃশ, অথবা যাহার মধ্যদেশ স্থূল, অথচ যে লিঙ্গ কপিত্থ-ফল-সদৃশ, বা তালফলসদৃশ, তাহাকে আর্ষলিঙ্গ অথবা ঋষিবাণলিঙ্গ বলা যায়। এতন্মধ্যে স্থূলমধ্য লিঙ্গই শ্রেষ্ঠ।

যথা সিদ্ধান্তশেখরে—

নারিকেলফলাকারং ব্রহ্মসূত্রবিবর্জ্জনম্‌।
মূলে স্থূলঞ্চ যল্লিঙ্গং কপিত্থফলসন্নিভম্‌॥
তালস্য বা ফলাকারং মধ্যে স্থূলঞ্চ যদ্ভবেৎ।
মধ্যে স্থূলং বরং লিঙ্গম্‌ ঋষিবাণমুদাহৃতম্‌॥

৫। মানসলিঙ্গ। এই মানসলিঙ্গ তিন প্রকার;—(১) রৌদ্রলিঙ্গ, (২) শিবনাভিলিঙ্গ (৩) বাণলিঙ্গ।

(১) রৌদ্রলিঙ্গ-লক্ষণ যথা:—

বীরমিত্রোদয়ে কথিত হইয়াছে যে, নদীবেগে প্রস্তরদ্বয় যদি পরস্পর ঘর্ষিত সমতল ও স্নিগ্ধ হয়, তাহা হইলে সেই নদীসম্ভূত লিঙ্গকে রৌদ্র-লিঙ্গ বলা যায়। সমুচ্চয়েও কথিত হইয়াছে যে, সরিৎপ্রবাহ হইতে যাহার উৎপত্তি, যাহার আকৃতি বাণলিঙ্গসদৃশ, তাহাও রৌদ্রলিঙ্গ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। যাহা নর্ম্মদানদীর স্রোতেও এইরূপে উৎপন্ন হইয়া বাণলিঙ্গের আকৃতি ধারণ করে, তাহাও একপ্রকার রৌদ্রলিঙ্গ। এই রৌদ্রলিঙ্গ চারি প্রকার; শ্বেতবর্ণ, রক্তবর্ণ, পীতবর্ণ, ও কৃষ্ণবর্ণ। শ্বেতবর্ণ লিঙ্গ ব্রাহ্মণের পূজ্য, রক্তবর্ণ লিঙ্গ ক্ষত্রিয়ের পূজ্য, পীতবর্ণ লিঙ্গ বৈশ্যের পূজ্য, এবং কৃষ্ণবর্ণ লিঙ্গ শূদ্রাদির পূজ্য। পরন্তু সর্ব্বজাতীয় ব্যক্তিই কৃষ্ণবর্ণ লিঙ্গ পূজা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিতে পারে। এই রৌদ্রলিঙ্গ যদ্যপি নর্ম্মদানদী-সম্ভূত হয়, তাহা হইলেই বাণলিঙ্গের ন্যায় ফলপ্রদায়ক হইয়া থাকে।

যথা বীরমিত্রোদয়ে—

নদীসমুদ্ভবং রৌদ্রমন্যোন্যস্য বিঘর্ষণাৎ।
নদীবেগাৎ সমং স্নিগ্ধং সঞ্জাতং রৌদ্রমুচ্যতে ॥

যথা চ সমুচ্চয়ে—

সরিৎপ্রবাহসংস্থানং বাণলিঙ্গসমাকৃতি।
তদন্যদপি বোদ্ধব্যং রৌদ্রলিঙ্গং সুখাবহম্ ॥
নদীসাবনর্ম্মদায়াং বাণলিঙ্গসমাকৃতি।
তদন্যদপি বোদ্ধব্যং লিঙ্গং রৌদ্রং ভবিষ্যতি ॥
রৌদ্রলিঙ্গং তথাখ্যাতং বাণলিঙ্গসমাকৃতি।
শ্বেতং রক্তং তথা পীতং, কৃষ্ণং বিপ্রাদিপূজিতম্ ॥
স্বভাবাৎ কৃষ্ণবর্ণং বা সর্ব্বজাতিষু সিদ্ধিদম্।
নর্ম্মদাসম্ভবং রৌদ্রং বাণলিঙ্গবদীরিতম্ ॥

(২) শিবনাভিলিংগ তিন প্রকার, উত্তম মধ্যম ও অধম। যে শিবনাভিলিংগের উচ্চতা চারি অঙ্গুলি পরিমিত, যাহাতে রমণীয় বেদিকা সংযুক্ত আছে, শাস্ত্রদর্শী মহর্ষিগণ তাহাকেই উত্তম শিবনাভিলিংগ বলেন। যে লিংগের পরিমাণ ইহার অর্দ্ধ, তাহা মধ্যম, এবং যাহার পরিমাণ তাহারও অর্দ্ধ, তাহা অধম বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। মহর্ষিগণ শিবনাভিলিঙ্গের পূজা করিয়াছিলেন। এই শিবনাভিময় লিঙ্গ, সমুদায় লিংগ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। অতএব সকলেরই যথাবিধানে ইহার পূজা করা কর্ত্তব্য।

যথা বীরমিত্রোদয়ে—

উত্তমং মধ্যমধমং ত্রিবিধং লিঙ্গমীরিতম্।
চতুরঙ্গুলমুৎসেধে রম্যবেদিকমুত্তমম্ ॥
উত্তমং লিঙ্গমাখ্যাতং মুনিভিঃ শাস্ত্রকোবিদৈঃ।
তদর্দ্ধং মধ্যমং প্রোক্তং তদর্দ্ধমধমং স্মৃতম্ ॥
শিবনাভিময়ং লিঙ্গং প্রতিপূজ্য মহর্ষিভিঃ।
শ্রেষ্ঠঞ্চ সর্ব্বলিঙ্গেভ্যস্তস্মাৎ পূজ্যং বিধানতঃ ॥

(৩) এক্ষণে বাণলিংগ বিবরণ কথিত হইতেছে ঃ—

নর্ম্মদানদীর স্রোতোমধ্যস্থিত সচল স্বয়ম্ভুলিংগকে বাণলিংগ বলা যায়। এই বাণলিংগে সর্ব্বদা সদাশিবের অধিষ্ঠান। কথিত আছে, শিবের প্রসাদ ভক্ষণ করিলে শত চান্দ্রায়ণব্রতরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়; পরন্তু বাণলিংগার্পিত বস্তুতে গ্রাহ্যাগ্রাহ্য বিচার নাই. অন্ন বা জল যে কোন বস্তু বাণলিংগের মস্তকে অর্পিত হইবে; তাহাই প্রসাদরূপে গ্রহণ করা যাইবে। রুদ্রাক্ষ ও শিবলিঙ্গ যত স্থূল হয়, ততই প্রশস্ত; পরন্তু শালগ্রাম ও বাণলিঙ্গ যত সূক্ষ্ম হইবে, ততই উৎকৃষ্ট।

যথা মেরুতন্ত্রে—

নর্ম্মদাজলমধ্যস্থং বাণলিঙ্গমিতি স্মৃতম্।
বাণলিঙ্গে স্বয়ম্ভুতে চান্দ্রকান্তাহ্বয়ং স্থিতম্॥
চান্দ্রায়ণশতং কার্য্যং শম্ভোর্নৈবেদ্যভক্ষণাৎ।
গ্রাহ্যাগ্রাহ্যবিভাগোঽয়ং বাণলিঙ্গে ন বিদ্যতে॥
তদর্পিতং জলং বান্নং গ্রাহ্যং প্রসাদসংজ্ঞয়া॥
রুদ্রাক্ষং শিবলিঙ্গঞ্চ স্থূলাৎ স্থূলং প্রশস্যতে।
শালগ্রামো নার্ম্মদঞ্চ সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মং বিশিষ্যতে॥

বাণলিঙ্গ-পূজা-মাহাত্ম্য যথা।—কোমল বস্তু দ্বারা বিনির্ম্মিত লিঙ্গের মধ্যে পার্থিব লিঙ্গই শ্রেষ্ঠ, এবং কঠিন বস্তু দ্বারা নির্ম্মিত লিঙ্গের মধ্যে পাষাণ-নির্ম্মিত লিঙ্গই প্রশস্ত। পরন্তু পাষাণ-নির্ম্মিত লিঙ্গ অপেক্ষা স্ফটিক-নির্ম্মিত লিঙ্গ, স্ফাটিক লিংগ অপেক্ষা পদ্মরাগমণি-নির্ম্মিত লিংগ, পদ্মরাগমণি-লিংগ অপেক্ষা কাশ্মীর-নির্ম্মিত-লিংগ, কাশ্মী-লিংগ অপেক্ষা পুষ্পরাগমণি-নির্ম্মিত লিংগ, পুষ্পরাগ-লিংগ অপেক্ষা ইন্দ্রনীলমণি-লিংগ, ইন্দ্রনীলমণি-লিংগ অপেক্ষা গোমেদ নির্ম্মিত লিংগ, গোমেদ লিংগ অপেক্ষা বিদ্রুম-নির্ম্মিত লিংগ, বিদ্রুমলিংগ অপেক্ষা মুক্তা-নির্ম্মিত লিংগ, মৌক্তিক লিংগ অপেক্ষা রজত-নির্ম্মিত লিংগ, রাজত লিংগ অপেক্ষা সুবর্ণ-নির্ম্মিত লিংগ, সৌবর্ণ লিংগ অপেক্ষা হীরক-নির্ম্মিত লিংগ, হীরক-লিংগ অপেক্ষা

পাবদ-নির্ম্মিত লিংগ, এবং পারদ-লিংগ অপেক্ষা বাণলিংগই সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ, বাণলিংগ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ লিংগ আব নাই।

যথা মেরুতন্ত্রে—

কোমলেষু তু লিঙ্গেষু পার্থিবং শ্রেষ্ঠমুচ্যতে।
কঠিনেষু তু পাষাণং পাষণাৎ স্ফাটিকং পরম্॥
স্ফাটিকাৎ পদ্মরাগঞ্চ কাশ্মীবং পদ্মবাগতঃ।
কাশ্মীরাৎ পুষ্পবাগোত্থম্ ইন্দ্রনীলোদ্ভবং ততঃ॥
ইন্দ্রনীলাচ্চ গোমেদং গোমেদাদ্‌বিদ্রুমোদ্ভবম্।
বিদ্রুমান্মৌক্তিকং শ্রেষ্ঠং তস্মাৎ শ্রেষ্ঠন্তু রাজতম্॥
হৈবণ্যং রাজতাৎ শ্রেষ্ঠং হৈবণ্যাদ্ধীরকং ববম্।
হীবকাৎ পাবদং শ্রেষ্ঠং বাণলিংগং ততঃ পবম্॥

সূতসংহিতায আছে যে, এক কোটি রত্নলিঙ্গ পূজায যে ফল, একটি বাণলিঙ্গ পূজায সেই ফলই প্রাপ্ত হওযা যায, এবং একটি পাবদলিঙ্গ পূজায এক কোটি বাণলিঙ্গ পূজাব সদৃশ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায। যথা সূতসংহিতায—

সংস্থাপ্য শ্রীবাণলিঙ্গং রত্নকোটিগুণং ভবেৎ।
রসলিঙ্গে ততো বাণাৎ ফলং কোটিগুণং স্মৃতং॥

পূর্ব্বোক্ত মেরুতন্ত্রোক্ত বচনে দৃষ্ট হয় যে, পাবদলিঙ্গ অপেক্ষা বাণলিঙ্গ শ্রেষ্ঠ। যুক্তি দ্বাবা অনুমিত হয় যে, কৃত্রিম পাবদলিঙ্গ অপেক্ষা অকৃত্রিমতাহেতু বাণলিঙ্গই শ্রেষ্ঠ। অন্যদিকেও দৃষ্ট হয যে, পাবদ শিববীর্য্য, অতএব পারদলিঙ্গ কৃত্রিম হইলেও শ্রেষ্ঠতায় ন্যূন নহে। এতদ্বারা ইহাই বিবেচিত হয় যে, উক্ত উভযবিধ লিঙ্গেব শ্রেষ্ঠতায বিশেষ পার্থক্য নাই।

এই বাণলিঙ্গের উৎপত্তি সূতসংহিতায় যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, তাহাব তাৎপর্য্য যথা। ভৈবব বলিতেছেন। পূর্ব্বকালে বাণ নামক অসুর শিবের অতীব বল্লভ, শিবপূজায নিযত নিবত ও একান্ত অনুরক্ত

এবং জিতক্রোধ ছিলেন। তিনি সর্ব্বসুলক্ষণ-সম্পন্ন ও শিবশাস্ত্রে অতীব পারদর্শী হইয়াছিলেন। তিনি প্রতিদিন স্বয়ং যথোক্ত-লক্ষণ-সম্পন্ন শিবলিংগ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজা করিতেন। এইরূপে দিব্য শত বৎসর অতীত হইলে ভক্তবৎসল দয়াময় শঙ্কর প্রত্যক্ষ হইলেন এবং কহিলেন, বাণ! আমি তোমার প্রতি পরিতুষ্ট হইয়াছি, তুমি কি বর প্রার্থনা কর, বল। শঙ্করের বাক্য শ্রবণ করিয়া বাণ কহিলেন, ভগবন্! যদি আপনি এই দীনহীন হতভাগ্যের প্রতি পরিতুষ্ট হইয়া থাকেন, তাহা হইলে যাহা আমার অভিপ্রেত, সেই বর প্রদান করুন। দেবদেব! আমি প্রতিদিন লিংগ নির্ম্মাণ করিতে অনেক ক্লেশ ভোগ করিয়াছি;—মহেশ্বর। শাস্ত্রের মর্ম্ম অতীব দুর্জ্ঞেয়; বিশেষতঃ যিনি শাস্ত্রের মর্ম্ম অবগত আছেন, এরূপ ব্যক্তিও সুদুর্লভ, সুতরাং শাস্ত্রানুসারে শুভলক্ষণসম্পন্ন লিংগ নির্ম্মাণ করিতে আমার দিন দিন যথেষ্ট কষ্ট হইয়াছে। অতএব চন্দ্রশেখর! আপনি যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমাকে কতকগুলি সুলক্ষণসম্পন্ন লিংগ প্রদান করুন, আপনকার প্রদত্ত ঐ লিংগ পূজা করিয়া যেন আমার সমুদায় কামনা পূর্ণ হয় ও আমি সর্ব্বতোভাবে কৃতার্থ হই। আপনি যদি রসকলে হিতের নিমিত্ত এইরূপ লিংগ প্রদান করেন, তাহা হইলে সমুদায় মনুষ্যের প্রতি অনুকম্পা এবং আমার প্রতি প্রসন্নতা প্রকাশ করা হয়।

পরমকারণ সদাশিব বাণের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া কৈলাস-শিখরে গমন পূর্ব্বক চতুর্দ্দশ কোটি লিংগ নির্ম্মাণ করিলেন; এই সমুদায় লিংগই সিদ্ধ লিংগ, ইহা পূজা করিলে মনুষ্য মাত্রেরই অভ্যুদয় হয়। মহেশ্বর এইরূপ সর্ব্বসুলক্ষণ-সম্পন্ন লিংগ প্রস্তুত করিয়া বাণাসুরের নিকট সমর্পণ করিলেন। বাণ অক্ষয়ফলপ্রদ সেই সমুদায় লিংগ ক্রমশঃ প্রতিদিন প্রতিষ্ঠা করিয়া পরম ভক্তি ও প্রীতি সহকারে পূজা করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি সেই তদ্ভাবাপন্ন প্রতিষ্ঠিত লিংগ নিজ

পুরীতে লইয়া গিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমি এই লিংগ সমুদায় যে প্রতিষ্ঠা করিলাম, ইহা যদি অক্ষয় হইল, তাহা হইলে সমুদায়, মনুষ্যের সিদ্ধির নিমিত্ত স্থানে স্থানে প্রবল স্রোতোমধ্যে এই সমুদায় লিংগ রক্ষা করা যাউক। বাণাসুর এইরূপ বিবেচনা করিয়া কালিকাগর্ত্তে তিন কোটি, শ্রীশৈলে তিন কোটি, কণ্বকাশ্রমে এক কোটি, মাহেশ্বরক্ষেত্রে এক কোটি, কন্যাতীর্থে এক কোটি, মহেন্দ্রপর্ব্বতে এক কোটি, নেপালে এক কোটি এবং (লিংগাদ্রি প্রভৃতিতে অবশিষ্ট তিন কোটি) সেই লিংগ সঞ্চিত রাখিলেন। এই লিংগ বাণাসুরের পূজার নিমিত্ত নির্ম্মিত হইযাছিল, এই নিমিত্ত ইহা বাণলিংগ নামে বিখ্যাত হইযাছে। অথবা, বাণ শব্দের অর্থ সদাশিব, যে লিংগ সদাশিব কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইযাছে তাহাই বাণলিংগ শব্দে অভিহিত হয়। *

* কোন কোন তন্ত্রে কথিত আছে যে, বাণাসুর যখন শিবের নিকট বর লইয়া চতুর্দ্দশ কোটি লিঙ্গ প্রাপ্ত হইয়া পূজা করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন সমুদয় দেবতাই স্ব স্ব পদচ্যুতি ভয়ে ভীত হইয়া মহেশ্বরের আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন; এবং প্রত্যেক দেবতাই বরগ্রহণকালে এক এক কোটি করিয়া লিঙ্গ গ্রহণ পূর্ব্বক পূজা করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই সমস্ত লিঙ্গও বাণ অর্থাৎ সদাশিব কর্ত্তৃক নির্ম্মিত বলিয়া বাণলিঙ্গ নামে বিখ্যাত হইয়াছে। বানাসুর যে যে স্থানে লিঙ্গ সঞ্চিত করিয়াছিলেন, দেবগণও সেই সেই স্থানে স্ব স্ব প্রতিষ্ঠিত ও পূজিত লিঙ্গ স্থাপন করিলেন। পরন্তু যে যে দেবতা যে যে বাণলিঙ্গ পূজা করিয়াছেন, সেই সেই দেবতার নামেই সেই সেই বাণলিঙ্গ পরিচিত হইয়া থাকেন। যথাঃ— ঐন্দ্রলিঙ্গ, বায়ুলিঙ্গ, বিষ্ণুলিঙ্গ, কুবেরলিঙ্গ, ব্রহ্মলিঙ্গ, অগ্নিলিঙ্গ, বারুণলিঙ্গ, যাম্যলিঙ্গ, শনৈশ্চরলিঙ্গ চন্দ্রলিঙ্গ ইত্যাদি।

যথা সূতসংহিতাযাং ভৈরববাক্যম্ ।

বাণাসুরঃ পুরা ভদ্রে শিবস্যাতীব বল্লভঃ ।
জিতক্রোধোঽনুরক্তশ্চ শিবপূজাবিধৌ রতঃ ॥
বহ্নিজ্ঞো নিপুণশ্চৈব শিল্পজ্ঞো লক্ষণান্বিতঃ ।
দিনে দিনে স্বয়ং কৃত্বা লিঙ্গং স্থাপ্য প্রপূজয়েৎ ॥
এবং বর্ষশতং দেবি দিব্যমানেন পূজয়েৎ ।
তদা তদ্ভক্তিসুলভঃ প্রত্যক্ষঃ শঙ্করোঽভবৎ ॥

শঙ্কর উবাচ ।

তুষ্টোঽহং তব হে বাণ বরং ব্রূহি কিমিচ্ছসি ।
শঙ্করস্য বচঃ শ্রুত্বা বাণো বচনমব্রবীৎ ॥
যদি তুষ্টোঽসি হীনায মহ্যং ত্বং মন্দভাগিনে ।
ক্লিষ্টোঽহং তব দেবেশ লিঙ্গং কৃত্বা দিনে দিনে ।
তত্তল্লক্ষণসংসিদ্ধলক্ষণং শাস্ত্রনির্ম্মিতম্ ॥
শাস্ত্রার্থো দুর্লভো দেব সিদ্ধার্থশ্চ সুদুর্লভঃ ।
তস্মাত্ত্বং যদি মে তুষ্টো লিঙ্গং দেহি সুলক্ষণম্ ॥
সর্ব্বকামকৃতার্থঞ্চ সর্ব্বসত্ত্বানুকম্পনম্ ।
সর্ব্বেষাঞ্চ হিতার্থায প্রসাদং কুরু শঙ্কর ॥
ইত্যেবং বচনং তস্য শিবঃ পরমকারণম্ ।
শ্রুত্বা কৈলাসমূর্দ্ধানং শঙ্করেণ বিনির্ম্মিতাঃ ॥
লিঙ্গানাং কোটিসংখ্যাশ্চ তথা চৈব চতুর্দ্দশ ।
সিদ্ধলিঙ্গং তদা তত্তৎ সর্ব্বং সদোদয়ং স্বযম্ ॥
আযোজ্যৈবং সুসম্পূর্ণং বাণস্য চ সমর্পিতম্ ।
অক্ষয্যফলদং বাণং স্থাপ্যমানঞ্চ নিত্যশঃ ॥
সংপূজ্য বাণঃ সদ্ভাবং কৃত্বা প্রণযনন্তদা ॥
তদ্ভাবং স্বপুরং নীত্বা ন্যূনং চিন্তযতে শুচিঃ ॥
অক্ষয্যং যদি সংসিদ্ধংস্থাপ্যমানং দিনে দিনে ।
সত্ত্বানাং সিদ্ধিহেত্বর্থং বাণস্থানে সুসংবয়ে ॥
লিঙ্গানাং কালিকাগর্ত্তে সঞ্চিতাস্তু ত্রিকোটয়ঃ ।
শ্রীশৈলে কোটযস্তিস্রঃ কোট্যেকা কন্যাকাশ্রমে ॥
মাহেশ্বরে চ কোটিস্তু কন্যাতীর্থে তু কোটিকা ।
মহেন্দ্রে চৈব নেপালে একৈকা কোটিরেব চ ॥

বাণার্চ্চার্থং কৃতং লিঙ্গং বাণলিঙ্গমতঃ স্মৃতম্‌।
বাণো বা শিব ইত্যুক্তস্তৎকৃতং বাণমুচ্যতে ॥

বাণলিঙ্গের লক্ষণাদি বিষয়ে বীরমিত্রোদয় নামক প্রাচীন স্মৃতিগ্রন্থে ধৃত কালোত্তরে কথিত হইয়াছে যে, বাণলিঙ্গ পূজা করিলে, ভোগ ও মোক্ষ লাভ হয়। এক্ষণে সেই বাণলিঙ্গের উৎপত্তি ও লক্ষণাদি বলিতেছি শ্রবণ কর। নর্ম্মদা, গঙ্গা, যমুনা ও অন্যান্য পুণ্য নদীর উৎপত্তি-স্থানে বাণলিঙ্গ সমুদায় স্থাপিত আছে। সর্ব্বার্থদায়ক সদাশিব সর্ব্বদা সেই সমুদায় বাণলিঙ্গে অধিষ্ঠিত। ইন্দ্রাদি দেবগণের মধ্যে যে যে দেবতা যে যে বাণলিঙ্গের পূজা করিয়াছেন, সেই সেই লিঙ্গে সেই সেই দেবতার চিহ্ন সমুদায় রহিয়াছে।

যথা বীরমিত্রোদয়ধৃত-কালোত্তরে—

বাণলিঙ্গং তথা জ্ঞেয়ং ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়কম্‌।
উৎপত্তিং বাণলিঙ্গস্য লক্ষণং শেষতঃ শৃণু ॥
নর্ম্মদাদেবিকায়াশ্চ গঙ্গাযমুনয়োস্তথা।
সন্তি পুণ্যনদীনাঞ্চ বাণলিঙ্গানি ষণ্মুখ ॥
ইন্দ্রাদিপূজিতান্যত্র তচ্চিহ্নৈর্বিহিতানি চ।
সদা সন্নিহিতস্তত্র শিবঃ সর্ব্বার্থদায়কঃ ॥

বজ্রাদি চিহ্নে চিহ্নিত বাণলিঙ্গকে ইন্দ্রলিঙ্গ বলা যায়। ইহা পূজা করিলে সাম্রাজ্য লাভ হইয়া থাকে। যথা তত্রৈব—

ইন্দ্রলিঙ্গানি তান্যাহুঃ সাম্রাজ্যার্থপ্রদানি চ।

আরুণলিঙ্গ সলিলের ন্যায় স্বচ্ছ, উষ্ণস্পর্শ ও হিতকর। যথা তত্রৈব—

আরুণং হিতাকীলালমুষ্ণস্পর্শং বরোত্তমম্‌ ॥

যাহাতে শক্তিচিহ্ন আছে এবং যাহা অগ্নির ন্যায় তেজঃসম্পন্ন, তাহাকে আগ্নেয়লিংগ বলা যায়। এই আগ্নেয়লিংগ পূজা করিলে তেজের অধিপতি হওয়া যায়। যথা তত্রৈব—

আগ্নেয়ং তচ্ছক্তিনিভমথবা শক্তিলাঞ্ছিতম্‌।
ইদং লিঙ্গবরং স্থাপ্য তেজসোঽধিপতির্ভবেৎ ॥

যাহার আকার দণ্ডের ন্যায় বা রসনার ন্যায়, তাহা যাম্যলিঙ্গ নামে বিখ্যাত। এই যমপূজিত লিংগ পূজা বা স্থাপিত করিলে অবিলম্বেই মৃত্যু হয়। যথা তত্রৈব—

দণ্ডাকারং ভবেদ্‌যাম্যমথবা রসনাকৃতি।
নিশ্চিতং নিধনন্তেন ক্রিয়তে স্থাপিতেন তু ॥

যে লিংগের আকার খড়্গের ন্যায়, তাহা রাক্ষসলিংগ। এই লিংগ পূজা করিলে জ্ঞানযোগ-ফল (মুক্তি) লাভ করিতে পারা যায়। পরন্তু যে রাক্ষস-

লিঙ্গ কর্করাদি-বিলিপ্তের ন্যায অনুভূযমান হয এবং যাহার কুক্ষিদেশ ঈষৎ নিম্ন সেই বাণলিঙ্গকে অলক্ষ্মীলিঙ্গ বা নৈর্ঋতলিঙ্গ বলে, এই অলক্ষ্মীলিঙ্গ পূজা করা গৃহস্থের সুখদাযক নহে। যথা তত্রৈব—

রাক্ষসং খঞ্জসদৃশং জ্ঞানযোগফলপ্রদম্।
কর্কবাদিপ্রলিপ্তন্তু কুণ্ঠকুক্ষিযুতং তথা॥
রাক্ষসং নির্ঋতৌলিঙ্গং গার্হস্থে ন সুখপ্রদম্॥

যে বাণলিঙ্গ গোলাকার, পাশচিহ্নযুক্ত ও ভ্রমরের ন্যায কৃষ্ণবর্ণ, তাহাকে বারুণলিঙ্গ বলা যায, এই বারুণলিঙ্গ পূজা করিলে সত্ত্বগুণ ও সুখসৌভাগ্যাদি বৃদ্ধি হয। তথা তত্রৈব—

বারুণং বর্ত্তুলাকারং পাশাঙ্কং চালিবর্চ্চসম্।
বৃদ্ধিঃ সুখাদের্বৈ সত্ত্বসংভোগাদিস্তু লভ্যতে॥

যে বাণলিঙ্গ কৃষ্ণবর্ণ বা ধূম্রবর্ণ, অথচ যাহা সুনির্ম্মল নহে, যাহা ধ্বজসদৃশ ও যাহার মস্তকে ধ্বজ বা মুষলের চিহ্ন আছে, এবং যাহার স্থানে স্থানে নিম্ন ও উন্নত, তাহা বাযুলিঙ্গ বলিযা অভিহিত হইযা থাকে। যথা তত্রৈব—

কৃষ্ণং ধূম্রং ন বা রুচ্যং ধ্বজাভং ধ্বজমুষলম্।
মস্তকে স্থাপিতং তস্য ন্যূনান্যূনমিতস্ততঃ॥

যে বাণলিংগের মধ্যস্থলে তূণ, পাশ, বা গদার চিহ্ন আছে, তাহাকে কুবের-লিঙ্গ বলা যায। যথা তত্রৈব—

তূণপাশগদাকারং গুহ্যকেশস্য মধ্যগম্॥

যাহাতে অস্থি বা শূলের চিহ্ন আছে, এবং যাহার বর্ণ হিমমণ্ডলের (বরফ-রাশির) ন্যায, তাহাকে রৌদ্রলিঙ্গ বলে। যথা তত্রৈব—

অস্থিশূলাঙ্কিতং রৌদ্রং হিমমণ্ডলবর্চ্চসম্।

যে বাণলিংগে শঙ্খচিহ্ন, চক্রচিহ্ন, গদাচিহ্ন পদ্মাদিচিহ্ন অথবা শ্রীবৎস-চিহ্ন, বা কৌস্তুভচিহ্ন আছে, কিম্বা যে বাণলিংগে সিংহাসনচিহ্ন, গরুড়চিহ্ন বা বিষ্ণুপদচিহ্ন রহিযাছে, তাহার নাম বৈষ্ণবলিংগ। এই বৈষ্ণবলিংগ পূজা করিলে সর্ব্ববিধ ঐশ্বর্য্য লাভ করিতে পারা যায়। যথা তত্রৈব—

বৈষ্ণবং শঙ্খচক্রাঙ্কগদাজাদিবিভূষিতম্।
শ্রীবৎসকৌস্তুভাঙ্কঞ্চ সর্বসিংহসনাঙ্কিতম্॥
বৈনতেযসমাঙ্কং বা তথা বিষ্ণুপদাঙ্কিতম্।
বৈষ্ণবং নাম তৎ প্রোক্তং সর্বৈশ্বর্য্যফলপ্রদম্॥

যদি শালগ্রামচিহ্নে চিহ্নিত শিলাতে শশাঙ্ক থাকে, তাহা হইলে তৎ-

পূজায় লক্ষ্মীবৃদ্ধি হয়, পরন্তু যদি উহাতে পদ্মাঙ্ক স্বস্তিকাঙ্ক বা শ্রীবৎসাঙ্ক থাকে, তাহা হইলে অতুল ঐশ্বর্য্য হইয়া থাকে। (ইহাও একপ্রকার বৈষ্ণব-লিংগ)। যথা তত্রৈব—

শালগ্রামাদিসংস্থন্তু শশাঙ্কং শ্রীবিবর্দ্ধনম্।
পদ্মাঙ্কং স্বস্তিকাঙ্কং বা শ্রীবৎসাঙ্কং বিভূতয়ে॥
ইত্যপি বৈষ্ণবলিঙ্গলক্ষণম্।

এক্ষণে হেমাদ্রিধৃত লক্ষণকাণ্ডে দেবর্ষি নারদ যে একাদশ-রুদ্র-প্রপূজিত বাণলিংগের একাদশ প্রকার প্রধান চিহ্নের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন, তন্মধ্যে এস্থলে নয় প্রকার চিহ্ন কথিত হইতেছে।

১। যাহা মধুর ন্যায় পিংগলবর্ণ, যাহাতে কৃষ্ণবর্ণ কুণ্ডলিনী রহিয়াছে, তাদৃশ বাণলিংগকে স্বয়ম্ভু-লিংগ বলা যায়। সমুদায় সিদ্ধগণ এইরূপ বাণলিংগের পূজা করিয়া থাকেন।

২। যাহাতে নানাপ্রকার বর্ণ আছে, যাহাতে জটাচিহ্ন বা শূলচিহ্ন রহিয়াছে, তাহার নাম মৃত্যুঞ্জয়-লিংগ। এই লিংগ সমুদায় সুরাসুরেরই নমস্য।

৩। যে বাণলিংগ দীর্ঘাকার ও শুভ্রবর্ণ, যাহাতে কৃষ্ণবর্ণ বিন্দু রহিয়াছে, তাহার নাম নীলকণ্ঠ-লিংগ। এই লিংগ সুর ও অসুর সকলেরই পূজ্য।

৪। যাহার আভা শুক্লবর্ণ, যাহাতে শুক্লবর্ণ কেশের এবং নেত্রত্রয়ের চিহ্ন রহিয়াছে তাহার নাম ত্রিলোচন-লিঙ্গ। এই ত্রিলোচনলিঙ্গ পূজা করিলে সমুদায় পাপ ক্ষয় হয়।

৫। যে লিঙ্গ স্থূল, অগ্নির ন্যায় সমুজ্জ্বল অথচ কৃষ্ণবর্ণ-আভাযুক্ত, যাহাতে জটাজুটচিহ্ন রহিয়াছে, তাহার নাম কালাগ্নিরুদ্র-লিঙ্গ। সমুদায় জীবগণই এই লিঙ্গের পূজা করিয়া থাকে।

৬। যে বাণলিঙ্গের আভা মধুর ন্যায় পিঙ্গলবর্ণ, যাহাতে শ্বেতবর্ণ যজ্ঞোপ-বীত-চিহ্ন রহিয়াছে, যাহা শ্বেতপদ্মের উপরি উপবিষ্ট, যাহাতে চন্দ্ররেখা আছে এবং যাহাতে প্রলয়াস্ত্রের চিহ্ন দৃষ্ট হয়, তাদৃশ বানলিঙ্গকে ত্রিপুরারিলিঙ্গ বলা যায়।

৭। যাহা শুভ্রবর্ণ ও পিঙ্গল জটাধারী, যাহাতে মুণ্ডমালাচিহ্ন ও ত্রিশূল-চিহ্ন রহিয়াছে, তাহার নাম ঈশান-লিঙ্গ। এই বাণলিঙ্গকে পূজা করিলে সমুদায় অভিপ্রেত সিদ্ধি হয়।

৮। যাহাতে ত্রিশূল-চিহ্ন ও ডমরু-চিহ্ন আছে, যাহার অর্দ্ধাংশ শুভ্রবর্ণ ও

অর্দ্ধাংশ, রক্তবর্ণ, তাদৃশ বাণলিংগকে অর্দ্ধনারীশ্বর-লিংগ বলা যায়। এই লিংগ সকল দেবতার পূজ্য ও সকলের অভীষ্টদায়ক।

৯। যে বাণলিংগ ঈষৎ রক্তবর্ণ, স্থূল, দীর্ঘ, কমনীয় ও সমুজ্জ্বল, তাহাকে মহাকাল-লিংগ বলা যায়। এই লিংগ পূজা করিলে ধর্ম্ম অর্থ কাম ও মোক্ষ, এই পুরুষার্থ-চতুষ্টয় লাভ করা যাইতে পারে।

এই যে বাণলিংগের চিহ্ন সমুদায় কথিত হইল, তন্মধ্যে বহু চিহ্নের কথা দূরে থাকুক, একটি মাত্র চিহ্ন থাকিলেও অভীষ্ট সিদ্ধি হয়।

যথা হেমাদ্রিবৃত-লক্ষণকাণ্ডে—

মধুপিঙ্গলবর্ণাভং কৃষ্ণকুণ্ডলিকাবৃতম্।
স্বয়ম্ভুলিঙ্গমাখ্যাতং সর্ব্বসিদ্ধৈর্নিষেবিতম্॥ ১॥
নানাবর্ণসমাকীর্ণং জটাশূলসমন্বিতম্।
মৃত্যুঞ্জয়াহ্বয়ং লিঙ্গং সুরাসুরনমস্কৃতম্॥ ২॥
দীর্ঘাকারং শুভ্রবর্ণং কৃষ্ণবিন্দুসমন্বিতম্।
নীলকণ্ঠং সমাখ্যাতং লিঙ্গং পূজ্যং সুরাসুরৈঃ॥ ৩॥
শুক্লাভং শুক্লকেশঞ্চ নেত্রত্রয়সমন্বিতম্।
ত্রিলোচনং মহাদেবং সর্ব্বপাপপ্রণোদনম্॥ ৪॥
জ্বলল্লিঙ্গং জটাজূটং কৃষ্ণাভং স্থূলবিগ্রহম্।
কালাগ্নিরুদ্রমাখ্যাতং সর্ব্বসত্ত্বৈর্নিষেবিতম্॥ ৫॥
মধুপিঙ্গলবর্ণাভং শ্বেতযজ্ঞোপবীতকম্।
শ্বেতপদ্মসমাসীনং চন্দ্ররেখাবিভূষিতম্।
প্রণবাস্ত্র-সমাযুক্তং ত্রিপুরারিসমাহ্বয়ম্॥ ৬॥
শুভ্রাভং পিঙ্গজটং মুণ্ডমালাধরং পরম্।
ত্রিশূলধরমীশানং লিঙ্গং সর্ব্বার্থসাধনম্॥ ৭॥
ত্রিশূলডমরুধরং শুভ্ররক্তার্দ্ধভাগতঃ।
অর্দ্ধনারীশ্বরাহ্বানং সর্ব্বদেবৈরভীষ্টদম্॥ ৮॥
ঈষদ্রক্তময়ং কান্তং স্থূলং দীর্ঘং সমুজ্জ্বলম্।
মহাকালং সমাখ্যাতং ধর্ম্মকামার্থমোক্ষদম্॥ ৯॥
এতদ্ধি কথিতং ভুভাং লিঙ্গচিহ্নং মহেশিতুঃ
একেনৈব কৃতার্থঃ স্যাৎ বহুভিঃ কিমু সুব্রত॥ ১০॥

এই বাণলিংগ সমুদায়ের মধ্যে যাহা মধুপিংগলবর্ণ, তাহা পূজা করিলে অর্থ লাভ হয়। যাহার বর্ণ মেঘের ন্যায়, তাহার পূজা করিলে মোক্ষ লাভ

হইয়া থাকে। যে লিংগ অতিলঘু বা অতিস্থূল, অথচ কপিলবর্ণ, তাহা পূজা করা গৃহস্থের কর্ত্তব্য নহে, পরন্তু উহা ভ্রমরের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ হইলে গৃহস্থের পূজা করা কর্ত্তব্য।

বাণলিংগে গৌরীপট্ট যোগ করিলেও হয়, না করিলেও হয়। (কারণ গৌরীপট্ট স্বভাবতই ইহার অন্তর্নিবিষ্ট রহিয়াছে।) বাণলিংগের সংস্কার বা তাহাতে আবাহনাদি করা বিধেয় নহে। (কারণ বাণাসুর বা অন্যান্য দেবগণ নিজ নিজ বাণলিংগ পূজার সময় প্রতিষ্ঠা করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহারা যে সমুদায় লিংগ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন অস্পৃশ্য স্পর্শেও তৎসমুদায়ের দেবত্ব তিরোহিত হয় না। সুতরাং পুনর্ব্বার তৎপ্রতিষ্ঠার আবশ্যক হয় না।)

যথা বীরমিত্রোদয়ে—

অর্থদং কপিলং লিঙ্গং ঘনাভং মোক্ষকাঙ্ক্ষিণাম্।
লঘু বা কপিলং স্থূলং গৃহী নৈবার্চ্চয়েৎ ক্বচিৎ॥
পূজিতব্যং গৃহস্থেন বর্ণেন ভ্রমরোপমম্।
তৎ সপীঠমপীঠং বা মন্ত্রসংস্কারবর্জ্জিতম্॥

ভবিষ্যোত্তরেও সুস্পষ্টরূপে নির্দ্দিষ্ট আছে যে—

বাণলিঙ্গানি রাজেন্দ্র স্থিতানি ভুবনত্রয়ে।
ন প্রতিষ্ঠা ন সংস্কারস্তেষামাবাহনং ন চ॥

অর্থাৎ ত্রিভুবনের মধ্যে যে সমুদায় বাণলিঙ্গ আছে, তাহার প্রতিষ্ঠা সংস্কার বা আবাহনাদি করিতে হয় না।

অনিষ্টকর বাণলিঙ্গ যথা ঃ—

কর্কশ বাণলিঙ্গ পূজা করিলে স্ত্রীপুত্র ক্ষয় হয়। চিপিট (চ্যাপ্টা) বাণলিঙ্গ পূজা করিলে গৃহভঙ্গ হইয়া থাকে। একপার্শ্বাশ্রিত (একদেশে) বাণলিঙ্গ পূজা করিলে স্ত্রী, পুত্র, ধেনু ও ধন ক্ষয় হয়। যে বাণলিঙ্গের মস্তক স্ফুটিত হইয়াছে, তাদৃশ বাণলিঙ্গের পূজা করিলে ব্যাধি ও মৃত্যু হয়। ছিদ্রযুক্ত লিঙ্গ পূজা করিলে বিদেশ গমন ঘটিয়া থাকে। যে লিংগের মস্তক পদ্মের বীজকোষসদৃশ, তাদৃশ লিংগ পূজা করিলে পীড়া হয়, এবং যে লিংগের ছিদ্রের পার্শ্ব অত্যুন্নত, তাহা পূজা করিলে গোধন ক্ষয় হয়।

যথা সূতসংহিতায়াম্—

কর্কশে বাণলিঙ্গে তু পুত্রদারক্ষয়ো ভবেৎ।
চিপিটে পূজিতে তস্মিন্ গৃহভঙ্গো ভবেদ্ধ্রুবম্॥

একপার্শ্বাশ্রিতে ধেনুপুত্রদারধনক্ষয়ঃ।
শিরসি স্ফুটিতে বাণে ব্যাধির্মরণমেব চ॥
ছিদ্রলিঙ্গেঽর্চ্চিতে বাণে বিদেশগমনং ভবেৎ
লিঙ্গে চ কর্ণিকাং দৃষ্ট্বা ব্যাধিমান্ জায়তে পুমান্।
অত্যুন্নতিবিলাগ্রে তু গোধনানাং ক্ষয়ো ভবেৎ॥

যে বাণলিংগের অগ্রভাগ তীক্ষ্ণ অথবা মস্তক বক্র, অথবা যে বাণলিংগ ত্রিকোণাকার তাহাও পূজা করা কর্ত্তব্য নহে। যে বাণলিংগ অতিস্থূল, অতিকৃশ অথবা অতিখর্ব্ব, তাহা ভূষণান্বিত হইলেও গৃহস্থের পূজা করা বিধেয় নহে, তাদৃশ বাণলিংগ মোক্ষার্থীদিগের পক্ষেই মঙ্গলদায়ক।

যথা হেমাদ্রৌ—

তীক্ষ্ণাগ্রং বক্রশীর্ষঞ্চ ত্র্যস্রলিঙ্গং বিবর্জ্জয়েৎ।
অতিস্থূলং চাতিকৃশং স্বল্পং বা ভূষণান্বিতম।
গৃহী বিবর্জ্জয়েত্তাদৃক্ তদ্ধি মোক্ষার্থিনো হিতম্॥

অকৃত্রিম লিংগের বিষয় এক প্রকার কথিত হইল। এক্ষণে কৃত্রিম লিংগের বিষয় ও তৎপূজায় ফলবিশেষ সংক্ষেপে কথিত হইতেছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, শিলা ধাতু মৃত্তিকা প্রভৃতি দ্বারা নির্ম্মিত লিংগকে কৃত্রিম বলা যায়। এই কৃত্রিম লিংগ অসংখ্য, তন্মধ্যে বিশেষ বিশেষ কতকগুলি দ্রব্য দ্বারা নির্ম্মিত লিংগের বিবরণ বলা যাইতেছে যথা ঃ—

প্রস্তর-নির্ম্মিত লিংগ পূজা করিলে মোক্ষলাভ ও আনুষঙ্গিক ভোগ লাভ হইয়া থাকে। পার্থিব লিংগ পূজা করিলেও ভোগলাভ ও আনুষঙ্গিক মুক্তিলাভ হইতে পারে। দারুময় লিংগ ও বিল্ব-নির্ম্মিত লিংগ পূজা করিলেও ঐরূপ ফল হয়। সুবর্ণময় লিংগ পূজা করিলে লক্ষ্মী স্থিরতরা হয়েন এবং রাজ্যপ্রাপ্তি হয়। তাম্র-নির্ম্মিত লিংগ পূজা করিলে সন্তান বৃদ্ধি এবং বঙ্গ-নির্ম্মিত লিংগ পূজা করিলে পরমায়ু বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

যথা মৎস্যসূক্তমহাতন্ত্রে—

বিশেষাচ্ছৈলজং মুক্ত্যৈ ভুক্তয়ে চানুষঙ্গতঃ।
পার্থিবং ভুক্তয়ে শস্তং মুক্তয়ে চানুষঙ্গতঃ॥
এবং বৈ দারুজং জ্ঞেয়ং বিল্বলিঙ্গং তথা পুনঃ॥
স্থিরলক্ষ্মীপ্রদং জ্ঞেয়ং হৈমং রাজ্যপ্রদঞ্চ তৎ।
পুত্রবৃদ্ধিকরং তাম্রং বাঙ্গমায়ুঃপ্রবর্দ্ধনম্॥

পদ্মপুরাণে কথিত হইয়াছে, পারদ-নির্ম্মিত লিঙ্গ পূজা করিলে অতুল ঐশ্বর্য্য, মৌক্তিক লিঙ্গ পূজা করিলে সৌভাগ্য, চন্দ্রকান্তমণি-নির্ম্মিত লিঙ্গ পূজা করিলে দীর্ঘায়ু এবং সুবর্ণময় লিংগ পূজা করিলে সমুদায় কাম্যবস্তু লাভ করিতে পারা যায়। যথা ঃ—

পারদঞ্চ মহাভূত্যৈ সৌভাগ্যায় চ মৌক্তিকম্।
চন্দ্রকান্তং মৃত্যুজিৎ স্যাৎ হাটকং সর্ব্বকামদম্॥

হীরক প্রভৃতি দ্বারা, স্ফটিক প্রভৃতি দ্বারা বা গুড় অন্ন প্রভৃতি দ্বারা শিবলিঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করিলে সমুদায় কামনা পূর্ণ হয়। পরন্তু গুড় অন্ন প্রভৃতি দ্বারা সদ্যোনির্ম্মিত লিঙ্গই পূজা করা বিধেয়, পরদিন তাহা পূজা হইবে না, পর্য্যুষিত হইবে।

যথা কালোত্তরে—

রজতাদ্যাঃ স্ফাটিকাদ্যাশ্চ গুড়ান্নাদিবিনির্ম্মিতম্।
সর্ব্বকামপ্রদং পুংসাং লিঙ্গং তাৎকালিকং মতম্॥

লক্ষণসমুচ্চয়ে কথিত হইয়াছে, গন্ধলিঙ্গ * পূজা করিলে সৌভাগ্য বৃদ্ধি হয়। পুষ্পময় লিঙ্গ পূজা করিলে মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। বিবিধ-বৈধ প্রাণিবধ-স্থান-সম্ভূত মৃত্তিকা দ্বারা শিবলিঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করিলে বিবিধ কামনা সিদ্ধি হয়। বালুকাময় লিঙ্গ পূজা করিলে গুণশালী হইতে পারা যায়। লবণ নির্ম্মিত লিঙ্গ পূজা করিলে সুখসৌভাগ্য লাভ হয়। পাশ-নির্ম্মিত লিঙ্গ পূজা করিলে উচ্চাটন কার্য্য হইয়া থাকে, এবং মূল-নির্ম্মিত লিঙ্গ পূজা করিলে শত্রুক্ষয় হয়। যথা ঃ—

গান্ধং সৌভাগ্যদং লিঙ্গং পৌষ্পং মুক্তি-প্রদায়কম্।
নানাশূনোদ্ভবং লিঙ্গং নানাকামপ্রদায়কম্।
সৈকতং গুণদং লিঙ্গং সৌভাগ্যায় চ লাবণম্।
উচ্চাটনে তু পাশাপ্তং মৌলং শত্রুক্ষয়াবহম্॥

গরুড়পুরাণে কথিত আছে, অশ্বগন্ধা-সমন্বিত পুষ্প দ্বারা লিংগ নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করিলে সমগ্র ভূমণ্ডলের ঐশ্বর্য্য ও আধিপত্য এবং পরিণামে

* গরুড়পুরাণে কথিত হইয়াছে যে, দুই ভাগ কস্তুরী, চারিভাগ চন্দন, তিন-ভাগ কুঙ্কুম (জাফরান) চারিভাগ কর্পূর, এই সমুদায় একত্র করিয়া শিবলিঙ্গ নির্ম্মাণ করিলে তাহাকে গন্ধলিঙ্গ বলা যায়। এই গন্ধলিঙ্গ পূজা করিলে মনুষ্য বন্ধুগণের সহিত শিবসাযুজ্য লাভ করিতে পারে। যথাঃ—
কস্তুরিকায়া দ্বৌ ভাগৌ চত্বারশ্চন্দনস্য তু। কুঙ্কুমস্য ত্রয়শ্চৈব শশিনা চ চতুঃসমম্॥
এতদ্বৈ গন্ধলিঙ্গন্তু কৃত্বা সম্পূজ্য ভক্তিতঃ। শিবসাযুজ্যমাপ্নোতি বন্ধুভিঃ সহিতো নরঃ॥

গণাধিপত্য লাভ করিতে পারা যায়। যিনি ভক্তিপূর্ব্বক ধূলি-নির্ম্মিত-লিংগ পূজা করেন, তিনি বিদ্যাধর পদ প্রাপ্ত হইয়া পশ্চাৎ শিবসদৃশ হয়েন। যিনি ভক্তি সহকারে গোময়লিংগ পূজা করেন, তিনি লক্ষ্মীলাভ করিতে পারেন। পরন্তু এই গোময় স্বচ্ছ অর্থাৎ শূন্যধৃত (ভূমিপতনরহিত) ও কপিলাগাভী সম্ভূত হওয়া আবশ্যক। যব, গোধূম ও ধান্য দ্বারা শিবলিংগ নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করিলে যথাক্রমে লক্ষ্মী, পুষ্টি ও বংশবৃদ্ধি হয়। সিতাখণ্ড (মধুজাত শর্করা) দ্বারা লিঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করিলে আরোগ্য লাভ হয়। লবণ, হরিতাল ও ত্রিকটু অর্থাৎ শুঠী, পিপ্পলী ও মরীচ, একত্রীকৃত এই সমুদায় বস্তু দ্বারা লিংগ নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করিলে বশীকরণ সিদ্ধ হয়। গব্য ঘৃত দ্বারা লিংগ নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করিলে বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা হইয়া থাকে। লবণ-নির্ম্মিত লিংগ পূজা করিলে সৌভাগ্য বৃদ্ধি হয়। পার্থিব লিংগ বা তিল-পিষ্ট-নির্ম্মিত লিংগ পূজা করিলে সমুদায় কামনা সিদ্ধ হয়। তুষ দ্বারা লিংগ নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করিলে মারণ কার্য্য সিদ্ধ হয়। ভস্ম-নির্ম্মিত লিংগ পূজা করিলে সমুদায় অভিপ্রেত সিদ্ধ হয়। গুড়-নির্ম্মিত লিংগ পূজা করিলে প্রীতি বৃদ্ধি হয়। গন্ধ-(চন্দনাদি যে কোন গন্ধ) দ্রব্য-নির্ম্মিত লিংগ পূজা করিলে ভূরি পরিমাণে গুণশালী হইতে পারা যায়। শর্করা-নির্ম্মিত লিংগ পূজা করিলে সুখসৌভাগ্য বৃদ্ধি হয়, বংশাঙ্কুর দ্বারা নির্ম্মিত লিংগ পূজা করিলে বংশ বৃদ্ধি হইয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত গোময় ভিন্ন সাধারণ গোময় দ্বারা নির্ম্মিত লিংগ পূজা করিলে নানাপ্রকার রোগ হয়। কেশ দ্বারা বা অস্থি দ্বারা নির্ম্মিত লিংগ পূজা করিলে সর্ব্ব শত্রু সংহার হইয়া থাকে। ক্ষোভন বা মারণ কার্য্যে পিষ্টসম্ভূত লিঙ্গই প্রশস্ত, পরন্তু ঐ পিষ্টলিংগ দ্বারা বিদ্যাবৃদ্ধিও হইতে পারে। কাষ্ঠনির্ম্মিত লিংগ পূজা করিলে দারিদ্র্যতা হয়। দধি বা দুগ্ধ নির্ম্মিত লিংগ পূজা করিলে কীর্ত্তি লক্ষ্মী ও সুখসৌভাগ্য বৃদ্ধি হয়। ধান্যনির্ম্মিত লিংগ পূজা করিলে ধান্য লাভ, ফল নির্ম্মিত লিঙ্গ পূজা করিলে ফল লাভ, পুষ্পনির্ম্মিত লিঙ্গ পূজা করিলে দিব্য ভোগ ও পরমায়ু লাভ, ধাত্রীফল-নির্ম্মিত লিঙ্গ পূজা করিলে মুক্তিলাভ, নবনীত-নির্ম্মিত লিঙ্গ পূজা করিলে কীর্ত্তি ও সৌভাগ্য বৃদ্ধি, দূর্ব্বা-কাণ্ড দ্বারা প্রস্তুত লিঙ্গ পূজা করিলে অপমৃত্যু নিবারণ, এবং কর্পূর-সম্ভূত লিংগ পূজা করিলে ভোগ ও মোক্ষ লাভ হয়। চতুর্বিধ-অয়স্কান্ত-নির্ম্মিত লিংগ পূজা করিলে সাধারণ সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। যথা ঃ—

কার্য্যং পুষ্পময়ং লিঙ্গং হয়গন্ধসমন্বিতম্
নবখণ্ডাং ধরাং ভুক্ত্বা গণেশাধিপতির্ভবেৎ ॥

রজোভির্নির্ম্মিতং লিঙ্গং যঃ পূজয়তি ভক্তিতঃ
বিদ্যাধরপদং প্রাপ্য পশ্চাচ্ছিবসমো ভবেৎ ॥
শ্রীকামো গোশকৃল্লিঙ্গং কৃত্বা ভক্ত্যা প্রপূজয়েৎ ।
স্বচ্ছেন কাপিলেনৈব গোময়েন প্রকল্পয়েৎ ॥
(স্বচ্ছেন ভূমিপতন-রহিতেন, শূন্যোদ্ধৃতেনেতি যাবৎ ।)
কার্য্যং যথাক্রমং লিঙ্গং যবগোধূমশালিজম্ ॥
শ্রীকামঃ পুষ্টিকামশ্চ পুত্রকামস্তদর্চ্চয়েৎ ॥
সিতাখণ্ডময়ং লিঙ্গং কার্য্যমারোগ্যবর্দ্ধনম্ ।
বশ্যে লবণজং লিঙ্গং তালত্রিকটুকান্বিতম্ ॥
(তালং হরিতালং, ত্রিকটুকং শুণ্ঠীপিপ্পলীমরীচমিতি প্রসিদ্ধম্ ।)
গব্যঘৃতময়ং লিঙ্গং সম্পূজ্য বুদ্ধিবর্দ্ধনম্ ॥
তথা । লবণেন চ সৌভাগ্যং পার্থিবং সর্ব্বকামদম্ ।
কামদং তিলপিষ্টোত্থং তুষোত্থং মারণে স্মৃতম্ ॥
ভস্মোত্থং সর্ব্বফলদং গুড়োত্থং প্রীতিবর্দ্ধনম্ ।
গন্ধোত্থং গুণদং ভুবি শর্করোত্থং সুখপ্রদম্ ॥
বংশাঙ্কুরোত্থং বংশকরং গোময়ং সর্ব্বরোদগম্ ।
কেশাস্থিসম্ভবং লিঙ্গং সর্ব্বশত্রুবিনাশনম্ ॥
ক্ষোভণে মারণে পিষ্টসম্ভবং লিঙ্গমুত্তমম্ ।
দারিদ্র্যদং দ্রুমোদ্ভূতং পিষ্টং সারস্বতপ্রদম্ ॥
দধিদুগ্ধোদ্ভবং লিঙ্গং কীর্ত্তিলক্ষ্মীসুখপ্রদম্ ।
ধান্যদং ধান্যজং লিঙ্গং ফলোত্থং ফলদং ভবেৎ ॥
পুষ্পোত্থং দিব্যভোগায়ুর্মুক্ত্যৈ ধাত্রীফলোদ্ভবম্ ।
নবনীতোদ্ভবং লিঙ্গং কীর্ত্তিসৌভাগ্যবর্দ্ধনম্ ॥
দূর্ব্বাকাণ্ডসমুদ্ভূতমপমৃত্যুনিবারণম্ ।
কর্পূরসম্ভবং লিঙ্গং তথা বৈ ভুক্তিমুক্তিদম্ ॥
অয়স্কান্তং চতুর্থাতুজ্ঞেয়ং সামান্যসিদ্ধিযু ॥

সারসংগ্রহে কথিত আছে, নবরত্নের মধ্যে যে কোন বস্তু দ্বারা নির্ম্মিত শিবলিংগই পূজা বিষয়ে প্রশস্ত। তন্মধ্যে বজ্রময় লিংগ পূজা করিলে শত্রুসংহার যম নামক রত্ন-নির্ম্মিত লিংগ পূজা করিলে অতুলৈশ্বর্য্য, মুক্তা-নির্ম্মিত লিংগ পূজা করিলে সৌভাগ্য, মহানীলকান্তমণি-নির্ম্মিত লিংগ পূজা করিলে পুষ্টিসাধন, হীরমণি-নির্ম্মিত লিংগ পূজা করিলে কান্তি, স্পর্শমণিময় লিংগ পূজা করিলে

বংশবৃদ্ধি, সূর্য্যকান্তমণিময় লিংগ পূজা করিলে তেজোবৃদ্ধি, চন্দ্রকান্তমণিময় লিংগ পূজা করিলে মৃত্যুজয়, স্ফাটিক লিংগ পূজা করিলে সর্ব্বকামনা-সিদ্ধি, শূল (শূলরোগ-নিবারক)-মণিময় লিংগ পূজা করিলে শত্রুক্ষয়, গজমৌক্তিক-মণিময় লিংগ পূজা করিলে শত্রুক্ষয় ও রোগ-নাশ, হীরকলিংগ পূজা করিলে পুত্রলাভ, নির্ম্মল-বৈদূর্য্যমণিময় লিংগ পূজা করিলে সর্ব্ব বিষয়ে শুভ ও শত্রুদিগের দর্প চূর্ণ হয় এবং নীলমণিময় লিংগ পূজা করিলে লক্ষ্মী প্রাপ্তি হইয়া থাকে যথা :—

সর্ব্বং নবভবং শ্রেষ্ঠং তত্র বজ্রমবিচ্ছিদি।
যমলিঙ্গ মহাভূত্যৈ সৌভাগ্যায় চ মৌক্তিকম্ ॥
পুষ্টিমূলং মহানীলং জ্যোতিস্তীবসমুদ্ভবম্।
স্পর্শকং কুলসন্তত্যৈ তৈজসং সূর্য্যকান্তজম্ ॥
চন্দ্রাপীড়ং মৃত্যুজিত্তং স্ফাটিকং সর্ব্বকামদম্।
(চন্দ্রাপীড়ং চন্দ্রকান্তমিত্যর্থঃ।)
শূলাখ্যমণিজং শত্রুক্ষয়ার্থং মৌক্তিকং তথা ॥
(যৎসান্নিধানাৎ শূলরোগনাশঃ স শূলমণিঃ।)
আপুত্রং হীরকং জ্ঞেয়ং রোগহৃন্মৌক্তিকোদ্ভবম্।
শুভকৃৎ পুষ্কলং তীর্থে বৈদূর্য্যং শত্রুদর্পহৃৎ।
নীলং লক্ষ্মীপ্রদং জ্ঞেয়ং স্ফাটিকং সর্ব্বকামদম্ ॥
ইতি সারসংগ্রহে বিশেষঃ।

কালোত্তরে ইহাও কথিত আছে, সুবর্ণময় লিংগ পূজা করিলে অতুল ঐশ্বর্য্য ভোগ, রজতময় লিংগ পূজা করিলে বিভূতি বৃদ্ধি, কাংস্য ও পিত্তল নির্ম্মিত লিংগ পূজা করিলে সামান্য মুক্তি, বংগ, সীসক বা লৌহ নির্ম্মিত লিংগ পূজা করিলে শত্রুবিনাশ, কাংস্যবিশেষ-নির্ম্মিত লিংগ পূজা করিলে কীর্ত্তিলাভ, রজতবিশেষ-নির্ম্মিত লিঙ্গ পূজা করিলে পুষ্টি বৃদ্ধি, পিত্তলবিশেষ-নির্ম্মিত লিঙ্গ পূজা করিলে ভোগ ও মোক্ষ এবং অষ্টধাতু-নির্ম্মিত লিঙ্গ পূজা করিলে সমুদায় কামনা সিদ্ধি হয়। যথা :—

মহাভুক্তিপ্রদং হৈমং রাজতং ভূতিবর্দ্ধনম্।
আরকূটং তথা কাংস্যং শৃণু সামান্যমুক্তিদম্ ॥
ত্রপুসীসায়সং লিঙ্গং শত্রূণাং নাশনে হিতম্।
কীর্ত্তিদং কাংস্যজং লিঙ্গং রাজতং পুষ্টিবর্দ্ধনম্ ॥
পৈত্তলং ভুক্তিমুক্ত্যর্থং মিশ্রজং সর্ব্বসিদ্ধিদম্ ॥

মৎস্যসূক্তে ইহাও কথিত আছে, তুষ্টিকাম ব্যক্তি নিয়ত পিত্তললিঙ্গ,

কীর্ত্তিকাম ব্যক্তি নিয়ত কাংস্যলিঙ্গ, শত্রুমারণাভিলাষী ব্যক্তি নিয়ত লৌহময় লিঙ্গ এবং আয়ুষ্কাম ব্যক্তি নিয়ত সীসময় লিঙ্গ পূজা করিবে। যথা :—

তুষ্টিকামস্তু সততং লিঙ্গং পিত্তলসম্ভবম্।
কীর্ত্তিকামো যজেন্নিত্যং লিঙ্গং কাংস্যসমুদ্ভবম্॥
শত্রুমারণকামস্তু লিঙ্গং লৌহময়ং সদা।
সদা সীসময়ং লিঙ্গমায়ুষ্কামোঽর্চ্চয়েৎ নরঃ॥

লক্ষণসমুচ্চয়ে আর এক স্থলে কথিত আছে, অষ্টধাতুময় লিঙ্গ পূজা করিলে কুষ্ঠরোগ নিবারণ হয়। ত্রিলৌহ অর্থাৎ সুবর্ণ, রৌপ্য ও তাম্র দ্বারা নির্ম্মিত লিঙ্গ পূজা করিলে বিজ্ঞান বিষয়ে সিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে। যথা :—

অষ্টলৌহময়ং লিঙ্গং কুষ্ঠরোগক্ষয়াবহম্।
ত্রিলৌহসম্ভবং লিঙ্গং বিজ্ঞানং প্রতি সিদ্ধিদম্॥

কালোত্তরে ইহাও কথিত আছে; যাঁহার ধনাকাঙ্ক্ষা আছে, তাঁহার কর্ত্তব্য এই যে, গন্ধপুষ্প দ্বারা নির্ম্মিত লিঙ্গ, অন্নাদি দ্বারা নির্ম্মিত লিঙ্গ, অথবা কস্তুরী দ্বারা নির্ম্মিত লিঙ্গ পূজা করেন। গোরোচনা-নির্ম্মিত লিঙ্গ পূজা করিলে রূপ-লাবণ্য, কুঙ্কুম-নির্ম্মিত লিঙ্গ পূজা করিলে কান্তিপুষ্টি, শ্বেতাগুরু নির্ম্মিত লিঙ্গ পূজা করিলে বুদ্ধির অতীব তীক্ষ্ণতা এবং কৃষ্ণাগুরুনির্ম্মিত লিঙ্গ পূজা করিলে ধারণাশক্তি বৃদ্ধি হয় যথা :—

গন্ধপুষ্পময়ং লিঙ্গং তথান্নাদিবিনির্ম্মিতম্
কস্তুরীসম্ভবং লিঙ্গং ধনাকাঙ্ক্ষী প্রপূজয়েৎ।
লিঙ্গং গোরোচনোত্থন্ত রূপকামস্তু পূজয়েৎ।
কান্তিকামস্তু সততং লিঙ্গং কুঙ্কুমসম্ভবম্॥
শ্বেতাগুরুসমুদ্ভূতং মহাবুদ্ধিবিবর্দ্ধনম্।
ধারণাশক্তিদং লিঙ্গং কৃষ্ণাগুরুসমুদ্ভবম্॥

মাতৃকাভেদ তন্ত্রে দ্বাদশ পটলে কথিত আছে, বালুকাময় শিবলিংগ পূজা করিলে কামনা সিদ্ধি, এবং গোময় লিংগ পূজা করিলে শত্রু বিনাশ হয়। পরন্তু যে সমুদায় শিবলিংগের উল্লেখ হইল, তৎসমুদায়েরই এরূপ মহাত্ম্য যে, তদ্দ্বারা ধর্ম্ম অর্থ কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ লাভ হইয়া থাকে। যথা :—

বালুকায়াং কাম্যসিদ্ধির্গোময়ে রিপুহিংসনম্।
সর্ব্বলিঙ্গস্য মাহাত্ম্যং ধর্ম্মকামার্থমোক্ষদম্॥

শিবধর্ম্ম নামক ধর্ম্মগ্রন্থে লিখিত আছে; ব্রহ্মা নিয়ত শিলাময় লিংগ পূজা করেন, তদ্দ্বারাই তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মত্বপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। বিষ্ণু নিয়ত

ইন্দ্রনীলময় লিঙ্গ পূজা করেন তৎপ্রভাবেই তিনি সর্ব্ব-পালকস্বরূপ বিষ্ণুত্ব-পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন ; এবং বরুণ নিয়ত নির্ম্মল স্ফাটিকময় লিঙ্গ পূজা করিয়া থাকেন ; তৎপ্রভাবেই তিনি তেজোবল-সমন্বিত বরুণত্ব-পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন । যথা ঃ

ব্রহ্মা সংপূজয়েন্নিত্যং লিঙ্গং শৈলময়ং শুভম্ ।
তস্য সংপূজনাৎ তেন প্রাপ্তং ব্রহ্মত্বমুত্তমম্ ॥
ইন্দ্রনীলময়ং লিঙ্গং বিষ্ণুঃ সমর্চ্চয়েৎ সদা ।
বিষ্ণুত্বং প্রাপ্তবান্ তেন সোঽভূদ্ভূতপালকঃ ॥
স্ফাটিকং নির্ম্মলং লিঙ্গং বরুণোঽভ্যর্চ্চয়েৎ সদা ।
তেন তদ্বরুণত্বং হি প্রাপ্তং তেজোবলান্বিতম্ ॥

যে সমুদায় শিবলিঙ্গের বিষয় কথিত হইল ; তন্মধ্যে যে কোন একটি শিবলিঙ্গ পূজা করা সকলেরই কর্ত্তব্য । উৎপত্তিতন্ত্রে ত্রয়স্ত্রিংশ পটলে কথিত আছে, মনুষ্য শাক্ত হউন, বৈষ্ণব হউন, সৌর হউন বা গাণপত্য হউন, যদি শিবলিঙ্গ পূজাবিহীন হয়েন, তাহা হইলে তিনি কোন রূপেই সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন না । সদাশিব স্বয়ংই বলিয়াছেন যে, দেবি ! যে ব্যক্তি অগ্রে আমার লিঙ্গের অর্চ্চনা না করিয়া অন্য দেবতার পূজা করে, তাহার পূজা কোন দেবতাই গ্রহণ করেন না । প্রত্যুত তাঁহারা শাপ দিয়া প্রতিগমন করেন । যদি কোন ব্যক্তি শিবলিঙ্গ পূজা না করিয়া অন্য দেবতার পূজা করে তাহা হইলে তাহার অন্ন যদি সুমেরু-সদৃশ হয়, তিলৌদনাদি যদি প্রত্যেকেই পর্ব্বত-পরিমাণ হয়, ধূপ পরমান্ন প্রভৃতি যদি সাগর-সদৃশ হয়, এবং বহুবিধ ফল পুষ্প যদি যথাবিধানে সংগৃহীত হয়, তথাপি তাহা দেবতা গ্রহণ করেন না । অধিকন্তু তৎসমুদায় বিষ্ঠাময় হইয়া থাকে । বিশেষতঃ কলিযুগে শিবলিঙ্গ পূজা না করিয়া অন্য দেবতার পূজা করিলে যার পর নাই পাপভাগী হইতে হয় । যথা ঃ—

শাক্তো বা বৈষ্ণবো বাপি সৌরো বা গাণপত্যকঃ ।
শিবার্চ্চনবিহীনস্য কুতঃ সিদ্ধির্ভবেৎ প্রিয়ে ।
অনারাধ্য চ মাং দেবি যোঽর্চ্চয়েদ্দেবতান্তরম্ ।
ন গৃহ্ণাতি মহাদেবি শাপং দত্ত্বা ব্রজেৎ পুরম্ ॥
পর্ব্বতাগ্রসমং দেবি তিলৌদনাদি রূপেণ হি ।
ফলানি বহুধান্যেব পুষ্পাণ্যেব যথাবিধি ॥
সুমেরুসদৃশং চান্নং নানাবিধং মহেশ্বরি ।
ধূপাদিকং মহেশানি যদি স্যাৎ সাগরোপমম্ ।
যদ্দত্তং পুষ্পনৈবেদ্যং সর্ব্বং বিষ্ঠাময়ং ভবেৎ ॥

শিবার্চ্চনবিহীনো যঃ পূজয়েদ্দেবতান্তরম্ ।
বিশেষতঃ কলিযুগে স নরঃ পাপভাগ্ভবেৎ ॥

লিঙ্গার্চ্চনতন্ত্রে প্রথম পটলে কথিত হইয়াছে, সমুদায় পূজার মধ্যে লিঙ্গ পূজাই শ্রেষ্ঠ ও মুক্তিদায়ক। যে ব্যক্তি লিঙ্গপূজা না করিয়া অন্য দেবতার পূজা করে, তাহার সমুদায় পূজা নিষ্ফল হয়, এবং অন্তে তাহাকে নরকগামী হইতে হয়। অতএব মহেশ্বরি। অগ্রে লিঙ্গপূজা করা সকলেরই কর্ত্তব্য। যে রাজ্যে নিয়ত লিঙ্গপূজা না হয়, সেই রাজ্য পতিত ও বিষ্ঠাভূমি-সদৃশ। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য, ইহাঁরা যদি প্রতিদিন লিঙ্গপূজা না করেন, তাহা হইলে চাণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হয়েন, এবং শূদ্র যদি লিঙ্গপূজা না করে, তাহা হইলে সে শূকর-সদৃশ হয়। দেবি। যে গৃহে লিঙ্গপূজা না হয়, তাহা বিষ্ঠাগর্ত্ত সমান বিবেচনা করিবে, বিশেষতঃ সেই গৃহের অন্ন বিষ্ঠাসদৃশ এবং জল মূত্রসদৃশ হইবে। অতএব মহেশ্বরি। শাক্ত শৈব বৈষ্ণব সৌর বা গাণপত, সকলেই অগ্রে বিল্বপত্র দ্বারা লিঙ্গপূজা করিয়া লিঙ্গের নিকট প্রার্থনা পূর্ব্বক অনুমতি লইয়া পশ্চাৎ অন্য দেবতার পূজা করিবে, এরূপ না করিলে পূজা দ্রব্য সমুদায় মূত্রবৎ হইবে। যথা ঃ—

সর্ব্বপূজাসু দেবেশি লিঙ্গপূজা পরং পদম্ ।
লিঙ্গপূজাং বিনা দেবি অন্যপূজাং করোতি যঃ ॥
বিফলা তস্য পূজা স্যাদন্তে নরকমাপ্নুয়াৎ ।
তস্মাল্লিঙ্গং মহেশানি প্রথমং পরিপূজয়েৎ ॥
যদ্রাজ্যং লিঙ্গপূজায়াং রহিতং সততং প্রিয়ে ।
তদ্রাজ্যং পতিতং মন্যে বিষ্ঠাভূমিসমং স্মৃতম্ ॥
ব্রহ্মবিট্‌ক্ষত্রিয়ো দেবি যদি লিঙ্গং ন পূজয়েৎ ।
তৎক্ষণাৎ পরমেশানি ত্রয়শ্চণ্ডালতামিয়ুঃ ॥
শূদ্রশ্চ পরমেশানি সদা শূকরবদ্ভবেৎ ॥
শিবার্চ্চনন্তু দেবেশি যস্মিন্ গেহে বিবর্জ্জিতম্ ।
বিষ্ঠাগর্ত্তসমং দেবি তদ্‌গৃহং বিদ্ধি পার্ব্বতি ।
অন্নং বিষ্ঠা পয়ো মূত্রং তস্মিন্ বেশ্মনি পার্ব্বতি ॥
শাক্তো বা বৈষ্ণবো বাপি শৈবো বা পরমেশ্বরি ।
আদৌ লিঙ্গং প্রপূজ্যাথ বিল্বপত্রৈর্বরাননে ॥
পশ্চাদন্যং মহেশানি লিঙ্গং প্রার্থ্য, প্রপূজয়েৎ ।
অন্যথা মূত্রবৎ সর্ব্বং শিবপূজাং বিনা প্রিয়ে ॥

আমরা এই শিব বিষয়ে যে সমস্ত প্রমাণ প্রদর্শন করিলাম, তদ্দ্বারা ইহাই অনুমিত হয় যে, এই সদাশিবই আদিদেব, এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্রাদি সকল দেবতাই তাঁহারই অনুগ্রহ লাভ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইয়াছেন। পরন্তু যিনি সর্ব্বপ্রধান তাঁহারই প্রসাদ গ্রহণ বিষয়ে নানাশাস্ত্রে নানাপ্রকার নিষেধ বচন দৃষ্ট হয়। ইহাতে ভক্তগণের মনে নানারূপ সন্দেহেরও উদয় হইতে পারে। প্রচলিত প্রবাদের মধ্যেও শ্রুত হওয়া যায় যে, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রাদি ভেদে সকলেরই পূজা সদাশিব গ্রহণ করিয়া থাকেন, সকলে স্পর্শও করিয়া থাকেন, অতএব শিবের প্রসাদ গ্রহণ করিলে জাতিনাশের সম্ভাবনা। এই নিমিত্ত শিবের প্রসাদ গ্রহণ করিতে নাই। শাস্ত্র প্রমাণেও যাহা দৃষ্ট হয়, তাহাতেও আপাতদৃষ্টিতে ঐ রূপই শিবপ্রসাদ নিষিদ্ধ বলিয়া বোধ হয়। কালিকাপুরাণে আছে,—"অগ্রাহ্যং শিবনির্ম্মাল্যং (নৈবেদ্যং) পত্রং পুষ্পং ফলং জলং। * * * দ্রব্যমন্নং ফলং তোয়ং শিবস্য ন স্পৃশেৎ ক্বচিৎ॥ ন নরোচ্ছিষ্টনির্ম্মাল্যং কূপে সর্ব্বং বিনিঃক্ষিপেৎ॥ মক্ষিকাপাদমাত্রং যঃ শিবস্বমুপজীবতি॥ লোভাৎ মোহাৎ পতত্যেব কল্পান্তং নরকে নরঃ॥" পদ্মপুরাণে, অনর্হং মম নৈবেদ্যং পত্রং পুষ্পং ফলং জলং। মহ্যং নিবেদ্য সকলং কূপএব বিনিঃক্ষিপেৎ॥ এইরূপ অন্যান্য বচন স্থলবিশেষে দৃষ্ট হয়। কিন্তু এতদ্বিষয়ে প্রণিধান পূর্ব্বক দৃষ্টিপাত করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, রুদ্রের নির্ম্মাল্য গ্রহণ নিষিদ্ধ। শিবের প্রসাদ ভক্ষণে কোথায়ও কোনরূপ নিষেধক বচন দৃষ্ট হয় না।

দেবতাতে অর্পিত বস্তু, শাস্ত্রে তিনটি পৃথক্ নামে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কোথাও নির্ম্মাল্য শব্দে অভিহিত, কোথাও নৈবেদ্য শব্দে অভিহিত, কোথাও বা প্রসাদ শব্দে অভিহিত হইয়াছে। এই তিনটি বাক্যের যে কিছুমাত্র বিভিন্নতা আছে, ইহা অনেকেই অবগত নহেন, অথচ সকলেই ইহা একার্থ প্রতিপাদক জ্ঞানে ভ্রান্তিজালে পতিত হইয়া থাকেন। বস্তুতঃ শাস্ত্রে প্রসাদ শব্দে শিবকে অর্পিত বস্তু বুঝায়। নৈবেদ্য শব্দে বিষ্ণুকে অর্পিত বুঝায় এবং নির্ম্মাল্য শব্দে কেবল রুদ্রোচ্ছিষ্ট বুঝায়। যথা লিঙ্গপুরাণে,—রুদ্রোচ্ছিষ্টন্তু নির্ম্মাল্যমুচ্যতে রুদ্র-পূজকৈঃ। বিষ্ণূচ্ছিষ্টন্তু বিবুধৈর্নৈবেদ্যং ইতি কীর্ত্ত্যতে॥ শিবপ্রসাদ ইত্যুক্তং সচ্চিদানন্দরূপিণঃ। ত্রিমূর্ত্তিভিরুপাস্যস্য তূচ্ছিষ্টং পরমাত্মনঃ॥ শিবপ্রসাদ কুত্রাপি ন নির্ম্মাল্যমিতীর্য্যতে। নির্ম্মাল্যশব্দবাচ্যং যৎ রুদ্রোচ্ছিষ্টং ক্বচিৎ ক্বচিৎ।

এই বচন লক্ষ্য করিয়া শিবপ্রসাদ বিষয়ে বিরুদ্ধ বচনের সামঞ্জস্য করিতেই হইবে। শাস্ত্রে বিরুদ্ধ বচন কল্পনা করিলে শাস্ত্রের প্রতি দোষ স্পর্শে। দুইটি বিভিন্ন বচন পাইলে সুমীমাংসক সুধী ব্যক্তি উভয় বচনেরই বিভিন্ন প্রয়োগ স্থল

প্রদর্শন করিয়া বিরুদ্ধ ভাবের নিবাস করিয়া থাকেন। অবশ্য "শ্রুতিদ্বৈধন্তু যত্র স্যাত্তত্র ধর্ম্মাবুভাবপি ॥" এই বচন বলে ক্কচিৎ যে যে স্থলে সামঞ্জস্যের স্থল প্রাপ্ত হওয়া যায় না, সেই সেই স্থলে সম্প্রদায় ভেদে উভয়রূপ বিধিই গ্রাহ্য বলিয়া প্রচলিত হইয়া থাকে। পরন্তু "সম্ভবত্যেকবাক্যত্বে বাক্যভেদো ন যুজ্যতে ॥" অর্থাৎ যদি বচন পরম্পরায় সামঞ্জস্য করিতে পারা যায়, তাহা হইলে কখনই বিরুদ্ধভাব গ্রহণ করিবে না। শিবনির্ম্মাল্য ও শিবপ্রসাদ এই বাক্য পার্থক্যে ভূরি ভূরি বিরুদ্ধ বচন দৃষ্ট হয়। পূর্ব্বে উদ্ধৃত বচনগুলিতে শিবের উচ্ছিষ্ট বা শিবনির্ম্মাল্য, বা পাঠান্তরে শিবনৈবেদ্য ভক্ষণ নিষিদ্ধ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। পরন্তু নানা তন্ত্র মধ্যে, পুরাণে ও বেদে শিবপ্রসাদ ভক্ষণে ভূরি ভূরি বিধান প্রাপ্ত হওয়া যায়। এমন কি যিনি শিবপ্রসাদ ভক্ষণ না করেন, তাঁহাকে পতিত ও বিষ্ঠাকৃমি প্রভৃতি ভক্ষক বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে এবং অন্তিমে তাহার প্রতি নরকও নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অন্যদিকে কণামাত্র শিবপ্রসাদ ভক্ষণকারীর অক্ষয় স্বর্গ বিধান করা হইয়াছে। এই বচনগুলি সমুদয় উদ্ধৃত করিলে একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ হইয়া পড়ে। পাঠকের কৌতূহল চরিতার্থের নিমিত্ত দুই একটি বচন উদ্ধৃত করিলাম, যথা শৈবরত্নাকরে—

> "পাদোদকপ্রসাদানাং নির্ম্মাল্যানাং নিষেবকঃ।
> ররিষ্ঠশ্চ গরিষ্ঠোঽভূৎ প্রসাদস্য প্রভাবতঃ ॥

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে—

> নির্ম্মাল্যং পরমং পুণ্যং নৈবেদ্যং পাপনাশনং।
> ব্রহ্মচারি গৃহস্থানাং যতিনাঞ্চৈব মুক্তিদং ॥
> শিবার্পিতং বিনা ভুঙ্‌ক্তে সদ্যো ভবতি কিল্বিষী।
> ভক্ষিতে শিবনৈবেদ্যে পুণ্যান্যায়ান্তি কোটিশঃ ॥

শিবরহস্যে—

> "সংসার-বন্ধনাশায় শিব নৈবেদ্য-ভোজনং।
> কল্পিতং গিরিশেনেদমস্ততো মুক্তিসাধনম্ ॥

বেদের কাণ্বশাখায় আছে—ত্রিগুণ্সানং অশ্নীযাৎ। যদি পাপ্মা শিবানর্পিতং ভুঙ্‌ক্ষ্ব তদ্রেতো ভুঙ্‌ক্ষ্ব, মলং ভুঙ্‌ক্ষ্ব, কৃমিং ভুঙ্‌ক্ষ্ব, অধিং ভুঙ্‌ক্ষ্ব, অধো গচ্ছেতি ॥ যো বান্যোপি ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিযো বৈশ্যো বা শূদ্রোপি শিবস্য নৈবেদ্যং ভুঞ্জীত। সমতীত্যৈব দুঃখং সর্ব্বমৈশ্বর্য্যমাপ্নোতি। সর্ব্বৈবিষ্ণুরেব ভবতি। তরতি শোকং ন স পুনরাবর্ত্ততে। যে বৈ শিবস্য নৈবেদ্যং ন ভক্ষয়তি অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি নরকেষু পতন্তি হানৈব সুখং লভন্ত ইতি।

ঋগ্বেদে—

অসমর্প্যোদনং শম্ভোর্ভুঙ্‌ক্তে খাদতি পাতি চেৎ।
স্বমাংসমস্থিমূত্রঞ্চ ভুঙ্‌ক্তে খাদতি পাতি চ॥

এইরূপ প্রসাদ ভক্ষন প্রতিপাদক ভূরি ভূরিপ্রমাণ শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। ইহার মীমাংসা পূর্ব্বোদ্ধৃত লিঙ্গপুরাণের বচনেই দৃষ্ট হয়। যে যে স্থলে শিবনির্ম্মাল্য নিষিদ্ধ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে তৎসমুদয়ই রুদ্রোচ্ছিষ্টপর। শিবের নৈবেদ্য ভক্ষণ সর্ব্বত্রই সকলের পক্ষে বিহিত।

যাঁহারা শিবপ্রসাদ নিষেধক বচনের পক্ষপাতী, তাঁহারা আপত্তি করিতে পারেন, যে যদি শিবের প্রসাদ নিষিদ্ধ না হইয়া রুদ্রোচ্ছিষ্ট নিষেধই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে "ন গ্রাহ্যং শিবনৈবেদ্যং" এই স্থলে "ন গ্রাহ্যং রুদ্র-নির্ম্মাল্যং" এইরূপ বচন তত্তন্নিষেধক স্থলে দিতে পারিতেন। শিবশব্দে রুদ্র কল্পনা করিতে হইত না। বস্তুতঃ শিবশব্দে ব্রহ্মা, বিষ্ণু রুদ্রাদি দেবতাই বুঝায়। যথা—তন্ত্রে, ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ ঈশ্বরশ্চ সদাশিবঃ। ততঃ পরশিব-শ্চেতি ষট্‌শিবাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥ অর্থাৎ ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্র ঈশ্বর (নারায়ণ) সদাশিব এবং পরশিব এই ছয় দেবতাই শিব শব্দে অভিহিত হইয়া থাকেন। অতএব শিব শব্দে যে রুদ্র, ইহা শাস্ত্রোক্ত, উষ্ণমস্তিষ্কের কল্পনা নহে। শৈবের আরাধ্য দেবতা কেবল সদাশিব বা পরশিব, একমাত্র শিবশব্দে অভিহিত হয়েন না।

লিঙ্গপুরাণের পূর্ব্বোদ্ধৃত বচনের পরে আছে, যে "ক্বচিৎ কদাচিৎ নির্ম্মাল্যং নৈবেদ্যঞ্চ নিষিধ্যতে। শিবপ্রসাদঃ কুত্রাপি স্বপ্নেঽপি ন নিষিধ্যতে॥" অর্থাৎ নির্ম্মাল্য (রুদ্রোচ্ছিষ্ট) বা নৈবেদ্য (বিষ্ণূচ্ছিষ্ট) গ্রহণের কোথাও কোথাও নিষেধক বচন দৃষ্ট হয়, কিন্তু শিবের (সদাশিবের) প্রসাদ ভক্ষণ নিষেধক বচন স্বপ্নেরও অগোচর। ইহা দ্বারা স্পষ্টই মীমাংসিত হইল যে শিবের (সদাশিবের) প্রসাদ ভক্ষণ কখনই নিষিদ্ধ হয় নাই।

শিবলিঙ্গের বিষয় যথাসম্ভব সংক্ষেপে এক প্রকার কথিত হইল। ফলতঃ শিবলিঙ্গের প্রকার-ভেদ, প্রকার-বিশেষে ফলভেদ, পারদ পাষাণ দুগ্ধ ঘৃত গোময় প্রভৃতি দ্বারা কৃত্রিম শিবলিঙ্গের নির্ম্মাণপ্রণালী এবং শিবলিঙ্গের পূজা ধ্যান স্থাপন প্রভৃতি এত অধিক জ্ঞাতব্য বিষয় আছে যে, তত্তাবৎ সংগ্রহ পূর্ব্বক বিবৃত করিলে উহাই একখানি প্রকাণ্ড গ্রন্থ হইয়া উঠে। সুতরাং তন্মধ্য হইতে স্থূল স্থূল কয়েকটি বিষয়ের কেবল অতীব সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়া আমরা এইখানেই এক প্রকার বিরত হইলাম। যদিও এসম্বন্ধে আরও কতক-

গুলি অবশ্যজ্ঞেয় বিষয় এস্থলে সংক্ষেপে বিবৃত করিবার বাসনা ছিল, কিন্তু পাঠক মহাশয়গণের মধ্যে অনেকেই ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া পড়িবেন বিবেচনায় অগত্যা আমাদিগকে এই স্থলেই বিরত হইতে হইল। তবে এস্থলে উল্লেখ করা আবশ্যক যে, যত প্রকার প্রতিকৃতি বা প্রতিমা পূজার পদ্ধতি পৃথিবীমধ্যে প্রচলিত হইয়াছে বা আছে, শিবলিংগ পূজাই তন্মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল বলিয়া সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হইতেছে। অতিসংক্ষেপেই এতদ্বিষয়ের আলোচনা করিয়া আমরা নিবৃত্ত হইব।

কৃতবিদ্য পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে অনেকেরই মত এই যে বেদমধ্যে প্রতিমা-পূজার বিধি বা উল্লেখ নাই। মহর্ষি-বাল্মীকি-প্রণীত রামায়ণের ন্যায় অতীব প্রাচীন গ্রন্থেও প্রতিমা-পূজার কোনরূপ সুস্পষ্ট উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। রামায়ণের যে যে স্থলে দেবতার উল্লেখ আছে, সেই সেই স্থলে কোন প্রতিমার উল্লেখ দেখা যায় না,—কেবল অমুক দেবতার আয়তন বা স্থান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বাহুল্য ভয়ে সকল স্থল হইতে উদ্ধৃত না করিয়া সর্ব্বসাধারণের অবগতির নিমিত্ত কেবল এক স্থান হইতে আমরা কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

যথা বাল্মীকি-রামায়ণের (পাশ্চাত্য সংস্করণের) অরণ্যকাণ্ড-দ্বাদশসর্গে ঃ—

> প্রবিবেশ ততো রামঃ সীতয়া সহলক্ষণঃ।
> প্রশান্তহরিণাকীর্ণমাশ্রমং হ্যবলোকয়ন্ ॥
> স তত্র ব্রহ্মণঃ স্থানমগ্নিস্থানং তথৈব চ।
> বিষ্ণোঃ স্থানং মহেন্দ্রস্য স্থানঞ্চৈব বিবস্বতঃ ॥
> সোমস্থানং ভগস্থানং স্থানং কৌবেরমেব চ।
> ধাতুর্বিধাতুঃ স্থানঞ্চ বায়োঃ স্থানং তথৈব চ ॥
> স্থানঞ্চ পাশহস্তস্য বরুণস্য মহাত্মনঃ।
> স্থানং তথৈব গায়ত্র্যা বসূনাং স্থানমেব চ ॥
> স্থানং চ নাগরাজস্য গরুড়স্থানমেব চ।
> কার্ত্তিকেয়স্য চ স্থানং ধর্ম্মস্থানঞ্চ পশ্যতি ॥

অর্থাৎ, অনন্তর রামচন্দ্র সীতা ও লক্ষণের সহিত প্রশান্ত-মৃগযূথ-নিষেবিত আশ্রম-পরিসর সন্দর্শন করিতে করিতে মহর্ষি অগস্ত্যের আশ্রমাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। "প্রবেশ করিয়া তিনি আশ্রমমধ্যে ব্রহ্মার স্থান, রুদ্রের স্থান বিষ্ণুর স্থান, মহেন্দ্রের স্থান, সূর্য্যের স্থান, সোমের স্থান, ভগদেবের স্থান, কুবেরের স্থান প্রজাপতির স্থান, বিশ্বকর্ম্মার স্থান, বায়ুর স্থান, পাশহস্ত মহাত্মা

বরুণের স্থান, গায়ত্রী সরস্বতী ও সাবিত্রীর স্থান, বসুগণের স্থান, বাসুকির স্থান, গরুড়ের স্থান, কার্ত্তিকেয়ের স্থান ও ধর্ম্মের স্থান প্রভৃতি দেবস্থান সকল অবলোকন করিলেন।”

এতদ্দ্বারা বোধ হয়, খৃষ্টীয়ানেরা যেমন গির্জ্জা ও মুসলমানেরা যেমন মস্জিদ্ নির্ম্মাণ করিয়া ঈশ্বরের উপাসনা করেন, অতি প্রাচীনকালে আমাদের দেশেও সেইরূপ এক এক দেবতার উদ্দেশে এক একটি পৃথক্ স্থান বা আয়তন (বেদী বা মন্দির) নির্দ্দিষ্ট বা নির্ম্মিত থাকিত। সেই আয়তনে কোন দেবতার প্রতিকৃতি থাকিত না, কেবল সেই স্থানে সেই দেবতার আরাধনা উপাসনা প্রভৃতি হইত। আমাদের দেশে এই প্রথা ক্রমে তিরোহিত হইয়া আসিয়াছে,—হিন্দুধর্ম্ম-সংস্কারক মহাত্মগণ, অনায়াসে হৃদয়মন্দিরে অভীষ্ট-দেবমূর্ত্তি ধারণার উদ্দেশে মনুষ্যের বুদ্ধির ও রুচির পরিবর্ত্তন সহকারে ক্রমে সেই সেই শূন্য স্থানে সেই সেই দেবতার ধ্যানানুযায়িনী প্রতিমূর্ত্তি স্থাপনের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। পরন্তু খৃষ্টীয়ানদিগের গির্জ্জা ও মুসলমানদিকের মস্জিদ, বোধ হয়, সেই আদিম অনুকরণেই এক্ষণ পর্য্যন্তও প্রতিমা-শূন্য অবস্থায় ঈশ্বরোপাসনাস্থান হইয়া আছে। যাহা হউক, রামায়ণের ন্যায় প্রাচীনতর গ্রন্থে অন্যান্য প্রতিমূর্ত্তি পূজার উল্লেখ না থাকিলেও শিবলিঙ্গপূজার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

উত্তরকাণ্ডের বিংশ সর্গে সুস্পষ্টাক্ষরে বর্ণিত আছে :—

দিগ্বিজয়াভিলাষী রাবণ মাহীষ্মতী নগরীতে কার্ত্তবীর্য্য অর্জ্জুনের সাক্ষাৎ পাইলেন না। তাঁহার অমাত্যবর্গের মুখে শুনিলেন, অর্জ্জুন নর্ম্মদায় গমন করিয়াছেন। তখন দশানন নর্ম্মদায় গমন পূর্ব্বক স্নানাহ্নিক সমাপন করিয়া শিবপূজার নিমিত্ত “মনোমত স্থান নির্ণয়ার্থ যে যে স্থানে গমন করিতে লাগিলেন, সুবর্ণময় শিবলিঙ্গও সেই সেই স্থানেই নীত হইতে থাকিলেন। অনন্তর দশানন বালুকাবেদী মধ্যে শিবলিঙ্গ স্থাপন করিয়া বিবিধ অমৃত-সুগন্ধি গন্ধপুষ্প দ্বারা দেবাদিদেব শঙ্করের অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন।

নিশাচরনাথ দশগ্রীব, বরপ্রদ দেবের চন্দ্র-কিরীট-ভূষণ হরের বিগ্রহ স্বরূপ সেই লিঙ্গের পূজা সমাপন করিয়া তাঁহার সম্মুখে গান ও বাহু সকল প্রসারণ করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন।”

আমাদের অনুবাদিত বাল্মীকি-রামায়ণের বাঙ্গালা অনুবাদ
উত্তরকাণ্ড বিংশ সর্গ ৪৪ পৃষ্ঠা।

মূল যথা রামায়ণ (গৌড়ীয় সংস্করণ) বিংশ সর্গ ঃ—

যত্র যত্র হি যাতি স্ম রাবণো রাক্ষসাধিপঃ।
জাম্বুনদময়ং লিঙ্গং তত্র তত্র হি নীয়তে ॥
বালুকাবেদিকামধ্যে লিঙ্গং সংস্থাপ্য রাবণঃ
অর্চ্চয়ামাস পুষ্পৈশ্চ গন্ধৈশ্চামৃতগান্ধিভিঃ ॥
ততঃ স তং মূর্ত্তিধরং বরং হরং বরপ্রদং চন্দ্রকিরীটভূষণম্।
তমর্চ্চয়িত্বা [চ] নিশাচরো জগৌ প্রসার্য্য হস্তাংশ্চ ননর্ত্ত সোহগ্রতঃ ॥

অনেকে বলেন, বাল্মীকি-রামায়ণে দুর্গাপূজার উল্লেখ আছে। রামচন্দ্র রাবণ-বধের উদ্দেশে অকালে বোধন পূর্ব্বক ভগবতী দশভুজার পূজা করিয়াছিলেন। তদবধি আমাদের দেশে শরৎকালে দুর্গাপূজা হইয়া আসিতেছে। দুর্গাপূজার বোধনমন্ত্রেও এ বিষয়ের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।* ফলতঃ, বাল্মীকি-রামায়ণে দুর্গাপূজার উল্লেখ কতদূর প্রামাণিক, তাহা নির্ণয়-সাপেক্ষ। কারণ পুরাণ ও উপপুরাণ মধ্যে এ বিষয়ের সুস্পষ্ট উল্লেখ থাকিলেও প্রচলিত মূল বাল্মীকি-রামায়ণে ইহা দৃষ্ট হয় না, আর রামচন্দ্র ভগবতীর পূজা করিলেও মূর্ত্তি নির্ম্মাণ পূর্ব্বক পূজা করিয়াছিলেন. কি না, তাহারও নিশ্চয় নাই, আর মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করিলেও রাবণের সুবর্ণময় শিবলিঙ্গ পূজা যে, তাহারও অনেক পূর্ব্বে, রামায়ণই তাহা নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। সুতরাং সকল প্রকার প্রতিমা পূজার পূর্ব্বে সর্ব্বপ্রথমেই শিবলিঙ্গ পূজা প্রবর্ত্তনার উল্লেখ দৃষ্ট হইতেছে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, এই শিবলিঙ্গপূজা পৃথিবীর সকল প্রদেশেই কি আর্য্য কি অনার্য্য সকল জাতির মধ্যেই প্রচলিত ছিল, তাহারও যথেষ্ট প্রমাণ দিন দিন প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। পৃথিবীর অনাবিষ্কৃত প্রদেশ ও স্থান সকল দিন দিন যত আবিষ্কৃত হইতেছে, ততই স্থানে স্থানে কোথাও বা শিবলিংগ কোথাও বা শিবলিংগের মন্দিরের চিহ্ন সমুদায় পরিলক্ষিত হইতেছে।

মিশরদেশের সুপ্রসিদ্ধ পিরামিড ও ব্যাবিলনের অত্যদ্ভুত প্রাসাদ, পৃথি-

---

* যথা বিল্ববৃক্ষং প্রতি ঃ—

ঐং রাবণস্য বধার্থায় রামস্যানুগ্রহায় চ। অকালে ব্রহ্মণা বোধো দেব্যাস্ত্বয়ি কৃতঃ পুরা॥
অহমপ্যাশ্বিনে তদ্বৎ বোধয়ামি সুরেশ্বরীম্। ধর্ম্মার্থকামমোক্ষায় বরদা ভব শোভনে॥
শক্রেণাপি চ সম্বোধ্য প্রাপ্তং রাজ্যং সুরালয়ে ॥
তস্মাদহং ত্বাং প্রতিবোধয়ামি বিভূতিরাজ্যপ্রতিপত্তিহেতোঃ।
যথৈব রামেণ হতো দশাস্যস্তথৈব শত্রূন্ বিনিপাতয়ামি ॥

বীব সুবিখ্যাত সপ্ত অদ্ভুত পদার্থেব মধ্যে দুইটি অদ্ভুত পদার্থ বলিযা সকলে গণনা কবিযা থাকেন। কিন্তু এই পিবামিড সকল অথবা এই প্রাসাদ কিবূপে বা কি উদ্দেশে বিনির্ম্মিত হইযাছিল, এ কাল পর্য্যন্ত কেহই তাহার সম্যক্ নিবূপণ কবিতে পাবেন নই। কেহ কেহ বলেন, মিশবেব পিবামিড সকল তত্রত্য সম্রাট্‌গণেব সমাধিস্তম্ভ। পবন্তু মহানুভব পণ্ডিত বুবেন বাবো লিখিয়াছেন, 'মিশবেব পিবামিড সকল এবং আইস্‌ল্যাণ্ড (ঈশলিঙ্গ) দ্বীপে ইদানীন্তন যে সকল পিবামিড আবিষ্কৃত হইয়াছে, এমন কি, ব্যাবিলনেব প্রাসাদও বোধ হয, মহাদেবেব প্রতিমূর্ত্তিব (শিবলিংগেব) মন্দির ভিন্ন অন্য কোন উদ্দেশে বিনির্ম্মিত হয় নাই। অনেকেই এই মতেব অনুমোদন কবেন। তাঁহাবা বলেন, ঐ সমস্ত, মহাদেবেব উদ্দেশেই বিনির্ম্মিত হইয়াছিল, এবং উহাতে শিবলিংগ স্থাপন পূর্ব্বক মহাদেবেব পূজা হইত, এ অনুমান নিতান্ত অযৌক্তিকও নহে।* এতদ্ব্যতীত মক্কাব কাবাতে (ধর্ম্মালযে) যে শিবলিংগ বিবাজমান বহিয়াছেন, তাহা অনেকেই অবগত আছেন।

---

* মিশবদেশেব সংস্কৃত নাম মিশ্রদেশ। প্রবাদ আছে যে, অতীব প্রাচীনকালে যে সমস্ত ব্রাহ্মণ ভাবতবর্ষমধ্যে প্রাণদণ্ডার্হ অপবাধে অপবাধী হইতেন, তাঁহাদিগকে ঐ মিশবদেশে নির্ব্বাসিত করা হইত। কাবণ, তৎকালে বাজগণ ব্রাহ্মণেব ব্রহ্মস্ব হবণ অথবা প্রাণদণ্ড বিধান কবিতেন না। তাঁহাবা প্রাণদণ্ডার্হ ব্রাহ্মণগণকে স্ত্রীপুত্রাদি ও সমুদায ধনসম্পত্তিব সহিত মিশবদেশে নির্ব্বাসিত কবিযা দিতেন। এইবূপে ক্রমে ঐ দেশে বহুসংখ্য ব্রাহ্মণগণেব বাস হইল। এই নির্ব্বাসিত নানাপ্রকাব ব্রাহ্মণগণ পবস্পব বৈবাহিকাদি সম্বন্ধে মিশ্রিত হইযাছিলেন বলিয়া তাঁহাবা সাধাবণতঃ 'মিশ্র' উপাধি প্রাপ্ত হযেন, এবং ঐ দেশ মিশ্রদেশ বলিযা বিখ্যাত হয। কেহ কেহ অনুমান কবেন, এই ব্রাহ্মণগণেব মধ্যে অনেক মিশ্র উপাধি-বিশিষ্ট ছিলেন বলিযা ঐ দেশ মিশ্রদেশ বলিযা বিখ্যাত হইযাছে যাহা হউক, এই মিশ্র শব্দেব অপভ্রংশ অথবা প্রাকৃত উচ্চাবণ মিশব।

ইউরোপীয পণ্ডিত মহোদয়গণ প্রায সকলেই একবাক্যে সিদ্ধান্ত কবিযাছেন যে, মিশব হইতে গ্রিসে এবং গ্রিস্ হইতে বোমে ও প্রায সমুদায ইউবোপে ক্রমে প্রতিমা পূজা প্রভৃতি প্রচলিত হইয়াছিল। সুতবাং বলা বাহুল্য যে, ভাবতবর্ষ হইতে মিশবে এবং মিশব হইতে সমুদায় ইউবোপে ক্রমে বূপান্তবিত হইয়া লিংগপূজা প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকিবে। মিশবেব পিবামিড সমুদাযও যে ভাবতবর্ষীয নির্ব্বাসিত ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক শিবলিংগেব উদ্দেশেই বিনির্ম্মিত হইয়াছিল, এতদ্বাবা তাহাও এক প্রকাব অনুমান কবা যাইতে পাবে। কাবণ

আর অতি প্রাচীনকালে মিশর, গ্রীস্ ও তদনুকরণে রোম প্রভৃতি দেশেও শিবলিংগের অনুকরণে এক প্রকার লিংগ পূজা হইত। ইহাকে তাহারা ফ্যালস (লিংগ) বা ফ্যালিক (লৈংগ) পূজা বলিত।* পরন্তু এই ফ্যালস আমাদের দেশের শিবলিংগের মত শিষ্টসম্মত বা সভ্যানুমোদিত না হইয়া অত্যন্ত অশ্লীলভাবে বিনির্ম্মিত হইত। একটি পুরুষের এক অতি প্রকাণ্ড দোদুল্যমান লিংগ নির্ম্মাণ করিয়া এই পূজা হইত। কখন কখন সমারোহ পূর্ব্বক এইরূপ প্রতিমূর্ত্তি সদর রাস্তা দিয়া লইয়া যাওয়া হইত, এবং স্ত্রী পুরুষ সকলেই উন্মত্তের ন্যায় হইয়া বিবিধ প্রকার অশ্লীল গান করিতে করিতে তাহার অনুগমন করিত। মিশরদেশের স্ত্রীলোকেরা তাহাদের 'অসিরিস' নামক দেবের এইরূপ অতি প্রকাণ্ড দোদুল্যমান লিংগ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক ধর্ম্মোৎসবের সময় বহন করিয়া লইয়া যাইত। আবার কখন কখন ঐ লিংগ ত্রিফলা (তেফ্যাকড়া) করিয়া বিনির্ম্মিত হইত, পরন্তু এরূপ মূর্ত্তি কদাচিৎ সমারোহের সময় বাহির করা হইত। গ্রীকেরা কখন কখন কেবল লিংগ নির্ম্মাণ করিয়াই পূজা করিত, পরন্তু উহাও এরূপ ভাবে নির্ম্মিত হইত যে, দেখিবামাত্র তাহা পুরুষাংগ বলিয়াই অনুমিত হইত। অধিকন্তু ধর্ম্ম সমারোহের সময় এই লিংগ কোন

পিরামিড শব্দটি কোথা হইতে কিরূপে উৎপন্ন হইয়াছে, এ পর্য্যন্ত তাহার নির্ণয় হয় নাই। ইংরাজি ও ফরাসি ভাষায় ইহাকে পিরামিড বলে। লাটিন ভাষায় পিরামিস ও ইউরোপের মধ্যে অতীব প্রাচীন গ্রিক ভাষাতেও পিরামিস বলিয়া উল্লিখিত আছে। এই পিরামিস শব্দ যে সংস্কৃত 'পরমেশ' শব্দের অপভ্রংশ তাহা সহজেই অনুমিত হইতেছে। শিবের একটি নাম পরমেশ; সুতরাং শিবের নামানুসারে শিবমন্দিরের নাম যে, পরমেশ ও তাহার অপভ্রংশে গ্রিকভাষায় পিরামিস ও ক্রমে পিরামিড হইয়াছে, এ অনুমান নিতান্ত অযৌক্তিকও নহে। অধিকন্তু সূক্ষ্ম বিবেচনা করিয়া দেখিলে অনুমিত হইতে পারে যে, পিরামিডের ন্যায় ঈদৃশ অতীব গুরুতর ব্যাপার ধর্ম্মোদ্দেশে সর্ব্বসাধারণের সমবেত চেষ্টা ব্যতীত, একোদ্দেশে সুসম্পন্ন হওয়া তাদৃশ সম্ভবপরও নহে।

অনেকে অনুমান করেন, বেলসের পুত্র ব্যাবিলনের নামানুসারেই ব্যাবিলন দেশের নামকরণ হইয়াছে। ফলতঃ, 'ভাললোচন' 'ভবলীন' বা 'ভবলিংগ' শব্দ হইতে ব্যাবিলনের ও তৎপ্রাসাদের নামকরণ হওয়াও বিচিত্র নহে।

* ফ্যালস শব্দ, লিংগবাচক সংস্কৃত 'ফলেশ' বা 'ফলশ' 'ফলক অথবা 'শেফস্' শব্দ হইতে উৎপন্ন হওয়া অসম্ভব নহে।

পুরুষে সংযোজিত না করিয়া প্রায়ই বাহির করা হইত না। * কি বিসদৃশ দৃশ্য! যাহা হউক, সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, সভ্যজনানুমোদিত রীতি আমাদের দেশে অনুপ্রবেশ করে নাই। আমাদের দেশে যে গৌরীপট্ট-সমন্বিত শিবলিংগের পূজা হয়, তাহা যে যোনি ও লিংগের প্রতিকৃতি কেহ বলিয়া না দিলে তাহা সহজে হৃদয়ঙ্গম হইবারও নহে। (ফলতঃ উহা যে মায়াতে অনুপ্রবিষ্ট ব্রহ্ম, তাহা যথাক্রমে বর্ণিত হইয়াছে।) বোধ করি, এই জন্যই লিংগোৎপত্তির বিষয় সাধারণে প্রকাশ করিতে শাস্ত্রে বিবিধ শাসনবাক্য দৃষ্ট হয়, এবং প্রধানতঃ এই জন্যই বোধ হয়, এই লিংগ রূপক-আবরণ ও শাস্ত্রীয়-শাসন-

---

* মিশর ও গ্রীশ দেশের পুরাবৃত্তবিশেষে এই ফ্যালস পূজার উৎপত্তি সম্বন্ধে বর্ণিত আছে যে, 'টাইফন' কর্ত্তৃক 'অসিরিস' নিহত ও খণ্ডখণ্ডীকৃত হইলে তদীয় শক্তি বা সহধর্ম্মিণী 'আইসিস' তাহার অংগপ্রত্যংগের মধ্যে কেবল তাঁহার জননেন্দ্রিয়টি খুঁজিয়া পাইলেন না। তিনি স্বামীর প্রত্যেক অংগপ্রত্যংগের বিশেষ সম্মান ও সৎকার করিয়াছিলেন। সুতরাং সবিশেষ অনুসন্ধান করিয়াও তাঁহার যে অংগটি পাইলেন না, সেই লিংগের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সম্মান পূজা ও মাহাত্ম্য বৃদ্ধি করিলেন। তদুদ্দেশে তদনুকল্পস্বরূপ কাষ্ঠের ফ্যালস (লিংগ) বিনির্ম্মিত হইল, এবং অসিরিসের উদ্দেশে 'ফ্যালিকা' নামে যে ধর্ম্মোৎসব প্রতিষ্ঠিত হইল, ঐ উৎসবের সময় উহা বাহির করা হইত। লোকে ঐ কাষ্ঠময় লিংগের অতীব সমাদর ও সম্মান প্রদর্শন করিত ও উহাকে সর্ব্ববিধ অভীষ্ট-ফল সূচক জ্ঞান করিত। অধিকন্তু, তাৎকালিক লোকের মনে তদ্দ্বারা কোনরূপ বিরুদ্ধ বা বিপরীত ভাবেরও উদয় হইত না।

ফ্যালস শব্দে লিংগ, সুতরাং তদনুসারে লোকে উহাকে 'ফ্যালিকা' অথবা 'ফ্যালিক' 'ফেষ্টিভ্যাল' (লিংগোৎসব) বলিত। কালক্রমে ঐ ফ্যালসকে অসিরিসের প্রতিমূর্ত্তিতে সংযোজিত করিয়া বাহির করিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল।

গ্রীসদেশবাসীরা মিশরবাসীদিগের অনুকরণে ইউরোপের মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে লিংগপূজা করিত, এবং এথেন্সবাসীদিগের দ্বারা ক্রমে ইউরোপের প্রায় সকল দেশেই এই লিংগপূজার প্রবর্ত্তনা হইয়াছিল। গ্রীসদেশবাসীরা প্রায় সকলেই —বিশেষতঃ এথেন্সবাসীরা—'বক্কস' নামক তাহাদের সুরাধিপতি দেবের 'ডাইওনিসিয়া' নামক মহোৎসবের সময় মহাসমারোহ পূর্ব্বক এইরূপ লিংগপূজা করিত, এবং লিংগ নির্গমনকে উক্ত ডাইওনিসিয়া মহোৎসবের একটি প্রধান অঙ্গ স্বরূপ বিবেচনা করিত। এই মহোৎসব অনেক প্রকার হইত; তন্মধ্যে

আবরণরূপ দ্বিগুণিত আবরণে আবৃত রহিয়াছে। যাহা হউক, আমরা যে দেশ কাল পাত্র অনুসারে প্রকাশের সময় সম্মুখীন দেখিয়া শাস্ত্রীয়-শাসন-বাক্যের তাদৃশ অনুবর্ত্তী না হইয়া—শাস্ত্রের মর্য্যাদা কতক পরিমাণে উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক এই দ্বিবিধ আবরণের মধ্যে এক আবরণের কিয়দংশ ও অপর আবরণের প্রায় সম্পূর্ণ অংশ উন্মোচন করিয়া পাঠকবর্গের কৌতূহল পরিতৃপ্ত করিয়া দিলাম, ইহাতে যদি আমাদের কিছু অপরাধ হইয়া থাকে, ভরসা করি. লিংগস্থ লিংগবর্জ্জিত দেবদেব মহাদেব আমাদের সে অপরাধ ক্ষমা করিবেন।

'ক্ষন্তব্যো নোহপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ

শ্রীমহাদেব শম্ভো।'

একটি মহোৎসবে প্রথমে কতকগুলি মানব পবিত্র কলস লইয়া গমন করিত; তাহার একটি কলসে জল থাকিত। তদনন্তর সদ্বংশীয়া কতকগুলি সুলক্ষণাক্রান্তা কুমারী সুবর্ণ সাজিতে নানাবিধ ফল লইয়া অনুগমন করিত। কখন কখন ঐ সকল সোনার সাজিতে সর্প বিন্যস্ত হইত সর্পগণ কখন বা কুণ্ডলিত ও কুঞ্চিত এবং কখনও বা প্রসারিত হইয়া বিস্মিত দর্শকগণের চিত্তরঞ্জন করিত। তাহার পর একদল মনুষ্য এক প্রকাণ্ড দীর্ঘাকার কাষ্ঠখণ্ডের উপর এই ফ্যালস সংযোজিত করিয়া বাহির করিত। যাহারা এই কাষ্ঠখণ্ড বহন করিত, তাহারা 'ফ্যালোফোরি', শব্দে অভিহিত হইত। এই সকল ব্যক্তিদিগকে সচরাচর মদবিলিপ্তাঙ্গ মেষ ও মৃগ প্রভৃতির চর্ম্মে আবৃত দেখা যাইত, এবং ইহারা মস্তকে 'আইভি' 'ভায়লেট' প্রভৃতি পত্রের মুকুট এবং গলায় নানাপ্রকার পত্র ও পুষ্পের মালা পরিধান করিত। ইহারা সকলেই সাময়িক সঙ্গীত করিতে করিতে দলে দলে গমন করিত। এই সময় ঢাক ঢোল প্রভৃতি নানাবিধ বাদ্যভাণ্ড হইত, এবং প্রায় সকলেই নানাপ্রকার বিকৃত কিম্ভূতকিমাকার সাজে সাজিত; কেহ বা গর্দ্দভে আরোহণ করিত, কেহ বা বলি প্রদানের নিমিত্ত ছাগ প্রভৃতি লইয়া ব্যস্তসমস্ত হইয়া গমন করিত। এইরূপে স্ত্রী পুরুষ সকলেই একত্র মিলিত হইয়া বিবিধ প্রকার অঙ্গভঙ্গী, মস্তক ঘূর্ণন ও ব্যঙ্গসূচক নৃত্য করিতে করিতে ভয়ানক চীৎকার ও জয়ধ্বনি সহকারে দেবতার নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক নভোমণ্ডল বিক্ষোভিত ও বিকম্পিত করিয়া তুলিত।

এই উৎসবের যাজকগণ কেশে সর্প বিন্যস্ত করিত, এবং দৃষ্টির উদ্‌ভ্রান্ততা ও অঙ্গভঙ্গীর বিচিত্রতা দ্বারা তাহারা প্রকৃত উন্মত্তের ন্যায় প্রতিভাত হইত।

এইরূপ মহোৎসব প্রতিবৎসরই হইত; এবং প্রতি তৃতীয় বর্ষেও এক একটি মহামহোৎসব হইত। কথিত আছে, বক্কস এক সময় ভারতবর্ষে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার তিন বৎসর অতিবাহিত হইয়াছিল। এই সুবিখ্যাত ঘটনার স্মরণার্থে বক্কস স্বয়ংই তৃতীয় বার্ষিক মহোৎসব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ গ্রিক কবি আরিষ্টোফেনিসের টীকাকার লিখিয়াছেন, প্রতি পঞ্চম বর্ষেও এরূপ এক একটি মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইত।

এই সকল ঘটনার সহিত কতকাংশে আমাদের চড়ক-পূজার সময় সন্ন্যাসী-দিগের সাদৃশ্য এবং সতীদেহ খণ্ডবিখণ্ডের ন্যায় অসিরিস দেহ খণ্ডবিখণ্ডের দূরতর সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। ফলতঃ স্যার উইলিয়ম জোন্স প্রভৃতি মাননীয় পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন যে, মিশরবাসীদিগের অসিরিস ও আই-সিসের সহিত ভারতবাসীদিগের মহাদেব ও পার্ব্বতীর অনেক প্রকার সৌসাদৃশ্য আছে। এমন কি, স্যার উইলিয়ম জোন্স স্পর্দ্ধাক্ষরেই লিখিয়াছেন যে, মিশরবাসীদিগের অসিরিস ও আইসিস হিন্দুদিগের ঈশ্বর বা ঈশ এবং ঈশানী বা ঐশী ভিন্ন আর কিছুই নহে।

যাহা হউক, বলা বাহুল্য যে, আমাদের শিবলিংগ পূজাতে যেরূপ গূঢ় তাৎ-পর্য্য আছে, মিসরবাসীদিগের লিংগপূজাতেও সেইরূপ গূঢ় তাৎপর্য্য লক্ষিত হইতেছে। আইসিস কর্ত্তৃক অসিরিসের সমুদায় অংগপ্রত্যংগ প্রাপ্তি ও প্রধান অংগ লিংগের অপ্রাপ্তি ইহার মধ্যে যে কি গূঢ় তাৎপর্য্য নিহিত আছে, তাহা চিন্তাশীল পাঠকগণ,—মায়োপহিত চৈতন্য অর্থাৎ পরমব্রহ্মই লিংগ এবং ইন্দ্র বরুণ প্রভৃতি সমুদায় দেবগণ অংগপ্রত্যংগ,—এই মূল সূত্রে দৃষ্টি রাখিয়া চিন্তা করিলেই সমুদায় হৃদয়ংগম করিতে সমর্থ হইবেন।

কথ্যতাং জগতাং নাথ সবিশেষেণ সাম্প্রতম্।
ইদং হি পরমং তত্ত্বং প্রষ্টুং বদ বৃণোমি কম্॥ ৩॥
ত্বত্তঃ কো বাস্তি সর্ব্বজ্ঞো দয়ালুঃ সর্ব্ববিদ্বিভুঃ।
আশুতোষো দীননাথো মমানন্দবিবর্দ্ধনঃ॥৪॥

শ্রীসদাশিব উবাচ।

শিবলিঙ্গস্থাপনস্য মাহাত্ম্যং কিং ব্রবীমি তে।
যৎস্থাপনান্মহাপাপৈঃ মুক্তো যাতি পরং পদম্॥ ৫॥
স্বর্ণপূর্ণমহীদানাৎ বাজিমেধাযুতার্জ্জনাৎ।
নিস্তোয়ে তোয়করণাৎ দীনার্ত্তপরিতোষণাৎ॥ ৬॥
যৎ ফলং লভতে মর্ত্ত্যঃ তস্মাৎ কোটিগুণং ফলম্।
শিবলিঙ্গপ্রতিষ্ঠায়াং লভতে নাত্র সংশয়ঃ॥ ৭॥

কথ্যতামিত্যাদি। পরমকারুণিকমাশুতোষং সর্ব্বজ্ঞমপরং কশ্চিৎ পৃচ্ছ মাং কিং পুনঃপুনঃ পৃচ্ছসি তত্রাহ, ইদং হি পরমং তত্ত্বমিত্যাদিনা॥ ৩॥

ত্বত্ত ইত্যাদি। সর্ব্ববিৎ সর্ব্ববিচারকঃ॥ ৪॥

প্রথমতঃ শিবলিংগপ্রতিষ্ঠায়াঃ ফলং শ্রীসদাশিব উবাচ, শিবলিংগস্থাপনস্যেত্যাদিভিঃ॥ ৫॥ ৬॥ ৭॥ ৮॥ ৯॥

জগতীনাথ। আপনি ভিন্ন অপর কাহাকেই বা এই পরমতত্ত্ব বিষয়ে উপদেশ দিবার নিমিত্ত উপদেশক পদে বরণ করিতে পারি, বলুন।[৩] বিশেষতঃ এই জগতে আপনা অপেক্ষা সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বদর্শী, সর্ব্বব্যাপী বিভু, আশুতোষ, দীননাথ, দয়ালু, বিশেষতঃ আমার আনন্দবর্দ্ধক, অপর কোন্ ব্যক্তি আছে।[৪]

শ্রীসদাশিব কহিলেন। দেবী। অচল শিবলিংগ স্থাপনের মাহাত্ম্য তোমার নিকট অধিক আর কি বলিব, এই শিবলিংগ স্থাপন করিলে মনুষ্য সমুদায় মহাপাতকাদি হইতে বিমুক্ত হইয়া পরমপদ প্রাপ্ত হয়।[৫] সুবর্ণরাশি-পরিপূরিত পৃথিবী দান করিলে, দশ সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলে, নির্জ্জল প্রদেশে জলাশয় খনন করিয়া দিলে, এবং দানাদি দ্বারা দীন ও আতুর ব্যক্তিদিগকে পরিতুষ্ট করিলে মানবগণ যে ফল লাভ করিতে পারে, শিবলিংগ প্রতিষ্ঠা করিলে তাহার

লিঙ্গরূপী মহাদেবো যত্র তিষ্ঠতি কালিকে।
তত্র ব্রহ্মা চ বিষ্ণুশ্চ সেন্দ্রাস্তিষ্ঠন্তি দেবতাঃ ॥ ৮ ॥
সার্দ্ধত্রিকোটিতীর্থানি দৃষ্টাদৃষ্টানি যানি চ।
পুণ্যক্ষেত্রাণি সর্ব্বাণি বর্ত্তন্তে শিবসন্নিধৌ। ৯ ॥
লিঙ্গরূপধরং শম্ভুং পরিতো দিগ্বিদিক্ষু চ।
শতহস্তপ্রমাণেন শিবক্ষেত্রং প্রকীর্ত্তিতম্‌ ॥ ১০ ॥
ঈশক্ষেত্রং মহাপুণ্যং সর্ব্বতীর্থোত্তমোত্তমম্‌।
যত্রামরা বিরাজন্তে সর্ব্বতীর্থানি সর্ব্বদা ॥ ১১ ॥
ক্ষণমাত্রং শিবক্ষেত্রে যো বসেদ্ভাবতৎপরঃ।
স সর্ব্বপাপনির্ম্মুক্তো যাত্যন্তে শঙ্করালয়ম্‌ ॥ ১২ ॥
অত্র যৎ ক্রিয়তে কর্ম্ম স্বল্পং বা বহুলং তথা।
প্রভাবাদ্ধূর্জ্জটেস্তস্য তত্তৎ কোটিগুণং ভবেৎ ॥ ১৩ ॥

লিংগরূপধরমিত্যাদি। পরিতঃ সর্বতঃ ॥ ১০ ॥ ১১ ॥ ১২ ॥
অত্রেত্যাদি, অত্র শিবক্ষেত্রে। ধূর্জ্জটেঃ শিবস্য ॥ ১৩ ॥ ১৪ ॥ ১৫ ॥

কোটিগুণ ফল লাভ হয়, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই।[৭] কালিকে! যে স্থানে লিঙ্গ-রূপী মহাদেব অবস্থান করেন, ব্রহ্মা বিষ্ণু ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবগণ সেই স্থানেই বাস করিয়া থাকেন।[৮] দৃষ্ট ও অদৃষ্ট সার্দ্ধ ত্রিকোটি তীর্থ এবং সমুদায় পুণ্য-ক্ষেত্রও শিবসন্নিধানে অবস্থান করিয়া থাকে।[৯] লিংগরূপী শিবের সর্বদিকে এক শতহস্ত পর্য্যন্ত স্থান শিবক্ষেত্র বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে [১০] এই শিবক্ষেত্র অতীব পবিত্র ও সর্বতীর্থ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম। কারণ এই শিবক্ষেত্রে সমুদায় দেবতা ও সমুদায় তীর্থ সর্বদা বিরাজমান থাকেন।[১১] যে ব্যক্তি শিবভাব পরায়ণ হইয়া ক্ষণ-কালমাত্রও শিবক্ষেত্রে বাস করেন, তিনি সর্বপাপ হইতে বিনির্মুক্ত হইয়া দেহাবসানে শিবলোকে গমন করিয়া থাকেন।[১২] শিবক্ষেত্রে অল্প বা বহু পরিমাণে পুণ্য বা পাপ যে কর্ম্মই অনুষ্ঠিত হয়, মহাদেবের প্রভাবে তাহা কোটি-গুণ হইয়া উঠে।[১৩] প্রিয়ে। মানবগণ যে কোন স্থানে যে কোন পাপ করুক না কেন, শিবসন্নিধানে আসিলে সম্পূর্ণরূপে তাহার মোচন হইয়া থাকে, পরন্তু শিব-

যত্রতত্রকৃতাৎ পাপাৎ মুচ্যতে শিবসন্নিধৌ।
শৈবক্ষেত্রে কৃতং পাপং বজ্রলেপসমং প্রিয়ে॥ ১৪॥
পুরশ্চর্য্যাং জপং * দানং শ্রাদ্ধং তর্পণমেব চ।
যৎ করোতি শিবক্ষেত্রে তদনন্তায় কল্পতে॥ ১৫॥
পুরশ্চর্য্যাশতং কৃত্বা গ্রহে শশিদিনেশযোঃ।
যৎ ফলং তদবাপ্নোতি সকৃজ্জপ্ত্বা শিবান্তিকে॥ ১৬॥
গযাগঙ্গাপ্রয়াগেষু কোটিপিণ্ডপ্রদো নরঃ।
যৎ প্রাপ্নোতি তদত্রৈব সকৃৎ পিণ্ডপ্রদানতঃ॥ ১৭॥
অতিপাতকিনো যে চ মহাপাতকিনশ্চ যে।
শৈবতীর্থে কৃতশ্রাদ্ধাঃ তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্॥ ১৮॥
লিঙ্গরূপী জগন্নাথো দেব্যা শ্রীদুর্গযা সহ।
যত্রাস্তি তত্র তিষ্ঠন্তি ভুবনানি চতুর্দ্দশ॥ ১৯॥

পুরশ্চর্য্যেত্যাদি। গ্রহে গ্রহণে॥ ১৬॥ ১৭॥
অতিপাতকিন ইত্যাদি। কৃতং শ্রাদ্ধং যেষাং তে কৃতশ্রাদ্ধাঃ॥ ১৮॥ ১৯॥

সন্নিধানে যে পাপ করা হয়, তাহা বজ্রলেপ-সদৃশ দুরপণেয় হইয়া উঠে।[১৪] পুরশ্চরণ জপ দান শ্রাদ্ধ তর্পণ প্রভৃতি যে কোন কর্ম্ম শিবক্ষেত্রে অনুষ্ঠিত হয়, তাহারই অনন্ত ফল হইয়া থাকে।[১৫] সূর্য্যগ্রহণের সময় বা চন্দ্রগ্রহণের সময় শত পুরশ্চরণ করিলে যে ফল হয়, শিবসন্নিধানে একবার মাত্র জপ করিলেই সেই ফল লাভ হইয়া থাকে।[১৬] গযাক্ষেত্রে, গংগাক্ষেত্রে ও প্রযাগে, কোটি পিণ্ড প্রদান করিলে যে ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, এই শিবক্ষেত্রে একবার মাত্র পিণ্ড প্রদান করিলেই সেই ফল লাভ হইয়া থাকে।[১৭] যাহারা অতিপাতকী বা মহাপাতকী তাহাদের উদ্দেশে ও যদি এই শিবক্ষেত্রে একবার মাত্র শ্রাদ্ধ করা যায়, তাহা হইলে তাহাদেরও পরম সদ্গতি লাভ হয়, সন্দেহ নাই।[১৮] লিংগরূপী জগন্নাথ মহেশ্বর শ্রীদেবী দুর্গার সহিত যে স্থানে অবস্থান করেন, সেই স্থানেই চতুর্দ্দশ ভুবনের অবস্থান হয়।[১৯]

---

* পুরশ্চর্য্যাজপম্ ইতি পাঠান্তরম্।

স্থাপিতেশস্য মাহাত্ম্যং কিঞ্চিদেতৎ প্রকাশিতম্।
অনাদিভূতভূতেশ-মহিমা বাগগোচরঃ ॥ ২০ ॥
মহাপীঠে তবার্চ্চায়াম্ অস্পৃশ্যস্পর্শদূষণম্।
বিদ্যতে সুব্রতে নৈতৎ * লিঙ্গরূপধরে হরে ॥ ২১ ॥
যথা চক্রার্চ্চনে দেবি কোঽপি দোষো ন বিদ্যতে।
শিবক্ষেত্রে মহাতীর্থে তথা জানীহি কালিকে ॥ ২২ ॥
বহুনাত্র কিমুক্তেন তবাগ্রে সত্যমুচ্যতে।
প্রভাবঃ শিবলিঙ্গস্য ময়া বক্তুং ন শক্যতে ॥ ২৩ ॥
অযুক্তবেদিকং লিঙ্গং যুক্তং বেদিকয়াপি বা।
সাধকঃ পূজয়েদ্ভক্ত্যা স্বাভীষ্টফলসিদ্ধয়ে ॥ ২৪ ॥
প্রতিষ্ঠাপূর্ব্বসায়াহ্নে দেবতাং যোঽধিবাসয়েৎ।
সোঽশ্বমেধাযুতফলং লভতে সাধকোত্তমঃ ॥ ২৫ ॥

স্থাপিতেশস্যেত্যাদি ॥ ২০ ॥ ২১ ॥ ২২ ॥ ২৩ ॥ ২৪ ॥

দেবি! এই আমি তোমার নিকট স্থাপিত মহাদেবের অর্থাৎ অচল শিবলিংগের মাহাত্ম্য কিঞ্চিৎ বর্ণনা করিলাম, পরন্তু যে মহাদেব অনাদিলিংগ, তাঁহার মহিমা বাক্যেরও অগোচর।[২০] সুব্রতে! মহাপীঠস্থানে তোমার প্রতিমাতেও অস্পৃশ্য স্পর্শে দোষ হয়, পরন্তু এই অনাদি লিংগরূপী মহেশ্বরে অস্পৃশ্য স্পর্শেও কোন দোষ ঘটে না।[২১] দেবি! কালিকে! চক্রার্চ্চন কালে যেমন কোনরূপ স্পর্শদোষ ঘটে না, মহাতীর্থ স্বরূপ এই শিবক্ষেত্রেও সেইরূপ স্পর্শদোষ ঘটিবার সম্ভাবনা নাই।[২২] দেবি! আমি অধিক আর কি বলিব, তোমার নিকট সত্য করিয়া বলিতেছি, শিবলিংগের প্রভাব সমুদায় ব্যক্ত করা আমারও সাধ্য নহে।[২৩]

শিবলিংগ গৌরীপট্ট সংযুক্ত থাকুক বা নাই থাকুক, সাধক নিজ অভীষ্ট সিদ্ধির নিমিত্ত তাহা ভক্তিপূর্ব্বক পূজা করিবেন।[২৪]

যে সাধকশ্রেষ্ঠ শিবলিংগপ্রতিষ্ঠার পূর্ব্ব দিবস, সায়ংকালে সেই দেবতার

---

* বিদ্যতে বিদ্যতে নৈতৎ ইতি পাঠান্তরম্।

মহীগন্ধশিলাধান্যং দূর্ব্বা পুষ্পং ফলং দধি।
ঘৃতং স্বস্তিকসিন্দূরং শঙ্খকজ্জলরোচনা॥ ২৬॥
সিদ্ধার্থং কাঞ্চনং রৌপ্যং তাম্রং দীপশ্চ দর্পণম্।
অধিবাসবিধৌ বিংশৎ দ্রব্যাণ্যেতানি যোজয়েৎ॥ ২৭॥
প্রত্যেকং দ্রব্যমাদায় মায়য়া ব্রহ্মবিদ্যয়া।
অনেনামুষ্য পদতঃ শুভমস্ত্বধিবাসনম্॥ ২৮॥
ইতি স্পৃশেৎ সাধ্যভালং মহ্যাদ্যৈঃ সর্ব্ববস্তুভিঃ।
ততঃ প্রশস্তিপাত্রেণ ত্রিধৈবমধিবাসয়েৎ। ২৯॥
অনেন বিধিনা দেবম্ অধিবাস্য বিধানবিৎ।
গৃহদানবিধানেন দুগ্ধাদ্যৈঃ স্নাপয়েত্ততঃ॥ ৩০॥

অথাচলস্য শিবলিঙ্গস্য প্রতিষ্ঠায়া বিধিমাহ, প্রতিষ্ঠাপূর্ব্বসায়াহ্নে ইত্যাদিভিঃ॥ ২৫॥ ২৬॥ ২৭॥

ননু কেন কেন বস্তুনা দেবতামধিবাসয়েদিত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ, প্রত্যেক-

---

অধিবাস করিবেন, তিনি দশসহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবার ফল লাভ করিতে পারিবেন।[২৫] মহী, গন্ধ, শিলা, ধান্য, দূর্ব্বা, পুষ্প, ফল, দধি, ঘৃত, স্বস্তিক, সিন্দূর, শঙ্খ, কজ্জল, রোচনা,[২৬] শ্বেতসর্ষপ, সুবর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, দীপ ও দর্পণ, এই বিংশতি প্রকার দ্রব্য অধিবাস বিধানে বিনিযুক্ত করিবে।[২৭]

অধিবাস করিবার সময় এই বিংশতি দ্রব্যের মধ্যে এক এক দ্রব্য গ্রহণ পূর্ব্বক মায়া (হ্রীঁ) ও গায়ত্রী পাঠ করিয়া শেষে বলিবে যে, অনয়া মহ্যা (অনেন গন্ধেন, অনয়া শিলয়া বা অনেন ধান্যেন ইত্যাদি) অমুষ্য (শিবস্য) শুভমধিবাসনমস্তু, অর্থাৎ এই মহী বা শিলা অথবা অন্য উল্লিখিত দ্রব্য দ্বারা এই মহাদেবের শুভ অধিবাসন হউক।[২৮] এইরূপ বাক্য পাঠপূর্ব্বক মহী প্রভৃতি প্রত্যেক বস্তু দ্বারা দেবতার ললাটদেশ স্পর্শ করিবে। অনন্তর (অনেন প্রশস্তিপাত্রেণ অমুষ্য (শিবস্য) শুভমধিবাসনমস্তু, এই বাক্য পাঠ পূর্ব্বক) প্রশস্তি-পাত্র (৩৭৭) দ্বারা তিনবার অধিবাস করিবে।[২৯] বিধানজ্ঞ সাধক এই বিধি

---

(৩৭৭)—উল্লিখিত-বিংশতি দ্রব্য-পূর্ণ একটি প্রশস্ত পাত্রই প্রশস্তিপাত্র শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে।

সংমার্জ্জ্য বাসসা লিঙ্গং স্থাপয়িত্বাসনোপরি।
পূজানুষ্ঠানবিধিনা গণেশাদীন্ সমর্চ্চয়েৎ॥ ৩১॥
প্রণবেন করন্যাসৌ প্রাণায়ামং বিধায় চ।
ধ্যায়েৎ সদাশিবং শান্তং চন্দ্রকোটিসমপ্রভম্॥ ৩২॥
ব্যাঘ্রচর্ম্মপরীধানং নাগযজ্ঞোপবীতিনম্।
বিভূতিলিপ্তসর্ব্বাঙ্গং নাগালঙ্কারভূষিতম্॥ ৩৩॥
ধূম্রপীতারুণশ্বেত-রক্তৈঃ পঞ্চভিরাননৈঃ।
যুক্তং ত্রিনয়নং বিভ্রৎ জটাজূটধরং বিভুম্॥ ৩৪॥
গঙ্গাধরং দশভুজং শশিশোভিতমস্তকম্।
কপালং পাবকং পাশং পিনাকং পরশুং করৈঃ॥ ৩৫॥

মিত্যাদিনা। প্রত্যেকং মহ্যাদিদ্রব্যমাদায় গৃহীত্বা মায়য়া হ্রীঁ বীজেন বিশিষ্টয়া ব্রহ্ম-বিদ্যয়া গায়ত্র্যা সংযুক্তেনানেন দ্রব্যেণামুষ্য দৈবতস্য শুভমধিবাসনমস্তু, ইতি মন্ত্রেণ মহ্যাদ্যৈঃ সর্ব্ববস্তুভিঃ সাধ্যদেবস্য ভালং স্পৃশেৎ। ততঃ পরং প্রশস্তিপাত্রেণ ত্রিধা ত্রিবারমেবং বিধিনা দেবমধিবাসয়েৎ॥ ২৮॥ ২৯॥ ৩০॥ ৩১॥ ৩২॥ ৩৩॥

ধূম্রেত্যাদি। বিভ্রৎ বিভ্রতম্। সুপাং সুলুগিত্যমোলুক॥ ৩৪ ৩৫॥

অনুসারে শিবলিঙ্গের (ও গৌরীপট্টে ভগবতীর) অধিবাস করিয়া গৃহপ্রতিষ্ঠার বিধানানুসারে দুগ্ধাদি দ্বারা স্নান করাইবে।[৩০] অনন্তর বস্ত্র দ্বারা সেই লিঙ্গ পরিমার্জ্জিত করিয়া (মুছিয়া) আসনোপরি সংস্থাপন পূর্ব্বক পূজানুষ্ঠানের বিধান অনুসারে গণেশাদি দেবতার অর্চনা করিবে।[৩১]

অনন্তর প্রণব দ্বারা করন্যাস, অঙ্গন্যাস ও প্রাণায়াম করিয়া সদাশিবের এইরূপ ধ্যান করিবে যে, সদাশিব শান্ত ও কোটিচন্দ্রের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন।[৩২] তাঁহার পরিধান ব্যাঘ্রচর্ম্ম ও তিনি নাগের যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ বিভূতি দ্বারা বিলেপিত এবং তাঁহার শরীর নাগের অলঙ্কারে সুশোভিত।[৩৩] ধূম্রবর্ণ পীতবর্ণ অরুণবর্ণ, শ্বেতবর্ণ ও রক্তবর্ণ এই পঞ্চ বর্ণের পঞ্চ মুখ দ্বারা তিনি শোভা পাইতেছেন। তাঁহার প্রত্যেক মুখে ত্রিনয়ন। তিনি জটাজূট-ধারী ও সর্ব্বব্যাপী বিভু।[৩৪] তিনি মস্তক দ্বারা গঙ্গাকে ধারণ করিয়াছেন। তাঁহার

বামৈর্দ্ধানং দক্ষৈশ্চ শূলং বজ্রাঙ্কুশং শরম্।
বরঞ্চ বিভ্রতং সর্ব্বৈঃ দেবৈর্মুনিবরৈঃ স্তুতম্॥ ৩৬॥
পরমানন্দসন্দোহোল্লসৎকুটিললোচনম্।
হিমকুন্দেন্দুসঙ্কাশং বৃষাসনবিরাজিতম্॥ ৩৭॥
পরিতঃ সিদ্ধগন্ধর্ব্বৈঃ অপ্সরোভিরহর্নিশম্।
গীয়মানমুমাকান্তম্ একান্তশরণপ্রিয়ম্॥ ৩৮॥
ইতি ধ্যাত্বা মহেশানং মানসৈরুপচারকৈঃ।
সম্পূজ্যাবাহ্য তল্লিঙ্গে যজেচ্ছক্ত্যা বিধানবৎ *॥ ৩৯॥

বামৈর্দ্ধানমিত্যাদি। বিভ্রতং দধতম্॥ ৩৬॥
পরমানন্দেত্যাদি। পরমানন্দসন্দোহোল্লসৎকুটিললোচনং পরমানন্দসন্দোহে-নোল্লসন্তি কুটিলানি চ লোচনানি যস্য তথাভূতম্। সন্দোহঃ সমূহঃ॥ ৩৭॥ ৩৮॥ ৩৯॥ ৪০॥

দশ হস্ত। তাঁহার ললাটে চন্দ্রকলা শোভা পাইতেছে। তিনি বাম কর-নিকর দ্বারা কপাল, পাবক, পাশ, পিনাক ও পরশু ধারণ করিয়া আছেন।[৩৫] তিনি দক্ষিণ হস্ত-পঞ্চক দ্বারা শূল বজ্র অঙ্কুশ শর ও বরমুদ্রা ধারণ করিতেছেন। সমুদায় দেবগণ ও সমুদায় মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক তিনি চতুর্দ্দিক্ হইতে স্তূয়মান হইতেছেন।[৩৬] তাঁহার লোচনসমূহ (পরমামৃতপান-জনিত) পরমানন্দসন্দোহে সমুল্লসিত ও কুটিল-ভাবাপন্ন হইয়া রহিয়াছে। তাঁহার কান্তি হিম কুন্দ ও চন্দ্রসদৃশ শ্বেত-বর্ণ। তিনি বৃষাসনে বিরাজমান আছেন।[৩৭] তাঁহার চতুর্দ্দিকে সিদ্ধগণ গন্ধর্ব্ব-গণ ও অপ্সরোগণ দিবারাত্র স্তুতি গান করিতেছেন। সেই উমাকান্ত, একান্ত-শরণাপন্ন ব্যক্তিগণের অতীব প্রিয়।[৩৮]

সাধক, মহাদেবের এইরূপ ধ্যান করিয়া মানসিক উপচার দ্বারা (৩৭৮) পূজা পূর্ব্বক (পুনরায় ধ্যান সহকারে ষষ্ঠ উল্লাস ৬৫ শ্লোকের অনুবাদে বর্ণিত

---

* বিধানবিৎ ইতি পাঠান্তরম্।
(৩৭৮)—মানসপূজা ২১৪ পৃষ্ঠা মূল এবং ১৫৬ পৃষ্ঠা টিপ্পনী দেখুন।

আসনাদ্যুপচারাণাং দানে মন্ত্রাঃ পুরোদিতাঃ।
মূলমন্ত্রমনুং বক্ষ্যে মহেশস্য মহাত্মনঃ॥ ৪০॥
মায়া তারঃ শব্দবীজং সন্ধ্যর্ণান্তাক্ষরান্বিতম্।
অর্দ্ধেন্দুবিন্দুভূষাঢ্যং শিববীজং প্রকীর্ত্তিতম্॥ ৪১॥
সুগন্ধিপুষ্পমাল্যেন বাসসাচ্ছাদ্য শঙ্করম্।
নিবেশ্য দিব্যশয্যায়াং বেদীমেবং বিশোধয়েৎ॥ ৪২॥
বেদ্যাং প্রপূজয়েদ্দেবীং এবমেব বিধানতঃ।
মায়য়াত্র করন্যাসৌ প্রাণায়ামং সমাচরেৎ॥ ৪৩॥

মহেশস্য মূলমন্ত্রমেবাহ, মায়েত্যাদিনা। পূর্ব্বং মায়া হ্রীঁবীজমুচ্যেত ততস্তারঃ প্রণবো বাচ্যঃ ততঃ সন্ধ্যর্ণান্তাক্ষরান্বিতং সন্ধ্যক্ষরান্তাক্ষরসংযুক্তমর্দ্ধেন্দুবিন্দুভূষাঢ্যঞ্চ শব্দবীজং হকাররূপমক্ষরং বাচ্যম্। সকলপদযোজনয়া হ্রীঁ ওঁ হৌঁ ইতি শিববীজং প্রকীর্ত্তিতম্॥ ৪১॥ ৪২॥

বেদ্যাম্ ইত্যাদি। মায়য়া হ্রীঁবীজেন॥ ৪৩॥

রীতিক্রমে সেই দেবদেবকে হৃদয় হইতে লিংগে স্থাপনানন্তর) সেই লিংগের উপরি আবাহন করিয়া যথাবিধানে যথাশক্তি পূজা করিবে।[৩৯] যে মন্ত্র পাঠ করিয়া আসন প্রভৃতি উপচার সমুদায় প্রদান করিতে হইবে, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি (৩৭৯)। এক্ষণে পরমাত্মা মহেশ্বরের মূলমন্ত্র বলিতেছি।[৪০] মায়া প্রণব এবং ঔকার ও চন্দ্রবিন্দু যুক্ত শব্দবীজ অর্থাৎ হকার, ইহাই শিববীজ (৩৮০)[৪১] অনন্তর সুগন্ধি-পুষ্পমাল্য দ্বারা ও বস্ত্র দ্বারা শিবলিংগ আচ্ছাদিত করিয়া দিব্য শয্যায় সংস্থাপন পূর্ব্বক ঐরূপে গৌরীপট্টও শোধন করিবে।[৪২] ঐ গৌরীপট্টের উপরি যেরূপ বিধানানুসারে দেবীর পূজা করিতে হইবে, তাহা বলিতেছি। প্রথমতঃ (ষড়্দীর্ঘস্বর যুক্ত) মায়াবীজ পাঠ সহকারে অঙ্গন্যাস করন্যাস করিয়া ঐ মায়াবীজেই প্রাণায়াম করিবে।[৪৩] (পরে দেবীর এইরূপ

---

(৩৭৯)—২৭২ পৃষ্ঠা দেখুন।
(৩৮০)—উদ্ধৃত বীজ যথা। হ্রীঁ ওঁ হৌঁ।

উদ্যদ্ভানুসহস্রকান্তিমমলাং বহ্ন্যর্কচন্দ্রেক্ষণাং।
মুক্তাযন্ত্রিতহেমকুণ্ডললসৎস্মেরাননাম্ভোরুহাং।
হস্তাব্জৈরভয়ং বরং চ দধতীং চক্রং তথাব্জং দধৎ।
পীনোত্তুঙ্গপয়োধরাং ভয়হরাং পীতাম্বরাং চিন্তয়ে॥ ৪৪॥
ইতি ধ্যাত্বা মহাদেবীং পূজয়েন্নিজশক্তিতঃ।
ততস্তু দশদিক্‌পালান্ বৃষভঞ্চ সমর্চ্চয়েৎ॥ ৪৫॥
ভগবত্যা মনুং বক্ষ্যে যেনারাধ্যা জগন্ময়ী॥ ৪৬॥

অথ মহাদেব্যা ধ্যানমাহৈকেন, উদ্যন্তাদিত্যাদিনা। মহাদেবীমহং চিন্তয়ে। কথম্ভূতাং মহাদেবীম্ উদ্যদ্ভানুসহস্রকান্তিম্, উদ্যতাং ভানূনাং সূর্য্যাণাং সহস্রস্যৈব কান্তির্দীপ্তির্যস্যাঃ তথাভূতাম্। পুনঃ কীদৃশীম্ অমলাং নির্ম্মলাম্। পুনঃ কীদৃশীম্, বহ্ন্যর্কচন্দ্রেক্ষণাং বহ্ন্যর্কচন্দ্রাঃ ঈক্ষণানি লোচনানি যস্যাস্তথাভূতাম্। পুনঃ কীদৃশীম্ মুক্তাযন্ত্রিতহেমকুণ্ডললসৎস্মেরাননাম্ভোরুহাম্, মুক্তাভির্যন্ত্রিতাভ্যাং সম্বদ্ধাভ্যাং হেমকুণ্ডলাভ্যাং লসদ্দীপ্যমানং স্মেরমীষদ্ধসনশীলমাননাম্ভোরুহং মুখপদ্মং যস্যাঃ তথাভূতাম্। পুনঃ কীদৃশীং হস্তাব্জৈঃ পাণিকমলৈরভয়ং বরং চক্রং তথা সুগন্ধাদিকং দধদব্জং কমলং চ দধতীম্। পুনঃ কীদৃশীং, পীনোত্তুঙ্গপয়োধরাং পীনৌ মহান্তাবুত্তুঙ্গাবুন্নতৌ পয়োধরৌ স্তনৌ যস্যাস্তথাভূতাম্। পুনঃ কীদৃশীং ভয়হরাং ভয়হর্ত্রীম্। পুনঃ কীদৃশীং পীতাম্বরাং পীতমম্বরং বস্ত্রং যস্যাস্তথাভূতাম্॥ ৪৪॥ ৪৫॥ ৪৬॥

ধ্যান করিতে হইবে যে—) যাঁহার কান্তি উদয়কালীন সহস্র দিবাকরের সদৃশ সমুজ্জ্বল ও নির্ম্মল, বহ্নি অর্ক ও চন্দ্র যাঁহার নয়নত্রয়, যাঁহার সস্মিত বদনকমল, মুক্তারাজি-বিরাজিত হেমকুণ্ডলে শোভামান হইতেছে, যিনি করকমলচতুষ্টয় দ্বারা চক্র, সুগন্ধি পদ্ম, বরমুদ্রা ও অভয়মুদ্রা ধারণ করিয়া আছেন, যাঁহার পয়োধর-যুগল পীন ও উত্তুংগ, যিনি পীতবসন পরিধান করিয়া রহিয়াছেন, তাদৃশী ভয়হারিণী ভগবতীকে চিন্তা করি।[৪৪]

এইরূপ ধ্যান করিয়া নিজশক্তি অনুসারে মহাদেবীর পূজা করিবে। অনন্তর দশ দিক্‌পাল ও বৃষভের পূজা করিতে হইবে।[৪৫] এক্ষণে যে মন্ত্র দ্বারা জগন্ময়ী ভগবতীর আরাধনা করিতে হইবে, তাহা বলিতেছি।[৪৬] মায়া লক্ষ্মী এবং

মায়াং লক্ষ্মীং সমুচ্চার্য্য সান্তং ষষ্ঠস্বরান্বিতম্।
বিন্দুযুক্তং তদন্তে চ যোজযেদ্বহ্নিবল্লভাম্।। ৪৭ ॥
পূর্ব্ববৎ স্থাপযন্ দেবীং সর্ব্বদেববলিং হরেৎ।
দধিযুক্তমাষভক্তং শর্করাদিসমন্বিতম্। ৪৮ ॥
ঐশান্যাং বলিমাধায * বারুণেন বিশোধযেৎ।
সংপূজ্য গন্ধপুষ্পাভ্যাং মন্ত্রেণানেন চার্পয়েৎ ॥ ৪৯ ॥

ভগবত্যা মন্ত্রমেবাহ, মাযামিত্যাদিনা। মাযাং হ্রীঁ বীজং লক্ষ্মীং শ্রীঁবীজং চ সমুচ্চার্য্য ততঃ ষষ্ঠস্বরান্বিতং বিন্দুযুক্তং চ সান্তং বর্ণং সমুচ্চার্য্য তদন্তে বহ্নিবল্লভাং যোজযেৎ। সকলপদযোজনযা হ্রীঁ শ্রীঁ হূঁ স্বাহেতি মন্ত্রো জাতঃ ।।৪৭।।

পূর্ব্ববদিত্যাদি। ততঃ পূর্ব্বচ্ছিবলিংগবৎ সুগন্ধিপুষ্পমাল্যেন বাসসা চাচ্ছাদ্য দিব্যশয্যাযাং দেবীং স্থাপযন্ সন্ দধিযুক্তং শর্করাদিসমন্বিতং চ মাষভক্তং সর্ব্বদেববলিং হরেদ্দদ্যাৎ ।। ৪৮ ।।

ননু কেন বিধিনা সর্ব্বদেববলিং দদ্যাদিত্যাকাঙ্ক্ষাযামাহ, ঐশান্যামিত্যাদিনা। বারুণেন বমিতি মন্ত্রেণ ।। ৪৯ ।।

ষষ্ঠস্বর যুক্ত হকারে চন্দ্রবিন্দু যোগ করিযা অন্তে বহ্নিজাযা উচ্চারণ করিবে। ইহাতে 'হ্রীঁ শ্রীঁ হূঁ স্বাহা' এই মন্ত্র হইবে।[৪৭]

অনন্তর দেবীকে পূর্ব্বের ন্যায অর্থাৎ শিবলিংগের ন্যায় সুগন্ধি-পুষ্পমাল্য ও বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদন পূর্ব্বক দিব্য শয্যায সংস্থাপিত করিযা সর্ব্বদেবের উদ্দেশে শর্করাদি সমন্বিত দধিযুক্ত মাষভক্তবলি প্রদান করিতে হইবে (৩৮৯)।[৪৮] পরন্তু প্রথমতঃ ঐ বলি অর্থাৎ পূজোপকরণে ঈশানকোণে স্থাপন করিযা বরুণবীজ (বঁ) দ্বারা শোধন করিবে। পরে গন্ধপুষ্প দ্বারা উহা অর্চ্চিত করিযা 'সর্ব্বে দেবাঃ সিদ্ধগণাঃ' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক ঐ বলি উৎসর্গ করিবে।[৪৯] (মন্ত্রার্থ

---

* ঐশ্যানাং বলিমাদায ইতি পাঠান্তরম্।

(৩৮৯ —মাষকলায় তণ্ডুল ও দধি মিশ্রিত পূজোপহারের নাম মাষভক্তবলি। কেহ কেহ ইহার সহিত হবিদ্রা ঘৃত ও মধুও মিশ্রিত করিযা দিয়া থাকেন। তন্ত্রসম্মত মাষভক্তবলি যথা। অজকর্ণরক্ত, দুগ্ধ, ঘৃত, মধু ও চিনি, এই পঞ্চ দ্রব্য সমবেত উক্ত মাষকলায প্রভৃতি।

তথা চ—অজকর্ণস্য রক্তেন দুগ্ধেন মধুরেণ চ। মাষভক্তবলিং দদ্যাৎ ভূতপ্রেতপিশাচকে।

সর্ব্বে দেবাঃ সিদ্ধগণা গন্ধর্ব্বোরগরাক্ষসাঃ।
পিশাচা মাতরো যক্ষা ভূতাশ্চ পিতরস্তথা ॥ ৫০ ॥
ঋষয়ো যেঽন্যদেবাশ্চ বলিং গৃহ্ণন্তু সংযতাঃ।
পরিবার্য্য মহাদেবং তিষ্ঠন্তু গিরিজামপি ॥ ৫১ ॥
ততো জপেন্মহাদেব্যা মন্ত্রমেনং যথেপ্সিতম্।
গীতবাদ্যাদিভিঃ সদ্ভিঃ বিদধ্যান্মঙ্গলক্রিয়াম্ ॥ ৫২ ॥
অধিবাসং বিধায়েত্থং পরেঽহ্নি বিহিতক্রিয়ঃ।
সঙ্কল্পং বিধিবৎ কৃত্বা পঞ্চ দেবান্ প্রপূজয়েৎ ॥ ৫৩ ॥
মাতৃপূজাং বসোর্দ্ধারাং বৃদ্ধিশ্রাদ্ধং সমাচরন্।
মহেশদ্বারপালাংশ্চ যজেৎ ভক্ত্যা সমাহিতঃ ॥ ৫৪ ॥

সর্ব্বদেববলিসমর্পণমন্ত্রমেবাহ, সর্ব্বে দেবাঃ সিদ্ধগণা ইত্যাদিনা ॥ ৫০ ॥ ৫১ ॥
তত ইত্যাদি। এনং হ্রীঁ শ্রীঁ হুঁ স্বাহেতীমম্ ॥ ৫২ ॥
অধিবাসমিত্যাদি। পঞ্চদেবান্ ব্রহ্মাদীন্ ॥ ৫৩ ॥ ৫৪ ॥

যথা—) সমুদায় দেবগণ সিদ্ধগণ গন্ধর্ব্বগণ উরগগণ রাক্ষসগণ পিশাচগণ মাতৃগণ যক্ষগণ ভূতগণ পিতৃগণ[৫০] ঋষিগণ ও অন্যান্য দেবগণ সকলে সংযত হইয়া এই বলি গ্রহণ করুন এবং সকলে এই মহাদেবকে ও মহাদেবীকে পরিবৃত করিয়া অবস্থান করুন।[৫১]

অনন্তর 'হ্রীঁ শ্রীঁ হুঁ স্বাহা' মহাদেবীর এই মন্ত্র যথাসাধ্য জপ করিবে। পরে উত্তম গীত বাদ্যাদি দ্বারা মাঙ্গলিক ক্রিয়া সম্পাদন করিতে হইবে।[৫২] এইরূপে অধিবাস করিয়া পর দিবস নিত্যক্রিয়া সমাধান পূর্ব্বক যথাবিধি সংকল্প করিয়া গণেশাদি পঞ্চ দেবতার পূজা করিবে (৩৮২)। পরে গৌর্য্যাদি ষোড়শ মাতৃকা পূজা বসুধারা-সম্পাতন ও বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ সম্পাদন করিয়া ভক্তি পূর্ব্বক নন্দী প্রভৃতি মহেশ্বরের দ্বারপালদিগের পূজা করিবে।[৫৪] নন্দী, মহাবল, কীশ-

---

(৩৮২)—টীকাকারের মতে পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মাদি পঞ্চ দেবতার পূজা করিতে হইবে।

নন্দী মহাবলঃ কীশ-বদনো গণনায়কঃ।
দ্বারপালঃ শিবস্যৈতে সর্ব্বে শস্ত্রাস্ত্রপাণয়ঃ ॥ ৫৫ ॥
ততো লিঙ্গং সমানীয বেদীরূপাং চ তারিণীম্।
মণ্ডলে সর্ব্বতোভদ্রে স্থাপয়েদ্বা শুভাসনে * ॥ ৫৬ ॥
অষ্টভিঃ কলসৈঃ শম্ভুং মনুনা ত্র্যম্বকেন চ।
স্নাপয়িত্বার্চ্চযেদ্‌ভক্ত্যা † ষোড়শৈরুপচারকৈঃ ॥ ৫৭ ॥
বেদীং চ মূলমন্ত্রেণ তদ্বৎ সংস্নাপ্য ‡ পূজয়ন্।
কৃতাঞ্জলিপুটঃ সাধুঃ প্রার্থযেৎ শঙ্করং শিবম্ ॥ ৫৮ ॥

সম্প্রত্যান্ মহেশদ্বারপালানাহ, নন্দীত্যাদিনৈকেন ॥ ৫৫ ॥ ৫৬
অষ্টভিরিত্যাদি। মনুনা হ্রীং ওঁ হৌং ইতি মন্ত্রেণ। ত্র্যম্বকেন ত্র্যম্বকং যজামহে ইত্যাদিনা মন্ত্রেণ ॥ ৫৭ ॥
বেদীমিত্যাদি। মূলমন্ত্রেণ হ্রীং শ্রীং হ্রুং স্বাহেতি মন্ত্রেণ ॥ ৫৮ ॥

বদন ও গণনাযক, এই চাবিজন শিবেব দ্বাবচতুষ্টযেব দ্বাবপাল। ইহাঁদেব সকলেব হস্তেই নিজ নিজ অস্ত্রশস্ত্র বহিয়াছে।[৫৫]

অনন্তব লিংগবূপ শিব ও বেদীবূপা ভগবতীকে আনযন পূর্ব্বক সর্ব্বতোভদ্র-মণ্ডলোপবি অথবা উত্তম আসনে স্থাপন কবিবে।[৫৬] পবে 'হ্রীং শ্রীং ওঁ হৌং" এই মন্ত্র এবং 'ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্দ্ধনম্' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ কবিতে কবিতে অষ্টকলস জল দ্বাবা মহাদেবকে স্নান কবাইয়া ভক্তিসহকাবে ষোড়শোপচাবে পূজা কবিবে।[৫৭] পবে দেবীকেও ঐবূপে 'হ্রীং শ্রীং হ্রুং স্বাহা' এই মূল মন্ত্র দ্বাবা স্নান কবাইযা পূজা কবিতে হইবে। অনন্তব সাধক কৃতাঞ্জলিপুটে আগচ্ছ ভগবন্ শম্ভো ইত্যাদি মন্ত্রে শঙ্কবেব নিকট (ও শঙ্করীর নিকট) প্রার্থনা কবিবে যে,[৫৮] ভগবন্ শম্ভো। আগমন কব। তুমি সকল দেবতাবই নমস্য। পিনাকপাণে।

---

* স্থাপযিত্বা শুভাসনে ইতি পাঠান্তবম্।
† স্নাপযিত্বা যজেদ্‌ভক্ত্যা ইতি বা পাঠঃ।
‡ বেদীঞ্চ ইত্যত্র দেবীঞ্চ, সংস্নাপ্য ইত্যত্র সংস্থাপ্য ইতি চ পাঠান্তরম্।

আগচ্ছ ভগবন্ শম্ভো সর্ব্বদেবনমস্কৃত।
পিনাকপাণে সর্ব্বেশ মহাদেব নমোঽস্তু তে ॥ ৫৯ ॥
আগচ্ছ মন্দিরে দেব ভক্তানুগ্রহকারক।
ভগবত্যা সহাগচ্ছ কৃপাং কুরু নমো নমঃ ॥ ৬০ ॥
মাতর্দেবি মহামায়ে সর্ব্বকল্যাণকারিণি।
প্রসীদ শম্ভুনা সার্দ্ধং নমস্তেঽস্তু হরপ্রিয়ে ॥ ৬১ ॥
আয়াহি বরদে দেবি ভবনেঽস্মিন্ বরপ্রদে।
প্রীতা ভব মহেশানি সর্ব্বসম্পৎকরী ভব ॥ ৬২ ॥
উত্তিষ্ঠ দেবদেবেশি স্বৈঃ স্বৈঃ পরিকরৈঃ সহ।
সুখং নিবসতাং গেহে প্রীয়েতাং ভক্তবৎসলৌ। ৬৩ ॥
ইতি প্রার্থ্য শিবং দেবীং মঙ্গলধ্বনিপূর্ব্বকম্।
প্রদক্ষিণং ত্রিধা বেশ্ম কারয়িত্বা প্রবেশয়েৎ। ৬৪ ॥

ননু শঙ্করং শিবাঞ্চ প্রতি কিং প্রার্থয়েদিত্যপেক্ষায়ামাহ, আগচ্ছ ভগবন্ শম্ভো ইত্যাদিনা ॥৫৯॥৬০॥৬১॥৬২॥৬৩॥৬৪॥

তুমি সকলের ঈশ্বর। মহাদেব। তোমাকে নমস্কার।[৫৯] দেব। তুমি কৃপা কর। তুমি ভক্তের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া ভগবতীর সহিত এই মন্দিরে আগমন কর। তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার।[৬০] মহামায়ে। সর্ব্বকল্যাণকারিণি! হরপ্রিয়ে। মাতঃ। দেবি। মহেশ্বরের সহিত তুমি প্রসন্না হও। তোমাকে নমস্কার।[৬১] বরদে। দেবি। এই ভবনে আগমন কর। বরদায়িনি। প্রসন্না হও। মহেশ্বরি। তুমি আমার সর্ব্বসম্পৎপ্রদায়িনী হও।[৬২] দেবদেবেশি। উত্থিত হও। দেবদেব ও তুমি উভয়েই ভক্তবৎসল। তোমার স্ব স্ব পরিবারগণের সহিত এই গৃহে অবস্থান কর ও প্রীত হও।[৬৩]

মহেশ্বর ও মহেশ্বরীর নিকট এইরূপে প্রার্থনা পূর্ব্বক মঙ্গলধ্বনি সহকারে (লিংগরূপ শিব ও যোনিরূপা ভগবতীকে) তিনবার গৃহ প্রদক্ষিণ করাইয়া গৃহ-মধ্যে প্রবেশ করাইবে।[৬৪] পরে মূলমন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক পাষাণখনিত গর্ত্তে অথবা

পাষাণখনিতে গর্ত্তে ইষ্টকাবচিতেঽপি বা।
অধস্ত্রিভাগলিঙ্গস্য রোপয়েন্মূলমুচ্চরন্‌॥ ৬৫॥
যাবচ্চন্দ্রশ্চ সূর্য্যশ্চ যাবৎ পৃথ্বী চ সাগরা।
তাবদত্র মহাদেব স্থিরো ভব নমোঽস্তু তে॥ ৬৬॥
মন্ত্রেণানেন সুদৃঢ়ং কারয়িত্বা সদাশিবম্‌।
উত্তরাগ্রাং তত্র বেদীং মূলেনৈব প্রবেশয়েৎ॥ ৬৭॥
স্থিরা ভব জগদ্ধাত্রি সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণি।
যাবদ্দিবানিশানাথৌ তাবদত্র স্থিরা ভব॥ ৬৮॥

পাষাণেত্যাদি। ততো মূলং মন্ত্রমুচ্চরন্‌-সাধকঃ পাষাণে খনিতে ইষ্টকাবচিতেঽপি বা গর্ত্তে লিঙ্গস্যাধস্ত্রিভাগমধো রোপয়েৎ॥ ৬৫॥ ৬৬॥

মন্ত্রেণেত্যাদি। অনেন যাবচ্চন্দ্রশ্চ সূর্য্যশ্চেত্যাদিনা মন্ত্রেণ সদাশিবং সুদৃঢ়ং কারয়িত্বা মূলেনৈব মন্ত্রেণ তত্র সদাশিবে বেদীং প্রবেশয়েৎ॥ ৬৭॥ ৬৮॥

ইষ্টক রচিত গর্ত্তের মধ্যে লিঙ্গের তৃতীয়াংশ-পরিমিত অধোভাগ প্রোথিত করিবে।৬৫

অনন্তর 'যাবচ্চন্দ্রশ্চ সূর্য্যশ্চ' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক সদাশিবকে দৃঢ়রূপে স্থাপন করিবে। (মন্ত্রার্থ যথা—) যে পর্য্যন্ত চন্দ্র ও সূর্য্য থাকিবেন, যে পর্য্যন্ত পৃথিবী ও সাগর থাকিবে, মহাদেব। তুমি সেই পর্য্যন্ত এই স্থানে স্থির হইয়া থাক তোমাকে নমস্কার। পরে মূলমন্ত্র পড়িয়া উত্তর মুখীকৃত গৌরীপট্ট সেই লিঙ্গের উপর দিয়া প্রবেশিত করিবে (৩৮৩) ৬৬।৬৭ পরে 'স্থিরা ভব জগদ্ধাত্রি' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ সহকারে যোনিরূপা ভগবতীকে তদভ্যন্তরে প্রবিষ্ট লিংগরূপ শিবের

---

(৩৮৩)—'ঊর্দ্ধলিঙ্গং প্রপূজয়েৎ' ইত্যাদি বিধান অনুসারে ঊর্দ্ধমুখ শিবলিঙ্গের উপরিভাগ দিয়া বিপরীত-রতি-ক্রমে গৌরীপট্ট (ভগবতীর যোনি) প্রবেশিত করাইয়া দেওয়া হইয়া থাকে। ত্রিকোণ (বা তদনুরূপ) গৌরীপট্টের দীর্ঘকোণ উত্তরদিকে থাকাতে সহজেই কল্পিত হইতেছে যে, দক্ষিণশিরা হইয়া শয়ান শিবের উপরি ভগবতী দক্ষিণাস্যা হইয়া বিপরীত রতিতে নিরত আছেন। সাধক উত্তরাস্য হইয়া সম্মুখে পূজা করিতেছে।

অনেন সুদৃঢ়ীকৃত্য লিঙ্গং স্পৃষ্ট্বা পঠেদিমম্ ॥ ৬৯ ॥
ব্যাঘ্রভূতাঃ পিশাচাশ্চ গন্ধর্ব্বাঃ সিদ্ধচারণাঃ।
যক্ষা নাগাশ্চ বেতালাঃ লোকপালা মহর্ষয়ঃ ॥ ৭০ ॥
মাতরো গণনাথাশ্চ বিষ্ণুর্ব্রহ্মা বৃহস্পতিঃ।
যস্য সিংহাসনে যুক্তা ভূচরাঃ খেচরাস্তথা॥ ৭১ ॥
আবাহয়ামি তং দেবং ত্র্যক্ষমীশানমব্যয়ম্।
আগচ্ছ ভগবন্নত্র ব্রহ্মনির্ম্মিতযন্ত্রকে।
ধ্রুবায় ভব সর্ব্বেষাং শুভায় চ সুখায় চ ॥ ৭২ ॥
ততো দেবপ্রতিষ্ঠোক্ত-বিধিনা স্নাপয়ন্ শিবং।
প্রাগ্বদ্ধ্যাত্বা মানসোপ-চারৈঃ সংপূজয়েৎ প্রিয়ে ॥ ৭৩ ॥

অনেনেত্যাদি। সুদৃঢ়ীকৃত্য বেদীমিতি শেষঃ ॥ ৬৯ ॥
ইমং কং পঠেদিত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ, ব্যাঘ্রভূতা ইত্যাদিনা ॥৭০।৭১॥৭২॥৭৩॥৭৪॥

সহিত সুদৃঢ় সংযুক্ত করিয়া দিতে হইবে। (মন্ত্রার্থ যথা—) সৃষ্টিস্থিতিসংহারকারিণি! জগদ্ধাত্রি! তুমি সুস্থিরা হও। যতকাল চন্দ্র সূর্য্য থাকিবেন, ততকাল তুমি এই স্থানে স্থির হইয়া থাক।[৬৮]

এইরূপে গৌরীপট্ট সুদৃঢ় সংযুক্ত করিয়া শিবলিঙ্গ স্পর্শ পূর্ব্বক 'ব্যাঘ্রভূতাঃ পিশাচাশ্চ' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবে।[৬৯] (মন্ত্রার্থ যথা—) ব্যাঘ্রগণ ভূতগণ পিচাশগণ গন্ধর্ব্বগণ সিদ্ধগণ চারণগণ যক্ষগণ নাগগণ বেতালগণ লোকপালগণ মহর্ষিগণ[৭০] মাতৃগণ গণপতিগণ ভূচরগণ খেচরগণ এবং ব্রহ্মা বিষ্ণু ও বৃহস্পতি-যাঁহার সিংহাসনে নিযুক্ত আছেন,[৭১] সেই ত্রিনয়ন অব্যয় দেব মহেশ্বরকে আবাহন করিতেছি। ভগবন্! তুমি এই ব্রহ্মনির্ম্মিত যন্ত্রে অধিষ্ঠান কর। তুমি সমুদায় স্থিরতর কর। তুমি সকলের মঙ্গল ও সুখ বিধান কর।[৭২] প্রিয়ে! অনন্তর দেব প্রতিষ্ঠোক্ত বিধানানুসারে শিবকে স্নান করাইবে এবং পূর্ব্বের ন্যায় ধ্যান করিয়া মানসিক উপচার দ্বারা পূজা করিতে হইবে।[৭৩] পরে বিশেষার্ঘ্য স্থাপন করিয়া গণদেবতার (আবরণদেবতাগণের) পূজা পূর্ব্বক পুনর্ব্বার ধ্যান করিয়া লিঙ্গের উপরি পুষ্প সংস্থাপন করিবে[৭৪]

বিশেষমর্ঘ্যং সংস্থাপ্য সমর্চ্চ্য গণদেবতাঃ।
পুনর্ধ্যাত্বা মহেশানং পুষ্পং লিঙ্গোপরি ন্যসেৎ ॥ ৭৪ ॥
পাশাঙ্কুশপুটা শক্তিঃ যাদিসান্তাঃ সবিন্দুকাঃ।
হৌঁ হংস ইতি মন্ত্রেণ তত্র প্রাণান্ নিবেশয়েৎ ॥ ৭৫ ॥
চন্দনাগুরুকাশ্মীরৈঃ বিলিপ্য গিরিজাপতিম্।
যজেৎ প্রাগুক্তবিধিনা ষোড়শৈরুপচারকৈঃ।
জাতনামাদিসংস্কারান্ কৃত্বা পূর্ব্ববিধানবৎ ॥ ৭৬ ॥
সমাপ্য সর্ব্বং বিধিবৎ বেদ্যাং দেবীং মহেশ্বরীম্।
অভ্যর্চ্চ্য তত্র দেবস্য মূর্ত্তীরষ্টৌ প্রপূজয়েৎ ॥ ৭৭ ॥

পাশেত্যাদি। পাশাঙ্কুশপুটা পাশাঙ্কুশাভ্যাম্ আঁ ক্রোঁ বীজাভ্যাং পুট আদ্যন্তয়োঃ সংযোগো যস্যাস্তথাভূতা শক্তিঃ হ্রীঁ বীজং পূর্ব্বমুচ্যেত। ততঃ সবিন্দুকাঃ সানুস্বারা যাদিসান্তা বর্ণা বক্তব্যাঃ। ততো-হৌঁ হংসঃ ইত্যুচ্যেত। যোজনয়া আঁ হ্রীঁ ক্রোঁ যং রং লং বং শং ষং সং হৌঁ হংসঃ ইতি মন্ত্রো জাতঃ। অনেন মন্ত্রেণ প্রাগুক্তবিধানেন তত্র লিংগে প্রাণান্নিবেশয়েৎ ॥৭৫॥৭৬॥

সমাপ্যেত্যাদি। তত্র বেদ্যামেব ॥৭৭॥

অনন্তর পাশ ও অঙ্কুশ পুটিত মায়া উচ্চারণ করিয়া য অবধি স পর্য্যন্ত সাতটি অক্ষরে অনুস্বার যোগ পূর্ব্বক পাঠ করিয়া পরে 'হৌঁ হংসঃ' এই মন্ত্র পাঠ সহকারে সেই লিংগে সদাশিবের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিবে (৩৮৪)।[৭৫] পরে চন্দন অগুরু ও কাশ্মীর দ্বারা গিরিজাপতি শিবের অঙ্গ চর্চ্চিত করিয়া পূর্ব্বোক্ত বিধান অনুসারে পূর্ব্বোক্তরূপ জাতকর্ম্ম নামকরণ প্রভৃতি সংস্কার সম্পাদন পূর্ব্বক ষোড়শ-উপচার দ্বারা পূজা করিতে হইবে।[৭৬] এইরূপে যথাবিধানে সমুদায় সম্পন্ন করিয়া পশ্চাৎ বেদীতে দেবী মহেশ্বরীর পূজা করিবে। পরে এই গৌরীপট্টে দেবদেব মহাদেবের অষ্ট মূর্ত্তির পূজা করিতে হইবে।[৭৭] (অষ্টমূর্ত্তির নাম যথা—) ১ শর্ব্ব,

---

(৩৮৪)—মন্ত্রপ্রয়োগ যথা। আঁ হ্রীঁ ক্রোঁ যং রং লং বং শং ষং সং হৌঁ হংসঃ। শিবস্য প্রাণা ইহ প্রাণাঃ॥ আঁ হ্রীঁ ইত্যাদি। শিবস্য জীব ইহ স্থিতঃ॥ আঁ হ্রীঁ ইত্যাদি। শিবস্য সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি॥ আঁ হ্রীঁ ইত্যাদি। শিবস্য বাঙ্মনশ্চক্ষুঃশ্রোত্রঘ্রাণপ্রাণা ইহাগত্য সুখং চিরং তিষ্ঠন্তু স্বাহা॥ অথবা অসমর্থ পক্ষে কেবল আঁ হ্রীঁ ক্রোঁ ইত্যাদি মন্ত্রেও প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইতে পারে।

শর্ব্বঃ ক্ষিতিঃ সমুদ্দিষ্টা ভবো জলমুদাহৃতা।
রুদ্রোঽগ্নিরুগ্রো বায়ুঃ স্যাৎ ভীম আকাশশব্দিতা॥ ৭৮॥
পশোঃ পতির্যজমানো মহাদেবঃ সুধাকরঃ।
ঈশানঃ সূর্য্য ইত্যেতে মূর্ত্তয়োঽষ্টৌ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥ ৭৯॥
প্রণবাদিনমোঽন্তেন প্রত্যেকাহ্বানপূর্ব্বকম্।
পূর্ব্বাদীশানপর্য্যন্তম্ অষ্টমূর্ত্তীঃ ক্রমাদ্‌যজেৎ॥ ৮০॥

মহাদেবস্য প্রপূজ্যা অষ্টৌ মূর্ত্তীরাহ, শর্ব্বঃ ক্ষিতিরিত্যাদিভ্যাং দ্বাভ্যাং॥ ৭৮॥ ৭৯॥

ননু কেন বিধিনা মহাদেবস্যাষ্টৌ মূর্ত্তীঃ প্রপূজয়েদিত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ, প্রণবাদীত্যাদিনা। প্রণবাদিনমোঽন্তেন নামমন্ত্রেণ পূর্ব্বাৎ পূর্ব্বমাবাহ্য যথা শর্ব্ব ক্ষিতিমূর্ত্তে ইহাগচ্ছেহ তিষ্ঠেহ সন্নিধেহি মম পূজাং গৃহাণেত্যাহূয় ওঁ শর্ব্বায় ক্ষিতিমূর্ত্তয়ে নম ইতি মন্ত্রেণ বেদ্যাং পূর্ব্বদেশে গন্ধপুষ্পাদিভিঃ শর্ব্বং ক্ষিতিমূর্ত্তিং যজেৎ। এবমেবাগ্নেয়াদিষু ক্রমতোঽন্যা অপি সপ্ত মূর্ত্তীর্যজেৎ॥ ৮০॥

ক্ষিতি। ২ ভব, জল। ৩ রুদ্র, অগ্নি। ৪ উগ্র, বায়ু। ৫ ভীম, আকাশ। ৬ পশুপতি, যজমান। ৭ মহাদেব, সোম। ৮ ঈশান, সূর্য্য। শাস্ত্রে এই অষ্টমূর্ত্তি কথিত হইয়াছে।[৭৮।৭৯] অষ্টমূর্ত্তির পূজার সময় প্রথমে প্রণব, অন্তে 'নমঃ' পদ যোগ করিয়া প্রত্যেক মূর্ত্তির আবাহনপূর্ব্বক পূর্ব্বদিক্ হইতে ঈশানকোণ পর্য্যন্ত ক্রমশঃ পূজা করিবে (৩৮৫)।[৮০]

---

(৩৮৫)—অষ্টমূর্ত্তির আবাহন পূর্ব্বক পূজা এইরূপে করিতে হইবে যে, শর্ব্ব ক্ষিতিমূর্ত্তে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ (১) ইহ তিষ্ঠ ইহ তিষ্ঠ (২) ইহ সন্নিধেহি ইহ সন্নিধেহি (৩) ইহ সন্নিরুদ্ধো ভব ইহ সন্নিরুদ্ধো ভব (৪) ইহ সম্মুখীভব ইহ সম্মুখীভব (৫) মম পূজাং গৃহাণ। এইরূপ মন্ত্রে পঞ্চমুদ্রা প্রদর্শন সহকারে আবাহন করিয়া পূর্ব্বদিকে এই মন্ত্র দ্বারা পূজা করিবে যে, ওঁ শর্ব্বায় ক্ষিতিমূর্ত্তয়ে নমঃ। অন্যদিকে অষ্টমূর্ত্তির পূজাতেই কেবল নাম পরিবর্ত্তন করিয়া প্রথমে প্রণব পরে, 'নমঃ' পদ যোগ করিয়া এইরূপ উল্লেখ করিতে হইবে যে, ১ শর্ব্বায় ক্ষিতিমূর্ত্তয়ে নমঃ। ২ ভবায় জলমূর্ত্তয়ে নমঃ। ৩ রুদ্রায় অগ্নিমূর্ত্তয়ে নমঃ। ৪ উগ্রায় বায়ুমূর্ত্তয়ে নমঃ। ৫ ভীমায় আকাশমূর্ত্তয়ে নমঃ। ৬ পশুপতয়ে যজমানমূর্ত্তয়ে নমঃ। ৭ মহাদেবায় সোমমূর্ত্তয়ে নমঃ। ৮ ঈশানায় সূর্য্যমূর্ত্তয়ে নমঃ।

ইন্দ্রাদিদিক্‌পতীনিষ্ট্বা ব্রাহ্ম্যাদ্যাশ্চাষ্টমাতৃকাঃ।
বৃষং বিতানং গেহাদি দদ্যাদীশায় সাধকঃ ॥ ৮১ ॥

ইন্দ্রাদীত্যাদি। ইষ্ট্বা পূজয়িত্বা ॥ ৮১ ॥

পরে সাধক ইন্দ্রাদি দশ দিক্‌পালের, ব্রাহ্মী প্রভৃতি অষ্ট শক্তির এবং গৌরী প্রভৃতি ষোড়শ মাতৃকার পূজা করিয়া বৃষ বিতান গৃহ প্রভৃতি সমুদায় মহেশ্বরের উদ্দেশে উৎসর্গ করিবে।[৮১] অনন্তর কৃতাঞ্জলিপুটে ভক্তিপূর্ব্বক পার্ব্বতীপতি মহা

'মূর্ত্তয়োঽষ্টৌ শিবস্যৈতাঃ পূর্ব্বাদিক্রমযোগতঃ। আগ্নেয়ান্ত্যাঃ প্রপূজ্যান্তাঃ সোমসূত্রং ন লঙ্ঘয়েৎ ॥ ইত্যাদি বিধান অনুসারে লিংগার্চ্চন তন্ত্র প্রভৃতি প্রায় সমুদায় তন্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় যে, পূর্ব্বদিক্ হইতে আরম্ভ করিয়া অগ্নিকোণ পর্য্যন্ত অষ্টদিকে অষ্টমূর্ত্তির পূজা করিবে। অর্থাৎ পূর্ব্বদিকে 'শর্ব্বায় ক্ষিতিমূর্ত্তয়ে নমঃ। ঈশানকোণে 'ভবায় জলমূর্ত্তয়ে নমঃ।' উত্তরে 'রুদ্রায় অগ্নিমূর্ত্তয়ে নমঃ।' পরে সোমসূত্র লঙ্ঘন না করিয়া পশ্চিমদিক্ দিয়া হস্ত ঘুরাইয়া আনিয়া বায়ুকোণে 'উগ্রায় বায়ুমূর্ত্তয়ে নমঃ।' ইত্যাদি। ফলতঃ এস্থলে মূলে পূর্ব্বাদীশানপর্য্যন্তং' এইরূপ পাঠ আছে, পরন্তু যদি ইহার পরিবর্ত্তে 'পূর্ব্বাদাগ্নেয়পর্য্যন্তং' এইরূপ পাঠ থাকিত, তাহা হইলে অন্য তন্ত্রের সহিত বিরোধ ঘটিত না।

শিবলিংগের উত্তরাংশে শিবলিংগস্থ গৌরীপট্টের জলনির্গমন-পথকে সোমসূত্র বলে। গৌরীপট্টে অষ্টমূর্ত্তির পূজা করিতে হইলে, অথবা শিব বা শিবমন্দির প্রদক্ষিণ করিবার সময়, এই সোমসূত্র লঙ্ঘন করা কোনক্রমেই কর্ত্তব্য নহে। কারণ সোমসূত্র লঙ্ঘন করা মহাপাপ।

এই জন্য শিবের প্রদক্ষিণ শাস্ত্রানুসারে অর্দ্ধচন্দ্রাকার হইয়া থাকে। অর্থাৎ প্রথমতঃ পশ্চিম দিক্ দিয়া সোমসূত্র পর্য্যন্ত গমন পূর্ব্বক পুনর্ব্বার প্রত্যাবৃত্ত হইয়া পূর্ব্বদিক্ দিয়া সোমসূত্র পর্য্যন্ত গমন করিতে হয়। পরে পুনর্ব্বার প্রত্যাবৃত্ত হইয়া পশ্চিমদিক্ দিয়া সোমসূত্র পর্য্যন্ত গমনকরা বিধেয়। এইরূপে তিন বার, সাত বার, শত বার, বা যত বার ইচ্ছা অর্দ্ধচন্দ্রাকারে প্রদক্ষিণ করিবে, পরন্তু কোনক্রমেই সোমসূত্র লঙ্ঘন করিতে পারিবে না।

যথা তন্ত্রসারে :—

শিবপ্রদক্ষিণে মন্ত্রী অর্দ্ধচন্দ্রক্রমেণ তু। সব্যাসব্যক্রমেণৈব সোমসূত্রং ন লঙ্ঘয়েৎ ॥

সোমসূত্রং জলনিঃসরণস্থানম্ ॥

পরন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, ইদানীন্তন প্রায় কেহই অন্যান্য শাস্ত্রীয় বিধির ন্যায় এই বিধিরও অনুবর্ত্তী হইয়া চলেন না, এবং বোধ করি

ততঃ কৃতাঞ্জলির্ভক্ত্যা প্রার্থয়েৎ পার্ব্বতীপতিম্ ॥ ৮২ ॥
গৃহেঽস্মিন্ করুণাসিন্ধো স্থাপিতোঽসি ময়া প্রভো।
প্রসীদ ভগবন্ শম্ভো সর্ব্বকারণকারণ ॥ ৮৩ ॥
যাবৎ সসাগরা পৃথ্বী যাবৎ শশিদিবাকরৌ।
তাবদস্মিন্ গৃহে তিষ্ঠ নমস্তে পরমেশ্বর ॥ ৮৪ ॥
গৃহেঽস্মিন্ যস্য কস্যাপি জীবস্য মরণং ভবেৎ।
ন তৎপাপৈঃ প্রলিপ্যেঽহং প্রসাদাত্তব ধূর্জ্জটে ॥ ৮৫ ॥
ততঃ প্রদক্ষিণীকৃত্য নমস্কৃত্য গৃহং ব্রজেৎ।
প্রভাতে পুনরাগত্য স্নাপয়েচ্চন্দ্রশেখরম্ ॥ ৮৬ ॥

তত ইত্যাদি। ননু পার্ব্বতীপতিং কিং প্রার্থয়েদিত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ গৃহেঽস্মিন্ করুণাসিন্ধো ইত্যাদিনা ॥ ৮২ ॥ ৮৩ ॥ ৮৪ ॥ ৮৫ ॥ ৮৬ ॥

দেবের নিকট 'গৃহেঽস্মিন্ করুণাসিন্ধো' ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা প্রার্থনা করিবে যে,[৮২] করুণাসিন্ধো। আমি তোমাকে এই গৃহে স্থাপন করিলাম। প্রভো! ভগবন্ শম্ভো! তুমি সর্বকারণের কারণ। তুমি প্রসন্ন হও।[৮৩] পরমেশ্বর! যে পর্য্যন্ত সসাগরা পৃথিবী থাকিবে, যে পর্যান্ত চন্দ্র সূর্য্য থাকিবেন, সেই পর্যান্ত তুমি এই গৃহে অবস্থান কর। তোমাকে নমস্কার।[৮৪] ধূর্জ্জটে! এই গৃহে যদি কোন জীবের অপমৃত্যু হয়, তোমার প্রসাদে আমি যেন সেই পাপে লিপ্ত না হই।[৮৫]

অনন্তর সাধক মহেশ্বরকে প্রদক্ষিণ করিয়া নমস্কার পূর্ব্বক গৃহে গমন করিবে এবং পরদিন প্রভাতে পুনর্ব্বার সেই স্থানে আগমন করিয়া সেই প্রতিষ্ঠিত চন্দ্রশেখরকে স্নান করাইবে।[৮৬]

অনেকেই ইহা জ্ঞাতও নহেন। তারকেশ্বর নকুলেশ্বর প্রভৃতি অনেক সুপ্রসিদ্ধ শিবক্ষেত্রে আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে, প্রায় সকলেই, এমন কি বিচক্ষণ সন্ন্যাসীগণও শিবমন্দির বা শিব প্রদক্ষিণ করিবার সময় সোমসূত্র লঙ্ঘন করিয়া প্রদক্ষিণ করিয়া থাকেন। আবার সমধিক আক্ষেপের বিষয় এই যে, তত্রত্য মন্দিরের অধ্যক্ষ বা তত্ত্বাবধায়ক মহাশয়েরা যাত্রীদিগকে এ বিষয় সাবধান করিয়া দেন না, বরং কোন কোন স্থলে কেহ শাস্ত্রানুযায়ী অর্দ্ধচন্দ্রাকার প্রদক্ষিণ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, তত্রত্য যাজকগণ তাহাতে বাধা দিয়া থাকেন।

শুদ্ধৈঃ পঞ্চামৃতৈঃ স্নানং প্রথমং প্রতিপাদয়েৎ ।
ততঃ সুগন্ধিতোয়ানাং কলসৈঃ শতসংখ্যকৈঃ ॥ ৮৭ ॥
সংপূজ্য তং যথাশক্ত্যা প্রার্থয়েৎ ভক্তিভাবতঃ ॥ ৮৮ ॥
বিধিহীনং ক্রিয়াহীনং ভক্তিহীনং যদর্চ্চিতম্ ।
সম্পূর্ণমস্তু তৎ সর্ব্বং ত্বৎপ্রসাদাদুমাপতে ॥ ৮৯ ॥
যাবচ্চন্দ্রশ্চ সূর্য্যশ্চ যাবৎ পৃথ্বী চ সাগরাঃ ।
তাবন্মে কীর্ত্তিরতুলা লোকে তিষ্ঠতু সর্ব্বদা ॥ ৯০ ॥
নমস্ত্র্যম্বকায় রুদ্রায় পিনাকবরধারিণে ।
বিষ্ণুব্রহ্মেন্দ্রসূর্য্যাদ্যৈরর্চ্চিতায় নমো নমঃ ॥ ৯১ ॥

ননু কেন দ্রব্যেণ শিবং স্নাপয়েদিত্যপেক্ষায়ামাহ, শুদ্ধৈরিত্যাদিনা ॥ ৮৭ ॥
সংপূজ্যেত্যাদি। তং শিবম্ ॥ ৮৮ ॥
ননু শিবং কিং প্রার্থয়েদিত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ, বিধিহীনমিত্যাদিনা ॥ ৮৯ ॥
৯০ ॥ ৯১ ॥ ৯২ ॥ ৯৩ ॥ ৯৪ ॥

প্রথমতঃ শুদ্ধ পঞ্চামৃত দ্বারা স্নান করাইবে। পরে একশত কলস সুগন্ধি সলিল দ্বারা স্নান করাইতে হইবে (৩৮৬) [৮৭]

অনন্তর উমাপতির যথাশক্তি পূজা করিয়া 'বিধিহীনং ক্রিয়াহীনং' ইত্যাদি মন্ত্রে ভক্তিভাবে প্রার্থনা করিবে যে,[৮৮] উমাপতে। এই পূজার মধ্যে যদি কিছু বিধিহীন ক্রিয়াহীন বা ভক্তিহীন হইয়া থাকে, তোমার প্রসাদে তৎসমুদায় সম্পূর্ণ হউক।[৮৯] যে পর্য্যন্ত চন্দ্র সূর্য্য পৃথিবী ও সাগর সমুদায় থাকিবে, সে পর্য্যন্ত ইহলোকে আমার অতুলকীর্ত্তি স্থায়ী হউক,[৯০] যিনি পিনাকবরধারী ত্রিনয়ন রুদ্র, তাঁহাকে নমস্কার। যিনি ব্রহ্মা বিষ্ণু ইন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতি দেবগণ কর্ত্তৃক পূজিত, সেই মহেশ্বরকে পুনঃপুনঃ নমস্কার করি।[৯১]

---

(৩৮৬)—১ তৎপুরুষ মন্ত্র, ২ অঘোর মন্ত্র, ৩ সদ্যোজাত মন্ত্র, ৪ বামদেব মন্ত্র, ৫ ঈশান মন্ত্র। ক্রমে এই পঞ্চ মন্ত্র দ্বারা পঞ্চামৃতে স্নান করাইয়া পরে ত্র্যম্বক মন্ত্র দ্বারা সুগন্ধি সলিলে স্নান করাইতে হইবে। উক্ত পঞ্চ মন্ত্র ৭৮৯ পৃষ্ঠার টিপ্পনীর টিপ্পনীতে এবং ত্র্যম্বক মন্ত্র ২৩৮ পৃষ্ঠার মূলে দেখিবেন।

ততস্তু দক্ষিণাং দত্ত্বা ভোজয়েৎ কৌলিকান্ দ্বিজান্।
ভক্ষ্যৈঃ পেয়ৈশ্চ বাসোভিঃ দরিদ্রান্ পরিতোষয়েৎ॥ ৯২॥
প্রত্যহং পূজয়েদ্দেবং যথাবিভবমাত্মনঃ।
স্থাবরং শিবলিঙ্গ তু ন কদাপি বিচালয়েৎ॥ ৯৩॥
অচলস্যেশলিঙ্গস্য প্রতিষ্ঠা কথিতেতি তে।
সংক্ষেপাৎ পরমেশানি সর্ব্বাগমসমুদ্ধৃতা॥ ৯৪॥

শ্রীদেব্যুবাচ।

যদ্যকস্মাদ্দেবতানাং পূজাবাধো ভবেদ্বিভো।
বিধেয়ং তত্র কিং ভক্তৈঃ তন্মে কথয় তত্ত্বতঃ॥ ৯৫॥
অপূজনীয়া কৈর্দ্দোষৈঃ ভবেয়ুর্দ্দেবমূর্ত্তয়ঃ।
ত্যাজ্যা বা কেন দোষেণ তদুপায়শ্চ ভণ্যতাম্॥ ৯৬॥

শ্রীদেব্যুবাচ, যদীত্যাদিনা। তত্র পূজাবাধে সতি॥ ৯৫॥ ৯৬॥

অনন্তর দক্ষিণা প্রদান করিয়া কৌলিক দ্বিজগণকে (৩৮৭) ভোজন করাইবে। পরে দীন দরিদ্রদিগকে ভক্ষ্য দ্রব্য দ্বারা পেয় দ্রব্য দ্বারা ও বস্ত্র দ্বারা পরিতুষ্ট করিবে।[৯২] অনন্তর আপনার বিভবানুসারে যথাসাধ্য প্রতিদিবস মহেশ্বরের পূজা করিতে হইবে। পরন্তু স্থাবর শিবলিঙ্গ কখনই স্থানান্তরিত করিবে না।[৯৩] পরমেশ্বরি। এই আমি সমুদায় আগম হইতে উদ্ধৃত করিয়া সংক্ষেপে অচল শিবলিঙ্গের প্রতিষ্ঠা তোমার নিকট কহিলাম।[৯৪]

ভগবতী জিজ্ঞাসা করিলেন, বিভো। যদি অকস্মাৎ কোন দিবস দেবতার পূজা না হয়, তাহা হইলে ভক্তেরা সে স্থলে কি করিবে? আমার নিকট যথাযথ বলুন।[৯৫] এবং কোন্ দোষ উপস্থিত হইলে দেবমূর্ত্তি অপূজ্য ও কোন্ দোষ উপস্থিত হইলেই বা তাহা ত্যাজ্য হয়, এবং তাহার উপায়ই বা কি? তাহাও আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

---

(৩৮৭)—পূর্ণাভিষেক কালে সন্ন্যাস দ্বারা জন্মান্তর হয় বলিয়া পূর্ণাভিষিক্ত কৌলদিগকে কৌলিক দ্বিজ বলা যায়।

শ্রীসদাশিব উবাচ।

একাহমর্চ্চনাবাধে দ্বিগুণং দেবমর্চ্চয়েৎ।
দিনদ্বয়ে তদ্দ্বিগুণং তদ্দ্বৈগুণ্যং দিনত্রয়ে॥ ৯৭॥
ততঃ ষণ্মাসপর্য্যন্তং যদি পূজা ন সম্ভবেৎ।
তদাষ্টকলসৈর্দ্দেবং স্নাপয়িত্বা যজেৎ সুধীঃ॥ ৯৮॥
ষণ্মাসাৎ পরতো দেবং প্রাক্‌সংস্কারবিধানতঃ।
পুনঃ সুসংস্কৃতং কৃত্বা পূজয়েৎ সাধকাগ্রণীঃ॥ ৯৯॥
খণ্ডিতং স্ফুটিতং ব্যঙ্গং সংস্পৃষ্টং কুষ্ঠরোগিণা।
পতিতং দুষ্টভূম্যাদৌ ন দেবং পূজয়েদ্‌বুধঃ॥ ১০০॥
হীনাঙ্গং স্ফুটিতং ভগ্নং দেবং তোয়ে বিসর্জ্জয়েৎ।
স্পর্শাদিদোষদুষ্টন্তু সংস্কৃত্য পুনরর্চ্চয়েৎ॥ ১০১॥

এবং প্রার্থিতঃ সন্ শ্রীসদাশিব উবাচ, একাহমর্চ্চনাবাধে ইত্যাদিনা॥ ৯৭॥ ৯৮॥ ৯৯॥

খণ্ডিতমিত্যাদি। ব্যঙ্গং বিগতাঙ্গম্॥ ১০০॥ ১০১॥

শ্রীসদাশিব কহিলেন দেবি। যদি এক দিবস পূজাবাধ হয়, তাহা হইলে তৎপর দিবস সেই দেবমূর্ত্তিতে দ্বিগুণ পূজা করিবে। দুই দিবস পূজাবাধ হইলে চতুর্গুণ এবং তিন দিবস পূজাবাধ হইলে তাহার দ্বিগুণ অর্থাৎ অষ্টগুণ পূজা করিতে হইবে।[৯৭] আর যদি চারি দিন অবধি ছয় মাস পর্য্যন্ত পূজাবাধ হয়, তাহা হইলে জ্ঞানী ব্যক্তি অষ্ট কলস জল দ্বারা দেবমূর্ত্তিকে স্নান করাইয়া পূজা করিবেন।[৯৮] পরন্তু যদি ছয় মাস অপেক্ষা অধিককাল পূজা না হয়, তাহা হইলে সাধকশ্রেষ্ঠ পূর্ব্বকথিত সংস্কার-বিধানানুসারে দেবমূর্ত্তি পুনঃ সুসংস্কৃত করিয়া পূজা করিবেন।[৯৯]

যে দেবমূর্ত্তি ভগ্ন হইয়াছে, স্ফুটিত বা সচ্ছিদ্র হইয়াছে, অঙ্গহীন হইয়াছে, কুষ্ঠরোগি কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হইয়াছে, অথবা দূষিত ভূমিতে পতিত হইয়াছে জ্ঞানী ব্যক্তি তাহা পূজা করিবে না।[১০০] যে মূর্ত্তির অঙ্গহীন হইয়াছে, ছিদ্র হইয়াছে,

মহাপীঠেঽনাদিলিঙ্গে সর্ব্বদোষবিবর্জ্জিতে।
সর্ব্বদা পূজয়েত্তত্র স্বং স্বমিষ্টং সুখাপ্তয়ে ॥ ১০২ ॥
যদ্যৎ পৃষ্টং মহামায়ে নৃণাং কর্ম্মানুজীবিনাম্।
নিঃশ্রেয়সায় তৎ সর্ব্বং সবিশেষং প্রকীর্ত্তিতম্॥ ১০৩ ॥
বিনা কর্ম্ম ন তিষ্ঠন্তি ক্ষণার্দ্ধমপি দেহিনঃ।
অনিচ্ছন্তোঽপি বিবশাঃ কৃষ্যন্তে কর্ম্মবায়ুনা ॥ ১০৪ ॥
কর্ম্মণা সুখমশ্নন্তি দুঃখমশ্নন্তি কর্ম্মণা।
জায়ন্তে চ প্রলীয়ন্তে বর্ত্তন্তে কর্ম্মণো বশাৎ ॥ ১০৫ ॥
অতো বহুবিধং কর্ম্ম কথিতং সাধনান্বিতম্।
প্রবৃত্তয়েঽল্পবোধানাং দুশ্চেষ্টিতনিবৃত্তয়ে ॥ ১০৬ ॥

মহাপীঠেত্যাদি ॥ ১০২ ॥ ১০৩ ॥ ১০৪ ॥ ১০৫ ॥ ১০৬ ॥ ১০৭ ॥

অথবা যাহা ভগ্ন হইয়াছে, তাহা জলে বিসর্জ্জন করিবে, পরন্তু যে দেবমূর্ত্তি স্পর্শাদি দোষে দূষিত হইয়াছে, তাহার পুনঃ সংস্কার করিয়া অর্চ্চনা করিতে পারিবে।[১০১] যাহা মহাপীঠ ও অনাদি লিঙ্গ, তাহাতে অস্পৃশ্যস্পর্শাদি কোন দোষ ঘটিতে পারে না, সুতরাং তাহাতে সুখলাভের নিমিত্ত সর্ব্বদাই স্ব স্ব অভিপ্রায়ানুরূপ পূজা করিবে।[১০২]

মহামায়ে। কর্ম্মকাণ্ড-নিরত মনুষ্যদিগের মঙ্গলের নিমিত্ত তুমি যাহা যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, আমি তৎসমুদায়ই বিশেষরূপে কহিলাম।[১০৩] মানবগণ কর্ম্ম না করিয়া ক্ষণকাল মাত্রও থাকিতে পারে না। তাহারা কর্ম্ম করণে অনিচ্ছু হইলেও বিবশ হইয়া কর্ম্মরূপ প্রবল বায়ু কর্ত্তৃক পরিচালিত ও আকৃষ্ট হয়।[১০৪] মনুষ্যেরা কর্ম্ম দ্বারা সুখ ভোগ করে, আবার কর্ম্ম দ্বারাই দুঃখ ভোগ করে, কর্ম্মবশেই তাহারা জন্মগ্রহণ করে, কর্ম্ম দ্বারাই শরীর ধারণ করিয়া থাকে এবং কর্ম্মবশেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়।[১০৫] এই জন্যই আমি অল্পজ্ঞ ব্যক্তিদিগের সৎপ্রবৃত্তির নিমিত্ত এবং দুষ্প্রবৃত্তি নিবৃত্তির নিমিত্ত বহুবিধ সাধন এবং বহুবিধ কর্ম্ম কহিলাম।[১০৬]

যতো হি কর্ম্ম দ্বিবিধং শুভঞ্চাশুভমেব চ।
অশুভাৎ কর্ম্মণো যান্তি প্রাণিনস্তীব্রযাতনাম্॥ ১০৭॥
কর্ম্মণোঽপি শুভাদ্দেবি ফলেঘাসক্তচেতসঃ।
প্রয়াস্ত্যায়াস্ত্যমুত্রেহ কর্ম্মশৃঙ্খলযন্ত্রিতাঃ॥ ১০৮॥
যাবন্ন ক্ষীয়তে কর্ম্ম শুভং বাশুভমেব বা।
তাবন্ন জায়তে মোক্ষো নৃণাং কল্পশতৈরপি॥ ১০৯॥

এবং নানাবিধানি সুখপ্রাপকানি প্রচুরসাধনসংযুতানি কর্ম্মাণি ব্যাহৃত্যেদানীং ব্রহ্মজ্ঞানেনৈব লোকা মুক্তিমধিগচ্ছেযুর্ন তু কর্ম্মভিরিতি ব্যাহর্ত্তুমুপক্রমতে, কর্ম্মণোঽপি শুভাদিত্যাদিনা। হে দেবি শুভাদপি কর্ম্মণো হেতোঃ ফলেঘাসক্তচেতসো জনাঃ কর্ম্মশৃঙ্খলযন্ত্রিতাঃ কর্ম্মরূপেণ নিগড়েন বদ্ধাঃ সন্তো লোকাদস্মাদমুত্র পরলোকে প্রযান্তি তস্মাচ্চ লোকাৎ পুনরিহায়ান্তি মুক্তিভাগিনস্তু ন ভবন্তীত্যর্থঃ॥১০৮॥১০৯॥১১০॥

এই কর্ম্ম দুই প্রকার, শুভ ও অশুভ। অশুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে প্রাণীগণ তীব্র যাতনা ভোগ করে [১০৭] আর দেবি! যাহারা ফলাসক্তচিত্ত হইয়া শুভকর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তাহারাও ঐ কর্ম্মশৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া ইহলোকে ও পরলোকে পুনঃপুনঃ যাতায়াত করিতে থাকে (৩৮৮)। [১০৮] অতএব যে পর্য্যন্ত শুভ বা অশুভ কর্ম্ম ক্ষয় না হয় সে পর্য্যন্ত শত কল্পেও মনুষ্যের মুক্তি হইতে পারে না। [১০৯]

---

(৩৮৮)—অনেকের ধারণা এই যে, পূর্ব্বজন্ম বা জন্মান্তর নাই। ঘটনাবশে এই দেহ ধারণ করিয়াছি, কালক্রমে দেহ ভস্মশেষ বা জীবনান্ত হইলে, সকলই ফুরাইবে। আবার জন্মান্তর কাহার, যাহা কেহ কখনও দেখে নাই, সেইরূপ উদ্ভট কথা উষ্ণমস্তিষ্কের কল্পনা মাত্র। অতএব কর্ম্মফল কিসের। ইহকালের ধনরত্নাদি, বিষয় আশয়, আত্মীয়, স্বজন প্রভৃতি কিছুই যখন পরকালে অনুগমন করে না, তখন কেবল ইহকালের কর্ম্মটিই সঙ্গে সঙ্গে কিরূপে যাইবে। বস্তুতঃ নাস্তিক ব্যক্তি 'না' বলিলে যুক্তি দ্বারা এতদ্বিষয় হৃদয়ঙ্গম করাইতে পারা দুঃসাধ্য। এই বিষয় কেন, অতি সামান্য বিষয়ও পরীক্ষা না করাইলে বুঝাইতে পারা যায় না, যদি কোন ব্যক্তি জন্মেও মিষ্ট আস্বাদন না করিয়া থাকেন, তাহা হইলে কেবল যুক্তি দ্বারা তাঁহাকে কি কখনও মিষ্টতা অনুভব করাইতে পারা যায়?

মিষ্ট ভোজন না করিলে, মিষ্টতা অনুভবের উপায়ান্তর নাই। সেরূপ সাধনা না করিলে কোনরূপ গূঢ় তত্ত্বই হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে না।

বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি মস্তিষ্ক হইতে নাস্তিকতা অপসারিত করিয়া সতর্কতার সহিত লক্ষ্য করিলে, সামান্য সামান্য ঘটনা দৃষ্টে, লক্ষণ দ্বারা কতকটা গূঢ়তত্ত্ব উদ্ভেদ করিতে পারেন। গোবৎস ও অন্যান্য স্তন্যপায়ী জন্তুর জন্মকালে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারা জন্মের অনতিবিলম্বে এরূপভাবে স্তন্য পানের চেষ্টা পাইতেছে যে, দেখিলেই অনুভব হয় যে, কোথায় বা স্তন আছে এবং কিরূপেই বা স্তন পান করিতে হয়, তাহা যেন পূর্ব্ব হইতেই তাহার বিশেষরূপ জানা ছিল। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে সহজেই প্রতীতি হইবে যে, পূর্ব্বজন্মের সংস্কার (অভ্যাস) বশে স্তন্যপানে ইহার প্রবৃত্তি, পূর্ব্বজন্ম স্বীকার না করিলে এই আশ্চর্য্যজনক ব্যাপারের অন্যরূপ কোন কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না। এইরূপে পূর্ব্বজন্ম স্বীকার করিলে জন্মান্তরও স্বীকার করিতে হয়। এবং ভোগের তারতম্য দেখিলে তদ্দ্বারা কর্ম্মফলই মূল কারণ বলিয়া অনুমিত হয়।

উপরোক্ত গোবৎস প্রভৃতির দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করিয়া মনুষ্যের মধ্যেও দৃষ্টিপাত করুন, দেখিতে পাইবেন, কেহ বা সযত্নে নিজ সন্তানকে সৎপথে রাখিতে চেষ্টা করিতেছেন, সৎসঙ্গ যাহাতে পায়, তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিতেছেন, কিন্তু সে সন্তান সৎসঙ্গ অবহেলা করিয়া অসৎসঙ্গে প্রবৃত্ত হইয়া দুষ্টস্বভাব হইয়া পড়িতেছে। অন্যদিকে অযত্ন-প্রতিপালিত সন্তানও সৎসঙ্গে মিশ্রিত হইয়া স্বদেশের রত্ন স্বরূপ হইতেছে। অনুধাবন করিয়া দেখিলে ইহাতেও পূর্ব্ব-জন্মের সংস্কার লক্ষিত হইবে। এই সংস্কার আর কিছুই নহে, পূর্ব্বজন্মে যে কার্য্য বিশেষ অভ্যস্ত হইয়াছে, তাহারই অনুসৃতি মাত্র। মাতাপিতা প্রভৃতিরই হউক অথবা নিজেরই হউক, পুরুষকার বলে সেই প্রবৃত্তির অনুসরণে উপযুক্তরূপ ব্যাঘাত পাইলে তৎকর্ম্মফলে ইহজন্মেই পূর্ব্বসংস্কার বিদূরিত হইয়া ক্রমে ক্রমে অন্য পথে প্রবৃত্তি জন্মিতে পারে। এইরূপে সাধনা দ্বারাও প্রাকৃত ব্যক্তির হৃদয়ে সত্ত্ব গুণের বৃদ্ধি হয়। এই সাধনার উৎকর্ষতা সহকারে ও সদ্‌গুরুর উপদেশে ফলাকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তি হইলে সমস্ত কর্ম্মফল নাশ হইয়া মুক্তিপথের পথিক হইতে পারা যায়।

অনেকের ধারণা এবং অনেকে বলিয়াও থাকেন, অদৃষ্ট যে পথে লইয়া যাইবে, সকলকে সেই পথে যাইতে হইবে। আমি যাহা করিতেছি, তাহাও উক্ত অদৃষ্ট দ্বারা পরিচালিত হইয়া করিতেছি। এই ধারণাটি নিতান্ত ভ্রমাত্মক। যদি সমুদায় কর্ম্মই অদৃষ্ট দ্বারা পরিচালিত হয়, তাহা হইলে এই ইহ জন্মকৃত কর্ম্ম-নিমিত্ত আমাকে আর দায়ী হইতে হইবে না। সুতরাং ইহজন্মকৃত কর্ম্মের জন্য পুনরায় জন্ম পরিগ্রহ করিয়া কর্ম্মফল ভোগ করিতে হইবে না। কারণ দণ্ডস্বরূপে বা পুরস্কার স্বরূপে যাহা আমি করিতে বাধ্য হইতেছি, তাহার নিমিত্ত পুনরায় দণ্ডভোগ কি জন্য করিতে হইবে। কর্ম্মফল না থাকিলেই মুক্তি,

যথা লৌহময়ৈঃ পাশৈঃ পাশৈঃ স্বর্ণময়ৈরপি।
তথা বদ্ধো ভবেজ্জীবঃ কর্ম্মভিশ্চাশুভৈঃ শুভৈঃ ॥ ১১০ ॥
কুর্ব্বাণঃ সততং কর্ম্ম কৃত্বা কষ্টশতান্যপি।
তাবন্ন লভতে মোক্ষং যাবৎ জ্ঞানং ন বিন্দতি ॥ ১১১ ॥

কুর্ব্বাণ ইত্যাদি। ন বিন্দতি ন লভতে ॥ ১১১ ॥

যেমন লোকে লৌহময় শৃঙ্খলই হউক অথবা স্বর্ণময় শৃঙ্খলই হউক উভয়-বিধ শৃঙ্খল দ্বারাই বদ্ধ হয়, সেইরূপ জীবগণ শুভ বা অশুভ উভয়বিধ কর্ম্ম দ্বারাই বদ্ধ হইয়া থাকে ১১০ যে পর্য্যন্ত জ্ঞান লাভ না হয়, সে পর্য্যন্ত জীব

অতএব সকলেরই মুক্তি অবশ্যম্ভাবী। অসৎকর্ম্মের প্রতিফলস্বরূপ যদি কেহ কোন কর্ম্ম করিতে বাধ্য হয, সেই শেষোক্ত কর্ম্মের জন্য প্রতিফল দাতা কি পুনরায় দণ্ড প্রদান করিতে পারেন ? কখনই নয়।

বস্তুতঃ অদৃষ্ট, আর কিছুই নহে, কেবল পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের কৃত কর্ম্মের ফলভোগ মাত্র। মনুষ্যের স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত পুরুষকার দ্বারা কর্ম্ম হইয়া থাকে। পুরুষকার দ্বারা কর্ম্ম করে, অদৃষ্ট দ্বারা (পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মের দ্বারা তাহার) ফল-ভোগ করে। কার্য্য ও ভোগ একই পদার্থ নহে। পূর্ব্বজন্মের কর্ম্ম দ্বারা ফলভোগ করিতেছি এবং ইহজন্মে পুরুষকার দ্বারা কৃতকর্ম্মের ফল সঞ্চয় করিতেছি। কুভোজ্য ভোজন করিলে তখনই তখনই কোনরূপ রোগ উপস্থিত হয না, পরন্তু তাহারই ফলে কালে রোগের উৎপত্তি হয়, এবং বিষ প্রভৃতি উগ্রপদার্থ ভোজন করিলে, যেমন অচিরেই তাহার ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেইরূপ ইহজন্মের কর্ম্মফল সর্ব্বথা ইহজন্মেই ভোগ হয় না, পরন্তু ইহজন্মে কেহ যদি উৎকট পাপজনক কর্ম্ম অথবা উৎকট সাধনা করেন, তিনি তাহার ফলও সেই জন্মে প্রাপ্ত হইতে পারেন। পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মফল নিবন্ধন বিশ্বামিত্র ঋষি ক্ষত্রকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া, উৎকট তপস্যাচরণের ফলে সেই জন্মেই ব্রাহ্মণ ও ঋষি হইয়াছিলেন। অধ্যবসায় সহকারে সাধনা করিলে এই কলিকালে স্বল্পকালেই মনুষ্য ক্রমশঃ উৎকর্ষতা লাভ করিয়া ফলাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ পূর্ব্বক মুক্তিপথের পথিক হইতে পারেন। জ্ঞানীরা ফল কামনা না করিয়া যে সমুদায় শাস্ত্রানুমোদিত সৎকার্য করেন, তৎসমুদায় বন্ধনের কারণ হয় না। সুতরাং তদ্দারা জন্ম-মৃত্যুরূপ যাতনাও সহ্য করিতে হয় না। ফল কামনা ব্যতিরেকে অসৎকার্য্যে প্রবৃত্তিই হইতে পারে না। বিবেচনা করুন, সুখ ভোগের ইচ্ছা ব্যতিরেকে কি পরস্ত্রী গমনে বা পরদ্রব্য অপহরণে প্রবৃত্তি হয় ? যদিও ফল কামনা ব্যতিরেকে অসৎকার্য্যে প্রবৃত্তি হওয়া সম্ভব হয়, তাহা হইলে তাহাও জ্ঞানী ব্যক্তির বন্ধনের কারণ হয় না।

জ্ঞানং তত্ত্ববিচারেণ নিষ্কামেনাপি কর্ম্মণা।
জায়তে ক্ষীণতমসাং বিদুষাং নির্ম্মলাত্মনাম্॥ ১১২॥
ব্রহ্মাদিতৃণ পর্য্যন্তং মায়য়া কল্পিতং জগৎ।
সত্যমেকং পরং ব্রহ্ম বিদিত্বৈবং সুখী ভবেৎ॥ ১১৩॥
বিহায় নামরূপাণি নিত্যে ব্রহ্মণি নিশ্চলে।
পরিনিশ্চিততত্ত্বো যঃ স মুক্তঃ কর্ম্মবন্ধনাৎ॥ ১১৪॥
ন মুক্তির্জ্জপনাদ্ধোমাৎ উপবাসশতৈরপি।
ব্রহ্মৈবাহমিতি জ্ঞাত্বা মুক্তো ভবতি দেহভৃৎ॥ ১১৫॥

ননু মোক্ষৈকসাধনং জ্ঞানং কথমুৎপদ্যতে তত্রাহ, জ্ঞানমিত্যাদিনা। তত্ত্ববিচারেণ ব্রহ্মণো বিচারণেন। ক্ষীণতমসাং ক্ষীণাজ্ঞানরূপান্ধকারাণাম্। নির্ম্মলাত্মনাং বিমলান্তঃকরণানাম্॥ ১১২॥ ১১৩॥

বিহায়েত্যাদি। নিত্যে অবিনাশিনি। নিশ্চলে পূর্ব্বরূপাপরিত্যাগিনি। পরিনিশ্চিতং সম্যক নির্ণীতং তত্ত্বং যাথার্থ্যং যেন স পরিনিশ্চিততত্ত্বঃ॥ ১১৪॥ ১১৫

শত শত কষ্ট স্বীকার পূর্ব্বক নিরন্তর কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়াও মোক্ষ লাভ করিতে পারে না।[১১১] তত্ত্ববিচার দ্বারা এবং নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা আবরণশক্তি-সম্পন্ন তমোরাশি ক্রমশঃ বিদূরিত হইলে, বিচক্ষণতা ও নিত্যানিত্য-বিবেক জন্মিলে এবং হৃদয়াকাশ নির্ম্মল ও শুদ্ধসত্ত্বময় হইলে তাহাতে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইয়া থাকে।[১১২]

ব্রহ্মা অবধি তৃণগুল্ম পর্য্যন্ত সমুদায় জগৎই মায়া দ্বারা পরিকল্পিত হইয়াছে, একমাত্র পরমব্রহ্মই সত্য, জ্ঞানী ব্যক্তিগণ ইহা জ্ঞাত হইয়াই নিরন্তর নিত্য সুখ সম্ভোগ করিতে থাকেন।[১১৩] যিনি নাম রূপ প্রভৃতি পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিত্য নিশ্চল ব্রহ্মের তত্ত্ব নিরূপণ করিতে পারেন, তিনিই কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হয়েন।[১১৪]

জপ করিলে মুক্তি হয় না, হোম করিলেও মুক্তি হয় না, শত শত উপবাস করিলেও মুক্তি হয় না। আমি ব্রহ্ম, এইরূপ দৃঢ় জ্ঞান জন্মিলেই দেহী মুক্তি লাভ করিয়া থাকে।[১১৫] আত্মা সাক্ষী স্বরূপ অর্থাৎ নির্লিপ্ত ও শুভাশুভ দ্রষ্টা।

আত্মা সাক্ষী বিভুঃ পূর্ণঃ সত্যোঽদ্বৈতঃ পরাৎপরঃ।
দেহস্থোঽপি ন দেহস্থো জ্ঞাত্বৈবং মুক্তিভাগ্ ভবেৎ ॥ ১১৬ ॥
বালক্রীড়নবৎ সর্ব্বং রূপনামাদিকল্পনম্।
বিহায় ব্রহ্মনিষ্ঠো যঃ স মুক্তো নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১১৭ ॥
মনসা কল্পিতা মূর্ত্তিঃ নৃণাং চেন্মোক্ষসাধনী।
স্বপ্নলব্ধেন রাজ্যেন রাজানো মানবাস্তদা ॥ ১১৮ ॥
মৃচ্ছিলাধাতুদার্ব্বাদি-মূর্ত্তাবীশ্বরবুদ্ধয়ঃ।
ক্লিশ্যন্তস্তপসা জ্ঞানং বিনা মোক্ষং ন যান্তি তে ॥ ১১৯ ॥

আত্মেত্যাদি। সাক্ষী শুভাশুভদ্রষ্টা। বিভুঃ ব্যাপকঃ। পূর্ণঃ অখণ্ডস্বরূপঃ। অদ্বৈতঃ সজাতীয়বিজাতীয়স্বগতভেদশূন্যঃ ॥ ১১৬ ॥ ১১৭ ॥ ১১৮ ॥

মৃচ্ছিলেত্যাদি, তপসা কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদিনা ॥ ১১৯ ॥

তিনি বিভু অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপক। তিনি পূর্ণ অর্থাৎ অখণ্ড স্বরূপ। তিনি সত্য, নিত্য, অদ্বিতীয় ও পরাৎপর, তিনি দেহস্থ হইয়াও দৈহিক কার্য্যে লিপ্ত নহেন। এইরূপ জ্ঞান জন্মিলেই জীব মুক্তিভাগী হইতে পারে।[১১৬] ব্রহ্মের নাম রূপ প্রভৃতি কল্পনা বাল্যক্রীড়ার ন্যায়। যিনি এই বাল্যক্রীড়া পরিত্যাগ পূর্ব্বক একমাত্র ব্রহ্মনিষ্ঠ হয়েন, তিনিই মুক্তিলাভ করিতে পারেন, সন্দেহ নাই।[১১৭] মনঃকল্পিত দেবমূর্ত্তি যদি মনুষ্যদিগকে মোক্ষ প্রদান করিতে পারে, তাহা হইলে মানবগণ স্বপ্নলব্ধ রাজ্য দ্বারাও রাজা হইতে সমর্থ হয়েন (৩৮৯)।[১১৮]

যাহারা মৃত্তিকা-নির্ম্মিত, প্রস্তর নির্ম্মিত ধাতু-নির্ম্মিত বা কাষ্ঠাদি-নির্ম্মিত মূর্ত্তিকে ঈশ্বর বোধ করিয়া তপস্যাদি করে, তাহারা কেবল বৃথা কষ্ট পায় (৩৯০)। ফলতঃ জ্ঞান ব্যতিরেকে মুক্তিলাভ হয় না।[১১৯] মানবগণ আহার সংযত করিয়া

---

(৩৮৯)—ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, যাঁহারা চিনি হইতে চাহেন না, চিনির আস্বাদ গ্রহণ করিতে চাহেন, তাঁহারাই স্বপ্নলব্ধ রাজ্য ভোগ করেন। ফলতঃ মহাপ্রলয়কালে মায়ানিদ্রার অবসান হইলে তাঁহাদের সেই স্বপ্নলব্ধ রাজ্য কোথায় থাকিবে।

(৩৯০)—প্রাণপ্রতিষ্ঠায় আবাহিত একাত্মা ব্যতিরেকে প্রস্তরাদি-নির্ম্মিত মূর্ত্তি দেবতা বা ঈশ্বর নহেন। ২১১ পৃষ্ঠা ১০০ সংখ্যা টিপ্পনী এবং ৩০৫ পৃষ্ঠা ১৮৭ টিপ্পনী দেখুন।

আহারসংযমক্লিষ্টা যথেষ্টাহারতুন্দিলাঃ।
ব্রহ্মজ্ঞানবিহীনাশ্চেৎ নিষ্কৃতিং তে ব্রজন্তি কিম্। ১২০॥
বায়ুপর্ণকণাতোয়-ব্রতিনো মোক্ষভাগিনঃ।
সন্তি চেৎ পন্নগা মুক্তাঃ পশুপক্ষিজলেচরাঃ॥ ১২১॥
উত্তমো ব্রহ্মসদ্ভাবো ধ্যানভাবস্তু মধ্যমঃ।
স্তুতির্জপোঽধমো ভাবো বহিঃপূজাধমাধমা॥ ১২২॥
যোগো জীবাত্মনোরৈক্যং পূজনং সেবকেশযোঃ।
সর্ব্বং ব্রহ্মেতি বিদুষো ন যোগো ন চ পূজনম্॥ ১২৩॥

আহারেত্যাদি। নিষ্কৃতিং নিস্তারম্। ব্রজন্তি প্রাপ্নুবন্তি॥ ১২০॥ ১২১॥

উত্তম ইত্যাদি। ব্রহ্মৈব সৎ সত্যমিদং সর্ব্বমসদিত্যুত্তমো ভাবঃ। উত্তমং ভজনং ভবতীত্যেবমন্বয়ঃ। ধ্যানভাবঃ ধ্যানরূপং ভজনম্॥ ১২২॥

যোগ ইত্যাদি। সর্ব্বং ব্রহ্মৈব ভবতীতি বিদুষো জানতো জনস্য জীবাত্মনোরৈক্যমেব যোগো ভবতি। সেবকেশযোঃ সেবকেশ্বরযোরৈক্যমেব পূজনং ভবতি। তদ্ভিন্নো যোগো নাস্তি তদ্ভিন্নং পূজনমপি নাস্তি তস্য॥ ১২৩॥ ১২৪॥

ক্লেশ ভোগ করুক বা যথেষ্ট আহার দ্বারা হৃষ্টপুষ্ট ও তুন্দিল হউক, তাহারা যদি ব্রহ্মজ্ঞান-বিলীন হয়, তাহা হইলে কখনই সংসার-বন্ধন হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে না।[১২০] যাহারা কেবল বায়ুমাত্র, পর্ণমাত্র অথবা তণ্ডুলকণামাত্র ভক্ষণ করিয়া কিম্বা জলমাত্র পান করিয়া ব্রতধারণ করে, তাহাদের যদি মোক্ষ হয় তাহা হইলে সর্প পশু পক্ষী ও জলজন্তু, ইহারা সকলেই মোক্ষভাগী হইতে পারে।[১২১]

ব্রহ্মই সত্য, আর সমুদায়ই মায়া-কল্পিত ও মিথ্যা, আমিই সেই সৎস্বরূপ ব্রহ্ম, ঈদৃশ ভাব উত্তম কল্প। ধ্যান ভাব মধ্যম কল্প। স্তব জপভাব অধম কল্প। আর বাহ্য পূজা অধম হইতেও অধমকল্প।[১২২] জীবাত্মার এবং পরমাত্মার ঐক্যের নামই যোগ। সেবক ও ঈশ্বর ভাব প্রতিপাদনের নামই পূজা। ফলতঃ যাঁহার এরূপ জ্ঞান হইয়াছে যে সমুদায়ই ব্রহ্ম, ব্রহ্ম ভিন্ন কিছুই নাই; তাহার পক্ষে যোগ বা পূজা কিছুরই আবশ্যক হয় না।[১২৩] যাঁহার হৃদয়ে ব্রহ্মজ্ঞানরূপ পরম জ্ঞান-বিরাজিত হইতেছে, তাঁর পক্ষে জপ যজ্ঞ তপস্যা নিয়ম

ব্রহ্মজ্ঞানং পরং জ্ঞানং যস্য চিত্তে বিরাজতে।
কিন্তস্য জপযজ্ঞাদ্যৈঃ তপোভির্নিয়মব্রতৈঃ ॥ ১২৪ ॥
সত্যং বিজ্ঞানমানন্দম্ একং ব্রহ্মেতি পশ্যতঃ।
স্বভাবাদ্ ব্রহ্মভূতস্য কিং পূজা ধ্যানধারণা ॥ ১২৫ ॥
ন পাপং নৈব সুকৃতং ন স্বর্গো ন পুনর্ভব।
নাপি ধ্যেয়ো ন বা ধ্যাতা সর্ব্বং ব্রহ্মেতি জানতঃ ॥ ১২৬ ॥
অয়মাত্মা সদা মুক্তো নির্লিপ্তঃ সর্ব্ববস্তুষু।
কিং তস্য বন্ধনং কস্মাৎ মুক্তিচ্ছিন্তি দুর্দ্ধিয়ঃ ॥ ১২৭ ॥
স্বমায়ারচিতং বিশ্বম্ অবিতর্ক্যং সুরৈরপি।
স্বয়ং বিরাজতে তত্র হ্যপ্রবিষ্টঃ প্রবিষ্টবৎ ॥ ১৮ ॥

সত্যমিত্যাদি। বিজ্ঞানং বিজ্ঞানস্বরূপম্ একম্ অদ্বৈতম্। ধারণা চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ ॥ ১২৫ ॥

ন পাপমিত্যাদি। ন পুনর্ভবঃ ন পুনরুৎপত্তিঃ ॥ ১২৬ ॥

অয়মাত্মেত্যাদি। নির্লিপ্তঃ অনাসক্তঃ ॥ ১২৭ ॥

নন্বাত্মনো দেহরূপং বন্ধনমস্ত্যেব কথমুচ্যতে অয়মাত্মা সদা মুক্ত ইত্যাদি তত্রাহ, স্বমায়েত্যাদিনা। অবিতর্ক্যম্ অনুহনীয়ম্ ॥ ১২৮ ॥ ১২৯ ॥

ব্রত প্রভৃতি কিছুরই আবশ্যক নাই।[১২৪] যিনি সর্ব্বত্র একমাত্র সত্যস্বরূপ বিজ্ঞান-স্বরূপ আনন্দ-স্বরূপ অদ্বিতীয় ব্রহ্ম অবলোকন করিতেছেন, তিনি স্বভাবতই ব্রহ্ম-স্বরূপ হইয়াছেন, তাঁহার পক্ষে পূজা বা ধ্যান ধারণা কিছুই সম্ভাবিত হইতে পারে না।[১২৫] যিনি সমুদায়ই ব্রহ্ম, এরূপ দেখিতেছেন, তাঁহার পক্ষে পাপ নাই, পুণ্য নাই, স্বর্গ নাই, পুনর্জ্জন্ম নাই, ধ্যেয় নাই, ধ্যাতাও নাই।[১২৬] এই আত্মা সর্ব্বদাই মুক্ত আছেন, তিনি কোন বস্তুতেই লিপ্ত নহেন, তাঁহার আবার বন্ধন কোথায়? কি জন্যই বা দুর্ব্বুদ্ধি লোকেরা মুক্তি কামনা করে।[১২৭] এই জগৎ ব্রহ্মের নিজ মায়া দ্বারাই বিরচিত হইয়াছে। দেবতারাও ইহার মর্ম্ম উদ্ভেদ করিতে পারেন না। পরমব্রহ্ম এই জগতে প্রবিষ্ট না হইয়াও প্রবিষ্টের ন্যায় বিরাজিত হইতেছেন।[১২৮] যেমন সকল বস্তুরই অন্তরে এবং বাহিরে আকাশ থাকে, সেইরূপ সংস্বরূপ ও সাক্ষিস্বরূপ আত্মা স্বরূপতঃ সর্ব্বই

বহির্বস্তুর্যথাকাশং সর্ব্বেষামেব বস্তুনাম্।
তথৈব ভাতি সদ্রূপো হ্যাত্মা সাক্ষী স্বরূপতঃ॥ ১২৯॥
ন বাল্যমস্তি বৃদ্ধত্বং নাত্মনো যৌবনং জনুঃ।
সদৈকরূপশ্চিন্মাত্রো বিকারপরিবর্জ্জিতঃ॥ ১৩০॥
জন্মযৌবনবার্দ্ধক্যং দেহস্যৈব ন চাত্মনঃ।
পশ্যন্তোঽপি ন পশ্যন্তি মায়াপ্রাবৃতবুদ্ধয়ঃ॥ ১৩১॥
যথা শরাবতোয়স্থং রবিং পশ্যত্যনেকধা।
তথৈব মায়য়া দেহে বহুধাত্মানমীক্ষতে॥ ১৩২॥
যথা সলিলচাঞ্চল্যং মন্যন্তে তদ্গতে বিধৌ।
তথৈব বুদ্ধেশ্চাঞ্চল্যং পশ্যন্ত্যাত্মন্যকোবিদাঃ॥ ১৩৩॥

ন বাল্যমিত্যাদি। জনুঃ জন্ম। আত্মনো বালত্বাদেরভাবে হেতুমাহ সদৈকরূপ ইত্যাদ্যর্দ্ধেন॥ ১৩০॥

তর্হি কস্য জন্মাদিকং ভবতি তত্রাহ, জন্মেত্যাদিনা॥ ১৩১॥

ননু তত্তদ্দেহস্থিত আত্মা নানারূপঃ প্রতীয়তে কথমুচ্যতে সদৈকরূপ ইতি তত্রাহ, যথেত্যাদিনা॥ ১৩২॥

বিরাজমান আছেন।[১২৯] আত্মার জন্ম নাই, বাল্যাবস্থা নাই, যৌবনাবস্থা নাই, বৃদ্ধাবস্থাও নাই তিনি সর্বদাই একরূপ চিন্ময় ও বিকার-পরিবর্জ্জিত।[১৩০] পাঞ্চভৌতিক দেহেরই জন্ম যৌবন ও বার্দ্ধক্য উপস্থিত হইতেছে, বিকার ও পরিণাম রহিত আত্মাতে এতৎসমুদায় সম্ভাবিত নহে। মনুষ্যগণের বুদ্ধি মায়া দ্বারা আচ্ছাদিত রহিয়াছে, সুতরাং তাহারা ইহা দেখিয়াও দেখিতে পায় না।[১৩১] যেমন বহু শরাবস্থিত সলিলে বহু সূর্য্য দৃষ্ট হয়, সেইরূপ মায়া-প্রভাবে বহু শরীরে বহুবিধ আত্মা লক্ষিত হইতেছে।[১৩২] যেমন সলিল চঞ্চল হইলে তাহাতে প্রতিবিম্বিত চন্দ্রও চঞ্চল বোধ হয়, অজ্ঞান ব্যক্তিরাও সেইরূপ বুদ্ধির চাঞ্চল্য আত্মাতেই অনুভব করে।[১৩৩] যেমন ঘট ভগ্ন হইলেও ঘটস্থ আকাশ পূর্ব্বের

ঘটস্থং যাদৃশং ব্যোম ঘটে ভগ্নেঽপি তাদৃশম্।
নষ্টে দেহে তথৈবাত্মা সমরূপো বিরাজতে॥ ১৩৪॥
আত্মজ্ঞানমিদং দেবি পরং মোক্ষৈকসাধনম্।
জানন্নিহৈব মুক্তঃ স্যাৎ সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ॥ ১৩৫॥
ন কর্ম্মণা বিমুক্তঃ স্যাৎ ন সন্তত্যা ধনেন বা।
আত্মনাত্মানমাজ্ঞায় মুক্তো ভবতি মানবঃ॥ ১৩৬॥
প্রিয়ো হ্যাত্মৈব সর্ব্বেষাং নাত্মনোঽস্ত্যপরং প্রিয়ম্।
লোকেঽস্মিন্নাত্মসম্বন্ধাৎ ভবন্ত্যন্যে প্রিয়াঃ শিবে॥ ১৩৭॥
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং তথা জ্ঞাতা ত্রিতয়ং ভাতি মায়য়া।
বিচার্য্যমাণে ত্রিতয়ে আত্মৈবৈকোঽবশিষ্যতে॥ ১৩৮॥
জ্ঞানমাত্মৈব চিদ্রূপো জ্ঞেয়মাত্মৈব চিন্ময়ঃ।
বিজ্ঞাতা স্বয়মেবাত্মা যো জানাতি স আত্মবিৎ॥ ১৩৯॥

যতেত্যাদি। তদগতে বিম্বে সলিলগতে চন্দ্রে। অকোবিদাঃ অবিদ্বাংসঃ॥
॥ ১৩৩॥ ১৩৪॥ ১৩৫॥ ১৩৬॥ ১৩৭॥ ১৩৮॥ ১৩৯॥ ১৪০॥

ন্যায় অবিকৃত থাকে, দেহ নষ্ট হইলেও সেইরূপ আত্মা পূর্ব্বে ন্যায় সকল সময় সমভাবে বিরাজমান থাকেন।[১৩৪]

দেবি। এই ব্রহ্মজ্ঞানই মোক্ষের এক মাত্র সাধন। যিনি ইহা জ্ঞাত হয়েন, তিনি ইহলোকেই জীবন্মুক্ত হইয়া থাকেন, সন্দেহ নাই।[১৩৫] মনুষ্য কর্ম্ম দ্বারা মুক্ত হয় না, সন্তান উৎপাদন দ্বারা মুক্ত হয় না, ধন দ্বারাও মুক্ত হয় না, পরন্তু আপনি আপনাকে জানিতে পারিলেই মোক্ষলাভ করিতে পারে।[১৩৬] দেবি! সকল জীবের পক্ষে আত্মাই পরমপ্রেমাস্পদ, আত্মা হইতে প্রিয়তর অপর কোন বস্তুই নাই। শিবে! ইহলোকে অন্য ব্যক্তি যে প্রিয় ও প্রেমাস্পদ হয়, তাহা কেবল আত্মসম্বন্ধানুসারেই হইয়া থাকে[১৩৭] জ্ঞান জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা, এই ত্রিতয় কেবল মায়া দ্বারাই প্রতিভাত হইতেছে, পরন্তু এই ত্রিতয়ের তত্ত্ব বিচার করিলে একমাত্র আত্মাই অবশিষ্ট থাকেন, অপর কিছুই থাকে

এতত্তে কথিতং জ্ঞানং সাক্ষান্নির্ব্বাণকারণম্।
চতুর্বিধাবধূতানাম্ এতদেব পরং ধনম্ ॥ ১৪০ ॥

শ্রীদেব্যুবাচ।

দ্বিবিধাবাশ্রমৌ প্রোক্তৌ গার্হস্থ্যো ভৈক্ষুকস্তথা।
কিমিদং শ্রূয়তে চিত্রম্ অবধূতাশ্চতুর্ব্বিধাঃ ॥ ১৪১ ॥
শ্রুত্বা বেদিতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ কথয় প্রভো।
চতুর্বিধাবধূতানাং লক্ষণং সবিশেষতঃ ॥ ১৪২ ॥

শ্রীসদাশিব উবাচ।

ব্রহ্মমন্ত্রোপাসকা যে ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়াদয়ঃ।
গৃহাশ্রমে বসন্তোঽপি জ্ঞেয়াস্তে যতয়ঃ প্রিয়ে ॥ ১৪৩ ॥

চতুর্ব্বিধানামবধূতানাং লক্ষণং বিজ্ঞাতুমিচ্ছন্তী শ্রীদেব্যুবাচ, দ্বিবিধাবিত্যাদিনা ॥ ১৪১ ॥ ১৪২ ॥

শ্রীদেব্যৈবং প্রার্থিতঃ সন্ শ্রীসদাশিব উবাচ, ব্রহ্মমন্ত্রোপাসকা যে ইত্যাদিনা ॥ ১৪৩ ॥ ১৪৪ ॥

না (৩৯১)।[১৩৮] কারণ চিন্ময় আত্মাই জ্ঞান, চিন্ময় আত্মাই জ্ঞেয় বস্তু এবং চিন্ময়আত্মাই স্বয়ং জ্ঞাতা, যিনি ইহা জ্ঞাত হইতে পারেন, তিনিই আত্মবিৎ।[১৩৯]

প্রিয়ে। এই আমি তোমার নিকট সাক্ষাৎ নির্ব্বাণের কারণ জ্ঞানোপদেশ কহিলাম। চতুর্ব্বিধ অবধূতের পক্ষে ইহাই পরম ধন [১৪০]

শ্রীভগবতী কহিলেন। দেবদেব। আপনি পূর্ব্বে, কলিযুগে গৃহস্থ ও ভিক্ষুক এই দ্বিবিধ আশ্রমের কথাই বলিয়াছেন। এক্ষণে কহিতেছেন, অবধূত চতুর্ব্বিধ। ইহা কি? ইহাতে আমার আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে।[১৪১] প্রভো। এক্ষণে চারি প্রকার অবধূতের লক্ষণ প্রকৃত প্রস্তাবে বিশেষরূপে বলুন, আমি শ্রবণ পূর্ব্বক তাহা পরিজ্ঞাত হইতে অভিলাষিণী হইয়াছি।[১৪২]

---

(৩৯১)—একমাত্র পূর্ণব্রহ্মে সত্ত্বপ্রধান মায়া দ্বারা জ্ঞান, তমঃপ্রধান মায়া দ্বারা জ্ঞেয় এবং রজঃপ্রধান মায়া দ্বারা জ্ঞাতা কল্পিত হইয়াছে। বস্তুতঃ ত্রিগুণময়ী মায়া ইন্দ্রজাল মাত্র। তত্ত্ববিচার দ্বারা এই মায়া তিরোহিত হইলে একমাত্র ব্রহ্ম ভিন্ন অপর কিছুই থাকে না।

পূর্ণাভিষেকবিধিনা সংস্কৃতা যে চ মানবাঃ।
শৈবাবধূতাস্তে জ্ঞেয়াঃ পূজনীয়াঃ কুলার্চ্চিতে॥ ১৪৪॥
ব্রাহ্মাবধূতাঃ শৈবাশ্চ স্বাশ্রমাচারবর্ত্তিনঃ।
বিদধ্যুঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি মদুদীরিতবর্ত্মনা॥ ১৪৫॥
বিনা ব্রহ্মার্পিতং চৈতে তথা চক্রার্পিতং বিনা।
নিষিদ্ধমন্নং তোয়ঞ্চ ন গৃহ্নীয়ুঃ কদাচন॥ ১৪৬॥

ব্রাহ্মাবধূতা ইত্যাদি। বিদধ্যুঃ কুর্য্যুঃ॥ ১৪৫॥ ১৪৬॥ ১৪৭॥ ১৪৮॥

শ্রীসদাশিব কহিলেন। প্রিয়ে! যে সকল ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি ব্রহ্মমন্ত্রের উপাসক, তাঁহারা যদিও গৃহস্থাশ্রমে বাস করেন-তথাপি (ব্রাহ্মাবধূত ও) যতি (৩৯২) শব্দে অভিহিত হয়েন।[১৪৩] কুলার্চ্চিতে! যে সকল মনুষ্য পূর্ণাভিষেকের বিধানানুসারে সংস্কৃত হইয়াছেন, তাঁহারাই শৈবাবধূত। তাঁহারা সকলেরই পূজনীয়।[১৪৪] ব্রাহ্মাবধূত ও শৈবাবধূতগণ নিজ নিজ আশ্রমে ও নিজ নিজ আচারে থাকিয়া মৎকথিত পথ অবলম্বন পূর্ব্বক সমুদায় কর্ম্ম সমাধান করিবেন।[১৪৫] ব্রাহ্মাবধূত, ব্রহ্মার্পিত দ্রব্য ব্যতিরেকে এবং শৈবাবধূত চক্রার্পিত দ্রব্য ব্যতিরেকে কখনই নিষিদ্ধ অন্ন ও নিষিদ্ধ জল গ্রহণ করিবেন না[১৪৬] বরাননে! ব্রাহ্মাবধূত কৌলদিগের এবং অভিষিক্ত শৈবাবধূত কৌলদিগের (৩৯৩) আচার

---

(৩৯২)—কথিত আছে; এক সহস্র ব্রহ্মচারী, এক শত বানপ্রস্থ ও এক কোটি ব্রাহ্মণ হইতেও এক জন যতি শ্রেষ্ঠ। যথা ঃ—

ব্রহ্মচারিসহস্রন্তু বানপ্রস্থশতানি চ। ব্রাহ্মণানান্তু কোট্যস্তু যতিরেকো বিশিষ্যতে॥

(৩৯৩)—কৌলমাহাত্ম্য যথা—সর্ব্বাপেক্ষা বেদাচারী শ্রেষ্ঠ, বেদাচারী অপেক্ষা বৈষ্ণবাচারী, বৈষ্ণবাচারী অপেক্ষা শৈবাচারী, শৈবাচারী অপেক্ষা দক্ষিণাচারী, দক্ষিণাচারী অপেক্ষা বামাচারী, বামাচারী অপেক্ষা সিদ্ধান্তাচারী এবং সিদ্ধান্তাচারী অপেক্ষা কৌল সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ। কৌল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কেহই নাই। যথা ঃ—

সর্ব্বেভ্যশ্চোত্তমা বেদা বেদেভ্যো বৈষ্ণবং মহৎ। বৈষ্ণবাদুত্তমং শৈবং শৈবাৎ দক্ষিণমুত্তমম্॥ দক্ষিণাদুত্তমং বামং বামাৎ সিদ্ধান্তমুত্তমম্। সিদ্ধান্তাদুত্তমং কৌলং কৌলাৎ পরতরো নহি॥ ইতি যোনিতন্ত্রম্॥

এই রূপ কৌলমাহাত্ম্য উত্তরতন্ত্রেও বর্ণিত আছে। ৩০ পৃষ্ঠা ১৫ সংখ্যা টিপ্পনী দেখুন।

ব্রাহ্মাবধূতকৌলানাং কৌলানামভিষেকিণাম্।
প্রাগেব কথিতো ধর্ম্ম আচারশ্চ ববাননে ॥ ১৪৭ ॥
স্নানং সন্ধ্যাশনং পানং দানং চ দাররক্ষণম্।
সর্ব্বমাগমমার্গেণ শৈবব্রাহ্মাবধূতযোঃ ।১৪৮॥
উক্তাবধূতো দ্বিবিধঃ পূর্ণাপূর্ণবিভেদতঃ।
পূর্ণঃ পরমহংসাখ্যঃ পরিব্রাডপরঃ প্রিয়ে ॥১৪৯॥
কৃতাবধূতসংস্কারো যদি স্যাৎ জ্ঞানদুর্ব্বলঃ।
তদা লোকালয়ে তিষ্ঠন্ আত্মানং স তু শোধয়েৎ ॥১৫০॥
রক্ষন স্বজাতিচিহ্নঞ্চ কুর্ব্বন্ কর্ম্মাণি কৌলবৎ।
সদা ব্রহ্মপরো ভূত্বা সাধয়েৎ জ্ঞানমুত্তমম্ ॥১৫১॥

উক্তাবধূতেত্যাদি। অপরঃ অপূর্ণঃ ॥১৪৯॥১৫০॥১৫১॥১৫২॥১৫৩॥

ও ধর্ম্ম পূর্ব্বেই প্রকাশ করিয়া বলিয়াছি।[১৪৭] শৈবাবধূত ও ব্রাহ্মাবধূতগণ আগম অনুসারেই স্নান সন্ধ্যা ভোজন পান দান দাররক্ষা প্রভৃতি সমুদায় কর্ম্ম করিবেন।[১৪৮]

প্রিয়ে। উক্ত শৈবাবধূত ও ব্রাহ্মাবধূত পূর্ণ ও অপূর্ণ ভেদে আবার দুই প্রকার। পূর্ণ শৈবাবধূত ও ব্রাহ্মাবধূতের নাম পরমহংস এবং অপূর্ণ শৈবাবধূত ব্রাহ্মাবধূতকে পরিব্রাট্ বলা যায়।[১৪৯] যে মানব অবধূত সংস্কারে সংস্কৃত হইয়াছেন, তিনি যদি জ্ঞান বিষয়ে দুর্ব্বল হয়েন, অর্থাৎ যদি তাঁহার পূর্ণ অদ্বৈত ভাব না জন্মিয়া থাকে, তাহা হইলে তিনি লোকালয়ে বা গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া আত্মশোধন করিবেন, অর্থাৎ যাহাতে 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' এই জ্ঞান জন্মে তদ্বিষয়ে যত্ন করিতে থাকিবেন।[১৫০] তিনি স্বজাতি-চিহ্ন শিখা সূত্র প্রভৃতি রক্ষা করিবেন, তিনি কৌলের ন্যায় সমুদায় কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে থাকিবেন. তিনি সর্ব্বদা ব্রহ্মনিষ্ঠ হইয়া নিরন্তর জ্ঞান সাধন করিবেন [১৫১] তিনি, সর্ব্বদা বীতরাগ হইয়া ওঁ তৎ সৎ' এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক 'সোঽহমস্মি অর্থাৎ 'আমি সেই ব্রহ্ম এইরূপ চিন্তা করিয়া আপনার উপযোগী কর্ম্মের অনুষ্ঠান

ওঁ তৎ সন্মন্ত্রমুচ্চার্য্য সোঽহমস্মীতি চিন্তয়ন্।
কুর্য্যাদাত্মোচিতং কর্ম্ম সদা বৈরাগ্যমাশ্রিতঃ ॥১৫২॥
কুর্ব্বন্ কর্ম্মাণ্যনাসক্তো নলিনীদলনীরবৎ।
যতেতাত্মানমুদ্ধর্ত্তুং তত্ত্বজ্ঞানবিবেকতঃ ॥১৫৩॥
ওঁ তৎ সদিতি মন্ত্রেণ যো যৎ কর্ম্ম সমাচরেৎ।
গৃহস্থো বাপ্যুদাসীনঃ তস্যাভীষ্টায় তদ্‌ভবেৎ ॥১৫৪॥
জপো হোমঃ প্রতিষ্ঠা চ সংস্কারাদ্যখিলাঃ ক্রিয়াঃ।
ওঁ তৎ সন্মন্ত্রনিষ্পন্নাঃ সম্পূর্ণাঃ স্যুর্ন সংশয়ঃ ॥ ১৫৫॥
কিমন্যৈর্বহুভির্মন্ত্রৈঃ কিমন্যৈর্ভূরিসাধনৈঃ।
ব্রাহ্মোণানেন মন্ত্রেণ সর্ব্বকর্ম্মাণি সাধয়েৎ ॥১৫৬॥
সুখসাধ্যমবাহুল্যং সম্পূর্ণফলদায়কম্।
নাস্ত্যেতস্মান্মহামন্ত্রাৎ উপায়ান্তরমম্বিকে ॥১৫৭॥

অথ ওঁ তৎ সদিতি মন্ত্রস্য মাহাত্ম্যমাহ, ওঁ তৎ সদিতি মন্ত্রেণেত্যাদিভিঃ। সমাচরেৎ কুর্য্যাৎ ॥ ১৫৪ ॥ ১৫৫ ॥ ১৫৬ ॥ ১৫৭ ॥

করিবেন,[১৫২] এবং তিনি পদ্মপত্রস্থিত জলের ন্যায় অনাসক্ত-হৃদয় হইয়া সাংসারিক ও পারমার্থিক কর্ম্ম সমুদায়ের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক তত্ত্বজ্ঞান বিচার দ্বারা আপনাকে (সংসার-সাগর হইতে) উদ্ধার করিতে যত্নবান্ হইবেন।[১৫৩]

গৃহস্থই হউন বা উদাসীনই হউন, 'ওঁ তৎ সৎ' এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক যিনি যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেন তাহাতেই তাঁহার অভীষ্ট-ফল-প্রাপ্তি হইবে।[১৫৪] জপ হোম প্রতিষ্ঠা সংস্কার প্রভৃতি যে কোন কর্ম্মই হউক না কেন, ওঁ তৎ সৎ, এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক নিষ্পন্ন হইলেই সম্পূর্ণ হইবে, সন্দেহ নাই।[১৫৫] অন্যান্য বহু মন্ত্রে আবশ্যক কি, ভূরি সাধনেই বা আবশ্যক কি, 'ওঁ তৎ সৎ' এই ব্রহ্মমন্ত্র দ্বারা সমুদায় কর্ম্মই সাধন করিতে পারিবে।[১৫৬] এই মন্ত্র সুখসাধ্য, ইহাতে কোনরূপ বাহুল্য নাই, অথচ ইহা সম্পূর্ণফল-দায়ক। অম্বিকে! এই মহামন্ত্র ব্যতিরেকে আর উপায়ান্তর নাই।[১৫৭]

পুরঃ প্রদেশে দেহে বা লিখিত্বা ধারযেদিমম্।
গেহস্তস্য মহাতীর্থং দেহঃ পুণ্যময়ো ভবেৎ ॥১৫৮॥
নিগমাগমতন্ত্রাণাং সারাৎসারতরো মনুঃ।
ওঁ তৎ সদিতি দেবেশি তবাগ্রে সত্যমীরিতম্ ॥১৫৯॥
ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশানাং ভিত্ত্বা তালুশিরঃশিখাঃ।
প্রাদুর্ভূতোঽয়মোঁ তৎ সৎ সর্ব্বমন্ত্রোত্তমোত্তমঃ ॥১৬০॥
চতুর্বিধানামন্নানাম্ অন্যেষামপি বস্তুনাম্।
মন্ত্রান্যৈঃ শোধনেনালং স্যাচ্চেদেতেন শোধিতম্ ॥১৬১॥
পশ্যন্ সর্ব্বত্র সদ্রূপং জপংস্তৎ সন্মহামনুম্।
স্বেচ্ছাচারঃ শুদ্ধচিত্তঃ স এব ভুবি কৌলরাট্ ॥১৬২॥

পুর ইত্যাদি। ইমম্ ওঁ তৎ সদিতি মন্ত্রম্ ॥১৫৮॥১৫৯॥১৬০॥

যিনি গৃহের কোন অংশে অথবা শরীরের কোন অংশে 'ওঁ তৎ সৎ' এই মন্ত্র লিখিয়া ধারণ করিবেন, তাঁহার গৃহ মহাতীর্থ স্বরূপ এবং দেহ পুণ্যময় হইবে।[১৫৮] দেবি! আমি তোমার সম্মুখে সত্য করিয়া বলিতেছি, 'ওঁ তৎ সৎ' এই মন্ত্র নিগম, আগম ও তন্ত্র সমুদয়ের মধ্যে সারাৎসার।[১৫৯] সর্ব্ব মন্ত্র হইতে শ্রেষ্ঠতম 'ওঁ তৎ সৎ' এই মন্ত্র, ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বরের তালু মস্তক ও ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া প্রাদুর্ভূত হইয়াছে।[১৬০] যদি 'ওঁ তৎ সৎ' এই মন্ত্র দ্বারা চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয়, এই চতুর্ব্বিধ খাদ্য দ্রব্যের বা অন্য বস্তুর শোধন করা হয়, তাহা হইলে অন্য কোন বৈদিক বা তান্ত্রিক মন্ত্র দ্বারা শোধন করিবার আবশ্যক হয় না।[১৬১] যিনি সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সৎস্বরূপ ব্রহ্ম প্রত্যক্ষ করিয়া 'ওঁ তৎ সৎ' এই মহামন্ত্র জপ করেন, তাঁহার অন্তঃকরণ পরিশুদ্ধ হয় এবং তিনি স্বেচ্ছাচারী হইলেও পৃথিবী মধ্যে কৌলশ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন।[১৬২] 'ওঁ তৎ সৎ' এই মন্ত্র জপ করিলে মানব সিদ্ধ হবেন, ইহার অর্থ (৩৯৪) চিন্তা করিলে

---

(৩৯৪)—'ওঁ তৎ সৎ' এই মন্ত্রের স্থূল অর্থ যথা, যাঁহাতে সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয় হইতেছে, সেই পরমব্রহ্মই নিত্য সত্য। অথবা, প্রণব স্বরূপ সেই পরমব্রহ্মই সত্য। প্রণবের বিশেষ অর্থ মহানির্ব্বাণতন্ত্রের ৩য় উঃ টিপ্পনীতে দ্রষ্টব্য।

জপাদস্য ভবেৎ সিদ্ধো মুক্তঃ স্যাদর্থচিন্তনাৎ।
সাক্ষাদ্‌ব্রহ্মসমো দেহী সার্থমেনং জপন্ মনুম্ ॥ ১৬৩ ॥
ত্রিপদোঽয়ং মহামন্ত্রঃ সর্ব্বকারণকারণম্ ।
সাধনাদস্য মন্ত্রস্য ভবেন্মৃত্যুঞ্জয়ঃ স্বয়ম্ ॥ ১৬৪ ॥
যুগ্মযুগ্মপদং বাপি প্রত্যেকপদমেব বা ।
জপ্তৈবতস্য মহেশানি সাধকঃ সিদ্ধিভাগ্‌ভবেৎ ॥ ১৬৫ ॥
শৈবাবধূতসংস্কারা-বধূতাখিলকর্ম্মণঃ ।
নাপি দৈবে ন বা পিত্র্যে নার্ষে কৃত্যেঽধিকারিতা ॥ ১৬৬ ॥
চতুর্ণামবধূতানাং তুরীয়ো হংস উচ্যতে ।
ত্রয়োঽন্যে যোগভোগাঢ্যা মুক্তাঃ সর্ব্বে শিবোপমাঃ ॥ ১৬৭ ॥

চতুর্ব্বিধানামিত্যাদি । চতুর্ব্বিধানাং ভক্ষ্যচর্ব্যলেহ্যচোষ্যাণাম্ ॥ ১৬১ ॥ ১৬২ ॥ ১৬৩ ॥ ১৬৪ ॥ ১৬৫ ॥ ১৬৬ ॥ ১৬৭ ॥

মুক্তি লাভ হয় , আর যিনি অর্থ চিন্তা পূর্ব্বক এই মন্ত্র জপ করেন, সেই মানব দেহবিশিষ্ট হইয়াও সাক্ষাৎ ব্রহ্ম সদৃশ হয়েন ।[১৬৩] এই ত্রিপদ মহামন্ত্র সর্ব্ব কারণের কারণ । এই মন্ত্র সাধন করিলে স্বয়ং মৃত্যুঞ্জয় হইতে পারা যায় ।[১৬৪] মহেশ্বরি ! 'ওঁ তৎ সৎ' এই ত্রিপদ মন্ত্রের দুইটি দুইটি পদ অথবা এক একটি পদ (৩৯৫), যাহাই জপ করিবে, তাহাতেই সাধক সিদ্ধ হইতে পারিবে ।[১৬৫]

যাঁহারা শৈবাবধূত সংস্কার দ্বারা সংস্কৃত হইয়া সমুদায় কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাসী (পরমহংস) হইয়াছেন, তাঁহাদের দৈবকর্ম্মে আর্ষকর্ম্মে বা পিত্র্যকর্ম্মে কিছু মাত্র অধিকার নাই ।[১৬৬] চতুর্ব্বিধ অবধূতের মধ্যে চতুর্থ অর্থাৎ পূর্ণ ব্রহ্মাবধূতকে হংস বলা যায় । অপর ত্রিবিধ অবধূত যোগ ও ভোগ করিয়া থাকেন । পরন্তু সকলেই অর্থাৎ চতুর্ব্বিধ অবধূতই মুক্ত ও শিব সদৃশ ৩৯৬) ।[১৬৭]

---

(৩৯৫)—ইহা দ্বারা—ওঁ তৎ সৎ। ওঁ তৎ। ওঁং সৎ। তৎ সৎ। ওঁ। তৎ। সৎ।—এই সপ্তবিধ মন্ত্র হইতেছে।

(৩৯৬)—এই চতুর্ব্বিধ অবধূতের বিষয় মূলে যেরূপ সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে সাধারণের বোধগম্য হওয়া সুকঠিন । এমন কি, অনেক বিচক্ষণ পরমহংসও নিজ নিজ আচার ব্যবহারের প্রমাণ সুস্পষ্টরূপে বলিতে

হংসো ন কুর্য্যাৎ স্ত্রীসঙ্গং ন বা ধাতুপরিগ্রহম্।
প্রাবব্ধমশ্নন্ বিহরেৎ নিষেধবিধিবর্জ্জিতঃ ॥ ১৬৮ ॥

হংস ইত্যাদি। অশ্নন্ ভুঞ্জানঃ ॥ ১৬৮ ॥

হংস অর্থাৎ পূর্ণ ব্রাহ্মাবধূত স্ত্রীসংসর্গ বা ধাতু-পরিগ্রহ করিতে পারিবেন না। তিনি বিধি-নিষেধ-বর্জ্জিত হইয়া প্রাবব্ধ ভোগ পূর্ব্বক বিহার করিবেন।[১৬৮]
এই তৃতীয় পরমহংস (হংসাবধূত) স্বজাতি-চিহ্ন শিখা সূত্র তিলক প্রভৃতি পরি-

পারেন না। এই জন্য আমরা ভৈরবডামর প্রভৃতির মতানুসারে এবং সাধক-সম্প্রদায়ের প্রচলিত ব্যবহার দেখিয়া চতুর্বিধ অবধূতের লক্ষণ ও কার্য্য এস্থলে সুস্পষ্টরূপে নির্দ্দেশ করিতেছি। যথা :—

চতুর্বিধ অবধূতের মধ্যে শৈবাবধূত দুই প্রকার, পরিব্রাজক ও পরমহংস। যতি বা ব্রাহ্মাবধূতও দুই প্রকার, পরিব্রাজক ও পরমহংস বা হংস। অপূর্ণ শৈবাবধূত ও অপূর্ণ ব্রাহ্মাবধূত সংসারী হইলেও পরিব্রাজকের মধ্যে গণ্য হইতেছেন। সংসারস্থিত অবধূতকে যদি পৃথক করিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে ছয় প্রকার অবধূত হইয়া উঠে। যথা :—প্রথম শৈবাবধূত, ইঁনি অপূর্ণ, ইঁনি সংসারে থাকিয়াও শিব সদৃশ মহাসন্ন্যাসী, এই জন্য শৈবাবধূত শব্দে অভিহিত। দ্বিতীয় পরিব্রাজক, পরিব্রাজকতা শৈবাবধূতের দ্বিতীয় অবস্থা, সংসার পরিত্যাগ করিয়া তীর্থে তীর্থে পীঠে পীঠে পরিভ্রমণ পূর্ব্বক জপ পূজাদি করাই ইঁহার প্রধান কার্য্য, পরন্তু ইঁনি শক্তি লইয়া নিয়মিত সাধনাদি করিতে পারেন। তৃতীয় পরমহংস (পূর্ণাবধূত) ইহা শৈবাবধূতের তৃতীয় অবস্থা, ইঁনি কর্ম্মত্যাগী কৌপীনধারীসন্ন্যাসী, ইঁনি যোগ ভোগ ও নিয়মানুসারে উপযাচিকা কামিনীর কামনা পূর্ণ করিতে পারেন। চতুর্থ যতি বা ব্রাহ্মাবধূত ইঁনি প্রথম শৈবাবধূতের ন্যায়, পরন্তু স্বশক্তি ভিন্ন শৈববিবাহে বিবাহিতা পরশক্তি গ্রহণেও ইহার অধিকার নাই। পঞ্চম ব্রাহ্মাবধূত পরিব্রাজক ইঁহার কার্য্য দ্বিতীয় শৈবাবধূতের সদৃশ, কিন্তু উপযাচিকা স্ত্রী সম্ভোগেও ইঁহার অধিকার নাই, পরন্তু গুরুর উপদেশ অনুসারে শক্তি লইয়া যোগ সাধনে ইঁহাদের উভয়েরই অধিকার আছে। ষষ্ঠ হংসাবধূত, ইঁনি তৃতীয় শৈবাবধূত অর্থাৎ পরমহংস সদৃশ, পরন্তু স্ত্রীসঙ্গ বা ধাতুপরিগ্রহ প্রভৃতি কোন কার্য্যেই ইহার অধিকার নাই।

ভৈরবডামরে বিস্তারিতরূপে চারি প্রকার অবধূতের নির্দ্দেশ আছে। নাম যথা :—১ কুলাবধূত, ২ শৈবাবধূত, ৩ ব্রাহ্মাবধূত, ৪ হংসাবধূত। মহানির্ব্বাণ-তন্ত্রের সহিত ইহার নাম মাত্রেই কিঞ্চিৎ ভেদ আছে, পরন্তু আচার-ব্যবহার-গত কোনরূপ বিরোধ দৃষ্ট হইতেছে না।

ত্যজেৎ স্বজাতিচিহ্নানি কর্ম্মাণি গৃহমেধিনাম্।
তুরীয়ো বিচরেৎ ক্ষৌণীং নিঃসঙ্কল্পো নিরুদ্যমঃ ॥ ১৬৯ ॥
সদাত্মভাবসন্তুষ্টঃ শোকমোহবিবর্জ্জিতঃ।
নির্ম্নিকেতস্তিতিক্ষুঃ স্যাৎ নিঃশঙ্কো নিরুপদ্রবঃ ॥ ১৭০ ॥
নার্পণং ভক্ষ্যপেয়ানাং ন তস্য ধ্যানধারণা *।
মুক্তো বিরক্তো † নির্দ্বন্দ্বো হংসাচারপরো যতিঃ ॥ ১৭১ ॥
ইতি তে কথিতং দেবি চতুর্ণাং কুলযোগিনাম্।
লক্ষণং সবিশেষেণ সাধূনাং মৎস্বরূপিণাম্ ॥ ১৭২ ॥

ত্যজেদিত্যাদি। গৃহমেধিনাং গৃহস্থানাম্। নিরুদ্যমঃ আত্মশরীরনির্ব্বাহার্থ-ব্যাপারশূন্যঃ ॥ ১৬৯ ॥

সদাত্মেত্যাদি। ভাবঃ চিন্তনম্। নির্নিকেতঃ নিয়তসততবাসশূন্যঃ। তিতিক্ষুঃ সহনশীলঃ ॥ ১৭০ ॥ ১৭১ ॥ ১৭২ ॥

ত্যাগ করিবেন। তিনি গৃহস্থের কর্ম্মও করিবেন না। তিনি সঙ্কল্প-রহিত ও শরীর পোষণার্থ উদ্যম-রহিত হইয়া ভূতলে বিচরণ করিবেন [১৬৯] তিনি সর্ব্বদা আত্মভাবেই সন্তুষ্ট থাকিবেন। তিনি শোক ও মোহে অভিভূত হইবেন না। তাঁহার কোনরূপ নির্দ্দিষ্ট আবাস-স্থান থাকিবে না। তিনি তিতিক্ষাযুক্ত (ক্ষমা-শীল), নিঃশঙ্ক ও নিরুপদ্রব হইবেন। [১৭০] তিনি ভক্ষ্য ও পেয় দ্রব্য কাহাকেও অর্পণ করিবেন না। তাঁহার ধ্যানধারণা নাই। এই হংসাচার-পরায়ণ যতি, মুক্ত বিরাগযুক্ত ও শীতগ্রীষ্ম প্রভৃতি দ্বন্দ্ব-সহিষ্ণু হইবেন।[১৭১] দেবি! এই আমি তোমার নিকট চতুর্ব্বিধ কুলযোগীর লক্ষণ বিশেষরূপে কহিলাম। ইঁহারা সকলেই সাধু ও শিবস্বরূপ।[১৭২]

মনুষ্যগণ যদি এই কুলযোগীদিগকে দর্শন করে, স্পর্শ করে, বা ইঁহাদের সহিত আলাপ করে, অথবা ইঁহাদিগকে পরিতুষ্ট করে তাহা হইলে তাহাদের সর্ব্বতীর্থ

---

* ধ্যানধারণাঃ ইতি পাঠান্তরম্।

† মুক্তোঽবিরক্তঃ ইতি পুস্তকান্তরস্য পাঠঃ।

এতেষাং দর্শনস্পর্শাৎ আলাপাৎ পরিতোষণাৎ।
সর্ব্বতীর্থফলাবাপ্তিঃ জায়তে মনুজন্মনাম্॥ ১৭৩॥
পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি পুণ্যক্ষেত্রাণি যানি চ।
কুলসন্ন্যাসিনাং দেহে সন্তি তানি সদা প্রিয়ে॥ ১৭৪॥
তে ধন্যাস্তে কৃতার্থাশ্চ তে পুণ্যাস্তে কৃতাধ্বরাঃ।
যৈরর্চ্চিতাঃ কুলদ্রব্যৈঃ মানবৈঃ কুলসাধবঃ॥ ১৭৫॥
অশুচির্যাতি শুচিতাম্ অস্পৃশ্যাঃ স্পৃশ্যতামিয়াৎ।
অভক্ষ্যমপি ভক্ষ্যং স্যাৎ যেষাং সংস্পর্শমাত্রতঃ॥ ১৭৬॥
কিরাতাঃ পাপিনঃ ক্রূরাঃ পুলিন্দা যবনাঃ খলাঃ।
শুধ্যন্তি যেষাং সংস্পর্শাৎ তান্ বিনা কোঽন্যমর্চ্চয়েৎ॥ ১৭৭॥

অথাবধূতানাং মাহাত্ম্যমাহ, এতেষামিত্যাদিভিঃ॥ ১৭৩॥ ১৭৪॥
তে ধন্যা ইত্যাদি। কুলদ্রব্যৈঃ মদ্যাদিভিঃ॥ ১৭৫॥ ১৭৬॥
কিরাতা ইত্যাদি। পুলিন্দাঃ চাণ্ডালবিশেষাঃ॥ ১৭৭॥

গমনের ফল প্রাপ্তি হয়।[১৭৩] প্রিয়ে। পৃথিবীতে যে সমুদায়ই তীর্থ ও পুণ্যক্ষেত্র আছে, কুলসন্ন্যাসীদিগের দেহে তৎসমুদায়ই সর্ব্বদা বিদ্যমান থাকে।[১৭৪] যে সকল মনুষ্য কুলসাধুদিগকে কুলদ্রব্য দ্বারা অর্চ্চনা করেন, তাঁহারাই ধন্য, তাঁহারাই কৃতার্থ, তাঁহারাই পবিত্র এবং তাঁহারাই সর্ব যজ্ঞের ফলভাগী হবেন।[১৭৫] এই কুলযোগীদিগের সংস্পর্শ মাত্রেই অশুচি ব্যক্তিও শুচি হয় অস্পৃশ্য ব্যক্তিও স্পর্শযোগ্য হয়, এবং অভক্ষ্য বস্তুও ভক্ষণীয় হইয়া থাকে।[১৭৬] যে সকল কুলযোগীর সংস্পর্শে কিরাত পাপী ক্রূর পুলিন্দ যবন ও খল, ইহারাও শুদ্ধি লাভ করে, তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া আর কাহার অর্চ্চনা করিবে।[১৭৭] যে সকল ব্যক্তি কৌলদিগকে কুলতত্ত্ব দ্বারা ও কুলযোগীদিগকে কুলদ্রব্য দ্বারা (৩৯৭)

---

(৩৯৭)—পঞ্চতত্ত্বের নামই কুলতত্ত্ব পূর্ণাভিষিক্ত জ্ঞাননিষ্ঠ অবধূতের নাম কৌল, আর যাঁহারা ব্রহ্মমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া বীরভাবে যোগ সাধন করেন, তাঁহারা কুলযোগী; এবং ইঁহাদিগকে যে যোগোপযোগী শক্তি বা যে কোন রূপ শুদ্ধি সমেত কারণ দেওয়া যায় তাহাই কুলদ্রব্য।

কুলতত্ত্বৈঃ কুলদ্রব্যৈঃ কৌলিকান্ কুলযোগিনঃ ।
যেঽচ্চর্য়ন্তি সকৃদ্‌ভক্ত্যা তেঽপি পূজ্যা মহীতলে ॥ ১৭৮ ॥
কৌলধর্ম্মাৎ পরো ধর্ম্মো নাস্ত্যেব কমলাননে ।
অন্ত্যজোঽপি যমাশ্রিত্য পূতঃ কৌলপদং ব্রজেৎ ॥ ১৭৯ ॥
করিপাদে বিলীয়ন্তে সর্ব্বপ্রাণিপদা যথা ।
কুলধর্ম্মে নিমজ্জন্তি সর্ব্বে ধর্ম্মাস্তথা প্রিয়ে ॥ ১৮০ ॥
অহো পুণ্যতমাঃ কৌলাঃ তীর্থরূপাঃ স্বয়ং প্রিয়ে ।
যে পুনন্ত্যাত্মসম্বন্ধান্ * ম্লেচ্ছশ্বপচপামরান্ ॥ ১৮১ ॥
গঙ্গায়াং পতিতাম্ভাংসি যান্তি গাঙ্গেয়তাং যথা ।
কুলাচারে বিশন্তোঽপি সর্ব্বে গচ্ছন্তি কৌলতাম্ ॥ ১৮২ ॥
যথার্ণবগতং বারি ন পৃথগ্‌ভাবমাপ্নুয়াৎ ।
তথা কুলাম্বুধৌ মগ্না ন ভবেয়ুর্জ্জনাঃ পৃথক্ ॥ ১৮৩ ॥

কুলতত্ত্বৈরিত্যাদি । কুলতত্ত্বৈঃ মাংসাদিভিঃ । কুলদ্রব্যৈঃ মদ্যৈঃ ॥১৭৮॥
১৭৯ ॥ ১৮০ ॥

একবার মাত্র ভক্তিপূর্ব্বক অর্চ্চনা করিবেন, তাঁহারাও পৃথিবীর মধ্যে পূজ্য হইবেন ।[১৭৮]

কমলাননে । কৌলধর্ম্ম হইতে পরম শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম আর জগতে নাই । কারণ অন্ত্যজ ব্যক্তিও এই ধর্ম্ম আশ্রয় পূর্ব্বক পবিত্র হইয়া কৌলপদ প্রাপ্ত হয় ।[১৭৯] প্রিয়ে । যেমন সমুদায় প্রাণীর পদচিহ্নই হস্তিপদচিহ্নে বিলীন হয়, সেইরূপ সমুদায় ধর্ম্মই একমাত্র কৌলধর্ম্মে নিমগ্ন অর্থাৎ কৌলধর্ম্মের অন্তর্গত হইয়া রহিয়াছে ।[১৮০] প্রিয়ে । কৌলগণ কি পবিত্রতম । তাঁহারা সাক্ষাৎ তীর্থ স্বরূপ তাঁহারা শরণাগত অনুরক্ত ম্লেচ্ছ শ্বপচ ও পামরগণকেও পবিত্র করেন ।[১৮১] যেমন গঙ্গামধ্যে পতিত কূপজলও গঙ্গাজলরূপে পরিণত হয়, সেইরূপ কুলাচারে প্রবিষ্ট সর্ব্ব জাতীয় মনুষ্যই কৌলের আশ্রয়ে কৌলের কৃপায় কৌলপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে ।[১৮২] যেমন সমুদ্রে পতিত সলিল পৃথক্ ভাব প্রাপ্ত হয়

---

*আত্মসম্বন্ধ্যান্ ইতি পাঠান্তরম্

বিপ্রাদ্যন্ত্যজপর্য্যন্তা দ্বিপদা যেঽত্র ভূতলে।
তে সর্ব্বেঽস্মিন্ কুলাচারে ভবেয়ুরধিকারিণঃ॥ ১৮৪॥
আহূতাঃ কুলধর্ম্মেঽস্মিন্ যে ভবন্তি পরাঙ্মুখাঃ।
সর্ব্বধর্ম্মপরিভ্রষ্টাঃ তে গচ্ছন্ত্যধমাং গতিম্॥ ১৮৫॥
প্রার্থয়ন্তি কুলাচারং যে কেচিদপি মানবাঃ।
তান্ বঞ্চয়ন্ কুলীনোঽপি রৌরবং নরকং ব্রজেৎ॥১৮৬॥
চাণ্ডালং যবনং নীচং মত্বা স্ত্রিয়মবজ্ঞয়া।
কৌলং ন কুর্য্যাৎ যঃ কৌলঃ সোঽধমো যাত্যধোগতিম্॥১৮৭॥
শতাভিষেকাৎ যৎ পুণ্যং পুরশ্চর্য্যাশতৈরপি।
তস্মাৎ কোটিগুণং পুণ্যম্ একস্মিন্ কৌলিকে কৃতে॥১৮৮॥

অহবিত্যাদি॥ ১৮১॥ ১৮২॥ ১৮৩॥ ১৮৪॥ ১৮৫॥ ১৮৬॥

না, কুলসাগরে মগ্ন কোনও ব্যক্তিও সেইরূপ পৃথক্ ভাব প্রাপ্ত হইতে পারে না।[১৮৩] এই ভূমণ্ডলমধ্যে ব্রাহ্মণ অবধি অন্ত্যজ পর্য্যন্ত যত প্রকার দ্বিপদ প্রাণী আছে, তাহারা সকলেই এই কুলাচারে অধিকারী হইতে পারিবে।[১৮৪]

যে সকল ব্যক্তি এই কুলধর্ম্মে আহূত হইয়াও পরাঙ্মুখ হয়, তাহারা সর্ব্ব ধর্ম্ম হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া অধোগতি লাভ করে।[১৮৫] যে সকল মনুষ্য কুলাচার প্রার্থনা করিবে, তাহাদিগকে যদি কোন কৌল বঞ্চিত করেন, তাহা হইলে তিনি কৌল হইয়াও রৌরব-নরকে গমন করিবেন।[১৮৬] যদি কোন কৌল ব্যক্তি, কোন কৌলধর্ম্মপ্রার্থী যোগ্য ব্যক্তিকে স্ত্রীলোক নীচলোক চাণ্ডাল বা যবন মনে করিয়া অবজ্ঞা পূর্ব্বক কৌল না করেন, তাহা হইলে তিনি কৌলের মধ্যে অধম হইবেন এবং অন্তকালে তাঁহার অধোগতি হইবে।[১৮৭]

শত শতবার অভিষিক্ত হইলে যে পুণ্য সঞ্চয় হয়, শত শত পুরশ্চরণ করিলে যে পুণ্য সঞ্চয় হয়, এক ব্যক্তিকে কৌল করিতে পারিলে তাহার কোটিগুণ পুণ্য সঞ্চয় হইয়া থাকে।[১৮৮] ভূমণ্ডলে যত প্রকার বর্ণ আছে, এবং যত প্রকার

যে যে বর্ণাঃ ক্ষিতৌ সন্তি যদ্যদ্ধর্ম্মমুপাশ্রিতাঃ ।
কৌলা ভবন্তস্তে পাশৈঃ মুক্তা যান্তি পরং পদম্ ॥ ১৮৯ ॥
শৈবধর্ম্মাশ্রিতাঃ কৌলাঃ তীর্থরূপাঃ শিবাত্মকাঃ ।
স্নেহেন শ্রদ্ধয়া প্রেম্না পূজ্যা মান্যাঃ পরস্পরম্ ॥ ১৯০ ॥
বহুনাত্র কিমুক্তেন তবাগ্রে সত্যমুচ্যতে ।
ভবাব্ধিতরণে সেতুঃ কুলধর্ম্মো হি নাপরঃ ॥ ১৯১ ॥
ছিদ্যন্তে সংশয়াঃ সর্ব্বে ক্ষীয়ন্তে পাপসঞ্চয়াঃ ।
দহ্যন্তে কর্ম্মজালানি কুলধর্ম্মনিষেবণাৎ ॥ ১৯২ ॥
সত্যব্রতা ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ কৃপয়াহূয় মানবান্ ।
পাবয়ন্তি কুলাচারৈঃ তে জ্ঞেয়াঃ কৌলিকোত্তমাঃ ॥ ১৯৩ ॥

চাণ্ডালমিত্যাদি । অবজ্ঞয়া তিরস্কৃত্যেত্যা ॥ ১৮৭ ॥ ১৮৮ ॥ ১৮৯ ॥ ১৯০ ॥ ১৯১ ॥ ১৯২ ॥ ১৯৩ ॥ ১৯৪ ॥

ধর্ম্মাবলম্বী মনুষ্য আছে, তাহাদের মধ্যে যিনি কৌল হইবেন, তিনিই পাশমুক্ত হইয়া পরম পদ লাভ করিতে পারিবেন ।[১৮৯]

শিবোক্ত ধর্ম্মাবলম্বী কৌলগণ সাক্ষাৎ শিবস্বরূপ ও তীর্থস্বরূপ। স্নেহ দ্বারা শ্রদ্ধা দ্বারা এবং প্রেম দ্বারা তাঁহারা পরস্পর পরস্পরের পূজা ও সম্মান করিবেন ।[১৯০] এ বিষয়ে আমি আর অধিক কি বলিব, তোমার নিকট সত্য করিয়া বলিতেছি, এই সংসার-সাগর পার হইবার নিমিত্ত কুলধর্ম্মই একটি মাত্র সেতু হইয়া রহিয়াছে, তদ্ভিন্ন সংসারসাগর পার হইবার আর উপায়ান্তর নাই ।[১৯১] কুলধর্ম্ম সেবন করিলে সমুদায় সংশয় ছেদ হয়, সমুদায় পাপপুঞ্জ ক্ষয় হয় ও সমুদায় কর্ম্মজাল উন্মুক্ত হইয়া থাকে ।[১৯২] যাঁহারা সত্যব্রত ও ধর্ম্মনিষ্ঠ কৌল, যাঁহারা কৃপা-পরতন্ত্র হইয়া মানবগণকে আহ্বান পূর্ব্বক কুলাচার দ্বারা পবিত্র করেন, সেই সকল মহাত্মাকেই কৌলিকশ্রেষ্ঠ বলা যায় ।[১৯৩]

দেবি ! এই আমি তোমার নিকট সর্ব্বলোক-পাবন সর্ব্বধর্ম্ম-বিনির্ণায়ক মহানির্ব্বাণতন্ত্রের পূর্ব্বার্দ্ধ কহিলাম ।[১৯৪] যিনি প্রতিদিন ইহা শ্রবণ করিবেন

ইতি তে কথিতং দেবি সর্ব্বধর্ম্মবিনির্ণয়ম্।
মহানির্ব্বাণতন্ত্রস্য পূর্ব্বার্দ্ধং লোকপাবনম্॥ ১৯৪॥
য ইদং শৃণুযান্নিত্যং শ্রাবযেদ্বাপি মানবান্।
সর্ব্বপাপবিনির্মুক্তঃ সোঽন্তে নির্ব্বাণমাপ্নুযাৎ॥ ১৯৫॥
সর্ব্বাগমানাং তন্ত্রাণাং সারাৎসারং পরাৎপরম্।
তন্ত্ররাজমিদং জ্ঞাত্বা জাযতে সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ॥ ১৯৬॥
কিন্তস্য তীর্থভ্রমণৈঃ কিং যজ্ঞৈর্জপসাধনৈঃ।
জানন্নেতন্মহাতন্ত্রং কর্ম্মপাশৈর্বিমুচ্যতে॥ ১৯৭॥

অথ মহানির্ব্বাণতন্ত্রস্য মাহাত্ম্যমভিধত্তে, য ইদং শৃণুযান্নিত্যমিত্যাদিভিঃ॥ ১৯৫॥ ১৯৬॥

অথবা মনুষ্যগণকে শ্রবণ করাইবেন, তিনি সমুদায পাপ হইতে বিনির্মুক্ত হইযা অন্তে মোক্ষপদ প্রাপ্ত হইবেন।[১৯৫] সমুদায আগম ও সমুদায তন্ত্রের মধ্যে পরাৎপর ও সারাৎসার এই তন্ত্ররাজ পরিজ্ঞাত হইলে সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ হইতে পারা যায়।[১৯৬] অধিক কি বলিব, যিনি এই মহানির্ব্বাণ তন্ত্র পরিজ্ঞাত হইযাছেন, তাঁহার তীর্থভ্রমণে আবশ্যক নাই, যজ্ঞে আবশ্যক নাই, জপ ও অন্য সাধনাদিতেও আবশ্যক নাই। তিনি একমাত্র মহানির্ব্বাণ তন্ত্র পরিজ্ঞান দ্বারাই কর্ম্মপাশ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবেন (৩৯৮)।[১৯৭]

---

(৩৯৮)—কথিত আছে, পাপাপনোদনের নিমিত্ত রাজা জনমেজযের মহাভারত শ্রবণ স্থিরীকৃত হইলে, তিনি মহর্ষি বেদব্যাসকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্। মহাভারত শ্রবণে যে আমারও পাপমোচন হইবে তাহা আমি কিরূপে জানিতে পারিব? বেদব্যাস কহিলেন মহারাজ। কৃষ্ণবর্ণ চন্দ্রাতপের নিম্নে বসিযা আপনি ভারত শ্রবণ করুন, যখন ঐ কৃষ্ণবর্ণ চন্দ্রাতপ শুক্লবর্ণ হইযা উঠিবে, তখনই জানিবেন যে, আপনকার সমুদায পাপ ক্ষয হইযাছে। তখন রাজা জনমেজয় তদনুরূপ অনুষ্ঠান পূর্ব্বক মহাভারত শ্রবণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। যখন আদ্যোপান্ত সমুদায শ্রবণ করা হইল, তখন সেই চন্দ্রাতপ শুক্লবর্ণ হইয়া উঠিল বটে, কিন্তু তাহার স্থানে স্থানে কিছু কিছু কৃষ্ণবর্ণ থাকিয়া গেল। তাহাতে রাজা জনমেজয বিষন্ন হৃদযে পুনর্ব্বার বেদব্যাসকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহর্ষে। আমি ত সমুদায মহাভারত শ্রবণ করিলাম, তথাপি চন্দ্রাতপ সর্ব্বাংশে শ্বেতবর্ণ হইল না কেন? বেদব্যাস কহিলেন, রাজন্। আপনি মনোযোগ

স বিজ্ঞঃ সর্ব্বশাস্ত্রেষু সর্ব্বধর্ম্মবিদাং বরঃ।
স জ্ঞানী ব্রহ্মবিৎ সাধুঃ য এতদ্বেত্তি কালিকে॥ ১৯৮॥
অলং বেদৈঃ পুরাণৈশ্চ স্মৃতিভিঃ সংহিতাদিভিঃ।
কিমন্যৈর্ব্বহুভিস্তন্ত্রৈঃ জ্ঞাত্বেদং সর্ব্ববিদ্ভবেৎ॥ ১৯৯॥
আসীদ্গুহ্যতমং যন্মে সাধনং জ্ঞানমুত্তমম্।
তব প্রশ্নেন তন্ত্রেঽস্মিন্ তৎ সর্ব্বং সুপ্রকাশিতম্॥ ২০০॥

কিন্তস্যেত্যাদি॥ ১৯৭॥ ১৯৮॥ ১৯৯॥ ২০০॥ ২০১॥

কালিকে। যিনি এই মহানির্ব্বাণতন্ত্র পরিজ্ঞাত আছেন, তিনি সর্ব্বশাস্ত্রে বিজ্ঞ, তিনি সমুদায় ধর্ম্মজ্ঞদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তিনি সাধু, তিনি জ্ঞানী এবং তিনিই ব্রহ্মবিৎ-শ্রেষ্ঠ।[১৯৮] বেদ পুরাণ স্মৃতি সংহিতা প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্র ও অন্যান্য বহু তন্ত্র পাঠে কি আবশ্যক, একমাত্র এই মহানির্ব্বাণ তন্ত্র জ্ঞাত হইলেই সর্ব্বজ্ঞ হইতে পারা যায়।[১৯৯]

প্রিয়ে। আমার নিকট যে সমুদায় সাধন ও তত্ত্বজ্ঞান অত্যন্ত গুহ্যতম

পূর্ব্বক আদ্যোপান্ত মহাভারত শুনিয়াছেন? জনমেজয় কহিলেন, মহর্ষে। আদ্যোপান্তই মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করিয়াছি। বেদব্যাস কহিলেন, সমুদায় বুঝিয়াছেন, কোথাও কোনরূপ সন্দেহ নাই ত? রাজা কহিলেন, স্থানে স্থানে হৃদয়ঙ্গম হয় নাই, সন্দেহ আছে। বেদব্যাস কহিলেন, এই কারণেই চন্দ্রাতপের স্থানে স্থানে কৃষ্ণবর্ণ রহিয়াছে। আপনি পুনর্ব্বার মহাভারত শ্রবণ করুন, কোন স্থানে একটিও সন্দেহ রাখিবেন না, তাহা হইলেই প্রকৃত প্রস্তাবে মহাভারত শ্রবণ করা হইবে ও সমুদায় পাপ ক্ষয় হইয়া যাইবে। অনন্তর রাজা জনমেজয় যখন একাগ্রচিত্তে আদ্যোপান্ত সমগ্র মহাভারত পুনর্ব্বার শ্রবণ করিলেন, সন্দেহ হইলে বুঝিয়া লইলেন, তখন চন্দ্রাতপ সর্ব্বাংশেই শ্বেতবর্ণ হইয়া উঠিল, তিনিও পাপ-বিনির্ম্মুক্ত হইলেন। এইরূপ, যিনি, টীকা টিপ্পনী পাঠ করিয়া তাহাতে সন্দেহ ভঞ্জন না হইলে, গুরূপদেশ লইয়া নিঃসন্দিগ্ধরূপে মহানির্ব্বাণ তন্ত্র পরিজ্ঞাত হইবেন, তাঁহার তীর্থ ভ্রমণ প্রভৃতিতে প্রয়োজন নাই, একমাত্র এই মহানির্ব্বাণ তন্ত্র পরিজ্ঞান দ্বারাই তিনি সংসার-সাগর উত্তীর্ণ হইয়া মোক্ষ লাভ করিতে পারিবেন। নচেৎ কেবলমাত্র পাঠ করিলে বা শ্রবণ করিলে যথোক্ত ফল লাভের সম্ভাবনা নাই। আর ভ্রম-প্রমাদ-বিদূষিত গ্রন্থ পাঠ বা শ্রবণ করিলে যে বিপরীত ফল হয়, তাহা বিচক্ষণ ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারেন।

যথা ত্বং ব্রহ্মণঃ শক্তিঃ মম প্রাণাধিকা পরা।
মহানির্ব্বাণতন্ত্রং মে তথা জানীহি সুব্রতে ॥ ২০১ ॥
যথা নগেষু হিমবান্ তারকাসু যথা শশী।
ভাস্বান্ তেজঃসু তন্ত্রেষু তন্ত্ররাজমিদং তথা ॥ ২০২ ॥
সর্ব্বধর্ম্মময়ং তন্ত্রং ব্রহ্মজ্ঞানৈকসাধনম্।
পঠিত্বা পাঠত্বাপি ব্রহ্মজ্ঞানী ভবেন্নরঃ ॥ ২০৩ ॥
বিদ্যতে যস্য ভবনে সর্ব্বতন্ত্রোত্তমোত্তমম্।
ন তস্য বংশে দেবেশি পশুর্ভবতি কর্হিচিৎ ॥ ২০৪ ॥
অজ্ঞানতিমিরান্ধোঽপি মূর্খঃ কর্ম্মজড়োঽপি বা।
শৃণ্বন্নেতন্মহাতন্ত্রং কর্ম্মবন্ধাদ্বিমুচ্যতে ॥ ২০৫ ॥

যথেত্যাদি। তেজঃসু তেজস্বিসু ॥ ২০২ ॥ ২০৩ ॥

ছিল, তোমার প্রশ্ন অনুসারে তৎসমুদায় এই মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে প্রকাশ করিলাম।[200] সুব্রতে। তুমি যেমন আমার পরমপ্রাণাধিকা ব্রহ্মশক্তি, এই মহানির্ব্বাণ তন্ত্রও আমার সেইরূপ জানিবে।[201] যেমন পর্ব্বত সমুদায়ের মধ্যে হিমালয়, নক্ষত্রগণের মধ্যে চন্দ্র ও তেজপদার্থ মধ্যে মার্ত্তণ্ড শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ সমুদায় তন্ত্রের মধ্যে এই তন্ত্ররাজই শ্রেষ্ঠ।[202]

এই তন্ত্র সর্ব্বধর্ম্মময় ও ব্রহ্মজ্ঞানের একমাত্র সাধন। যিনি ইহা পাঠ করিবেন বা পাঠ করাইবেন, তিনি ব্রহ্মজ্ঞানী হইবেন[203] দেবেশি। সমুদায় তন্ত্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এই তন্ত্র যাঁহার গৃহে রক্ষিত হইবে, তাঁহার বংশে কেহ কখনও পশু (অজ্ঞান) হইবে না। (৩৯৯)।[204] যে ব্যক্তি অজ্ঞান-তিমিরে অন্ধ, মূর্খ ও কর্ম্মজড় সে ব্যক্তিও যদি এই মহানির্ব্বাণ নামক মহাতন্ত্র শ্রবণ করে, তাহা হইলে কর্ম্মপাশ হইতে মুক্ত হইতে পারে।[205] পরমেশ্বরি। এই মহাতন্ত্র পঠন শ্রবণ,

---

(৩৯৯) টীকা টিপ্পনী ও অবিকল বিশুদ্ধ অনুবাদ সহিত মহানির্ব্বাণ তন্ত্র একখানি গৃহে রাখা সকলেরই কর্ত্তব্য, কারণ টীকা টিপ্পনী ব্যতিরেকে সকলে ইহার সম্যক মর্ম্মগ্রহণ করিতে পারিবেন না, এবং মর্ম্মগ্রহ না হইলে কিরূপে অজ্ঞান দূর হইবে।

এতত্তন্ত্রস্য পঠনং শ্রবণং পূজনং তথা।
বন্দনং পরমেশানি নৃণাং কৈবল্যদায়কম্ ॥ ২০৬ ॥
উক্তং বহুবিধং তন্ত্রম্ একৈকাখ্যানসংযুতম্।
সর্ব্বধর্ম্মান্বিতং তন্ত্রং নাতঃপরতরং ক্বচিৎ ॥ ২০৭ ॥
পাতালচক্রং ভূচক্র-জ্যোতিশ্চক্রসমন্বিতম্।
পরার্দ্ধমস্য যো বেত্তি স সর্ব্বজ্ঞো ন সংশয়ঃ ॥ ২০৮ ॥
পরার্দ্ধসহিতং গ্রন্থম্ এনং জানন্নরো ভবেৎ।
ত্রিকালবার্ত্তাং ত্রৈলোক্য-বৃত্তান্তং কথিতুং ক্ষমঃ ॥ ২০৯ ॥

বিদ্যাতে ইত্যাদি ॥ ২০৪ ॥ ২০৫ ॥ ২০৬ ॥ ২০৭ ॥ ২০৮ ॥
পরার্দ্ধেত্যাদি ॥ ২০৯ ॥

পূজন বা বন্দন করিলে মনুষ্যের কৈবল্য লাভ হয়।[২০৬] প্রিয়ে! আমি এক এক আখ্যান সমেত বহুবিধ তন্ত্র বলিয়াছি, পরন্তু যাহাতে সর্ব্ব ধর্ম্ম নির্ণীত হইয়াছে, তাদৃশ তন্ত্র ইহা ভিন্ন আর কোথাও নাই।[২০৭]

এই মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের উত্তরার্দ্ধে পাতালচক্র ভূচক্র ও জ্যোতিশ্চক্র আছে, যিনি (পূর্ব্বার্দ্ধ পাঠ করিয়া) সেই উত্তরার্দ্ধ জ্ঞাত হয়েন, তিনি সর্ব্বজ্ঞ হইতে পারেন, সন্দেহ নাই।[২০৮] যিনি পরার্দ্ধ সহিত এই মহানির্ব্বাণতন্ত্রের পূর্ব্বার্দ্ধ জ্ঞাত থাকেন, তিনি ত্রিকাল-বার্ত্তা ও ত্রৈলোক্য-বৃত্তান্ত বর্ণন করিতে সমর্থ হয়েন (৪০০)।[২০৯]

---

(৪০০)—পরমারাধ্য চরণযুগল-শ্রীশ্রীগুরুদেব নিরতিশয় অধ্যবসায় সহকারে নানা-স্থানে এই মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের উত্তরার্দ্ধের অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। পরন্তু যদিও কোন কোন মহাত্মার নিকট উক্ত উত্তরার্দ্ধের অস্তিত্ব বিষয়ে বাক্যপ্রমাণ পাইয়াছিলেন, তথাপি কাহারও নিকট তাহার প্রত্যক্ষ অস্তিত্বপ্রমাণ না পাইয়া উত্তরার্দ্ধের প্রকৃত অস্তিত্ব বিষয়ে কিঞ্চিৎ সন্দিহান হইয়াছিলেন। আমরাও এই তন্ত্র প্রকাশে প্রবৃত্ত হইয়া এই উত্তরার্দ্ধের জন্য বহু অনুসন্ধান করিয়াছি, এবং এই নিমিত্ত সাধ্যমত মুদ্রাও ব্যয়িত হইয়াছে। যাহা হউক আমরা এই পরিশ্রমের ফলে মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের উত্তরার্দ্ধের সন্ধান প্রাপ্ত হইয়াছি। কিন্তু অসমর্থতা হেতু উপযুক্ত ব্যয়ে এখনও তাহা হস্তগত করিতে পারি নাই। যাহাতে ইহা শীঘ্রই হস্তগত

সন্তি তন্ত্রাণি বহুধা শাস্ত্রাণি বিবিধান্যপি।
মহানির্ব্বাণতন্ত্রস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্॥ ২১০॥
মহানির্ব্বাণতন্ত্রস্য মাহাত্ম্যং কিং ব্রবীমি তে।
বিদিত্বৈতন্মহাতন্ত্রং ব্রহ্মনির্ব্বাণমাপ্নুযাৎ॥ ২১১॥

ইতি শ্রীমহানির্ব্বাণতন্ত্রে সর্ব্বতন্ত্রোত্তমোত্তমে সর্ব্বধর্ম্মনির্ণয়সারে
শ্রীমদাদ্যাসদাশিবসংবাদে পূর্ব্বকাণ্ডে শিবলিঙ্গস্থাপন-
চতুর্ব্বিধাবধূতবিবরণকথনং নাম
চতুর্দ্দশোল্লাসঃ।

সমাপ্তোহয়ং পূর্ব্বকাণ্ডঃ।

সন্তীত্যাদি ॥ ২১০ ॥ ২১১ ॥

ইতি শ্রীমহানির্ব্বাণতন্ত্রটীকায়াং চতুর্দ্দশোল্লাসঃ

দেবি! অনেক প্রকার তন্ত্র আছে, বহুবিধ শাস্ত্রও আছে, পরন্তু কোন শাস্ত্র বা কোন তন্ত্র, এই মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের ষোড়শ অংশের একাংশেরও সমকক্ষ হইতে পারে না।[২১০] প্রিয়ে! আমি এই মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের মাহাত্ম্য তোমার নিকট আর অধিক কি বর্ণন করিব, এই মহাতন্ত্র পরিজ্ঞাত হইলে ব্রহ্মনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।[২১১]

শিবলিঙ্গস্থাপন চতুর্বিধ-অবধূত-বিবরণ প্রভৃতি কথন নামক
চতুর্দ্দশ উল্লাস সমাপ্ত।

হয়, এজন্য আমরা বিশেষরূপে চেষ্টিত আছি। এবং শীঘ্রই যে সফলকাম হইব, এবিষয়ে বিশেষ প্রত্যাশা করি। এবং আরও প্রত্যাশা করি ঐ উত্তরার্দ্ধ লইয়া অবিলম্বে গ্রাহকবর্গের সম্মুখে উপস্থিত হইব।

সমাপ্তশ্চায়ং গ্রন্থঃ।

সাধকপ্রবর জগন্মোহন তর্কালঙ্কার

সঙ্কলিত

সনাতন ধর্মানুষ্ঠান তৃতীয় খণ্ড

বা

নিত্যপূজা পদ্ধতি

সাধনালব্ধ অভিজ্ঞতা এবং পাণ্ডিত্যের একত্র সমাবেশে এই পুস্তক সঙ্কলিত হইয়াছে। পণ্ডিত এবং সাধক সমাজে এই পুস্তকের নূতন করিয়া পরিচয় অনাবশ্যক। যে সময় এই অমূল্য গ্রন্থ প্রথম প্রকাশিত হয় সে সময় পূজা সম্বন্ধীয় কোনপ্রকার প্রামাণিক পদ্ধতি প্রচলিত হয় নাই, এবং বর্ত্তমানেও প্রামাণ্য হিসাবে প্রচলিত সকলপ্রকার পূজা-পদ্ধতি অপেক্ষা সর্বাংশে শ্রেষ্ঠ এবং পণ্ডিত, সাধক এবং শিক্ষার্থী কর্ত্তৃক বিশেষভাবে সমাদৃত। এই গ্রন্থে বিষ্ণু, শিব, গণেশ, নারায়ণ, যুগলমূর্ত্তি, দশমহাবিদ্যাপূজা এবং অন্যান্য শক্তিপূজাপদ্ধতি, সকল দেবীর ভৈরব এবং আবরণ দেবতার পৃথক্ পূজা বিষয়ে প্রমাণাদি, মীমাংসা এবং নির্দ্দেশ সুন্দর সহজবোধগম্য ভাবে পরিকল্পিত হইয়াছে। শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব প্রভৃতি সর্ব্বসম্প্রদায়ের সাধকের পক্ষে ইহা অত্যাবশ্যকীয় গ্রন্থ। ইহাতে এমন একটিও কথা নাই যাহা শাস্ত্রীয় প্রমাণ নিরপেক্ষ। বিধি অনুসারে প্রাতঃকৃত্য, সন্ধ্যা, পূজা, প্রভৃতি নিত্যকৃত্য এবং অন্যান্য করণীয় কার্য্যের ব্যবস্থা বিশেষ যত্ন এবং সতর্কতার সহিত ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। অর্চ্চনা, হোম প্রভৃতি বিষয়ে বিধি নিষেধ, জপপ্রকার জপরহস্য, মুদ্রাপ্রকরণ জপসমর্পণ প্রভৃতি আবশ্যকীয় বিষয়গুলি প্রাঞ্জলভাবে প্রমাণাদি সহযোগে বর্ণিত হইয়াছে। পূজাসম্বন্ধে নির্ভুল এবং সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভেচ্ছুক সাধক এবং শিক্ষার্থী মাত্রেরই এই পুস্তক একান্তভাবে অপরিহার্য্য। দক্ষিণা ১২·০০ (বার টাকা)